

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১১৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা • মাঘ - চৈত্র ১৪১৩

সাময়িকপত্র বিশেষ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

প্রভাতকুমার দাস • সুবিমল মিশ্র



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলকাতা ৭০০ ০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১১৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা • মাঘ - চৈত্র ১৪১৩

সাময়িকপত্র বিশেষ সংখ্যা

check
13/02/08

92

পত্রিকাধ্যক্ষ

প্রভাতকুমার দাস • সুবিমল মিশ্র



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
১১৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
Sahitya-Parisat-Patrika
Vol. 113, No. 4
(Published on Agrahayana 1414, December 2007)

প্রকাশ : ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪১৪

P 32397

প্রকাশক :
রমাকান্ত চক্রবর্তী
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬

বণিকিয়াস ও মুদ্রণ :
শ্যামল সাউ, দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬

দাম : ১০০.০০ টাকা

সাহিত্য - পরিষৎ - পত্রিকা

১১৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা • মাঘ - চৈত্র ১৪১৩

সূচিপত্র

পত্রিকা প্রসঙ্গ

প্রভাতকুমার দাস • সুবিমল মিশ্র

লেখক-পরিচিতি

উনিশ শতকের ছাপাখানা ও পত্র পত্রিকা

আশিস খাস্তগীর / ১

উনিশ শতকে সভা-সমিতি ও সংবাদ সাময়িকপত্র

মুনতাসীর মামুন / ৭২

উনিশ শতকের ব্যঙ্গপত্রিকা

স্বপন বসু / ১০১

হিতকরী : উনিশ শতকের দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা

আবুল আহসান চৌধুরী / ১৪১

বাঙালি মুসলিম নারী-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা

মালেকা বেগম / ১৭৫

সংস্কারের দ্বন্দ্ব : পত্রিকার শিক্ষা—বাণিজ্যের ভাব,

না বাণিজ্যের পত্র-শিল্পের ভাবনা

সুমন ভট্টাচার্য / ২৫৬

শতোত্তর দ্বাদশবর্ষ : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

প্রভাতকুমার দাস / ২৭১

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : লেখকসূচি ১৩০১-১৪১৩

সুবিমল মিশ্র / ২৮৬

পত্রিকা প্রসঙ্গ

শুরুর সময় থেকে ধরলে প্রায় একশো নব্বই বছরে দুই বাংলার নানা প্রান্ত থেকে সাময়িক পত্র প্রকাশিত হচ্ছে। ক্ষণস্থায়ী কিংবা দীর্ঘজীবী সেইসব পত্রিকার প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন কাজ। তবে এ-বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ, তাঁদের অনুমান এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা হাজার চারেক ছাড়িয়েছে। দশতক ব্যাপী পত্রিকা প্রকাশের ধারাবাহিকতা নিয়ে তথ্যপূর্ণ মূল্যায়ন করতে ইতিপূর্বে অনেক পুরোশা ব্যক্তিত্ব সচেতনভাবে প্রয়াসী হয়েছেন। যদিও সেসব প্রচেষ্টায় কোনো পূর্ণাঙ্গ চিত্র-চরিত্র নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। অথচ উনিশ-বিশ দুটি শতকেই নানা ধরনের উদ্দেশ্য সামনে রেখে এক একটি সাময়িকপত্র সম্পাদিত হয়েছে—

তার বিষয়ভাবনার বৈচিত্র্য অনুধাবন করতে বসলে, আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ, তাদের জীবনযাপন, ভাষা, সংস্কৃতি, নৈমিত্তিক সমস্যা, ঐতিহ্য-ইতিহাস, প্রথা-সংস্কার, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি, প্রতিরোধ-প্রতিবাদ প্রভৃতির বিবর্তনমূলক বিবরণ প্রধানত এইসব সাময়িকপত্রের সাহায্য ছাড়া উদ্ধার করা সম্ভব নয়। বর্তমান সংকলনটির পরিকল্পনার পিছনে সেই অনুসন্ধানেরই একটা তাগিদ প্রাধান্য পেয়েছে।

খুব সঙ্কোচ সত্ত্বেও আমরা উল্লেখ করতে চাই, বিলম্বিত প্রকাশের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। এবং সেই সঙ্গে আরো একটি ব্যাপারে আমাদের সকলকে অবহিত করা প্রয়োজন, এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথাসম্ভব সঠিক আলোকপাত করার লক্ষ্যে, প্রথমাধি দুটি খণ্ডের কথা ভাবা হয়েছে। আর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সাগ্রহ সহায়তার কথা অবশ্যই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের উল্লেখ করতেই হয়— কেননা তাঁদের আর্থিক অনুদানের উপর ভরসা না করলে এরকম একটি প্রকল্প রূপায়ণে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব হত না।

বর্তমান খণ্ডে একটি সূচি সহ যে আটটি নিবন্ধ স্থান পেয়েছে, তাতে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী গবেষক-নিবন্ধকারদের প্রাধান্যে আমরা গৌরববোধ করছি। উভয় বাংলার সংবাদ সাময়িকপত্র চর্চার ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা বিশেষভাবে পরিচিত— প্রথমাধি বিষয়ভাবনার দিক থেকে বাংলাদেশকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই লেখক সূচিতে তাঁদের অগ্রাধিকার। অনুরোধ রক্ষা করে, তাঁরা আমাদের পূর্ববর্তী সহযোগিতার সুখস্মৃতি বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের এ-উপলক্ষে প্রথমে কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই সঙ্গে, আমাদের নিকটতর এই বঙ্গের লেখকরাও শ্রমসাধ্য রচনাগুলি দিয়ে সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন— তাঁরা সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে আছেন, বাঙালি হলেও কৃতজ্ঞতা না জানালে আমাদের সঙ্কোচ বৃদ্ধি পাবে।

ওপার বাংলার বিশিষ্ট গবেষক মুনতাসীর মামুন 'উনিশ শতকের সভাসমিতি ও সংবাদ-সাময়িক পত্র' প্রবন্ধে উনিশ শতকের সভাসমিতিগুলির উদ্ভব এবং সেগুলির পৃষ্ঠপোষণায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রগুলির প্রকাশ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এটিও পত্রিকাটির মান বৃদ্ধি করবে।

ওপার বাংলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাচিন্তক, বহু বিশিষ্ট জীবনী রচয়িতা আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে হিতকরী নামে একটি দুপ্রাপ্য পত্রিকার উদ্ভব, বিকাশ বর্ণনা করে পত্রিকার প্রাপ্ত সংখ্যাগুলির সূচি প্রকাশ করেছেন। এর ফলে এই বাংলার গবেষক বন্ধুগণ হিতকরী পত্রিকার অনুপুঙ্খ বিবরণ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

ওপার বাংলার বিশিষ্ট অধ্যাপিকা, নারী আন্দোলনের নেত্রী মালেকা বেগম 'বাঙালি মুসলিম নারী-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা' নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। শুধু আলোচনা নয়, দীর্ঘ পরিশ্রমে যে তিনি প্রাপ্তব্য সংখ্যাগুলির সূচিও সংকলন করে দিয়েছেন। এটিও এই সংখ্যার গৌরববর্ধনকারী রচনা।

'উনিশ শতকের ছাপাখানা ও পত্র পত্রিকা' শীর্ষক রচনায় প্রাবন্ধিক অধ্যাপক আশিস খাস্তগীর ওই শতকের প্রায় কমবেশি বারোশো পত্রিকার নাম, সম্পাদক ও ঠিকানা সহ ছাপাখানার বিবরণ দিয়েছেন। একটি পত্রিকা যতবার তার ছাপাখানা বা তার সম্পাদক পরিবর্তন করেছে প্রাবন্ধিক অতি যত্নে সেগুলির আনুপূর্বিক বিবরণ তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে এই ধরনের তথ্যনির্ভর আলোচনা এই প্রথম। এই রচনাটি নিশ্চিতভাবেই পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করবে।

উনিশ শতকের বিশিষ্ট গবেষক ও চিন্তক অধ্যাপক স্বপন বসু বিস্তৃত পরিসরে উনিশ শতকের ব্যঙ্গপত্রিকাগুলি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। উনিশ শতকের ব্যঙ্গপত্রিকাগুলির উদ্ভবের কারণ বিশ্লেষণ করে প্রত্যেকটি পত্রিকার হাল হকিকৎ বিশদ আলোচনা করেছেন। আর প্রায় প্রত্যেক পত্রিকার বেশ কিছু প্রতিলিপি সংযোজনের ফলে প্রবন্ধটি যথেষ্ট মনোগ্রাহী হয়েছে।

অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্যের প্রবন্ধও আমাদের চিন্তার উদ্রেক করবে, তিনি একটি বিশেষ অনালোচিত বিষয় নিয়ে যে কাজের সূত্রপাত করতে চেয়েছেন, ভবিষ্যতে সেটি পূর্ণতার রূপ পাবে মনে করি।

বর্তমান খণ্ডে যেসব পত্রিকার প্রসঙ্গ এসেছে, তার অধিকাংশই দুপ্রাপ্য। কোনো কোনোটির সঙ্গে হয়তো নামমাত্র পরিচয় ঘটেছে আমাদের, তার মধ্যে কয়েকটির সূচিও সংকলিত হয়েছে একটি প্রবন্ধে। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার, বাংলা সাময়িক পত্রিকার ধারাবাহিকতায় ইতিমধ্যেই সব থেকে দীর্ঘস্থায়ী পত্রিকাগুলির দুপ্রাপ্য তালিকার অন্যতম সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-র একশো তেরো বছরের প্রকাশিত সংখ্যাসমূহের লেখক-নামের বর্ণনানুক্রমে বিন্যস্ত রচনাসূচিসহ পৃথকভাবে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যুক্ত করা হল।

এই কাজটির কোনো অসম্পূর্ণতা, মুদ্রিত নিবন্ধগুলির কোনো কোনো ক্ষেত্রে বানানের অসাম্য, চিত্র ব্যবহারের সামঞ্জস্য রক্ষা না করতে পারা ইত্যাদি ত্রুটির বিষয়ে উভয় অধ্যক্ষর যথেষ্ট সঙ্কোচের কারণ আছে। প্রথমজন অনেক কাল ধরেই বর্তমান পত্রিকার দায়িত্ব পালন করার পর অব্যাহতি পেয়েছেন—যদিও আলোচ্য খণ্ডে কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে হবে, সে বিষয়ে তাঁর নিশ্চিত করে কিছু জানা সম্ভব হয়নি। আবার দ্বিতীয়জনের কোনো কোনো দিক নিয়ে সংশয় ছিল—নিরসন হতে অকারণ সময় অতিবাহিত হয়েছে। তবু যদি এই কাজের

সাফল্য কিছু থাকে, সেটাই অধ্যক্ষদের সদিচ্ছার ফল হিসেবে ধরতে হবে। অনেককাল পরে বিদায় ও স্বাগতকে একসঙ্গে মিলিত দেখার উপলক্ষ তৈরি হয়েছে বলে দুজনেই যুগ্মভাবে খুশি। অবশ্যই উল্লেখ্য, শ্রীস্বপন বসু, শ্রীঅশোক উপাধ্যায়, এবং শ্রীরমেন সরের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। শেবোক্তজন কয়েকটি পত্রিকার আলোকচিত্র সংগ্রহে সাহায্য করেছেন।

ইতিমধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের স্বনামধন্য অনেকের প্রয়াণ আমাদের নির্বিগ্ন করেছে। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। বর্তমান সংখ্যায় পরিষৎ সম্পর্কিত কোনো তথ্য ও সংবাদ প্রকাশ সম্ভব হল না। পরবর্তী সংখ্যায় সেগুলি উল্লিখিত হবে।

পরিষদের কার্যনির্বাহী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জানানো হচ্ছে বর্তমান সংখ্যা থেকে বিনামূল্যে সংগ্রহের পরিবর্তে পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা বৈধ সদস্যদের অর্ধেক মূল্যে কিনতে হবে।

১৩ অগ্রহায়ণ ১৪১৪

প্রভাতকুমার দাস সুবিমল মিশ্র
পত্রিকাধ্যক্ষ

লেখক পরিচিতি

আশিস খাস্তগীর কালীনগর কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। উল্লেখযোগ্য বই : বাংলা সাহিত্যে নীতিশিক্ষা; সম্পাদিত গ্রন্থ : মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা; বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ।

আবুল আহসান চৌধুরী বাংলাদেশের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। বিশিষ্ট গবেষক। উল্লেখযোগ্য বই : কাঙাল হরিনাথ মজুমদার; মীর মশাররফ হোসেন : সাহিত্য কর্ম ও সমাজচিন্তা; জালন ফকির।

মালেকা বেগম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চাকেন্দ্রের অধ্যাপক। নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সমাজকর্মী। উল্লেখযোগ্য বই : বাংলার নারী আন্দোলন; যৌতুক সংস্কৃতি, তিন খণ্ডে বেগম পত্রিকার নির্বাচিত সংকলন সম্পাদনা করেছেন।

মুনতাসীর মামুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। বিশিষ্ট গবেষক। উল্লেখযোগ্য বই : উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ; উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র; উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের মুদ্রণ ও প্রকাশনা।

স্বপন বসু উনিশ শতকের বিশিষ্ট গবেষক। উল্লেখযোগ্য বই : বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস; সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ।

সুমন ভট্টাচার্য কৃষ্ণনগর গার্লস কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। বিশিষ্ট গবেষক। জাতিবর্ণ স্তরান্তর বিন্যাস আন্দোলন বিষয়ে গবেষণা করেছেন। সম্পাদিত গ্রন্থ : মননে বীক্ষণে সরোজ আচার্য।

উনিশ শতকের ছাপাখানা ও পত্র-পত্রিকা

আশিস খাস্তগীর

সারা উনিশ শতক জুড়ে দু'বাংলা মিলিয়ে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা কম নয়, বারোশোর মতো।^১ এতগুলি পত্র-পত্রিকা যে সবই দীর্ঘজীবী ছিল, তা-ও নয়। বেশ কয়েকটির আয়ুষ্কাল একটিমাত্র সংখ্যা, কিছুর গোটাকয়েক। সময়সীমার দিক দিয়ে বছর না ঘুরতেই অনেক পত্র-পত্রিকা বাজার থেকে হারিয়ে গেছে, কিছু চলেছে কয়েক বছর। হাতে গোনা কয়েকটিমাত্র নিজের অস্তিত্ব-বজায় রেখেছিল দীর্ঘদিন। সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশনা প্রথমে ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফসল। পরে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা এতে যুক্ত হয়। উনিশ শতকে ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্যে স্থাপিত সভা-সমিতির মুখপত্র হিসেবেও বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এইসব পত্র-পত্রিকার ওঠাপড়া, হাসিকান্না, সুখ-দুঃখের ভাগীদার ছিল পত্র-পত্রিকাগুলির ছাপাখানা। বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের জন্মলগ্ন থেকেই ছাপাখানা তার সহযাত্রী। এই আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে মূলত দু'ভাবে। হয় পত্র-পত্রিকার নিজস্ব প্রেস—তা সে আগে পরে যা-ই হোক না কেন অথবা সম্পূর্ণত অন্য প্রেসনির্ভর পত্র-পত্রিকার মুদ্রণ। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও দেখা গেছে, এক বা একাধিক প্রেসের মালিক ব্যবসায়ে সফল হওয়ার পর পত্রিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। আর একদল মানুষ হাতে টাকা থাকায় পত্রিকা ও প্রেস একই সঙ্গে কিনে নিয়ে তার মালিক হয়ে বসেছেন। শুধুমাত্র পত্র-পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রেস স্থাপন করলেও পরবর্তীকালে সেই প্রেস থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বই ছাপা হচ্ছে, এমন উদাহরণও প্রচুর।

২

একথা আজ অস্বীকারের উপায় নেই যে, ছাপাখানা প্রাণ ও গতি পেয়েছে পত্র-পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'র মতো 'সুবুদ্ধি' বেশ কিছু সম্পাদকের ছিল ঠিকই, তবে তার বিপরীত দিকের মানুষের সংখ্যাও কম ছিল না। উনিশ শতকে পত্র-পত্রিকার প্রাণশক্তি ছিল প্রধানত বাঙালি মধ্যবিত্তের হাতে। তাঁদের সাধ ও সাধের মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক। পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছে থাকলেও হাতে টাকা ছিল না। মূলত ছাপার খরচ জোগানোর অর্থ সংস্থান করা এই মধ্যশ্রেণির পক্ষে অনেক সময়ই সম্ভব হত না। ফলে পত্রিকা প্রকাশের জন্য তাঁদের প্রায়শই দ্বারস্থ হতে হত সম্পন্ন, ধনী ব্যক্তিদের। কখনও বা প্রতিষ্ঠানের। হাল আমলের পরিভাষায় যাকে বলে স্পনসর। বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রথম পর্বে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের দানে ঋদ্ধ হয়েছে। কেউ পত্র-পত্রিকার ছাপার খরচ বহন করেছেন, কেউ নিজের বাড়িতে ছাপাখানা বসানোর অনুমতি দিয়েছেন, কেউ-বা আস্ত একটি মুদ্রায়ন্ত্রই দান করেছেন। যেমন, সংবাদ প্রভাকর প্রথম পর্বে গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের আনুবুল্য লাভ করেছিল।

তিনি ছাপার খরচটুকু বহন করতেন। কানাইলাল ঠাকুর সন্ধ্যা সুধাকর পত্রিকার জন্য একটি মুদ্রায়ন্ত্রের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যা ডাক্কর পত্রিকার প্রেসটি বসানো হয়েছিল হেদুয়ার আশুতোষ দেবের বাড়িতে। অক্ষয়কুমার দত্তের তত্ত্বাবধিনী পত্রিকা ছাপানোর জন্য রমাপ্রসাদ রায় গোপনে একটি মুদ্রায়ন্ত্র দান করেছিলেন। অবশ্যই বলতে হয় কালীপ্রসন্ন সিংহের কথা। তত্ত্বাবধিনী পত্রিকা-র জন্য তিনি নিজেকে একটি প্রেস কিনে সভাকে দান করেন। ১৮৫৭ সালে প্রেসের দেখাশোনার জন্য কালীপ্রসন্ন ওই প্রেসের যন্ত্রাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ১৮৬১-তে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মুখার্জিস ম্যাগাজিন-এর জন্যও একটি প্রেস কিনে দিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যন্ত্রটি দান করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী পত্রিকার জন্য। ১৮৬১-তে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর হরিশচন্দ্রের পরিবারকে ৫,০০০ টাকা দিয়ে মুদ্রায়ন্ত্র এবং পত্রিকার সর্বস্বত্ব কিনে নিয়েছিলেন। রঙপুরের রঙ্গপুর বার্তাবহ পত্রিকাটির ছাপার খরচ জোগাতেন রঙপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী।

হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকার তমোয় যন্ত্রের স্থাপনের পিছনে অবদান ছিল রাজশাহীর দুবলহাটির রাজা হরনাথ রায়চৌধুরী। পত্রিকার ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ সালের ৬৫ ভাগ, ৫ম সংখ্যায় বলা হয়েছে—

কলিকাতায় তদানীন্তন হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া হিন্দু যুবকগণের মনোভাব পরিবর্তিত হইয়াছিল। দলে দলে হিন্দুগণ ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষা লইয়াছিলেন। এই স্রোত রোধ করিবার জন্য এবং হিন্দুধর্মের আদর্শকে সুগঠিতভাবে প্রচার করিবার জন্য রাজশাহীতে একটি ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ প্রচার কার্যের নিমিত্ত এই হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন।.....বর্তমান ধর্মসভা গৃহ হিন্দুরঞ্জিকার কার্যালয় ১২৭২ সালে নাটোরাধিপতি রাজা আনন্দনাথ রায়বাহাদুর নির্মাণ করেন।..... তখন রাজশাহীতে কোনও প্রেস ছিল না।.....হিন্দুরঞ্জিকা ও ব্যবস্থাদি ঢাকা ও অন্যান্য স্থান হইতে মুদ্রিত করা হইত। ঢাকায় ছাপা হওয়াতে অসুবিধা ও ব্যয়াদি হইতে থাকায় ১২৭৮ সালে রাজশাহীর দুবলহাটির রাজা হরনাথ রায়চৌধুরী রাজা উপাধি লাভ করিয়া সভার এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে পুস্তক, সংবাদপত্র ও ব্যবস্থাদি মুদ্রণের জন্য মুদ্রায়ন্ত্র খরিদ করিতে এক হাজার টাকা ও গৃহ নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করেন। তাঁহার অর্থ প্রেস আনয়ন করা ও গৃহ নির্মিত হয়।.....পত্রিকায় তখন কেবলমাত্র সামাজিক ও ধর্ম সংস্কার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত।.....ধর্মশাস্ত্রের অনভিজ্ঞতারূপ তমোনাথ করিবার উদ্দেশ্য আছে বলিয়া হিন্দুরঞ্জিকার প্রেসের নাম ‘তমোয় যন্ত্রালয়’ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল।

সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের জন্য ছাপাখানার সংস্থান যেমন করেছেন বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি, তেমনই প্রিয় পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য প্রথম পর্বে কিছুদিন পরমুখাপেক্ষী থাকলেও কষ্টেসৃষ্টে বহু সম্পাদকই পরবর্তীকালে নিজস্ব প্রেস বসিয়ে নিয়েছেন। এমনও দেখা গেছে, প্রথমে প্রেস বসিয়ে পরে সেই প্রেস থেকে পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ পত্রিকার কারণে প্রেস এবং প্রেসের

কারণে পত্রিকা—এই দুই ভাবেই সম্পর্কটি গড়ে উঠেছে।

আত্মীয়তার সম্পর্কটি প্রথম গড়েন গঙ্গাবিশোর ভট্টাচার্য। শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় কম্পোজিটর হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে কলকাতায় এসে বই বিক্রির ব্যবসাতে আত্মনিয়োগ করেন তিনি। ছাপাখানা স্থাপন করেন ১৮১৮ সালে। প্রেসের নাম বাঙ্গাল গেজেট প্রেস বা আপিস। এর পর তিনি সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বাঙ্গাল গেজেট পত্রিকা ছাড়া ওই প্রেস থেকে আর কোনো সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র প্রকাশের খবর পাওয়া যায় না।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি হয় সম্বাদ কৌমুদী পত্রিকায়। প্রথম ১৩টি সংখ্যা বেরোনের পর তিনি নিজেই একটি প্রেস স্থাপন করলেন। নাম দিলেন সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র। সেখান থেকে বেরোতে লাগল সমাচার চন্দ্রিকা।

সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার প্রেসের ঠিকানা বিষয়ে কিছুটা সংশয় রয়েছে। ১৮৩১-এর জানুয়ারিতেই ঠিকানা পাচ্ছি ১৭ আমড়াতলা, বড়বাজার এবং ৩২ সিমলা স্ট্রিট। সম্ভবত জানুয়ারি মাসেই নতুন ঠিকানা হয় ৫৪ নয়নচাঁদ দস্ত লেন, সিমলা। ১৮৪০-এর মে মাসে ৩২ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটে প্রেসটি স্থানান্তরিত হয়। দীর্ঘদিন এই ঠিকানা থেকেই পত্রিকা প্রকাশিত হত। এর চল্লিশ বছর পর প্রভাকর প্রেসের ঠিকানা হয় ১০১ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট। উনিশ শতকে সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে এই প্রেসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা ছাড়া ছাপা হয়েছে আয়ুর্বেদ দর্পণ, পাশু পীড়ন, বিশ্বাসী, বিষ-বৈরী, সংবাদ দ্বিজরাজ, সংবাদ সাধুরঞ্জন, সংবাদ সৃজনরঞ্জন, সত্যধর্ম প্রকাশিকা, সর্বরসরঞ্জিনী ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়-সম্পাদক অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য বড়োবাজারের গোবিন্দচন্দ্র ধর লেনে ১৮৩৮-এ স্থাপন করেছিলেন পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র। কাজের চাপ বাড়ায় ৮৩ নং রাধাবাজারে শাখা-পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেস থেকে সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় এবং সম্বাদ অরুণোদয় এই দুটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর সাধারণী পত্রিকার জন্যই চুচুড়ায় সাধারণী প্রেস স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া মুদ্রিত হয়েছে আর্য্যপ্রতিভা, কুমুদিনী, পঞ্চানন্দ, বিনোদিনী পত্রিকাগুলি। আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী সম্পাদিত আহমদী (১৮৮৫) পত্রিকার জন্য টাঙ্গাইলে স্থাপিত হয় আহমদী যন্ত্র। ওই প্রেস থেকে আহমদী পত্রিকা ছাড়া আর কোনো পত্রিকা ছাপা হয়নি।

আদরিণী পত্রিকার সম্পাদক সে-সময়কার জনপ্রিয় গ্রন্থকার তারকনাথ বিশ্বাস ১৮৮৩-তে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আদরিণী প্রেস। আদরিণী পত্রিকা প্রথমে ছাপা হত কর প্রেসে। এরপর ইডেন প্রেসে। তবে কী কারণে তারকনাথ তাঁর পত্রিকাটি নিজস্ব প্রেস স্থাপিত হওয়ার পরও বেদান্ত প্রেস, স্কুল বুক প্রেস এবং অমদা প্রেস থেকে ছাপিয়েছিলেন, তা জানা যায়নি। ওই ছাপাখানা থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে বেরোত উপন্যাস লহরী এবং সচিত্র বঙ্গীয় রহস্য।

ভারতমিহির পত্রিকার সম্পাদক অনাথবন্ধু শুহ ছিলেন দরিদ্র সন্তান। ক্রমে বিস্তৃত ও খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন আইনের ব্যবসা করে। কিন্তু সেই বৃস্বে নিজেকে আটকে রাখেননি তিনি। সমাজ সংস্কার, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনে অংশগ্রহণ, বালক ও বালিকা বিদ্যালয় এবং আয়ুর্বেদ মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। ১৮৭৫-এর ডিসেম্বরে শুরু করেন সাপ্তাহিক ভারতমিহির পত্রিকাটির প্রকাশ ও সম্পাদনা। একই সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন ছাপাখানাও। নিজের ভারতমিহির পত্রিকা ছাড়াও সেই প্রেস থেকে তিনি আরও অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা

ছাপাতে সাহায্য করেছিলেন। সেখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে আলোচনা, জমিদারী পঞ্চায়েত, নবনলিনী, নির্মাল্য, প্রদীপ, প্রভাত সমীরণ, বীণাবাদিনী, বৈষয়িকতত্ত্ব, বৈষ্ণব, ভারতী, ভিষক দর্পণ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সাহিত্য সংহিতা, হিন্দু এবং মোসলমান সম্মিলনী।

কৃষি গেজেট (১৮৮৫)-সম্পাদক এবং বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র বসু মনে-প্রাণে, আচারে-ব্যবহারে, পোশাকে-পরিচ্ছদে ছিলেন সম্পূর্ণ স্বদেশপ্রেমী। উনিশ শতকে আশির দশকে ১৯৬ বউবাজার স্ট্রিটে ১৮৮১ সালে তিনি স্থাপন করেন বঙ্গবাসী স্টিম মেশিন প্রেস। কিছুদিনের মধ্যে ঠিকানা পালটিয়ে হয় ৩৪/১ কলুটোলা স্ট্রিট। জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় সম্পাদিত বঙ্গবাসী এবং গিরিশচন্দ্রের কৃষি গেজেট, ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের বেদব্যাস, নীরদচন্দ্র বসু-সম্পাদিত জন্মভূমি-র মতো পত্রিকা এই প্রেসে ছাপা হয়েছে।

সেকালের আর একটি নামকরা প্রেস সুচারু যন্ত্র। প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং বিদ্যাসাগরের স্নেহধন্য। লালচাঁদ বিশ্বাস নামে এক মুদ্রণব্যবসায়ীর সহযোগিতায় কলকাতার ১৩নং বাহির মৃজাপুর চাসাধোবা পাড়ায় (গড়পার) সুচারু যন্ত্র স্থাপন করেছিলেন ১৮৫৪ সালে। লালচাঁদ বিশ্বাস ছিলেন ইস্টার্নহোপ যন্ত্রের প্রধান অধ্যক্ষ। দু-এক বছরের মধ্যেই প্রকাশকের নাম হল 'লালচাঁদ বিশ্বাস এন্ড কোং'। বেশিদিন অবশ্য দু'জনে একসঙ্গে রইলেন না। লালচাঁদ বিশ্বাসের 'সুচারু যন্ত্র' চাসাধোবা পাড়া থেকে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, আর্মেনিয়ান স্ট্রিট, আপার চিৎপুর রোড, টেমার লেন হয়ে রতন মিল্লি লেনে থিতু হয় ১৮৭৩ সালে। এই প্রেসে ছাপা হয়েছে অতিথি, আলোচনা, ছাত্র, তমোলুক পত্রিকা, বসন্তক পত্রিকা।

১৮৫৬-তে গিরিশচন্দ্র একক প্রচেষ্টায় দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটে স্থাপন করেন বিদ্যারত্ন যন্ত্র। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে একই অঞ্চলে আর একটি বিদ্যারত্ন যন্ত্র স্থাপিত হওয়ায় তিনি প্রেসের নাম পরিবর্তন করে রাখেন গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র। ঠিকানা পরিবর্তিত হল আপার সার্কুলার রোডে। দীর্ঘদিন প্রেসটি টিকে ছিল। সেকালে এই যন্ত্রে ছাপানোর বিষয়ে উন্নত মান রক্ষা করা হত। এই প্রেসে ছাপা হয়েছে আভাস, গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, চিত্তরঞ্জন, নবপ্রবন্ধ পত্রিকা।

বঙ্গবন্ধু, মহিলা পত্রিকার সম্পাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে নকলনবিশ ছিলেন। ক্রীশিক্ষায় উৎসাহী। তিনি ছিলেন ঢাকার গেণ্ডারিয়া যন্ত্রের (১৮৯১) মালিক। কিন্তু তাঁর সম্পাদিত মহিলা পত্রিকাটি ছাপা হত কলকাতার নিউ ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে। গেণ্ডারিয়া যন্ত্র থেকে কোনো পত্র-পত্রিকা ছাপার খবর আমরা পাইনি।

সরকারি চাকুরে গুরুচরণ রায় প্রথম চার বছর রঙ্গপুর বার্তাবহ পত্রিকাটি চালিয়েছিলেন। মধ্যবিত্ত গুরুচরণের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ভাগীরথী দেবী রঙ্গপুর বার্তাবহ প্রেসের তাবৎ বস্তু এবং দেনা-পাওনা নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে বিক্রি করে দেন।

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ভাবপ্রকাশ ও পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রালয়ের স্থাপক। ভাবপ্রকাশ যন্ত্রালয় থেকে কোনো পত্র-পত্রিকা ছাপা না হলেও পুরাণপ্রকাশ যন্ত্র থেকে ছাপা হয়েছিল রাখালদাস সরকারের অবকাশ সহচরী, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের মাসিক প্রকাশিকা, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাস্ত্রপ্রকাশ, জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের বিজ্ঞান কৌমুদী, রজনীকান্ত বিশ্বাসের বাঙ্গালী খ্রীষ্টিয়ান এবং অবকাশ সহচরী, শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের হৃতম এবং যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ, নিত্যেন্দ্রনাথ সান্যালের হিন্দুহিতাকাঙ্ক্ষী।

প্রজাবন্ধু-সম্পাদক তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পত্রিকার জন্যই চন্দননগরে গোন্দলপাড়ায় ব্যাস যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি অবশ্য তাঁর যন্ত্র থেকে আর কোনো পত্র-পত্রিকা ছাপেননি। নব্যভারত পত্রিকার সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মুদ্রাযন্ত্র বসিয়েছিলেন উনিশ শতকের উপাঙ্গে এসে। ততদিনে (১৮৮৩ থেকে) তাঁর পত্রিকাটি ছাপা হয়ে এসেছে ভিক্টোরিয়া, বণিক, সমর্থ কোষ, সেন অ্যান্ড সন্স, ব্রাহ্ম মিশন এবং অজ্ঞাতনামা আরও দু'তিনটি যন্ত্র থেকে। নিজস্ব প্রেসে নব্যভারত ছাপা শুরু হল দ্বাদশ বর্ষ থেকে। এরপর ওই প্রেসে ছাপা হল নববিধান, পরিচারিকা, সংসঙ্গ, বীরভূমি। শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাবূষণ ভট্টাচার্য ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে পিতা হরচন্দ্র ন্যায়রত্নের সঙ্গে যৌথভাবে ১নং সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন, চাঁপাতলায় বাঙ্গালা যন্ত্র স্থাপন করেন। পিতার মৃত্যুর পর প্রেসের মালিক হন দ্বারকানাথ। ওই প্রেস থেকে ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয় সোমপ্রকাশ পত্রিকা।

এডুকেশন গেজেট ও হিতসাধক পত্রিকার সম্পাদক প্যারীচরণ সরকার স্কুল বুক প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত নিজের লেখা বইয়ের সমাদর দেখেই প্রেস স্থাপনের চিন্তা তাঁর মাথায় আসে। তবে শুধু নিজের বই নয়, একাধিক সাময়িকপত্রও স্কুল বুক প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে। প্রেসটির ঠিকানা প্রথমে ছিল ৪৫ মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট। এরপর কয়েকবার ঠিকানা পালটিয়ে ১৮৭১ সালে তার স্থায়ী ঠিকানা হয় ৩২/১ বিডন স্ট্রিট। প্যারীচরণ বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশে কীভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তার স্ফুটন্ত উল্লেখ আছে বামাবোধিনী পত্রিকা-র ইতিহাসে। এছাড়া তিনি তাঁর প্রেসে ছাপিয়েছেন অবোধবন্ধু, আদরিনী, কৃষি গেজেট, চিকিৎসা সম্মিলনী, বিশ্বাসী, সাহিত্য সংগ্রহাণ্ডি এবং নিজের সম্পাদিত হিতসাধক।

১৮৭০ সালে বসন্তক, রচনা রত্নাবলী, রহস্য সম্ভর্ড-সম্পাদক প্রাণনাথ দত্ত সূচাক যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ঠিকানা ১৬ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট। বসন্তক, অতিথি, আলোচনা পত্রিকাগুলি এই প্রেসে ছাপা হয়েছে। আর্যদর্শন-সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থাপন করেছিলেন নিউ ইন্ডিয়ান (নতুন ভারত) প্রেস (১৮৭১)। তাঁর নিজের আর্যদর্শন ছাড়াও এখানে মুদ্রিত হয়েছে মাসিক প্রকাশিকা, আর্য্যাবর্ত্তরীতিবোধিকা, বৌদ্ধবন্ধু, মহিলা। শিশিরকুমার ঘোষ যশোরে অমৃতপ্রবাহিনী পত্রিকার জন্য স্থাপন করেন অমৃতপ্রবাহিনী প্রেস (১৮৬২)। ১৮৭১-এ তিনি প্রেসটি কলকাতায় নিয়ে আসেন। অমৃতপ্রবাহিনী (পরবর্তীকালে অমৃতবাজার), আনন্দবাজার এবং বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা এখান থেকেই ছাপা হত। মনোমোহন বসু তাঁর মধ্যস্থ পত্রিকার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মধ্যস্থ প্রেস। অন্যান্য পত্রিকার মধ্যে আছে আভা, গান ও গল্প, চিকিৎসা সম্মিলনী, তত্ত্বমঞ্জরী, নবনলিনী, সঙ্জনতোষিনী, সীতা। এছাড়া আছে 'ন্যাশানাল' নবগোপাল মিত্রের ন্যাশানাল প্রেস (১৮৬৯)। এখানে ছাপা হয়েছে হিন্দু প্রদর্শক। মতিলাল সুরের মতিলাল প্রেসে (১৮৭৫) ছাপা হয়েছে বঙ্গীয় ভাঁড়, মধুকর, রত্নাকর, হিন্দুদর্পণ। দূত, হেমলতা-সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ ঘোষের বেষ্টিত প্রেসে ওই দুটি পত্রিকা ছাড়াও ছাপা হয়েছে বঙ্গসুহৃদ এবং হালিসহর পত্রিকা।

সাপ্তাহিক সমাচার-সম্পাদক যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ষাটের দশকে বউবাজার স্ট্রিটে জে. জি. চ্যাটার্জিস প্রেস নামে একটি ছাপাখানা বসান। পরবর্তীকালে তা সরে যায় আগহার্স্ট স্ট্রিটে। তিনি নিজে একাধিক প্রাইমার ও স্কুলপাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থ প্রণেতা। সাপ্তাহিক সমাচার বাদে বেশি পত্র-পত্রিকা যদুগোপাল ছাপেননি। তবে তাঁকে মনে রাখব দুটি পত্রিকার কারণে। প্রথমটি

বামাবোধিনী পত্রিকা, দ্বিতীয়টি বঙ্গদর্শন। বঙ্গদর্শন পত্রিকা ১৮৮২-র ডিসেম্বর থেকে শুরু করে প্রায় মাস ছয়েক ছাপা হয়েছে সেখানে। তখন সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বীণা পত্রিকার সম্পাদক রাজকৃষ্ণ রায় প্রথমে চাকরি করতেন নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে (নিউ বেঙ্গল প্রেস)। সেখানেই সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। বই ছাপাতে এলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষের (নাট্যকার নন) অ্যালবার্ট প্রেসে। তখন ওই প্রেসের ব্যবসায় মন্দা চলছে। গিরিশবাবু অ্যালবার্ট প্রেসের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিলেন রাজকৃষ্ণের হাতে। এমনটি বেশিদিন চলল না। অ্যালবার্ট প্রেস বিক্রি হয়ে গেল। এই প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে রাজকৃষ্ণ সম্পাদিত সমাজ দর্পণ এবং বীণা; এছাড়া ভিখারিনী, চিকিৎসাতত্ত্ব, পথিক, সুহৃদ। এরপর রাজকৃষ্ণ টাকা ধার করে ঠনঠনিয়ায় স্থাপন করলেন বীণা যন্ত্র। সেখান থেকে বীণা পত্রিকা তো ছাপা হতই, আরও ছাপা হয়েছে অনুসন্ধান, চিকিৎসাদর্শন, নবজীবন, প্রচার, বঙ্গদর্শন, ভিষকদর্পণ, ভূত পত্রিকা।

বটতলার একজন সুপরিচিত গ্রন্থকার রাজেন্দ্রলাল দাসঘোষ ছিলেন (সম্পা, উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা, উদাসিনী রাজকন্যার পুথি, রত্নসিংহ, রহস্য সংগ্রহ, জগৎবাসী) টালার নিউ ইডেন প্রেসের মালিক। তাঁর প্রেস থেকেই ছাপা হয়েছে পত্রিকাগুলি। বটতলার আরও একজন বিখ্যাত লেখক বৈষ্ণবচরণ বসাক। তিনি একাধারে আর্য্যপ্রতিভা (১৮৮৯) পত্রিকার সম্পাদক এবং রঙদার রহস্যসঙ্গীত, সৌখীন ও বৈঠকীসঙ্গীত, বালকসঙ্গীত ও সোহাগসঙ্গীত জাতীয় গ্রন্থের লেখক এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সঙ্গীতকল্লতরু গ্রন্থের সহ-সম্পাদক। তাঁর পত্রিকাটি ছাপা হত ইলিসিয়াম প্রেসে।

রাধানাথ চৌধুরী পরিদর্শক পত্রিকার জন্য সামর্থ্যাভাব থাকা সত্ত্বেও একটি প্রেস কিনেছিলেন। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র নিজের বাড়িতে স্থাপন করেছিলেন বঙ্গদর্শন প্রেস। অবশ্য গোড়াতে বঙ্গদর্শন ছাপা হত ভবানীপুরের সাপ্তাহিক সংবাদ প্রেস থেকে। ১৮৭৩-এ বঙ্গদর্শন প্রেস স্থাপিত হওয়ার পর টানা ৮ বছর সেখান থেকে ছাপা হয়েছে বঙ্গদর্শন।

সেসময় গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা-র বড়ই দুঃসময়। পত্রিকা বন্ধ। কিভাবে পত্রিকা চলবে, কিভাবে কয়েকটি সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন চলবে, তা ভেবে হরিনাথ মজুমদার বিভ্রান্ত। এরপর হরিনাথ বলছেন—

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় আমার ছাত্র কৃষ্ণচন্দ্র মৈত্রের মুখে শুনিয়াছিলেন, একটি প্রেস অর্থাৎ মুদ্রায়ন্ত্র হইলে কুমারখালী সংবাদপত্রিকা গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা ইহা অপেক্ষা ভালভাবে চলিতে পারে এবং উক্ত প্রেস ধরিয়া আমাদিগের ন্যায় অন্যান্য সাত আটটি পরিবার অনায়াসে অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে। তিনি বৃন্দাবন গমনের সময় কলিকাতায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় গ্রামবার্তার প্রেস ক্রয় করিতে আমার নিমিত্ত ৬০০ ছয় শত টাকা... আমার খুড়া নবীনচন্দ্র সাহার নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলেন। উক্ত টাকায় প্রেস করিবার নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে পত্র লিখিয়া তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তদন্তরে তিনি লিখিলেন, উক্ত টাকা প্রেস করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে দান করিয়াছি। তুমি প্রেস স্থাপন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের কথানুসারে যত জন নিরন্ন দুঃখী পরিবার প্রতিপালনে এবং ভালরূপে গ্রামবার্তার কার্য্য চালাইতে পারিবে, আমি তোমার প্রতি ততই সন্তুষ্ট হইব। আমি উক্ত পত্রানুসারে টাকার অধিকারী হইলে মথুরানাথ

যন্ত্র নামে এই বর্তমান প্রেসটি কলিকাতা হু বন্ধুগণ ক্রয় করিয়া পাঠান।

১২৮০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের ৩য় সপ্তাহে গ্রামবার্তা প্রকাশিকায় পত্রিকার মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে—

আমরা সর্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বরের পদে নানাবিধ বিপত্তি অতিক্রমপূর্বক সংসারের (১) চেষ্টা ও পরিশ্রমে কুমারখালীতে গ্রামবার্তা মুদ্রাক্ষণের কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলাম।.... গ্রামবার্তা ১২৭০ শালের প্রথম বৈশাখে কলিকাতা মুজাপুর অপর সার্কিউলার রোড গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দয়া বাৎসল্যে দশ বৎসরকাল এই পত্রিকা নির্বিয়ে প্রকাশিত হইয়াছে এবং জীবিত রহিয়াছে।.....তিনি গ্রামবার্তার (জন্য) নিজ হইতে কতক টাকা ও যন্ত্রের অনেক উপকরণ প্রদান করিয়া সাহায্য করিয়াছেন তাঁহার সদাশয়তার পরিচয় আর অধিক কি প্রদান করিব? গ্রামবাসী ও বিদেশীয় যে সকল মহোদয় একদা দান প্রদানে কুমারখালীতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলেন, তাঁহারা কেবল সাধারণের হিত সাধন করিলেন না, মুমূর্ষাবস্থায় গ্রামবার্তাকেও রক্ষা করিলেন, এই সকল পরোপকারি স্বদেশহিতৈষি মহাশয়দিগের নিকট আমরা চিরজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিলাম।

আমরা মুদ্রাযন্ত্র কি নামে অভিহিত হইবে ভাবিতেছিলাম, ইতিমধ্যে আমাদের এক মৃত বন্ধুর কথা (মথুরানাথ মজুমদার) মনে হইল। তিনি যে প্রকার পরোপকারী মহাত্ম্যকরণ এবং সাধারণের, বিশেষতঃ গ্রামবার্তার পরমবন্ধু ছিলেন, তাঁহার নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার এই এক সুযোগ উপস্থিত। নিঃসন্তান ব্যক্তির নাম চিরস্মরণীয় করিবার অন্য উপায় নাই গ্রামবার্তা এবং তাহার বন্ধুগণ মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা সেই কার্য সম্পাদন করিতে সংকল্প করিয়া এই যন্ত্রের নাম ‘মথুরানাথ যন্ত্র’ রাখিলেন।

এরপর হরিনাথ প্রেস স্থাপন করে তাকে বাঁচানোর জন্য প্রচুর সংগ্রাম করেও শেষরক্ষা করতে পারেননি। নিজেই বলেছেন—আমার অর্থকষ্টতা পূর্বে যেমন ছিল, তাহা অপেক্ষা বরং ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর স্বর্ণবৃদ্ধি অনুচিত মনে করে তিনি পত্রিকার কাজ বন্ধ করে দিলেন।

বামাবোধিনী-র সম্পাদক শিক্ষাব্রতী উমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত হরিনাথের স্কুলে প্রধানশিক্ষক ছিলেন। সে সময়ে তিনি হরিনাথিতে ইস্ট ইন্ডিয়ান প্রেস নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতেন। ওই প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে অবলাবান্ধব, কুমুদ বান্ধব, ধর্মসাধন, প্রতিধ্বনি, বামাবোধিনী পত্রিকা, ভারত সুহৃৎ, ব্যবসায়ী, সমদর্শী ইত্যাদি পত্রিকা।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা বললেই হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার কথা চলে আসে। হিন্দু পেট্রিয়ট ও হরিশচন্দ্র একই মুদ্রার দুটি পিঠ। মাত্র ৩৭ বছর জীবৎকালে তিনি তাঁর সাধের পত্রিকাটিকে বাঁচানোর জন্য প্রেসকে বয়ে বেড়িয়েছেন কলকাতার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। ১৮৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে বড়োবাজারের কল্যাকার স্ট্রিটে স্থাপিত হয়েছিল হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস। সেখানে ছাপা হত ইংরেজি ভাষায় হিন্দু পেট্রিয়ট। কিছুদিনের মধ্যে প্রেসটি স্থানান্তরিত হয় ১৩৬ রাধাবাজার স্ট্রিটে। ১৮৫৪-র মে মাসে প্রেসের নতুন ঠিকানা হয় ১৭ দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিট। মাত্র তিন মাস পরেই প্রেস উঠে যায় ৬৪ কসাইটোলায়। অর্থাৎ বর্তমানের বেস্টিফ

স্ট্রিট অঞ্চলে। ১৮৫৫-র মে মাস পর্যন্ত হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার ঠিকানা ছিল এটিই।

ততদিনে হরিশ্চন্দ্র কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখেছেন। ভবানীপুরের ৪৬ চাউলপট্টি রোডে মাথা গোঁজার একটি ঠাইও কোনমতে করে নিতে পেরেছেন। তখন পত্রিকাটির স্বত্ব ও প্রেসটির মালিকানা ছিল বড়বাজারের সম্পন্ন ব্যবসায়ী মধুসূদন রায়ের হাতে। হরিশ্চন্দ্র সন্ধিত অর্থ দিয়ে মধুসূদনের হাত থেকে পত্রিকা ও প্রেসটি কিনে নিতে চাইলেন। মধুসূদন রাজি হলেন। ১৮৫৫-র জুনে হরিশ্চন্দ্র বড়ো ভাই হারানচন্দ্রের নামে দুটি স্বত্ব কিনে নিলেন। নিজের বাড়ি ছোটো হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে প্রেস সেখানে নিতে পারলেন না। কিছুদিন পরে কাছাকাছি একটি বাড়িতে প্রেসটি বসালেন।

১৮৬১-তে হরিশ্চন্দ্রের দেহান্ত হয়। তখন অসহায় পরিবারের উদ্ধারকল্পে বিদ্যাসাগরের অনুরোধে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রেস ও পত্রিকার স্বত্বটি কিনে নেন, সেকথা আগেই বলেছি। প্রথমে প্রেসটি আসে ৪১ আমহার্স্ট স্ট্রিটে, কিছুদিন পরে ১৪/১৫ বারাগসী ঘোষ স্ট্রিটে। এরপর উনিশ শতকে প্রেসটি আরও দু'বার ঠিকানা পালাটিয়েছে। ১০৮ এবং ১৪৮ বারাগসী ঘোষ স্ট্রিট। এই প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে বঙ্গবার্তাবহ এবং সত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা দুটি।

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন যত প্রেস থেকে পত্র-পত্রিকা ছাপা হয়েছে, তাদের সকলের কথা এই পরিসরে বলা সম্ভব নয়—একথা লেখাই বাহুল্য। তবুও বিশেষভাবে বলতে হয় আরও কয়েকটি প্রেসের কথা। যেমন, স্ট্যানহোপ প্রেস। ১৮৩৫-এ ঈশ্বরচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠা করেন ইস্টার্নহোপ প্রেস, যা পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয় স্ট্যানহোপ প্রেস নামে। প্রেসটি ছিল সেকালে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ছাপাখানা। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত বহু গ্রন্থ ছাপানোর পাশাপাশি তাঁরা বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকাও ছাপিয়েছেন। এর মধ্যে অবশ্য উল্লেখ্য বামাবোধিনী পত্রিকা। প্রাকৃত যন্ত্র থেকে স্ট্যানহোপ প্রেসে বামাবোধিনী পত্রিকা ছাপানোর জন্য সরানোর কারণ ছিল ‘উৎকৃষ্টতর কাগজ ও উৎকৃষ্টতর যন্ত্রালয়’—একথা আগেই বলা হয়েছে। অন্যান্য পত্র-পত্রিকার মধ্যে আছে আর্য্যাবর্ত্তরীতিবোধিকা, উপহার, বঙ্গমহিলা, সরোজিনী, হিতৈষী, হোমিওপ্যাথি প্রচারক ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা।

এবার একটি প্রেসের কথা বলতেই হয়, যেটির স্থাপয়িতা উনিশ শতকে নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিলেন। তিনি দুর্গাচরণ গুপ্ত। ‘গুপ্ত যন্ত্র’ নামে ছাপাখানা, বইয়ের দোকান ‘গুপ্ত ব্রাদার্স’ একার হাতে সামলাতেন। আর গুপ্ত যন্ত্রে ছাপা গুপ্তপ্রেস পত্রিকা সেই উনিশ শতক থেকে আজও আমাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। দুর্গাচরণের আরও একটি পরিচয় রয়েছে। সেটিও সমান গৌরবের। তিনি হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা, হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি, বিশ্বশোভা ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা কৈলাসবাসিনী দেবীর স্বামী। কিশোরী স্ত্রী-কে পরম ধৈর্যে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন তিনি। হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা বইটি ১৮৬৩-তে গুপ্ত প্রেসে ছাপা হয়েছিল। ছাপাখানাটি সম্ভবত ওই সময় বা ‘তার দু’এক বছর আগেই স্থাপিত হয়েছে। দুর্গাচরণ গুপ্ত যে তাঁর স্ত্রী-কেই পড়াশুনায় উৎসাহ দিয়েছেন এবং ব্যবসা করেছেন, তা নয়। উনিশ শতকে অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা তাঁর প্রেসে ছাপা হয়েছে।

সংবাদ-সাময়িকপত্রাদি সমানভাবে উৎসাহ পেয়েছে শুণ্ড প্রেস থেকে। পত্র-পত্রিকা ছাপিয়ে যে লাভের শুড় পিপড়েয় যায়—একথা সকলেই জানেন। তিনিও জানতেন। তবু দুর্গাচরণ একে একে ছাপিয়েছেন অবোধবঙ্ক, চিকিৎসাতত্ত্ব, জ্ঞানরত্ন, তরঙ্গিনী, প্রিয়দর্শন, বসন্ত সমীরণ, বিশ্ববঙ্ক, রত্নাকর, শিল্পসখা, সমীরণ, সহোদর, সাপ্তাহিক পরিদর্শক, সাবিত্রী, সাহিত্য মুকুর, সাহিত্য রত্ন ভাণ্ডার, সুধাকর ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা। সাবিত্রী পত্রিকাটি ছাপা হয়েছে ১৯০০-র সেপ্টেম্বরে।

রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেনের গ্রেট ইডেন প্রেসের (১৮৮২) মালিকানা ছিল অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের হাতে। ১৮৮৮-র শেষদিকে প্রেসটির ঠিকানা হয় ভীম ঘোষ লেন। এই প্রেস থেকে ছাপা পত্র-পত্রিকার সংখ্যা অনেক হলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য তেমন বেশি ছিল না। এখানে ছাপা হয়েছে অদ্বুত ইন্দ্রজাল, কমলা, কলিকাতার নিগুঢ় তত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, গৃহস্থালী, গোপাল ভাঁড়, চশমা, ছুটির সুলভ, তত্ত্বমঞ্জরী, তপস্বিনী, দরিদ্ররঞ্জন, দ্রব্যগুণতত্ত্ব, পাক প্রণালী, পূজার পঞ্চগানন্দ, ভারত, মজলিস, সংসারচিন্তা, সর্বধর্ম, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, হিতৈষী।

ত্রৈলোক্যনাথ বরাট ১৮৮১-তে পটলডাঙায় গুরু করেছিলেন বরাট প্রেস। নানা রুটির বই ছাপানোর পাশাপাশি বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকাও তিনি ছাপিয়েছেন। দু'বছরের মধ্যে মালিক হলেন অঘোরনাথ বরাট। ঠিকানা হল বউবাজার স্ট্রিট। এখান থেকে ছাপা পত্রিকা হল—আর্য্য কায়স্থ, নন্দী, নবযুগ, প্রতিধ্বনি, প্রসূন, বিজ্ঞান দর্পণ, শিক্ষা পরিচয়, সহচরী, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গদর্শন পত্রিকাটিও এই প্রেসে একসময় (১৮৮৩) ছাপা হয়েছে। তখন সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র।

১৬ বছর বয়সে বর্ধমান থেকে কলকাতায় এসে কালীপ্রসন্ন সিংহের কাছে চাকরি নিয়েছিলেন প্রতাপচন্দ্র রায়। পরে একটি বইয়ের দোকান খোলেন। এরপর ৭ বছরের পরিশ্রমে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। মহাভারতের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের জন্য ১৮৮৯-এ তিনি সি আই ই উপাধিতে সন্মানিত হন। ইতিমধ্যে ১৮৭০-এ চিৎপুরে স্থাপন করেছেন ভারত প্রেস। ১৮৮৭-তে তার একটি শাখাও বসাতে হয়েছে। এখানে ছাপা হত ছাত্র, দীপ্তি প্রকাশিকা, প্রসূন, ভিষক দর্পণ, সজ্জনচিন্তাবিনোদিনী, সুহৃদ। সবিশেষ উল্লেখ্য, সরলা দেবী সম্পাদিত ভারতী পত্রিকা শতকের শেষ বছরে এই প্রেসে ছাপা হয়েছে।

৫

দীর্ঘদিন, এমনকি কয়েকবছর বেঁচে-থাকা পত্র-পত্রিকাও ঘন ঘন ছাপাখানা পরিবর্তন করেছে। এর পিছনে নানা কারণ থাকতে পারে। অর্থনৈতিক কারণটিই প্রধানতম বলে মনে হয়। টাকা বাকি পড়ছে, তাই প্রেস বদল। হয়ত প্রেসের আয় শেষ হয়েছে বা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে, একারণেও অন্য প্রেসের দ্বারস্থ হতে হয়েছে পত্রিকা সম্পাদককে। আবার প্রেসের সঙ্গে সম্পাদকের বিনিবনার অভাবও আর একটি কারণ। সংখ্যানুসারে পূর্ব প্রেসে ফিরে আসার ঘটনাও ঘটেছে বেশ কিছু ক্ষেত্রে।

পত্রিকার সম্পাদক পালটিয়েছে, প্রেসও পালটিয়েছে—এমনটি হামেশাই দেখা গেছে। সেক্ষেত্রে সেই বিনিবনার অভাবটি বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। নতুন সম্পাদক তাঁর পছন্দের প্রেসে পত্রিকা ছাপাতে চাইবেন, এতে আর আশ্চর্য কী!

এর উলটো ছবিটিও অবশ্য আছে। প্রেসের ঠিকানা পালটালেও পত্রিকার প্রেস একই

রয়েছে—এমন উদাহরণের অভাব নেই। সেক্ষেত্রে সম্পাদক পরিবর্তিত হতে পারেন, না-ও হতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে বামাবোধিনী পত্রিকা-র ছাপাখানার কথা বলতেই হয়। পত্রিকাটির দীর্ঘ ইতিহাসে নানা কারণে ঘন ঘন প্রেস পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে। কখনও অর্থনৈতিক কারণে, কখনও বা পত্রিকার উৎকর্ষ বৃদ্ধির কারণে। ভাদ্র ১৩১৯-এ ৫০ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে পত্রিকার যে ইতিহাস মুদ্রিত হয়, সেটির কিয়দংশ ফিরে দেখা যেতে পারে।

যশোহরনিবাসী আমাদিগের শ্রদ্ধেয় বন্ধু পরলোকগত বাবু বসন্তকুমার ঘোষ কলিকাতাস্থ রঘুনাথ চাটুয্যের লেন ১৬ নং বাটিতে আসিয়া অবস্থিতি করেন। স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সহায়তার জন্য একখানি সাময়িক পত্রিকার নিতান্ত প্রয়োজন,.....। “বামাবোধিনী” নামটি কোমল, সরস ও উদ্দেশ্যসাধক বলিয়া সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। এই সমিতিতে আরও স্থিরীকৃত হয় যে, যশোহরে গিয়া আমাদিগের বন্ধুবর এক ছাপাখানা খুলিয়া এই পত্রিকা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবেন, ...। কিছুদিন চলিয়া গেল, পীড়া ও অন্যান্য কারণে বন্ধুবর আপন সঙ্কল্পসিদ্ধি করিতে পারিলেন না। কলিকাতায় যাঁহারা ছিলেন, ...তাঁহাদিগের অর্থবল লোকবল কিছুই ছিল না, ...। বামাবোধিনীর ১ম সংখ্যা এক ব্যক্তি (উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়) দ্বারাই আদ্যস্ত লিখিত হয় এবং সত্ত্বর মুদ্রিত করা হয়। কলিকাতা মুজাপুর স্ট্রীট হলওয়েলস লেন মথুরানাথ তর্করত্নের প্রাকৃত যন্ত্রে বামাবোধিনী প্রথম মুদ্রিত হয়।

.....পত্রিকার ২য় সংখ্যা বর্দ্ধিত আকারে, উৎকৃষ্টতর কাগজে ও উৎকৃষ্টতর যন্ত্রালায়ে মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প করা হইল; বহুবাজার স্টানহোপ যন্ত্রের কার্য্যাদক্ষ গোপালচন্দ্র বসুর সাহায্যে ইহা সেই যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। বামাবোধিনী কয়েক মাস নির্বিঘ্নে চলিতে লাগিল কিন্তু এই সময়ে কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে (উমেশচন্দ্র দত্ত) কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মফস্বলে যাইতে বাধ্য হইতে হইল। ... ব্রাহ্ম আত্মীয় সভা নামে একটি সভা ছিল, তাহার সভ্যগণ ইহার ভারগ্রহণে প্রস্তুত হইলেন।..... কার্য্যের সুবিধার জন্য স্টানহোপ যন্ত্র হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, তথা হইতে স্কুল বুক প্রভৃতি যন্ত্রে ও পরে বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের যন্ত্রে স্থানান্তরিত হইল। স্কুলবুক যন্ত্রের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় বাবু প্যারীচরণ সরকার মহাশয় অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া এই পত্রিকা প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন।...

ইহার সম্পাদক (উমেশচন্দ্র দত্ত) কোন কোন অংশীদারের সহিত মিলিত হইয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া প্রেস নামে এক যন্ত্র স্থাপন করেন। ৪/৫ বৎসর বামাবোধিনী তাহাতে মুদ্রিত হয়। কিন্তু সম্পাদকের পীড়া ও অন্যান্য কারণে তাঁহার মদ্রায়ন্ত্র অচল হওয়াতে.....বৎসরাধিককাল ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া থাকে। মহারাজী স্বর্ণময়ী এই সময় বামাবোধিনীর সাহায্যার্থে ২০০ দুই শত টাকা দান করাতে ইহার কয়েক খণ্ড প্রচারিত হয়।

এই বিবরণের সঙ্গে আমাদের প্রাপ্ত তথ্যের বেশ কিছু ক্ষেত্রে অমিল আছে। আমরা দেখছি ক্যালকাটা প্রাকৃত (প্রাকৃত), স্ট্যানহোপ, স্কুল বুক, জে জি চ্যাটার্জি (যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়), ইন্ডিয়ান মিরর, জেনারেল প্রিন্টিং, ইস্ট ইন্ডিয়া (ইন্ডিয়ান), ইস্টবেঙ্গল (ঢাকা), আদি ব্রাহ্মসমাজ,

ব্রাহ্ম মিশন, বসু (জি সি বসু)—এতগুলি প্রেস থেকে বামাবোধিনী পত্রিকা ছাপা হয়েছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

আরও যেসব পত্র-পত্রিকা বেশ কয়েকটি প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে তাদের মধ্যে আছে— অনুসন্ধান (বীণা, নববিভাকর, নিউ বাম্মীকি, হেরাল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস এবং অজ্ঞাতনামা কয়েকটি ছাপাখানা), আদরিণী (অমদা, আদরিণী, ইডেন, কর, ক্যালকাটা ডাইরেক্টরি, বেদান্ত, ভিক্টোরিয়া, স্কুল বুক), আর্ধ্যদর্শন (চিকাগো, নবজীবন, নিউ ইন্ডিয়ান, বসু, বিডন, রায়), চিকিৎসা সম্মিলনী (অসবোন প্রিন্টিং, জাহ্নবী, জ্যোতিষপ্রকাশ, প্যালমেরি, ভারতদর্পণ, মণিরাম, মধ্যস্থ, স্কুল বুক, হেয়ার এবং অজ্ঞাতনামা কয়েকটি ছাপাখানা), নব্যভারত (নব্যভারত, বণিক, ব্রাহ্ম মিশন, ভিক্টোরিয়া, সমর্থকোষ, সেন অ্যান্ড সন্স এবং অজ্ঞাতনামা কয়েকটি ছাপাখানা), বিজ্ঞান দর্পণ (রায়, চিকিৎসাতত্ত্ব, জ্যোতিষপ্রকাশ, বরাট, প্রকৃতি, ক্যানিং, সায়েন্স, অমদা এবং অজ্ঞাতনামা কয়েকটি ছাপাখানা), সাহিত্য (নুতন কলিকাতা, ব্রাহ্ম মিশন, সাহিত্য, নিউটন এবং অজ্ঞাতনামা কয়েকটি ছাপাখানা), সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (বাম্মীকি, ভিক্টোরিয়া, গ্রেট ইডেন, ভারতমিহির এবং অজ্ঞাতনামা একটি ছাপাখানা), হিন্দু দর্শন (ক্যানিং, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ডিরেক্টরি, বিষ্ণু, সরস্বতী, বি পি এম এবং অজ্ঞাতনামা তিনটি ছাপাখানা) ইত্যাদি।

৬

প্রেসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা ওপার বাংলায় ছাপা শুরু হলেও কয়েকটি সংখ্যা পরে বা দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই কলকাতায় ছাপা হতে আরম্ভ করে। যেমন, অবলাবান্ধব প্রথমে ছাপা হয়েছিল ঢাকার সুলভ প্রেসে। কয়েকটি সংখ্যা বেরোনোর পর ৭ম-৮ম সংখ্যা যুগ্মভাবে কলকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া প্রেসে ছাপা হয়ে বেরায়। শিশিরকুমার ঘোষের অমৃতবাজার পত্রিকা যাত্রা শুরু করেছিল যশোরে। তিন বছর পর প্রেসের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি চলে আসে কলকাতায় হিদারাম ব্যানার্জি লেনে। সুরেশচন্দ্র সাহার উৎসাহ ১৮৯৭-এ রাজসাহী বোয়ালিয়ায় উৎসাহ প্রেসে ছাপা শুরু হয়। এরপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বছর দু'মেক রাজসাহীর বাণী, তমোয় প্রেসে ছাপা হওয়ার পর ১৮৯৯-এ আহিরীটোলায় ছাপা হতে আরম্ভ করে। উচ্চমানের সাহিত্যপত্রিকা এবং রবীন্দ্ররচনার উন্মেষকেন্দ্র জ্ঞানাকুর পত্রিকাটি (১৮৭২) প্রকাশিত হত রাজসাহীর বোয়ালিয়া থেকে। দু'বছর পর ১৮৭৪-এ পত্রিকাটি ভবানীপুরের সাপ্তাহিক সংবাদ প্রেসে ছাপার ঠিকানা পালটালেও প্রকাশস্থান সেই রাজসাহীই রইল। প্রসঙ্গত বলি, পত্রিকাটির সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দাস পরবর্তীকালে একটি অলঙ্কারের দোকান খোলেন রাজসাহী বোয়ালিয়ায়। হিন্দুরঞ্জিকার ৭. ৯. ১৮৮৭ সংখ্যায় সেই দোকানের বিস্তৃত প্রাপ্তব্য অলঙ্কারাদি, তার মূল্যের বিবরণ এবং বিশিষ্ট ত্রেস্তাদের তালিকাসহ বিস্তারিত প্রকাশিত হয়।

৭

ওপার বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত পত্রিকাদির খতিয়ান একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। প্রাপ্ত ১১৮টি পত্র-পত্রিকার মধ্যে মুদ্রণে ঢাকা জেলা-ই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। মুদ্রিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে আছে অধ্যয়ন, অবকাশরঞ্জিকা, অবলাবান্ধব, উদ্যোগবিধায়িনী, কবিতাকুসুমাবলী, কাব্যপ্রকাশ, কামনা, কিরণ, চিত্তরঞ্জিকা, জ্ঞানভেদ, ঢাকাদর্পণ,

ঢাকাপ্রকাশ, দুঃখিনী, ধর্মপ্রকাশ, ধুমকেতু, নবব্যবহারসংহিতা, নবীন, নারীশিক্ষা, পম্প্রীবিজ্ঞান, প্রকৃতি, প্রতিভা, বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবালা, বাঙ্গালী, বান্ধব, বালিকা, বিক্রমপুর প্রকাশ, বিজ্ঞাপনী, বিদ্যোত্তমসাহিত্য, ভারত ভিখারিণী, ভারত সুহৃদ, ভিষক, মধুকর, মনোরঞ্জিকা, মহাপাপ বাল্যবিবাহ, মহাবিদ্যা, মিত্রপ্রকাশ, মোহিনী, রত্নাকর, রামধনু, শান্তি, শুভসাহিত্য, শ্রীক্ষেত্রচিত্র, সচিত্র কৃষি শিক্ষা, সদানন্দ, সমাজ সংস্কার, সরস্বতী, সুদর্শন, সেবক, হিতকরী, হিন্দুরঞ্জিকা, হোমিওপ্যাথিক অনুবাদক, হোমিওপ্যাথিক প্রচারক ইত্যাদি।

ঢাকার মুদ্রণালয়গুলির মধ্যে গিরিশ প্রেসের কথা আগে বলি। ১৪টি পত্র-পত্রিকা ওই মুদ্রায়ন্ত্রে ছাপা হয়েছে। সংখ্যাটি কম নয়! ঢাকার বংশীবাজারের ধনাঢ্য ব্যক্তি কালীনারায়ণ রায়চৌধুরীর বাড়িতে ১৮৬৫-তে গিরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী স্থাপন করেছিলেন বিজ্ঞাপনী যন্ত্র। ওই বছর সেই প্রেস থেকে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল বিজ্ঞাপনী পত্রিকা। পরের বছর ছাপাখানাটি ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয়। তখন গিরিশবাবু ছিলেন পত্রিকা ও ছাপাখানার অর্ধাংশের মালিক। বাকি অর্ধাংশের অধিকারী ছিলেন স্থানীয় কিছু শিক্ষিত মানুষ। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী। বাকি ইতিহাস বলছেন শ্রীনাথ চন্দ্র—

কিন্তু বাঙ্গালির স্বভাবসিদ্ধ অনৈক্যগুণে পত্রিকাখানি অচিরেই উঠিয়া গেল।.....তাহার ফলে যন্ত্রালয়ে ডবল তালা পড়িল, পাহারা বসিল! এই গৃহবিবাদে বিজ্ঞাপনী উঠিয়া গেল। গিরিশবাবু মুদ্রায়ন্ত্রটি ঢাকায় নিয়া গিরিশ যন্ত্র নামে স্থাপন করিলেন।

ঢাকায় ১৮৬৯ সালে যন্ত্রটি পুনঃস্থাপনের পর তিনি 'ব্যবসা'র দিকটি মাথায় রাখলেন। ১৮৭৪ সালে কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রেসটি কিনে নেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে গিরিশ যন্ত্র ঢাকার প্রধানতম ছাপাখানা হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিনের জীবৎকালে এই প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা। কালীপ্রসন্নের মালিকানার পর থেকে বান্ধব এই প্রেস থেকে ছাপা হত। এছাড়া রয়েছে মিত্রপ্রকাশ, ভারত ভিখারিণী, বিক্রমপুর প্রকাশ, সদানন্দ, নবীন, রামধনু, মহাবিদ্যা, কামনা, জ্ঞানভেদ, সচিত্র কৃষিশিক্ষা, হোমিওপ্যাথিক প্রচারক, হোমিওপ্যাথিক অনুবাদক। সুবোধিনী সম্পাদক কালিদাস মিত্রের হাতে ঢাকার গিরিশ যন্ত্রের তত্ত্বাবধান ভার অথবা পরিচালনভার ন্যস্ত ছিল একসময়।

এরপর ক্রমানুযায়ী রয়েছে সুলভ প্রেস (১০টি), ইস্টবেঙ্গল প্রেস (৯টি), বাঙ্গালা যন্ত্র (৮টি), শ্যামসুন্দর (৩টি), আর্য্য, নিউ, প্রাগৈতিহ্য, বিজ্ঞাপনী, ভারত সুহৃদ, শীতল প্রেস (২টি করে), অদ্বৈত, আশুতোষ, ওরিয়েন্টাল, ঢাকা নান্নার, মহেশ্বর, রঘুনাথ (১টি করে)।

ঢাকার ইস্টবেঙ্গল প্রেসও ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ছাপানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রেসটির মালিকানা একাধিক মানুষ বহন করেছেন। কৈলাসচন্দ্র নন্দী, কালীনারায়ণ রায়, বঙ্গচন্দ্র রায়, শশিভূষণ রায় একাদিক্রমে এই দায়িত্ব পালন করেছেন। শশিভূষণ রায় ছিলেন ইস্ট পত্রিকার সম্পাদক। ব্রাহ্ম কৈলাসচন্দ্র নন্দী এবং কেশবচন্দ্রের অনুগত বঙ্গচন্দ্র রায় ছিলেন বঙ্গবন্ধু পত্রিকার সম্পাদক। বঙ্গচন্দ্র শুভসাহিত্য পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। ইস্টবেঙ্গল প্রেস থেকে কালীপ্রসন্ন ঘোষের বান্ধব পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি ছাপা হয়েছিল। এছাড়া ছাপা হয়েছে দুঃখিনী, ধর্মপ্রকাশ, নবীন, প্রকৃতি, বঙ্গবন্ধু, বাঙ্গালী, বালিকা, ভিষক পত্রিকাগুলি। কৈলাসচন্দ্র নন্দীর হাতে ছিল ঢাকার নিউ প্রেসেরও (১৮৭৮) মালিকানা। নিউ প্রেসে ছাপা হয়েছে অবকাশরঞ্জিকা, ভারতসুহৃদ পত্রিকা দু'টি।

মানিকগঞ্জের তালুকদার গোঁড়া হিন্দু গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী ১২৯১ বঙ্গাব্দে ৩৪৫০ টাকায় ঢাকাপ্রকাশ এবং বাঙ্গালা যন্ত্রের মালিকানা কিনে নেন। ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন কয়েকবছর (১২৯১-১৩০৮)। তাঁর সম্পাদনাকালে ঢাকাপ্রকাশ-এ বাঙ্গালা যন্ত্র সম্পর্কে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

ঢাকাতে মেশিন-প্রেস এক নূতন জিনিস। এই প্রেসে প্রতিদিন দশহাজারের অধিক কাগজ ছাপান যাইতে পারে। ঢাকাতে আর কোন প্রেসেই তিন হাজারের অধিক ছাপান যায় না। এ জন্য কোন প্রেসেই সকালে সকালে সস্তা মূল্যে কাজ পাওয়া যাইত না। ঢাকাবাসীর এই ক্ষতি দূর করিবার জন্য বহু ব্যয়ে এই প্রেস আনা হইয়াছে। আমরা এত সস্তায় কাজ দিতেছি যে, ঢাকাতে কি কলকাতাতে কোথাও এর সস্তা কাজ পাইবার উপায় নাই। দাখিলা কি পুস্তকাদি যে কোন কাজ হউক, আমরা অপেক্ষা সস্তা দরে অল্প সময়ে সুন্দররূপে ছাপাইয়া দিব।—শ্রীগুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী, ১ আগস্ট ১৮৮৬।

ঢাকাপ্রকাশ-সম্পাদক গোবিন্দপ্রসাদ রায় প্রথমে ছিলেন ওই পত্রিকার বেতনভোগী কর্মচারী। ব্রাহ্মকর্মী গোবিন্দপ্রসাদ পত্রিকা প্রকাশের পঞ্চম বছরে ঢাকাপ্রকাশ এবং বাঙ্গালা যন্ত্রের স্বত্ব কেনেন। ঢাকার গিরিশ যন্ত্রের মতো বাঙ্গালা যন্ত্রও বাংলা সংবাদ-সাময়িক পত্র প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ঢাকাপ্রকাশ ছাড়া এই প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে অধ্যয়ন, কবিতাকুসুমাবলী, চিত্তরঞ্জিকা, নবব্যবহার সংহিতা, মনোরঞ্জিকা, শ্রীক্ষেত্রচিত্র, সুদর্শন ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা। ঢাকাপ্রকাশ-এর আর এক কর্মচারীর নাম বরদাশঙ্কর দাস। তিনি পরে ঢাকার গরীব যন্ত্রের মালিক হন। ওই প্রেস থেকে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হত গরীব পত্রিকা।

কবিতাকুসুমাবলী, অবকাশরঞ্জিকা, ঢাকাদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, হিন্দু হিতৈষিনী, মিত্রপ্রকাশ, হিন্দুরঞ্জিকা-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মিত্র ঢাকার সুলভ প্রেসের তত্ত্বাবধান-ভার নিয়েছিলেন। তবে তিনি মালিক ছিলেন কিনা তা জানা যায় না। ১৮৬৩-তে সুলভ প্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি এর আগে বাঙ্গালা যন্ত্রে কম্পোজিটরের চাকরি করেছেন। এই প্রেসে ছাপা পত্র-পত্রিকার মধ্যে হরিশ্চন্দ্র-সম্পাদিত ঢাকাদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, হিন্দুরঞ্জিকা ছাড়াও রয়েছে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অবলাবান্ধব, মীর মশাররফের হিতকরী এবং উদ্যোগবিধায়িনী, পট্টবিজ্ঞান, নারীশিক্ষা, ধূমকেতুর মতো পত্র-পত্রিকা। কালীপ্রসন্ন ঘোষের বান্ধব পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা সুলভ প্রেসে ছাপা।

ময়মনসিংহ থেকে ছাপা হয়েছে অন্তত ১৫টি পত্র-পত্রিকা। আরতি, আর্য্যপ্রভা, আহমদী, কুমার, চারুবার্তা, চারুমিহির, নববিধান, মৃতসঞ্জীবনী, নবযুবক, বঙ্গসুহাদ, বাসন্তী, বিজ্ঞাপনী, ভারতমিহির, রজনী, সঞ্জীবনী, সুহাদ। এর মধ্যে ভারতমিহির ও চারু প্রেস থেকে ২টি করে, আহমদী, সংসার ও বিজ্ঞাপনী প্রেস থেকে ১টি করে। অবশিষ্ট পত্রিকাগুলির মুদ্রণযন্ত্রের নাম পাওয়া যায়নি।

১০টি পত্র-পত্রিকার নাম পাওয়া গেছে, যেগুলি ছাপা হত রাজসাহীতে। উৎস, উৎসাহ, ঐতিহাসিক চিত্র, ক্রীড়া ও কৌতুক, জ্ঞানাকুর, বৈষয়িকতত্ত্ব, রাজসাহী পত্রিকা, রাজসাহী সংবাদ, শিল্পকৃষি পত্রিকা, হিন্দুরঞ্জিকা। প্রেসের সংখ্যা অবশ্য বেশি ছিল না। বাণী, উৎসাহ, তত্ত্বপ্রকাশ, তমোয়, রাজসাহী—এই পাঁচটি প্রেসের নাম পাওয়া গেছে।

বরিশাল জেলায় উনিশ শতকে প্রেসের সংখ্যা ছিল খুবই কম। আমরা মাত্র দুটি প্রেসের নাম পেয়েছি। সত্যপ্রকাশ এবং পূর্ণচন্দ্রোদয়। আর্য্যরঞ্জন, গ্রামদূত, পরিমলবাহিনী, বঙ্গদর্পণ,

বালারঞ্জিকা, মাসিক নজীর সংগ্রহ, সংক্ষিপ্ত ইন্ডিয়ান ল রিপোর্ট, সত্যপ্রকাশ, হিতসাহিনী—এই ক'টি পত্রিকার উল্লেখ পাওয়া গেছে। অধিকাংশই ছাপা হয়েছে সত্যপ্রকাশ প্রেস থেকে।

উষা, ত্রিপুরা বার্তাবহ, দর্পণ, ব্রাহ্মণবেড়িয়া হিতৈষিনী, হীরা—এই পাঁচটি পত্রিকা ছাপা হত কুমিল্লা থেকে। দু'টি প্রেস, বরদেশ্বরী ও হিতৈষিনী। অমৃতপ্রবাহিনী (পরে অমৃতবাজার), তত্ত্ববোধ, শুক-সারী, সন্মিলনী ছাপা হয়েছে যশোর জেলার অমৃতপ্রবাহিনী আর শুভকরী প্রেস থেকে। চট্টগ্রামে সনাতন এবং চন্দ্রশেখর প্রেস থেকে ছাপা হত অঞ্জলি, ঋষিতত্ত্ব, পূর্ব প্রতিধ্বনি, ভারতবাসী পত্রিকা চতুষ্টয়। রঙপুর জেলারও চারটি পত্রিকা (উৎসাহ, ভিক্ষুক, রঙ্গপুর বার্তাবহ, রচনাবলী) ছাপা হয়েছে পারিজাত, বার্তাবহ, শঙ্কুচন্দ্র প্রেস থেকে। পাবনার জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রে মুদ্রিত হয়েছে জ্ঞানবিকাশিনী, পরিদর্শক এবং পল্লীদর্শন পত্রিকা। সিলেট থেকে মুদ্রিত একটি পত্রিকারই নাম পেয়েছি—পরিদর্শক। কুমারখালির মথুরানাথ প্রেসে ছাপা হয়েছে তিনটি পত্রিকা। কোহিনূর, গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, শৈবী। নড়াইলের ইম্পিরিয়াল প্রেসে মুদ্রিত হত আচার্য্য পত্রিকাটি।

এক জেলায় ছাপা শুরু হয়ে অন্য জেলায় ছাপার কাজটি স্থানান্তরিত হয়েছে, এমন উদাহরণও মিলবে। যেমন, ১৮৭৪-এ পরিদর্শক পত্রিকাটির মুদ্রণ শুরু হয় পাবনার জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রে। কয়েক বছর পর ১৮৮০-তে সিলেটে মুদ্রিত হতে শুরু করে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বিজ্ঞাপনী পত্রিকাটি ঢাকার বিজ্ঞাপনী যন্ত্রে ১৮৬৫-তে প্রথমে মুদ্রিত হত। কিছুদিনের মধ্যে মুদ্রাযন্ত্রটি ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হওয়ায় পত্রিকাটির মুদ্রণও তার অনুগামী হয়। হিতকরী ১৮৭১-এ ঢাকার সুলভ প্রেসে ছাপা শুরু করে। দীর্ঘদিন সেখানে ছাপা হওয়ার পর ১৮৯০-এ কুষ্টিয়ার মথুরানাথ প্রেসে সেটি মুদ্রিত হতে থাকে। হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকার ক্ষেত্রেও একই উদাহরণ। ১৮৬৬ থেকে বছর দু'য়েক পত্রিকাটি ঢাকার সুলভ প্রেসে ছাপা হয়েছে। এরপর সেটি চলে আসে রাজসাহীর বোয়ালিয়ায় তমোয় প্রেসে।

৮

পত্র-পত্রিকা মুদ্রণের ক্ষেত্রে কলকাতা জেলার বাইরে বড়ো ভূমিকা রয়েছে হুগলি জেলার। বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের যাত্রা ১৮১৮ সালে শুরু হয়েছিল এই জেলা থেকেই। এরপর সারা উনিশ শতক জুড়ে আরও অন্তত পঞ্চাশটি পত্র-পত্রিকা হুগলি জেলা থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। পত্র-পত্রিকার ছাপাখানার সীমানা শ্রীরামপুর ছাড়িয়ে প্রসারিত হয়েছিল চন্দননগর, চুঁচুড়া, উত্তরপাড়া, বালি ইত্যাদি স্থানে। শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসের সঙ্গে দেখা মিলল চন্দ্রোদয়, তমোহর, আলফ্রেড প্রেসের, চুঁচুড়ার অরুণ ঘোষ, চিকিৎসাদর্পণ, চিকিৎসাপ্রকাশ, বুধোদয়, সাধারণী, সাবিত্রী, হীরা (ডায়মন্ড) যন্ত্রের, চন্দননগরের ব্যাস যন্ত্রের। এর বাইরে রয়েছে আরও কিছু অন্ত্যাতনামা ছাপাখানা।

শ্রীরামপুরের আলফ্রেড প্রেস ছাপিয়েছে চিকিৎসাদর্পণ, সর্বার্থসংগ্রহ, হালিসহর পত্রিকা; চন্দ্রোদয়ে ছাপা হয়েছে কুমুদিনী, জ্ঞানারুণোদয়, সংবাদ শশধর, হিতবোধ; তমোহরে কৃষিতত্ত্ব, গার্হস্থ্যচিকিৎসাবিধান, বিজ্ঞানমিহিরোদয়। চুঁচুড়ার অরুণ প্রেস থেকে গোপাল ভাঁড়, বয়স্য; ঘোষ প্রেসে বাসনা; চিকিৎসাদর্পণ থেকে চিকিৎসাদর্পণ; হিন্দুবিলাসী; চিকিৎসাপ্রকাশ থেকে কুমুদিনী, চিকিৎসাদর্পণ, সহোদর, হিন্দুবিলাসী; অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সাধারণী প্রেস থেকে সাধারণী এবং প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ছাড়াও ছাপা হয়েছে আর্য্যপ্রতিভা, কুমুদিনী, পঞ্চানন্দ, বিনোদিনী।

পূর্ণিমা এবং চুচুড়া বার্ষিক ছাপা হত সাবিত্রী প্রেসে; হীরা বা ডায়মণ্ড প্রেসে চুচুড়া বার্ষিক, জননী, জ্যোৎস্নাহার, বাসনা, সনাতন ধর্মকণা।

হুগলি জেলার পরই স্থান মুর্শিদাবাদ জেলার। উনিশ শতকে এই জেলা থেকে মুদ্রিত ২২টি পত্র-পত্রিকার নাম আমরা পেয়েছি। এর বাইরে 'অবশ্য আরও নাম থাকা খুবই স্বাভাবিক। পত্র-পত্রিকাগুলি ছাপা হয়েছে অরুণোদয়, ধনসিদ্ধ, বিশ্ববিনোদ, বিশ্বমনোরঞ্জন, সত্যরত্ন প্রেস থেকে। এর মধ্যে ধনসিদ্ধ প্রেসে ছাপা হত কুসুম, খেয়াল, জ্যোতির্ময়, বিশ্বমনোরঞ্জন, মুর্শিদাবাদ সংবাদসার, সমবেদক, সুধাকর; বিশ্ববিনোদ প্রেসে অনাথিনী, উচিত বক্তা, বিনোদিনী; সত্যরত্ন প্রেসে জ্ঞানদীপিকা পত্রিকা, মধুকরী, সমালোচনী; বিশ্বমনোরঞ্জন প্রেসে ভারতরঞ্জন, সংবাদ ভারতবন্ধু।

অন্যান্য জেলার মধ্যে আছে নদীয়া (কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, শান্তিপুর—আর্য্যবন্ধু, গ্রামবাসী, নদীয়া দর্পণ, ভারত পরিদর্শন, হিতৈষী); বর্ধমান (জ্ঞানদীপিকা, দিবাকর, পঞ্চানন্দ, পল্লীবাসী, বর্ধমান মাসিক পত্রিকা, বর্ধমান সঞ্জীবনী); ২৪ পরগণা (অরুণজী, তত্ত্বজ্ঞান, নবীন লেখক ও সমালোচন, সমালোচক, বস্তুদর্শন, বিজ্ঞানবিকাশ, ভ্রমর, সংসারতত্ত্ব, শিক্ষাদর্পণ); হাওড়া (উলুবেড়িয়া দর্পণ, গ্রামবাসী), মেদিনীপুর (কাড়ি), বাঁকুড়া (বাঁকুড়া দর্পণ), উত্তরবঙ্গ (কোচবিহার—সুকথা, জলপাইগুড়ি—ত্রিশোতা) ইত্যাদি।

৯

সারা উনিশ শতক জুড়ে ব্রাহ্মসমাজের বা ব্রাহ্ম-প্রভাবিত বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন, অবলাবান্ধব, আলাপিনী, আলোচনা, আশা, কুমুদবান্ধব, তত্ত্বকৌমুদী, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, দাসী, দুখিনী, ধর্মতত্ত্ব, ধর্মপ্রকাশ, ধর্মবন্ধু, ধর্মসাধন, নববিধান, নববিধান ও সমালোচক, নবযুগ, নবীন, নব্যভারত, পরিচারিকা, পুণ্য, প্রকৃতি, প্রতিধ্বনি?, প্রদীপ, বঙ্গবন্ধু, বাঙ্গালী, বামাবোধিনী পত্রিকা, বালক, বালকবন্ধু, বালিকা, বিচারক, বিষবৈরী, বীণাবাদিনী, বীরভূমি, ব্রহ্মতত্ত্ব, ব্রাহ্মজীবন, ভারত শ্রমজীবী, ভারত সংস্কারক, ভারত সুহৃদ, ভারতী, ভারতী ও বালক, ভিষক, ভিষকবন্ধু, মহিলা, মুকুল, মৃতসঞ্জীবনী, রবি, সখা, সঞ্জীবনী, সংসঙ্গ, সমদর্শী, সাধনা, সুদর্শন, সুলভ সমাচার ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব পত্র-পত্রিকা মুদ্রণের ক্ষেত্রে এক সমীকরণ লক্ষ করা গেছে। দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে সব পত্র-পত্রিকাগুলিই ছাপা হয়েছে ব্রাহ্মদের নিজস্ব প্রেস বা ব্রাহ্ম-মালিকানাধীন প্রেস থেকে। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, ব্রাহ্ম মিশন প্রেস, ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, ইন্ডিয়ান মিরর প্রেস তো আছেই, সঙ্গে আছে ইস্ট ইন্ডিয়া প্রেস, ইস্টবেঙ্গল প্রেস, নব্যভারত প্রেস, নিউ ইন্ডিয়ান প্রেস, ভারতমিহির প্রেস, ভিক্টোরিয়া প্রেস, সাম্য প্রেস ইত্যাদি।

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস (১৮৮৪?) সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—

ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার প্রথমে অন্যের ছাপাখানাতে ছাপা হইত, তাহাতে অধিক ব্যয় লাগিত এবং প্রেসের সহিত আমার সর্বদা ঝগড়াঝাটি হইত। সেজন্য সমাজের স্বতন্ত্র প্রেস করা আবশ্যক বোধ হইল, কিন্তু সমাজের সভ্যগণ অগ্রে একটি প্রেস করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া আর প্রেস স্থাপন করিতে নারাজ হইলেন।....নিজে টাকা কর্ত

করিয়া ব্রাহ্ম মিশন প্রেস নামে একটি মুদ্রায়ন্ত্র স্থাপন করিলাম। ঐ ঋণ পরে প্রেসের টাকা হইতে শোধ করা হইয়াছে।

এই প্রেস স্থাপন বিষয়ে আমাকে অতি কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অক্ষরওয়ালার সহিত অক্ষরের বন্দোবস্ত করা, বাজারে গিয়া প্রেস প্রভৃতি ক্রয় করা, প্রিন্টার প্রভৃতি নিযুক্ত করা, কাজ চালাইবার উপযুক্ত লোক প্রভৃতি স্থির করা, প্রতিদিন তাহাদের কার্য পরিদর্শন করা প্রভৃতি সমুদয় কাজ করিতে হইত।.....

....আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সমাজের নিজের একটি মুদ্রায়ন্ত্র চাই, যাহা হইতে ব্রাহ্মধর্মপ্রচারোপযোগী পুস্তক-পুস্তিকাদি প্রকাশিত হইবে। এইজন্যই ইহার নাম ব্রাহ্মমিশন প্রেস রাখিয়াছিলাম।....অবশেষে ১৮৮৭ সালে সমাজ ইহা গ্রহণ করেন।

এই প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে বামাবোধিনী পত্রিকা, ধর্মবন্ধু, নবযুগ, আশা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, সাহিত্য, দাসী, নব্যভারত, মুকুল, প্রদীপ, হ্যানিম্যান পত্রিকা, বঙ্গগৃহ, সাবিত্রী ইত্যাদি পত্রিকা।

এর সঙ্গে আরও একটি বিষয় দেখার মতো। ব্রাহ্মদের পত্র-পত্রিকা ছাপার জন্য স্থাপিত প্রেস থেকে সাধারণ পত্র-পত্রিকা, এমনকি সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বীদের অর্থাৎ গোঁড়া রক্ষণশীলদের পত্র-পত্রিকাও ছাপা হয়েছে। ব্যবসায়িক কারণটি সহজেই অনুমেয়।

১০

শেষ কথা এই, এত পত্র-পত্রিকা ছাপা হয়েছে এত ছাপাখানা থেকে। প্রায় প্রত্যেক ছাপাখানাই পত্র-পত্রিকা ছাপার কাজে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছিল। এই কর্মপ্রবাহ থেকে শত ব্যক্তিত্বও একটি ছাপাখানা নিজেদে দূরে রাখতে পারেনি। তার নাম সংস্কৃত যদু। স্বত্বাধিকারী শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। অস্তুত একটি পত্রিকা সে-প্রেস থেকে ছাপা হয়েছিল। সেটি মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের সর্ব্বশুভকরী। যদিও পত্রিকাটি বকলমে ঈশ্বরচন্দ্রই দেখাশোনা করতেন। তবে, মাত্র একটি পত্রিকা ছাড়া আর কোনো পত্রিকা কেন ওই প্রেস থেকে ছাপা হয়নি, সে-প্রশ্নের উত্তর অবশ্য মেলেনি।

তালিকা প্রসঙ্গে

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র কোন্ কোন্ প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে, তার তালিকাটি দীর্ঘ। এই তালিকার মূল উৎস বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ। এর সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাময়িকপত্র-এর খণ্ডদুটিও রয়েছে। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে অনেক সাময়িকপত্রের নাম নেই। আবার বাংলা সাময়িকপত্র-এ অনুম্নিষিত কয়েকটি সাময়িকপত্রের নামও বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে পাওয়া গেছে। ড. স্বপন বসু দুই তালিকাতেই অনুম্নিষিত দেড়শতাব্দিক সংবাদ-সাময়িকপত্রের নাম-প্রকাশকাল-প্রকাশরীতি-সম্পাদকের নাম জানিয়েছেন। এতদসঙ্গেও এই তালিকাকে আমরা পূর্ণাঙ্গ বলে দাবি করছি না। উপরন্তু, সংবাদ-সাময়িকপত্রের নামের উল্লেখ পেলেও প্রেসের উল্লেখ পাওয়া যায়নি বহুক্ষেত্রে। অনেক ক্ষেত্রে প্রেসের নাম পাওয়া গেছে, ঠিকানা পাওয়া যায়নি। এমনটি হওয়া খুবই সম্ভব যে, উল্লিখিত অনেক প্রেসের পরিবর্তিত ঠিকানাটিই পরবর্তীকালে বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় দেখা গেছে, নামটি নয়। যেসব পত্র-

পত্রিকার ছাপাখানার উল্লেখ পাওয়া যায়নি, তাদের অধিকাংশই আজ হারিয়ে গেছে। এই সূত্রে হারিয়ে গেছে হয়ত অনেক ছাপাখানার নামও।

তালিকাটিকে তিন ভাগ করা হয়েছে। যেসব পত্র-পত্রিকার প্রেসের নাম অথবা ঠিকানা পাওয়া গেছে, প্রথম ভাগে তাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে ছাপাখানার বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত পত্র-পত্রিকার তালিকা। তৃতীয় ভাগে দেওয়া হয়েছে যেসব পত্র-পত্রিকার কোনো সংখ্যারই ছাপাখানার নাম অথবা ঠিকানা পাওয়া যায়নি তাদের নাম-প্রকাশকাল-সম্পাদকের নাম।

এ-প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলে রাখা ভালো। অনেক পত্র-পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে মুদ্রায়ন্ত্রের নাম পাওয়া যায়নি। ১ম সংখ্যার ক্ষেত্রে নিশ্চিত হওয়ার পর তা নির্দেশিত হয়েছে। আবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে একই নামে একাধিক পত্র-পত্রিকা থাকায় প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে ১ম সংখ্যা লিখিত আছে।

অনেক পত্র-পত্রিকার সম্পাদকের নাম সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি বলেই স্থানটি শূন্য আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদকের নামের ব্যাপারে বেশ কিছু স্থানে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেননি। তিনি প্রকাশক বা পরিচালক বলে উল্লেখ করেছেন। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগেও সম্পাদকের নাম নেই। ফলে সেখানেও অস্পষ্টতা রয়েছে।

পত্রিকার প্রকাশকাল বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে তারিখটি নির্দেশ করেছেন, বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে সব ক্ষেত্রে তা মেলেনি। সেক্ষেত্রে আমরা বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের তারিখটিই মান্য করছি।

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ন্ত্র	ঠিকানা
অঙ্গলি	১৮৯৮/০৪	রাজেশ্বর গুপ্ত	সনাতন	চট্টগ্রাম
অণুবীক্ষণ ১/১	১৮৭৫/০৭	হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা	অণুবীক্ষণ	৯২ বউবাজার স্ট্রিট
অণুবীক্ষণ ১/৪	১৮৭৫/১২	হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা	অণুবীক্ষণ	১০৬ বউবাজার স্ট্রিট
অতিথি	১৮৮২/০২	জ্ঞানান্দিরাম মুখোপাধ্যায়	নিউ মার্কেটাইল	কলকাতা
অতিথি	১৮৮২/০৫	জ্ঞানান্দিরাম মুখোপাধ্যায়	সূচাক?	১৬ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট
অদৃষ্ট	১৮৯৬/০৭	রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	রিলায়োন্স	৪ হেমচন্দ্র কন লেন
অদ্ভুত ইন্দ্রজাল	১৮৮৪/০২	গিবীন্দ্রলাল ঘোষ	গ্রেট ইন্ডেন	১৩ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেন
অধ্যয়ন	১৮৮৭/০৩	বামদয়াল মজুমদার	বাদসালা	ঢাকা
অন্যোখিনি ১/১	১৮৭৫/১১	ধাকমণি দেবী	বিশ্ববিনোদ	মুর্শিদাবাদ, আজিমগঞ্জ
অনুশীলন	১৮৯২/০৯	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	অজ্ঞাত	৭ বামমোহন সাহা লেন
অনুশীলন	১৮৯৪/১২	এন সরকার	মোহন	৪৯ ফিয়ার্স লেন
অনুশীলন ও পুৰোহিত	১৮৯৫/০৪	মহেন্দ্র বিদ্যানিধি	মোহন	৪৯ ফিয়ার্স লেন
অনুসন্ধান	১৮৮৭/০৭	দুর্গাদাস লাহিড়ি	বাঁগা	৩৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
অনুসন্ধান	১৮৮৮/০১	দুর্গাদাস লাহিড়ি	অজ্ঞাত	১০৯ কলেজ স্ট্রিট
অনুসন্ধান	১৮৮৯/০৪	দুর্গাদাস লাহিড়ি	নববিভাকর?	৩৪ বেনিয়ার্টোলা লেন
অনুসন্ধান	১৮৯২/০৬	দুর্গাদাস লাহিড়ি	অজ্ঞাত	৮ টেমার লেন
অনুসন্ধান	১৮৯৩/০২	দুর্গাদাস লাহিড়ি	নিউ বাস্মাকি?	২৩ যুগলকিশোর দাস লেন
অনুসন্ধান	১৮৯৩/০৬	দামোদর মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	৭৬ জ্ঞানবাজার স্ট্রিট
অনুসন্ধান	১৮৯৪/০১	?	অজ্ঞাত	৯৪/১ লোয়ার সার্কুলাব রোড
অনুসন্ধান	১৮৯৪/০৫	দুর্গাদাস লাহিড়ি	হেরাল্ড প্রিটিং ওয়ার্কস	১৮৯ বউবাজার স্ট্রিট

১৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রাযন্ত্র	ঠিকানা
অনুসন্ধান	১৮৯৭/০৬	দুর্গাদাস লাহিড়ি	অজ্ঞাত	১৭ ইডেন হাসপিটাল স্ট্রিট
অনুসন্ধান	১৮৯৮/০৪	দুর্গাদাস লাহিড়ি	অজ্ঞাত	১০৭ বউবাজার স্ট্রিট
অন্তঃপুর	১৮৯৮/০১	উষাবালা দেবী	ইন্ডিসিয়াম	৬৫/২ বিডন স্ট্রিট
অন্তঃপুর	১৮৯৯/০৭	বনলতা দেবী	অজ্ঞাত	৫১/২ সুকিয়া স্ট্রিট
অন্তঃপুর	১৯০০/০৫	বনলতা দেবী	বেঙ্গল	১৭ মদন মিত্র লেন
অবকাশ	১৮৮২/০২	যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ক্যানিং	৫৩ কল্টোলা স্ট্রিট
অবকাশতোষিণী	১৮৭৩/০৮		নিউ স্কুল বুক	৮ ডিক্সন লেন
অবকাশরত্নিকা	১৮৬২/০৯	হরিশচন্দ্র মিত্র	নিউ (নতন)	ঢাকা
অবকাশ-সহচরী ১/১	১৮৭৩/০২	রজনীকান্ত বিশ্বাস	জেনারেল প্রিন্টিং	৬৮ নিমাইচাঁদ গোসাই লেন
অবকাশ-সহচরী	১৮৭৩/০৩	বাঞ্চালদাস সরকার	পুবাণ প্রকাশ	৭৯ মানিকতলা স্ট্রিট
অবকাশ-সহচরী ২/১	১৮৭৪/০৩	রজনীকান্ত বিশ্বাস	লোকাল	৩৮ শুভিপাড়া লেন, বেণ্টিন স্ট্রিট
অবকাশ-সহচরী ২/২	১৮৭৪/০৩	রজনীকান্ত বিশ্বাস	পুরাণ প্রকাশ	৭৯ মানিকতলা স্ট্রিট
অবকাশবন্ধু	১৮৬৭/১০	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	সহাদ	
			জ্ঞানবন্ধাকর	৩২ নিমতলা স্ট্রিট
অবলাবান্ধব	১৮৬৯/০৬	দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	সুলভ	ঢাকা
অবলাবান্ধব ১/৭-৮	১৮৭০/৭	দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	ইস্ট ইন্ডিয়া	৯৩ কলেজ স্ট্রিট
অবলাবান্ধব ৫/১	১৮৭৪/০৭	দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	বায়	১১ কলেজ স্কোয়ার
অবলাবান্ধব	১৮৭৯/১১	দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	ইস্ট ইন্ডিয়া	৯৩ কলেজ স্ট্রিট
অবোধবন্ধু	১৮৬৭/০৩	যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	স্কুল বুক	৪৫ মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, চোরবাগান
অবোধবন্ধু	১৮৬৮/১১	যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	গুপ্ত	১৬ মির্জাফক লেন
অবোধবন্ধু	১৮৬৯/০৫	বিশ্ববীলাল চক্রবর্তী	নিউ বেঙ্গল	১৪৯ মানিকতলা স্ট্রিট
অবোধবোধিনী	১৮৯৪/০৮	শরৎচন্দ্র দেব	সুলভ	১৬ টালাবাগান রোড
অবোধবোধিনী	১৮৯৯/০৩	শরৎচন্দ্র দেব	অজ্ঞাত	২১ বলবাম ঘোষ স্ট্রিট
অমৃতপ্রবাহিণী	১৮৬২/১২	বসন্তকুমার ঘোষ	অমৃতপ্রবাহিণী	যশোহর
অমৃতবাজার	১৮৬৮/০২	শিশিরকুমার ঘোষ	অমৃতপ্রবাহিণী	যশোহর
অমৃতবাজার	১৮৭১/১২	শিশিরকুমার ঘোষ	অমৃতপ্রবাহিণী	৫২ হিদারাম বানার্জি লেন
অমৃতবাজার	১৮৭৪/০৪	শিশিরকুমার ঘোষ	অমৃতপ্রবাহিণী	২ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
অকলঙ্ক	১৮৯৫/০৮	রজনীকান্ত কাব্যতীর্থ	অজ্ঞাত	৪ মালীপাড়া, বরাহনগর
আচার্য ১/১	১৮৮১/১০	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	ইম্প্রিবিয়াল	নড়াইল
আদর্শ ১/১	১৮৭৬/০৮	মদনমোহন মিত্র	রাজকীয়	১৬৭ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট
আদর্শ	১৮৭৬/১১	মদনমোহন মিত্র	রাজকীয়	৭১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট
আদরিণী	১৮৮০/১২	তারকনাথ বিশ্বাস	কর	১৬৭ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট
আদরিণী ১/২, ৩	১৮৮১/০২	তারকনাথ বিশ্বাস	ভিক্টোরিয়া	৩ গোয়াবাগান লেন
আদরিণী ১/৪	১৮৮১/০২	তারকনাথ বিশ্বাস	ক্যালকাটা	কলকাতা
			ডাইরেক্টরি	
আদরিণী	১৮৮১/০৯	তারকনাথ বিশ্বাস	কর	১৬৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট
আদরিণী	১৮৮২/০৬	তারকনাথ বিশ্বাস	কর	১৬৭ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট
আদরিণী	১৮৮৩/০৫	তারকনাথ বিশ্বাস	ইডেন	৪৬ ধর্মতলা
আদরিণী	১৮৮৩/০৭	তারকনাথ বিশ্বাস	আদরিণী	২৩১ আগার চিংপুর রোড
আদরিণী	১৮৮৪/০৪	তারকনাথ বিশ্বাস	বেদান্ত	১২৭ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
আদরিণী	১৮৮৪/১২	তারকনাথ বিশ্বাস	স্কুল বুক	২৮ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
আদরিণী	১৮৮৫/০৩	তারকনাথ বিশ্বাস	স্কুল বুক	১৩২ মানিকতলা স্ট্রিট
আদরিণী	১৮৮৬/০১	তারকনাথ বিশ্বাস	আদরিণী	১৮০ আগার চিংপুর রোড

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রাস্থল	ঠিকানা
আদর্শ	১৮৮৬/১২	তারকনাথ বিশ্বাস	অজ্ঞাত	১১৩ গ্রে স্ট্রিট
আদর্শ ১ম সংখ্যা	১৮৯৪/০৫	বিশ্বময় চট্টোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	২২৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
আদর্শ	১৮৯৬/১০	বিশ্বময় চট্টোপাধ্যায়	নিউটন?	৭৯/৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
আনন্দ ১/১	১৮৮৯/০৪	কেশরনাথ ঘোষ	নতুন কলিকাতা	৩ বিডন স্কোয়ার
আনন্দ	১৮৮৯/০৭	কেশরনাথ ঘোষ	নিউটন	১১৩ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
আনন্দ	১৮৮৯/০৯	কেশরনাথ ঘোষ	নিউটন	৬৭ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
আনন্দবাজার পত্রিকা	১৮৭৮/০৪		অমৃতপ্রবাহিনী	২ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
আন্দোলন ১/১	১৮৮৩/০৯	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	অজ্ঞাত	৪৬ শোভাবাজার স্ট্রিট
আন্দোলন	১৮৮৩/১০	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	ইডেন	৪৬ ধর্মতলা
আভা	১৮৯৪/০৩	মহেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	মধ্যস্থ	৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
আভা	১৮৯৫/০৩	মহেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	নিউটন?	৭৯/৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
আভা	১৮৯৫/১১	মহেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	৯১ বাবগঙ্গী ঘোষ স্ট্রিট
আভা ১/৮, ৯	১৮৯৫/১২	মহেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	৬৮ নিমতলা স্ট্রিট
আভা ১/১০	১৮৯৫/১২	মহেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	৪ সুকিয়া স্ট্রিট
আভাস ১/১	১৮৮০/০২	ডুর্নমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	গিরিশ বিদ্যারত্ন	২৪ গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন
আমাদের পত্রিকা	১৮৮৮/০০	রেভা. টি কে চ্যাটার্জি	সাপ্তাহিক সংবাদ	৩৯ রামমোহন দত্ত লেন, ভবানীপুর
আয়ুর্বেদ-দর্পণ	১৮৪০/০৬	নারায়ণ রায়	সংবাদ প্রভাকর	৪২ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট
আয়ুর্বেদ প্রচার	১৮৯৫/০২	বিনোদলাল সেন	আয়ুর্বেদ	১৪৬ সোয়ার চিৎপুং রোড
আরতি	১৯০০/০৭	উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	অজ্ঞাত	ময়মনসিংহ
আর্য কায়স্থ	১৮৯০/০৭	দেব কিশোরীমোহন		
		বোমবর্ম	বরাট	৯২ বউবাজার স্ট্রিট
আর্য কায়স্থ	১৮৯০/০৯	দেব কিশোরীমোহন	ক্যালকাটা প্রাকৃত	২৩ পটলডাঙা স্ট্রিট
		বোমবর্ম	(প্রাকৃত)	
আর্য কাহিনী ১/১	১৮৮১/১১	সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়	টিপসাইড	২৪৩ বউবাজার স্ট্রিট
আর্যদর্শন ১/১	১৮৭৪/০৫	যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	নিউ ইন্ডিয়ান	৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
			(নতুন ভারত)	
আর্যদর্শন	১৮৭৫/০৬	যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	নিউ ইন্ডিয়ান	(নতুন ভারত)
			(নতুন ভারত)	৪৩ মঙ্গলা লেন, বউবাজার
আর্যদর্শন	১৮৭৫/১০	যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	নিউ ইন্ডিয়ান	(নতুন ভারত)
			(নতুন ভারত)	১১ পটুয়াটোলা লেন
আর্যদর্শন	১৮৭৮/১০	যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বাং	৩৫ বেনিয়াটোলা লেন
আর্যদর্শন	১৮৭৯/০৯	যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বিডন	৬৬ বিডন স্ট্রিট
আর্যদর্শন	১৮৮০/০৫	যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বসু (জি সি বসু)	৩০৯ বউবাজার স্ট্রিট
আর্যদর্শন	১৮৮৩/০৮	যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বসু (জি সি বসু)	৩৩ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট
আর্যদর্শন	১৮৮৬/০৩	যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	চিকাগো	৩৬ আহিরীটোলা স্ট্রিট
আর্যদর্শন	১৮৮৭/০৬	যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	নবজীবন	৩৪ নিখোণীপুকুর ইস্ট লেন, তালতলা
আর্যদর্শন প্রচার	১৮৮৯/০৬	?	অজ্ঞাত	১৬ শিবনাথবাণ দাস লেন
আর্যপ্রতিভা	১৮৭৭/০৫	কৈলাসচন্দ্র ঘোষ	সাধারণী	১৯৬ কদমতলা, ইচুড়া হুগলি
আর্যপ্রতিভা	১৮৭৭/০৯	কৈলাসচন্দ্র ঘোষ	সুবার্ণ	২৮ জেলিয়াপাড়া লেন, ভবানীপুর
আর্যপ্রতিভা (১৮৮২)	১৮৮৬/০৫	কলীচরণ পাল	অজ্ঞাত	২৩ পঞ্চাননতলা লেন

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রাযন্ত্র	ঠিকানা
আর্য্যপ্রতিভা ১/১	১৮৮৯/০৪	বৈষ্ণবচরণ বসাক	ইলিসিয়াম	৬৫/২ বিডন স্ট্রিট
আর্য্যপ্রতিভা	১৮৮৯/১০	বৈষ্ণবচরণ বসাক	অজ্ঞাত	৪৪ মানিকতলা স্ট্রিট
আর্য্যপ্রবর	১৮৮৯/০০	কাত্যায়নীচরণ মিত্র	সাহিত্য	৪৭ পাথুরিয়াঘাটা
আর্য্যপ্রবর ১/৪	১৮৯৩/০৫	কাত্যায়নীচরণ মিত্র	প্রাকৃত	২ হলওয়েল লেন
আর্য্যপ্রভা ১	১৮৮০/০৫	কল্লিণীকান্ত ঠাকুর	অজ্ঞাত	ময়মনসিংহ
আর্য্যবন্ধু	১৮৮৪/১১	শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	শান্তিপুর
আর্য্যরঞ্জন	১৮৮২/১০		সত্যপ্রকাশ	বরিশাল
আর্য্যাবন্তীরীতিবোধিকা	১৮৯১/১০	দ্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	স্ট্যানহোপ	১৭২ বউবাজার স্ট্রিট
আর্য্যাবন্তীরীতিবোধিকা	১৮৯২/০২	দ্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	বান্দীকি	৫৫ আমহার্স্ট স্ট্রিট
আর্য্যাবন্তীরীতিবোধিকা	১৮৯২/০৩	ধনচন্দ্র ভট্টাচার্য	নিউ ইন্ডিয়ান (নুতন ভারত)	৩৭ কল্যাণীয়া স্ট্রিট
আলাপিনী	১৮৯৮/১০	মন্মথনাথ দে	সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজ	৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
আলো ১/১	১৯০০/০১	অন্নদাচরণ সেন	অজ্ঞাত	৬৪ কলেজ স্ট্রিট
আলো ১/৩	১৯০০/০১	অন্নদাচরণ সেন	অজ্ঞাত	৬৮ কলেজ স্ট্রিট
আলো	১৯০০/০৭	নগিনীকান্ত সেন	অজ্ঞাত	৯৮ হারিসন রোড
আলোচনা ১/১	১৮৮৪/০৮	গগনচন্দ্র হোম	ভিক্টোরিয়া	২১০/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
আলোচনা	১৮৮৫/১০	গগনচন্দ্র হোম	ভারতমিহিব	৪৬ পকাননতলা লেন, পটলডাঙ্গা
আলোচনা	১৮৮৫/১২	গগনচন্দ্র হোম	সখা	২ বেনিয়াটোলা লেন
আলোচনা ১/১	১৮৯৪/০৭	যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	৪ জগন্নাথ শুর লেন
আলোচনা	১৮৯৪/১১	যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	স্ট্যান্ডার্ড	২/১ মল্লিক লেন
আলোচনা	১৮৯৮/০৫	যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	সূচাক	৩৩৬ আপার চিংপুর রোড
আলোচনা	১৯০০/০৬	যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	৬ রাজাবাগান স্ট্রিট
আলোচনা	১৯০০/০৭	যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	৯ মির্জাপুর স্ট্রিট
আশা	১৮৯২/০১	মধুবামোহন গাঙ্গুলি	ব্রাহ্ম মিশন	২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
আশাশতা	১৮৯০/০৮	কুঞ্জবিহারী দে	আর্য্য	সিরাঙ্গগঞ্জ
আশাশতা	১৮৯১/০৪	কুঞ্জবিহারী দে	মাহমুদিয়া	সিবাঙ্গগঞ্জ
আশুচিকিৎসাপদ্ধতি	১৮৯১/০৫	আশুতোষ রায়	ভিক্টোরিয়া	২ গোয়াবাগান স্ট্রিট
আহমদী	১৮৮৬/০৮	আবদুল হামিদ খান ইউসুফজরী	আহমদী	টাঙ্গাইল
আহারতত্ত্ব	১৮৮৮/০৮	ক্রেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	মেটাকফ	৫৬ আমহার্স্ট স্ট্রিট
আহারতত্ত্ব	১৮৮৯/০১	রাখালচন্দ্র সেন	অজ্ঞাত	২২ ওস্ট বৈঠকখানা সেকেন্ড লেন
ইন্ডিয়ান মিরর	১৮৬১/০৮		ব্রাহ্মসমাজ	জোড়াসাঁকো
ইন্দ্রজ্ঞান বা উদাসিনী				
বাল্লকন্যাব পুথি	১৮৮২/০৯	রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ	নিউ ইডেন	২ টালাবাগান রোড
ইসলাম প্রচারক	১৮৯১/০৮	রিয়াজুদ্দিন আহমদ	অজ্ঞাত	৪ সীতাবাম ঘোষ স্ট্রিট
ইসলাম প্রচারক	১৮৯৯/০৯	রিয়াজুদ্দিন আহমদ	অজ্ঞাত	৪ গোরস্থান বোড, কড়োবা
উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি	১৮৯১/০৬	শ্রীশচন্দ্র তা	ভিক্টোরিয়া	২ গোয়াবাগান স্ট্রিট
উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি	১৮৯১/০৭	শ্রীশচন্দ্র তা	ভাবত দর্পণ	৭৫ কটন স্ট্রিট, বড়বাজার
উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি	১৮৯২/০২	শ্রীশচন্দ্র তা	ইংবাজী-সংস্কৃত (অ্যাংলো ইন্ডিয়ান)	২ নবাবদি ওস্তাগর লেন
উচিত বক্তা	১৮৭৪/০৯	গঙ্গাচরণ বেদান্তবাগীশ	বিশ্ববিনোদ	মুর্শিদাবাদ, আজিমগঞ্জ
উৎস	১৮৯৭/০৯	অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী	বাণী	বোয়ালিয়া, রাজসাহী

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ন্ত্র	ঠিকানা
উৎসাহ ১ম	১৮৯৭/০৪	সুরেশচন্দ্র সাহা	উৎসাহ	বোয়ালিয়া, বাজসাহী
উৎসাহ	১৮৯৭/০৬	সুরেশচন্দ্র সাহা	বাণী	বোয়ালিয়া, রাজসাহী
উৎসাহ	১৮৯৯/০৪	সুরেশচন্দ্র সাহা	তমোয়	বাজসাহী, বোয়ালিয়া, রামপুর
উৎসাহ	১৮৯৯/১১	সুবিশচন্দ্র সাহা	হিন্দু?	৬১ আহিরীটোলা স্ট্রিট
উৎসাহ ১ম	১৮৯৭/০৮	অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী	অজ্ঞাত	রঙ্গপুর
উত্তরবাসিনী	১৮৮০/০২	ছারকানাথ মজুমদার	অজ্ঞাত	বহুবলপুর
উদাসিনী রাজকল্যাণ				
শুশ্রূষা	১৮৮১/১০	বাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ	নিউ ইডেন	২ টালাবাগান রোড
উদীপনা ১ম	১৮৯৭/০৫	দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	৪৬ ব্রজমোহন মিত্র লেন
উদীপনা ১ম	১৮৯৮/০৯	নারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায়	কালিকা	১৭ নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন
উদ্বোধন	১৮৮০/০৮		উদ্বোধন	কলকাতা
উদ্বোধন	১৮৯৯/০১	স্বামী শিশুগাভীত	অজ্ঞাত	১৪ রামচন্দ্র মৈত্র লেন
উদ্যোগবিধায়িনী	১৮৬৩/০৯	ববদাশ্রমদ রায়	সুলভ	ঢাকা
উপদেশক	১৮৪৭/০১	জে ওয়েস্টার	শ্রীবামপুর মিশন	শ্রীরামপুর, হুগলি
উপন্যাস লহরী	১৮৮৬/১১	তারকনাথ বিশ্বাস	আদরিণী	১৮০ আপার চিৎপুর বোড
উপন্যাস লহরী	১৮৮৬/১২	তাবকনাথ বিশ্বাস	রামায়ণ	৬৬ সিমলা স্ট্রিট
উপন্যাস লহরী	১৮৮৭/০২	তাবকনাথ বিশ্বাস	আদবিণী	১৮০ আপার চিৎপুর রোড
উপন্যাস লহরী	১৮৮৭/০৮	তাবকনাথ বিশ্বাস	ধর্ম	ঢাকা
উপন্যাস লহরী	১৮৮৭/১১	তারকনাথ বিশ্বাস	অমলা	১১৫/১ গ্রে স্ট্রিট
উপন্যাস লহরী ৭	১৮৮৮/১১	তারকনাথ বিশ্বাস	অমলা	৬৫ অশ্বিন মিত্রী লেন
উপন্যাস লহরী ৮	১৮৮৮/১১	তাবকনাথ বিশ্বাস	অমলা	১১৩ গ্রে স্ট্রিট
উপহার	১৮৮০/০৬	ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	স্ট্যানহোপ	২৪৯ বউবাজার স্ট্রিট
উপহার	১৮৮২/০৬	ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	জনসন	কলকাতা
উল্বেড়িয়া দর্পণ	১৮৯৩/০৯		উল্বেড়িয়া দর্পণ	উল্বেড়িয়া
উষা	১৮৯৪/০৩	অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী	হিতৈষিণী	ব্রাহ্মণবেড়িয়া, কুমিল্লা
ঋষি	১৮৯৮/০৬	রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ	কালিকা	১৭ নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন
অযিত	১৮৮১/১২	অমদাচরণ সরস্বতী	চন্দ্রশেখর	চট্টগ্রাম
একাকিনী ১/১	১৮৭৬/০২	যশোদানন্দন সরকার	সমাজ দর্পণ	৩০ ভুবন ব্যানার্জি লেন, চোরবাগান
একাকিনী	১৮৭৬/০৩	যশোদানন্দন সরকার	নিউ সরকার	৩১ ভুবন ব্যানার্জি লেন
এডুকেশন গেজেট	১৮৫৬/০৭	ও'ব্রায়ান স্মিথ	সত্যার্ণব	১৪ পদ্মপুকুর, ইটালি, ভবানীপুর
ঐতিহাসিক চিত্র	১৮৯৯/০১	অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	বাণী	বোয়ালিয়া, রাজসাহী
ঐতিহাসিক চিত্র	১৮৯৯/০৫	অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	বাণী ও ভারতমিহির	
কবিতাকুসুমাবলী	১৮৬৯/০৫	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	বাসালা	ঢাকা
কমলা ১/১	১৮৯৯/০৩	মন্মথনাথ মিত্র	জেট ইডেন	৬ ভীম ঘোষ লেন
কমলা	১৮৯৯/০৪	মন্মথ মিত্র	অজ্ঞাত	২১ বলরাম ঘোষ স্ট্রিট
কমলা	১৮৯৯/০৮	নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	৬৮ নিমতলা স্ট্রিট
কমলা	১৮৯৯/১২	নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	নিউ ব্রিটানিয়া	৭৮ আমহার্স্ট স্ট্রিট
কমলিনী	১৮৭৮/০২	চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী	বি, পি, এম	২২ আশাপুকুর লেন
কর্ধার	১৮৮৭/০৪	হারিশচন্দ্র রক্ষিত	অজ্ঞাত	১৩৪ আমহার্স্ট স্ট্রিট
কর্ধার	১৮৮৭/১০	হারিশচন্দ্র রক্ষিত	অজ্ঞাত	২৩ পঞ্চাননতলা লেন

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ন্ত্র	ঠিকানা
কর্ণধার	১৮৮৯/০১	হারাণচন্দ্র বসু	তত্ত্বপ্রকাশ	৩ মানিকতলা স্ট্রিট (রামবাগান শাখা)
কর্ণধার	১৮৮৯/০৯	হাবাণচন্দ্র বসু	ফুলমুন প্রিন্টিং	ওয়ার্কস ৪ গার্মিন প্রেস
কলিকাতার নিগূঢ় তত্ত্ব	১৮৮৩/০৯	নন্দলাল সবকাষ	গ্রেট ইডেন	১৩ রামনবাবগ ভট্টাচার্য লেন
কলির নূতন অবতার	১৮৮৩/০৭	লক্ষ্মীনাথায়ণ দাস	অজ্ঞাত	৮ হোগলকুড়িয়া গলি
কল্প	১৮৯৩/০৪	রাখালচন্দ্র সেন	ভারত দর্পণ	৭৫ কটন স্ট্রিট, বড়বাজার
কল্প	১৮৯৩/১১	রাখালচন্দ্র সেন	অজ্ঞাত	৬১ নির্জাপুর স্ট্রিট
কল্প	১৮৯৬/০৭	বি কে মজুমদার	স্ট্যান্ডার্ড	২/১ মল্লিক লেন
কল্পক্রম ১/১	১৮৭৮/০৯	দ্বারকানাথ বিদ্যাদ্বয়	সোমপ্রকাশ	ভবানীপুর
কল্পক্রম	১৮৭৯/০৭	দ্বারকানাথ বিদ্যাদ্বয়	কল্পক্রম	১০ বুদ্ধ গুপ্তাগব লেন, দণ্ডবীপাড়া, মুজাপুর
কল্পক্রম	১৮৮১/০৫	দ্বারকানাথ বিদ্যাদ্বয়	সোমপ্রকাশ	চাউড়িপোতা
কল্পনা	১৮৮০/০৯	হরিন্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ক্যানিং	৯৯ কলেজ স্ট্রিট
কল্পনা	১৮৮২/০৬	হরিন্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ক্যানিং	৫৩ কল্টোলা স্ট্রিট
কল্পনা	১৮৮৩/০৬	হরিন্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ক্যানিং	১৮ নীলামাধব সেন লেন
কল্পনা	১৮৮৬/০৩	হরিন্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়	পিপলস্	৭৮ কলেজ স্ট্রিট
কল্পনা	১৮৮৯/০২	হরিন্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	২৩ পদ্মননতলা লেন
কল্পলতা	১৮৮৩/০১	তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	সাহিত্য সুধাকর	২৪ পশুপুর্কুর, ইটালি, ভবানীপুর
কল্পনা লতিকা ১/১	১৮৭৯/০৮	গোপালচন্দ্র বসু	ওরিয়েন্টাল	১১ কালীঘাট রোড
কল্পনা লতিকা	১৮৭৯/১০	গোপালচন্দ্র বসু	সুধাকর	৪৪ বসা পাগলা রোড, ভবানীপুর
কাঁচড়াপাড়া				
প্রকাশিকা ১/২	১৮৭৪/০১	দেবেন্দ্রকুমার রায়	ক্যালকাটা	৮০ বেস্ট্রি স্ট্রিট
কঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ড-বেদ	১৮৮৭/০০	হরিনাথ মজুমদার	মথুরানাথ	কুমারখালি
কান্তি	১৮৯৬/১২	তাবকগোপাল ঘোষ	নীহার	কাথি
কব্যপ্রকাশ	১৮৬৪/০১	হরিশচন্দ্র মিত্র	সুলভ	ঢাকা
কমলা	১৮৮৭/০৫	শশিকৃষ্ণ দত্ত	গিরিশ	ঢাকা
কমরিকর দর্পণ	১৮৮৬/০৯	বিহাঙ্গীলাল ঘোষ	ঢাকা	
মেট্রোপলিটান				
কালভৈরব	১৮৮৪/০৮	মাখনলাল চন্দ্রবর্তী	অমদা	১৮ টালাবাগান বোড
কালিকাপুর গেজেট	১৯০০/০৯	কাশীবিলাস ব্যানার্জি	অজ্ঞাত	১১৬ থ্রে স্ট্রিট
কাশীবার্গ প্রকাশিকা	১৮৫১/০৬	কমলাদাস মিত্র	বাগবাহার	৮ বউনাজাব স্ট্রিট
কিবণ	১৮৮৩/০৪	কৈলাসচন্দ্র দে	ভাবত সুহাদ	বাক্সাগসী
কুমার	১৮৮৮/০৪	কোদাণাথ মজুমদার	সংসাব	নামার, ঢাকা
কুমার বাহুব ১/১	১৮৭৪/১২	গোপাললাল বসু	ইস্ট ইন্ডিয়া	ময়মনসিংহ
কুমুদিনী ১/১	১৮৭৪/০৮	হরিনাথায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	চিকিৎসাপ্রকাশ	হরিনাতি, হুগলি
কুমুদিনী ১/২	১৮৭৪/০৯	হরিনাথায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	সাধাবণী	চুঁচুড়া, হুগলি
কুমুদিনী ১/৩	১৮৭৪/১০	স্বীবোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	চন্দ্রোদয়	চুঁচুড়া, হুগলি
কুমুদিনী ১/৪	১৮৭৪/১২	যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	চিকিৎসাপ্রকাশ	চুঁচুড়া, হুগলি
কুসুম ১/১	১৮৭৭/০৩	অন্নদাশ্রম মৈত্র	ধনসিদ্ধ	বহরমপুর
কুসুম ১ম	১৮৮০/০৭	রাধামাধব হালদার	পুবাণ প্রচার	৪৬ রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিট
কুসুম মাল্য	১৮৮৪/০৫	দেবেন্দ্রনাথ বসু	ঢাকা	টালাবাগান বোড মেট্রোপলিটান

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ন্ত্র	ঠিকানা
কৃতজ্ঞতা-কাব্য				
কুসুমোপহার	১৮৮০/০৫	অম্বোমনাথ ঘোষ	অরোরা (হরিহর)	১১৮ চিৎপুর রোড
কৃষক	১৯০০/০৯	মন্মথনাথ মিত্র	অজ্ঞাত	১৮৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
কৃষক	১৯০০/১১	মন্মথনাথ মিত্র	অজ্ঞাত	১০৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
কৃষি গেজেট ১ম খণ্ড	১৮৮৫/০৫	গিরিশচন্দ্র বসু	বঙ্গবাসী	
			মেশিন প্রেস	৩৪/১ কল্টোলা স্ট্রিট
কৃষি গেজেট	১৮৮৭/০২	গির্বিশচন্দ্র বসু	স্কুল বুক	৬৬ কলেজ স্ট্রিট
কৃষি গেজেট	১৮৮৭/০৫	গির্বিশচন্দ্র বসু	অজ্ঞাত	১ পীতাম্বর দে লেন
কৃষি গেজেট	১৮৮৮/০৯	গিরিশচন্দ্র বসু	অজ্ঞাত	শ্রীরামপুর, হুগলি
কৃষিতত্ত্ব ১ম	১৮৭৯/০১	নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়	তমোহর	২০ পপহ্যাম স্ট্রিট, শ্রীরামপুর
কৃষিতত্ত্ব	১৮৮০/০৩	নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়	কর	১৬৬ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
কৃষিতত্ত্ব	১৮৮০/১২	নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়	কর	১৬৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
কৃষিতত্ত্ব	১৮৮৪/০৯	নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়	ঢালা	১৮ ঢালাবাগান রোড
				মেট্রোপলিটান
কৃষিতত্ত্ব ১ম	১৮৮৩/০৩	বিগ্রহদাস মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	৮ হোগলকুড়িয়া গলি
কৃষিতত্ত্ব	১৮৮৩/০৬	বিগ্রহদাস মুখোপাধ্যায়	গ্রেট ইডেন	১৩ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেন
কৃষিতত্ত্ব ১/১	১৯০০/০২	দীবেন্দ্রনাথ বসু	অজ্ঞাত	৬৮ কলেজ স্ট্রিট
কৃষিতত্ত্ব	১৯০০/০৮	দীবেন্দ্রনাথ বসু	গ্রেট ইডেন	৬ ভীম ঘোষ লেন
কৃষিপদ্ধতি	১৮৮৩/১২	উমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	নব সারস্বত	৮৪ রাজা বাজবল্লভ স্ট্রিট
কৌৎকা	১৮৯৬/০০	চারুচন্দ্র রায়	নতুন কলিকাতা	৯৬ বিডন স্ট্রিট
কৌহিনুর	১৮৯৮/০৭	মহঃ রওসন আলি	মধুরানাথ	কুমারখালি
কৌমুদী ১ম	১৮৮৩/০৫	হাবানচন্দ্র গাঙ্গুলি	নববিভাকব	৬৩/৪ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
ক্রীড়া ও কৌতুক	১৮৮৮/০৪	শশিশেখরেশ্বর রায়	তত্ত্বপ্রকাশ	তাহেবপুর
ক্রীড়া ও কৌতুক ১/১	১৮৮৯/০১	রামেশচন্দ্র শেঠ	তত্ত্বপ্রকাশ	৩ মানিকতলা স্ট্রিট
				(রামবাগান শাখা)
খেয়াল	১৮৭৯/০৪	নন্দলাল রায়	ধনসিদ্ধ	বহরমপুর
খ্রীষ্টীয় মহিলা	১৮৮০/০৪	কামিনী শীল	হেরাল্ড প্রিন্টিং	৮৮ বলরাম দে স্ট্রিট
খ্রীষ্টীয় মহিলা	১৮৮১/০২	কামিনী শীল	হেরাল্ড প্রিন্টিং	১০৬ মানিকতলা স্ট্রিট
				ওয়ার্কস
খ্রীষ্টীয় মহিলা	১৮৮১/০৪	কামিনী শীল	হেরাল্ড প্রিন্টিং	৮৮ বলরাম দে স্ট্রিট
খ্রীষ্টীয় বাঙ্গব	১৮৭৯/০৩		ব্যাপটিস্ট মিশন	২৪ লোয়ার সার্কুলার বোড
খ্রীষ্টীয় শক্তি	১৮৯৭/০৯	কৃষ্ণচরণ ব্যানার্জি	জে জি চ্যাটার্জি	৪৪ আমহার্ট স্ট্রিট
গণিত ও বিজ্ঞান	১৮৮৯/০৭	কালীপ্রসন্ন সেন	অজ্ঞাত	৬৮ বলবাম দে স্ট্রিট
গবর্নমেন্ট গেজেট	১৮৪০/০৭	জন মার্শম্যান	শ্রীবামপুর মিশন	শ্রীরামপুর, হুগলি
গসপেল ম্যাগাজিন	১৮১৯/১২		শ্রীরামপুর মিশন	শ্রীরামপুর, হুগলি
গান ও গল্প	১৮৮৭/০৪	মতিলাল বসু	মধ্যাহ্ন	৩৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
গান ও গল্প	১৮৮৯/০৭	মতিলাল বসু	ইলিসিয়াম	৬৫/২ বিডন স্ট্রিট
গার্হস্থ্য চিকিৎসাবিধান	১৮৭১/০৮	উমাচরণ দে	নতুন সংস্কৃত	১২ ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রিট
গার্হস্থ্য চিকিৎসাবিধান	১৮৭২/০৪	উমাচরণ দে	তমোহর	শ্রীরামপুর, হুগলি
গুপ্তজ্ঞান রত্নসংগ্রহ	১৮৮৭/০৮		উইকলি ল-রিপোর্ট	কলকাতা
গৃহস্থ সুখদ	১৮৯৪/০৩	বামকুমার নাথ	অজ্ঞাত	৫১/২ কালু ঘোষ লেন
গৃহস্থালী	১৮৮৪/০৮	বিগ্রহদাস মুখোপাধ্যায়	গ্রেট ইডেন	১৩ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেন
গৃহস্থালী	১৮৮৬/০৫	বিগ্রহদাস মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	১ উমেশচন্দ্র দত্ত লেন
গৃহীসখা	১৮৮৮/১০	হরিপদ চট্টোপাধ্যায়	বাম্মীকি	১০০/১ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ত্ন	ঠিকানা
গোপাল ভাঁড়	১৮৮২/০৪	কিশোরলাল বর্মণ	গ্রেট ইডেন	১৩ রামনাথায়ণ ভট্টাচার্য লেন
গোপাল ভাঁড়	১৮৮৩/০৭	কিশোরলাল বর্মণ	সবহতী	২০ ঝামাপুকুর লেন
গোপাল ভাঁড়	১৮৮৩/০৮	কিশোরলাল বর্মণ	অজ্ঞাত	৮ হোগলকুড়িয়া গলি
গোপাল ভাঁড়	১৮৮৪/০৬	কিশোরলাল বর্মণ	অরুণ	টুঁচুড়া
গোপাল ভাঁড়	১৮৮৪/১০	কিশোরলাল বর্মণ	অজ্ঞাত	৩৫ মির্জাফক লেন
গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা	১৮৬৩/০৪	হরিনাথ মজুমদার	গিরিশ বিদ্যারত্ন	৫৮/৫ আপার সার্কুলার, বাহিব মুন্সাপুর
গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা	১৮৭৩/০৬	হরিনাথ মজুমদার	মথুরানাথ	কুমারখালি
গ্রামদূত	১৮৭৩/০৫		সত্যপ্রকাশ	বিশাল
গ্রামবাসী	১৮৭৩/০৫		অজ্ঞাত	রাণাঘাট
গ্রামবাসী ১ম,	১৮৮৬/০৪		অজ্ঞাত	উলুবেড়িয়া
ঘটক	১৮৯৮/০২	মুকুন্দলাল ঘোষ	হরি?	১৩৩ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
চমৎকারমোহন	১৮৫৮/০৮	কোদারনাথ দত্ত	চমৎকারমোহন	চোরবাগান স্ট্রিট
চশমা	১৮৮৩/১২	জীবনকৃষ্ণ সেন	গ্রেট ইডেন	১৩ রামনাথায়ণ ভট্টাচার্য লেন
চারুবার্তা	১৮৮১/০৪	যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	চারু	ময়মনসিংহ, শেখপুর
চাকমিহির	১৮৯৪/০৪	কোদারনাথ মজুমদার	চারু	ময়মনসিংহ
চিকিৎসক ও সমালোচক	১৮৯৫/০৯	সত্যকৃষ্ণ রায়	অমদা	৭/১ নন্দরাম সেন স্ট্রিট
চিকিৎসক ও সমালোচক	১৮৯৭/০৫	সত্যকৃষ্ণ রায়	অজ্ঞাত	১ দেওয়ান লেন
চিকিৎসা কল্লক্রম	১৮৯৭/০৭	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	চিকিৎসাপ্রকাশ	১৬০ বউবাজার স্ট্রিট
চিকিৎসাসাত্ত্ব ১/১	১৮৭৪/১০	অধিকাচরণ রক্ষিত	গুণ্ড	২৪ মির্জাফক লেন
চিকিৎসাসাত্ত্ব	১৮৭৬/০৪	অধিকাচরণ রক্ষিত	অ্যালবার্ট	৩৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
চিকিৎসাসাত্ত্ব	১৮৭৬/১০	অধিকাচরণ রক্ষিত	চিকিৎসাসাত্ত্ব	৩৫ চাৰাধোবা পাড়া স্ট্রিট, জোড়াসাঁকো
চিকিৎসাসাত্ত্ব	১৮৭৭/০৬	অধিকাচরণ রক্ষিত	চিকিৎসাসাত্ত্ব	২৮ আপার চিৎপুর রোড
চিকিৎসাসাত্ত্ব	১৮৭৯/০৯	অধিকাচরণ রক্ষিত	চিকিৎসাসাত্ত্ব	৮০ মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, চোরবাগান
চিকিৎসাসাত্ত্ববিজ্ঞান এবং				
সমীরণ	১৮৯৪/০৯	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	আয়ুর্বেদ	১৪৬ লোয়াব সার্কুলার রোড
চিকিৎসা দর্পণ	১৮৭১/০৭	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	আলফ্রেড	জীবামপুর, হুগলি
চিকিৎসা দর্পণ	১৮৭৪/০৮	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	চিকিৎসাদর্পণ	টুঁচুড়া, হুগলি
চিকিৎসা দর্পণ	১৮৭৫/০১	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	চিকিৎসাপ্রকাশ	টুঁচুড়া, হুগলি
চিকিৎসা দর্শন	১৮৮৭/০৭	বজ্রনীকান্ত মুখোপাধ্যায়	বীণা	৩৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
চিকিৎসারত্ন	১৮৯১/১০	রাজেন্দ্রলাল শ্রু	অজ্ঞাত	৮৯ শ্যামবাজার স্ট্রিট
চিকিৎসা সংগ্রহ	১৮৬৯/১০	ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	নিউ বেঙ্গল	১৪৯ মানিকতলা স্ট্রিট
চিকিৎসা সংগ্রহ	১৮৭১/০১	ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	কলমিয়ান	৩৮ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট
চিকিৎসা সংগ্রহ ২/৩	১৮৭১/০৯	ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	নিউ বেঙ্গল	১৪৯ মানিকতলা স্ট্রিট
চিকিৎসা সংগ্রহ ২/৪	১৮৭১/১২	ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	কলমিয়ান	৩৮ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট
চিকিৎসা সংগ্রহ ২/৫	১৮৭২/০৮	ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	নিউ বেঙ্গল	১৪৯ মানিকতলা স্ট্রিট
চিকিৎসা সংগ্রহ ১ম	১৮৮৫/০২	বদনচাঁদ নন্দী	নৃত্যলাল শীল	৯৯ আহিরীটোলা স্ট্রিট
চিকিৎসা সন্মিলনী	১৮৮৪/০৫	অন্নদাচরণ ঋতুগীর,	মণিরাম	২/১ বাগবাজার স্ট্রিট
চিকিৎসা সন্মিলনী	১৮৮৫/০৩	অন্নদাচরণ ঋতুগীর,	অসবোন প্রিন্টিং	১১ বেটিং স্ট্রিট
চিকিৎসা সন্মিলনী	১৮৮৭/০৭	অন্নদাচরণ ঋতুগীর, অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন	মথহু	৩৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ত্ন	ঠিকানা
চিকিৎসা সম্মিলনী	১৮৮৭/১০	অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন	জাহ্নবী	৫৫ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
চিকিৎসা সম্মিলনী	১৮৮৭/১১	অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন	স্কুল বুক?	১৩২ মানিকতলা স্ট্রিট
চিকিৎসা সম্মিলনী	১৮৮৭/১২	অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন	অজ্ঞাত	৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
চিকিৎসা সম্মিলনী	১৮৮৮/০৫	অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন	হেমার	২৩/১ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট
চিকিৎসা সম্মিলনী	১৮৮৮/০৯	অমদাচরণ খাস্তাণীব,		২২৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
		অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন	অজ্ঞাত	
চিকিৎসা সম্মিলনী	১৮৮৮/১২	পুলিনচন্দ্র সান্যাল,	জ্যোতিষপ্রকাশ	৫ সিমলা স্ট্রিট
		অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন		
চিকিৎসা সম্মিলনী	১৮৯১/০৮	অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন	করিহিয়ান	৩৩ নিউ চায়নাবাজার স্ট্রিট
চিকিৎসা সম্মিলনী	১৮৯১/১২	অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন	জ্যোতিষপ্রকাশ	৫ সিমলা স্ট্রিট
চিকিৎসা সম্মিলনী	১৮৯২/১০	অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন	ভারত দর্পণ	৭৫ কটন স্ট্রিট, বড়বাজার
চিকিৎসা সম্মিলনী	১৮৯৩/০৬	অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন	জ্যোতিষপ্রকাশ?	২০০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
চিকিৎসা সম্মিলনী	১৮৯৩/১২	অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন	জ্যোতিষপ্রকাশ?	৫ সিমলা স্ট্রিট
চিত্তবজ্র	১৮৯৭/০৫	জ্ঞানজীবন চক্রবর্তী	গিরিশ বিদ্যারত্ন	২৫ গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন
চিত্তবজ্র	১৮৯২/০৫	হরিশচন্দ্র মিত্র	বাসলা	ঢাকা
চিত্তবজ্র	১৮৯২/০৮	রাজ রাজেন্দ্র চন্দ্র	জ্যোতিষপ্রকাশ	৭ শিবকৃষ্ণ দী লেন
চিত্তবজ্র	১৮৯৫/০১	রাজ রাজেন্দ্র চন্দ্র	ক্যালকাটা হিতৈষী	৬৯ বারাগসী ঘোষ স্ট্রিট
চিত্রকর ১/১	১৮৭৬/১০	প্রতাপচন্দ্র রায়চৌধুরী	প্রাকৃত	২৩ পটলজাঙ্গা স্ট্রিট
চিত্রদর্শন	১৮৯০/১১	বিহারীলাল রায়	আর্টিস্ট	৩৭৪ আপার চিংপুর বোড
চিত্রা	১৮৭৯/১১	ভূধর চট্টোপাধ্যায়	বসু (জি সি বসু)	৩০৯ বড়বাজার স্ট্রিট
ইচুড়া বার্তাবহ	১৮৯৩/০৬	দীননাথ মুখোপাধ্যায়	সাবিত্রী	হুগলি
ইচুড়া বার্তাবহ	১৮৯৪/০৭	দীননাথ মুখোপাধ্যায়	হীরা / ডায়মন্ড	ইচুড়া, মাধবীতলা
হ্রদ	১৮৯৯/১২	হরেন্দ্রকুমার মজুমদার	সুন্দর	৩৩৬ আপার চিংপুর রোড
হ্রদ	১৯০০/০৪	হরেন্দ্রকুমার মজুমদার	ভারত	১ রাজা গুরুদাস স্ট্রিট
হ্রদ	১৯০০/০৫	হরেন্দ্রকুমার মজুমদার	হরি	১৩৩ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
হ্রদমিমা	১৮৯১/০৮	রোতা. গেন	ব্যাপটিস্ট মিশন	৪১ লোয়াব সার্কুলার রোড
হ্রদ	১৯০০/০৪		অজ্ঞাত	৯ মির্জাপুর স্ট্রিট
হুটির সুলভ	১৮৯২/০৮	হরিকুমার চৌধুরী	গ্রেট ইন্ডেন	৬ ভীম ঘোষ লেন
জগদ্বন্দ্বীপক ভাস্কর	১৮৪৬/০৬	ফরিদুদ্দিন খাঁ	ইন্ডিয়ান সান	
			(জগদ্বন্দ্বীপক ভাস্কর) ১০১ বৈঠকখানা স্ট্রিট	
জগদ্বন্দ্বী	১৮৯৪/০১	রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	১৫৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
জননী ১ম	১৮৯৫/০৫	বামাচরণ মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	সৈদাবাদ, বহরমপুর
জননী ১ম	১৮৯৮/০৫	হাসানদাস গাঙ্গুলি	হীরা / ডায়মন্ড	ইচুড়া, মাধবীতলা
জগদ্বন্দ্বী	১৮৯০/১২	নীরদচন্দ্র বসু /	বঙ্গবাসী মেশিন	৩৪/১ কলুটোলা স্ট্রিট
		পঞ্চানন তর্করত্ন?	প্রেস	
জমিন্দারী পত্রায়েত	১৮৯১/০৬	যোগেন্দ্রনাথ বসু	ভাবতমিহির	৪৬ পঞ্চাননতলা লেন,
				পটলজাঙ্গা
জমিন্দারী পত্রায়েত	১৮৯২/০৬	আনন্দচন্দ্র দাস	ভারতমিহির	২৬ স্ট লেন
জাহ্নবী	১৮৮৪/০৮	বীরেশ্বর পাণ্ডে	অজ্ঞাত	১৩ পার্শ্বীচরণ ঘোষ লেন
জাহ্নবী	১৮৮৫/১০	বীরেশ্বর পাণ্ডে	সায়েল (বিজ্ঞান)	২০ সুকিয়া স্ট্রিট
জাননীপিক্স ১/১	১৮৭৭/০৫	রাখালদাস হাজরা/	অজ্ঞাত	বর্ধমান
		নৃত্যগোপাল কোজার		
জাননীপিক্স ১ম	১৮৭৭/০৯	রাখালদাস হাজরা	চিকিৎসাতত্ত্ব	২৮ আপার চিংপুর রোড
		নৃত্যগোপাল কোজার		

২৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ন্ত্র	ঠিকানা
জ্ঞানদীপিকা পত্রিকা	১৮৭৫/১২	কাশীচন্দ্র লাহিড়ী	জ্ঞানদীপক	৩৩৩ আপার চিংপুর বোড
জ্ঞানদীপিকা পত্রিকা	১৮৮০/০৭	কাশীচন্দ্র লাহিড়ী	সত্যবন্ধ	বহুবমপুর
জ্ঞানপ্রভা ১ম	১৮৭২/০৩	চন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	চন্দ্রোদয়	সিরাঙ্গগঞ্জ, ফুলকোচা
জ্ঞানবিকাশিনী	১৮৭৩/০৭		জ্ঞানবিকাশিনী	পাবনা, চাটমোহর
জ্ঞানবিকাশিনী ১ম সংখ্যা	১৮৯২/০২	কৃষ্ণকুমার কাব্যরত্ন	রিলিয়েন্স	৪ হেমচন্দ্র কর লেন
জ্ঞানভেদ	১৮৭৭/০৮	চন্দ্রমোহন সেন	গিরিশ	ঢাকা
জ্ঞানরত্ন ১/৩	১৮৬৮/০৬	সুবেশ্বরলাল সোম	গুপ্ত	১৬ মির্জাফক লেন
জ্ঞানরত্ন ১/৪	১৮৬৮/০৭	সুবেশ্বরলাল সোম	নিউ বেঙ্গল	১৫ সুকিয়া স্ট্রিট
জ্ঞানবন্ধ ১/৬, ৭	১৮৬৮/১২	শুকচরণ গুপ্ত	নিউ বেঙ্গল	২৬ সুকিয়া স্ট্রিট
জ্ঞানরত্ন ১/১১, ১২	১৮৬৯/০৯	শুকচরণ গুপ্ত	নিউ বেঙ্গল	১৪৯ মানিকতলা
জ্ঞানাকুর	১৮৭২/০৯	শ্রীকৃষ্ণ দাস	অজ্ঞাত	রাজসাহী বোয়ালিয়া
জ্ঞানাকুর	১৮৭৪/০৯	শ্রীকৃষ্ণ দাস	সাপ্তাহিক সংবাদ	১ পিপুলপাট লেন, ভবানীপুর
জ্ঞানাকুর ৫/১	১৮৭৬/০১	শ্রীকৃষ্ণ দাস	নূতন সংস্কৃত	১৪ গোয়াবাগান স্ট্রিট
জ্ঞানাবেষণ	১৮৩১/০০	দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	চোরবাগান স্ট্রিট
জ্ঞানাকবোদয়	১৮৫২/০১	কালিদাস মৈত্র,	চন্দ্রোদয়	শ্রীরামপুর হুগলি
		যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়		
জ্যোৎস্না	১৮৯৪/১০	রমণীমোহন মল্লিক	বসু (জি সি বসু)	৬৩ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট
জ্যোৎস্না ১/১	১৯০০/০৬	ববদাশসাদ বসু	অজ্ঞাত	৩৭ হাবিসন রোড
জ্যোৎস্নাহাব	১৮৯৫/০৩	সিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়	হীরা / ডায়মন্ড	চুচুড়া, মাধবীতলা
জ্যোতি	১৮৯৪/০৫		অজ্ঞাত	৫১/২ সুকিয়া স্ট্রিট
জ্যোতিরিসংগ	১৮৬৯/১০	রেভা. সূর্যকুমার ঘোষ	সাপ্তাহিক সংবাদ	১ পিপুলপাট লেন, ভবানীপুর
জ্যোতিরিসংগ	১৮৭৬/১০	রেভা. সূর্যকুমার ঘোষ	সাপ্তাহিক সংবাদ	৯ রামমোহন দত্ত বোড, ভবানীপুর
জ্যোতিবিসংগ	১৮৭৭/০৬	রেভা. সূর্যকুমার ঘোষ	সাপ্তাহিক সংবাদ	৭ রামমোহন দত্ত রোড, ভবানীপুর
জ্যোতির্ময়	১৮৬৫/০৯		ধনসিদ্ধ	বহরমপুর
ঢাকা দর্পণ	১৮৬৩/০৭	হবিশ্চন্দ্র মিত্র	সুলভ	ঢাকা, ইমামগঞ্জ
ঢাকা প্রকাশ	১৮৬১/০৩	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	বাসলা	ঢাকা, বাবু বাজার
তত্ত্বকৌমুদী	১৮৭৮/০৫	শিবনাথ শাস্ত্রী	সাধাবণ	৪৫ বেনিয়ারটোলা লেন
			ব্রাহ্মসমাজ	
তত্ত্বজ্ঞান	১৮৯৬/০৮	তারকনাথ মুখার্জি	অজ্ঞাত	৪ মালীপাড়া, ববাহনগর
তত্ত্ববোধ	১৮৯৩/০৫	শুকনাথ কবিরত্ন	অজ্ঞাত	৬১ আমহার্স্ট স্ট্রিট
তত্ত্ববোধ	১৮৯৬/১২	ত্রৈলোক্যনাথ চুড়ামণি	শুভকরী	যশোর
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৮৪৩/০৮	অক্ষয়কুমার দত্ত	তত্ত্ববোধিনী	জোড়াসাঁকো
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৮৬৮/০০	হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য	ব্রাহ্মসমাজ	জোড়াসাঁকো
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৮৯২/০৮	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	আদি ব্রাহ্মসমাজ	৫৫ আপার চিংপুর বোড
তত্ত্বমঞ্জরী	১৮৮৫/০৭	রামচন্দ্র দত্ত	মধ্যাহ্ন	৩৯ সিমলা স্ট্রিট
তত্ত্বমঞ্জরী	১৮৮৬/০৪	বামচন্দ্র দত্ত	গ্রেট ইডেন	১৩ রামনাবাষণ ভট্টাচার্য লেন
তপস্বিনী	১৮৮৪/০৫	নন্দলাল সরকার	গ্রেট ইডেন	১৩ রামনাবাষণ ভট্টাচার্য লেন
তমোলুক পত্রিকা ১/১	১৮৭৩/১১	ত্রৈলোক্যনাথ বস্কি	সূচাক	৩৩৬ চিংপুর রোড
তমোলুক পত্রিকা	১৮৭৫/০৫	ত্রৈলোক্যনাথ বস্কি	নিউ বেঙ্গল	৩০ বাঙ্গা কালীকৃষ্ণ লেন
তমোলুক পত্রিকা	১৮৭৬/০২	ত্রৈলোক্যনাথ বস্কি	নিউ বেঙ্গল	৩৯ বাঙ্গা কালীকৃষ্ণ লেন

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ন্ত্র	ঠিকানা
তরঙ্গিণী	১৮৮৩/০৫	রামসত্য মুখোপাধ্যায়	গুপ্ত	২২১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
তৃপ্তি	১৮৮৩/১২	কালীচরণ মিত্র	বসু (জি সি বসু) ৬৩ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট	
তৃপ্তি	১৮৮৪/০৭	শ্যামাপদ ব্যানার্জি	নিউ আর্থ মিশন	৪৬ ব্রজনাথ মিত্র লেন
ত্রাণোদয়	১৮৮৯/০৫	অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	১ ডিহি শ্রীবামপুর, ইটালী
ত্রাণোদয়	১৮৯০/০৪	অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	২২ ওল্ড বৈঠকখানা সেকেন্ড লেন
ত্রিপুরা বার্তাবহ	১৮৮০/০৪		বরদেশ্বরী	কুমিল্লা
ত্রিশোতা	১৯০০/০৯	শশিকুমার নিয়োগী	অজ্ঞাত	ভালপাইগুড়ি
দর্পণ	১৮৮২/০৯		বরদেশ্বরী	কুমিল্লা
দর্শক (মা.)	১৮৭৪/১২	অবিনাশচন্দ্র নিয়োগী	সত্য়া	১০ গোয়াবাগান স্ট্রিট
দর্শক (মা.)	১৮৭৫/০৬	অবিনাশচন্দ্র নিয়োগী	সাহিত্য সংগ্রহ	৭ উল্টাডিসি রোড
দরিত্ররঞ্জন	১৮৮৯/১১	চুণীলাল মিত্র	গ্রেট ইডেন	৬ ভীম ঘোষ লেন
দরিত্ররঞ্জন ২য় সংখ্যা	১৮৮৯/১২	রাধানাথ মিত্র	সেন অ্যান্ড সন্স	৩৬ কালীপ্রসাদ দত্ত লেন, শোভাবাজার
দরিত্ররঞ্জন	১৮৯৫/০২	চুণীলাল মিত্র	অজ্ঞাত	৪ যুগলকিশোর দাস লেন
দরিত্ররঞ্জন	১৮৯৫/১২	রাধানাথ মিত্র	হবি	১৩৩ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
দাসী	১৮৯২/০৭	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	ব্রাহ্ম মিশন?	১৭ রঘুনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিট
দাসী	১৮৯৩/১১	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	ব্রাহ্ম মিশন?	২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
দাসী	১৮৯৭/০৭	মহেশচন্দ্র ভৌমিক	অজ্ঞাত	৩১/২ সুকিয়া স্ট্রিট
দাসী	১৮৯৭/১২	মহেশচন্দ্র ভৌমিক	বেঙ্গল	১৭ মদন মিত্র লেন
দিগদর্শন	১৮১৮/০৪	জে সি মার্শম্যান	শ্রীবামপুর মিশন	শ্রীবামপুর, গুণালি
দিবাকর ১/১	১৮৭৭/০১	রাজেন্দ্রলাল সিংহ	অজ্ঞাত	বর্ধমান
দিবীকা লাডু	১৮৮২/০৯	শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	ব্রিটানিয়া ইন্ডিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস	ভবানীপুর
দীপিকা	১৮৮৭/০৪	প্যারীমোহন হালদার	বি কে দাস	১৭ শ্রীনাথ দাস লেন
দীপ্তি প্রকাশিকা	১৮৯৫/১০	বি এম সাহা	ব্যাপটিস্ট মিশন	৪১ লোয়ার সার্কুলার বোড
দীপ্তি প্রকাশিকা	১৮৯৬/১২	বিপিনবিহারী সাহা	ব্যাপটিস্ট মিশন	৪১ লোয়ার সার্কুলার রোড
দীপ্তি প্রকাশিকা	১৮৯৭/০২	লালবিহারী সাহা	ভারত	১১৫ আমহার্স্ট স্ট্রিট
দুঃখিনী	১৮৭৯/০৭	ভগবতীচরণ চক্রবর্তী	ইস্টবেঙ্গল	ঢাকা
দুরাশা ১/১	১৮৭৭/০১	তুলসীদাস দে	বান্ধবী	৭১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
দুর্জয়ন দমন মহানবমী	১৮৪৭/০২	মধুরামোহন দাস গুহ	সমাচার চন্দ্রিকা	২৬ কলুটোলা স্ট্রিট
দৃত	১৮৭৩/০৪		বেণ্ডিক	১৯ ম্যাসো লেন
দেশহিতৈষিণী	১৮৬৯/১১	রাজকৃষ্ণ দাস	বিজয়রাজ	৬৮ নিমাইচাঁদ গোসাই লেন
দেশহিতৈষিণী	১৮৭০/০২	রাজকৃষ্ণ দাস	নিউ বেঙ্গল	১৪৯ মানিকতলা স্ট্রিট
দেশহিতৈষিণী ১/১	১৮৭১/০৯		চন্দ্রোদয়	সিবাঙ্গগঞ্জ, ফুলকোচা
দ্রব্যগুণতত্ত্ব	১৮৮৩/০৫	বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়	গ্রেট ইডেন	১৩ বামনাবায়ণ ভট্টাচার্য লেন
দ্রব্যগুণতত্ত্ব	১৮৮৪/০৪	নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়	টাল্লা	১৮ টাল্লাবাগান বোড মেট্রোপলিটান
ধর্মজীবী	১৮৮৮/০৯	সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত	বসু (জি সি বসু) ৩৩ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট	
ধর্মজীবী	১৮৯৫/০৩	ইন্দ্রনাথায় চট্টোপাধ্যায়	সাহিত্য	১৩/৭ বন্দাবন বসু লেন
ধর্মতত্ত্ব	১৮৬৭/০৯	যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	ইন্ডিয়ান মিরর	৩০০ চিৎপুর রোড
ধর্মতত্ত্ব	১৮৬৯/০১	যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	ইন্ডিয়ান মিরর	৫৩ কলেজ স্ট্রিট
ধর্মপ্রকাশ ১/১	১৮৭৬/০৭		ইস্টবেঙ্গল	ঢাকা
ধর্মবন্ধু (১৮৮১)	১৮৮৬/০৯	শশিভূষণ বসু	ব্রাহ্ম মিশন	১৭ রঘুনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিট

২৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ন্ত্র	ঠিকানা
ধর্মবন্ধু	১৮৮৭/০৬	শশিভূষণ বসু	ব্রাহ্ম মিশন	১৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
ধর্মবন্ধু	১৮৮৯/০৪	ভূধর চট্টোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	৩৪ বিডন স্ট্রিট
ধর্মবন্ধু	১৮৮৯/০৯	অধরচন্দ্র বসু	ভিক্টোরিয়া	২৪ বিডন স্ট্রিট
ধর্মবন্ধু	১৮৯১/০৯	শশিভূষণ বসু	ব্রাহ্ম মিশন	২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
ধর্মসাধন ১/৯	১৮৭২/০৬	উমেশচন্দ্র দত্ত	ইস্ট ইন্ডিয়া	২২২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
ধর্মসাধন ৩/৪৩	১৮৭৩/০৬	উমেশচন্দ্র দত্ত	ইস্ট ইন্ডিয়া	২৫ বেনিয়াটোলা লেন
ধর্মসাধন	১৮৭৪/১১	উমেশচন্দ্র দত্ত	গুপ্ত ইন্ডিয়ান (প্রাচীন ভারত)	সোনারপুর
ধুমকেতু	১৮৭১/০৮		সুলভ	ঢাকা
নদীয়া দর্পণ	১৮৯৭/০৮	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	কৃষ্ণনগর
নদীয়াবাসী	১৮৯৬/০১	সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	হরি	১৩৩ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
নদেরচাঁদ	১৮৮৩/০৯	পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত	আর্টিস্ট	৩৬৯ আপার চিংপুর রোড
নন্দী	১৮৯৪/০৮	অযোধ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	সৈদাবাদ, বহরমপুর
নন্দী	১৮৯৪/১০	অযোধ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ববাট	৯২ বউবাজার স্ট্রিট
নন্দীকেশ্বর	১৮৮৩/০৯	সত্যচরণ গুপ্ত	অজ্ঞাত	১০/২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
নন্দীকেশব	১৮৮৪/০৫	সত্যচরণ গুপ্ত	অজ্ঞাত	১০ শঙ্কুচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিট
নব চিকিৎসাবিজ্ঞান	১৮৯৮/১০	রাধামাধব হালদার	অজ্ঞাত	৪৩ বন্দাবন বসাক লেন
নবজীবন	১৮৮৪/০৭	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	অজ্ঞাত	৫১ মির্জাপুর স্ট্রিট
নবজীবন	১৮৮৬/০৮	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	বীণা	৩৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
নবজীবন	১৮৮৬/০৯	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	নবজীবন	১৫ ইডেন হাসপিটাল রোড
নবজীবন	১৮৮৭/০৬	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	নবজীবন	৩৪ নিয়োগীপুকুর ইস্ট লেন, তালতলা
নবজীবন	১৮৮২/০২	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	কালকাটা প্রাকৃত (প্রাকৃত)	২৩ পটলডাঙ্গা স্ট্রিট
নবজীবন	১৮৮৮/০৭	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	ক্যানিং?	৫৩ কলুটোলা স্ট্রিট
নবজীবন	১৮৮৯/০৫	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	অমদা	৬৫ অখিল মিত্রী লেন
নবজীবনচন্দ্রিকা	১৮৯৮/০৫	কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	২৩/১ নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিট
নবনলিনী	১৮৮৫/০৮	সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	ভারতমিহির	৪৬ পঞ্চাননতলা লেন, পটলডাঙ্গা
নবনলিনী	১৮৮৬/০৬	সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	মধ্যাহ্ন	৩৩ সিমলা স্ট্রিট
নবপত্রিকা	১৮৬৭/১১	হীরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়	জ্ঞানদীপক	২৬৮ গবানহাটা স্ট্রিট
নব প্রবন্ধ	১৮৬৬/০৯	তিনকড়ি ঘোষাল	অজ্ঞাত	১৮/২ বলরাম দে স্ট্রিট?
নব প্রবন্ধ	১৮৬৮/০৫	তিনকড়ি ঘোষাল	কাব্যপ্রকাশ	৩৪/১ আমহার্স্ট স্ট্রিট
নব প্রবন্ধ	১৮৬৯/০৪	তিনকড়ি ঘোষাল	গির্জা বিদ্যাবন্ধু	৫৮/৫ আপার সার্কুলাব রোড
নব প্রবন্ধ	১৮৬৯/০৫	তিনকড়ি ঘোষাল	নিউ বেঙ্গল	১৪৯ মানিকতলা স্ট্রিট
নব প্রবন্ধ	১৮৭০/০৪	তিনকড়ি ঘোষাল	নিউ বেঙ্গল	৩০ বলরাম দে স্ট্রিট
নববিধান-১/১	১৮৯৩/১২	চিবঞ্জীব শর্মা (হ্রৈলোক্যনাথ সান্যাল)	অজ্ঞাত	৬১ মির্জাপুর স্ট্রিট
নববিধান	১৮৯৮/০৭	হ্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	নব্যভারত	১/১ শঙ্কর ঘোষ লেন
নববিধান	১৮৯৮/১০	হ্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	ভিক্টোরিয়া	২ গোয়াবাগান স্ট্রিট
নববিধান মৃতসঞ্জীবনী	১৮৯০/০৭	শশিভূষণ তালুকদার	অজ্ঞাত	টাপাইল, ময়মনসিংহ
নবব্যবহার সংহিতা	১৮৬০/০৮	রামচন্দ্র ভৌমিক	বঙ্গালা	ঢাকা
নবভাবতী ১/১	১৮৮০/০৮	ধরনীধর সরকার	পুণা প্রচাব	৪৬ রাজা বাজবল্লভ স্ট্রিট

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ত্ন	ত্রিকানা
নবযুগ ১ম	১৮৮৭/০৫	আনন্দচন্দ্র মিত্র	ব্রাহ্ম মিশন	১৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
নবযুগ ১/১	১৮৮৮/০১	বিধুব্রজ মিত্র	বরাট	৯২ বউবাজার স্ট্রিট
নবযুগ ১/২	১৮৮৮/০১	বিধুব্রজ মিত্র	সুধাকর	২৬ পঞ্চাননতলা লেন, পটলডাঙ্গা
নবযুগ	১৮৮৮/০২	বিধুব্রজ মিত্র	সুধাকর	৪ পোকুল মিত্র লেন
নবযুবক	১৮৯০/০১	উমেশচন্দ্র দে	অজ্ঞাত	টান্ডাইল, ময়মনসিংহ
নবযুবক	১৮৯১/০৪	উমেশচন্দ্র দে	অজ্ঞাত	সিরাজগঞ্জ, ফুলকোচা
নবীন	১৮৮২/০৭	প্রসন্নকুমার গুহ	গিরিশ	ঢাকা
নবীন	১৮৯৭/০৮	প্রসন্নকুমার গুহ	ইস্টবেঙ্গল	ঢাকা
নবীন লেবক ও সমালোচন	১৮৮২/০৯	অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	মালীপাড়া, বরাহনগর
নব্যভারত ১/১	১৮৮৩/০৬	দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী	ভিক্টোরিয়া	২১০/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
নব্যভারত	১৮৮৭/০৭	দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী	বণিক	৫ নীলমাধব সেন লেন
নব্যভারত	১৮৮৮/০১	দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী	সমর্থ কোষ	৬৯ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
নব্যভারত	১৮৮৯/০৪	দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী	সেন অ্যান্ড সন্স	৩৬ কালীপ্রসাদ দত্ত লেন, শোভাবাজার
নব্যভারত	১৮৯০/০৬	দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী	সেন অ্যান্ড সন্স	৭৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
নব্যভারত	১৮৯০/০৭	দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী	অজ্ঞাত	৮ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট
নব্যভারত (৮/৪)	১৮৯০/০৮	দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী	সেন অ্যান্ড সন্স	৭৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
নব্যভারত (৮/৫)	১৮৯০/০৮	দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী	অজ্ঞাত	৬/১ পার্বতীচরণ ঘোষ লেন
নব্যভারত	১৮৯২/১১	দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী	ব্রাহ্ম মিশন?	১৭ রঘুনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিট
নব্যভারত (১২/৪)	১৮৯৪/০৯	দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী	অজ্ঞাত	৩১/২ সুক্সিা স্ট্রিট
নব্যভারত (১২/৫, ৬)	১৮৯৪/০৯	দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী	নব্যভারত	১/১ শঙ্কর ঘোষ লেন
নলিনী	১৮৮০/০৫	নরেন্দ্রনাথ বসু	কর	১৬৬ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
নলিনী	১৮৮০/০৬	নরেন্দ্রনাথ বসু	কর	১৬৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
নলিনী	১৮৮০/০৯	নরেন্দ্রনাথ বসু	টাউন	কলকাতা
নলিনী	১৮৮০/১২	নরেন্দ্রনাথ বসু	কব	১৬৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
নলিনী	১৮৮২/০৬	নরেন্দ্রনাথ বসু	সমাচার সুধার্ণব (সুধার্ণব)	১১৭ আপার চিংপু বোড ঢাকা
নারী শিক্ষা	১৮৭০/১০		সুলভ	ঢাকা
নিত্যধর্ম্যানুরঞ্জিকা	১৮৪৬/০১	নন্দকুমার কবিরত্ন	নিত্যধর্ম্যানুরঞ্জিকা	১২ মণ্ডল স্ট্রিট, পাথুরিয়াঘাটা
নিরপেক্ষ ধর্মতত্ত্ব	১৮৮১/১১	মহেশচন্দ্র পাল	জ্যোতিষপ্রকাশ	৭ শিবকুমার দাঁ লেন
নিরপেক্ষ ধর্মতত্ত্ব	১৮৮৩/০৩	মহেশচন্দ্র পাল	চিকিৎসাতত্ত্ব	৮০ মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, চৌববাগান
নিরামিষভোজী বালক	১৮৭৯/০৭	বলরাম লাহিড়ী	নিউ আর্থা	৪৩/১ ভবানীচরণ দত্ত লেন
নির্বর	১৮৮৫/০৯	হরিকিশোর রায়	অজ্ঞাত	বহুবমপুর
নির্মল্য (১৮৯৮)	১৯০০/০৫	বাক্সেননারায়ণ মুখার্জি	ভারতমিহির	২৬ স্কট লেন
নূর জল ইমান	১৯০০/০৯	মির্জা মহম্মদ আলি	অজ্ঞাত	৪ গোরহান রোড, কড়িয়া, এন্টালি
ন্যাশনাল পেপার	১৮৬৫/০০		আদি ব্রাহ্মসমাজ	৫৫ আপাব চিংপু বোড
ন্যাশনাল পেপার	১৮৬৯/০১		ন্যাশনাল	১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
পঞ্চানন্দ	১৮৭৮/১০	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সাধারণী	১৯৬ কমতলা টুচুড়া ধংলি
পঞ্চানন্দ	১৮৮০/০১	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সুধাকর	৪৪ রসা পাগলা বোড, ভবানীপুর
পঞ্চানন্দ	১৮৮১/০৮	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বর্ধমান	বর্ধমান

৩০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ত্ন	ত্রিকানা
পণ্ডিত	১৮৯৩/০৬	অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ	অজ্ঞাত	২২৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
পণ্ডিত	১৮৯৩/০৮	অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ	স্ট্যান্ডার্ড	২/১ মল্লিক লেন
পথিক ১/১	১৮৭৭/১২	রাজনারায়ণ চন্দ্রবর্তী	অ্যালবার্ট	৩৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
পথিক	১৮৭৮/১২	রাজনারায়ণ চন্দ্রবর্তী	অ্যালবার্ট	৮ মিল্ল লেন, চোরবাগান
পদ্মপ্রকাশিকা	১৮৬৮/০০	প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	কব্যপ্রকাশ	৩৪ আমহার্স্ট স্ট্রিট
পদ্ম	১৮৯৭/০৪	বরদাকান্ত মজুমদার, শ্যামলাল গোস্বামী	অজ্ঞাত	২ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
পদ্ম	১৮৯৮/০৯	বরদাকান্ত মজুমদার, শ্যামলাল গোস্বামী	অজ্ঞাত	৭১/১ কালীপ্রসন্ন দত্ত স্ট্রিট
পদ্ম	১৮৯৯/০৭	কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, শ্যামলাল গোস্বামী	অজ্ঞাত	১৭৩/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
পদ্ম	১৯০০/১০	কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, শ্যামলাল গোস্বামী	অজ্ঞাত	৫৪/১ বলরাম দে স্ট্রিট
পরিচারিকা	১৮৭৮/০৬	জ্ঞানচন্দ্র মজুমদার	ইন্ডিয়ান মিরর	২৬ কলেজ কোয়ার
পরিচারিকা	১৮৯৬/০৪	সূচক সেন	বিধান	৭৮ আপার সার্কুলার রোড
পরিচারিকা	১৮৯৮/০৭	সূচক সেন	নব্যভারত	১/১ শঙ্কর ঘোষ লেন
পরিচারিকা	১৮৯৮/০৯	সূচক সেন	ভিক্টোরিয়া	২ গোয়াবাগান স্ট্রিট
পরিদর্শক ১ম	১৮৭৪/০৬		জ্ঞানবিকাশিনী	পাবনা, চাটমোহর
পরিদর্শক ১ম	১৮৮০/০০	বিপিনচন্দ্র পাল	অজ্ঞাত	সিলেট
পরিদর্শন	১৮৬৪/১২	যদুনাথ তর্কভূষণ	পুরাণ সংগ্রহ	চিৎপুর
পরিদ্রাষ্টক	১৯০০/০৪	পঞ্চানন কাব্যরত্ন	অজ্ঞাত	৯ মির্জাপুর স্ট্রিট
পরিমলবাহিনী	১৮৭২/০৭	হরচন্দ্র রায়	পূর্ণচন্দ্রোদয়	ববিশাল
পদ্মীগ্রাম	১৮৮৫/০৯	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	চিকিৎসাপ্রকাশ	১৬০ বউবাজার স্ট্রিট
পদ্মীদর্শন	১৮৭৩/০৮	জ্ঞানচন্দ্র চন্দ্রবর্তী	জ্ঞানবিকাশিনী	পাবনা, চাটমোহর
পদ্মীবাসী	১৮৯৭/০৫	শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	বিশ্বকর	কালনা
পদ্মীবিজ্ঞান	১৮৬৭/০১	বাক্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	সুপভ	ঢাকা, বাবু বাড়ার
পদ্মাবলী	১৮২২/০২	এইচ পিয়ার্স	ফুল বুক	ধুরুমতলা (ধর্মতলা)
পাক প্রণালী ১/১	১৮৮৩/০৭	বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়	গ্রেট ইন্ডেন	১৩ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেন
পাক প্রণালী	১৮৮৪/০৩	বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	৮ হোগলকুডিয়া স্ট্রিট
পাক প্রণালী	১৮৮৪/০৯	বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়	গ্রেট ইন্ডেন	১৩ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেন
পাক্ষিক প্রকাশিকা	১৮৭০/০৪	যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	বিক্রয়বাজ	৮ মণ্ডল স্ট্রিট, পাণ্ডুবিদ্যাঘাটা
পাক্ষিক সমালোচক	১৮৮৪/০৩	হরিচরণ গুপ্ত, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	ভিক্টোরিয়া	২১০/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
পাক্ষিক সমালোচক	১৮৮৪/০৬	হরিচরণ গুপ্ত	অজ্ঞাত	১৩ পার্বতীচরণ ঘোষ লেন
পাক্ষিক সমালোচক	১৮৮৪/১১	হরিচরণ গুপ্ত	ইউনিয়ন	দাবভাঙ্গা
পাবনা দর্পণ	১৮৬৪/০৩	রামসুন্দর রায়, কাশীনাথ মিশ্র	সোমপ্রকাশ	চাণ্ডিপোতা
পারিজাত ১/১	১৮৮২/০৩	হরচন্দ্র দাস	ডিরেক্টরি	২১ ভবানীচরণ দত্ত লেন
পারিজাত ১ম	১৮৯৬/০৬	রসিকমোহন চন্দ্রবর্তী	নিউ বাম্বীকি?	২৩ যুগলকিশোর দাস লেন
পাণ্ডুপীড়ন	১৮৪৬/০৬	সীতানাথ ঘোষ?	সংবাদ প্রভাকর (প্রভাকর)	৪২ দুর্গাচরণ মিল্ল স্ট্রিট
পুণ্য ১/১	১৮৯৭/১০	প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী	অজ্ঞাত	৪৬ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট
পুণ্য	১৮৯৮/১১	প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী	অজ্ঞাত	৪৩ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট
পুণ্য	১৮৯৯/১২	প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী	আদি প্রাঙ্গণমাজ	৬ ছাবকানাথ ঠাকুর লেন

পত্রিকা পুণ্য	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ন্ত্র	ঠিকানা
	১৯০০/০৯	প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী	নিউ সরকার	৩৫ মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, চোরবাগান
পুরোহিত	১৮৯৩/১২	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	ভারতী	কাশিাবাগান গার্ডেন
পুরোহিত ও অনুশীলন	১৮৯৭/০২	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	চিকিৎসাতত্ত্ব	৮০ মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, চোরবাগান
পুষ্পহার	১৮৮৯/১২	উমেশচন্দ্র বৈতালিক	সেন	২০/৩ কুম্ভাবন বসাক স্ট্রিট
পূজার পঞ্চানন্দ	১৮৯২/০৯	চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়	গ্রেট ইন্ডেন	৬ ভীম ঘোষ লেন
পূর্ণশশী ১/১	১৮৭৩/১১	ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	সারস্বত	৩ ব্রজদুলাল স্ট্রিট, পাথুরিয়াঘাটা
পূর্ণিমা ১ম	১৮৯৩/০৪	যদুনাথ কাক্সিলাল	সাবিত্রী	হুগলি
পূর্ণ প্রতিধ্বনি	১৮৭৯/০৪		অজ্ঞাত	চট্টগ্রাম
প্রকৃতি	১৮৮০/০৪	কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ	সুধাকর	৪৪ রসা পাগলা রোড, ভবানীপুর
প্রকৃতি	১৮৯১/০৯	প্রতাপচন্দ্র সেন	ইস্টবেঙ্গল	ঢাকা
প্রকৃতি ১/২, ৩	১৯০০/০৯	কে সি দেব	অজ্ঞাত	৬৮ বলরাম দে স্ট্রিট
প্রকৃতিরঞ্জন	১৮৭৮/০৫	সারদাচরণ মিত্র	রাজকীয়	৭১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট
প্রচার ১ম	১৮৮৪/০৮	রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বীণা	৩৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
প্রচার	১৮৮৫/০২	রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	১৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট
প্রচার	১৮৮৫/০৪	রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	পিপলস্	৭৮ কলেজ স্ট্রিট
প্রচার	১৮৮৭/০৮	রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	হেরাল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস	১০৬ মানিকতলা স্ট্রিট
প্রচার	১৮৮৮/০৫	রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	রামায়ণ	১৫/১ গ্রে স্ট্রিট
প্রচারক	১৮৯৯/০৯	মুন্সী মধু মিয়া	অজ্ঞাত	১৪ মেটকফ স্ট্রিট
প্রচারক	১৮৯৯/১০	মুন্সী মধু মিয়া	আঞ্জিভি	৫/১ হরসি স্ট্রিট
প্রচারক	১৯০০/০৩	মুন্সী মধু মিয়া	কালিকা	১৭ নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন
প্রজ্ঞাপতি	১৮৮৯/১০	বিজয়কৃষ্ণ রায়	ঘোষ	৪ কলেজ স্কোয়ার
প্রজ্ঞাবন্ধু	১৮৮২/১০	তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	বাস	হুগলি, চন্দননগর, গোন্দলপাড়া
প্রতিধ্বনি ১ম	১৮৭৪/০৯	নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ইস্ট ইন্ডিয়া শাখা ?	১১ কলেজ স্ট্রিট
প্রতিধ্বনি	১৮৯৫/০৪	বাধাগোবিন্দ গ্রামাণিক	বরাট	৯২ বউবাজার স্ট্রিট
প্রতিনিধি	১৮৯৮/০৪	শ্রীশচন্দ্র তা	অজ্ঞাত	৩ বসাক লেন
প্রতিবাদ	১৮৮২/০৮	অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	ভবানীপুর
প্রতিভা	১৮৮২/০৬		অজ্ঞাত	ঢাকা
প্রতিভা	১৮৯২/০৪	বিষ্ণুভূষণ ঘোষ (বেণীমাধব দত্ত ?)	অজ্ঞাত	১৫৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট
প্রতিমা	১৮৯০/০৫	বামদেব দত্ত	বাস্তবিক	১০০/১ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
প্রত্নরসনন্দিনী	১৮৬৭/৭	সত্যব্রত সামশ্রমী	নূতন সংস্কৃত	১১/১ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট
প্রদীপ	১৮৯৭/১২	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	সাম্য	৬ কলেজ স্কোয়ার
প্রদীপ	১৮৯৮/০৭	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	ব্রাহ্ম মিশন	২১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট
প্রদীপ	১৮৯৮/০৮	বামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	সাম্য	৬ কলেজ স্কোয়ার
প্রদীপ	১৮৯৮/১২	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	ভারতমিহিব ?	২৬ স্ট্রট লেন
প্রবাহ	১৮৮২/০৪	দামোদর মুখোপাধ্যায়	গণেশ	৪২ জিগ জ্যাগ লেন

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রাযন্ত্র	ঠিকানা
প্রবাহ	১৮৮২/০৮	দামোদর মুখোপাধ্যায়	নূতন সংস্কৃত	১১ সিমলা স্ট্রিট
প্রবাহ	১৮৮৪/০৯	দামোদর মুখোপাধ্যায়	নূতন সংস্কৃত	২ গোয়াবাগান স্ট্রিট
প্রভা ১ম	১৮৮৪/১০	রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্তী	সুস্বং	১৬ টাঙ্গাবাগান রোড
প্রভা ১ম	১৮৯৫/০১	সারদাচরণ মিত্র	সাহিত্য	১৩/৭ বৃন্দাবন বসু লেন
প্রভা ১ম	১৯০০/০৫	জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	অজ্ঞাত	২১ বলরাম ঘোষ স্ট্রিট
প্রভাত পঞ্চম	১৮৭৯/০৯	কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	বহরমপুর
প্রভাত সমীকরণ	১৮৯১/০৭	কৈলাসচন্দ্র গাঙ্গুলি	ভাবতমিহির	৪৬ পঞ্চাননতলা লেন, পটলডাঙ্গা
প্রয়াগ দূত	১৮৬৮/০৫		প্রয়াগ	এলাহাবাদ
প্রয়াস	১৮৯৯/০১	শৈলেন্দ্রনাথ সরকার	অজ্ঞাত	৩২/৭ বিডন স্ট্রিট
প্রয়াস	১৮৯৯/০৩	শৈলেন্দ্রনাথ সরকার	অজ্ঞাত	২৯ বিডন স্ট্রিট
প্রসূতিশিক্ষা নাটক	১৮৮৫/০৪	প্রমথনাথ দাস	বেদান্ত	১২৭ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
প্রসূন	১৮৯৮/০৪	ভূতনাথ সেন, নিত্যানন্দ কাব্যার্থ	বরাট	৯২ বউবাজার স্ট্রিট
প্রসূন	১৮৯৮/১১	ভূতনাথ সেন, নিত্যানন্দ কাব্যার্থ	ভারত	১১৫ আমহার্স্ট স্ট্রিট
প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ	১৮৭৪/১১	সারদাচরণ মিত্র	সাধারণী	১৯৬ কদমতলা, চুঁচুড়া, হুগলি
প্রাত্যহিক সম্বাদ	১৮৭১/০৩		অবলাবাঈব	কলকাতা
প্রিয়দর্শন ১/১	১৮৭৫/০৫	অমলাপ্রসাদ পাল	সাহিত্যসংগ্রহ	৭ উন্টাভিঙ্গি রোড
প্রিয়দর্শন	১৮৭৫/০৫	অমলাপ্রসাদ পাল	ওগু	২৪ মিক্সার লেন
প্রেমচারিণী	১৮৮২/১২	কিশোরীমোহন পাল	সমাচার সূধার্ম	১১৭ আপার চিংপুর রোড
প্রেমচারিণী	১৮৮৪/০১	রামকৃষ্ণ গোস্বামী	উচিত বক্তা	৬৫ ক্রস স্ট্রিট
বঙ্গগৃহ	১৮৯৮/০৯	অবিনাশচন্দ্র বসু	ভিক্টোরিয়া	২ গোয়াবাগান স্ট্রিট
বঙ্গগৃহ	১৮৯৯/০৫	অবিনাশচন্দ্র বসু	ব্রাহ্ম মিশন	২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
বঙ্গজীবন	১৮৯৬/০১	তারিণীচরণ সেন	অজ্ঞাত	৫১/২ সুকিমা স্ট্রিট
বঙ্গজীবন	১৮৯৫/১২	তারিণীচরণ সেন	স্যান্ড্যানন্দ সিং	১ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন
বঙ্গদর্পণ	১৮৭২/১০		মেশিন	
বঙ্গদর্শন	১৮৭২/০৪	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	বরিশাল
বঙ্গদর্শন	১৮৭৩/০৪	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাপ্তাহিক সংবাদ	১ পিগলপাট লেন, ভবানীপুর
বঙ্গদর্শন	১৮৭৩/০৪	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বঙ্গদর্শন	কাঁঠালপাড়া, নৈহাটি
বঙ্গদর্শন	১৮৮১/১২	সঙ্কীর্ষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	রায় ও বঙ্গদর্শন	
বঙ্গদর্শন	১৮৮২/০৪	সঙ্কীর্ষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	জনসন	কলকাতা
বঙ্গদর্শন	১৮৮২/১২	সঙ্কীর্ষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	জে. জি. চ্যাটার্জি	আমহার্স্ট স্ট্রিট
বঙ্গদর্শন	১৮৮৩/০৭	সঙ্কীর্ষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বীণা	৩৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
বঙ্গদর্শন	১৮৮৩/১২	সঙ্কীর্ষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বরাট	৯২ বউবাজার স্ট্রিট
বঙ্গদূত	১৮২৯/০৫	নীলবন্ধু হালদার	অজ্ঞাত	বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট
বঙ্গবন্ধু ১ম	১৮৭০/০৭	বঙ্গচন্দ্র বায়	ইস্টবেঙ্গল	ঢাকা
বঙ্গবন্ধু ১ম	১৮৮২/১০	বরদাচরণ ঘোষ	জিটীয়ান ভার্না,	১০ রামমোহন দত্ত লেন, এডুকেশন সোসাইটি ভবানীপুর
বঙ্গবন্ধু	১৮৮৫/০৫	বরদাচরণ ঘোষ	বেঙ্গল	২০ জেলটোলা স্ট্রিট, কাঁসাবিপাড়া
বঙ্গবন্ধু	১৮৮৫/১২	বরদাচরণ ঘোষ	বেঙ্গল	৮৬ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রাযন্ত্র	ঠিকানা
বঙ্গবন্ধু	১৮৮৬/০৫	বরদাচরণ ঘোষ	অজ্ঞাত	৮২ নিউ চায়না হাজার
বঙ্গবন্ধু	১৮৯৩/১১	বরদাচরণ ঘোষ	অজ্ঞাত	৭৬ জ্ঞানবাজার স্ট্রিট
বঙ্গবন্ধু	১৮৯৫/০৯	বরদাচরণ ঘোষ	অজ্ঞাত	৯৪ লোয়ার সার্কুলার রোড
বঙ্গ বার্তাবহ	১৮৫৫/০৫	হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	হিন্দু পেট্রিয়ট	৪৬ চাউলপাট রোড, ভবানীপুর
বঙ্গবাক্য	১৮৮৫/১১	কালীচরণ বসু	রথুনাথ	ঢাকা
বঙ্গবাসী	১৮৮১/১২	জ্ঞানেন্দ্রলাল বায়	বঙ্গবাসী স্ট্রিম মেশিন	৩৪/১ কলুটোলা স্ট্রিট
বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা	১৮৫৫/০৯	নবীনচন্দ্র আঢ়	বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা	৬ রামের গলি, বড়বাজার
বঙ্গমহিলা ১/১	১৮৭৫/০৫	ভুবনচন্দ্র সরকার	স্ট্যানহোপ	২৪৯ বউবাজার স্ট্রিট
বঙ্গমহিলা ১ম	১৮৮৩/০৫	নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল	সাহিত্য সুধাকর	২৪ পদ্মপুর, ইটালি, ভবানীপুর
বঙ্গমিহির ১/১	১৮৭৩/০৪	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সাপ্তাহিক সংবাদ	১ পিপুলপাট লেন, ভবানীপুর
বঙ্গরবি	১৮৮৬/০৯	ঈশানচন্দ্র সাবুই	অজ্ঞাত	১ উমেশচন্দ্র দত্ত লেন
বঙ্গরহস্য	১৮৮০/০৮	হারকানাথ মুখার্জি	কর	১৬৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
বঙ্গসুহৃদ ১/১	১৮৭২/০৯	উমেশচন্দ্র মিত্র	প্রাচীন ভারত	২২২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
বঙ্গসুহৃদ ১/৪	১৮৭২/১২	উমেশচন্দ্র মিত্র, শিবচন্দ্র বসু	বেস্টিক	৫২ বেস্টিক স্ট্রিট
বঙ্গসুহৃদ ১ম	১৮৮১/১০	অধোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	চাক	ময়মনসিংহ, শেরপুর
বঙ্গহিতৈষী	১৮৭৭/০৩	কৈলাসচন্দ্র সিংহ	বঙ্গহিতৈষী	১৯ রতন মিত্রী লেন
বঙ্গীয় ভাঁড়	১৮৭৬/০১	উপেন্দ্রলাল মিত্র	মতিলাল	২২ বৃন্দাবন পালা লেন
বয়স্য	১৮৮৪/০৯	বিপিনবিহারী দত্ত	অরুণ	চুড়া
বয়স্য	১৮৮৫/০৬	বিপিনবিহারী দত্ত	অরুণ	১৫ বকুলবাগান ফার্স্ট লেন
বর্ধমান মাসিক পত্রিকা	১৮৬৬/০৯		আর্থযন্ত্র	১১৭ মহাজনটুলি, বর্ধমান
বর্ধমান সঙ্গীতবী	১৮৭৮/০৪		বর্ধমান	বর্ধমান
বসন্ত সমীরণ	১৮৮৩/০৩	এম এন বর্মণ	গুপ্ত	২২১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
বসন্তক ১/১	১৮৭৪/০৫	হরি সিং	সুচন্দ্র	৩৩৬ আপার চিংপুর রোড
বসুমতী	১৮৯৬/০৮	ব্যোমকেশ মুস্তফী	নূতন কলিকাতা	বিডন স্ট্রিট
বস্তু বিদ্যা	১৮৮৩/১২	হরিপদ চক্রবর্তী	বি কে দাস	১৭ শ্রীনাথ দাস লেন
বস্তু বিদ্যা	১৮৮৪/০৩	হরিপদ চক্রবর্তী	টাকা	১৮ টালাবাগান বোড
বহুদর্শন	১৮৭৩/০৮		মোটোপলিটান	
			নিউ সরকার	৩৫ মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, চোরবাগান
বাদ্যাল গেজেট	১৮১৮/০৫	গদাধরশেখর ভট্টাচার্য	বাদ্যাল গেজেট	১৪৫ চোরবাগান স্ট্রিট
বাদ্যালী	১৮৭৪/০৯	শ্রীনাথ চন্দ্র	ইস্টবেঙ্গল	ঢাকা
বাদ্যালী ১/১	১৮৯৮/০৫	বাধানাথ মিত্র	কলিকাতা (ক্যালকাটা)	৬৭ নিমতলা ঘাট স্ট্রিট
বাদ্যালী স্ট্রিটিয়ান ১/১	১৮৭৪/০৮	রঞ্জনীকান্ত বিশ্বাস	পুরাণ প্রকাশ	৭৯ মানিকতলা স্ট্রিট
বাকুড়া দর্পণ	১৮৯২/০২	রামনাথ মুখোপাধ্যায়	মুখার্জি	বাকুড়া
বাহুব ১/১	১৮৭৪/০৬	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	ইস্টবেঙ্গল	ঢাকা
বাহুব ১/৩	১৮৭৪/০৭	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	সুলাভ	ঢাকা
বাহুব	১৮৭৪/১০	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	গির্জা	ঢাকা

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ত্র	ঠিকানা
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৬৩/৭৭	আদি ব্রাহ্মসমাজ	৫৫ আপার চিংপুর রোড	
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৬৩/০৮	উমেশচন্দ্র দত্ত	কালেক্টা প্রাকৃত হলওয়েল লেন, মুজাপুর (প্রাকৃত)	
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৬৩/০৯	উমেশচন্দ্র দত্ত	স্ট্যানহোপ	১৭২ বউবাজার স্ট্রিট
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৬৪/৭৭	উমেশচন্দ্র দত্ত	ফুল বুক	৪৫ মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৬৫/৭৭	উমেশচন্দ্র দত্ত	জে. জি. চ্যাটার্জি	৭৬ বউবাজার স্ট্রিট
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৬৬/৭৭	উমেশচন্দ্র দত্ত	ইস্ট ইন্ডিয়া	২৫ বেনিয়াটোলা লেন
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৬৮/০৫	ফের্মোহন দত্ত	স্ট্যানহোপ	১৭২ বউবাজার স্ট্রিট
পৌষ '৭৪				
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৬৮/০৭	ফের্মোহন দত্ত	ইন্ডিয়ান মিরর	৩০০ চিংপুর রোড
মাঘ '৭৪				
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৬৯/০৪		ইন্ডিয়ান মিরর	৫৩ কলেজ স্ট্রিট
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৬৯/০৯		জে. জি. চ্যাটার্জি	১১৫ আমহার্স্ট স্ট্রিট
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৭২/০২	উমেশচন্দ্র দত্ত	জে. জি. চ্যাটার্জি	১৪৯ আমহার্স্ট স্ট্রিট
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৭২/০৩	উমেশচন্দ্র দত্ত	ইস্ট ইন্ডিয়ান	
			(মণিমোহন রক্ষিত)	২২২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৭৩/০৩	উমেশচন্দ্র দত্ত	ইস্ট ইন্ডিয়ান	
			(গোপালকৃষ্ণ মিত্র)	২৫ বেনিয়াটোলা লেন
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৭৪/০৯	উমেশচন্দ্র দত্ত	ইস্ট ইন্ডিয়ান	
			(গোপালকৃষ্ণ মিত্র)	হরিনাভি
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৭৬/০৯	উমেশচন্দ্র দত্ত	ইস্ট ইন্ডিয়া	১১ কলেজ স্কোয়ার
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৭৭/০৪	উমেশচন্দ্র দত্ত	ইস্ট ইন্ডিয়া	৯৩ কলেজ স্ট্রিট
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৭৮/০৪	উমেশচন্দ্র দত্ত	ইস্ট ইন্ডিয়ান	হরিনাভি
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৭৯/১১	উমেশচন্দ্র দত্ত	বসু (জি সি বসু)	৩০৯ বউবাজার স্ট্রিট
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৮০/০৯	উমেশচন্দ্র দত্ত	অজ্ঞাত	৫৫ কলেজ স্ট্রিট
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৮১/০৭	উমেশচন্দ্র দত্ত	বসু (জি সি বসু)	৩০৯ বউবাজার স্ট্রিট
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৮৩/০৭	উমেশচন্দ্র দত্ত	বসু (জি সি বসু)	৩০ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৮৬/০৫	উমেশচন্দ্র দত্ত	ব্রাহ্ম মিশন	১৭ রঘুনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিট
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৮৭/০১	উমেশচন্দ্র দত্ত	ব্রাহ্ম মিশন	১৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৮৯/১০	উমেশচন্দ্র দত্ত	জি পি রায়	২১ বউবাজার স্ট্রিট
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৯০/০৫	উমেশচন্দ্র দত্ত	ব্রাহ্ম মিশন	২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৯৩/০৫	উমেশচন্দ্র দত্ত	মিনার্ভা	৫ অরুণ দত্ত লেন
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৯৪/০৩	উমেশচন্দ্র দত্ত	ইন্ডিয়ান	৬ কলেজ স্ট্রিট বাই লেন
বালক	১৮৮৫/০৪	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী	আদি ব্রাহ্মসমাজ	৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
বালকবন্ধু	১৮৭৮/০৫	কেশবচন্দ্র সেন	ইন্ডিয়ান মিরর	২৬ কলেজ স্কোয়ার
বাল্যরঞ্জিকা	১৮৭৩/০৪		সত্যপ্রকাশ	ববিশাল
বালিকা	১৮৮৩/০৯	অক্ষয়কুমার গুপ্ত	ইস্টবেঙ্গল	ঢাকা
বাসনা	১৮৯৪/০৪	আনন্দনারায়ণ শীল,	হীরা/ডায়মন্ড	চুচুড়া, মাধবীতলা
		জ্ঞানকীনাথ মুখোপাধ্যায়		
বাসনা	১৮৯৫/০৫	আনন্দনারায়ণ শীল,	ঘোষ	চুচুড়া
		জ্ঞানকীনাথ মুখোপাধ্যায়		
বাসন্তী	১৮৮৭/০৩	ব্রজনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	ময়মনসিংহ
বিংশ শতাব্দী	১৯০০/০১	হরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ইন্ডিয়ান	৬ কলেজ স্ট্রিট
বিকাশ ১ম	১৮৯৯/০৫	বসিকমোহন চক্রবর্তী	গ্রেট ইন্ডিয়ান	৩১ গুলু ওস্তাগর লেন

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ন্ত্র	ঠিকানা
বিকাশ	১৮৯৯/০৮	রসিকমোহন চক্রবর্তী	অজ্ঞাত	৬৮ নিমতলা স্ট্রিট
বিকাশ	১৯০০/০৩	রসিকমোহন চক্রবর্তী	হিন্দু?	৬১ আহিরাটোলা স্ট্রিট
বিক্রমপুর প্রকাশ	১৮৮১/০২	মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী	গিরিশ	ঢাকা
বিচারক	১৮৫৮/০১	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য	বিশ্বপ্রকাশ	৫ টেমার লেন
বিচারক ১ম	১৮৭৫/০৩		ভিক্টোরিয়া	২১০/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট
বিজলি ১ম	১৮৮৫/০৭	শ্যামাচরণ মজুমদার	নিউ ইডেন	২ টালাবাগান বোড
বিজ্ঞান কৌমুদী	১৮৬০/০৯	জগমোহন তর্কালঙ্কার	ভাবপ্রকাশ	কলকাতা
বিজ্ঞান চক্রবাক্তর ১/১	১৮৭১/০৫	বিহাবীলাল রায়	নিউ বেঙ্গল	১৪৯ মানিকতলা স্ট্রিট
বিজ্ঞান দর্পণ	১৮৮২/০৫	পূর্ণানন্দ কবিভূষণ	রায়	১৭ ভবানীচরণ দত্ত লেন
বিজ্ঞান দর্পণ	১৮৮২/০৬	পূর্ণানন্দ কবিভূষণ	চিকিৎসাসভা	৮০ মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, চৌবাগান
বিজ্ঞান দর্পণ	১৮৮২/০৮	পূর্ণানন্দ কবিভূষণ	জ্যোতিষপ্রকাশ	৭ শিবকৃষ্ণ দী লেন
বিজ্ঞান দর্পণ	১৮৮২/১০	পূর্ণানন্দ কবিভূষণ	অজ্ঞাত	১৮ গ্রে স্ট্রিট
বিজ্ঞান দর্পণ	১৮৮২/১২	পূর্ণানন্দ কবিভূষণ	বরাট	১২ পটলডাঙ্গা স্ট্রিট
বিজ্ঞান দর্পণ	১৮৮৩/০৪	যোগেন্দ্রনাথ সাধু	প্রকৃতি	৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
বিজ্ঞান দর্পণ	১৮৮৩/০৫	যোগেন্দ্রনাথ সাধু	ক্যানিং	৫৩ কলুটোলা স্ট্রিট
বিজ্ঞান দর্পণ	১৮৮৩/০৮	যোগেন্দ্রনাথ সাধু	অন্নদা	১১৬ গ্রে স্ট্রিট
বিজ্ঞান দর্পণ	১৮৮৩/১০	যোগেন্দ্রনাথ সাধু	বরাট	৯২ বউবাজার স্ট্রিট
বিজ্ঞান দর্পণ	১৮৮৪/০২	বীরেন্দ্রনাথ সাধু	অজ্ঞাত	৮৯ বাবানগী ঘোষ স্ট্রিট
বিজ্ঞান দর্পণ	১৮৮৪/০৬	বীরেন্দ্রনাথ সাধু	অজ্ঞাত	১৩ পার্বতীচরণ ঘোষ লেন
বিজ্ঞান দর্পণ	১৮৮৫/১০	বীরেন্দ্রনাথ সাধু	সায়েন্দ (বিজ্ঞান)	২০ সুকিয়া স্ট্রিট
বিজ্ঞান-বিকাশ	১৮৭৩/০৬		অজ্ঞাত	শুভদহ
বিজ্ঞানমিহিরোদয়	১৮৫৭/০৪	নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	তমোহর	শ্রীরামপুর, হুগলি
বিজ্ঞানরহস্য	১৮৭১/০৯	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	কাব্যপ্রকাশ	৭ হরিপাল লেন
বিজ্ঞাপনী	১৮৬৫/০৩	কৃষ্ণকমল মজুমদার	বিজ্ঞাপনী	ঢাকা
বিজ্ঞাপনী	১৮৬৬/০৪	জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী	বিজ্ঞাপনী	ময়মনসিংহ
বিদ্যুৎ	১৮৭০/১২	ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	সাহিত্য	৪৭ পাথুরিয়াঘাটা
বিদ্যুৎ	১৮৭০/১২	কালীকান্ত আচার্য	ক্যালকাটা	৬৯ বারানগী ঘোষ স্ট্রিট
বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা	১৮৫৫/০৪	কালীপ্রসন্ন সিংহ	বেঙ্গল সুপিরিয়র	৭ স্যাকরাপাড়া লেন, বউবাজার
বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা	১৮৬৮/১০	হেমলাল দত্ত	কাব্যপ্রকাশ	৩৪/১ আমহার্স্ট স্ট্রিট
বিদ্যোত্তিসাহিনী	১৮৬৫/০৬	হরচন্দ্র চৌধুরী	বিজ্ঞাপনী	ঢাকা
বিদ্রূপ	১৮৮২/০৮	কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	কবিতা কৌমুদী	১১৭ চিংপুং রোড
বিনোদিনী ১/১	১৮৭৫/০৪	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ভুবনমোহিনী দেবী)	সাধারণী	চুঁচুড়া, হুগলি
বিনোদিনী ১/৩	১৮৭৫/১১	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ভুবনমোহিনী দেবী)	বিশ্ববিনোদ	আজিমগঞ্জ
বিবিধ তত্ত্ব	১৮৮৫/১১	রামকুমার নাথ সবকার	বেদান্ত	৫৬ বিডন স্ট্রিট
বিবেক ১ম	১৮৯৬/১০	কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	৩১ হবি ঘোষ লেন
বিবেক	১৮৯৭/০৮	কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায়	গ্রেট ইন্ডিয়ান	৩১ গুলু ওজাগর লেন
বিভা	১৮৮৭/০৯	চারুচন্দ্র ঘোষ	অজ্ঞাত	৬১ বাহির শ্যামবাজার
বিভা	১৮৮৭/১০	চারুচন্দ্র ঘোষ	নিউ ব্রিটানিয়া	৭৮ আমহার্স্ট স্ট্রিট
বিরহিনী	১৮৮৮/১০	শৈলবালা দেবী	সায়েন্দ (বিজ্ঞান)	২০ সুকিয়া স্ট্রিট

৩৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ন্ত্র	ঠিকানা
বিশ্বকর্মা	১৮৮৬/০৯	বিহারীলাল ঘোষ	টমলা	১৮ টালাবাগান রোড
			মেট্রোপলিটান	
বিশ্বকর্মা	১৮৮৬/১০	বিহারীলাল ঘোষ	নববিভাকর	১ ৬৩/৪ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
বিশ্বজীবন (১৮৯৬)	১৮৯৭/০৭	মহেন্দ্রলাল হালদার	সাম্য	৬ কলেজ স্কোয়ার
বিশ্বদর্শন ১/১	১৮৭৩/০৫	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	দ্বৈপায়ন	২২১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
বিশ্বদর্শন ১/১	১৮৭৮/০২	অমরেন্দ্রনাথ সোম	সুবার্ন	২৮ জেলিয়াপাড়া লেন, ভবানীপুর
বিশ্ববন্ধু	১৮৭৯/০৮	কিশোরীলাল রায়	রায়	৩৫ বেনিয়াটোলা লেন
বিশ্ববন্ধু	১৮৮০/০৯	কিশোরীলাল রায়	গুপ্ত	২২১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
বিশ্বমনোগল্পন	১৮৬২/০১		ধনসিদ্ধ	আজিমগঞ্জ
বিশ্বসখা	১৮৯৯/০৪		জুয়েল	৩০ কালীঘাট রোড
বিশ্বাসী	১৮৮১/০৮	নগেন্দ্রনাথ মিত্র	সংবাদ প্রভাকর (প্রভাকর)	১০১ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
বিশ্বাসী	১৮৮৭/১১	নগেন্দ্রনাথ মিত্র	কুল বুক?	১৩২ মানিকতলা স্ট্রিট
বিশ্বাসী	১৮৮৮/১১	নগেন্দ্রনাথ মিত্র	কুল বুক	৬৬ কলেজ স্ট্রিট
বিশ্ব-বৈদী	১৮৮০/০৪	নন্দলাল সেন	নিউ আর্য্য	৪৩/১ ভবানীচরণ দত্ত লেন
বিশ্ব-বৈদী	১৮৮১/০৬	প্রিয়নাথ মল্লিক	সংবাদ প্রভাকর (প্রভাকর)	১০১ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
বিশ্ব-বৈদী	১৮৮৩/০৪	প্রিয়নাথ মল্লিক	নিউ আর্য্য	৪৩/১ ভবানীচরণ দত্ত লেন
বিশ্ব-বৈদী	১৮৮৩/০৭	প্রিয়নাথ মল্লিক	ইন্ডিয়ান মিরর	২৬ কলেজ স্কোয়ার
বিশ্ব-বৈদী	১৮৮৪/০২	প্রিয়নাথ মল্লিক	সংবাদ প্রভাকর (প্রভাকর)	১০১ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা	১৮৯০/০৩	রাধিকানাথ গোস্বামী	অমৃত প্রবাহিণী	২ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
বীণা	১৮৭৮/০৪	রাজকৃষ্ণ রায়	অ্যালবার্ট	৩৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
বীণা	১৮৭৯/০৯	রাজকৃষ্ণ রায়	অ্যালবার্ট	৪৬ শিবনাবায়ণ দাস লেন
বীণা	১৮৮১/০৪	রাজকৃষ্ণ রায়	বীণা	৩৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
বীণাপানি	১৮৮৭/০৫	প্রকাশচন্দ্র ব্যানার্জি	বেঙ্গল	১৩৪ আমহার্স্ট স্ট্রিট
বীণাপানি ১/১	১৮৯৩/১২	রামগোপাল সেনগুপ্ত	হিন্দু	৬১ আহিরীটোলা স্ট্রিট
বীণাপানি	১৮৯৫/০১	রামগোপাল সেনগুপ্ত	আয়ুর্বেদ?	১৪৬ সোয়ার সার্কুলার রোড
বীণাপানি	১৮৯৫/০৩	রামগোপাল সেনগুপ্ত	অমদা	৭/১ নন্দরাম সেন স্ট্রিট
বীণাপানি	১৮৯৫/০৭	রামগোপাল সেনগুপ্ত	অজ্ঞাত	১১১/১ আপার চিংপুর রোড
বীণাপানি	১৮৯৬/০২	রামগোপাল সেনগুপ্ত	অজ্ঞাত	৬৮ নিমতলা স্ট্রিট
বীণাপানি	১৮৯৭/০৩	রামগোপাল সেনগুপ্ত	অজ্ঞাত	১ দেওয়ান লেন
বীণাপানি	১৮৯৭/০৫	রামগোপাল সেনগুপ্ত	অজ্ঞাত	১৬৩ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
বীণাপানি	১৮৯৭/১২	রামগোপাল সেনগুপ্ত	অজ্ঞাত	৬৮ নিমতলা স্ট্রিট
বীণাপানি	১৮৯৯/০১	রামগোপাল সেনগুপ্ত	অজ্ঞাত	২১ বলরাম ঘোষ স্ট্রিট
বীণাপানি	১৯০০/০৩	রামগোপাল সেনগুপ্ত	বেঙ্গল	১৭ মদন মিত্র লেন
বীণাপানি	১৯০০/০৬	রামগোপাল সেনগুপ্ত	বেঙ্গল	২৩ হব ঢোল লেন
বীণাবাদিনী	১৮৯৭/০৮	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	আদি ব্রাহ্মসমাজ	৫৫ চিংপুর রোড
বীণাবাদিনী	১৮৯৭/০৯	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভারতমিহির	২৬ ঝট লেন
বীরভূমি	১৮৯৯/১০	নীলবতন মুখোপাধ্যায়	নব্যভারত	১/১ শঙ্কর ঘোষ লেন
বৃন্দাবাহক	১৮৩৪/০০		বৃন্দান্ত বাহক	ভবানীপুর
বেদবাস	১৮৮৬/০৫	ভূষণ চট্টোপাধ্যায়	বঙ্গবাসী স্টিম মেশিন	৩৪/১ কলুটোলা স্ট্রিট

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রাখান	ঠিকানা
বেদব্যাস	১৮৮৭/১১	ভূধর চট্টোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	৬৮ কলেজ স্ট্রিট
বেদব্যাস	১৮৮৮/০২	ভূধর চট্টোপাধ্যায়	ইন্ডিয়ান	৬ কলেজ স্ট্রিট
বেদব্যাস	১৮৮৯/০৪	ভূধর চট্টোপাধ্যায়	নববিভাকর?	৩৪ বেনিয়াটোলা লেন
বেদব্যাস	১৮৯১/০২	ভূধর চট্টোপাধ্যায়	ভিক্টোরিয়া	২৪ বিডন স্ট্রিট
বেদব্যাস	১৮৯৩/০৫	প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী	নিউ বাস্মীকি	২৩ যুগলকিশোর দাস লেন
বেদব্যাস	১৮৯৫/০৪	ভূধর চট্টোপাধ্যায়	মায়োল (বিজ্ঞান)	২০ সুকিয়া স্ট্রিট
বেদব্যাস	১৮৯৬/০৩	ভূধর চট্টোপাধ্যায়	বেঙ্গল	১৭ মদন মিত্র লেন
বৈষয়িকতত্ত্ব	১৮৮৩/০৫	বঙ্কুবিহারী শান	সত্য	২০০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
বৈষয়িকতত্ত্ব	১৮৮৪/০৭	বঙ্কুবিহারী শান	তত্ত্বপ্রকাশ	তাহিরপুর, রাজসাহী
বৈষয়িকতত্ত্ব	১৮৮৮/০৭	শশিশেখরেশ্বর রায়	ভারতমিহির	৪৬ পঞ্চাননতলা লেন, পটলডাঙ্গা
বৈষ্ণব	১৮৮৬/০৪	কালিদাস নাথ	উচিতবক্তা	৬৫ ক্রস স্ট্রিট, সুতাপাটি, বড়বাজার
বৈষ্ণব	১৮৮৬/১০	কালিদাস নাথ	ভারতমিহির	৪৬ পঞ্চাননতলা লেন, পটলডাঙ্গা
বৈষ্ণব	১৮৯০/১২	কালিদাস নাথ	টাল	১৭ টালাবাগান রোড
বোধবিকশিনী	১৮৬৮/০৯	মহেন্দ্রলাল বোষ	মেট্রোপলিটান	
বৌদ্ধবন্ধু (১৮৮৪)	১৮৮৮/০১	কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী	বি পি এম	১৫ বামাপুকুর লেন
			নিউ ইন্ডিয়ান (নতুন ভারত)	৩ রমনাথ মজুমদার স্ট্রিট
ব্যবসায়ী ভাষা ৮৩	১৮৭৬/০৮	শ্রীনাথ দত্ত	সোমপ্রকাশ	ভবানীপুর
ব্যবসায়ী	১৮৭৭/০১	শ্রীনাথ দত্ত	ইস্ট ইন্ডিয়া	১১ কলেজ কোয়ার
ব্যবসায়ী	১৮৭৭/০৩	শ্রীনাথ দত্ত	ইস্ট ইন্ডিয়া	৯৩ কলেজ স্ট্রিট
ব্যবসায়ী	১৮৮৫/০৯	শ্রীনাথ দত্ত	ভিক্টোরিয়া	২১০/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
ব্রাহ্মতত্ত্ব (১৮৯৬)	১৮৯৯/০৪	সীতানাথ তর্কভূষণ	ভিক্টোরিয়া	২ ধোয়াবাগান স্ট্রিট
ব্রাহ্মণ	১৮৮৩/০৮	তেজেশচন্দ্র বিদ্যানন্দ	মণিরাম	২/১ বাগবাজার স্ট্রিট
ব্রাহ্মণবেড়িয়া হিতৈষিণী	১৮৯৪/০৯		ব্রাহ্মণবেড়িয়া হিতৈষিণী	ব্রাহ্মণবেড়িয়া
ভক্তি	১৯০০/০৪	সতীশচন্দ্র বসু	অজ্ঞাত	১১ অভয়চরণ সরকার লেন, ভবানীপুর
ভারত	১৮৮৫/০২	রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	৯৭ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট
ভারত	১৮৮৫/০৩	অবিনাশচন্দ্র কবিরাজ	গ্রেট ইডেন	১৩ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেন
ভারত	১৮৮৫/০৬	রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	টাল	১৮ টালাবাগান রোড
			মেট্রোপলিটান	
ভাবতকুসুম ১/২	১৮৯১/০৮		অজ্ঞাত	৪১ নিমতলা স্ট্রিট
ভারতকুসুম বা				
পুস্তকনামাবলী	১৮৯০/১১	চন্দ্রকুমার কবিকৃষ্ণ	অজ্ঞাত	২৭৬ আপার চিংপুর রোড
ভারতকুসুম বা	১৮৯১/০৭	চন্দ্রকুমার কবিকৃষ্ণ	কমলাকান্ত	৩২৩ আপার চিংপুর রোড
পুস্তকনামাবলী				
ভারত দর্পণ ১ম মা.	১৮৭৯/১১	তারকনাথ বিষ্ণু	নিউ আর্চ	৪৩/১ ভবানীচরণ দত্ত লেন
ভারত দর্পণ ১ম সা.	১৮৮৩/০২	তারকনাথ বিষ্ণু	অজ্ঞাত	৪৬ পটুয়াটোলা লেন
ভারত চিকিৎসক	১৮৭৭/১০	শরৎচন্দ্র দত্ত	চিকিৎসাতত্ত্ব	২৮ আপার চিংপুর রোড
ভারত পরিদর্শন	১৮৬৩/০৬	যদুনাথ তর্কভূষণ	কব্যপ্রকাশ	শান্তিপুর
ভারত পরিদর্শন	১৮৬৩/১১	যদুনাথ তর্কভূষণ	পুরাণ সংগ্রহ	চিংপুর

৩৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রাব্যয়	ঠিকানা
ভারতবর্ষীয় আর্থ্য পত্রিকা	১৮৭৫/০৬	গোপাললাল বসু	বর্মা প্রাকৃত	২৩ পটলডাঙ্গা স্ট্রিট
ভারতবাহুব	১৮৯৩/০৯	কানাইলাল দে	অন্নদা	৭/১ নন্দরাম সেন স্ট্রিট
ভাবতবাসী ১ম	১৮৮৫/০৫	হরিদাস গড়গড়ি	পি. এম. সুর	কলকাতা
ভারতবাসী	১৮৮২/০৯		অজ্ঞাত	চট্টগ্রাম
ভাবত ভিখারিণী	১৮৭৯/১২	হরকুমার মুখোপাধ্যায়	গিরিশ	ঢাকা
ভারতভূমি	১৮৯৫/০৭	বসন্তকুমার চক্রবর্তী	হরি	১৩৩ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
ভারতমিহির	১৮৭৫/১২	অনাথবন্ধু গুহ	ভারতমিহির	ময়মনসিংহ
ভারতরঞ্জন	১৮৬৪/০৭		বিশ্বমনোরঞ্জন	বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
ভারত শ্রমজীবী	১৮৮৫/১১	শশিভূষণ বিশ্বাস	সাধাবণ	৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
			ব্রাহ্মসমাজ	
ভারত শ্রমজীবী	১৮৮৯/০২	শশিভূষণ বিশ্বাস	অজ্ঞাত	৮ কলুটোলা স্ট্রিট
ভারত সঞ্জীবন	১৮৮৯/০২	ভূপতিনাথ দাস	বুধোদয়	হুগলি
ভারত সুহৃদ ১/১	১৮৭৬/০৫	শশিভূষণ গুহ	ইস্ট ইন্ডিয়া	হরিনাভি
ভারত সুহৃদ	১৮৭৬/০৮	শশিভূষণ গুহ	ইস্ট ইন্ডিয়া	১১ কলকাতা স্কোয়ার
ভাবত সুহৃদ	১৮৭৭/০৩	শশিভূষণ সেন	বঙ্গ হিতৈষী	১৯ রতন মিস্ত্রী লেন
ভাবত সুহৃদ ১ম	১৮৭৯/০৩	অম্বিকাচরণ রায়	নিউ (নূতন)	ঢাকা
ভারত সুহৃদ	১৮৮০/০৪	অম্বিকাচরণ রায়	ভারত সুহৃদ	নামার, ঢাকা
ভারত সুহৃদ	১৮৮০/০৯	অম্বিকাচরণ রায়	ঢাকা নামাব	ঢাকা, নামার
ভারত সুহৃদ	১৮৮১/০৪	অম্বিকাচরণ রায়	ভারত সুহৃদ	নামার, ঢাকা
ভারত হিতৈষিণী	১৮৭৪/১২		সমাচার সুধাবর্ণণ	১২ আমড়াভাঙ্গা, বড়বাঙ্গার
ভারতী	১৮৭৭/০৭	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	আদি ব্রাহ্মসমাজ	৫৫ আপার চিংপুর রোড
ভারতী	১৮৭৮/১০	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	বালুকীয়	৭১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট
ভারতী	১৮৭৮/১১	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	আদি ব্রাহ্মসমাজ	৫৫ আপার চিংপুর রোড
ভারতী ৩/৭	১৮৭৯/১১	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	জি পি রায়	২১ বউবাজার স্ট্রিট
ভাবতী ৩/৮	১৮৭৯/১১	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	আদি ব্রাহ্মসমাজ	৫৫ আপার চিংপুর রোড
ভারতী	১৮৯৩/১২	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভাবতী	কাশিমাথাগান গার্ডেন
ভারতী	১৮৯৮/০৪	স্বর্ণকুমারী দেবী	আদি ব্রাহ্মসমাজ	৫৫ আপার চিংপুর রোড
ভারতী	১৮৯৮/০৬	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভাবতী	২৬ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
ভারতী	১৮৯৮/১২	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	অজ্ঞাত ব্রাহ্মসমাজ	৫৫ আপার চিংপুর রোড
ভারতী	১৮৯৯/০৫	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভারতমিহির	২৬ স্কট লেন
ভারতী	১৮৯৯/১০	এস যোবাল	সাম্য	৬ কলেজ স্কোয়ার
ভারতী	১৮৯৯/১২	সরলা দেবী	আদি ব্রাহ্মসমাজ	৫৫ আপার চিংপুর রোড
ভারতী	১৯০০/০৫	সরলা দেবী	ভারত	১১৫ আমহার্স্ট স্ট্রিট
ভারতী	১৯০০/১১	সবলা দেবী	সাম্য	৬ কলেজ স্কোয়ার
ভারতী	১৯০০/১২	সরলা দেবী	ভাবত	১১৫ আমহার্স্ট স্ট্রিট
ভারতী ও বালক	১৮৮৭/০১	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী	৫৫ আপার চিংপুর রোড
ভারতী ও বালক	১৮৯১/০৮	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভিক্টোরিয়া	২ গোয়াবাগান স্ট্রিট
ভারতী ও বালক	১৮৯৩/০৩	স্বর্ণকুমারী দেবী	অজ্ঞাত	৩৮ শিবনाराযণ দাস লেন
ভারতীয় মন্ত্রমন্দির	১৮৯৬/০৮	রাজশ্যাম সিদ্ধেশ্বর	অজ্ঞাত	৯৯ বউবাজার স্ট্রিট
ভারতে হরিধ্বনি	১৮৮৫/০৬	শিবচন্দ্র বসু, কালীকুমার ঘোষ	ঢাকা	১৮ টাঙ্গাবাগান রোড
			মেট্রোপলিটান	
ভারতের শ্রমনিবারক	১৮৮৯/১২	মহম্মদ আবেদিন	নিউ গুড হোপ	১৪ মির্জাফর লেন
গ্রৈমাসিক পত্রিকা				
ভিক্ষুক	১৮৯৬/১০	সারদাকান্ত মৈত্র	পারিজাত	বারইবাড়ি, রঙ্গপুর

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ন্ত্র	ঠিকানা
ভিখারিণী ১/১	১৮৭৫/১১	আন্তোয় বন্দ্যোপাধ্যায়	নিউ সরকার	৩৫ মৃত্যুরাম বাবু স্ট্রিট, চোরবাগান
ভিখারিণী	১৮৭৫/১২		নিউ সরকার	১ মিত্র লেন, চোরবাগান
ভিখারিণী	১৮৭৬/০৪		অ্যালবার্ট	৩৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
ভিষক ১/১	১৮৮১/০১	দুর্গাদাস রায়	ইস্টবেঙ্গল	ঢাকা
ভিষক	১৮৮১/১২	দুর্গাদাস রায়	গিরিশ	ঢাকা
ভিষক	১৮৮২/০৪	দুর্গাদাস রায়	ইস্টবেঙ্গল	ঢাকা
ভিষক	১৮৮৩/০৭	কামাখ্যানাথ আচার্য, যোগেশচন্দ্র ঘোষ	আর্য্য ঢাকা	
ভিষক দর্পণ ১/১	১৮৯১/০৭	জহিরুদ্দিন আহমদ	বীণা	৩৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
ভিষক দর্পণ ১/২	১৮৯১/০৭	জহিরুদ্দিন আহমদ	অজ্ঞাত	৪ শীতারাম ঘোষ স্ট্রিট
ভিষক দর্পণ	১৮৯৯/০৮	জহিরুদ্দিন আহমদ	ভারত	১১৫ আমহার্স্ট স্ট্রিট
ভিষক দর্পণ	১৯০০/০৬	কালীমোহন সেন	ভারতমিহির	২৬ স্ট্রিট লেন
ভিষক বন্ধু	১৮৮৬/১১	ভোলানাথ চক্রবর্তী	সাধারণ	৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
			ব্রাহ্মসমাজ	
ভিষক বন্ধু	১৮৮৭/০২	ভোলানাথ চক্রবর্তী	সাম্য	৬ কলেজ স্কোয়ার
ভিষক বন্ধু	১৮৮৭/০৭	ভোলানাথ চক্রবর্তী	ভিক্টোরিয়া	৭ ২১০/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
ভূত	১৮৮৪/০৮		বীণা	৩৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
ভূমি কাকের নজর	১৮৮৪/০৭	অধিকাচরণ মোদক?	অমলা	১১৬ গ্রে স্ট্রিট
ভৈরবদণ্ড	১৮৮৯/১১	উমাকান্ত ভট্টাচার্য	বাগবাহার	বারাণসী
ভ্রমর ১/১	১৮৭৪/০৪	সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বঙ্গদর্শন	কাঠালপাড়া নৈহাটি
মঙ্গলোপাখ্যান পত্র	১৮৮২/০১	জে. রবিনসন	শ্রীরামপুর মিশন	শ্রীরামপুর, গুলি
মঙ্গলিস	১৮৯০/০৭	দুর্গাদাস দে	গ্রেট ইডেন	৬ ভীম ঘোষ লেন
মঙ্গলিস	১৮৯১/১১	দুর্গাদাস দে	নিউ ব্রিটানিয়া	৭৮ আমহার্স্ট স্ট্রিট
মঙ্গলিস	১৮৯৩/১০	অধরচন্দ্র মণ্ডল	নিউ বাম্পীকি	৭ ২৩ যুগলকিশোর দাস লেন
মধুকব ১/১	১৮৭৫/০৭	উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	মতিলাল	২২ বৃন্দাবন পাল লেন
মধুকর ১/১	১৮৭৫/০৮	হারাধন গাঙ্গুলি	সুচারু	
			(লালচাঁদ বিশ্বাস)	৩৩৬ চিংপুর রোড
মধুকর	১৮৯৯/১০	পরেশনাথ ঘোষ	প্রাণচৈতন্য	ঢাকা
মধুকরী	১৮৭০/০১		সত্যরত্ন	বহরমপুর
মধ্যাহ্ন (১৮৭২)	১৮৭৩/০১	মনোমোহন বসু	মধ্যাহ্ন	২১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
মধ্যাহ্ন	১৮৭৫/০০	মনোমোহন বসু	মধ্যাহ্ন	৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
মধ্যাহ্ন	১৮৯৩/০৬		অজ্ঞাত	৭৬ জানবাজার স্ট্রিট
মনোরঞ্জিকা	১৮৬০/০৬	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	বাঙ্গালা	ঢাকা
মনোহরা	১৮৭৬/১২	গগনচন্দ্র দে	সত্য	২০০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
মহাপাপ বালাবিবাহ	১৮৭৩/০৪	ববকান্ত চট্টোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	ঢাকা
মহাবিদ্যা	১৮৮৫/১১	কৃষ্ণবিহারী ভট্টা	গিরিশ	ঢাকা
মহিলা ১/১	১৮৯৫/০৮	গিরিশচন্দ্র সেন	অজ্ঞাত	২০ পটুয়াটোলা লেন
মহিলা	১৮৯৮/০৮	গিরিশচন্দ্র সেন	নিউ ইন্ডিয়ান	৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
			(নুতন ভারত)	
মাধবী	১৮৮০/১০	মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	প্রমাদভঞ্জন	সৈদাবাদ
মানসমোহিনী	১৮৭৫/০৮	সীতানাথ ঘোষ	মিনার্ভা	১৫৫ ধর্মতলা
মালক	১৮৮৮/১২	ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	নবজীবন	৩৪ নিবোগীপুকুর ইস্ট লেন, তালতলা

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ন্ত্র	ঠিকানা
মালা	১৮৮২/০৮	মাখনলাস দত্ত	চিপসাইড	২৪৩ বটবাজার স্ট্রিট
মালা ১ম	১৮৯৮/০১	ব্যোমকেশ মুস্তফী	অজ্ঞাত	৪৩ বৃন্দাবন বসাক লেন
মাসিক	১৮৯৯/০৬	কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	হরি?	১৩৩ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
মাসিক নজীর সংগ্রহ	১৮৭৪/০৫	রসিকচন্দ্র বসু	সত্যপ্রকাশ	বরিশাল
মাসিক প্রকাশিকা	১৮৭০/১০	দ্বাবকানাথ শর্মা	সাহিত্য	৪৭ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিট
মাসিক প্রকাশিকা	১৮৭১/০৫	যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (নূতন ভারত)	নিউ ইন্ডিয়ান	৬৭ কলুটোলা স্ট্রিট
মাসিক প্রকাশিকা	১৮৭২/০৩	কালীপ্রসন্ন ব্যানার্জি	বেঙ্গল প্রিন্টিং কোং	৪ হেস্টিংস স্ট্রিট
মাসিক প্রকাশিকা	১৮৭২/০৫	যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	নিউ সরকার	৩ ব্রজদুলাল স্ট্রিট, পাথুরিয়াঘাটা
মাসিক প্রকাশিকা	১৮৭৩/০৫	কেন্দারনাথ মুখোপাধ্যায়	পুরাণ প্রকাশ	৭৯ মানিকতলা স্ট্রিট
মাসিক বিজ্ঞাপনী ও সন্ধান	১৮৯৬/০৪	কে পি ব্যানার্জি	অজ্ঞাত	৬৮ বলরাম দে স্ট্রিট
মাসিক বিজ্ঞাপনী ও সন্ধান	১৮৯৭/০৪	কে পি ব্যানার্জি	আর্টিস্ট (ইন্ডিয়ান আর্টিস্ট)	৩৭৪ আপার চিংপুর রোড
মাসিক সমালোচক	১৮৭৯/০৪	চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	অরুণোদয়	বহরমপুর
মিত্রপ্রকাশ	১৮৭০/০৫	হরিশ্চন্দ্র মিত্র	গিরিশ	ঢাকা
মিত্রোদয়	১৮৭৬/০৯	হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায়	ক্যালকাটা প্রাকৃত (প্রাকৃত)	২৩ পটলডাঙ্গা স্ট্রিট
মিত্রোদয়	১৮৭৭/০৬	হিবধ্বজ মুখোপাধ্যায়	সুবার্ন	২৮ জেলিয়াপাড়া, ভবানীপুর
মিহির	১৮৯২/০১	শেখ আবদুর রহিম	অজ্ঞাত	৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট
মিহির ও সুধাকর	১৮৯২/০০		আলতাফি	কলকাতা
মুকুর ও মেডিক্যাল জার্নাল	১৮৯৯/০৯	কেনারাম মুখোপাধ্যায়	জুয়েল	৩০ কালীঘাট রোড
মুকুল ১/১	১৮৯৫/০৭	শিবনাথ শাস্ত্রী	ব্রাহ্ম মিশন	২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
মুকুল	১৮৯৯/০১	যোগেন্দ্রনাথ সরকার	চেবি	৩৬ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
মুকুল ৫/২, ৩	১৮৯৯/০৮	যোগেন্দ্রনাথ সরকার	ব্রাহ্ম মিশন	২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
মুকুল ৫/৫	১৮৯৯/০৮	যোগেন্দ্রনাথ সরকার	চোরি	৩৬ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
মুকুল	১৯০০/০৭	যোগেন্দ্রনাথ সরকার	অজ্ঞাত	৫, ৬ শিবনারায়ণ দাস লেন
মুকুলমালা	১৮৮৩/০৪	কেন্দারনাথ ঘোষাল	ব্যবসায়ী	কলকাতা
মুর্শিদাবাদ সংবাদসার	১৮৬৬/১২		ধনসিদ্ধ	বহরমপুর
মুসলমানবন্ধু	১৮৮২/০৭		ভবানী	কলকাতা
মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টার	১৮৯৫/০৪	অপূর্বকৃষ্ণ বসু	অন্নদা	৭/১ নন্দরাম সেন স্ট্রিট
মেডিক্যাল জার্নাল	১৮৯৯/০৫	কেনাবাম মুখোপাধ্যায়	জুয়েল	৩০ কালীঘাট রোড
মেদিনীপুর ও হিজলি	১৮৫১/০৬	বিদ্যাকরকর্ম		১৪৮ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
অফিসের অধ্যক্ষ				
মোহিনী ১ম	১৮৯২/০৩	কেন্দারনাথ মিত্র	অজ্ঞাত	১৫৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
মোহিনী ১/২	১৮৯২/০৪	কেন্দারনাথ মিত্র	নিউটন	৫০ হরি ঘোষ স্ট্রিট
মোহিনী ১/৩	১৮৯২/০৪	কেন্দারনাথ মিত্র	বাস্ট্রীকি	১০০/১ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
মোহিনী ১ম	১৮৯৫/০৯	বিমলাচরণ রায়চৌধুরী	আশুতোষ	ঢাকা
মোহিনী	১৮৯৫/১২	বিমলাচরণ রায়চৌধুরী	হরি	১৩৩ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
যমুনা	১৮৮৯/০৯	হরিহর চট্টোপাধ্যায়	সেন অ্যান্ড সন্স	৩৬ কালীপ্রসাদ দত্ত লেন, শোভাবাজার

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ন্ত্র	ঠিকানা
যমুনা	১৮৯০/০৯	হরিহর চট্টোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	১৫৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
যুববাহুর ভ্রমণ বিবরণ	১৮৭৫/১২	শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য	পুরাণ প্রকাশ	৭৯ মানিকতলা স্ট্রিট
যোগিনী	১৮৮৩/০৫	উমাশঙ্কর বাগচী	অজ্ঞাত	সৈদাবাদ
রঙ্গপুর বার্তাবহ	১৮৮৭/০৮	গুরুচরণ রায়	বার্তাবহ	রঙ্গপুর, কাকিনিয়া
রঙ্গ ভূমি	১৮৮৫/০৫	ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	কাব্যপ্রকাশ	৩৪/১ আমহাস্ট স্ট্রিট
রচনাবলী	১৮৮৪/০১		শঙ্কুচন্দ্র	রঙ্গপুর, কাকিনিয়া
রঙ্গনী	১৮৭৯/০৩		অজ্ঞাত	ময়মনসিংহ
রঙ্গনী রহস্য	১৮৭৯/০১	শ্যামাচরণ কুণ্ডু	বিডন	৬৬ বিডন স্ট্রিট
বগরব	১৮৯১/০৭	ক্যাপ্টেন হীরা সিং	অজ্ঞাত	২২ ওল্ড বৈঠকখানা সেকেন্ড লেন
বগরব	১৮৯২/০৮	ক্যাপ্টেন হীরা সিং	সখা	৩৩ মুসলমান পাড়া লেন
বহুসিংহ	১৮৮৪/০৩	রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ	নিউ ইডেন	২ টালাবাগান রোড
বহুসিংহ ১ম	১৮৭৫/০৭	নিবারণ চন্দ্র গুপ্ত	মতিলাল	২২ কৃন্দাবন পাল লেন
বহুসিংহ ২ম	১৮৭৫/১০	নিবারণ চন্দ্র গুপ্ত	গুপ্ত	২৪ মিজফর লেন
বহুসিংহ ৩ম	১৮৮৪/০৬	বংশীনাথ বসাক	শীতল	ঢাকা
বহুসিংহ ৪ম	১৮৮৯/০৭	শশিকৃষ্ণ বসু	ভিক্টোরিয়া	২৪ বিডন স্ট্রিট
বহুসিংহ ৫ম	১৮৯০/০৩	শশিকৃষ্ণ বসু	অজ্ঞাত	২০ হরীতকী বাগান লেন
বহুসিংহ ৬ম	১৮৯৬/০৩	চন্দ্রচন্দ্র রায়	নুতন কলিকাতা	৯৬ বিডন স্ট্রিট
বহুসিংহ ৭ম	১৮৭১/০৯	সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	ইন্ডিয়ান রয়্যাল	১৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
বহুসিংহ ৮ম	১৮৮০/০৯	কেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি	পুরাণ প্রচার	৪৬ রাক্ষা রাজবল্লভ স্ট্রিট
বহুসিংহ ৯ম	১৮৮৪/০৪	রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ	নিউ ইডেন	২ টালাবাগান রোড
বহুসিংহ ১০ম	১৮৮৭/১০	রাজেন্দ্রলাল মিত্র	ব্যাপটিস্ট মিশন	২১ গোয়ার সার্কুলার রোড
বহুসিংহ ১১ম	১৮৭০/০২	রাজেন্দ্রলাল মিত্র	গণেশ	সাপেটাইন লেন
বহুসিংহ ১২ম	১৮৭২/০৫	প্রাণনাথ দত্ত	সুচারু	১২ আমেনিষান স্ট্রিট
বহুসিংহ ১৩ম	১৮৭২/০৯	প্রাণনাথ দত্ত	(লালচাঁদ বিশ্বাস)	
বহুসিংহ ১৪ম	১৮৮৫/০৪	রামমোহন বসুমতী	সুচারু (লালচাঁদ বিশ্বাস)	৩৩৬ চিংপুর রোড
বহুসিংহ ১৫ম	১৮৮৭/০৩	গিরিশচন্দ্র চৌধুরী	অপূর্ব রত্নোদয়	চড়কডাঙ্গা, ভবানীপুর
বহুসিংহ ১৬ম	১৮৭০/০৫	সূর্যনারায়ণ ঘোষ	বাহুসাহী	বাহুসাহী
বহুসিংহ ১৭ম	১৮৮২/০৬	সূর্যনারায়ণ ঘোষ	বাহুসাহী	বোয়ালিয়া
বহুসিংহ ১৮ম	১৮৮৩/০৬	সূর্যনারায়ণ ঘোষ	অজ্ঞাত	ঢাকা
বহুসিংহ ১৯ম	১৮৮৬/১১	সূর্যনারায়ণ ঘোষ	গিরিশ	ঢাকা
বহুসিংহ ২০ম	১৮৮৭/০৮	সূর্যনারায়ণ ঘোষ	ওরিয়েন্টাল	ঢাকা
বহুসিংহ ২১ম	১৮৮৭/০৮	সূর্যনারায়ণ ঘোষ	শ্যামসুন্দর	ঢাকা
বহুসিংহ ২২ম	১৮৮১/০২	অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়	বঙ্গদূত	১৫২ বারানসী ঘোষ স্ট্রিট
বহুসিংহ ২৩ম	১৮৮৯/১১	অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	শ্রীরামপুর, হুগলি
বহুসিংহ ২৪ম	১৮৯৩/০৬	চন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	ভিক্টোরিয়া	২ গোয়াবাগান স্ট্রিট
বহুসিংহ ২৫ম	১৮৯৪/০৯	চন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	নিউ বাস্টিক	১ ২৩ যুগলকিশোর দাস লেন
বহুসিংহ ২৬ম	১৮৯৫/০৭	চন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	সায়েন্স (বিজ্ঞান)	২০ সুকিয়া স্ট্রিট
বহুসিংহ ২৭ম	১৮৯৩/০৬	তারিণীচরণ সিংহ	অজ্ঞাত	২২৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
বহুসিংহ ২৮ম	১৮৮৩/০৬	মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সাহিত্য সুধাকর	২৪ পদ্মপুকুর, ইটালি, ভবানীপুর
বহুসিংহ ২৯ম	১৯০০/০৫	মোজাম্মেল হক	কালিকা	১৭ নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রাঙ্কন	ঠিকানা
লহরী	১৯০০/০৮	মোজাম্মেল হক	অজ্ঞাত	৪ উইলিয়মস্ লেন
লার্ণটোয়বি	১৮৮০/০৮	সেবকান্ত বাগচী	কর	১৬৭ বর্নওয়ালিস স্ট্রিট
শান্তি ১ম	১৮৯৩/১২	মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামনি	মহেশ্বর	ঢাকা
শান্তিপাঠ	১৮৮৯/১১		সাপ্তাহিক সংবাদ	৩৮ রামমোহন দত্ত লেন, ভবানীপুর
শান্তিপ্ৰকাশ	১৮৩০/০৬	লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার	শান্তিপ্ৰকাশ	শোভাবাজার স্ট্রিট
শান্তিপ্ৰকাশ	১৮৭০/০৭	কেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ	৭৯ মানিকতলা স্ট্রিট
শিক্ষাদর্পণ	১৮৯৫/০১	সেবেশ্বনাথ বিদ্যারত্ন	আর্টিস্ট	নারিকেলডাঙ্গা, ২৪ পরগনা
শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার	১৮৬৪/০৪	ভূদেব মুখোপাধ্যায়	বুধোদয়	ধুগলি
শিক্ষা পরিচয়	১৮৬৮/০৪	শরৎচন্দ্র চৌধুরী	বরাট	৯২ বড়বাজার স্ট্রিট
শিক্ষা পরিচয়	১৮৯৫/০৭	শরৎচন্দ্র চৌধুরী	অজ্ঞাত	৯৮/১ বারানসী ঘোষ স্ট্রিট
শিক্ষা পরিচয়	১৮৯৫/১২	শরৎচন্দ্র চৌধুরী	বেঙ্গল	১৭ মদন মিত্র লেন
শিক্ষা সমালোচনা	১৮৯৩/০২	অবলাকান্ত সেন	বিডন	৬৬ বিডন স্ট্রিট
শিবদায়িকা পত্রিকা	১৮৮২/১১	কালীচন্দ্র লাহিড়ী	সাহিত্য সুধাকর	২৪ পথপুকুর, ইটালি, ভবানীপুর
শিল্প ও সাহিত্য	১৯০০/০৯	মহ্মদখান চক্রবর্তী	অজ্ঞাত	৩৫ বারোয়ারিতলা রোড, বেলিয়াঘাটা
শিল্পকলসিক্ত	১৮৬২/০১	অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	নিউ বেঙ্গল	১৯ শাঁখারিটোলা
শিল্পকৃষি পত্রিকা (১৮৮৫)	১৮৮৭/০৫	কুমার শিশিষেবশ্বর বায়	তত্ত্বপ্রকাশ	তাহিরপুর
শিল্পকৃষি পত্রিকা	১৮৮৯/০১	কুমার শিশিষেবশ্বর বায়	তত্ত্বপ্রকাশ (রামবাগান শাখা)	৩ মানিকতলা স্ট্রিট
শিল্পতত্ত্ব ও পুষ্ণাঞ্জলি	১৮৯৭/০১	শরৎচন্দ্র দেব ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	আর্টিস্ট	৩৭৪ আপার চিংপুর রোড
শিল্পপুষ্ণাঞ্জলি	১৮৮৫/০৭	কালিদাস পাল, বিহারীলাল রায়	আর্টিস্ট	৩৭৪ আপার চিংপুব বোড
শিল্প সখা	১৮৯৮/০২	উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	গুপ্ত	২২১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
গুরু-সাহিত্য	১৮৮৯/০২	নিবারণচন্দ্র কাব্যতীর্থ	গুভকরী	যশোর
গুরু-সাহিত্য	১৮৭১/০৪	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	অজ্ঞাত	ঢাকা
গুরুভাষ্যসমী ১/১	১৮৭৫/০৪	বেশীমাধব ব্যানার্জি	প্রাকৃত	২৩ পটলডাঙ্গা স্ট্রিট
শৈবী	১৮৯৬/০৭	শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব	মণ্ডুরনাথ	কুমারখালি
শৈবী	১৮৯৭/০৮	শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব	অজ্ঞাত	১৫ নিউ চায়না বাজার
শৈবী	১৮৯৮/০৫	শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব	অজ্ঞাত	১০ শঙ্করচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিট
শৈবী	১৮৯৮/১২	শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব	নিউ আর্য মিশন	৪৬ ব্রজনাথ মিত্র লেন
শৈব সখা	১৮৯৬/০৫	গুরুপ্রসন্ন দাশগুপ্ত	বেঙ্গল	১৭ মদন মিত্র লেন
শোভা	১৯০০/০৫	নবকৃষ্ণ ঘোষ	বেঙ্গল	১৭ মদন মিত্র লেন
শ্রীক্ষেত্র চিত্র	১৮৮১/১০	ক্ষেত্রচন্দ্র বসু	বাঙ্গালা	ঢাকা
শ্রীমন্ত সওদাগর	১৮৮৫/১১	চন্দ্রকিশোর রায়	অজ্ঞাত	৩ আহিরীটোলা
শ্রীসনাতনী	১৮৯৬/১২	কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী	অজ্ঞাত	৩১ বসুপাড়া লেন
সংক্ষিপ্ত ইন্ডিয়ান	১৮৭৭/০০	রসিকচন্দ্র বসু	সত্যপ্রকাশ	ববিশাল
ল রিপোর্ট				
সংবাদ অক্সফোর্ড ১ম	১৮৩৯/১২	জগদ্রায়ণ মুখোপাধ্যায়	পূর্ণচন্দ্রোদয়	১৯ পঞ্চননতলা লেন, বড়বাজার
সংবাদ কাব্যরত্নাকর	১৮৪৭/০৬	উমাকান্ত ভট্টাচার্য	জ্ঞানদর্পণ	কলকাতা
সংবাদ দ্বিধিক্ষয়	১৮৪৭/১২	দ্বাবকানাথ মুখোপাধ্যায়	জ্ঞানদর্পণ	কলকাতা
সংবাদ দ্বিধিবাজ	১৮৫৯/০৯	গোস্বামীদাস গুপ্ত	সংবাদ প্রভাকর (প্রভাকর)	৪২ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ত্র	ঠিকানা
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	১৮৩৫/০৬	হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	পূর্ণচন্দ্রোদয়	১৯ পঞ্চাননতলা লেন, বড়বাজার
সংবাদ প্রভাকর	১৮৩১/০১	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	সংবাদ প্রভাকর (প্রভাকর)	৩২ সিমলা স্ট্রিট আজিমগঞ্জ
সংবাদ ভারতবন্ধু ১ম	১৮৬৩/০১		বিশ্বমনোরঞ্জন চন্দ্রোদয়	শ্রীরামপুর, হুগলি
সংবাদ শশধর	১৮৫২/০৭	কালিদাস মৈত্র	সংবাদ প্রভাকর (প্রভাকর)	৪২ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট
সংবাদ সাধুরঞ্জন	১৮৪৭/০৮	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	সংবাদ প্রভাকর (প্রভাকর)	৪২ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট
সংবাদ সুজনরঞ্জন	১৮৪০/০৫	হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায়	সংবাদ প্রভাকর (প্রভাকর)	৪২ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট
সংবাদ সৌদামিনী	১৮৩৮/১২	কাল্যাণদাস দত্ত	সৌদামিনী	কলুটোলা স্ট্রিট
সংসার চিত্রা	১৮৯০/১১	রসিককৃষ্ণ ব্যানার্জি	গ্রেট ইন্ডেন	৬ ভীম ঘোষ লেন
সংসার দর্পণ	১৮৮৭/০৭	কেন্দারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	নিউ বাস্মীকি	১৩ জোড়াবাগান স্ট্রিট
সংসার দর্পণ	১৮৮৮/০৩	কেন্দারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	নিউ বাস্মীকি	২৩ যুগলকিশোর দাস লেন
সংসার তত্ত্ব	১৮৯৯/০২	হেমচন্দ্র মৈত্র	হিন্দু সংকল্পমালা	পালপাড়া, বরাহনগব
সখা	১৮৮৩/০১	গ্রন্থদাচরণ সেন	সখা	কলকাতা
সখা	১৮৮৫/০৫	গ্রন্থদাচরণ সেন	সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ	৮১ বারানসী ঘোষ স্ট্রিট
সখা	১৮৮৫/১১	শিবনাথ শাস্ত্রী	সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ	৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
সখা	১৮৮৫/১২	শিবনাথ শাস্ত্রী	সখা	২ বেনিয়াটোলা লেন
সখা	১৮৯০/১১	শিবনাথ শাস্ত্রী	সখা	৩৩ মুসলমান পাড়া লেন
সখা ও সাধী	১৮৯৫/০১	সতীশচন্দ্র সেন	রায়	১৪ কলোজ স্কোয়াব
সখা ও সাধী	১৮৯৬/০৫	ভুবনমোহন রায়	নিউ স্কুল বুক	১৭৬ বউবাজার স্ট্রিট
সখা ও সাধী	১৮৯৯/০২	ভুবনমোহন রায়	অজ্ঞাত	৪৫/৪ বেনিয়াটোলা লেন
সঙ্গিনী	১৮৯০/০১	রাধিকাপ্রসাদ দত্ত	টোলা মেট্রোপলিটান	১৭ টোলাবাগান বোড
সঙ্গিনী	১৮৯৩/০৮	রাধিকাপ্রসাদ দত্ত	হরি	১৩৩ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
সঙ্গীত চিত্রসঙ্কেত	১৮৭০/১১	উমাচরণ সেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু	কলমিয়ান	৩৮ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট
সচিত্র কারিকর দর্পণ	১৮৮৬/০৯	বিহারীলাল ঘোষ	টোলা মেট্রোপলিটান	১৮ টোলাবাগান রোড
সচিত্র কারিকর দর্পণ	১৮৮৬/১০	বিহারীলাল ঘোষ	নববিভাকর	৭ ৬৩/৪ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
সচিত্র কৃষি শিক্ষা	১৮৮৭/০৯	কালীকুমার মুখী	গিরিশ	ঢাকা
সচিত্র কৃষিতত্ত্ব ও ভাবতবন্ধু	১৮৯৫/০৪	নবীনচন্দ্র সাহা	অজ্ঞাত	২১ হবিগবাড়ি লেন
সচিত্র পারস্য কুসুম	১৮৮৪/০৩	বিহুদাস মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	৮ হোগলকুড়িয়া লেন
সচিত্র বঙ্গ রহস্য	১৮৮৯/০৫	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	উত্তরপাড়া
সচিত্র বঙ্গীয় রহস্য ১/১	১৮৮৩/০৭	ভারকনাথ বিশ্বাস	আদরিণী	২৩১ আপাব চিৎপুর রোড
সচিত্র বঙ্গীয় রহস্য	১৮৮৪/০১	ভাবকনাথ বিশ্বাস	অজ্ঞাত	৮ হোগলকুড়িয়া লেন
সচিত্র ভারত সংবাদ	১৮৬৩/১১		সাহস	১৬ শিবতলা স্ট্রিট
সঙ্কলিতচিহ্নবিনোদিনী ১/১	১৮৭০/০৭	গোপালচন্দ্র মিত্র	চৈতন্য চন্দ্রোদয়	৩১৯ গরানহাটা, বটতলা
সঙ্কলিতচিহ্নবিনোদিনী ১/২	১৮৭০/০৮	গোপালচন্দ্র মিত্র	ভারত	৮৩ চিৎপুর রোড
সঙ্কলিতোষিনী	১৮৮১/০৪	কেন্দারনাথ দত্ত	জি পি রায়	২১ বউবাজার স্ট্রিট

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রাশ্রয়	ঠিকানা
সঙ্কলনতোষিণী ১১/৩	১৮৮৫/০৪	কেন্দারনাথ দত্ত	অজ্ঞাত	শ্রীরামপুর, হুগলি
সঙ্কলনতোষিণী ১১/৪	১৮৮৫/০৪	কেন্দারনাথ দত্ত	মধ্যাহ্ন	৩৯ সিমলা স্ট্রিট
সঙ্কলনতোষিণী	১৮৮৫/০৫	কেন্দারনাথ দত্ত	চৈতন্য	১৮২ মানিকতলা স্ট্রিট
সঙ্কলনতোষিণী	১৮৮৬/০৪	কেন্দারনাথ দত্ত	চিকাগো	৩৬ আহিরীটোলা স্ট্রিট
সঙ্কলনতোষিণী	১৮৮৬/০৬	কেন্দারনাথ দত্ত	চৈতন্য	১৮১ মানিকতলা স্ট্রিট
সঙ্কলনতোষিণী	১৮৮৬/১২	কেন্দারনাথ দত্ত	সায়েল (বিজ্ঞান)	২০ সুকিয়া স্ট্রিট
সঙ্কলনতোষিণী	১৮৯২/০৯	কেন্দারনাথ দত্ত	হরি	১৩৩ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
সঙ্গীতবী	১৮৭৮/১২	গগনচন্দ্র হোম	ভারতমিহির	ময়মনসিংহ
সংসঙ্গ	১৮৮৪/০৬	সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	বহরমপুর
সংসঙ্গ	১৮৯৪/০৪	সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	২ হরিমোহন বসু লেন
সংসঙ্গ	১৮৯৫/০৮	সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	অজ্ঞাত	৫১/২ সুকিয়া স্ট্রিট
সংসঙ্গ	১৮৯৮/০৮	সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	নব্যভারত	১/১ শঙ্কর ঘোষ লেন
সত্য জ্ঞানসন্ধানিণী	১৮৫৬/০৪	নবকৃষ্ণ বসু,	হিন্দু পেট্রিয়ট	৪৬ চাউলপাতি রোড,
পত্রিকা		শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		ভবানীপুর
সত্যধর্মপ্রকাশিকা	১৮৪৯/০৬	গোবিন্দচন্দ্র দে (প্রভাকর)	সংবাদ প্রভাকর	৪২ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট
সত্যপ্রকাশ	১৮৭৪/১২		সত্যপ্রকাশ	বরিশাল
সত্যপ্রদীপ	১৮৫০/০৫		শ্রীরামপুর মিশন	শ্রীরামপুর, হুগলি
সত্যপ্রদীপ	১৮৬০/০১	শ্রি. ভার্নী. এফ. সোসাইটি	১০ রামমোহন দত্ত লেন, ভবানীপুর	
সত্যাব	১৮৫০/০৭	জেমস লঙ	বিদ্যাকল্লক্রম	১৪৮ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
সদানন্দ	১৮৮১/০৪	হরিহর নন্দী	গির্জা	ঢাকা
সদানন্দ	১৮৮২/০৪	হরিহর নন্দী	আর্য্য	ঢাকা
সদানন্দ	১৮৮৩/০৫	হরিহর নন্দী	গিরিশ	ঢাকা
সদানন্দ	১৯০০/০১	হরিহর নন্দী	প্রাণচৈতন্য	ঢাকা
সনাতন ধর্মকথা	১৮৯৭/০৬	দুর্গাদাস রায়	হীরা /ডায়মন্ড	চুঁচুড়া, মাধবীতলা
সনাতন ধর্মকথা	১৮৯৯/০৪	কালীকুমার দত্ত	নববিভাকর	১১৪ আমহার্স্ট স্ট্রিট
সনাতন	১৮৭০/১০	চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	সাহিত্য	৪৭ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিট
ধর্মোপদেশিনী ১/১				
সবিতা	১৮৮৯/০৭	যোগীন্দ্রনারায়ণ সিংহ	অজ্ঞাত	উত্তরপাড়া
সমদর্শী	১৮৭৬/০৭	শিবনাথ শাস্ত্রী	ইস্ট ইন্ডিয়া	হরিনাতি
সমদর্শী	১৮৭৭/০৮	শিবনাথ শাস্ত্রী	ইস্ট ইন্ডিয়া	৯৩ কলেজ স্ট্রিট
সমবেদক	১৮৭৩/০৮		ধনসিদ্ধ	বহরমপুর
সমাচার চন্দ্রিকা	১৮২২/০৩	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	সমাচার চন্দ্রিকা	২৬ কলুটোলা স্ট্রিট
সমাচার জ্ঞানদর্পণ	১৮৪৬/১০	উমাকান্ত ভট্টাচার্য	ভাস্কর	৯/৭ বালাখানা রোড, শোভাবাজার
সমাচার দর্পণ	১৮১৮/০৫	জে সি মার্শম্যান	শ্রীবামপুর মিশন	শ্রীবামপুর, হুগলি
সমাচার সুধাবর্ষণ	১৮৫৪/০৬	শ্যামসুন্দর সেন	সমাচার সুধাবর্ষণ	১৬/১০ বড়বাজার, কোমলনয়ন
সমাজদর্পণ ১ম	১৮৭২/১১	যশোদানন্দন সরকার	সরকার	চোরবাগান
সমাজদর্পণ ১ম	১৮৭৩/০৯		অজ্ঞাত	চন্দননগর
সমাজদর্পণ ১ম	১৮৯০/০৩	প্রবোধচন্দ্র দে	নিউ বাম্বীকি	১৬৯ মানিকতলা স্ট্রিট
সমাজ দীপিকা	১৮৮৫/০৬	অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ	পিপলস্	৭৮ কলেজ স্ট্রিট
সমাজরঞ্জন	১৮৭৭/০৬	ফকিরচাঁদ বসু	বাজকীয়	৭১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ন্ত্র	ঠিকানা
সমাজ সংস্কার (১৮৮৪)	১৮৮৬/১১	বিহারীলাল দাশগুপ্ত	শ্যামজ্ঞক	ঢাকা
সমালোচক	১৮৯০/০৪	সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	হার্টিকালচার	কাশীপুর, চুয়াডাঙ্গা
সমালোচনী	১৮৬৮/০৪		সত্যরত্ন	বহরমপুর
সমীরণ ১ম	১৮৮০/০৭	মাখনলাল দত্ত	পুরাণ প্রচার	৪৬ রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিট
সমীরণ	১৮৮১/০৭	কেদারনাথ চ্যাটার্জি	নীলকন্ঠ	ঢাকা
সমীরণ	১৮৮১/০৯	মাখনলাল দত্ত	গুপ্ত	২২১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
সমীরণ	১৮৮২/০৭	মাখনলাল দত্ত	জি পি রায়	২১ বউবাজার স্ট্রিট
সমীরণ	১৮৮৩/০১	মাখনলাল দত্ত	অমদা	১১৩ গ্রে স্ট্রিট
সমীরণ	১৮৮৩/০২	শশিভূষণ বিশ্বাস	অজ্ঞাত	১৭-১ বনমালী চ্যাটার্জি লেন
সমীরণ	১৮৮৩/০৮	শশিভূষণ বিশ্বাস	অমদা	১১৬ গ্রে স্ট্রিট
সমীরণ	১৮৮৫/০৪	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	আয়ুর্বেদ	১৪৬ লোয়ার সার্কুলার রোড
সমীরণ	১৮৯৬/০৮	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা (ক্যালকাটা)?	৬৭ নিমন্তলা বাট স্ট্রিট
সমাদ কৌমুদী	১৮২১/১২	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	?	
সমাদ গুণাকর	১৮৩৭/১২	গিরিশচন্দ্র বসু	গুণাকর	শ্যামপুকুর
সমাদ তিমিরনাশক	১৮২৩/১০	কৃষ্ণমোহন দাস	তিমিরনাশক	৪০ মিজাপুর স্ট্রিট
সমাদ ভাস্কর	১৮৩৯/০৩	জীনাথ রায়	ভাস্কর	শিমুলিয়া
সমাদ রত্নাকর	১৮৩১/০৮	মধুসূদন দাস	সমাদ রত্নাকর	৭১ পাণ্ডুরিয়াঘাটা স্ট্রিট
সমাদ রত্নাবলী	১৮৩২/০৭	মহেশচন্দ্র পাল (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)	রত্নাবলী	বটতলা লেন, মেছুয়াবাজার
সমাদ সারসংগ্রহ	১৮৩১/০৯	বেণীমাধব দে?	অজ্ঞাত	কলুটোলা স্ট্রিট
সমাদ সুধাকর	১৮৩১/০২	প্রমোদ রায়	সমাদ সুধাকর	জোড়াবাগান স্ট্রিট
সমাদ সুধাসিদ্ধ	১৮৩৭/০৪	কালীশঙ্কর দত্ত	সুধাসিদ্ধ?	বটতলা
সমিলনী ১ম	১৮৮৯/০৪	কালচাঁদ রায়?	শুভকরী	যশোর
সরস্বতী ১/১	১৮৮১/০৯	নন্দলাল ঘোষ	অজ্ঞাত	ঢাকা
সরোজিনী ১/১	১৮৭৪/০৯	বিহারীলাল গোস্বামী	সারস্বত	৩ ব্রজদুলাল স্ট্রিট, পাণ্ডুরিয়াঘাটা
সরোজিনী	১৮৭৫/০৩	বিহারীলাল গোস্বামী	স্ট্যানহোপ	২৪৯ বউবাজার স্ট্রিট
সর্বভূমিপিকা	১৮২৯/০৭		তিমিরনাশক	৪০ মিজাপুর স্ট্রিট
সর্বধর্ম	১৮৯৯/০৬	জ্ঞানানন্দ অবধূত	গ্রেট ইডেন	৬ ভীম ঘোষ লেন
সর্ববসরজিনী	১৮৪৪/০০		সংবাদ প্রভাকর (প্রভাকর)	৪২ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট
সর্বশুভকরী পত্রিকা	১৮৫০/০৮	মতিলাল চট্টোপাধ্যায়	সংস্কৃত	১৫৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র	১৮৫৫/০৭	অশ্বৈতচন্দ্র আঢ্য	পূর্ণচন্দ্র	কলকাতা
সর্বার্থ প্রকাশিকা	১৮৫৭/০৪	কনাইলাল পাইন	সর্বার্থপ্রকাশিকা?	১৩ গোপীকৃষ্ণ পাল লেন
সর্বার্থ সংগ্রহ ১ম	১৮৭৩/০৩	অতুলনাথ তর্কবাগীশ, কালীবর বেদান্তবাগীশ	আলফ্রেড	১৭ চৌধুরী লেন, শ্রীরামপুর
সহচরী	১৮৮৩/০৬	যোগেন্দ্রনাথ সাধু	বরাট	৯২ বউবাজার স্ট্রিট
সহচরী	১৮৮৩/১১	যোগেন্দ্রনাথ সাধু	অমদা	১১৬ গ্রে স্ট্রিট
সহচরী	১৮৮৪/০৬	যোগেন্দ্রনাথ সাধু	অজ্ঞাত	১৩ পার্বতীচরণ ঘোষ লেন
সহচরী	১৮৮৫/১০	বীরেশ্বর পাণ্ডে	সায়েন্স (বিজ্ঞান)	২০ সুকিয়া স্ট্রিট
সহচরী জাহ্নবী	১৮৮৪/১১	বীরেশ্বর পাণ্ডে	অজ্ঞাত	১৩ পার্বতীচরণ ঘোষ লেন
সহচরী জাহ্নবী	১৮৮৫/০৮	বীরেশ্বর পাণ্ডে	সায়েন্স (বিজ্ঞান)	২০ সুকিয়া স্ট্রিট
সহোদর ১/১	১৮৭৪/০৮	অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	চিকিৎসাপ্রকাশ	চুঁচড়া, হুগলি

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রাযন্ত্র:	ঠিকানা
সহোদর ১/৪	১৮৭৪/১১	অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	গুপ্ত	২৪ মির্জাফর লেন
সার্থী ১/১	১৮৯৩/০৫	সতীশচন্দ্র সেন	বি. কে. দাস	১৭ শ্রীনাথ দাস লেন
সাপ্তাহিক পরিদর্শক	১৮৭২/০৫	দুর্গাচরণ গুপ্ত	গুপ্ত	২৪ মির্জাফর লেন
সার্থী	১৮৯৩/০৭	ভুবনমোহন রায়	মিনার্ভা	৫ অক্সফোর্ড লেন
সাধনা	১৮৯১/১১	সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	আদি ব্রাহ্মসমাজ	৫৫ আপার চিৎপুর রোড
সাধারণী	১৮৭৩/১০	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	সাধারণী	১৯৬ কমমতলা, হুঁচুড়া, হুগলি
সাপ্তাহিক সমাচার	১৮৭৩/০৭	যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়	জে. জি. চ্যাটার্জি	১১৫ আমহার্স্ট স্ট্রিট
সাপ্তাহিক সম্বাদ	১৮৬৮/০৪		অজ্ঞাত	ভবানীপুর
সাবিত্রী ১/১	১৮৯৭/০২	রামযাদব বাগচী	অজ্ঞাত	৩১ বসুপাড়া লেন
সাবিত্রী	১৮৯৯/০২	বাময়াদব বাগচী	কলিকতা	১৭ নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন
সাবিত্রী	১৮৯৯/০৪	রামযাদব বাগচী	ব্রাহ্ম মিশন	২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
সাবিত্রী	১৯০০/০৫	রামযাদব বাগচী	অজ্ঞাত	৬ রাজাবাগান স্ট্রিট
সাবিত্রী	১৯০০/০৮	বাময়াদব বাগচী	অজ্ঞাত	৯ মির্জাপুর স্ট্রিট
সাবিত্রী	১৯০০/০৯	রামযাদব বাগচী	গুপ্ত	২২১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
সব সংগ্রহ	১৮৮৭/০৯	হরিলাল মুখোপাধ্যায়	কালকাতা হিঠেবী	৬৯ বারানসী ঘোষ স্ট্রিট
সারস্বত প্রসূনাঞ্জলি ১/১ মা.	১৮৮৮/১১	অমোরনাথ ঘোষ	হিন্দু	৬১ আহিরীটোলা স্ট্রিট
সারস্বত প্রসূনাঞ্জলি ১/১ পা.	১৮৯৪/০৯	অমোরনাথ ঘোষ	হটকালচার	কাশীপুর, চুয়াডাঙ্গা
সাহিত্য ১ম সংখ্যা	১৮৯০/০৬	হীবেন্দ্রনাথ দত্ত	নূতন কলিকাতা	৩ বিডন স্কোয়ার
সাহিত্য ১ম সংখ্যা	১৮৯০/০৪	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	নূতন কলিকাতা	৩ বিডন স্কোয়ার
সাহিত্য	১৮৯১/০৫	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	অজ্ঞাত	৬/১ পার্বতীচরণ ঘোষ লেন
সাহিত্য	১৮৯১/০৭	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	অজ্ঞাত	৩৮ শিবনারায়ণ দাস লেন
সাহিত্য	১৮৯২/০৫	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	ব্রাহ্ম মিশন	১৭ রঘুনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিট
সাহিত্য	১৮৯৪/০৮	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	সাহিত্য	১৩/৭ বৃন্দাবন বসু লেন
সাহিত্য	১৮৯৯/০৬	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	নিউটন	৫০ হরি ঘোষ স্ট্রিট
সাহিত্য	১৯০০/০১	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	অজ্ঞাত	৫১/২ সুকিয়া স্ট্রিট
সাহিত্য	১৯০০/০২	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	নিউটন	৫০ হবি ঘোষ স্ট্রিট
সাহিত্য	১৯০০/০৪	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	অজ্ঞাত	৬৮ কলেজ স্ট্রিট
সাহিত্য	১৯০০/০৫	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	অজ্ঞাত	৫১/২ সুকিয়া স্ট্রিট
সাহিত্য ও বিজ্ঞান	১৮৯১/০৯	যোগেশচন্দ্র মিত্র	ভিক্টোরিয়া	২ গোয়াবাগান স্ট্রিট
সাহিত্য ও বিজ্ঞান	১৮৯২/০১	যোগেশচন্দ্র মিত্র	ব্রাহ্ম মিশন	২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
সাহিত্য ও বিজ্ঞান	১৮৯২/০৫	যোগেশচন্দ্র মিত্র	ব্রাহ্ম মিশন	১৭ রঘুনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিট
সাহিত্য কল্পদ্রুম	১৮৮৯/০৭	শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য	নূতন কলিকাতা	৩ বিডন স্কোয়ার
সাহিত্য কুসুম	১৮৭৪/০৪	বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়	বুধোদয়	হুগলি
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	১৮৯৪/০৮	রঞ্জনীকান্ত গুপ্ত	বাস্মিকি	১০০/১ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	১৮৯৫/০২	রঞ্জনীকান্ত গুপ্ত	ভিক্টোরিয়া	২ গোয়াবাগান স্ট্রিট
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	১৮৯৭/০১	নগেন্দ্রনাথ বসু	অজ্ঞাত	২ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	১৮৯৭/০৮	নগেন্দ্রনাথ বসু	গ্রেট ইডেন	৬ ভীম ঘোষ লেন
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	১৮৯৯/১২	নগেন্দ্রনাথ বসু	ভারতমিহির	২৬ রুট লেন
সাহিত্য ভাণ্ডার.	১৮৭৯/০৩	মদনমোহন ভট্টাচার্য	I.T.A	৮ মল্লিক স্ট্রিট
সাহিত্য মুকুর	১৮৭১/০১	সত্যচরণ গুপ্ত	গুপ্ত	২৪ মির্জাফর লেন
সাহিত্য-রত্ন ভাণ্ডার	১৮৮৯/০৪	কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	নিউটন	১১৩ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ন্ত্র	ঠিকানা
সাহিত্য-রত্ন ভাণ্ডার	১৮৮৯/১২	কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	নিউটন	৬৭ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
সাহিত্য-রত্ন ভাণ্ডার	১৮৯০/০৫	হীরানিলা চট্টোপাধ্যায়	গুপ্ত	২২১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
সাহিত্য-রত্ন ভাণ্ডার	১৮৯০/০৮	কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	নিউটন	৬৭ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
সাহিত্য সংকলিত	১৮৬৩/০৫	যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	ফুল বুক	৪৫ মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, চৌবাপান
সাহিত্য সংহিতা ১/১	১৯০০/০৫	নৃসিংহচন্দ্র মুখার্জি	ভারতমিহির	২৬ ফ্রট লেন
সাহিত্য সংহিতা	১৯০০/১১	নৃসিংহচন্দ্র মুখার্জি	নিউ ফুল বুক	৮ ডিঙ্গন লেন
সাহিত্য সেবক	১৮৯৬/০১		অজ্ঞাত	৫১/২ সুকিয়া স্ট্রিট
সীতা	১৮৮৫/০৪	ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়	মধ্যাহ্ন	৩৯ সিমলা স্ট্রিট
সুকথা	১৮৮৯/০৬		কোচবিহার স্টেট	কোচবিহার
সুখ সেরোজ ১/১	১৮৮২/১২	সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়	সমাচার সুধার্ষব (সুধার্ষব)	১১৭ আপার চিংপুং রোড
সুখী পাখী	১৮৮৮/০৭	শ্যামপ্রসাদ বসু	সখা	২ বেনিয়াটোলা লেন
সুচিন্তা ১ম	১৮৯৪/০১	রাখালচন্দ্র সেন	অজ্ঞাত	৬১ মির্জাপুর স্ট্রিট
সুদর্শন ১/২	১৮৭৫/০২	গোপালচন্দ্র মিত্র	ইন্ডিয়ান মিরর	১৫ কলেজ স্কোয়াব
সুদর্শন ১/১	১৮৯৫/১০	বরদাকান্ত ভৌমিক	বাসালা	ঢাকা
সুধাকর ১/১	১৮৭৫/১১	বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার	ধনসিদ্ধি	বহরমপুর
সুধাকর ১/১	১৮৭৭/০৮	হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	গুপ্ত	২৪ মির্জাফর লেন
সুধাকর (২য় সংখ্যা)	১৮৭৭/০৮	হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	সুধাকর	২৬ পঞ্চাননতলা লেন, পটলডাঙ্গা
সুধাকর	১৮৭৭/০৯	হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রকৃতিবাদ	৯ সাপেগটাইন লেন
সুনীতি	১৮৮৩/১০	ভুধর চট্টোপাধ্যায়	ধর্মামৃত	বারাণসী
সুবোধিনী মা.	১৮৯১/০৫	কালিদাস মিত্র	নতুন কলিকাতা	৩ বিডন স্কোয়ার
সুলভ পত্রিকা	১৮৫৩/০৭	দ্বারকানাথ রায়	নিউ প্রেস	১২৮ প্রসন্নকুমার ঘোষ লেন
সুলভ পত্রিকা	১৮৫৪/১২	দ্বারকানাথ রায়	ইন্ডিয়ান স্কোয়ার	কলিকাতা
সুহৃদ ১ম	১৮৭৪/০৭		অণুবীক্ষণ	৯২ বউবাজার
সুহৃদ ১ম	১৮৭৫/০৪		অজ্ঞাত	ময়মনসিংহ
সুহৃদ ১ম	১৮৭৮/০৬	হলধর গুহ	অ্যালবার্ট	৩৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
সুহৃদ ১ম	১৮৭৮/১১	তারণবন্ধু শর্মা	অ্যালবার্ট	৮ মিত্র লেন
সুহৃদ	১৮৭৯/০৮	তারণবন্ধু শর্মা	অ্যালবার্ট	৮ মিত্র লেন
সুহৃদ ১/৮, ৯	১৮৭৯/০৮	তারণবন্ধু শর্মা	অ্যালবার্ট	৪৬ শিবনারায়ণ দাস লেন
সুহৃদ ১ম	১৮৯৪/০৪	রমণীমোহন ঘোষ	সুহৃৎ	১৬ টালাবাগান রোড
সুহৃদ	১৮৯৫/০৩	রমণীমোহন ঘোষ	ভারত	১১৫ আমহার্স্ট স্ট্রিট
সেবক	১৮৯১/১০	শশীভূষণ দত্ত	শ্যামসুন্দর	ঢাকা
সোমপ্রকাশ	১৮৫৮/১১	দ্বারকানাথ বিদ্যাহূষণ	বাসালা	চাঁপাতলা, কলকাতা
সোমপ্রকাশ	১৮৬২/০৪	দ্বারকানাথ বিদ্যাহূষণ	সোমপ্রকাশ	চাণ্ডিপুরোতা
সোমপ্রকাশ	১৮৮০/০৪	দ্বারকানাথ বিদ্যাহূষণ	কলকাতা	মুজাপুর, দণ্ডুরিপাড়া
সোহাগিনী	১৮৮৪/০৪	কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু, শ্যামাগিনী দে	গোলাবায়	১ পাঁচু দস্ত লেন, গরানহাটা
সৌরভ	১৮৯৫/০৮	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	অজ্ঞাত	১২ ম্যাসো লেন
সেহময়ী (১৮৯৬)	১৮৯৭/০৬	রেভা. কেরি	ব্যাপটিস্ট মিশন	৪১ লোয়ার সার্কুলার বোড
স্বদেশ সংস্কারক ১/১	১৮৮২/০৭	হরিশোহন বায়	গণেশ	৪২ জিগ জ্যাগ লেন
স্বদেশ সংস্কারক	১৮৮২/০৯	হরিশোহন বায়	নতুন সংস্কৃত	১১ সিমলা স্ট্রিট

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ত্ন	ঠিকানা
সংস্কৃত সংস্কারক	১৮৮২/১২	হরিমোহন রায়	অজ্ঞাত	১০ গ্রে স্ট্রিট
স্বাধীন জীবিকা	১৯০০/০৬	প্রতুলচন্দ্র সোম	অজ্ঞাত	৪৮ গ্রে স্ট্রিট
স্বাধীন জীবিকা	১৯০০/০৮	প্রতুলচন্দ্র সোম	ভিক্টোরিয়া?	২৪ বিডন স্ট্রিট
স্বাস্থ্য (১৮৯৭)	১৮৯৮/০৪	দুর্গাদাস গুপ্ত	অজ্ঞাত	২৩ শিবনারায়ণ দাস লেন
স্বাস্থ্য	১৮৯৮/০৫	দুর্গাদাস গুপ্ত	বেঙ্গল	১৭ মদন মিত্র লেন
স্বাস্থ্য	১৮৯৮/০৭	দুর্গাদাস গুপ্ত	ভিক্টোরিয়া	২ গোয়াবাগান স্ট্রিট
স্বাস্থ্য	১৮৯৯/০৬	দুর্গাদাস গুপ্ত	বসু (জি সি বসু)	৬৩ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট
হরিভক্তি	১৮৯৯/০৮	শ্যামাচরণ কবিরত্ন	ভিক্টোরিয়া	২ গোয়াবাগান স্ট্রিট
হরিভক্তিপ্রদায়িনী	১৮৯৯/০৪		অজ্ঞাত	২২৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
হাফেজ	১৮৯৭/০১	শেখ আবদুর রহিম	অজ্ঞাত	১৯ মির্জাফর লেন
হালিসহর পত্রিকা	১৮৭১/০৪	জানকীনাথ গাঙ্গুলি	আলফ্রেড	১৭ চৌধুরী লেন, জীরামপুর
হালিসহর পত্রিকা	১৮৭২/০৭	মদনমোহন মিত্র	কল্যাণিয়ান	৩৮ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
হালিসহর পত্রিকা ২/৮	১৮৭২/১০	মদনমোহন মিত্র	বেটিং	৫২ ওড়িশাডা লেন, বেটিং স্ট্রিট
হিতকরী	১৮৬৮/১২		আহমদী	শিয়ালদহ
হিতকরী	১৮৭১/০৩		সুলভ	ঢাকা
হিতকরী ১/১	১৮৯০/০৫		মথুরানাথ	কুষ্টিয়া, লাহিনীপাড়া
হিতবাদী ১/১	১৮৭১/০১	নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	নিউ বেঙ্গল	১৪৯ মানিকতলা স্ট্রিট
হিতবোধ ১/১	১৮৭৪/১০	অধিকাচরণ গুপ্ত	চন্দ্রোদয়	জীরামপুর, ধগলি
হিতবোধ	১৮৭৫/০৫	অধিকাচরণ গুপ্ত	সত্য	১০ গোয়াবাগান স্ট্রিট
হিতসাধক	১৮৬৮/০২	প্যারীচরণ সরকারি	স্কুল বুক	৪৫ মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, চোরবাগান
হিতসাধক	১৮৬৮/০৪	প্যারীচরণ সরকারি	স্কুল বুক	৭৭ মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, চোরবাগান
হিতসাহিনী ১ম সং	১৮৬৮/০৯	কেন্দারনাথ ঘোষ	নিউ বেঙ্গল	১৫ সুক্সিা স্ট্রিট
হিতসাহিনী	১৮৬৮/১১	কেন্দারনাথ ঘোষ	নিউ বেঙ্গল	২৭ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট
হিতসাহিনী ১ম সং	১৮৭১/০৪	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	অজ্ঞাত	বরিশাল
হিতৈষী ১/১	১৮৭৮/০১	প্যারীমোহন রত্ন	রায়	১৭ ভবানীচরণ দত্ত লেন
হিতৈষী	১৮৭৮/০৫	প্যারীমোহন রত্ন	স্ট্যানহোপ	২৪৯ বউবাজার স্ট্রিট
হিতৈষী ১ম	১৮৯৫/০৫	কালীচরণ মিত্র	হিতৈষী?	শান্তিপুর
হিতৈষী	১৮৯৯/০৩	কালীচরণ মিত্র	গ্রেট ইডেন	৬ ভীম ঘোষ লেন
হিন্দু ইন্টারপ্রিটার	১৮৬৪/০৯		গুপ্ত	১৬ মির্জাফর লেন
হিন্দু এবং মোসলমান সম্মিলনী	১৮৮৭/০৬	মুন্সী গোলাম কাদের	ভারতমিহির	৪৬ পল্লাননতলা লেন, পটলডাঙ্গা
হিন্দু দর্পণ ১/১	১৮৭৫/০৪	ষোড়শীচরণ মিত্র	সত্য	১০ গোয়াবাগান স্ট্রিট
হিন্দু দর্পণ	১৮৭৫/০৯	ষোড়শীচরণ মিত্র	মতিসাল	২২ কৃষ্ণাবন পাল লেন
হিন্দু দর্পণ (১৮৭৪)	১৮৭৬/০৪	নারায়ণদাস তপস্বী	সত্য	৫৪ কলেজ স্ট্রিট
হিন্দু দর্পণ	১৮৭৬/০৬	নারায়ণদাস তপস্বী	সত্য	২০০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
হিন্দু দর্শন	১৮৮০/০৯	বিধুভূষণ মিত্র	ক্যানিং	৯৯ কলেজ স্ট্রিট
হিন্দু দর্শন	১৮৮১/০২	বিধুভূষণ মিত্র	অজ্ঞাত	৪৬ পটুয়াটোলা লেন
হিন্দু দর্শন	১৮৮১/০৬	বিধুভূষণ মিত্র	ক্যানিং	৯৯ কলেজ স্ট্রিট
হিন্দু দর্শন	১৮৮২/০২	বিধুভূষণ মিত্র	অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রিণ্টিং ওয়ার্কস	কলিকতা
হিন্দু দর্শন	১৮৮২/০৩	বিধুভূষণ মিত্র	ডিরেক্টরি	২১ ভবানীচরণ দত্ত লেন

পত্রিকা	কাল	সম্পাদক	মুদ্রায়ত্ন	ঠিকানা
হিন্দু দর্শন ২/২.৩	১৮৮২/০৩	বিধুভূষণ মিত্র	বিধু	কলকাতা
হিন্দু দর্শন	১৮৮২/০৫	বিধুভূষণ মিত্র	সরস্বতী	২০ বামাপুকুর লেন
হিন্দু দর্শন	১৮৮২/০৬	বিধুভূষণ মিত্র	বি. পি. এম	২২ বামাপুকুর লেন
হিন্দু দর্শন	১৮৮২/০৮	বিধুভূষণ মিত্র	সরস্বতী	২০ বামাপুকুর লেন
হিন্দু দর্শন	১৮৮৩/০৮	বিধুভূষণ মিত্র	ক্যানিং	১৮ নীলামাধব সেন লেন
হিন্দু দর্শন	১৮৮৪/০৬	বিধুভূষণ মিত্র	অজ্ঞাত	৩৫ মিজার লেন
হিন্দু দর্শন	১৮৮৫/০২	বিধুভূষণ মিত্র	অজ্ঞাত	১৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট
হিন্দু গ্রন্থাবলী	১৮৭১/০৬	সীতানাথ ঘোষ	ন্যাশনাল	১৫ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
হিন্দুবিলাসী	১৮৭৪/০৭	অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	চিকিৎসাদর্পণ	ইচুড়া, হুগলি
হিন্দুবিলাসী	১৮৭৪/০৯	অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	চিকিৎসাক্ষেত্র	ইচুড়া, হুগলি
হিন্দুরঞ্জিকা	১৮৬৬/০৩	শ্রীনাথ সিংহরায়	সুলভ	ঢাকা
হিন্দুরঞ্জিকা	১৮৬৮/০৯	হরিশচন্দ্র মিত্র	তমোয়	রাজসাহী, বোয়ালিয়া, রামপুর
হিন্দুরত্নকমলাকর	১৮৫৭/০২	গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ	ভাস্কর	৯/৭ বালাখানা রোড, শোভাবাজার
হিন্দুসুহৃদ	১৮৯৩/১০	আশুতোষ মিত্র	নিউ ব্রিটানিয়া	৭৮ আমহার্স্ট স্ট্রিট
হিন্দুভিভাষ্য ১/১	১৮৭৬/০২	নিতোন্দ্রনাথ সান্যাল	পূবাপ প্রকাশ	৭৭ মানিকতলা স্ট্রিট
হীরা	১৮৯৪/০৪	অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী	হিতৈষী	ব্রাহ্মণবেড়িয়া
হুতম ১/১	১৮৭৫/০৪		নূতন সংস্কৃত	১৪ গোয়াবাগান স্ট্রিট
হুতম ১/৩১	১৮৭৫/১১	শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য	পূবাপ প্রকাশ	৭৯ মানিকতলা স্ট্রিট
হেমলতা ১/১	১৮৭৩/১০	মহেন্দ্রনাথ ঘোষ	বেষ্টিত	১৯ ম্যাসো লেন
হোমিওপ্যাথিক অনুবাদক ১৮৮৫/১১		কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য	গিরিশ	ঢাকা
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ১৮৮৫/১২		জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী,	বিপিনবিহারী মৈত্র	৮ ডিগুন লেন
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ১৮৮৬/০২		জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী,	অজ্ঞাত	১৯ সীতাবাম ঘোষ স্ট্রিট
		বিপিনবিহারী মৈত্র		
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ১৮৮৬/০৫		জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী,	ঘোষ	৪ কলেজ স্কোয়ার
		বিপিনবিহারী মৈত্র		
হোমিওপ্যাথিক	১৮৮৬/০৮	জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী,	ব্যানার্জি	১১৯ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার
চিকিৎসক ২/৬.৭		বিপিনবিহারী মৈত্র		
হোমিওপ্যাথিক	১৮৮৬/০৮	জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী,	বরাট	৯২ বউবাজার স্ট্রিট
চিকিৎসক ২/৮.৯		বিপিনবিহারী মৈত্র		
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ১৮৮৮/০৭		ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি	অজ্ঞাত	১০৯ কলেজ স্ট্রিট
হোমিওপ্যাথিক	১৮৯২/০৬	জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী	হেরাল্ড	১৮৯ বউবাজার স্ট্রিট
চিকিৎসক			প্রিন্টিং ওয়ার্কস	
হোমিওপ্যাথিক প্রচারক	১৮৮১/১০	বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়	ক্যানিং	৯৯ কলেজ স্ট্রিট
হোমিওপ্যাথিক প্রচারক	১৮৮১/১১	বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়	স্ট্যানহোপ	২৪৯ বউবাজার স্ট্রিট
হোমিওপ্যাথিক প্রচারক	১৮৮৪/০২	পূর্ণচন্দ্র সেন	শীতল	ঢাকা
(১৮৮৩)				
হোমিওপ্যাথিক প্রচারক	১৮৮৪/০৯	পূর্ণচন্দ্র সেন	গির্জা	ঢাকা
হোমিওপ্যাথিক বার্তাবহ	১৮৮৫/০৯	অক্ষয়প্রসাদ দত্ত	জি পি রায়	২১ বউবাজার স্ট্রিট
হোমিওপ্যাথিক সিরিজ	১৮৭৬/০১	বসন্তকুমার দত্ত	অশ্বীক্ষণ	১০৬ বউবাজার স্ট্রিট
হ্যানিম্যান	১৮৮৩/০৫	বসন্তকুমার দত্ত	ইডেন	৪৬ ধর্মতলা
হ্যানিম্যান	১৮৮৪/০১	বসন্তকুমার দত্ত	অজ্ঞাত	৪৬ শোভাবাজার স্ট্রিট
হ্যানিম্যান	১৮৮৬/০১	বসন্তকুমার দত্ত	ইডেন	২৬৭/১ আপাব চিংপুর রোড
হ্যানিম্যান পত্রিকা	১৮৯৬/০৮		ব্রাহ্ম মিশন	২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট

ছাপাখানার ঠিকানা বা নামের ক্রমানুসারে, মুদ্রিত পত্র-পত্রিকার নাম বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হল।

ঠিকানা	পত্রিকার নাম
১১ অভয়াচরণ সরকার লেন	ভক্তি
২৭৬ আপার চিৎপুর রোড	ভারতকুসুম বা পুস্তকনামাবলী
৩২৩ আপার চিৎপুর রোড	ভারতকুসুম বা পুস্তকনামাবলী
১১১/১ আপার চিৎপুর রোড	বীণাপাণি
৬১ আমহার্স্ট স্ট্রিট	তত্ত্ববোধ
১৩৪ আমহার্স্ট স্ট্রিট	কর্ণধার, বীণাপাণি
৩ আহিরীটোলা	শ্রীমন্ত সগুদাগর
১৭ ইডেন হসপিটাল স্ট্রিট	অনুসন্ধান
৪ উইলিয়মস্ লেন	লহরী
১ উমেশচন্দ্র দত্ত লেন	গৃহস্থালী, বঙ্গরবি
২২ ওল্ড বৈঠকখানা ২য় লেন	আহারতত্ত্ব, ত্রাণোদয়, রণরব
৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট	চিকিৎসা সম্মিলনী
১০৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট	কৃষক
১৫৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট	জগদ্ধাত্রী, প্রতিভা, মোহিনী, যমুনা
১৮৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট	কৃষক
২২৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট	আদরিণী, চিকিৎসা সম্মিলনী, পণ্ডিত, লতিকা, হরিভক্তিপ্রদায়িনী
১০/২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট	নন্দীকেশ্বর
১৭৩/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট	পদ্মা
৮ কলুটোলা স্ট্রিট	ভারত শ্রমজীবী
কলুটোলা স্ট্রিট	সম্বাদ সারসংগ্রহ
৫৫ কলেজ স্ট্রিট	বামাবোধিনী পত্রিকা
৬৪ কলেজ স্ট্রিট	আলো
৬৮ কলেজ স্ট্রিট	আলো, কৃষিতত্ত্ব, বেদব্যাস, সাহিত্য
১০৯ কলেজ স্ট্রিট	অনুসন্ধান, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক
৭১/১ কালীপ্রসন্ন দত্ত স্ট্রিট	পদ্মা
৫১/২ কালু ঘোষ লেন	গৃহস্থ সুহৃদ
৪ গোরস্থান রোড, কড়েয়া	ইসলাম প্রচারক, নূর অল ইমান
১০ গ্রে স্ট্রিট	স্বদেশ সংস্কারক
১৮ গ্রে স্ট্রিট	বিজ্ঞান দর্পণ
৪৮ গ্রে স্ট্রিট	স্বাধীন জীবিকা
১১৩ গ্রে স্ট্রিট	উপন্যাস লহরী
চোরবাগান স্ট্রিট	জ্ঞানান্বেষণ

ঠিকানা	পত্রিকার নাম
৪ জগন্নাথ শুর লেন	আলোচনা
৭৬ জ্ঞানবাজার স্ট্রিট	অনুসন্ধান, বঙ্গবন্ধু, মধ্যস্থ
৮ টেমার লেন	অনুসন্ধান
১ ডিহি শ্রীরামপুর, ইটালী	ত্রাণোদয়
৯৭ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট	ভারত
১ দেওয়ান লেন	চিকিৎসক ও সমালোচক, বীণাপাণি
২৩/১ নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিট	নবদ্বীপচন্দ্রিকা
১৫ নিউ চায়না বাজার	শৈবী
৮২ নিউ চায়না বাজার	বঙ্গবন্ধু
৪১ নিমতলা স্ট্রিট	ভারতকুসুম
৬৮ নিমতলা স্ট্রিট	আভা, কমলা, বিকাশ, বীণাপাণি
২৩ পঞ্চাননতলা লেন	আর্য্যপ্রতিভা, কর্ষধার, কল্পনা
২০ পটুয়াটোলা লেন	মহিলা
৪৬ পটুয়াটোলা লেন	ভারত দর্পণ, হিন্দু দর্শন
১৩ পার্বতীচরণ ঘোষ লেন	জাহ্নবী, পাক্ষিক সমালোচক, বিজ্ঞান দর্পণ, সহচরী, সহচরী ও জাহ্নবী
৬৫ পার্বতীচরণ ঘোষ লেন	নব্যভারত, সাহিত্য
১ পীতাম্বর দে লেন	কৃষি গেজেট
৮ বউবাজার স্ট্রিট	কালিকাপুর গেজেট
৯৯ বউবাজার স্ট্রিট	ভারতীয় মন্ত্রমন্দির
১০৭ বউবাজার স্ট্রিট	অনুসন্ধান
১৭৬ বউবাজার স্ট্রিট	সখা ও সাধী
১৭-১ বনমালী চ্যাটার্জি লেন	সমীরণ
২১ বলরাম ঘোষ স্ট্রিট	অবোধবোধিনী, কমলা, প্রভা, বীণাপাণি
৬৮ বলরাম দে স্ট্রিট	গণিত ও বিজ্ঞান, প্রকৃতি, মাসিক বিজ্ঞাপনী সম্বাদ
১৮/২ বলরাম দে স্ট্রিট	নব প্রবন্ধ
৫৪/১ বলরাম দে স্ট্রিট	পছা
৩ বসাক লেন	প্রতিনিধি
৩১ বসুপাড়া লেন	শ্রীসনাতনী, সাবিত্রী
৮৯ বারাগসী ঘোষ স্ট্রিট	বিজ্ঞান দর্পণ
৯১ বারাগসী ঘোষ স্ট্রিট	আভা
৯৮/১ বারাগসী ঘোষ স্ট্রিট	শিক্ষা পরিচর
বারাগসী ঘোষ স্ট্রিট	বঙ্গদূত
৬১ বাহির শ্যামবাজার	বিভা
২৯ বিডন স্ট্রিট	প্রয়াস

ঠিকানা	পত্রিকার নাম
৩২/৭ বিডন স্ট্রিট	প্রয়াস
৩৪ বিডন স্ট্রিট	ধর্মবন্ধু
৪৩ বৃন্দাবন বসাক লেন	নব চিকিৎসাবিজ্ঞান, পুণ্য, মালা
৪৫/৪ বেনিয়াটোলা লেন	সখা ও সাথী
৪৬ ব্রজমোহন মিত্র লেন	উদ্দীপনা
ভবানীপুর	প্রতিবাদ, সাপ্তাহিক সম্বাদ
২ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট	পদ্মা, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা
১৬৩ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট	বীণাপাণি
৪৪ মানিকতলা স্ট্রিট	আর্য্যপ্রতিভা
৯ মির্জাপুর স্ট্রিট	আলোচনা, ছায়া, পরিব্রাজক, সাবিত্রী
৫১ মির্জাপুর স্ট্রিট	নবজীবন
৬১ মির্জাপুর স্ট্রিট	কল্প, নববিধান, সুচিন্তা
১৯ মির্জাপুর লেন	হাফেজ
৩৫ মির্জাপুর লেন	গোপাল ভাঁড়, হিন্দুদর্শন
১৪ মেটকাফ স্ট্রিট	প্রচারক
১২ ম্যাপ্পো লেন	সৌরভ
৪ যুগলকিশোর দাস লেন	দরিদ্ররঞ্জন
৬ রাজাবাগান স্ট্রিট	আলোচনা, সাবিত্রী
১৪ রামচন্দ্র মৈত্র লেন	উদ্বোধন
৭ রামমোহন সাহা লেন	অনুশীলন
৩৫ বারোয়ারিতলা রোড, বেলিয়াঘাটা	শিল্প ও সাহিত্য
৯৪ লোয়ার সার্কুলার রোড	বঙ্গবন্ধু
৯৮/১ লোয়ার সার্কুলার রোড	অনুসন্ধান
১০ শঙ্কুচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিট	নন্দীকেশ্বর, শৈবী
১৬ শিবনারায়ণ দাস লেন	আর্য্যধর্ম প্রচার
২৩ শিবনারায়ণ দাস লেন	স্বাস্থ্য
৩৮ শিবনারায়ণ দাস লেন	ভারতী ও বালক, সাহিত্য
৫, ৬ শিবনারায়ণ দাস লেন	মুকুল
৪৬ শোভাবাজার স্ট্রিট	আন্দোলন, হ্যানিম্যান
৮৯ শ্যামবাজার স্ট্রিট	চিকিৎসারত্ন
৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট	ইসলাম প্রচারক, ভিষক্ দর্পণ, মিহির
৮ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট	নব্যভারত
১৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট	প্রচার, হিন্দু দর্শন, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক
৪ সুকিয়া স্ট্রিট	আভা

ঠিকানা	পত্রিকার নাম
৩১/২ সুকিয়া স্ট্রিট	দাসী, নব্যাভারত
৫১/২ সুকিয়া স্ট্রিট	অন্তঃপুর, জ্যোতি, বঙ্গজীবন, সংসদ, সাহিত্য, সাহিত্য সেবক
২৩ হর ঢোল লেন	বীণাপাণি
২১ হরিণবাড়ি লেন	সচিত্র কৃষিতত্ত্ব ও ভারতবন্ধু
৩১ হরি ঘোষ লেন	বিবেক
২০ হরিতকী বাগান লেন	রবি
২ হরিমোহন বসু লেন	সংসদ
৮ হোগলকুড়িয়া গলি	কলির নতুন অবতারণা, কৃষিতত্ত্ব, গোপাল ভাঁড়, পাক প্রশালী, সচিত্র পারস্য-কুসুম, সচিত্র বঙ্গীয় রহস্য
৩৭ হ্যারিসন রোড	জ্যোৎস্না
৯৮ হ্যারিসন রোড	আলো
উত্তরপাড়া, হুগলি	সচিত্র বঙ্গ রহস্য, সবিভা, সম্বন্ধনতোষিণী
উলুবেড়িয়া, হাওড়া	গ্রামবাসী
কুমারখালি	শৈবী
কৃষ্ণনগর	নদীয়া দর্পণ
খড়দহ	বিজ্ঞান-বিকাশ
চট্টগ্রাম	পূর্ব প্রতিধ্বনি, ভারতবাসী
চন্দননগর, হুগলি	সমাজদর্পণ
জলপাইগুড়ি	ত্রিমোতা
টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ	নববিধান, মৃতসঞ্জীবনী, নবযুবক
ঢাকা	প্রতিভা, মহাপাপ বাল্যবিবাহ, রামধনু, শুভ-সাধিনী
বর্ধমান	জ্ঞানদীপিকা, দিবাকর
বরিশাল	বঙ্গদর্পণ, হিতসাধিনী
বহরমপুর	উত্তরবাসিনী, জননী, নন্দী, নির্ঝর, প্রভাত পঙ্কজ, সংসদ
ময়মনসিংহ	আরতি, আর্য্যপ্রভা, বাসন্তী, রজনী, সুহৃদ
মালীপাড়া, বরাহনগর	অরুন্ধতী, তত্ত্বজ্ঞান, নবীন লেখক ও সমালোচন, সমালোচক
রঙ্গপুর	উৎসাহ
রাজসাহী, বোয়ালিয়া	জ্ঞানাকুর
রাণাঘাট	গ্রামবাসী
শান্তিপুর	আর্য্যবন্ধু
শ্রীরামপুর, হুগলি	কৃষি গেজেট, রুচি
সিরাজগঞ্জ, ফুলকোচা	নবযুবক
সিলেট	পরিদর্শক, সম্বাদ কৌমুদী
সৈদাবাদ	যোগিনী

ছাপাখানার নাম	পত্রিকার নাম
অণুবীক্ষণ	অণুবীক্ষণ, সুহৃদ, হোমিওপ্যাথিক সিরিজ
অদ্বৈত	সরস্বতী
অন্নদা	আদরিণী, উপন্যাস লহরী, কালভৈরব, চিকিৎসক ও সমালোচক, নবজীবন, বিজ্ঞান দর্পণ, বীণাপাণি, ভারতবান্ধব, ভূযুগ্মি কাকের নক্সা, মেডিক্যাল ইন্টেলিজেন্সার, সমীরণ, সহচরী
অপূর্ব রত্নোদয়	রাজনীতি সংগ্রহ
অবলাবান্ধব	প্রাত্যহিক সম্বাদ
অমৃতপ্রবাহিনী	অমৃতপ্রবাহিনী, অমৃতবান্ধব, আনন্দবান্ধব পত্রিকা, বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা
অরুণ	গোপাল ভাঁড়, বয়স্য
অরুণোদয়	মাসিক সমালোচক
অরোরা (হরিহর)	কৃতজ্ঞতা-কাব্য-কুসুমোপহার
অসবোর্ন প্রিন্টিং	চিকিৎসা সম্মিলনী
I.T.A.	সাহিত্য ভাণ্ডার
অজিজি	প্রচারক
আদরিণী	আদরিণী, উপন্যাস লহরী, বঙ্গীয় রহস্য, সচিত্র বঙ্গীয় রহস্য
আদি ব্রাহ্মসমাজ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ন্যাশনাল পেপার, পুণ্য, বামাবোধিনী পত্রিকা, বালক, বীণাবাদিনী, ভারতী, ভারতী ও বালক, সাধনা
আয়ুর্বেদ	আয়ুর্বেদ প্রচার, চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান এবং সমীরণ, বীণাপাণি, সমীরণ
আর্টিস্ট (ইন্ডিয়ান আর্টিস্ট)	চিত্রদর্শন, নদেরচাঁদ, মাসিক বিজ্ঞাপনী ও সম্বাদ, শিল্পতত্ত্ব ও পুষ্পাঞ্জলি, শিল্পপুষ্পাঞ্জলি
আর্টিস্ট (নারিকেলডাঙ্গা)	শিক্ষাদর্পণ
আর্য্য (সিরাজগঞ্জ)	আশালতা
আর্য্যযন্ত্র (বর্ধমান)	বর্ধমান মাসিক পত্রিকা
আর্য্য (ঢাকা)	ভিষক, সদানন্দ
আলতাফি	মিহির ও সুধাকর
আলফ্রেড	চিকিৎসা দর্পণ, সর্বার্থ সংগ্রহ, হালিসহর পত্রিকা
আশুতোষ	মোহিনী
আহমদী (টাঙ্গাইল)	আহমদী
আহমদী (শিয়ালদহ)	হিতকরী
অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রিন্টিং ওয়ার্কস	হিন্দু দর্শন
অ্যালবার্ট	চিকিৎসাতত্ত্ব, পথিক, বীণা, ডিখারিণী, সুহৃদ
ইংরাজী-সংস্কৃত (অ্যাংলো ইন্ডিয়ান) উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি	

ছাপাখানার নাম	পত্রিকার নাম
ইডেন	আদরিণী, আন্দোলন, হ্যানিম্যান
ইন্ডিয়ান	বামাবোধিনী পত্রিকা, বিংশ শতাব্দী, বেদব্যাস
ইন্ডিয়ান ফেয়ার	সুলভ পত্রিকা
ইন্ডিয়ান মিরর	ধর্মতত্ত্ব, পরিচারিকা, বামাবোধিনী পত্রিকা, বালকবন্ধু, বিয়-বৈরী, সুদর্শন
ইন্ডিয়ান রয়্যাল	রস-তরঙ্গ
ইন্ডিয়ান সান (জগদুদীপক ভাস্কর)	জগদুদীপক ভাস্কর
ইম্পিরিয়াল (নড়াইল)	আচার্য্য
ইলিসিয়াম	অন্তঃপুর, আর্থ্যপ্রতিভা, গান ও গল্প
ইস্ট ইন্ডিয়া	অবলাবান্ধব, কুমুদ বান্ধব, ধর্মসাধন, প্রতিধ্বনি, বামাবোধিনী পত্রিকা, ব্যবসায়ী, ভারত সুহৃদ, সমদর্শী
ইস্টবেঙ্গল	দুখিনী, ধর্মপ্রকাশ, নবীন, প্রকৃতি, বঙ্গবন্ধু, বাঙ্গালী, বান্ধব, বালিকা, ডিম্বক
উইকলি ল রিপোর্ট	গুণজ্ঞান রত্নসংগ্রহ
উচিত বক্তা	প্রেমপ্রচারিণী, বৈষ্ণব
উৎসাহ	উৎসাহ
উদ্বোধন	উদ্বোধন
উলুবেড়িয়া দর্পণ	উলুবেড়িয়া দর্পণ
ওরিয়েন্টাল	কল্পনা লতিকা
ওরিয়েন্টাল (ঢাকা)	রামধনু
কবিতা কৌমুদী	বিদ্রূপ
কমলাকান্ত	ভারতকুসুম বা পুষ্পকন্যামাবলী
কর	আদরিণী, কৃষিতত্ত্ব, নলিনী, বঙ্গরহস্য, লাঠীঠোষধি
করিছিয়ান	চিকিৎসা সম্মিলনী
কলম্বিয়ান	চিকিৎসা সংগ্রহ, সঙ্গীত চিন্তাসঙ্ঘোষ, হালিসহর পত্রিকা
কলিকাতা (ক্যালকাটা)	কাঁচড়াপাড়া প্রকাশিকা, বাঙ্গালী, সমীরণ
কল্পক্রম	কল্পক্রম, সৌমপ্রকাশ
কাব্যপ্রকাশ	নব প্রবন্ধ, পদ্যপ্রকাশিকা, বিজ্ঞানরহস্য, বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা, ভারত পরিদর্শন, রঙ্গভূমি
কালিকা	উদ্দীপনা, ঋষি, প্রচারক, লহরী, সাবিত্রী
কোচবিহার স্টেট	সুকথা
ক্যানিং	অবকাশ, কল্পনা, নবজীবন, বিজ্ঞান দর্পণ, হিন্দু দর্শন, হোমিওপ্যাথিক প্রচারক
ক্যালকাটা ডাইরেক্টরি	আদরিণী
ক্যালকাটা প্রাকৃত (প্রাকৃত)	আর্য্য কায়স্থ, নবজীবন, বামাবোধিনী পত্রিকা, মিত্রোদয়

ছাপাখানার নাম	পত্রিকার নাম
ক্যালকাটা হিতৈষী	চিন্তরঞ্জিনী, বিদূষক, সার সংগ্রহ
খ্রিস্টীয়ান ডার্না. এডু. সোসাইটি	বঙ্গবন্ধু, সত্যপ্রদীপ
গণেশ	প্রবাহ, রহস্য সম্ভর্ড, স্বদেশ সংস্কারক
গিরিশ	কামনা, জ্ঞানভেদ, নবীন, বাঙ্কব, বিক্রমপুর প্রকাশ, ভারত ভিখারিণী, ভিষক, মহাবিদ্যা, মিত্রপ্রকাশ, রামধনু, সচিত্র কৃষি শিক্ষা, সদানন্দ, হোমিওপ্যাথিক অনুবাদক, হোমিওপ্যাথিক প্রচারক
গিরিশ বিদ্যারত্ন	আভাস, গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, চিন্তরঞ্জন, নব প্রবন্ধ
গুণাকর	সম্বাদ গুণাকর
গুপ্ত	অবোধবন্ধু, চিকিৎসাতত্ত্ব, জ্ঞানরত্ন, তরঙ্গিণী, প্রিয়দর্শন, বসন্ত সমীরণ, বিশ্ববন্ধু, রত্নাকর, শিল্প সখা, সমীরণ, সহোদর, সাপ্তাহিক পরিদর্শক, সাবিত্রী, সাহিত্য মুকুর, সাহিত্য-রত্ন ভাণ্ডার, সুধাকর
গোলাবীয়া	সোহাগিনী
গ্রেট ইন্ডেন	অদ্ভুত ইন্দ্রজাল, কমলা, কলিকাতার নিগুঢ় তত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, গৃহস্থাসী, গোপাল ভাঁড়, চশমা, ছুটির সুভাষ, তত্ত্বমঞ্জরী, তপস্বিনী, দরিত্ররঞ্জন, দ্রব্যগুণতত্ত্ব, পাকপ্রণালী, পূজার পঞ্চানন্দ, ভারত, মন্ডলিস, সংসার চিন্তা, সর্বধর্ম, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, হিতৈষী
গ্রেট ইন্ডিয়ান	বিকাশ, বিবেক
ঘোষ	প্রজাপতি, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক
ঘোষ (চুঁচুড়া)	বাসনা
চন্দ্রশেখর	ঋষিতত্ত্ব
চন্দ্রোদয়	কুমুদিনী, জ্ঞানারুণোদয়, সংবাদ শশধর, হিতবোধ
চন্দ্রোদয় (সিরাজগঞ্জ, ফুলকোচা)	জ্ঞানপ্রভা, দেশহিতৈষিণী
চমৎকারমোহন	চমৎকারমোহন
চারু	চারুবার্তা, চারুমিহির, বঙ্গসুহৃদ
চিকাগো	আর্য্যদর্শন, সজ্জনতোষিণী
চিকিৎসাতত্ত্ব	পুরোহিত ও অনুশীলন, চিকিৎসাতত্ত্ব, জ্ঞানদীপিকা, নিরপেক্ষ ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান দর্পণ, ভারত চিকিৎসক
চিকিৎসা দর্পণ	চিকিৎসা দর্পণ, হিন্দুবিলাসী
চিকিৎসাপ্রকাশ	কুমুদিনী, চিকিৎসা কল্পক্রম, চিকিৎসা দর্পণ, পল্লীগ্রাম, সহোদর, হিন্দুবিলাসী
চিপসাইড	আর্য্য কাহিনী, মালা
চেরি	মুকুল

ছাপাখানার নাম	পত্রিকার নাম
চৈতন্য	সঙ্কলিতোষিণী
চৈতন্য চন্দ্রোদয়	সঙ্কলিতচিন্তাবিনোদিনী
জনসন	উপহার, বঙ্গদর্শন
জাহ্নবী	চিকিৎসা সম্মিলনী
জি পি রায়	বামাবোধিনী পত্রিকা, ভারতী, সমীরণ, হোমিওপ্যাথিক বার্তাবহ
জুয়েল	বিশ্বসখা, মুকুর ও মেডিক্যাল জার্নাল, মেডিক্যাল জার্নাল
জে জি চ্যাটার্জি	খ্রিস্টীয় শক্তি, বঙ্গদর্শন, বামাবোধিনী পত্রিকা, সাপ্তাহিক সমাচার
জেনারেল প্রিটিং	অবকাশ-সহচরী
জ্ঞানদর্পণ	সংবাদ কাব্যরত্নাকর, সংবাদ দিশিঞ্জয়, জ্ঞানদীপিকা পত্রিকা, নবপত্রিকা
জ্ঞানদীপক	
জ্ঞানবিকাশিনী	জ্ঞানবিকাশিনী, পরিদর্শন, পল্লীদর্শন
জ্যোতিষপ্রকাশ	চিকিৎসা সম্মিলনী, চিত্তরঞ্জিনী, নিরপেক্ষ ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান দর্পণ
টাউন	নলিনী
ঢালা মেট্রোপলিটান	দ্রব্যগুণতত্ত্ব, বস্তু বিদ্যা
ডিরেক্টরি	পারিজাত, হিন্দু দর্শন
ঢাকা নামার	ভারত সুহৃদ
তত্ত্বপ্রকাশ	কর্ণধার, ক্রীড়া ও কৌতুক, বৈষয়িক তত্ত্ব, শিল্পকৃষি পত্রিকা
তত্ত্ববোধিনী	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
তমোয়	উৎসাহ, হিন্দুরঞ্জিকা
তমোহর	কৃষিতত্ত্ব, গার্হস্থ্য চিকিৎসাবিধান, বিজ্ঞানমিহিরোদয়
তিমিরনাশক	সম্বাদ তিমিরনাশক, সর্বতত্ত্বদীপিকা
দ্বারভাঙা ইউনিয়ান	পাক্ষিক সমালোচক
দ্বৈপায়ন	বিশ্বদর্শন
ধনসিঙ্হু	কুসুম, খেয়াল, জ্যোতিষ্ময়, বিশ্বমনোরঞ্জন, মুর্শিদাবাদ সংবাদসার, সমবেদক, সুধাকর
ধর্ম	উপন্যাস লহরী
ধর্মামৃত	সুনীতি
নবজীবন	আর্য্যদর্শন, নবজীবন, মালধ
নববিভাকর	অনুসন্ধান, কৌমুদী, বিশ্বকর্মা, বেদব্যাস, সচিত্র কারিকর দর্পণ, সনাতন ধর্মকথা
নব সারস্বত	কৃষিপদ্ধতি
নব্যভারত	নববিধান, নব্যভারত, পরিচারিকা, বীরভূমি, সংসঙ্গ

ছাপাখানার নাম	পত্রিকার নাম
নিউ (নূতন) (ঢাকা)	অবকাশরঞ্জিকা, ভারত সুহৃদ
নিউ প্রেস	সুন্দ পত্রিকা
নিউ আর্য্য	নিরামিষভোজী বালক, বিষ-বৈরী, ভারত দর্পণ
নিউ আর্য্য মিশন	তৃপ্তি, শৈবী
নিউ ইডেন	উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা, বিজ্জলি, রত্নসিংহ, রহস্য সংগ্রহ
নিউ ইন্ডিয়ান (নূতন ভারত)	আর্য্যদর্শন, আর্য্যাবর্ত্তরীতিবোধিকা, বৌদ্ধবন্ধু, মহিলা, মাসিক প্রকাশিকা
নিউ গুড হোপ	ভারতের ভ্রমনিবারক ত্রৈমাসিক পত্রিকা
নিউটন	আদরিণী, আনন্দ, আভা, মোহিনী, সাহিত্য, সাহিত্য-রত্ন ভাণ্ডার
নিউ বাঙ্গালীক	অনুসন্ধান, পারিজাত, বেদব্যাস, মঙ্গলিস, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, সংসার দর্পণ, সমাজদর্পণ
নিউ বেঙ্গল	অবোধবন্ধু, চিকিৎসা সংগ্রহ, জ্ঞানরত্ন, তমোলুক পত্রিকা, দেশহিতৈষিণী, নব প্রবন্ধ, বিজ্ঞান চক্রবাক্তব, শিল্পকল্পলতিকা, হিতবাদী, হিতসাধিনী
নিউ ব্রিটানিয়া	কমলা, বিভা, মঙ্গলিস, হিন্দুসুহৃদ
নিউ মার্কেটাইল	অতিথি
নিউ সরকার	একাকিনী, পুণ্য, বহুদর্শন, ভিখারিণী, মাসিক প্রকাশিকা
নিউ স্কুল বুক	অবকাশতোষিণী, সখা ও সাথী, সাহিত্য সংহিতা, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা	নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা
নীলকণ্ঠ	সমীরণ
নীহার	কাঙ্ক্ষি
নূতন কলিকাতা	আনন্দ, কোৎকা, বসুমতী, রমণী, সাহিত্য. সাহিত্য কল্পদ্রুম, সুবোধিনী
নূতন সংস্কৃত	গার্হস্থ্য চিকিৎসাবিধান, জ্ঞানাকুর, প্রত্নকল্লনন্দিনী, প্রবাহ, স্বদেশ সংস্কারক, হৃতম
নৃত্যলাল শীল	চিকিৎসা সংগ্রহ
ন্যাশানাল	ন্যাশানাল পেপার, হিন্দু প্রদর্শক
পারিজাত	ভিনুক
পি. এম. সুর	ভারতবাসী
পিপলস্	কল্পনা, প্রচার, সমাজ দীপিকা
পুরাণ প্রকাশ	অবকাশ-সহচরী, বাঙ্গালী খ্রীষ্টিয়ান, মাসিক প্রকাশিকা, যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ, হিন্দুহিতাকাঙ্ক্ষী, হৃতম

ছাপাখানার নাম	পত্রিকার নাম
পুরাণ প্রচার	কুসুম, নবভারতী, রহস্য মঞ্জরী, সমীরণ
পুরাণ সংগ্রহ	পরিদর্শন, ভারত পরিদর্শন
পূর্ণচন্দ্র	সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র
পূর্ণচন্দ্রোদয় (বরিশাল)	পরিমলবাহিনী
পূর্ণচন্দ্রোদয়	সংবাদ অরুণোদয়, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়
প্রকৃতি	বিজ্ঞান দর্পণ
প্রকৃতিবাদ	সুধাকর
প্রমাদভঞ্জন	মাধবী
প্রয়াগ	প্রয়াগ দূত
প্রাকৃত	আর্য্যপ্রবর, চিত্রকর, ভারতবর্ষীয় আর্য্যপত্রিকা, শুভাকাঙ্ক্ষী
ওস্ত ইন্ডিয়ান (প্রাচীন ভারত)	ধর্মসাধন, বঙ্গসুহৃদ
প্রাণচৈতন্য	মধুকর, সদানন্দ
ফুলমুন প্রিটিং ওয়ার্কস	কর্ণধার
বঙ্গদর্শন	বঙ্গদর্শন, ভ্রমর
বঙ্গদূত	রিফর্মার
বঙ্গবাসী মেশিন প্রেস	কৃষি গেজেট, জন্মভূমি, বঙ্গবাসী, বেদব্যাস
বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা?	বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা
বঙ্গহিতৈষী	বঙ্গহিতৈষী, ভারত সুহৃদ
বণিক	নব্যভারত
বরদৈশ্বরী	ত্রিপুরা বার্তাবহ, দর্পণ
বরাট	আর্য্য কায়স্থ, নন্দী, নবযুগ, প্রতিধ্বনি, প্রসূন, বঙ্গদর্শন, বিজ্ঞান দর্পণ, শিক্ষা পরিচর, সহচরী, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক
বর্ধমান	পঞ্চানন্দ, বর্ধমান সঞ্জীবনী
বসু (জি সি বসু)	আর্য্যদর্শন, চিন্তা, জ্যোৎস্না, তৃপ্তি, ধ্বজধ্বজী, বামাবোধিনী পত্রিকা, স্বাস্থ্য
বসু মিত্র অ্যান্ড কোং	আলোচনা
বাগবাহার	কাশীবার্তা প্রকাশিকা, ভৈরবদণ্ড
বাঙ্গাল গেজেট	বাঙ্গাল গেজেট
বাঙ্গালা (ঢাকা)	অধ্যয়ন, কবিতাকুসুমাবলী, চিত্তরঞ্জিকা, ঢাকা প্রকাশ, নবব্যবহার সংহিতা, মনোরঞ্জিকা, শ্রীক্ষেত্র চিত্র, সুদর্শন
বাঙ্গালা	সোমপ্রকাশ
বাণী	উৎস, উৎসাহ, ঐতিহাসিক চিত্র
বার্তাবহ	রঙ্গপুর বার্তাবহ
বাস্তবিক	আর্য্যাবস্তরীতিবোধিকা, গৃহীসখা, প্রতিমা, মোহিনী, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

ছাপাখানার নাম	পত্রিকার নাম
বি. কে. দাস	দীপিকা, বস্তুবিদ্যা, সাধী
বি. পি. এম	কমলিনী, বোধবিকাশিনী, হিন্দু দর্শন
বিজয়রাজ	দেশহিতৈষিণী, পাদ্বিক প্রকাশিকা
বিজ্ঞাপনী	বিজ্ঞাপনী, বিদ্যোন্মতিসাহিনী
বিডন	আর্যদর্শন, রজনী রহস্য, শিক্ষা সমালোচনা
বিদ্যাকল্পক্রম	সত্যার্ণব
বিধান	পরিচারিকা
বিশ্বপ্রকাশ	বিচারক
বিশ্ববিনোদ	অনাখিনী, উচিত বক্তা, বিনোদিনী
বিশ্বমনোরঞ্জন	ভারতরঞ্জন, সংবাদ ভারতবন্ধু
বিশ্বমুদ্র	পল্লীবাসী
বিষ্ণু	হিন্দু দর্শন
বীণা	অনুসন্ধান, চিকিৎসাদর্শন, নবজীবন, প্রচার, বঙ্গদর্শন, বীণা, ভিষক্ দর্পণ, ভূত
বুধোদয়	ভারত সঞ্জীবন, শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার, সাহিত্য কুসুম
বৃন্দাবন	বৃন্দাবন
বেঙ্গল	অন্তঃপুর, দাসী, বঙ্গবন্ধু, বীণাপাণি, বেদব্যাস, শিক্ষা পরিচর, শৈশব সখা, শোভা, স্বাস্থ্য
বেঙ্গল প্রিন্টিং কোং	মাসিক প্রকাশিকা
বেঙ্গল সুপিরিয়র	বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা
বেদান্ত	আদরিণী, প্রসূতিশিক্ষা নাটক, বিবিধ তত্ত্ব
বেস্টিক	দূত, বঙ্গসুহৃদ, হালিসহর পত্রিকা, হেমলতা
ব্যবসায়ী	মুকুন্দমালা
ব্যানার্জি	হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক
ব্যাপটিস্ট মিশন	খ্রীষ্টীয় বাহুব, ছাত্রমিত্র, দীপ্তি প্রকাশিকা, রহস্য সন্দর্ভ, মেহময়ী
ব্যাস	প্রজাবন্ধু
ব্রাহ্মণবেড়িয়া হিতৈষিণী	ব্রাহ্মণবেড়িয়া হিতৈষিণী
ব্রাহ্ম মিশন	আশা, দাসী, ধর্মবন্ধু, নবযুগ, নব্যভারত, প্রদীপ, বঙ্গগৃহ, বামাবোধিনী পত্রিকা, মুকুল, সাবিত্রী, সাহিত্য, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, হ্যানিম্যান পত্রিকা
ব্রাহ্মসমাজ	ইন্ডিয়ান মিরর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
ব্রিটানিয়া ইন্ডিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস	দিল্লীকা লাড্ডু
ভবানী	মুসলমান বন্ধু
ভারত	ছাত্র, দীপ্তি প্রকাশিকা, প্রসূন, ভারতী, ভিষক্ দর্পণ, সম্বন্ধনচিত্তবিনোদিনী, সুহৃদ

ছাপাখানার নাম	পত্রিকার নাম
ভারত দর্পণ	উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি, কল্প, চিকিৎসা সম্মিলনী
ভারতমিহির	আলোচনা, জমিন্দারী পঞ্চায়েত, নবনলিনী, নির্মাল্য, প্রদীপ, প্রভাত সমীরণ, বীণাবাদিনী, বৈষয়িকতত্ত্ব, বৈষ্ণব, ভারতমিহির, ভারতী, ভিষক দর্পণ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সাহিত্য সংহিতা, হিন্দু এবং মোসলমান সম্মিলনী
ভারতমিহির (ময়মনসিংহ)	সঞ্জীবনী
ভারত সুহৃদ	কিরণ, ভারত সুহৃদ
ভারতী	পুরোহিত, ভারতী
ভাস্কর	সমাচার জ্ঞানদর্পণ, সম্বাদ ভাস্কর, হিন্দুরত্নকমলাকর
ভিক্টোরিয়া	আলোচনা, ধর্মবন্ধু, নব্যভারত, পাক্ষিক সমালোচক, বিচারক, বেদব্যাস, ব্যবসায়ী, ভিষকবন্ধু
ভিক্টোরিয়া (২)	আদরিণী, আশুচিকিৎসাপদ্ধতি, উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি, নববিধান, পরিচারিকা, বঙ্গগৃহ ব্রহ্মতত্ত্ব, ভারতী ও বালক, রবি, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, স্বাধীন জীবিকা, স্বাস্থ্য, হরিভক্তি
মণিরাম	চিকিৎসা সম্মিলনী, ব্রাহ্মণ
মতিলাল	বঙ্গীয় ভাঁড়, মধুকর, রত্নাকর, হিন্দু দর্পণ
মধুরানাথ	কাস্তালের ব্রহ্মাণ্ড-বেদ, কোহিনুর, গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, শৈবী, হিতকরী
মধ্যস্থ	আভা, গান ও গল্প, চিকিৎসা সম্মিলনী, তত্ত্বমঞ্জরী, নবনলিনী, মধ্যস্থ, সম্বন্ধনতোষিণী, সীতা
মহেশ্বর	শাস্তি
মাহমুদিয়া	আশালতা
মিনার্ভা	বামাবোধিনী পত্রিকা, মানসমোহিনী, সাধী
মুখার্জি	বাঁকুড়া দর্পণ
মেটকাফ	আহারতত্ত্ব
ঢালা মেট্রোপলিটান	কারিকর দর্পণ, কুসুম মালা, কৃষিতত্ত্ব, বিশ্বকর্মা, বৈষ্ণব, ভারত, ভারতে হরিধ্বনি, সঙ্গিনী, সচিত্র কারিকর দর্পণ
মোহন	অনুশীলন, অনুশীলন ও পুরোহিত
রঘুনাথ	বঙ্গবালা
রত্নাবলী	সম্বাদ রত্নাবলী
রাজকীয়	আদর্শ, দুরাশা, প্রকৃতিরঞ্জন, ভারতী, সমাজরঞ্জন
রাজসাহী	রাজসাহী পত্রিকা, রাজসাহী সংবাদ
রামায়ণ	উপন্যাস লহরী, প্রচার
রায়	অবলাবান্ধব, আর্যদর্শন, বিজ্ঞান দর্পণ, বিশ্ববন্ধু, সখা ও সাধী, হিতৈষী

ছাপাখানার নাম	পত্রিকার নাম
রিলেয়েন্স	অদৃষ্ট, জ্ঞানবিকাশিনী
লোকাল	অবকাশ-সহচরী
শঙ্কুচন্দ্র	রচনাবলী
শাস্ত্রপ্রকাশ	শাস্ত্রপ্রকাশ
শীতল	রত্নাকর, হোমিওপ্যাথিক প্রচারক
শুভকরী	শুক-সারি, তত্ত্ববোধ, সন্মিলনী
শ্যামসুন্দর	রামধনু, সমাজসংস্কার, সেবক
শ্রীরামপুর মিশন	দিগদর্শন, গসপেল ম্যাগাজিন, সত্যপ্রদীপ, সমাচার দর্পণ
সংবাদ প্রভাকর (প্রভাকর)	আয়ুর্বেদ-দর্পণ, পাশুপীড়ন, বিশ্বাসী, বিষ-বৈরী, সংবাদ দ্বিজরাজ, সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ সাধুরঞ্জন, সংবাদ সুজনরঞ্জন, সত্যধর্মপ্রকাশিকা, সর্বরসরঞ্জিনী
সংসার	কুমার
সংস্কৃত	সর্বশুভকরী পত্রিকা
সখা	আলোচনা, রণরব, সখা, সুখী পাখী
সত্য	দর্শক (মা.) বৈষয়িকতত্ত্ব, মনোহর, হিতবোধ, হিন্দু দর্পণ
সত্যপ্রকাশ	আর্য্যরঞ্জন, গ্রামদূত, বালারঞ্জিকা, মাসিক নন্দীর সংগহ, সংক্ষিপ্ত ইন্ডিয়ান ল রিপোর্ট, সত্যপ্রকাশ
সত্যরত্ন	জ্ঞানদীপিকা পত্রিকা, মধুকরী, সমালোচনী
সত্যার্গব	এডুকেশন গেজেট
সনাতন	অঞ্জলি
সমর্থ কোষ	নব্যভারত
সমাচার চন্দ্রিকা	দুর্জয়ন দমন মহানবমী, সমাচার চন্দ্রিকা
সমাচার সুধাবর্ষণ	ভারত হিতৈষিণী, সমাচার সুধাবর্ষণ
সমাচার সুধার্ণব (সুধার্ণব)	নলিনী, প্রেমচারিণী, সুখ সরোজ
সমাজ দর্পণ	একাকিনী
সম্বাদ জ্ঞানরত্নাকর	অবকাশবন্ধু
সম্বাদ রত্নাকর	সম্বাদ রত্নাকর
সম্বাদ সুধাকর	সম্বাদ সুধাকর
সরকার	সমাজদর্পণ
সরস্বতী	গোপাল ভাঁড়, হিন্দু দর্শন
সর্বার্থ প্রকাশিকা	সর্বার্থ প্রকাশিকা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ	আলাপিনী, তত্ত্বকৌমুদী, ভারত শ্রমজীবী, ভিষকবন্ধু, সখা
সাধারণী	আর্য্যপ্রতিভা, কুমুদিনী, পঞ্চানন্দ, প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ, বিনোদিনী, সাধারণী
সাপ্তাহিক সংবাদ	আমাদের পত্রিকা, জ্ঞানান্দুর, জ্যোতিরিন্দ্রণ, বঙ্গদর্শন, বঙ্গ- মিহির, শাস্ত্রপাঠ

ছাপাখানার নাম	পত্রিকার নাম
সাবিত্রী	চুঁচুড়া বার্তাবহ, পূর্ণিমা
সাম্য	প্রদীপ, বিশ্বজীবন, ভারতী, ভিষকবন্ধু
সায়েন্স (বিজ্ঞান)	জাহ্নবী, বিজ্ঞান দর্পণ, বিরহিণী, বেদব্যাস, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, সঙ্জনতোষিণী, সহচরী, সহচরী জাহ্নবী
সারস্বত	পূর্ণ শশী, সরোজিনী
সাহস	সচিত্র ভারত সংবাদ
সাহিত্য	আর্য্যপ্রবর, ধরণী, প্রভা, বিদূষক, মাসিক প্রকাশিকা, সনাতন ধর্মোপদেশিনী, সাহিত্য
সাহিত্য সংগ্রহ	দর্শন (মা.), প্রিয়দর্শন
সাহিত্য সুধাকর	কল্পলতা, বঙ্গমহিলা, ললনা সুন্দরী, শিবদায়িকা পত্রিকা
সূচাক্ষ	অতিথি, আলোচনা, ছাত্র, তমোলুক পত্রিকা, বসন্তক
সূচাক্ষ (লালচাঁদ বিশ্বাস)	মধুকর, রহস্য সন্দর্ভ
সুধাকর	কল্পনা লতিকা, নবযুগ, পঞ্চামন্দ, প্রকৃতি, সুধাকর, সম্বাদ সুধাসিদ্ধ
সুবার্ভন	আর্য্যপ্রতিভা, বিশ্বদর্শন, মিত্রোদয়
সুলভ	অবলাবান্ধব, উদ্যোগবিধায়িনী, কাব্যপ্রকাশ, ঢাকা দর্পণ, ধূমকেতু, নারী শিক্ষা, পক্ষীবিজ্ঞান, বান্ধব, হিতকরী, হিন্দুরঞ্জিকা
সুহৃৎ	অবোধবোধিনী, প্রভা, সুহৃদ
সেন	পুষ্পহার
সেন অ্যান্ড সন্স	দরিদ্ররঞ্জন, নব্যভারত, যমুনা
সোমপ্রকাশ	কল্পক্রম, পাবনা দর্পণ, ব্যবসায়ী, সোমপ্রকাশ
সৌদামিনী	সংবাদ সৌদামিনী
স্কুল বুক	অবোধবন্ধু, আদরিনী, কৃষি গেজেট, চিকিৎসা সম্মিলনী, পঞ্চাবলী, বামাবোধিনী পত্রিকা, বিশ্বাসী, সাহিত্য সংক্ৰান্তি, হিতসাধক
স্ট্যানহোপ	আর্য্যাবস্তরীতিবোধিকা, উপহার, বঙ্গমহিলা, বামাবোধিনী পত্রিকা, সরোজিনী, হিতৈষী, হোমিওপ্যাথিক প্রচারক
স্ট্যান্ডার্ড	কল্প, পশ্চিম
স্যান্ড্রানন্দ স্টিম মেশিন	বঙ্গজীবন
হটিকালচার	সমালোচক, সারস্বত প্রসূনাঞ্জলি
হরি	ঘটক, ছাত্র, দরিদ্ররঞ্জন, নদীয়াবাসী, ভারতভূমি, মাসিক, মোহিনী, সঙ্গিনী, সঙ্জনতোষিণী
হিতৈষিণী	ঔষা, হীরা
হিতৈষী	হিতৈষী

ছাপাখানার নাম	পত্রিকার নাম
হিন্দু	উৎসাহ, বিকাশ, বীণাপানি, সারস্বত প্রসূনাঞ্জলি
হিন্দু পেট্রিয়ট	বঙ্গ বার্তাবহ, সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা
হিন্দু সংকল্পমালা	সংসারতত্ত্ব
হীরা / ডায়মন্ড	চুঁচুড়া বার্তাবহ, জননী, জ্যোৎস্নাহার
হেয়ার	বাসনা, সনাতন ধর্মকণা
হেরাশ্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস	চিকিৎসা সম্মিলনী
	অনুসন্ধান, ষ্ট্রীট মাইল, প্রচার, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক

তালিকায় দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি (২০টি) পত্র-পত্রিকা ছাপিয়েছে গ্রেট ইন্ডেন প্রেস। এরপর ক্রমানুযায়ী ১০টি পর্যন্ত পত্র-পত্রিকা ছাপা হয়েছে—শুগু প্রেস (১৬টি), ভারত মিহির, ডিক্টোরিয়া (২) (১৫টি করে), গিরিশ (১৪টি), অন্নদা (১২টি), ব্রাহ্ম মিশন (১৩টি), নিউ বেঙ্গল, বরাট, প্রভাকর, সুলভ (১০টি করে) প্রেস থেকে।

যে-সব পত্র-পত্রিকার কোনো সংখ্যার ছাপাখানার নাম পাওয়া যায়নি, তাদের নাম-প্রকাশকাল-সম্পাদকের নাম দেওয়া হল—

অদ্বয়তত্ত্বপ্রদর্শিকা পত্রিকা (১৮৫৬) দ্বারকানাথ হোড়, অনুবাদিকা (১৮৩১) ভোলানাথ সেন, অপূর্ব পঞ্চায়েৎ (১৮৮৮) উপেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, অমাবস্যা (১৮৬২), অরুণোদয় (১৮৫৬) লালবিহারী দে, আক্কেল গুডুম (১৮৪৭) ব্রজনাথ বঙ্গ, আজীজন নেহার (১৮৭৪) মীর মশাররফ হোসেন, আয়ুর্বেদ পত্রিকা (১৮৬৩) দ্বারকানাথ দাস, আয়ুর্বেদ সঞ্জীবনী (১৮৮৪) ভগবতীপ্রসন্ন সেন, আর্যদর্পণ (১৮৭৭), আর্যধর্মপ্রকাশিকা (১৮৭০), আর্যধর্মপ্রচারক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত (১৮৮৯) ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী, আর্যপ্রদীপ (১৮৭৮) রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর, আর্যবিদ্যাসুধানিধি (১৮৭৮) ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী, আর্যবোধক (১৮৭২) মথুরানাথ শর্মা, আর্যসমাচার (১৮৯৮), আর্য সুহৃদ পত্রিকা (১৮৯৬), আর্যোদয় (১৮৭১) প্রিয়নাথ শুগু, আলোক (১৮৮৩), আসাম-মিহির (১৮৭২) যদুনাথ চক্রবর্তী, ইন্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক রিভিউ (১৮৮২) বিহারীলাল ভাদুড়ি, ইসলাম প্রচারক (১৯০০) মধু মিয়া, উৎকল ময়ূখ (১৮৭৮), উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা (১৮৫৬) বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া মাসিক পত্রিকা (১৮৬৮) রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, উদ্ধার ও উত্থান (১৯০০), উষা (১৮৮২) তারকানাথ অধিকারী,

কলিকাতা পত্রিকা (১৮৫৮) মথুরানাথ দত্ত, কলিকাতা বার্তাবহ (১৮৫৮), কল্পতরু (১৮৮২) অপূর্বকৃষ্ণ দত্ত, কল্পতরু (১৮৮৮) পরেশনাথ বিশ্বাস, কল্পলতিকা (১৮৬৮) রামসর্বস্ব বিদ্যায়ুগল, কাদাল (১৮৯৯), কায়স্থ কৌস্তভ (১৮৪৪) রাজনারায়ণ মিত্র, কালনা প্রকাশ (১৮৭৮), কাশীপুর নিবাসী (১৮৮৮) প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কিউরোপ্যাথিক চিকিৎসা (১৮৯৬) বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত, কুমারী পত্রিকা (১৮৮৫), কুশদহ (১৮৮৫), কুশদহ পাক্ষিক পত্রিকা (১৮৭৭), কুসুম (১৮৯৮), কোকিল (১৮৯৯) নিশিকান্ত ঘোষ, কোচবিহার মাসিক পত্রিকা (১৮৭৭) রঙ্গিনারায়ণ কুমার, কৌমুদী (১৮৭৮) রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর, কৌমুদী (১৮৯৪) বিপিনচন্দ্র পাল, কৌস্তভ কিরণ (১৮৪৯) ব্রজমোহন চক্রবর্তী, ষ্ট্রীট প্রহরী (১৮৮৭), গদ্যপ্রসূন (১৮৬১)

মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, গবীষ ও মহাবিদ্যা (১৮৮৭), গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (১৮৮৬) অমৃতলাল বসু, গুরুচরণ (১৮৮৯), গোয়ালপাড়া হিতসাহিনী (১৮৭৪), গৌড়দূত (১৮৮৮), গৌরব (১৮৮৮), ঘাটাল (১৮৮৩),

চট্টল গেজেট (১৮৮৮), চন্দ্রবিলাস (১৮৮৮), চন্দ্রশেখর (১৮৭৮), চন্দ্রহাস (১৮৮৮), চন্দ্রিকা (১৮৮১), চার আনা পত্রিকা (১৮৩৩), চিকিৎসক (১৮৬৬), চিকিৎসক (১৮৯০) বিনোদবিহারী রায়, চিকিৎসারত্নাকর (১৮৫৩) হুগলধর সেন, চিকিৎসালহরী (১৮৯০), চুচুড়া প্রকাশিকা (১৮৭১), চুধক নজীর (১৮৭৬), চৈতন্যমতবোধিনী (১৮৯১), রাধিকাপ্রসাদ ভাগবতরত্নাকর, ছাত্রসখা (১৮৯১), ছোট জাগুলিয়া হিতৈষী মাসিক পত্রিকা (১৮৫৩), ছোট জাগুলিয়া হিতৈষী সত্বর বক্তৃতা (১৮৫৩), জগৎবাসী (১৮৮৭) রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ, জগদ্বন্ধু (১৮৪৬) সীতানাথ ঘোষ, জন্মভূমি (১৮৯০) পঞ্চানন তর্করত্ন, জাতীয় সুহৃৎ (১৮৮২), জ্ঞানচন্দ্রিকা (১৮৬০) বলাইচাঁদ সেন, জ্ঞানচন্দ্রোদয় (১৮৪৮) রাধানাথ বসু, জ্ঞানদর্শন (১৮৫১) শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানদীপিকা (১৮৪০) ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানপ্রদায়িনী পত্রিকা (১৮৬৯), জ্ঞানপ্রভা (১৮৮০) উমেশচন্দ্র রায়, জ্ঞানবিকাশিনী (১৮৮২), জ্ঞানবোধিনী (১৮৫৫), জ্ঞানলহরী (১৮৬৯) গোপালচন্দ্র মিত্র-বিজয়কেশব বসু, জ্ঞানসঞ্চারিণী (১৮৪৭) গদানারায়ণ বসু, জ্ঞানসিন্ধুতরঙ্গ (১৮৩২) রসিককৃষ্ণ মল্লিক, জ্ঞানোদয় (১৮৩১) রামচন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণধন মিত্র,

ঢাকা গেজেট (১৮৮৬) শশিভূষণ রায়, ঢাকা দর্শক (১৮৭৫), ঢাকাবার্তা প্রকাশিকা (১৮৬২) রামচন্দ্র ভৌমিক, তত্ত্ববিকাশিনী (১৮৬৭), তত্ত্বকল্পতরু (১৮৮১) প্রসন্নকুমার কর চৌধুরী, ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী (১৮৬০) কৈলাসচন্দ্র সরকার, ত্রিপুরা পত্রিকা (১৮৭৬), দর্শক (সা.) (১৮৭৪), দর্শক (সা.) (১৮৯৫), দলবৃত্তান্ত (১৮৩২), দিনাজপুর পত্রিকা (১৮৮৫) ব্রজেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী, দিবাকর (১৮৭৮) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দুর্লভ অনাথবন্ধু (১৮৭৫) অনাথবন্ধু ঠাকুর, দুর্লভ সমাচার (১৮৭১), দূরবীক্ষণিকা (১৮৫০) দ্বারকানাথ মজুমদার, দৈনিক (১৮৮৫) কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দৈনিক চন্দ্রিকা (১৮৯৮) যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, দৈনিক চন্দ্রিকা (১৮৯৮) যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, দৈনিক বার্তা (১৮৮৩) গিরীন্দ্রলাল চৌধুরী, স্বৈভাষিকী (১৮৮৭) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ধর্মজীবন (১৮৯৯) শীতলচন্দ্র বেদান্তভূষণ, ধর্মতত্ত্ব (১৮৬৪), ধর্ম নিগম (১৮৮৭), ধর্মপ্রচারক (১৮৭৭), ধর্মপ্রচারিণী (১৮৬৪) অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-রাজেন্দ্রনাথ গুহ, ধর্মবিষয়ক প্রতিবাদ (১৮৮০), ধর্মমর্মপ্রকাশিকা (১৮৫০) গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ধর্মরাজ (১৮৫৩) তারকনাথ দত্ত, ধর্মসুহৃৎ (১৮৮৮) রামচন্দ্র মল্লিক, ধুমকেতু (১৮৮৬) শিবকৃষ্ণ মিত্র, নক্ষত্র (১৮৮০), নববার্ষিকী (১৮৭৭) দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নববিভাকর (১৮৭৯) গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, নবমিহির (১৮৯০) রামগোপাল ভট্টাচার্য, নিত্যানন্দদায়িনী পত্রিকা (১৮৭০), নীহার (১৮৮৩),

পতাকা (১৮৮৪) জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, পরিণাম (১৮৮৫) কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, পরিদর্শক (১৮৬১) জগন্মোহন তর্কালঙ্কার-মদনমোহন গোস্বামী, পরীক্ষা (১৮৮৯) হৃদয়নাথ মৈত্র, পল্লীগ্রাম বার্তাবহ (১৮৬৮), পল্লীপ্রকাশ (১৮৮৬) যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, পাগলিনী (১৮৮৮) লালমোহন বিশ্বাস, পাটনা ধর্মসভা মাসিক পত্রিকা (১৮৮১) অধিকাচরণ ঘোষ, পারিল বার্তাবহ (১৮৭৪) আনিসউদ্দিন আহম্মদ, পীর গোরাচাঁদ (১৮৮৮), পুলিশ গেজেট ও বঙ্গবার্তাবহ (১৮৭৩),

পূর্ণিমা (১৮৫৯) বিহারীলাল চক্রবর্তী, পৃথিবী (১৮৯১), প্রকৃত মৃদগর (১৮৫৪), প্রকৃতি (১৮৯১) অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রচার (১৯০০), প্রচারিকা (১৮৭০) প্যারীলাল সিংহ, প্রতিকার (১৮৭৬), প্রতিরাসী (১৮৯৮), প্রতিবিম্ব (১৮৭৫) রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ, প্রবাহিনী (১৮৮৭) বিপিনবিহারী চক্রবর্তী, প্রভা (১৮৯৪) পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, প্রভা (১৮৯৬), প্রভাত (১৯০০) নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রভাত সমীর (১৮৭৫) ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, প্রভাতী (১৮৭৯) ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, প্রভৃতি (১৯০০), প্রমোদিনী (১৮৭৩), প্রমোদী (১৮৭৫), প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী (১৯০০) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ফরিদপুর হিতৈষিনী (১৮৮৯), ফুলতন্তু প্রকাশিকা (১৮৮২) গিরিজাভূষণ দে,

বশুড়া দর্পণ (১৮৯৫), বঙ্গদূত (১৮৬৯) সি ই ড্রিবার্গ, বঙ্গনিবাসী (১৮৯০) বামদেব দত্ত, বঙ্গপ্রভা (১৮৯১) বিপিনবিহারী কোলে, বঙ্গবন্ধু (১৮৮২) রামচন্দ্র রায়, বঙ্গবাসিনী (১৮৮৩), বঙ্গবিধান (১৮৭৩), বঙ্গবিলাপ (১৮৮২) কাশীনাথ চৌধুরী, বঙ্গভূমি (১৮৯৯), বঙ্গ মহিলা (১৮৭০) মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়, বঙ্গমিত্র (১৮৭৭), বঙ্গহিতাধিনি (১৮৬১) শিবকৃষ্ণ দত্ত, বঙ্গহিতৈষিনী (১৮৭৫) বঙ্কুবহারী সান্যাল, বঙ্গীয় রহস্য (১৯০০), বঙ্গোজ্জ্বল (১৮৬২), বনকুসুম (১৮৭৫), বর্ধমান চন্দ্রোদয় (১৮৪৯) রামতারণ ভট্টাচার্য, বর্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী (১৮৪৯) বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর বার্তাবহ (১৮৭১), বরাহনগর সমাচার (১৮৭৩) শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরিশাল বার্তাবহ (১৮৭০) ঈশ্বরচন্দ্র কর, বরিশাল হিতৈষী (১৮৯৬) রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা রাজকীয় গেজেট (১৮৭৬) রাধামাধব হালদার, বাণিজ্য দর্পণ (১৮৯৬), বাণিজ্য ভাণ্ডার (১৮৮৬), বারাগসী চন্দ্রোদয় (১৮৪৯) উমাকান্ত ভট্টাচার্য, বারুইপুর চিকিৎসাতন্তু (১৮৭৩) পূর্ণচন্দ্র দাস, বার্তাবহ (১৮৮২), বালক হিতৈষী (১৮৮১) জ্ঞানকীপ্রসাদ দে, বাল্যবন্ধু (১৮৮৩) জে ই পেন, বিকাশ (১৮৯৩), বিজলী (১৮৮৭) পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, বিজ্ঞান (১৮৯৪) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞানকৌমুদী (১৮৬০) জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, বিজ্ঞানদর্পণ (১৮৭৬), বিজ্ঞানসারসংগ্রহ (১৮৩৩), বিজ্ঞানসেবধি (১৮৩২), বিদ্যাদর্পণ (১৮৫৩), প্রিয়মাধব বসু-যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাদর্শন (১৮৪২) অক্ষয়কুমার দত্ত, বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১) রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিবেক (১৮৮৮), বিভাকর (১৮৭১) নবীনচন্দ্র দাস, বিরীয়া পত্র (১৮৭৫) রেভা. এস সি ঘোষ, বিশ্বদর্পণ (১৮৭২) মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ-তারাকুমার কবিরত্ন, বিশ্বদূত (১৮৭১), বিশ্বদূত (১৮৯৯) যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্ববিলোকন (১৮৫২), বিশ্বসুহাদ (১৮৭৬), বিহারদূত (১৮৭৬), বৃহস্পতি (১৮৯৬) বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত, বেঙ্গল মিসলেনি (১৮৮১) জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল স্পেকট্রটর (১৮৪২) রামগোপাল ঘোষ, বেদ (১৮৯৫) কেদারনাথ বিদ্যাবিনোদ, ব্রহ্মাণ্ডবাক্সার (১৮৮৮) চণ্ডীচরণ বসু, ব্রাহ্মজীবন (১৮৮৪), ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১), ভক্তিসূচক (১৮৩৫), ভারতদর্পণ ও পুলিশ বার্তাবহ (১৮৭৩), ভারত নক্ষত্র (১৮৭৫), ভারত পরিদর্শক (১৮৭১), ভারতবণিক (১৮৮৩), ভারতবন্ধু (১৮৮১), ভারতবন্ধু ও জাহানাবাদ পত্র (১৮৮৮) আশুতোষ গুপ্ত, ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ (১৮৫৩) প্যারীচাঁদ মিত্র, ভারতবর্ষীয় সভা। মাসিক বিজ্ঞাপনী (১৮৫৯), ভারতবর্ষীয় সমাচার পত্রিকা (১৮৫৮) তারকচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারতবর্ষীয় সন্ধানপত্র (১৮৬১) তারকচন্দ্র চূড়ামণি, ভারত ভগিনী (১৮৮৯), ভারতভাতি (১৮৭৬), ভারতভূমি (১৮৮৩), ভারতভৃত্য (১৮৭২), ভারত শ্রমজীবী (১৮৭৪), ভারতশ্রী (১৮৯৮), ভারত সংস্কারক (১৮৭৩) উমেশচন্দ্র দত্ত,

ভারত-সুহাদ (১৮৭৩), ভারত হিতৈষী (১৮৮২), ভোজবাজী (১৮৮৫) অমৃতলাল বসু, মঙ্গল উষা (১৮৬০), মজিলপুর পত্রিকা (১৮৫৬), মদ না গরল (১৮৭১), মধুমক্ষিকা (১৮৭৫), মনোহর (১৮৬০) উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মর্ম্ম ধুরন্ধর (১৮৫৬), মহাজন দর্পণ (১৮৪৯) জয়কালী বসু, মানভূম (১৮৯৯) রাখালদাস ভট্টাচার্য, মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর জিহ্বা (১৮৮৮), মাসিক উপন্যাস (১৮৯২), মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪) প্যারীচাঁদ মিত্র-রাধানাথ শিকদার, মুর্শিদাবাদ পত্রিকা (১৮৭২), মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি (১৮৭৬), মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী (১৮৪০) গুরুদয়াল চৌধুরী, মুর্শিদাবাদ হিতৈষী (১৮৭০) বনোয়ারিলাল মুখোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদ হিতৈষী (১৮৯৩) বৈকুণ্ঠনাথ সেন, মুঘল মুদগর (১৮৬৯), মুসলমান (১৮৮৪), মেদিনী (১৮৭৯) হৃদয়নাথ দাস, মেদিনীপুর সমাচার (১৮৭৬), মেদিনী বাহুব (১৮৯৯),

যুবক সূহৃৎ (১৮৮৭), যেমন কর্ম্ম তেমন ফল (১৮৬১), রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ (১৮৬০) মধুসূদন ভট্টাচার্য, রচনা রত্নাবলী (১৮৫৮) প্রাণনাথ দত্ত, রসরাজ (১৮৯১) প্রসন্নকুমার দে, রসার্ণব (১৮৫৪) রাধামাধব মিত্র, রসিকরাজ (১৮৮১), রাজ চিকিৎসক (১৮৮৫) রামচন্দ্র মল্লিক, রাজকীয় গেজেট (১৮৭৬) রাধামাধব হালদার, রাজপুর পত্রিকা (১৮৬০), রাজভক্তি (১৯০০), রাজসাহীবাসী (১৮৭৫) রাজকুমার সরকার, রাজসাহী সমাচার (১৮৭৫) বেণীমাধব নন্দী, লোকলোচন চন্দ্রিকা (১৮৫৭) ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়,

শক্তি (১৮৮৩), শক্তি (১৮৮৮), শান্তি (১৮৮৮) ধীরেন্দ্রনাথ পাল, শারদ কৌমুদী (১৮৭৯), শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার (১৯০০) ফণীভূষণ কাব্যালঙ্কার, শাস্ত্রপাঠ সম্মিলনী (১৮৮৯) রেভা, ব্রকওয়ে, শিক্ষক সুহাদ (১৮৯৯), শিক্ষা (১৮৮৮) প্রিয়নাথ বসু, শিক্ষা (১৮৯৮) বনমালী চট্টোপাধ্যায়, শিলচর (১৮৮৯) বিধুভূষণ রায়, শিশুবাহুব (১৮৮৯) জি এইচ রুজ, শুভকরী (১৮৬২) রামসদয় ভট্টাচার্য, শ্রীচৈতন্যকীর্তিকৌমুদী পত্রিকা (১৮৬১) বৈষ্ণবচরণ দাস, শ্রীচৈতন্যপত্রিকা (১৮৯৯) সুশীলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী (১৮৯১) রাধিকাপ্রসাদ ভাগবতরত্নাকর, শ্রীশ্রীগৌড়েশ্বর বৈষ্ণব (১৮৯৯), শ্রীহট্ট প্রকাশ (১৮৭৬) প্যারীচরণ দাস, শ্রীহট্টবাসী (১৮৯২) নগেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীহট্ট মিহির (১৮৯১) প্রসন্নকুমার দে, শ্রীহট্ট সুহাদ (১৮৮৯),

সংবাদ অরুণোদয় (১৮৪৮) পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদ কৌস্তভ (১৮৪৮) মহেশচন্দ্র ঘোষ, সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর (১৮৪৮) তারিণীচরণ রায়, সংবাদ জ্ঞানাজ্ঞান (১৮৪৭) চৈতন্যচরণ অধিকারী, সংবাদ জ্ঞানোদয় (১৮৫১) চন্দ্রশিখর মুখোপাধ্যায়, সংবাদ দিনকর (১৮৫৪) কেসারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদ দিনমণি (১৮৪৮) শঙ্কুচন্দ্র মিত্র, সংবাদ দিবাকর (১৮৩৮) গঙ্গানারায়ণ বসু, সংবাদ নিশাকর (১৮৪১) নীলকমল দাস, সংবাদ পাষাণদলন (১৮৫৩), সংবাদ বর্দ্ধমান (১৮৫০) কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদ বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী (১৮৪৯) বিবেকেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদ বিভাকর (১৮৫২) মনোমোহন বসু, সংবাদ ভারতবন্ধু (১৮৪১) শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদ ভূঙ্গদূত (১৮৪২) নীলকমল দাস, সংবাদ মনোরঞ্জন (১৮৪৭) গোপালচন্দ্র দে, সংবাদ মুক্তাবলী (১৮৪৮) কালীকান্ত ভট্টাচার্য, সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী (১৮৩৮) পার্বতীচরণ দাস, সংবাদ রত্নবর্ষণ (১৮৪৮) মাধবচন্দ্র ঘোষ, সংবাদ রসমুদগর (১৮৪৯) গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদ রসরত্নাকর (১৮৪৯) যদুনাথ পাল, সংবাদ রসসাগর (১৮৪৯) ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদ রাজরাণী (১৮৪৪) গঙ্গানারায়ণ বসু, সংবাদ সজ্জনরঞ্জন (১৮৪৯) গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত,

সংবাদ সুজনবন্ধু (১৮৪৭) নবীনচন্দ্র দে, সংবাদ সুজনবন্ধু (১৮৫০) রাধাচরণ চৌধুরী, সংবাদ সুধাংশু (১৮৫০) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সংশোধনী (১৮৭৯), সংসার (১৮৮৩), সংসার (১৮৯৮) কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কার সংশোধনী (১৮৬০) জগন্নাথ সরকার,

সঙ্গীত সমালোচনী (১৮৭২) ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, সচিত্র আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসা বিয়য়ক মাসিক পত্রিকা (১৮৯৬) এস ভট্টাচার্য, সচিত্র কৃষিতত্ত্ব ও ভারতবন্ধু (১৮৯৫) নবীনচন্দ্র সাহা, সচিত্র গান ও গল্প (১৮৯৬) বঙ্কুবিশারী দাস, সচিত্র বিজ্ঞান-দর্পণ (১৮৮২) প্রাণানন্দ কবিভূষণ, সঞ্জীবনী (১৮৮৩, সা.) দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যজ্ঞান প্রদায়িনী (১৮৬৫) লালমাধব মুখোপাধ্যায়, সত্যসঙ্গারিণী পত্রিকা (১৮৪৬) শ্যামাচরণ বসু, সত্যাঘেষণ (১৮৬৫) জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, সদর ও মফঃস্বল (১৮৯২), সদৃশ চিকিৎসা দর্পণ (১৮৮৯) কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, সময় (১৮৮৩) স্ত্রীলক্ষ্মীনাথ দাস, সমাচার সভারাজেন্দ্র (১৮৩১) শেখ আলীমুল্লা, সমাচার সার (১৮৭৯), সমাজ ও সাহিত্য (১৮৯৩) গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, সমদর্শী (১৮৭৮) শিবনাথ শাস্ত্রী, সমীরণ (১৮৮৮), সমীরণ (১৮৯৯), সমাদ রসরাজ (১৮৩৯), কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, সম্মিলনী (১৮৭৫), সর্বার্থ সংকলন (১৮৭২), সর্বার্থ সংগ্রহ (১৮৬৬), সহচর (১৮৭৩) বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাম্যবাদী (১৮৮৭), সারস্বত পত্র (১৮৮৩) রাজবিশারী দাস, সাহস (১৮৮১), সাহিত্য দর্শন (১৮৮১), সাহিত্য সংগ্রহ (১৮৭০), সিদ্ধান্ত দর্পণ (১৮৫৫) যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সিংহাসন পত্রিকা (১৮৭৩), সুচিন্তা (১৮৯২) ব্রজধন ভট্টাচার্য, সুচিন্তা (১৮৯৫), সুধাকর (১৮৬১) মথুরানাথ তর্কভূষণ, সুধাকর (১৮৮৯), সুবোধিনী (১৮৫৮) রামচন্দ্র দিচ্ছিত, সুবোধিনী (১৮৯০ সা.) ব্রজবল্লভ রায়, সুরভি (১৮৮২) যোগীন্দ্রনাথ বসু, সুলভ সমাচার (১৮৭০), সৌদামনী (১৮৫৯) শ্যামাচরণ সান্যাল-বিপিনবিহারী সরকার,

হরবোলা ভাঁড় (১৮৭৪) দুর্গাদাস ধর, হরিভক্তিতত্ত্ব (১৮৮৮) দাস হরিচরণ বন্ধু, হরিভক্তি তরঙ্গিণী (১৮৮২), হরিভক্তি তরঙ্গিণী (১৮৯৭) প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী, হাবড়া হিতকরী (১৮৭৪), হালিসহর প্রকাশিকা (১৮৮১) নবীনচন্দ্র মিত্র, হিতবাদী (১৮৯১) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, হিতবিলাসিনী পত্রিকা (১৮৫৯), হিতব্রত (১৮৭২), হিতমিহির (১৮৭১), হিতসাধিনী (১৮৯১) নীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হিতৈষিণী (১৮৭৫) দীননাথ সেন, হিতৈষিণী (১৮৯২) চারুচন্দ্র রায়, হিতৈষিণী (১৯০০) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, হিতৈষিণী পত্রিকা (১৮৫৮) কানাইলাল পাইন, হিন্দু ধর্ম (১৮৮৭), হিন্দুধর্ম চন্দ্রোদয় (১৮৪৭) হরিনারায়ণ গোস্বামী, হিন্দুধর্মতত্ত্ব (১৮৯০) শশিশেখর রায়, হিন্দুধর্ম প্রকাশিকা (১৮৮৮), হিন্দু পত্রিকা (১৮৯৪) যদুনাথ মজুমদার, হিন্দুবন্ধু (১৮৪৭) উমাচরণ ভদ্র, হিন্দুরঞ্জন (১৮৭৪) দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, হিন্দুললনা (১৮৭৮), হিন্দুহিতাকাঙ্ক্ষিনী (১৮৬৯), হিন্দুহিতৈষিণী (১৮৬৫) হরিশ্চন্দ্র মিত্র, হীরাপ্রভা (১৮৮৩) অন্নদাপ্রসাদ দাস, হোমিওপ্যাথিক তত্ত্বপ্রকাশ (১৮৯০) হরিদাস চক্রবর্তী।

অধ্যাপক স্বপন বসুর সৌজন্যে আরও প্রায় দেড়শত পত্র-পত্রিকার নাম এবং প্রকাশকাল পাওয়া গেছে, যাদের অধিকাংশের সম্পাদকের নাম, প্রকাশরীতি এবং প্রকাশস্থানেরও তিনি সম্ভান দিয়েছেন, কিন্তু সেসব পত্র-পত্রিকার মুদ্রণযন্ত্রের নাম আমরা এখনও সম্ভান করে উঠতে পারিনি। পত্রিকার নাম (প্রকাশকাল, সম্পাদক, প্রকাশস্থান, প্রকাশরীতি)—এই অনুসারে বর্ণনাক্রমে সজ্জিত।

অপূর্ব ধন (১৮৮৮, সাপ্তা), অবলা হিতসাধিনী (১৮৭৪, কল.), আইন পত্রিকা (১৮৬৭, সপ্তা.), আখবরে ইসলামিয়া (১৮৮৪, মহ. নঈমুদ্দিন; ঢাকা, মা.), আচার্য্য (১৮৯৫, মদনগোপাল গোস্বামী, কালনা, মা.), আদর্শ (১৮৮৩, কুমিল্লা, সাপ্তা.), আনন্দ কানন (১৮৯৯, বারানসী), আমাদের পত্রিকা (১৮৮৮, রেভা. টি কে চ্যাটার্জি, কল., মা.) আয়ুর্বেদ বা পদ্য (১৮৯৪, বিনোদবিহারী দাস, রাজশাহী, মা.), আর্য্য দর্পণ (১৮৮০, কল., সাপ্তা.), আর্য্য দর্পণ (১৮৮৭, সাপ্তা.), আর্য্য বিভাকর (১৮৮০, কুমিল্লা, মা.), আর্য্য মিহির (১৮৭৭, কল., দৈ.), আর্য্যধর্ম প্রচার (১৮৮৯, ব্রহ্মব্রত সামশ্রমী, কল., মা.), অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা (১৮৮৬, রামচন্দ্র মল্লিক, কল., মা.) ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার (১৮৭০, কল., মা.), ইসলাম রবি (১৯০০, মুজিবর রহমান, কল., সাপ্তা.), উত্তরবঙ্গ হিতৈষী (১৮৮৭, রঙ্গপুর, পা.), উদ্দেশ্য মহৎ (১৮৮৮, ইব্রাহিম খান, ময়মনসিংহ, মা.), উপহাস (১৮৮১, মা.), উষা (১৮৮৯, সত্যব্রত সামশ্রমী, কল., মা.),

কলিকাতাপ্রকাশ (১৮৭৩, কল., সাপ্তা.), কলিযুগ (১৮৮০, রামরতন মজুমদার, ভাগলপুর, সাপ্তা.), কলিযুগ (১৮৯৩, কল., সাপ্তা.), কল্পলতা ও প্রকৃতি (১৮৮১, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কল., মা.), কাঁচড়াপাড়া পত্রিকা (১৮৭৩, কাঁচড়াপাড়া, পা.), কান্দী পত্রিকা (১৮৮৬, কান্দি, পা.), কামধেনু (১৮৮৫, মা.), কৃপাবর্ষ (১৮৯০, প্যারীমোহন চৌধুরী, চট্টগ্রাম), কৃষ্ণনগর পত্র (১৮৭৫, কৃষ্ণনগর, মা.), ক্ষত্রিয় পত্রিকা (১৮৮২, মা.), খদ্যোত (১৮৭৭, রামলাল চক্রবর্তী, ঢাকা, মা.), খুলনা (১৯০০, খুলনা, সাপ্তা.), গদাধর (১৮৯২, মহেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীহট্ট, বার্ষি.), গান ও গল্প (১৮৯৬, বঙ্কুবাহারী দাস, শ্রীহট্ট, মা.), গৃহিণী (১৯০০, ঘোড়শীবালা গুপ্ত, কল., মা.), গৌড়বর্ষ (১৮৯৭, মালদহ, পা.), গ্রামবন্ধু (১৮৮৭, কল., পা.), ঘোষক (১৮৯৪, খুলনা, মা.),

চন্দননগর প্রকাশ (১৮৯২, চন্দননগর, সাপ্তা.), চন্দ্রিকা (১৮৯৮, রাজচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন, পাবনা, মা.), চিকিৎসক (১৮৮১, ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, এলাহাবাদ, মা.), ছাত্রবৃত্তি (১৮৮৬, চন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, কল., মা.), জ্ঞানদায়িকা (১৮৯৪, কল., সাপ্তা.), জ্যোতি (১৯০০, চট্টগ্রাম, সাপ্তা.), টাঙ্গাইল হিতকরী, (১৮৯২, মোসলেমুদ্দিন খান, টাঙ্গাইল, সাপ্তা.), ঢাকা দর্পণ (১৮৮২, ঢাকা, সাপ্তা.),

তপস্বিনী (১৮৭৬), তারা (১৮৮১, অন্নদাপ্রসাদ দত্তবসু, যশোর, ত্রৈমা.), ত্রৈমাসিক (১৮৮১, ত্রৈমা.), দর্শক (১৮৮৫, কল., সাপ্তা.), দর্শন সংগ্রহ (১৮৭২, তারানাথ তর্করত্ন, মা.), দৈনিক সমাচার (১৯০০, কল., দৈ.), ধর্মপ্রকাশ (১৮৭৮, মা.), নববিধানী (১৮৮৩, কল., মা.), নব মেদিনী (১৮৮৫, মেদিনীপুর, সাপ্তা.), নবযুগ (১৮৯৭, দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি, কল., সাপ্তা.), নবযুগ (১৮৯৯, পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, কল., সাপ্তা.), নলিনী (১৮৭৪, মা.), নিত্যধর্ম (১৯০০, মা.), নিবেদন (১৯০০, কল., সাপ্তা.), নতুন পত্রিকা (১৮৬৫, কান্তিচন্দ্র মুস্তফী, হুগলি, পা.),

পঞ্চামৃত (১৮৮৩), পঞ্চায়েত (১৮৮২, দ্বি-মা.), পল্লীবাসী (১৮৮৫, কল., সাপ্তা.), পূর্বদর্পণ (১৮৮৫, চট্টগ্রাম, পা.), প্রতিনিধি (১৮৮৩, প্রসন্নকুমার বসু, কুমিল্লা, সাপ্তা.), প্রতিনিধি (১৯০০, কুমিল্লা, সাপ্তা.), প্রবাসী (১৮৮৫, ড. বোমান্ড, কল., পা.), প্রান্তবাসী (১৮৮৪, চট্টগ্রাম, সাপ্তা.), প্রিয়দর্শন (১৮৮৫, সাপ্তা.), বঙ্গ পরিদর্শক (১৮৭৫, পাবনা, মা.), বঙ্গবান্ধব (১৮৮৩, মা.), বঙ্গবিজ্ঞাপনী (১৮৭৭, কল., সাপ্তা.), বঙ্গবিরহিণী (১৮৭৯, ত্রিপুরা, মা.), বঙ্গভূমি (১৮৯২, মা.), বঙ্গশিক্ষা (১৮৬৫, বহরমপুর, মা.), বঙ্গ হিতৈষী (১৮৭৭, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, কল.,

মা.), বঙ্গের দশা (১৮৮৬, কল., মা.), বঙ্কু (১৮৮৩, সুরেশচন্দ্র মুখার্জি, কল., পা.), বসিরহাট
সুহাদ (১৮৯৯, বসিরহাট, সাপ্তা.), বস্তুবাদী (১৮৮৪), বঙ্গদর্শন (১৮৭৪, কল., মা.), বহরমপী
(১৮৮০, সাপ্তা.), বাঁকুড়া হিতৈষী (১৮৯৭, বাঁকুড়া, সাপ্তা.), বাঙ্গালী (১৮৬২, কালীপ্রসন্ন সিংহ,
কল., অম্মাত), বাঙ্গালী (১৮৭৯, পা.), বারাগসী পত্রিকা (১৮৭৫, বারাগসী, সাপ্তা.), বিক্রমপুর
(১৮৯৩, রাজবিহারী দাস, ঢাকা, সাপ্তা.), বিক্রমপুর পত্রিকা (১৮৮৪, ঢাকা, সাপ্তা.), বিজ্ঞ
বন্দাবন (১৮৯৩, বন্দাবন, পা.), বিজ্ঞাপনী (১৮৮০, ঢাকা, সাপ্তা.), বেঙ্গল অ্যাডভার্টাইজার
(১৮৭৭, কল., সাপ্তা.), বেঙ্গল এজেন্টেজ গেজেট (১৮৯৪, চন্দ্রকিশোর রায়, কল., দৈ.), বৈষ্ণব
প্রতিভা (১৯০০, শ্যামলাল গোস্বামী, কল., দ্বি-মা.), ব্যবস্থা সংগ্রহ (১৮৭৩, মা.), ব্যাপারী
(১৮৭৯, কল., দৈ.), ভাগ্যগণনা (১৮৯৩, সাপ্তা.), ভারত কুসুম (১৮৮৮, যোগীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি,
কল., মা.), ভারত জীবন (১৮৮৬), ভারত দূত (১৯৭০, কল., মা.), ভারতবাসী (১৮৯৫, ঢাকা,
সাপ্তা.), ভারতমাতা (১৮৯৬), ভারত রঞ্জন (১৮৭৩), ভারত রত্নধর (১৮৮০), ভারত হিতৈষী
(১৮৭৮, ঢাকা, সাপ্তা.), ডেরবী (১৮৯৬, কল., মা.),

মনোহর (১৮৭৮, পা.), মরীচিকা (১৮৭৬, মা.), মহম্মদী আখবর (১৮৭৭, আবদুল
খালেক, কল., অর্ধ-সা.), মাসিক পত্রিকা (১৮৭৩, মা.), মাসিক সংবাদ (১৮৬৩), মাসিক সন্দর্ভ
(১৮৮২, কল., মা.), মিত্র (১৮৯০, মা.), মিহির (১৮৯৫, কল., সাপ্তা.), মুদগর (১৮৮৩,
শ্যামাচরণ সান্যাল, শান্তিপুর, মা.),

যশোর (১৯০০, আনন্দমোহন চৌধুরী, যশোর, সাপ্তা.), রসরস (১৮৭১, কল.,
সাপ্তা.), লোকমিত্র (১৮৮৩, মা.), শান্তি (১৮৯৮, সাপ্তা.), শিশির (১৮৮০, মা.), শ্যামচাঁদ
(১৮৯২, কল., মা.), শ্রীহট্ট দর্পণ (১৮৯৯, অচ্যুতচরণ চৌধুরী, শ্রীহট্ট, মা.), শ্রীহট্টবন্ধু (১৯০০,
শ্রীহট্ট, মা.),

সঞ্জয় (১৮৯৭, ফরিদপুর, পা.), সত্যপ্রদীপ (১৮৮২, নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ি, মা.), সন্তোষ
প্রতিমা (১৮৭৯, সাপ্তা.), সমালোচক কাব্য (১৮৮২, শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি, শান্তিপুর, মা.), সরল
সন্দর্ভ (১৮৬৮, গিরিশচন্দ্র চৌধুরী, বোয়ালিয়া, মা.), সহযোগী (১৮৭৮, কল., পা.), সহযোগী
(১৮৯০, বরিশাল, পা.), সাইনবোর্ড (১৯০০, কল., সাপ্তা.), সাধারণ শিক্ষক (১৮৭৭, দেওঘর,
মা.), সাপ্তাহিক (১৮৮৫, শ্রীনাথ মিশ্র, কল., সাপ্তা.), সৃজনরঞ্জন (১৮৯৪, হুগলি, মা.), সুধাকর
(১৮৮১, ময়মনসিংহ, সাপ্তা.), সুপ্রভাত (১৮৯০, কল., দৈ.), সুলভ নববিভাকর (১৮৮৩, কল.,
মা.), সুলভ সংবাদ (১৮৯০, কল., সাপ্তা.), সেবা (১৮৯৮, পা.), সেবিকা (১৮৯৯,
ডায়মন্ডহারবার, মা.), স্বদেশী (১৮৮৬, তারাপদ ব্যানার্জি, কল., সাপ্তা.), স্বাস্থ্য তত্ত্ব (১৮৮৪,
মা.), হিতকরী (১৮৭৩, চন্দ্রনগর, মা.), হিতসাধক (১৮৯৩, মা.), হিন্দু পাক্ষিক (১৮৬৪,
দুর্গাচরণ গুপ্ত, কল., পা.), হিন্দু হিতৈষী ও সাহিত্য (১৮৯৩, কল., মা.)।

উল্লেখসূত্র :

১. পরিসংখ্যানটি অধ্যাপক স্বপন বসু-র সৌজন্যে থেকে প্রাপ্ত। আমাদের এই রচনায় সব মিলিয়ে ১২০০ পত্রিকার নাম পাওয়া গেছে। এর বাইরেও নাম রয়ে যাওয়া সম্ভব।

তথ্যসূত্র :

অধার ক্যাটালগ, ন্যাশানাল লাইব্রেরি (১-৪)।
আত্মচরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী, কলকাতা।
উনিশ শতকে ঢাকার মুদ্রণ ও প্রকাশন, মুনতাসীর মামুন, ঢাকা।
উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি, স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত, কলকাতা।
উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১-৯), মুনতাসীর মামুন, ঢাকা।
জীবনীকোষ, শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার।
দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা।
দুই শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র, স্বপন বসু ও মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, কলকাতা।
প্যারীচরণ সরকার, স্বপন বসু, কলকাতা।
বটতলা, শ্রীপাঠ, কলকাতা।
বরিশালের সংবাদ ও সাময়িকপত্র, তপস্কর চক্রবর্তী।
বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, কলকাতা।
বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস, বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা।
বাংলা সাময়িক পত্র (১ম ও ২য় খণ্ড), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা।
বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, স্বপন বসু, কলকাতা।
বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ (১৮৬৭-১৯০০)।
ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর, শ্রীনাথ চন্দ, কলকাতা।
মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের পঞ্জি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
যখন ছাপাখানা এল, শ্রীপাঠ, কলকাতা।
লঙের তালিকাসমূহ (১৮৫২, ১৮৫৫, ১৮৫৭)।
সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ (১-২), স্বপন বসু, কলকাতা।
সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম ও ২য়), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা।
সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান।
সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২-৬), বিনয় ঘোষ, কলকাতা।
সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু পেট্রিয়ট, গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, কলকাতা।
হিন্দি অব দি ক্যালকটা প্রেস, পি. টি. নায়ার।
হিন্দি অব দি ব্রাহ্মসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, কলকাতা।

এছাড়া—

অধ্যাপক ড. স্বপন বসুর সঙ্গে আলোচনায় বহু তথ্য সংযোজিত, সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। এই সঙ্গে বহু গ্রন্থ, প্রবন্ধ, সাময়িকপত্র ইত্যাদি এই রচনার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। সকলের ঋণ সনিয়ে স্বীকার করছি।

উনিশ শতকে সভা-সমিতি ও সংবাদ-সাময়িকপত্র

মুনতাসীর মামুন

উনিশ শতকের বাংলায় সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশনার সঙ্গে সভা-সমিতির ক্ষীণ হলেও একটা সম্পর্ক আছে। গোটা উনিশ শতক ধরে বাংলায় যত সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে তার প্রায় এক-দশমাংশের উদ্যোক্তা ছিল এইসব সভা-সমিতি। সুতরাং, বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সভা-সমিতির উদ্ভব ও বিকাশের প্রসঙ্গটি খানিকটা হলেও জড়িত।

উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু, উনিশ শতকে বাংলায় স্থাপিত সভা-সমিতি নিয়ে তেমন কোন গবেষণা হয়নি। আর সে-সময়কার সভা-সমিতি ও সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রসঙ্গটি কোন কোন গ্রন্থে বা প্রবন্ধে উল্লেখ করা হলেও, এ প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট কোন প্রবন্ধ বা গ্রন্থ আমার চোখে পড়েনি। এ পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান প্রবন্ধটি রচনার প্রয়াস পেয়েছি। এটির ভিত্তি হিসেবে দু'টি গ্রন্থ মূলত ব্যবহার করা হয়েছে। একটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাময়িকপত্র, অন্যটি আমার লেখা, উনিশ শতকে পূর্ববাংলার সভা-সমিতি। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই, এ প্রবন্ধে তথ্যের প্রাচুর্য নেই।

বর্তমান প্রবন্ধে ইংরেজি 'এসোসিয়েশন' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে সভা বা সমিতি অথবা সভা-সমিতি। চলতি বাংলায়ও সভা-সমিতি বলতে ইংরেজি এসোসিয়েশনকেই বোঝানো হয়। পাশ্চাত্যে, সমাজবিজ্ঞানীরা সভা-সমিতিকে উল্লেখ করেছেন প্রধানত 'ভলানটারি এসোসিয়েশন' হিসেবে, বাংলায় যেটিকে আমরা শুধু সভা-সমিতি হিসেবে উল্লেখ করবো।

'ভলানটারি এসোসিয়েশন' বলতে পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীরা কোন ধরনের সভা-সমিতিকে বুঝিয়েছেন? তাদের মতে, একদল লোক ১. সাধারণ একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য, ২. যেখানে সদস্যপদ গ্রহণ করা হয় স্বেচ্ছায়, যার অর্থ সদস্যপদ বাধ্যতামূলক বা জন্মসূত্রে অর্জিত নয় ও ৩. রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় — যখন সংগঠিত হয় তখন গঠিত হয় একটি সমিতি।^১

উনিশ শতকে বাংলার সভা-সমিতিগুলি কমবেশি এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। তবে, উনিশ শতকে শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষেই গড়ে উঠেছিল এ ধরনের সভা-সমিতি। সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে, বাংলায় তো বটেই, সারা ভারতবর্ষে, উনিশ শতকে মধ্যশ্রেণির মতামত সংগঠনে এবং সংস্কারমূলক কার্যকলাপের উদ্যোক্তা হিসেবে স্থাপিত হয়েছিল এ ধরনের অনেক সভা-সমিতি। সমাজের একটি শ্রেণির সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিণামে সংস্কারের ক্ষেত্রে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সভা-সমিতি ও সংবাদ-সাময়িকপত্র।

অনেকে মনে করেন, সভা-সমিতি আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। কারণ, সামাজিক সংঘাত

বা দ্বন্দ্বের কারণেই এর সৃষ্টি। সুতরাং, ঐ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে ‘আধুনিক’ (পাশ্চাত্য ঘেঁষা) সমাজের সৃষ্টি ভারতবর্ষে উনিশ শতকেই। এসব সভা-সমিতির মূল নীতি ছিল ‘স্বাধীনতা, অবাধ আত্মপ্রকাশের ও পরস্পর মিলনের অধিকার।’^২

ইউরোপে এ ধরনের সভা-সমিতির উদ্ভব হয়েছিল রেনেসাঁ যুগে। জনসনের সময়কার ইংল্যান্ডের কথা বলতে গিয়ে টুরবারভিল লিখেছিলেন, ঐ সময় থেকে পত্তন হতে থাকে সভা-সমিতির এবং সংস্কারমূলক কার্যকলাপের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সেগুলি।^৩

বাংলায়, ইংরেজরা অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক থেকে উদ্যোগী হয়ে বাংলায় সভা-সমিতি স্থাপন শুরু করেছিলেন। তারপর এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি ও বিত্তবানরা।^৪

বাঙালীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সভা—‘আত্মীয় সভা’। রামমোহন রায় নিজ বাসগৃহে এ সভার পত্তন করেছিলেন ১৮১৫ সনে।^৫ ‘আত্মীয় সভা’য় শুধু ধর্মই নয়, আলোচনা হত বিভিন্ন বিষয় নিয়েও। এরপর, ১৮৩০ থেকে ১৮৪০-এর মধ্যে সামাজিক আলোড়নের ফলে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল প্রচুর সভা-সমিতি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে, বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রেক্ষিতে লিখেছিলেন, ‘সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই; তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রামতরঙ্গিনী, শ্যামতরঙ্গিনী, নববাহিনী, ভববাহিনী প্রভৃতি সভার জ্বালায় তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ নাই, কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন ...সভা সকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে।’^৬

কলকাতায় স্থাপিত সভা-সমিতিগুলি ছিল বৈচিত্র্যময়। ঐ সময় স্থাপিত কিছু সভা-সমিতির নামই এর প্রমাণ, যেমন, ‘বঙ্গহিত সভা,’ ‘এ্যাংলো-হিন্দু এসোসিয়েসন,’ ‘বিজ্ঞানদায়িনী সভা,’ ‘সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ,’ ‘মেকানিকস ইনস্টিটিউট,’ ‘টিচার্স সোসাইটি’ ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলায় প্রথমদিকে স্থাপিত সভা-সমিতিগুলির বেশির ভাগই ছিল, বিনয় ঘোষের ভাষায়, ‘বিদ্বৎ সভা’। জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য শিক্ষিত বাঙালীদের যে-কোনো সভাকে তিনি ‘বিদ্বৎ সভা’ আখ্যা দিয়েছেন।^৭ এর প্রধান কারণ, শিক্ষিত শ্রেণির বিকাশ।

আলেকজান্ডার ডাফ লিখেছিলেন, “New Societies started up with the utmost rapidity in every part of the native city. There was not an evening in the week, on which one, two or more of these were not held; and each individual was generally enrolled a member of several. Indeed, the spirit of discussion became a perfect mania; and its manifestation, both in frequency and variety, was carried to a prodigious excess.”^৮

কিন্তু ‘বিদ্বৎ সভা’ ছাড়াও বাংলায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল সভা-সমিতি। রাজনৈতিক সভা-সমিতির সংখ্যা ছিল অবশ্য কম এবং যেগুলি ছিল সেগুলিও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল উনিশ শতকের শেষের দিকে। উনিশ শতকে বাংলার সভা-সমিতিগুলির কাজের ঝোঁক ছিল প্রধানত সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রতি। তবে এ ধরনের সভা-সমিতির চরিত্র সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা মেলে সরকারী ভাষ্য—

“শিক্ষার বিকাশের ফলেই পুরো দেশজুড়ে স্থাপিত হয়েছে সভা-সমিতি ... তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য খানিকটা ঘোঁষাটে, তবে এটা স্পষ্ট যে, তাদের প্রধান আগ্রহ শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়ে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে, মানুষের ইচ্ছা ও স্বার্থই শুধু তুলে ধরার মধ্যে এগুলির ভূমিকা সীমিত। জাতীয় জীবনে সভা-সমিতিগুলি সৃষ্টি করেছে চিন্তার আলোড়ন ও গতিশীলতার।”^৯

ব্রিটিশ শাসকরা চেয়েছিলেন, রাজনীতির কথা চিন্তা না করে সভা-সমিতিগুলি যেন সামাজিক কর্মকাণ্ড নিয়েই বেশি মাথা ঘামায়। ১৮৭৪ সনে ‘বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন’-এর বার্ষিক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল বলেছিলেন—

“এ দেশে আমরা রাজনৈতিক স্বাধিকার দিতে পারি না কিন্তু এ দেশের লোকেরা সামাজিক স্বাধিকার ভোগ করে। এবং এ সামাজিক স্বাধিকারগুলি বিকশিত হচ্ছে সভাসমিতিরূপে যেখানে সামাজিক প্রশ্নগুলি আলোচিত হতে পারে, যেখানে পণ্ডিত প্রবররা দিতে পারেন তাঁদের মতামত এবং মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছে তা দিয়ে সরকারকে প্রভাবিত করতে পারেন। প্রভাবিত করতে পারেন সামাজিক আন্দোলনকে।”^{১০}

রামমোহনের ‘আত্মীয় সভা’ প্রতিষ্ঠার পর গোটা উনিশ শতক ধরে বাঙালি এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আরো পরে, উনিশ শতকের চল্লিশ দশক থেকে এ অঞ্চলে সভা-সমিতি গড়ে উঠেছিল যার চরম বিকাশ ঘটে ১৮৭০ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে।^{১১} পশ্চিমবঙ্গে যেমন কলকাতা, পূর্ববঙ্গে তেমন ঢাকা ছিল সভা-সমিতির কেন্দ্র। তবে, কলকাতা ও ঢাকা ছাড়া মফস্সল শহরগুলিতেও সভা-সমিতি গড়ে উঠেছিল। এ মন্তব্য বেশি প্রযোজ্য পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে।

পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, সভা-সমিতি নাগরিক সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং এর কারণ জনঘনত্ব। তা’ছাড়া, শহরবাসীদের উচ্চতর আর্থ-সামাজিক স্ট্যাটাসের মাঝেও এর ব্যাখ্যা নিহিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার এ প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে যে, যেক্ষেত্রে জাপানের গ্রামীণ সমাজে সভা-সমিতির খোঁজ পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে দক্ষিণ ইতালীর শহরগুলিতে তুলনামূলকভাবে সভা-সমিতির সংখ্যা কম কেন? সমাজবিজ্ঞানীরা এ প্রশ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, যেসব গ্রামীণ কমিউনিটিতে দ্রুত নগরায়ণের প্রক্রিয়া চলছে সেগুলিতেই গড়ে ওঠে সভা-সমিতি।^{১২}

কলকাতা ছিল মেট্রোপলিটন শহর। সুতরাং সে শহর সম্পর্কে এ ব্যাখ্যা মিলে যায়। কিন্তু পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ সভা-সমিতি গড়ে উঠেছিল ঢাকা শহরে নয়, বরং গ্রামাঞ্চলে বা মফস্সলে, যেগুলি বলা যেতে পারে একরকম বিচ্ছিন্ন ছিল প্রধান শহর থেকে। নগরায়ণ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা এ ক্ষেত্রে মিলছে না। তা’হলে? এর একটি ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে এভাবে— পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে চাকরিসূত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি। আবার পূর্ববঙ্গেরও অনেকে (উদাহরণস্বরূপ বিক্রমপুর) চাকরিসূত্রে ছিলেন প্রবাসী। পুজো বা ঈদে পরিবারের সঙ্গে উৎসব পালনের জন্য তাঁরা বাড়ি ফিরতেনই। এবং যে ক’দিন মফস্সলে তাঁরা থাকতেন সে ক’দিন ঐ অঞ্চলে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে উৎসাহ-পরামর্শ দিতেন। সভা-সমিতির ক্ষেত্রেও হয়ত এ উৎসাহ, পরামর্শ কাজ করেছিল। আর যাঁরা চাকরিসূত্রে শহর ছেড়ে মফস্সলে দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকতেন, তাঁরা যে এসব কাজে উৎসাহ দিতেন তা বলাই বাহুল্য। বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রথম প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল ইংরেজরা। প্রথমদিকে, মুদ্রণযন্ত্র, হরফের অভাব ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ছিল প্রথম প্রতিবন্ধক।

কারণ, যাঁরা পত্রিকাগুলি প্রকাশ বা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা কোম্পানীর চাকুরে ছিলেন না। তাই কোম্পানীর সঙ্গে ছিল তাঁদের স্বার্থগত এবং নীতিগত বিরোধ।^{১৩} এ জন্যই আমরা দেখি, লর্ড ওয়েলেসলি প্রবর্তন করেছিলেন কঠোর সেন্সর ব্যবস্থার এবং হেস্টিংসের আমলেও এই নিয়মের পরিবর্তন হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৭৬৮ সালে ওলন্দাজ বংশোদ্ভূত উইলিয়াম বোন্টস যখন কলকাতায় একটি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন তখন ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিল, প্রথম যে জাহাজ পাওয়া যাবে তাতে করেই তাঁকে বাংলা ত্যাগ করে মাদ্রাজ রওয়ানা হতে হবে এবং সেখান থেকে সোজা ইউরোপ।^{১৪} শুধু তাই নয়, বাংলার প্রথম সংবাদপত্র ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত *বেঙ্গল গেজেট* অর ক্যালকাটা *জেনারেল এডভার্টাইজার* (১৭৮০)-এর মালিক ও সম্পাদক জেমস অগাস্টাস হিকিকে বারবার মুখোমুখি হতে হয়েছিল কোম্পানীর রোষদৃষ্টির এবং সবশেষে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল কলকাতা থেকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সংবাদপত্র প্রকাশের প্রাথমিক উদ্যোগ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না।

প্রথম বাংলা সাময়িকীটি প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের উদ্যোগে, ১৮১৮ সালে। পত্রিকাটি ছিল মাসিক, নাম *দিগদর্শন*। সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্সম্যান। এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশের একমাস পরেই (মে ১৮১৮) তিনি প্রকাশ করেছিলেন, প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক, *সমাচার দর্পণ*। ব্যাপটিস্ট মিশন *দিগদর্শন*-এর বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ এবং *সমাচার দর্পণ*-এর ফার্সী সংস্করণও প্রকাশ করেছিল।^{১৫} একই বছর জুন মাসে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছিলেন, *বাঙ্গাল গেজেট*—বাঙালি সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র।^{১৬}

এ ধরনের পত্রিকা/সাময়িকপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত সংবাদ পরিবেশন এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা। এবং “এসব সংবাদ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সরস ও সাধারণের পাঠোপযোগী করতে গিয়ে সাময়িকপত্রগুলো বাংলা গদ্যের উন্নতি পথ বাধামুক্ত”^{১৭} করেছিল।

১৮১৮ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত আরো কিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু সেগুলি উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নয়। বলা যেতে পারে বাঙালির কাছে সংবাদপত্র উল্লেখযোগ্য হ’য়ে উঠেছিল ১৮৩১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সাপ্তাহিক *সংবাদ প্রভাকর* প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। আনিসুজ্ঞামানের মতে পত্রিকাটি বাংলা সাময়িকপত্রে সৃষ্টি করেছিল এক নতুন ধারার, কারণ, তখন থেকে সাময়িকপত্রগুলিকে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল বাংলা গদ্যরীতির এবং আবির্ভাব হয়েছিল অনেক নতুন লেখকের।^{১৮} ঐ বছরই আবার প্রকাশিত হয়েছিল, মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক ‘সমাচার সভারাজেন্দ্র’ (৭ মার্চ, ১৮৩১)।^{১৯} এরপর শুরু হয়েছিল কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চল থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন রকম মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, সাময়িকপত্র/সংবাদপত্রের প্রকাশ।

ঐ সময় যে শুধু বাংলা সংবাদপত্রই প্রকাশিত হয়েছিল তা নয়, প্রকাশিত হয়েছিল যথেষ্ট ইংরেজি সংবাদপত্রও। উর্দু ও ফারসি সংবাদপত্রও ছিল কিছু। তবে, ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র, প্রধানত প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল “মনোরঞ্জন ও মুনাকা অভর্জন” এবং দ্বিতীয়টির “সমাজ সংস্কার ও জ্ঞানের প্রসার।”^{২০}

উনিশ শতকে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ বা অভিন্ন বাংলা থেকে কত সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে তার সঠিক হিসাব পাওয়া না গেলেও স্বপন বসুর হিসাব মতে সে সংখ্যা

“বারোশোর কম নয়।”^{২১} এবং স্বাভাবিকভাবেই ১৮৫৭ সালের পর প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বেশি। এসব সংবাদ-সাময়িকপত্রের অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছিল বাংলার কেন্দ্র বা ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা এবং পূর্ববঙ্গের কেন্দ্র ঢাকা থেকে। অবশ্য, সারা ভারতবর্ষের রাজধানী হিসাবে কলকাতার বিষয়টি অন্য কোন শহরের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তবে, মফস্সল তো বটেই সুদূর পল্লিগ্রাম থেকেও পত্রিকা প্রকাশের ঘটনা অদ্ভুতপূর্ব ছিল না।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরবর্তীকাল শুধু রাজনৈতিক বা সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেই নয়, বাংলা সাময়িকপত্রের জন্যও উল্লেখযোগ্য। এ সময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত (১৫.১১.১৮৫৮) হতে থাকে সোমপ্রকাশ। সোমপ্রকাশ-এর প্রভাব তৎকালীন খুব কম পত্রিকাই এড়াতে পেরেছিল। উৎসাহী সম্পাদক মাট্রেই চাইতেন প্রায় ক্ষেত্রেই সোমপ্রকাশ-এর মতো পত্রিকা প্রকাশ করতে। যেমন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ঢাকা প্রকাশ-এর নামকরণ, আকার, রচনাভঙ্গি সব কিছুতেই আমরা এর প্রভাব লক্ষ্য করি। সোমপ্রকাশ-এর প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এর আগে বাংলা সাময়িক-সংবাদপত্রে রাজনীতি বা সমাজ নিয়ে ব্যাপক কোন আলোচনা হতো না। সোমপ্রকাশই ব্যাপকভাবে এ ধরনের আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছিল। অবশ্য এর কারণ, ১৮৫৭-র পর “বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের মনে দ্রুত সঞ্চারিত হয় রাজনৈতিক চেতনা” এবং এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন পত্রিকায়।^{২২}

উনিশ শতকে, বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ করেছিলেন কারা? এ বিষয়ে যে সুনির্দিষ্ট প্রচুর তথ্য আছে তা নয়। তবে, বিদ্যমান তথ্যের আলোকে খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে।

ধনীরা সংবাদ-সাময়িকপত্রকে সহায়তা করেছেন ঠিকই কিন্তু পুঁজিগত লাগি করেননি সংবাদপত্রের জন্য।^{২৩} কারণ, স্বাভাবিক। ঔপনিবেশিক কাঠামোয়, অধস্তন শ্রেণি হিসেবে বাঙালি ধনবানরা শিল্প বা ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করার চাইতে জমিতে খাটানো অনেক নিরাপদ মনে করতেন। উমা দাশগুপ্ত লিখেছেন, ১৮৭০-৮০ সালে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একুশটি পত্রিকার মধ্যে সতেরোটি ছিল একক উদ্যোগে প্রকাশিত, চারটি যৌথ উদ্যোগে।^{২৪} এ হিসাবটি অবশ্য কলকাতাকেন্দ্রিক প্রকাশিত পত্রিকার হিসাব। অনুমান করে নিতে পারি, কলকাতার সংবাদ-সাময়িকপত্রে ধনী ও সচ্ছল মধ্যবিত্তরা একটি ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে, পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ছিল খানিকটা ভিন্ন।

পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্র ধনী বা সম্পন্ন মধ্যবিত্তের সে ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি যা পেয়েছিল কলকাতা কেন্দ্রিক পত্র-পত্রিকা। এর প্রধান কারণ, পূর্ববঙ্গের জমিদাররা প্রায় ক্ষেত্রেই ছিলেন অনুপস্থিত জমিদার। সচ্ছল মধ্যবিত্তের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল কলকাতা। ফলে, পূর্ববঙ্গে অনেক পত্র-পত্রিকা বেরিয়েছিল যৌথ উদ্যোগে বা বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের মুখপত্র হিসেবে (অন্তত প্রাথমিকভাবে হলেও)।^{২৫} ধনী জমিদারদের অর্থানুকূল্যেও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু তারা তা করেছিলেন নিজ স্বার্থ সামনে রেখে। অবশ্য পেশাজীবী বা মধ্যশ্রেণিরও যে স্বার্থ ছিল না তা নয়। কিন্তু, তার চেয়েও তীব্র ছিল বোধ হয় তাদের জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা বা নতুন কিছু করার আগ্রহ। পূর্ববঙ্গে অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা যারা প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন ছোটখাটো উকিল, সমাজসেবী বা শিক্ষক। পশ্চিমবঙ্গের সিংহভাগ পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রেও এ মস্তব্য সত্য। এককথায়, বলা যেতে পারে, বাংলা পত্রিকার মালিকানা

ছিল প্রধানত মধ্যবিস্তার হাতে। উনিশ শতক ছিল বাঙালির জাগরণের কাল। তার সঙ্গে যুক্ত ছিল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি, আর সে কারণেই বাঙালি মধ্যশ্রেণির মধ্যে প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছিল সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশে।

জাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য কৌতূহল, নিজের বা বিশ্বের প্রতি। এবং তারপর সৃষ্টি হয় আদর্শের। উনিশ শতকে প্রধানত হিন্দু ধর্মের সংস্কার চেষ্টার কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ে যথেষ্ট টেনশনের সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে মেরুকরণ, বিভিন্ন গোষ্ঠি বা গ্রুপের নিজেদের মতাদর্শ প্রচারের জন্য, আগেই উল্লেখ করেছি, গঠিত হয়েছিল বিভিন্ন সভাসমিতি। এরা নিজ মতাদর্শ প্রচারের জন্য প্রকাশ করেছিল সংবাদ-সাময়িকপত্র। এভাবেই সভা-সমিতি ও সংবাদ-সাময়িকপত্রের মেলবন্ধন হয়েছিল।

বর্তমান নিবন্ধে, প্রধানত সংবাদনির্ভর প্রকাশনালিকে উল্লেখ করেছি সংবাদপত্র হিসেবে, প্রথমদিকে অধিকাংশ সংবাদপত্র সাপ্তাহিক হলেও পরে বেশ কিছু দৈনিক বা সপ্তাহে দু'বার প্রকাশিত হয়েছিল। যেসব প্রকাশনা মূলত সংবাদনির্ভর নয় সেগুলিকে বিবেচনা করা যেতে পারে সাময়িকপত্র হিসেবে। সাময়িকপত্রের অধিকাংশই ছিল মাসিক। তবে, কিছু ছিল সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও ত্রৈমাসিক।

এবার অভিন্ন বাংলায় সভাসমিতি থেকে কী কী সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল তার একটি সালতামামি দেয়া যাক। উল্লেখ্য, কয়েকটি সভাসমিতি ও সংবাদ-সাময়িকপত্র ছাড়া, অন্যগুলি সম্পর্কে তথ্য কম।

- ১ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ‘সোসাইটি ফর ট্রান্সলেটিং ইউরোপিয়ান সায়েন্সেস’। প্রতিষ্ঠার তারিখ জানা যায়নি তবে, অনুমান করছি ১৮৩২ সালে তা স্থাপিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল “পরোপকারক গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলেখ্যক্রমে স্বদেশস্থ লোকদের উপকারার্থ ইউরোপীয় বিদ্যার গ্রন্থমালা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবেন।” পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ডা. উইলসন।

এই সভা ১৮৩২ সালের এপ্রিল মাসে *বিজ্ঞানসেবধি* নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করে। আখ্যাপত্রে লেখা হয়েছিল—“বিজ্ঞানসেবধি অর্থাৎ শিল্প শাস্ত্রের নিধি—লর্ড ব্রোহেম সাহেবের লিখিত বিজ্ঞানশাস্ত্রের অভিপ্রায় ও ফল এবং সন্তোষাদির বিবরণ ইহাতে শ্রীযুত এইচ এইচ উইলসন সাহেবের আদেশে শ্রীযুত বাবু অমলচন্দ্র গাঙ্গুলি ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ দ্বারা ভাষান্তর হয় ইউরোপীয় সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র ভাষান্তরার্থে সমাজ কর্তৃক শোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল।”

১৮৩৪ সাল পর্যন্ত এর দশটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বাংলায় সভা-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত এটিই প্রথম সাময়িকপত্র।

- ২ রামমোহন রায়ের মৃত্যুর (১৮৩৩) পর ব্রাহ্ম সমাজ নির্জীব হয়ে পড়েছিল। এরপর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রহণ করেছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের ভার। শুরু হলো ব্রাহ্ম আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়।

১৭৬১ শকে (১৮৩৯?) কলকাতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল, “ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে স্থানে স্থানে স্থাপিত হয়,

এবং যে রূপেতে সর্বোৎকৃষ্ট পরম ধর্ম বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হয়, তাহার সাধন।”^{২৬} এই সভা স্থাপন ব্রাহ্ম আন্দোলনের জন্য ছিল এক বিরাট ঘটনা। তৎকালীন বাংলার নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা এতে অংশ নিয়েছিলেন এবং সে সভাই “ব্রাহ্ম সমাজ পরিচালনা ও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করেছিল।”^{২৭} আগে সমাজের কোন বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন ছিল না। পৌত্তলিকতা বর্জনকে মূল নীতি করে দেবেদ্রনাথ কিছু নিয়মকানুন প্রবর্তন করেছিলেন। ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর দেবেদ্রনাথ ও একুশজন ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ভাষায়, “ব্রাহ্ম সমাজে এ একটা নূতন ব্যাপার। পূর্বে ব্রাহ্ম সমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্ম ধর্ম হইল।”^{২৮} সভার মুখপত্র রূপে দেবেদ্রনাথের ভাষায়, “কার্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্ন সভাদের” মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপনের জন্য ১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হলো।^{২৯} ব্রাহ্ম আন্দোলন প্রচারে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রবল ভূমিকা পালন করেছিল।

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ৮০০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে, ১৮৫৯ সালে সভা উঠে যায়। সভার শেষ সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিন্তু পত্রিকা চলেছিল ১৯৩২ পর্যন্ত। পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। শেষ সম্পাদক ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯২৩-৩২)। “ধর্ম চর্চা মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান পুরাতত্ত্ব জীবনী শাস্ত্রানুবাদ সমাজনীতি রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ‘লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ’ প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।”^{৩০} তবে, প্রথম দিকে ধর্মচর্চাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

- ৩ ‘বেদান্ত সভা’ সত্যসঙ্ঘারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায়, ১৮৪৬ সালে। রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় ছিলেন এর সভাপতি। আগস্ট ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত হয় এর মুখপত্র মাসিক সত্যসঙ্ঘারিণী পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন শ্যামাচরণ বসু। ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া পত্রিকাটি সম্পর্কে লিখেছিল—“It is established by a portion of the large and increasing body who may be designated Hindoo Deists, who have been raised by education above the puerilities of idolatry, —the outward observances of which, however, they have not the moral courage to discard, — but instead of embracing the truths of the Gospel, have taken refuge in Vedantism.”^{৩১}

শ্যামাচরণ বসু ১৮৪৭ সালে মারা গেলে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। খুব সম্ভব সভাও তখন বিলুপ্ত হয়।

- ৪ ১৮৪৫ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটি। সভার সদস্য রাধাবল্লভ দাস ১৮৫০ সালে “ডাং ইশ্‌পিজির্ম ও মেং কোম্ব সাহেব কৃত ফ্রেনলজী গ্রন্থ এবং ফ্রেনলজীকেল্ চারট হইতে সার সংগ্রহ করিয়া বাংলায় মনতত্ত্ব সারসংগ্রহ প্রকাশ করেন।”^{৩২} বিস্তারিত এ সম্পর্কে আর জানা যায়নি।
- ৫ ১৮৫০ সালে কোম্বগরে স্থাপিত হয়েছিল ধর্মমর্মপ্রকাশিকা সভা। সভার মুখপত্র হিসেবে ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হয় মাসিক ধর্মমর্মপ্রকাশিকা। এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রমুখ।^{৩৩} এ থেকে অনুমান করে নিতে পারি যে, সনাতন হিন্দু ধর্মের পক্ষে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

- ৬ কলকাতায় ১৮৪৯ সালে স্থাপিত হয় সর্বশুভকরী সভা। উদ্দেশ্য ছিল কৌলীন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি রহিত করা বিষয়ে মত প্রচার। “সভা সংস্থাপনের মুখ্য অভিপ্রায় এই যে, বহু কালাবধি আমাদের দেশে কতগুলি কুরীতি ও কদাচার প্রচলিত আছে তদ্বারা এতদেশের বিধম অনিষ্ট ঘটিতেছে ও কালক্রমে সর্বনাশ ঘটিবারও সম্ভাবনা আছে, যাহাতে এই সমস্ত কুরীতি ও কদাচার চিরদিনের নিমিত্ত হতাদরও দূরীভূত হয় সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে যত্ন করা যাইবেক। ... উল্লিখিত বিষয় সমূহ দ্বারা কত প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে ইহা প্রায় সকল লোকেরি হৃদয়ঙ্গম আছে। এবং এই পত্রিকাতেও ক্রমে ক্রমে তৎসমুদীয় সবিস্তর প্রকটিত করা যাইবেক।”
সভার মুখপত্র হিসেবে মাসিক সর্বশুভকরী পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সালে। পত্রিকা দু’সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর সভ্যদের মধ্যে মতভেদ হয়।^{৩৪} অনুমান করছি এরপরই সভা বিলুপ্ত হয় এবং আরো দু’সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকা প্রকাশও রহিত হয়। ১৮৫৫ সালে তা আবার পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল।
- ৭ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হুজসন প্র্যাট, রেভারেন্ড লঙ্ প্রমুখ ১৮৫১ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি। উদ্দেশ্য ছিল “to publish translations of such works as are not included the design of the Tract of Christian Knowledge Societies on the one hand, or of the School Book and Asiatic Societies in the other and likewise to provide a sound and useful vernacular Domestic Literature for Bengal.”
সমিতির মুখপত্র হিসেবে ১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সচিত্র মাসিক বিবিধার্থ সম্ভ্রহ। দ্বিতীয় সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। বিবিধার্থ-সম্ভ্রহ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছিল। মাইকেল মধুসূদনের ‘তিলোত্তমা সম্ভ্রবের’ কিছু অংশ এখানে প্রকাশিত হয়েছিল। অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত। সাময়িকপত্রটি কর্তৃপক্ষের রোষের কারণে ১৮৬১ সালে পত্রিকার প্রকাশ রহিত হয়।^{৩৫} “বাংলা ভাষায় সাধারণের জ্ঞানের জন্য বই প্রকাশের যে পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য সভার ছিল তা অনেকটাই ব্যর্থ হয়।”^{৩৬}
- ৮ ছোট জাগুলীয়া গ্রামে ১৮৪৮ সালে স্থাপিত হয় ছোট জাগুলীয়া হিতৈষি সভা। উদ্দেশ্য ছিল “কায়িক, বাচনিক, মানসিক এবং আর্থিক সাহায্য দ্বারা স্বদেশের হিত সাধন।” গ্রামটি ছিল বারাসাতে। এই সভা থেকে ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয় মাসিক ছোট জাগুলীয়া হিতৈষি সভার বক্তৃতা। পত্রিকা প্রকাশিত হতো কলকাতা থেকে। সভায় যারা বক্তৃতা দিতেন তাঁদের বক্তৃতা সংকলন করে মাসিকপত্রটি প্রকাশিত হতো।^{৩৭}
- ৯ উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে কলকাতায় ১৮২০ সালে গঠিত হয় এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হার্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া। দেশের মানুষের কৃষি বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধিই ছিল উদ্দেশ্য। সমিতির কার্যবিবরণী ইংরেজিতেই প্রকাশিত হতো। সেইসব বিবরণী বাংলায় প্রকাশ করার জন্য গঠিত হয় একটি অনুবাদ সমিতি। প্যারীচাঁদ মিত্রের সম্পাদনায় সমিতি থেকে ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ। ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত এইসব বিবরণীর প্রকাশ অব্যাহত ছিল বলে জানা যায়।^{৩৮}

- ১০ কলকাতায় কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে ১৮৫৩ সালে “বঙ্গভাষা অনুশীলনের জন্য” বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানত তরুণরা ছিলেন এর সদস্য। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এখানে আলাপ আলোচনা হতো। সমাজ সংস্কারের পক্ষে ছিলেন সভার সদস্যরা। এই সভার মুখপত্র হিসেবে ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক *বিদ্যোৎসাহিনী* পত্রিকা। পত্রিকাটি বছর খানেক টিকেছিল।^{৭৯}
- ১১ “সনাতন ধর্মের অভাব সম্ভাবনা ভাবনায় এতদেশীয় কতিপয় ইষ্টনিষ্ঠ ধর্মিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ জনগণ উৎসাহে ১৭৭৭ শকাব্দীয় কার্তিক মাসের দ্বিতীয় দিবসে রবিবাসরে পরমতত্ত্বদর্শিকা ‘শ্রীশ্রীভাগবতী সভা’ উদ্ভূত হয়।” সভার মুখপত্র হিসেবে কলকাতা থেকে ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয় মাসিক *অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা* পত্রিকা। স্বল্পায়ু ছিল পত্রিকাটি।^{৮০}
- ১২ কলকাতায় ১৮৫৮ সালে ব্রাহ্ম অনুসারীরা স্থাপন করেছিলেন হিতৈষিণী সভা। “ব্রাহ্ম ধর্ম ও নীতি” প্রচারের জন্য সভার মুখপত্র হিসেবে ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক *হিতৈষিণী* পত্রিকা।^{৮১}
- ১৩ ১৮৫৮ সালে কলকাতায় [সিমুলিয়া] প্রতিষ্ঠিত হয় হিতবিলাসিনী সভা। ১৮৫৯ সালে সভার মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় স্বল্পায়ু মাসিক *হিতবিলাসিনী* পত্রিকা।^{৮২}
- ১৪ ১৮৫৯ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা। প্রধানত ভূ-স্বামীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো এই সভা। বাংলার প্রথম রাজনৈতিক সভা হিসেবে ভারতবর্ষীয় সভাকে বিবেচনা করা যেতে পারে। সভার উদ্দেশ্য ছিল সরকারের কাছে নিবেদন করা — “such respectful but earnest representation to the Imperial Parliament of Great Britain on the occasion of the ensuing discussion of the East India Company's Charter as may be calculated to remove the existing defects in the laws and the civil administration of the country and to promote the general welfare and interest of its people.” সভার সভাপতি ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সমিতির শাখা স্থাপিত হয়েছিল।^{৮৩} এই সভার মুখপত্র হিসেবে ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল *মাসিক বিজ্ঞাপনী*। প্রধানত সভার কার্যবিবরণী ছাপা হতো *বিজ্ঞাপনী*-তে।
- ১৫ ঢাকায় স্থাপিত হয়েছিল মনোরঞ্জিকা সভা। অনুমান করছি এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঢাকার সাহিত্যোমাদীরা। সভার মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকার দ্বিতীয় সাময়িকপত্র মনোরঞ্জিকা। মাসিক *মনোরঞ্জিকা*-র সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, মুদ্রাকর হরিশ্চন্দ্র মিত্র। ১৮৬০ সালেই পত্রিকাটি বিলুপ্ত হয়।^{৮৪}
- ১৬ ঢাকার বিক্রমপুরের কুকুটিয়া গ্রামে স্থাপিত হয়েছিল জ্ঞানমিহির বিকাশিনী। সভার মুখপত্র হিসেবে ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয় মাসিক *সংস্কার সংশোধনী*। পত্রিকাটি ছিল স্বল্পায়ু।^{৮৫}
- ১৭ কুমিল্লায় ১৮৬০-এর দিকে স্থাপিত হয়েছিল ত্রিপুরা জ্ঞান প্রসারিণী সভা। ১৮৬০ সালে কৈলাসচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক *ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী*।^{৮৬}

- ১৮ কলকাতার ত্রিশিচিয়ান ভার্ণাকুলার এডুকেশন সোসাইটি শিশুদের জন্য ১৮৬০ সালে প্রকাশ করে সত্যপ্রদীপ যা টিকেছিল ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত।^{৪৭}
- ১৯ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ক্রীষ্টেতন্যসভার মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় ক্রীষ্টেতন্যকীর্তি কৌমুদী পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণদাস বাবাজী। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬১ সালে।^{৪৮}
- ২০ কলকাতার কাছে বালীতে ১৮৬০ সালে শুভকরী সভা স্থাপিত হয়। “সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা বা সুমিষ্ট বক্তৃতা করা শুভকরীর উদ্দেশ্য নহে — যতদূর সাধ্য দীনজনের হিতসাধন, ব্যাধিগ্রস্ত অকর্মণ্য নিরুপায় ব্যক্তি ও অনাথা বিধবাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান, ও দরিদ্র বালকদিগের অধ্যয়নার্থ আনুকূল্য বিধান ইত্যাদি শুভকর কার্যের অনুষ্ঠান করাই শুভকরীর মুখ্য অভিপ্রায়।” ১৮৬২ সালে সভার মুখপত্র হিসেবে রামসদয় ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক শুভকরী। ১৮৬৫ পর্যন্ত পত্রিকাটি টিকেছিল।^{৪৯}
- ২১ পাবনায় ১৮৬৩ সালে স্থাপিত হয় উদ্যোগ বিধায়িনী। এই সভার মুখপত্র হিসেবে বরদা- প্রসাদ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক উদ্যোগ বিধায়িনী। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত মাসিকপত্রটি কিছু ছাপা হতো ঢাকায়। আড়াই বছরের মতো টিকেছিল পত্রিকাটি।^{৫০}
- ২২ কলকাতার রেহালায় ১৮৬৪ সালে স্থাপিত হয় ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারিণী সভা। উদ্দেশ্য “যাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিশেষরূপে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিত হয়।” এই সভার পক্ষ থেকে অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রনাথ গুহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ধর্মপ্রচারিণী। মাসিকপত্রটির প্রকাশ কাল ১৮৬৪।^{৫১}
- ২৩ ঢাকার ব্রাহ্ম আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে ঢাকার গোড়া হিন্দু উকিল কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সনাতনপন্থীদের সমিতি হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভা স্থাপিত হয়। কাশীকান্তের বড় ছেলে শ্যামাকান্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রতি এবং ঢাকা প্রকাশ-এ ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে লেখালেখিও শুরু করেছিলেন। “পুত্রের এইরূপ আচরণে পিতা মর্মান্তিক ক্রোধ পাইয়াছিলেন এবং এই ঘটনা হইতেই ‘ঢাকা প্রকাশ’-এর প্রতিদ্বন্দ্বী তত্রত্য হিন্দু সমাজের মুখপত্র স্বরূপ একখানি পত্রিকা বাহির করিবার জন্যে তাহার প্রবল ইচ্ছা জন্মে।”^{৫২} এবং তারই ফল হিন্দুহিতৈষিণী।
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় থেকেও বিশদভাবে জানা যায়—“অল্প দিন হইল ঢাকায় হিন্দু হিতৈষিণী নামে একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, বিক্রমপুরের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বসু এবং ঢাকার জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মুন্সী এই সভার প্রতিষ্ঠাতা। তত্রত্য সুশিক্ষিত ব্রাহ্মদিগের উন্নতি দেখিয়া হিন্দুধর্মের গৌরব রক্ষার্থ প্রাচীন সম্প্রদায়িরা এই সভা করিয়াছেন। হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকাখানি এই সভার মুখ স্বরূপ।”^{৫৩} ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত সাপ্তাহিকটির সম্পাদক ছিলেন হরিশ্চন্দ্র মিত্র।^{৫৪} পরে এর ভার গ্রহণ করেন আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত। ১৮৮০ পর্যন্ত পত্রিকাটি টিকেছিল।^{৫৫}
- ২৪ ময়মনসিংহের শেরপুরের সংস্কৃতিমনস্ক জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরীর উদ্যোগে ১৮৬৪ সালে স্থাপিত হয় বিদ্যোন্নতি সাধিনী সভা। “বাংলা ও ইংরাজী ভাষার সবিশেষ আলোচনা

- করা এই সভার মুখ্যোদ্দেশ্য।” সভার মুখপত্র হিসেবে হরচন্দ্রের সম্পাদনায় ১৮৬৫ সালে শেরপুর থেকেই প্রকাশিত হয় মাসিক *বিদ্যোন্নতিসাধিনী*। পত্রিকার উদ্দেশ্য— “ধর্মনীতি, সামাজিক নিয়ম, রাজ্য নিয়ম ও দেশোন্নতি সাধনই আমাদের এই পত্রিকার উদ্দেশ্য পরস্তু নানাবিধ প্রবন্ধ, নূতন গ্রন্থ এবং অন্য ভাষা হইতে অনুবাদিত নানা বিষয়ও ক্রমশঃ প্রকটিত হইবেক।” এক বছর টিকেছিল পত্রিকাটি।^{৫৬}
- ২৫ ১৮৬৫-এর দিকে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ। সমিতির মুখপত্র হিসেবে লালমাহব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *সত্যজ্ঞান-প্রদায়িনী*। ত্রৈমাসিক পত্রটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে। তত্ত্ববোধিনী লিখেছিল — “অন্যদেশীয় লোকদিগের জ্ঞানোন্নতি ও ধর্মোদ্দীপন কল্পে যদিও ইদানীং অশেষোপায় অবধারিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে সমধিক উন্নতি সাধনোদ্দেশ্যে এইরূপ সঙ্কলিত হইয়াছে, যে আগামী শ্রাবণ মাস হইতে ‘সত্যজ্ঞান প্রদায়িনী’ নামী বিবিধোপদেশগর্ভা একখানি ত্রৈমাসিক ...^{৫৭} প্রকাশিত হবে।
- ২৬ উনিশ শতকের ষাট দশকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন বিকশিত হতে থাকলে তা প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ‘হিন্দু ধর্ম রক্ষণী সভা’ বা ‘ধর্মসভা’ গঠিত হতে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬৬ সালে রাজশাহীর প্রধান শহর বোয়ালিয়ায় স্থাপিত হয়েছিল বোয়ালিয়া ধর্মসভা। এ সভার সভাপতি ছিলেন তাহেরপুরের রাজা চন্দ্রশেখরেশ্বর এবং সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন শ্রীনাথ সিংহ রায়। এ সভা থেকে হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা ও অন্যান্য পুস্তিকা প্রকাশের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬৬ সালের বোয়ালিয়া (রাজশাহী) ধর্মসভার মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক *হিন্দুরঞ্জিকা*। প্রথমে মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হলেও *হিন্দুরঞ্জিকা* পরে রূপান্তরিত হয়েছিল সাপ্তাহিক (১৮৬৮)। পত্রিকাটি কয়েকদিন টিকেছিল জানা যায়নি তবে ১৯৩৫ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। ঢাকা প্রকাশ ছাড়া আর কোন পত্রিকা এত দীর্ঘ দিন পূর্ববঙ্গে টিকেছিল বলে জানা নেই। বোয়ালিয়ায় মুদ্রণযন্ত্র না থাকায় *হিন্দুরঞ্জিকা* মুদ্রিত হতো ঢাকার সুন্দর বাড়িতে। পরে অবশ্য রাজশাহীর দুবলহাটের জমিদার হরনাথ রায় চৌধুরী ধর্মসভাকে একটি মুদ্রণযন্ত্র কিনে দিলে বোয়ালিয়া থেকে *হিন্দুরঞ্জিকা* মুদ্রিত হতে থাকে।^{৫৮}
- ২৭ হুগলীর জিরাট গ্রামের হিন্দুহিতৈষিণী সভার মুখপত্র হিসেবে ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক *হিন্দুহিতাকাঙ্ক্ষিনী*।^{৫৯}
- ২৮ কলকাতা ট্রাস্ট সোসাইটি থেকে শিশু ও মহিলাদের জন্য ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল *জ্যোতিরঙ্গণ*।^{৬০}
- ২৯ ময়মনসিংহের হিন্দুধর্ম জ্ঞান প্রদায়িনী সভার মুখপত্র হিসেবে ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক *আর্য্যধর্মপ্রকাশিকা*।^{৬১}
- ৩০ ১৮৬৫ সালে কেশবচন্দ্র সেন ঢাকায় এলে কলকাতার অনুকরণে ঢাকায় স্থাপিত হয়েছিল সঙ্গত সভা। ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের প্রায় সব নামী কর্মী যেমন বঙ্গচন্দ্র রায়, ভুবনমোহন সেন, কালীনারায়ণ সেন, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন এর সভ্য।

সভার উদ্দেশ্য ছিল—“চরিত্রের উন্নতি সাধন ও বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ” করতে লোককে শিক্ষাদান। এর অধিবেশন হতো প্রতি শনিবার-সন্ধ্যায়। প্রত্যেক সভ্যের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে ছিল দৈনিক উপাসনা। “সপ্তাহান্তে সঙ্গতের অধিবেশনে ডায়েরী পাঠ, নিজেদের দোষ-ত্রুটির আলোচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল প্রার্থনা ও সঙ্গীত” হতো।^{৬২}

সঙ্গত সভার মুখপত্র হিসেবে বঙ্গচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল পাক্ষিক বঙ্গবন্ধু। দু'বছর চলার পর তা সাপ্তাহিকে পরিণত হয়েছিল। এর ইংরেজি অংশটির শিরোনাম ছিল দি নিউ লাইট। ১৯০৭ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু টিকেছিল। এর শেষ দিককার কয়েকজন সম্পাদক ছিলেন কৈলাসচন্দ্র নন্দী, বরদাকান্ত হালদার, ঈশ্বরচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র সেন এবং দুর্গাদাস রায়।^{৬৩}

৩১ হিন্দুধর্মের উন্নতির জন্য কলকাতায় ১৮৭০ সালে স্থাপিত হয়েছিল সনাতন-ধর্মরক্ষিণী সভা। সভার মুখপত্র হিসেবে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক সনাতন ধর্মোপদেশিনী।^{৬৪}

৩২ কেশবচন্দ্র সেন সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৮৭০ সালে গঠন করেছিলেন ভারত সংস্কার সভা বা ইন্ডিয়ান রিফর্ম এসোসিয়েশন। এর মুখপত্র হিসেবে প্রকাশ করেন ১৮৭০ সালে সাপ্তাহিক সুলভ সমাচার। “হিত উপদেশ, নানা সংবাদ, আমোদজনক ভাল-ভাল গল্প, আমাদের দেশের এবং বিদেশের-ইতিহাস, বড় বড় লোকের জীবন, যে সকল আইন সাধারণের পক্ষে জানা নিতান্ত আবশ্যিক, চাল-ভাল প্রভৃতির দর এবং বিজ্ঞানের মূল সত্য-সকল যত দূর সহজ কথায় লেখা যাইতে পারে” এই পত্রিকায় স্থান পেতো। ১৮৮৬ সালের পর তা অন্য পত্রিকার সঙ্গে একত্রিত হয়ে যায়।^{৬৫}

৩৩ ঢাকার ব্রাহ্মদের উদ্যোগে ১৮৭০ সালে স্থাপিত হয়েছিল শুভসাধিনী সভা। “সুরাপান নিবারণ, স্ত্রী শিক্ষাদান, সুলভ পত্রিকা প্রচার দ্বারা জ্ঞানোন্নতি সাধন প্রভৃতি” ছিল এ সভার উদ্দেশ্য। ঢাকায় শুভসাধিনী সভা একটি ‘যুবতী স্কুল’ পরিচালনা করতো। সভার সম্পাদক ও পত্রিকার পরিচালক ছিলেন কালীনারায়ণ রায়। সভার মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হতো এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক শুভসাধিনী।^{৬৬} পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭১ সালে, টিকেছিল চার বছর।^{৬৭}

৩৪ কেশবচন্দ্র সেনের ভারত সংস্কার সভার কয়েকটি শাখা ছিল। এর একটি ‘সুরাপান ও মাদক নিবারণ বিভাগ’। এর মুখপত্র হিসেবে ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক মদ না গরল? পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যা এক হাজার ছাপা হতো ও বিনামূল্যে বিতরণ করা হতো।^{৬৮}

৩৫ কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গত সভার মুখপত্র হিসেবে ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক ধর্মসাধন। উপদেশ মূলক পত্রিকা।^{৬৯}

৩৬ ১৮৭৩ সালের মার্চ মাসে ঢাকার পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে বাল্য বিবাহের ওপর একটি আলোচনা হয়েছিল। সেখানে বক্তৃতা করেছিলেন ড. নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়। এই সভার পরিপ্রেক্ষিতেই নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল বাল্য বিবাহ নিবারণী সভা। এই সভার সভ্য অনেক স্কুল ছাত্র প্রতিজ্ঞা করেছিল ১৮ বছরের আগে বিয়ে

করবে না। সভার মুখপত্র হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছিল একটি মাসিক পত্রিকা — মহাপাপ *বাল্যবিবাহ*। ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়ে তা দু'বছরের মতো টিকেছিল। সভা এবং পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।^{৭০}

- ৩৭ পাবনার চাটমোহর গ্রামের যুবকরা ১৮৭৩ সালে স্থাপন করেছিল একটি সভা— জ্ঞানদায়িনী।^{৭১} সেই সভার মুখপত্র হিসেবে ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক *জ্ঞানবিকাশিনী*। পত্রিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানা যায় একটি বিজ্ঞাপন থেকে — “বলা বাহুল্য যে, ইহাতে সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় সকল লিখিত হইবেক।”^{৭২} এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী।^{৭৩}

এই সভার মুখপত্র হিসেবে একই সময় প্রকাশিত হয়েছিল একটি মাসিকপত্র — *পল্লীদর্শন*। ‘মধ্যস্থ’ লিখেছিল— “প্রথম সংখ্যার লেখা দেখিয়া আশা উদ্দীপিতা হইতেছে।”^{৭৪}

- ৩৮ পাকুড় প্রমোদিনী সভা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল চতুর্মাসিক *প্রমোদিনী* (১৮৭৩)।^{৭৫}
৩৯ কলকাতার ট্রাস্ট সোসাইটি থেকে রেভারেন্ড এস. সি. ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ধর্ম বিষয়ক পত্রিকা *Berean Leaves* বা *বিরীয়া পত্র*। ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।^{৭৬}

- ৪০ হরিনাভিতে স্থাপিত হয়েছিল ভারতবর্ষীয় আর্থসভা যার উদ্দেশ্য ছিল “আর্য্য ধর্ম রক্ষা, প্রচার ও কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন।” ১৮৭৪ সালে গোপাললাল বসু শর্মার সম্পাদনায় সভার মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক *ভারতবর্ষীয় আর্থ্য পত্রিকা*।^{৭৭}

- ৪১ দিনাজপুরের ভাটপাড়া উন্নতি সাধিনীর মুখপত্র ছিল *সুহৃদ*। মাসিক পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন তারণবন্ধু শর্মা। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৮ সালে।^{৭৮}

- ৪২ কলকাতার বান্ধবসভা থেকে ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক *ভারতদর্পণ*। চার মাস পর তা পরিণত হয়েছিল সাপ্তাহিকে। সম্পাদক ছিলেন তারকনাথ বিষ্ণু।^{৭৯}

- ৪৩ কলকাতার কালীঘাট হিন্দু মিশনারী সোসাইটির মুখপত্র ছিল *ধর্ম বিষয়ক প্রতিবাদ*। মাসিক পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্ট ধর্মের বিপরীতে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা।^{৮০}

- ৪৪ নিরপেক্ষ ধর্মরক্ষিণী সভার মুখপত্র ছিল মাসিক *নিরপেক্ষ ধর্মতত্ত্ব*। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮১ সালে।^{৮১}

- ৪৫ শ্রীবাটী চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভার মুখপত্র হিসেবে ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ‘দ্বৈমাসিক’ *চিত্তরঞ্জিনী*। “সংক্ষেপতঃ সামাজিক বিষয়ে সর্বাদীর্ণ উন্নতি কামনাই এই সচিত্র ঋতু-পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য।” সম্পাদক ছিলেন রাজরাজেন্দ্র চন্দ্র।^{৮২}

- ৪৬ কুমিল্লা সুহৃদ সমাজ ১৮৮২ সালে প্রকাশ করেছিল মাসিক *দর্পণ*।^{৮৩}

- ৪৭ ঢাকা ভৈষজ্য সমালোচনী সভার মুখপত্র হিসেবে ১৮৮১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিভাষিক (ইংরেজি নাম দি ফিজিশিয়ান) চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক মাসিক *ভিষক* (১৮৮১)। সম্পাদক ছিলেন সূর্যনারায়ণ ঘোষ, দুর্গাদাস রায় এবং কাশীচন্দ্র দত্ত। বান্ধব লিখেছিল — “ইহা দ্বারা বান্ধা চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা আছে। এ দেশে ইদানীং অনেক হাতুড়িয়া বৈদ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার নামের অবতারণা যাহাকে

ধরে তাহার আর রক্ষা নাই। সে বাঁচিয়া উঠিলেও চিরদিন যমের ভয় হইতে চিকিৎসকের ভয়ে অধিকতর অস্থির রহে। যেখানে ম্যালেরিয়া, সেইখানেই ইহারা অথবা যেখানে ইহারা সেখানেই ম্যালেরিয়া। গ্রাম্য প্রদেশেই ইহাদিগের বেশী আড়ম্বর, এবং মূর্থ ও জীলোকের চিকিৎসারই ইহারা সর্বাধিক পটু। এই শ্রেণীর মহাপুরুষেরা ডিবকের পাতামাত্র উন্টাইলেই অনেকে নখচ্ছেদে কুঠারের আঘাতরূপ দুর্বিষহ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবে। আমরা ভরসা করি, ভৈষজ্য সমালোচনী সভার সদস্যগণ এবং উহার সদুৎসাহশীল সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ সেন এই পত্রিকাখানিকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখিতে সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল রহিবেন এবং বঙ্গের ধনিসন্তানেরা অর্থানুকূল্যে ইহার উপকার করিবেন।”^{৮৪} ডিবক-এর প্রকাশনা অব্যাহত ছিল ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত।^{৮৫}

৪৮ ঢাকায় ১৮৭৯ সালে স্থাপিত হয়েছিল সারস্বত সমাজ। এই সমিতির পরিকল্পনা করেছিলেন জনৈক শ্রীনাথ। তিনি সমিতির একটি পরিকল্পনা করে দেখিয়েছিলেন দীননাথ সেনকে। দীননাথ প্রথম বছরে দুশো টাকা ব্যয়ের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সমাজের উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত ভাষার প্রসার। তাই প্রথম বছর ঐ টাকা “টোলের সংস্কৃত অধ্যয়নশীল ছাত্রবর্গের বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত” ব্যয় করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনার নাম দেয়া হয়েছিল তখন ‘বডি অব সানসক্রিট একজামিনেশন স্কীম’।^{৮৬} পরে রায়বাহাদুর অভয়াচরণ দাস সে নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন সারস্বত সমাজ।^{৮৭} সারস্বত সমাজ ১৮৮৩ সালে প্রকাশ করেছিল সাপ্তাহিক সারস্বতপত্র। বান্ধব লিখেছিল পত্রিকাটি সম্পর্কে —“... এ দেশের পণ্ডিত সমাজের সহিত সাহিত্য সমাজ কিংবা রাজনৈতিক জগতের কোনও সংশ্লব নাই। যদি সারস্বতপত্র বঙ্গদেশীয় সংস্কৃত ব্যবসায়ী পণ্ডিতবৃন্দকে বাঙ্গালা সাহিত্য ও ভারতীয় রাজনীতির সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে এক মহান উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। ... আমরা ভরসা করি সারস্বতপত্র মৃতকল্প পণ্ডিত সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া সমাজের শক্তিবর্দ্ধন করিবে এবং প্রাচীন ও নব্যের সম্মিলনভূমি হইয়া আপনাকে সার্থক করিতে ক্ষমবান হইবে। ইহার লেখা বিশুদ্ধ কিন্তু একটু সংস্কৃত বহুল। বোধহয় কালে ইহা একখানি গণ্যমান্য পত্রিকা হইয়া উঠিতে পারিবে।”^{৮৮} এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন রাজবিহারী দাস, পরে উমেশচন্দ্র বসু।

৪৯ কলকাতার বাগবাজারে প্রতিষ্ঠিত বান্ধব-পাঠ-সমাজ প্রকাশ করেছিল মাসিক ভারত। প্রকাশকাল ১৮৮৫।^{৮৯}

৫০ কালনা সভার মুখপত্র হিসেবে ১৮৮৪ সালে শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল আর্য্যবজ্জু। পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো শান্তিপুর থেকে। হিন্দুধর্ম প্রচার ছিল এর উদ্দেশ্য।^{৯০}

৫১ কলকাতায় স্থাপিত অনুসন্ধান-সমিতির মুখপত্র ছিল পাক্ষিক অনুসন্ধান। “নানারূপ জুয়াচুরি হইতে দেশবাসীকে সতর্ক করাই” ছিল পাক্ষিকটির উদ্দেশ্য। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৭ সালে।^{৯১}

৫২ যুবক সুহৃৎ ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে টেম্পারেন্স সোসাইটির মুখপত্র হিসেবে। প্রকাশনার ভার ছিল শ্রীহট্ট সুহৃৎ সমিতির।^{৯২}

- ৫৩ রাজশাহীতে স্থাপন হয়েছিল শিক্ষা পরিচর সমিতি। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ ১৮৮৯ সালে সভাটি স্থাপন করেছিলেন। উদ্দেশ্য শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়ন, সমিতির মুখপত্র হিসেবে ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক শিক্ষা পরিচর।^{১২}
- ৫৪ কলকাতার যমুনা-সমিতি প্রকাশ করেছিল মাসিক যমুনা। প্রকাশকাল ১৮৮৯।^{১৩}
- ৫৫ যশোরের বনগ্রাম ছাত্র সমিতির মুখপত্র মাসিক শিক্ষা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৮ সালে। সম্পাদক ছিলেন সারদাপ্রসাদ বসু।^{১৪}
- ৫৬ ঢাকার চান্দনীঘাটের উদ্দেশ্য মহৎ সভার মুখপত্র ছিল সাপ্তাহিক উদ্দেশ্য মহৎ। প্রকাশকাল ১৮৮৯।^{১৫}
- ৫৬ উলুবেড়িয়ার হিতকরী সভা প্রকাশ করেছিল সাপ্তাহিক সমীরণ (১৮৮৮)।^{১৬}
- ৫৭ কলকাতায় সে সময়ই স্থাপিত হয়েছিল নিরামিষভোজী সভা। সভার মুখপত্র হিসেবে ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক আহর-তত্ত্ব।^{১৭}
- ৫৮ জমীন্দারী পঞ্চায়েত সভার মুখপত্র হিসেবে ১৮৯১ সালে কলকাতা থেকে যোগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক জমীন্দারী পঞ্চায়েত।^{১৮}
- ৫৯ স্যালভেশন আর্মির মুখপত্র মাসিক রথরব প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯১ সালে কলকাতা থেকে। সম্পাদক ছিলেন হীরা সিং।^{১৯}
- ৬০ কাছাড়ের হাইলাকান্দি ছাত্রসভা সমিতি থেকে ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক ছাত্রসভা।^{২০}
- ৬১ ১৮৯০ সাল থেকে শুরু হয়েছিল পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম সম্মেলন। এই সম্মেলন থেকেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল একটি পত্রিকা প্রকাশ করার।^{২১} এ পরিপ্রেক্ষিতে শশিভূষণ দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক সেবক (১৮৯১)। অনেকটা নিউজ পেটারের মতো ছিল সেবক। অনিয়মিতভাবে বছর পাঁচেক চলেছিল।
- ৬২ কলকাতার সনাতন আর্ধ্যধর্মপ্রচারার্থ বঙ্গদেশীয় তত্ত্ব সভার মুখপত্র হিসেবে রাখালচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক কল্প।^{২২}
- ৬৩ ১৮৯৩ সালে কলকাতার শোভাবাজারে বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়িতে গঠিত হয় দি বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচার। এর মুখপত্র হিসেবে ১৮৯৪ সাল থেকে প্রকাশিত হতো একই নামের একটি মাসিকপত্র। ১৮৯৪ সালে উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রস্তাব করেন (ফেব্রুয়ারি) প্রতিষ্ঠানটির নাম দেওয়া হোক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। পরবর্তীকালে সমিতির নাম পরিবর্তিত করা হয় এবং পত্রিকাটির নাম রাখা হয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। ১৮৯৪ সালে রজনীকান্ত গুপ্তের সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে যার প্রকাশনা এখনও অব্যাহত।^{২৩}
- ৬৪ কলকাতা বাগবাজারের হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা প্রকাশ করেছিল হিন্দু সুহৃৎ। মাসিক পত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৩ সালে।^{২৪}
- ৬৫ কলকাতার ইডেন হিন্দু হোস্টেলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুহৃৎ-সমিতি, আর এই সমিতি থেকে “দেশের যুবকদিগের হৃদয়ে সাহিত্যানুশীলনের প্রতি অনুরাগ জন্মাইবার জন্যই

- সুহৃদ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।” সম্পাদক ছিলেন রমণীমোহন ঘোষ। ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক সুহৃদ।^{১০৫}
- ৬৬ ইন্ডিয়ান ইনডাসট্রিয়াল অ্যাসোসিয়েসন ১৮৯৪ সালে প্রকাশ করেছিল বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক বিজ্ঞান। কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।^{১০৬}
- ৬৭ চুঁচুড়ার বাসনা সমিতি থেকে ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক বাসনা।^{১০৭}
- ৬৮ দক্ষিণ বেটরার আলোচনা সমিতি ১৮৯৪ সালে প্রকাশ করেছিল মাসিক আলোচনা।^{১০৮}
- ৬৯ ভারতবর্ষীয় বেদ সমিতি ও তত্ত্ববিদ্যালয় ১৮৯৫ সালে বেদ প্রচারের জন্য কলকাতা থেকে প্রকাশ করেছিল ত্রৈমাসিক সুচিন্তা।^{১০৯}
- ৭০ শিল্প সাহিত্য সভা ১৮৯৬ সালে প্রকাশ করেছিল মাসিক সাহিত্য-সেবক।^{১১০}
- ৭১ রংপুরের ছাত্রসংঘ-এর মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক উৎসাহ। সম্পাদক ছিলেন অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী।^{১১১}
- ৭২ সাহিত্যের উন্নতি বিধানে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সাহিত্য সেবক সমিতি। আর ১৮৯৯ সালে তারা প্রকাশ করেছিল মাসিক প্রয়াস।^{১১২}
- ৭৩ কলকাতার বান্ধব সমিতি ও পাঠাগার থেকে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক কমলা।^{১১৩}
- ৭৪ কলকাতার শোভাবাজার ভিক্টোরিয়া পাঠ-সমিতির সাহিত্য সমালোচনী সভা থেকে ১৮৯৯ সালে ডাঃ রসিকমোহন চক্রবর্তী-র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক বিকাশ।^{১১৪}
- ৭৫ সাহিত্য-সংহিতা ছিল কলকাতার সাহিত্য-সভার মুখপত্র। সম্পাদক ছিলেন নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মাসিক সাহিত্য-সংহিতা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০০ সালে।

পূর্ববঙ্গে স্থাপিত সভা-সমিতিতে তেমন বৈচিত্র্য ছিল না যা ছিল পশ্চিমবঙ্গের সভা-সমিতিতে। তবে, সামগ্রিকভাবে বর্তমান প্রবন্ধের আলোকে সভা-সমিতিগুলিকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে — শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ-সংস্কার-উন্নয়ন, সম্প্রদায়গত এবং এ সব বিভাজনের মধ্যে পড়ে না (বিবিধ)। যেমন; ‘হটিকালচারাল সোসাইটি’ যার লক্ষ্য ছিল কৃষির উন্নতি।

শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য চর্চা এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ। আরো অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে বস্তুতা বা রচনা লেখা, জ্ঞানোন্নয়ন ইত্যাদি। সমাজ সংস্কার ও উন্নয়নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, আত্মোন্নয়ন, নৈতিক উন্নয়ন, সমাজসেবা ও সংস্কার।

যে সব সভা-সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা, সে সবের অধিকাংশই যুক্ত ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। এদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বস্তুতা ও রচনা লেখা, বিশেষ করে ইংরেজি রচনা ও কম্পোজিশন।^{১১৫} সুতরাং, ধরে নেয়া যেতে পারে বিকাশমান মধ্যবিত্তের লক্ষ্য ছিল শিক্ষা অর্জন। এর কারণ সহজবোধ্য, ঔপনিবেশিক সরকারের বিভিন্ন নিম্নস্তরের চাকরি উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল দেশীয়দের জন্য এবং সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছিল সরকারী চাকরি এবং শিক্ষা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল যেসব সভা-সমিতি স্বাভাবিকভাবেই

সেগুলির উদ্যোক্তা ছিলেন স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্ররা। যেগুলি যুক্ত ছিল না প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সেগুলিরও উদ্যোক্তা ছিলেন স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তি, সমাজসেবী, সরকারি কর্মচারী। সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যারা উৎসাহী ছিলেন তারা প্রধানত গড়ে তুলেছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সমিতি এবং এগুলির বেশিরভাগই গড়ে উঠেছিল কলকাতায় কারণ কলকাতাই ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্র।

শিক্ষামূলক সভা-সমিতিগুলি মনে হয় স্থানীয়ভাবে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করতে পারতো স্থানীয় কিশোর বা তরুণদের। শুধু শিক্ষা নয়, জীবন-যাপনে শৃঙ্খলা, (বিশেষ করে যেসব সভা ছিল ব্রাহ্ম নিয়ন্ত্রণে) সমাজ সেবা প্রভৃতিতেও এগুলি উদ্বুদ্ধ করতো। এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতো স্কুল/কলেজ বা স্থানীয় ছাত্রদের ওপর। এ প্রসঙ্গে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে গড়ে তোলা ‘মনোরঞ্জিকা সভা’র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীনাথ চন্দ্র, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ যখন ঐ স্কুলে পড়তেন তখন গড়ে তুলেছিলেন এই সভাটি। শ্রীনাথ চন্দ্র লিখেছেন, ‘সভার কার্য্যায়ত্তে ঈশ্বর স্তোত্র ও প্রার্থনা পঠিত হইত। সকলকেই প্রবন্ধ লিখিতে এবং উপস্থিত বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইত। কেবল সভার নির্দিষ্ট সময়ে উহার কার্য্য আবদ্ধ থাকিত না, সভ্যদের স্বভাব-চরিত্র, রীতিনীতি এবং পড়াশুনা সম্বন্ধে গৃহেও অনুসন্ধান করা হইত।’ স্কুলে কোন ছেলে অবাধ্য বা পড়াশোনায় অমনোযোগী হলে শিক্ষক প্রণয় করতেন, ‘তুমি কি মনোরঞ্জিকা সভার সভ্য নও?’^{১১৬}

ধর্ম-সমাজ সংস্কার ও সমাজোন্নয়ন মূলক সভা-সমিতির উদ্যোক্তা ছিলেন ভদ্রলোকেরা। সামগ্রিকভাবে এগুলির নেতৃত্বে ছিলেন মধ্যশ্রেণি/পেশাজীবী। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে, ওডিসি লিখেছিলেন, ভারতীয় সংস্কারবাদীরা ছিলেন নতুন মধ্যশ্রেণির (প্রফেশনাল এলিট) যার মধ্যে ছিলেন শিক্ষক, উকিল ও আমলা।^{১১৭} অনেক সময় স্থানীয় ধনাঢ্য বা জমিদাররাও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এ ধরনের সভার। এসব সমিতির সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য ছিল ধর্ম বা নিজ নিজ ধর্ম সম্প্রদায়গত সংস্কার-কুসংস্কারের সংস্কার। যেমন, মদ্যপান, নিবারণ, বাল্য-বিবাহ রোধ — এগুলি সামগ্রিকভাবে সমাজের দ্বন্দ্ব ছিল ইতিবাচক। অবশ্য, এ ধরনের সমিতি বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রাহ্ম এবং হিন্দুরা।

সমাজোন্নয়নমূলক সভা-সমিতিগুলি সামগ্রিকভাবে সমাজে হয়ত তেমন কোন কিছু করতে পারেনি তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সীমিত অর্থে সফলতা অর্জন করেছিল। যেমন, মদ্যপান নিবারণ, বিয়ের ব্যয় হ্রাস, কন্যাপণের বিলুপ্তি এবং কুলীন বিয়ে রোধেও সভাসমিতিগুলি প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। বিশেষভাবে, মদ্যপান নিবারণের জন্যে ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুরে স্থাপিত হয়েছিল সমিতি।^{১১৮} এমন কি ‘গৈলো ছাত্র সম্মিলনীর’ মত অজ্ঞ পাড়াগাঁয় স্থাপিত একটি সভাও গৈলো বাজার থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছিল একটি মদের ভাটি। ঢাকায় এবং ময়মনসিংহে বিয়ের ব্যয় হ্রাসের জন্যে ১৮৯০ সনে স্থাপিত হয়েছিল দু’টি সভা।^{১১৯} কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে আন্তর্বিবাহ, কুলীন প্রথা এবং বাল্য বিবাহ রোধ ও বিধবা বিবাহ প্রচলনে সমিতিগুলি খুব একটা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি।^{১২০} এর কারণ, এগুলি প্রধানত যুক্ত ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দুরা চেয়েছিল নিজেদের সনাতন ধর্ম অটুট রেখে এক-আধটু সংস্কার করতে।

ব্রাহ্মদের উদ্দেশ্যও পূর্বোক্তদের থেকে খুব একটা পৃথক ছিল না। নারী মুক্তির ব্যাপারে,

বিশেষ করে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে মধ্যশ্রেণির মতামত সংগঠনে তারাও বেশ সহায়তা করেছিল।

কিন্তু নব্বই দশকের দিকে পূর্বোক্ত সভা-সমিতিগুলির ঝোঁকের খানিকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এর কারণ, হিন্দু ও মুসলমান পুনর্জাগরণ।

ধর্মীয় এই পুনর্জাগরণ প্রভাবান্বিত করেছিল সভা-সমিতিগুলিকে। নৈতিক উন্নয়নের ওপর তখন গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল বেশি। ব্রাহ্মদেরও তখন দেখা গেছে, গোঁড়া হিন্দুদের মত, ঢাকা, টাঙ্গাইল ও বরিশালে নৈতিক উন্নয়নের জন্য সভা প্রতিষ্ঠা করতে।^{১২১}

নব্বই দশকের দিকে গঠিত ছাত্রসভাগুলিকেও প্রভাবিত করেছিল এই ঝোঁক। ছাত্ররাও ধারণা করেছিল, নৈতিক চরিত্র সমুন্নত রাখলে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যেমন, চাঁটগায় ছাত্ররা শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে একবার একটি পতিতালয় স্থানান্তরিত করেছিল এবং সভারা প্রতিজ্ঞা করেছিল মদ্যপান থেকে তারা বিরত থাকবে।^{১২২} এসব বিষয়ে বক্তৃতা দিতেও ভালোবাসতো ছাত্ররা।

সম্প্রদায়কে ঘিরে ওঠা সমিতির চরিত্র ছিল পূর্বোক্তগুলি থেকে ভিন্ন। এর মধ্যে কিছু ছিল গোঁড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ। এগুলি ছাড়া, বাকীগুলিকে আক্ষরিক অর্থে সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করবো না, যেহেতু এগুলি নজর দিয়েছিল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উন্নয়নে, যেটি সামাজিকও হতে পারে। অর্থনৈতিকও হতে পারে। আবার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণের ভিত্তিতেও গড়ে উঠেছিল কিছু সমিতি। অনিল শীল এ পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছিলেন, একদিক থেকে দেখতে গেলে কি সব বর্ণই এক ধরনের সমিতি নয়?^{১২৩} শিক্ষা বা সমাজ উন্নয়নমূলক সভা-সমিতিগুলিতে কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য থাকলেও বলা যাবে না যে, সম্পূর্ণভাবে সেটি সম্প্রদায়গত। এ কথা সত্যি যে, বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপ সমিতি বা কায়স্থ হিতৈষিণী সভার মত কিছু সভা-সমিতি গড়ে উঠেছিল একটি বিশেষ সম্প্রদায় বা বর্ণের সভ্যদের নিয়ে। কিন্তু সেগুলির কর্মকাণ্ডের ঝোঁক ছিল না ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার। অন্যদিকে, আলোচ্য সভা-সমিতিগুলি ছিল একটি বিশেষ সম্প্রদায়জাত এবং এগুলির ঝোঁক ছিল প্রধানত ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষার দিকে। শুধু তাই নয়, নামকরণও এগুলিকে চিহ্নিত করে আলাদাভাবে। যেমন, হিন্দু সম্প্রদায়ের এ ধরনের সভাগুলির আগে যুক্ত থাকতো ‘হিন্দু’ অথবা পরে ‘ধর্মসভা’ বা ‘ধর্মরক্ষিণী সভা’। মুসলমান সম্প্রদায়ের সভা-সমিতিগুলির আগে যুক্ত থাকতো ‘মুসলমান’ বা ‘আঞ্জুমান’ এবং অনেক ক্ষেত্রে পরে ‘ইসলামিয়া’ শব্দটি।

‘হিন্দু ধর্মরক্ষিণী’ সভাগুলির উদ্ভব হয়েছিল ষাটের দশকে যখন বিকশিত হচ্ছিল ব্রাহ্ম আন্দোলন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার ফলই ছিল সেগুলি। শ্রেণি ও সম্প্রদায়গত আধিপত্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই হিন্দু মধ্যশ্রেণির গোঁড়া সভ্যরা গড়ে তুলেছিলেন এ ধরনের সভা-সমিতি।

মুসলমান সভাগুলির বিকাশ হয়েছিল আশির দশকে। সামান্য ভাবে হলেও তখন বিকাশ শুরু হয়েছিল মুসলমান মধ্যশ্রেণির, উপলব্ধি করেছিল তারা শিক্ষার গুরুত্ব। ১৮৭০ সনে সরকারী শিক্ষা নীতির পরিবর্তনও সহায়তা করেছিল তাদের। পূর্ববঙ্গের মুসলমান মধ্যশ্রেণি তখন হয়ত সম্প্রদায়গতভাবে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে চাচ্ছিল। যার ফলে এখানে একটি দু’টি করে আঞ্জুমান (আঞ্জমন) বা মুসলমান সম্প্রদায়ের সভা গড়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে গ্রামীণ মুসলমানদের মধ্যে একতাবোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল আঞ্জুমানগুলি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এগুলি অসচেতনভাবে সৃষ্টি করেছিল এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধও। পূর্ববঙ্গের মুসলমান, তারা যে মুসলমান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এ প্রত্যয় জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা সংস্কৃতি সবদিক থেকে তারা নিজেদের আলাদাভাবে ভাবতে শুরু করেছিল। এবং এভাবে হিন্দু মুসলমান দু'সম্প্রদায় পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল।

উপরোক্ত সভা-সমিতি ছাড়াও আরো অনেক ধরনের সভা-সমিতি ছিল। যেমন পূর্ববঙ্গের 'নূপনীতিবোধিনী' (১৮৫১), 'সাতক্ষীরা এগ্রিকালচারাল এন্ড হার্টিকালচারাল সোসাইটি' (১৮৭১), 'ময়মনসিংহ এসোসিয়েশন' (১৮৭৮), 'পূর্ববঙ্গ জমিদার সভা' (১৮৭৯) ও 'রাজনৈতিক সভা' (১৮৮০), 'ভৈষজ্য সমালোচনী সভা' (১৮৮১), পশ্চিমবঙ্গের 'অনুসন্ধান সমিতি' (১৮৮৬), 'নিরামিষভোজী সভা' (১৮৮৯), 'স্যালভেশন আর্মি' (১৮৮৯), 'বাসনা সমিতি' (১৮৯৯), 'কলিকাতা ট্রাস্ট সোসাইটি', 'মেকানিকস ইনস্টিটিউট' ইত্যাদি।

সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে, উনিশ শতকে বাংলায় এ ধরনের সভা-সমিতিগুলির প্রধান অবদান ছিল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে মধ্যশ্রেণির মতামত সংগঠন। বিনয় ঘোষ মূল্যায়ন করেছিলেন এভাবে — “রামমোহনের যুগ থেকে বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিদ্বৎসভার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছিলো, উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ থেকে ধীরে ধীরে সেগুলি লোপ পেতে থাকে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হলো — আলোচনার স্বাধীনতা, মতামতের উদারতা, পারস্পরিক মিলন ও ভাববিনিময়, সমাজচেতনা, বিদ্বৎসমাজের সামাজিক দায়িত্ববোধ, নবীন বিদ্যোৎসাহীদের প্রেরণা দান ইত্যাদি।” বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ তীব্র হলেও “বিদ্বৎসভার আসরে সকলের মিলনের পথে তেমন অনতিক্রম্য কোনো অন্তরায় ছিল না।”^{১২৪} এ মতামত সংগঠনের জন্যই এরা বিভিন্ন সময় প্রকাশ করেছিল সংবাদ-সাময়িকপত্র যার তালিকা দিয়েছি দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

১৮১৫ সনে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল প্রথম সভা এবং তারপর বিকাশ শুরু হয়েছিল সভা-সমিতি এবং সংবাদ-সাময়িকপত্রের। বাংলাদেশে ষাটের দশকে একটি দু'টি করে সভা-সমিতি স্থাপিত ও সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। সত্তর দশকের মধ্যে কলকাতায় (নাগরিক সমাজে) এবং পূর্ববঙ্গের মফসসল ও গ্রামাঞ্চলে সভা-সমিতি একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল। ১৮৬০ সনে সরকার-ঘোষিত রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল এগুলির। সত্তর দশক থেকে বাৎসরিক সরকারী প্রশাসনিক রিপোর্টে রেজিস্ট্রিভূক্ত সমিতিগুলির তালিকা প্রকাশিত হতে থাকে। অবশ্য সব সভা বা সমিতিই যে রেজিস্ট্রিভূক্ত হত তা নয়, বরং বলা যেতে পারে, মফসসল বা গ্রামে স্থাপিত সভা-সমিতিগুলি রেজিস্ট্রির ব্যাপারে খুব একটা মাথা ঘামাতো না।

কলকাতায় (পশ্চিমবঙ্গ) গোটা উনিশ শতক ধরেই সভা-সমিতির আধিক্য ছিল লক্ষণীয় এবং সমাজ-সংস্কৃতিতে এদের প্রভাবও লক্ষণীয়। স্বাভাবিকভাবে, পশ্চাদ্গত পূর্ববঙ্গে সে তুলনায় সভা-সমিতির আধিক্য ছিল কম। ঢাকায় ১৮৩৮ সালে [এ পর্যন্ত জানা তথ্য অনুযায়ী] পূর্ববঙ্গের প্রথম সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলেও এগুলির চরম বিকাশ হয়েছিল ১৮৭০ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে। শুধু তাই নয়, এসময়ই আবার জোরদার হয়ে উঠেছিল ব্রাহ্ম আন্দোলন, বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত

হয়েছিল মুদ্রণ যন্ত্র, শুরু হয়েছিল পেশাদারি থিয়েটার ও ব্যাপকভাবে সাহিত্যচর্চা। এককথায় ঐ সময় হয়েছিল পূর্ববঙ্গের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কলরব এবং সমাজ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সভা-সমিতিগুলি।

বাংলাদেশের অধিকাংশ সভা-সমিতি গঠিত হয়েছিল সম্প্রদায়গত উন্নতি, শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের জন্য। রক্তত সান্যালের মতে, ভূম্যধিকারী সভাগুলি ব্যতীত অন্য সভাগুলি তাদের পেশাগত স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন ছিল না।^{১২৫} সান্যাল অভিন্ন বাংলার প্রেক্ষিতে এ মন্তব্য করেছেন, কিন্তু কলকাতায় স্থাপিত জমিদারি সভা বা 'ল্যান্ড-হোল্ডার্স এসোসিয়েশন' বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও, পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন সময়ে স্থাপিত ভূম্যধিকারী সভাগুলি তেমন শক্তিশালী কোন সংগঠন ছিল না এবং নিজ স্বার্থ রক্ষার্থেও তেমন কিছু করতে পারেনি। এর কারণ হতে পারে, পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জমিদার ছিলেন অনুপস্থিত জমিদার।

উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গে মধ্যশ্রেণির বিকাশ, মন বা চিন্তার জগৎ আমরা কিছুটা অনুধাবন করতে পারব সভা-সমিতি এবং সংবাদ-সাময়িকপত্রের মাধ্যমে। আগেই উল্লেখ করেছি, সভা-সমিতির সঙ্গে যোগ ছিল সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের। কারণ, জনমতের এ দুটি ছিল বিশেষ উপাদান। মধ্যশ্রেণিই ছিল সভা-সমিতির বিশেষ উদ্যোক্তা। নব্যশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত যারা উপলব্ধি করেছিলেন শিক্ষার গুরুত্ব এবং সে-আলোকে আলোকিত হতে চেয়েছিলেন সামাজিক উন্নয়নে (বা সংস্কার) তাঁরাই এগিয়ে এসেছিলেন এগুলি গড়তে, বা অন্যকথায় সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, সামগ্রিকভাবে সমাজকে তাঁরা দেখেননি, তাঁদের চিন্তার পরিধি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পেরুতে পারেনি আঞ্চলিকতার গণ্ডি। তবে, নতুন এই মধ্যশ্রেণি নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিল সমাজের সর্বক্ষেত্রে এবং এই প্রতিষ্ঠার মাধ্যম ছিল সভা-সমিতি বা সংবাদপত্র। সভা-সমিতির কর্তব্যাক্তি বা সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসেবে তাঁরা আমন্ত্রিত হতেন বিভিন্ন সরকারী অনুষ্ঠানে যা তাঁদের সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি করতো, পৌরোহিত্য করতেন বিভিন্ন সভা বা অনুষ্ঠানে। অন্যদিকে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলায় ও আলোচনার ক্ষেত্র ছিল এইসব সভা-সমিতি বা সংবাদপত্র। এবং এর মাধ্যমেই মধ্যশ্রেণি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মতামত জানাতে পারতেন সরকারকে, বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য করতে পারতেন আবেদন নিবেদন।

ইতিপূর্বে আমি যে তালিকা দিয়েছি, তা থেকে জানা যায় উনিশ শতকের বাংলায় সভা-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংখ্যা ৭৫টি। অনুমান করে নিতে পারি মোট প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এক-দশমাংশ সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল সভা-সমিতি থেকে। এর মধ্যে কিছু ছিল দীর্ঘস্থায়ী। কিছু ছিল বেশ প্রভাবশালী। এ ধরনের কিছু পত্র-পত্রিকার নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি, যেমন— *বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ* (কলকাতা, ১৮৫১-১৮৬১), *হিন্দু হিতৈষিণী* (ঢাকা, ১৮৬৫-১৮৮০), *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* (কলকাতা, ১৮৪৩-১৯৩২), *হিন্দুরঞ্জিকা* (রাজশাহী, ১৮৬৬-১৯৩৫), *বঙ্গবন্ধু* (ঢাকা, ১৮৭০-১৯০৭), *সুলভ সমাচার* (কলকাতা, ১৮৭৩-১৮৮৬), এবং *সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা* (কলকাতা, ১৮৯৪, অদ্যাবধি জীবিত)।

উল্লেখ্য যে, সভা-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার টিকে থাকা নির্ভর করতো সমিতির টিকে থাকার ওপর। অধিকাংশ সমিতির স্থায়িত্ব ছিল স্বল্প। এর প্রধান কারণ আর্থিক।

উদাহরণ-স্বরূপ আমি পূর্ববঙ্গের কয়েকটি সভা-সমিতির উদাহরণ দিচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও এটি কম বেশি প্রযোজ্য।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরনের সভা-সমিতিগুলির কোন আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। সরকারও সাহায্য দিতেন না তাদের বা হয়ত তা সম্ভবও ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ধর্মস্ব পাওয়া যেত। তবে তার পরিমাণ ছিল কম, যেমন, ঢাকা জেলার 'মামাপাড়া বিদ্যোন্নতি সাধিনী'র (১৮৫৮) ধর্মস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় সাত টাকা।^{১২৬} হাসাড়া (ঢাকা জেলায়) 'শুভসাধিনী সভা'র (১৮৭৯) সভা ছিল ২০০ (পুরুষ : ৭৫, কিশোর : ১২৫) কিন্তু এর বার্ষিক আয় ছিল মাত্র চার আনা।^{১২৭} এ প্রেক্ষিতে মনে হয়, মধ্যশ্রেণি তো বটেই তবে গ্রামে যারা একেবারে নিঃস্ব থেকে একটু ওপরে, অথচ নতুন যুগের শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী তাঁরাই এগিয়ে এসেছিলেন এগুলি গড়তে। অবশ্য আরেকটি প্রশ্ন তোলা যেতে পারে এখানে, শুধু কিশোররা যেখানে সভা গড়ে তুলেছিল সেখানে হয়ত চাঁদা প্রদানের প্রশ্নটি ওঠেনি।

অন্যদিকে সমাজ উন্নয়নের জন্য যেসব সভা-সমিতি গড়ে উঠেছিল তাদের আর্থিক ভিত্তি ছিল খানিকটা ভালো। যেমন, 'বিক্রমপুর শুভকরী সভা' (১৮৬৭)। এর বার্ষিক আয় ছিল একশো টাকা।^{১২৮} 'ঢাকা অস্ত্রপুত্র স্ত্রী শিক্ষা সভা' (১৮৭০) সরকারী সাহায্য পেত দেড়শো টাকা আর চাঁদা বাবদ আয় হত আরও দেড়শো টাকা।^{১২৯} 'ঢাকা ফিলানথ্রপিক সোসাইটি'র (১৮৭১) আয় ছিল দুশো ষোল টাকা।^{১৩০} এখানে অবশ্য একটি কথা উল্লেখ্য, এ ধরনের সব সভা-সমিতিই আবার সাহায্য পেত না। যাদের কর্মব্যাপ্তি ছিল খানিকটা বিস্তৃত এবং যাদের ওপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ছিল প্রসন্ন তাঁরাই পেত এ ধরনের সরকারী সাহায্য। এ ছাড়া চাঁদা বাবদ সব সভা-সমিতির আয়ই ছিল নগণ্য।

সেকারণেই দেখি, অধিকাংশ সভা-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ছিল স্বল্পায়ু। তবে এ সময় অভিন্ন বাংলায় বিভিন্ন ব্যবসায়ী এবং অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান প্রায় ২৫টি সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ করেছিল যা এ আলোচনার বাইরে [দেখুন, পরিশিষ্ট]।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে নয়, তবে পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে যে কথা প্রযোজ্য, তা হলো—

সভা-সমিতি ও সংবাদ-সাময়িকপত্রের উদ্ভব ও বিকাশ, বলতে গেলে, পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশের সমান্তরালে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ইতিহাস। শুধু তাই নয়, আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির জাগরণের উপাদান হিসেবে যদি আমরা এ দু'টিকে ধরি তা'হলেও দেখা যাবে সভা-সমিতি ও সংবাদ-সাময়িকপত্রের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণির জাগরণের উদ্ভব ও বিকাশ অনেকাংশে জড়িত। এবং যদি আমাদের প্রশ্ন করা হয়, কোন্ সময়টিকে আমরা পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণির জাগরণ (সীমিত অর্থে) এবং বিকাশের কাল হিসাবে ধরব তা'হলে উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে উত্তর হবে ১৮৭০-১৮৯০।

১৮৫৭-১৯০৫—এ সময়টুকুতে অধিকাংশ সভা-সমিতির উদ্যোক্তা ছিলেন হিন্দু পেশাজীবী বা 'ভদ্রলোক' রা। কারণ হিন্দু মধ্যশ্রেণির বিকাশ শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই এবং বাংলায় তাঁরাই ছিলেন আধিপত্য বিস্তারকারী সম্প্রদায়। শিক্ষাদীক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গে তাঁরা ছিলেন এগিয়ে এবং মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সমাজে ছিলেন পশ্চাত্তপদ, তাই আমরা দেখি ঐ সময় মুসলমানদের সভা-সমিতির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। সংবাদ-

সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তবে, কলকাতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে এ মন্তব্য প্রযোজ্য নয়। অস্তুত সময়ের ক্ষেত্রে। কলকাতায় (পশ্চিমবঙ্গে) উনিশ শতকের বিশ দশক থেকেই উদ্ভব হতে থাকে হিন্দু পেশাজীবীর।

ঔপনিবেশিক কাঠামোয় বুদ্ধিজীবীর প্রধান কাজই হয়ে ওঠে চিন্তার জগতে শাসকের আধিপত্য বিস্তারের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠা। সভা-সমিতির উদ্যোক্তা, সংবাদপত্রের সম্পাদক, সাহিত্যিক—যদি ধরে নিই তাঁরাই ছিলেন তৎকালীন বুদ্ধিজীবী শ্রেণির অগ্রণী অংশ তা’হলে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে একই সঙ্গে মধ্যশ্রেণির চরিত্র ও জাগরণের রূপ পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

এখানে একটি কথা উল্লেখ্য, কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে ‘নব-জাগরণের’ সৃষ্টি হয়েছিল তার পুরোটা ছিল এক বিশেষ সম্প্রদায়, হিন্দু সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে উভয় সম্প্রদায়েরই ভূমিকা ছিল এই ‘জাগরণে’। এটা ঠিক, সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিল হিন্দু মধ্যশ্রেণি, কিন্তু মুসলমানরা পিছিয়ে থাকলেও তাদের যেটুকু সম্বল ছিল সেটুকু নিয়েই এগিয়ে এসেছিল। এ ক্ষেত্রে আরেকটি জিনিস, লক্ষণীয়। ১৮৭০-৯০—এর মধ্যেই হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রের বিকাশ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পূর্ববঙ্গের হিন্দু মুসলমান লেখকদের অধিকাংশ গ্রন্থাদিও পূর্বের তুলনায় বেশি প্রকাশিত হয়েছিল এ সময়। এ প্রসঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আনিসুজ্জামান লিখেছেন, “১৮৭০ খৃষ্টাব্দকে মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সীমারেখা বলে গণ্য করা অসমীচীন নয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দকে এই যুগান্তরের কাল বলে মনে করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। সরকারী শিক্ষানীতির পরিবর্তনের ফলে এই সময় থেকে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে। এই শিক্ষা আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টিতে মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করে।”^{১৩১} সূত্রাং বলা যেতে পারে, উনিশ শতকের বাংলাদেশে মধ্যশ্রেণির জাগরণ ঠিক একতরফা ভাবে একটি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। শুধু তাই নয়, কলকাতা-কেন্দ্রিক ‘নবজাগরণ’ ঠিক কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। কিন্তু, পূর্ববঙ্গে বা বাংলাদেশে সবকিছু ঢাকাকে কেন্দ্র করেই বিরাজ করেনি। ঢাকা হয়ত ছিল অগ্রণী কিন্তু এ জাগরণের রেশ ঢাকার বাইরে মফসসলেও পৌঁছেছিল। তবে এটা ঠিক, এটি সীমাবদ্ধ ছিল একটি বিশেষ শ্রেণির মধ্যে, হিন্দু মুসলমান সাধারণ মানুষ বা কৃষকের কাছে পৌঁছায়নি এর রশ্মি।

বাংলায় যেসব সভা-সমিতি সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ করেছিল তার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই ধর্ম সংক্রান্ত সমিতি ও পত্রিকার সংখ্যা ছিল বেশি — ২৫টি। এর সঙ্গে সমাজ উন্নয়ন ও সংস্কারের কথাও উল্লেখ করা যায় যার সংখ্যা ছিল ১৩টি। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক সভা/পত্রিকার সংখ্যা ছিল ১৮টি। রাজনৈতিক বিষয়ে মাত্র পাই ১টি আর বিবিধ ২৫টি। অধিকাংশ সমিতি স্থাপিত হয়েছিল কলকাতায়। এর পরে ঢাকার স্থান, তবে পার্থক্য প্রায় ৫০টি সমিতি বা পত্র-পত্রিকার। এ ছাড়া যেসব স্থানের (সমিতি/পত্রিকা) নাম পাই সেগুলি হলো — পাবনা, চুচুড়া, ময়মনসিংহ, কোমগর, হুগলী, শান্তিপুর, রাজশাহী, কুমিল্লা, কাছাড়, যশোর, রংপুর এবং দিনাজপুর।

ধর্ম আচ্ছন্ন করেছিল উনিশ শতকের মানুষকে। সেজন্য ধর্মকেন্দ্রিক (সম্প্রদায়গত) সভা-সমিতির সংখ্যা ছিল স্বাভাবিকভাবেই বেশি। শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক সমিতির

সংখ্যাও ছিল অনেক। ঔপনিবেশিক আমলে শিক্ষা সচলতার চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়ালে মধ্যবিত্ত/পেশাজীবী (বা-বুদ্ধিজীবী) গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন শিক্ষার ওপর। নব্য শিক্ষিতরা বুঝেছিলেন, শিক্ষাই সামাজিক মর্যাদা, বিস্তৃত ও ক্ষমতা এনে দেবে এবং জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ মহিলাদেরও আর অক্ষকারে রাখা ঠিক হবে না। তাই হিন্দু-মুসলমান পরিচালিত সভা-সমিতি এবং সাময়িকপত্রে জোর দেয়া হয়েছিল সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ওপর। কিন্তু, সাধারণ মানুষের কাছে কীভাবে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়া যায় সে সম্পর্কে তারা খুব একটা উচ্চবাচ্য করেনি। তবে, সংবাদ-সাময়িকপত্র পড়ে মনে হয়, মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষার ওপর সব সময় উভয় সম্প্রদায় পূর্ববঙ্গে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কলকাতাবাসী উচ্চকোটির মুসলমান বা শিক্ষিত মুসলমানদের মতো পূর্ববঙ্গের মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে শরাফতি দেখাননি।^{১৩২} এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ঔপনিবেশিক শাসনে, যেখানে ইংরেজি ভাষা আধিপত্য বিস্তার করেছিল সেখানে সভা-সমিতি ও সংবাদ-সাময়িকপত্রের উদ্যোক্তারা মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন সমভাবে। এটিকে ঔপনিবেশিক শাসকদের চিন্তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কী না সেটি অবশ্য বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু, বাঙালি মধ্যবিত্তের এই প্রচেষ্টা গুরুত্ববহ।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কলরব উঠেছিল সমাজ সংস্কার নিয়ে। তবে সমাজ সংস্কারের প্রশ্নে হিন্দু সমাজে আলোড়ন হয়েছিল বেশি, কারণ সমস্যাগুলি ছিল তাদের ধর্মজাত এবং এদের উদ্ভব হয়েছিল উঁচুবর্ণের সমস্যা থেকে। ব্রাহ্ম আন্দোলনও হয়েছিল সেজন্য। আর মুসলমানরা চেয়েছিল বাল্যবিবাহ ও বরপণ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে।^{১৩৩} কিন্তু কোনো সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীরাই গ্রাম অঙ্গি পৌঁছতে পারেননি। তবে হযত বলা যায়, মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ছিল হিন্দুদের থেকে বেশি। বটতলার পুঁথির অধিকাংশের রচয়িতা ছিলেন মুসলমান এবং পুঁথির সাহায্যে অনেক সময় অনেক ধরনের বক্তব্য পৌঁছে যেত গ্রামে। কারণ, তাঁদের রচিত পুঁথির ভাষা আর গ্রামের ভাষার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য ছিল না, যে-পার্থক্য ছিল সংবাদ-সাময়িকপত্র বা সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে।

ঔপনিবেশিক কাঠামোর সৃষ্ট এই বুদ্ধিজীবীরা সংস্কার চেয়েছেন কোন কোন ক্ষেত্রেই কিন্তু সমাজকাঠামোর আমূল পরিবর্তন কামনা করেননি কখনো। একথা সব সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেই সত্য। যেমন, গোঁড়া হিন্দুদের সহানুভূতি ছিল জমিদারদের প্রতি। ব্রাহ্ম বা মুসলমানরা সহানুভূতি দেখিয়েছেন রায়তদের প্রতি। এর কারণ, ব্রাহ্মরা ছিলেন খানিকটা উদারনীতিতে বিশ্বাসী আর কৃষকদের অধিকাংশই তো ছিলেন মুসলমান। কিন্তু তাই বলে যদি আমরা মনে করি জমিদারি ব্যবস্থা চেয়েছিলেন তাঁরা উৎখাত করতে তা'হলে ভুল হবে। বরং সভা-সমিতি গঠনে অনেক ক্ষেত্রেই বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে জমিদারদের আঁতাত ছিল। বুদ্ধিজীবীদের উদারনীতির কেন্দ্রে ছিল ভালো জমিদার এবং ভালো ইংরেজ।

ইংরেজ শাসন অপছন্দ ছিল না বুদ্ধিজীবীদের। রানি ভিক্টোরিয়া ছিলেন তাঁদের মাতা। এ উল্লেখ যেমন করেছেন ময়মনসিংহের একজন বিখ্যাত ব্রাহ্ম, কালীকৃষ্ণ ঘোষ তাঁর কবিতায়,^{১৩৪} তেমনি উল্লেখ করেছেন কায়কোবাদ।^{১৩৫} সংবাদপত্রগুলিতে অবশ্য ইংরেজ রাজকর্মচারী ও অন্যান্যদের প্রচুর সমালোচনা করা হয়েছিল এবং তাদের সামনে রেখে ইংরেজ শাসনের প্রতি ক্ষোভও প্রকাশ করা হয়েছিল। এর একটি প্রধান কারণ, উঠতি মধ্যশ্রেণি সমমর্যাদা চেয়েছিল ইংরেজদের সঙ্গে। কারণ, এই বোধ তাদের জন্মেছিল, বিদ্যা, বুদ্ধি-কিছুতেই তারা খাটো নয়,

সুতরাং কেন তারা অধস্তন শ্রেণি হিসেবে থাকবে? এভাবেই বোধহয় বাঙালি তথা ভারতবাসীর মনে সৃষ্টি হয়েছিল এক ধরনের জাতীয়তাবোধের। বা, অনিল শীলের মতে, সভা-সমিতিই উনিশ শতকের ভারতকে এনে দাঁড় করিয়েছিল রাজনীতির মুখোমুখি।^{১৩৬}

রাজনৈতিক সভাসমিতি প্রায় ছিল না বললেই চলে। কলকাতায় মাত্র একটির খোঁজ পাই। মধ্যশ্রেণির রাজনীতি ছিল তখন আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, স্তরবদ্ধ সমাজে শোষণ ও শাসনের কেন্দ্রমূল কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যায়। ফলে দূরবর্তী শাসক / শোষক, নিকটবর্তী শাসক/শোষক থেকে অধিকতর মহিমাষিত ও মানবিক গুণসম্পন্ন বলে প্রতিভাত হয় (যেমন ইংরেজ শাসকদের ক্ষেত্রে)। সেই ঐতিহ্য এখনও আমরা কমবেশি বহন করছি।

আগেই উল্লেখ করেছি, সভা-সমিতিগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান কাজ করেছিল একই সঙ্গে। ন্যাশনাল সোশ্যাল কনফারেন্স-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৯৭ সনেও কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বিধানে কোন সমিতি ছিল না।^{১৩৭} কিন্তু, ঢাকায় ১৮৭৯ সনেই সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল ‘সমাজ সম্মিলনী সভা’ যার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বিধান। বেশ কিছু সভার কর্মকর্তাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে ছিলেন। এ ধরনের অদ্ভুত দু’টি সভার নাম পাওয়া গেছে। যেমন, ‘ত্রিপুরা হিতৈষিনী সভা’র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা বিজয়কৃষ্ণ বাহাদুর এবং প্রেসিডেন্ট মৌলবি সিরাজুল ইসলাম। ময়মনসিংহের ‘ইটনা ভিলেজ ইউনিয়ন’-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন দেওয়ান মোহাম্মদ আফসার এবং সম্পাদক মহেশচন্দ্র গুপ্ত। এবং এ সভার উদ্দেশ্য ছিল দু’সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির সৃষ্টি।^{১৩৮} কোন কারণে, উদ্ভেজনার সূত্রপাত হলে দু’পক্ষই দু’পক্ষকে ‘ভ্রাতা’ বলে সম্বোধন করে চেষ্টা করত উদ্ভেজনা প্রশমনের। গুরু জবেহ নিয়ে উদ্ভেজনার সৃষ্টি হলে মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকা ‘সুধাকর’ লিখেছিল—হিন্দুরা যেন সহযোগী ভাইদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না হানেন।^{১৩৯}

কিন্তু এগুলি হচ্ছে উনিশ শতকের শেষ দশকের কথা এবং এ সময় দু’সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের বহুতর চেষ্টা আবার প্রমাণ করে যে, ফাঁটল ধরেছিল দু’সম্প্রদায়ের মধ্যেই। ১৯০৫-এর ‘বঙ্গভঙ্গ’ ছিল সে সূচনারই বিস্ফোরণ।

সামগ্রিকভাবে বলতে পারি, সংবাদ-সাময়িকপত্র ও সভা-সমিতির উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে বাংলার মধ্যশ্রেণি/পেশাজীবী/বুদ্ধিজীবীর উদ্ভব ও বিকাশ জড়িত। শুধু তাই নয়, আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির জাগরণের প্রধান উপাদান হিসেবে যদি আমরা এ দু’টিকে বিবেচনা করি তা’হলেও দেখা যাবে সংবাদপত্র ও সভা-সমিতির উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে বাংলার মধ্যশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশের প্রসঙ্গটি জড়িত। সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টিতে, দু’টি উপাদান সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। মধ্যশ্রেণি নিজেকে প্রকাশের জন্যও, বিশেষ করে জনমত সংগঠনে এ দু’টি উপাদান ব্যবহার করেছে। মধ্যশ্রেণির মন-মানসিকতা, ব্যক্তির সম্প্রদায়গত ও শ্রেণিগত অবস্থানের মধ্যে বৈপরীত্য বুঝতেও সভা-সমিতি বিশেষ করে সংবাদ-সাময়িকপত্র আমাদের সাহায্য করবে।

পরিশিষ্ট

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্র

- ১ শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন — দিগদর্শন — মাসিক — শ্রীরামপুর — ১৮১৮
- ২ শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন — সমাচার দর্পণ — সাপ্তাহিক — শ্রীরামপুর — ১৮১৮
- ৩ বি এ এম এস — গসপেল ম্যাগাজিন — মাসিক — কলকাতা — ১৮১৯
- ৪ স্কুল বুক সোসাইটি — পঞ্চাবলী — মাসিক — কলকাতা — ১৮২২
- ৫ স্কুল বুক সোসাইটি — রহস্য সন্দর্ভ — মাসিক — কলকাতা — ১৮৬৩
- ৬ জ্ঞানসঞ্চারিণী পাঠশালা — জ্ঞান সঞ্চারিণী — মাসিক — কলকাতা — ১৮৪৭
- ৭ মেডিকেল কলেজের ছাত্রবৃন্দ — চিকিৎসক — মাসিক — কলকাতা — ১৮৬৬
- ৮ জৈনসার বঙ্গ বিদ্যালয় — পশ্চীবিজ্ঞান — মাসিক — বিক্রমপুর, ঢাকা — ১৮৬৭
- ৯ ভবানীপুর শিল্প কলেজ — বঙ্গ মিহির — মাসিক — কলকাতা — ১৮৭৩
- ১০ জ্ঞানদায়িনী পুস্তকালয় — দর্শক — মাসিক — কলকাতা — ১৮৭৭
- ১১ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ — পরিচারিকা — মাসিক — কলকাতা — ১৮৭৭
- ১২ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ — তত্ত্বকৌমুদী — পাক্ষিক — কলকাতা — ১৮৭৭
- ১৩ পাইকপাড়া নার্সারি — কৃষিতত্ত্ব — মাসিক — কলকাতা — ১৮৭৯
- ১৪ রায় অ্যান্ড ফ্রেন্ডস — অতিথি — মাসিক — কলকাতা — ১৮৮২
- ১৫ নববিধান সমাজ — হরিভক্তি তরঙ্গিণী — মাসিক — ময়মনসিংহ — ১৮৮২
- ১৬ বরাহনগর নার্সারি — কৃষি পদ্ধতি — মাসিক — কলকাতা — ১৮৮৩
- ১৭ তাহিরপুর দাতব্য কৃষি কার্যালয় — বৈষয়িক তত্ত্ব — মাসিক — রাজশাহী — ১৮৮৩
- ১৮ পি. এম. সুর কোং — ভারতবাসী — মাসিক — কলকাতা — ১৮৮৫
- ১৯ তাহিরপুর দাতব্য কৃষি কার্যালয় — শিল্প কৃষি পত্রিকা — মাসিক — রাজশাহী — ১৮৮৫
- ২০ লাহিড়ি অ্যান্ড কোং — হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা — মাসিক — কলকাতা — ১৮৮৫
- ২১ ঘোষ অ্যান্ড কোং — পুষ্পহার — মাসিক — কলকাতা — ১৮৮৯
- ২২ বান্দব বাণিজ্যাগার — ভারতশ্রী — মাসিক — কলকাতা — ১৮৯৭
- ২৩ এস. কে. লাহিড়ী অ্যান্ড কোং — আলাপনী — পাক্ষিক — কলকাতা — ১৮৯৭
- ২৪ বসু রায় অ্যান্ড কোং — বিশ্বসখা — মাসিক — কলকাতা — ১৮৯৯

সূত্র :

- ১ Sills, David L, 'Voluntary Associations', in Sills, David L (ed) *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, Vol-XV, New York, 1972, pp. 362-63.
- ২ বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎ সমাজ*, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ ৭৪।
- ৩ উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৪।
- ৪ ঐ, পৃ ৫৮-৫৯।
- ৫ বিস্তারিত বিবরণের জন্য, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *আত্মীয় সভার কথা*, কলকাতা, ১৩৮১।
- ৬ উদ্ধৃত, বিনয় ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬২।
- ৭ ঐ, পৃ ৬৩।
- ৮ ঐ, পৃ ৭৮।
- ৯ টেম্পলের বক্তৃতা [অনুবাদ বর্তমান লেখকের] উদ্ধৃত, Seal, Anil, *The Emergence of Indian Nationalism*, Cambridge, 1968. p. 205.

- ১০ Address by the Hon'ble Sir George Campbell, Calcutta, 1868, p. 4 [অনুবাদ লেখকের]।
- ১১ বিস্তারিত বিবরণের জন্য, মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে পূর্ববাংলার সভা-সমিতি, ঢাকা, ১৯৮৪।
- ১২ Sills, David L. *Op cit.* p. 364.
- ১৩ আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ ২ [এরপর মুবাসা]
- ১৪ Ghose, Hemendra Prasad, *The Newspaper in India*, Calcutta, 1952. p. 5.
- ১৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক-পত্র/১ [এরপর থেকে বাসা], কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ ৬-৮।
- ১৬ ঐ, পৃ ৯।
- ১৭ মুবাসা, পৃ ৮।
- ১৮ ঐ, পৃ ২৪।
- ১৯ বাসা/১, পৃ ৭২।
- ২০ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ ৪।
- ২১ স্বপন বসু, 'উনিশ শতকের বাংলা পত্রিকা — সামাজিক দায়বদ্ধতা', *প্রজ্ঞালেখমালা*, কলকাতা, ২০০৩, পৃ ২১১।
- ২২ বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ ২৪-৪৮।
- ২৩ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮।
- ২৪ Dasgupta, Uma, *The Indian Press 1870-1880, 'Modern Asian Studies'*, Vol II, April 1977, p. 2.
- ২৫ বিস্তারিত বিবরণের জন্য মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে পূর্ববাংলার সংবাদ-সাময়িকপত্র, কলকাতা, ১৯৯৭ [এরপর উশপুস]।
- ২৬ বাসা/২, পৃ ৮২।
- ২৭ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলার ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ ১৬৮।
- ২৮ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী (সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত) কলকাতা, ১৯৬২, পৃ ৪৬।
- ২৯ ঐ।
- ৩০ বিস্তারিত বিবরণের জন্য, বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৩।
- ৩১ বাসা/১, পৃ ৮৯-৯০।
- ৩২ ঐ, পৃ ১১০।
- ৩৩ ঐ, পৃ ১১০-১১১।
- ৩৪ ঐ, পৃ ১১৪-১১৬।
- ৩৫ ঐ, পৃ ১২৩-১২৫।
- ৩৬ বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎ সমাজ, পৃ ৯৬-৯৭।
- ৩৭ বাসা/২, পৃ ১৩০-১৩১।
- ৩৮ ঐ, পৃ ১৩১।
- ৩৯ ঐ, পৃ ১৩৬। বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎ সমাজ, পৃ ১০৬-১০৮।
- ৪০ ঐ, পৃ ১৪৮-১৪৯।
- ৪১ ঐ, পৃ ১৫৬।
- ৪২ ঐ, পৃ ১৫৯।

- ৪৩ বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন Biman Behari Majumdar, *Indian Political Associations and Reform of Legislature*, Calcutta, 1965; Rajat Sanyal, *Voluntary Association and the Public Life in Urban Bengal*, Calcutta, 1980.
- ৪৪ মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ ৭৯-৮০। [এরপর উশবাস]
- ৪৫ ঐ
- ৪৬ বাসা/১, পৃ ১৬৬।
- ৪৭ ঐ, পৃ ১৬২।
- ৪৮ ঐ, পৃ ১৭২-১৭৩।
- ৪৯ ঐ, পৃ ১৭৪-১৭৫।
- ৫০ সোমপ্রকাশ, ১৪.১২.১৮৬৩ ও ১৮৬৪।
- ৫১ বাসা/১, পৃ ১৯৮।
- ৫২ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯২২, পৃ ৩৮।
- ৫৩ উদ্ধৃত, বাসা/১, পৃ ২০৩।
- ৫৪ বাসা/১, পৃ ২০৩।
- ৫৫ *Report on Native Papers*, Calcutta. 1880.
- ৫৬ বাসা/১, পৃ ২০৫। কেদারনাথ মজুমদার, *বাংলা সাময়িক সাহিত্য*, ময়মনসিংহ, ১৯১৭, পৃ ২০০-২০৬।
- ৫৭ বাসা/১, পৃ ২০৬।
- ৫৮ বিস্তারিত বিবরণের জন্য, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র*, পঞ্চম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৯।
- ৫৯ বাসা/২, পৃ ২।
- ৬০ ঐ।
- ৬১ ঐ, পৃ ৩।
- ৬২ বিস্তারিত বিবরণের জন্য আদিনাথ সেন, স্বর্গীয় দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৪৮।
- ৬৩ বিস্তারিত বিবরণের জন্য, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৭।
- ৬৪ বাসা/২, পৃ ৪।
- ৬৫ ঐ, পৃ ৪-৫।
- ৬৬ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, পৃ ৮১-৮৩।
- ৬৭ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, 'ঢাকার সাময়িকপত্র', *ভাষা সাহিত্য পত্র*, ঢাকা, ১৩৮৪।
- ৬৮ বাসা/২, পৃ ৬।
- ৬৯ ঐ, পৃ ৮।
- ৭০ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, পৃ ৮৩।
- ৭১ মধ্যাহ্ন, ১২৮০।
- ৭২ ঐ।
- ৭৩ গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, ১৮৭৩।
- ৭৪ মধ্যাহ্ন, ১২৮০।
- ৭৫ বাসা/২, পৃ ১২।
- ৭৬ ঐ, পৃ ১৭।

- ৭৭ ঐ, পৃ ১৮।
৭৮ ঐ, পৃ ২৬।
৭৯ ঐ, পৃ ৩০।
৮০ ঐ, পৃ ৩২।
৮১ ঐ, পৃ ৩৪।
৮২ ঐ, পৃ ৩৫।
৮৩ উশ্বাস, পৃ ৯৭।
৮৪ ঐ, পৃ ৯৫।
৮৫ ঐ, পৃ ৯৫।
৮৬ স্বর্গীয় দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ, ১ম খণ্ড।
৮৭ উশ্বাস, পৃ ৭০।
৮৮ বাসা/২, পৃ ৪৫।
৮৯ ঐ, পৃ ৪৪।
৯০ ঐ, পৃ ৫১।
৯১ ঐ, পৃ ৯১।
৯২ ঐ, পৃ ৫৫।
৯৩ ঐ, পৃ ৫৭।
৯৪ ঐ, পৃ ৫৩।
৯৫ ঐ।
৯৬ ঐ, পৃ ৫২।
৯৭ ঐ, পৃ ৫৩।
৯৮ ঐ, পৃ ৬১।
৯৯ ঐ, পৃ ৬১।
১০০ ঐ, পৃ ৬১।
১০১ ঐ, পৃ ৬২।
১০২ ঐ, পৃ ৬৪।
১০৩ ঐ, পৃ ৬৫।
১০৪ ঐ, পৃ ৬৬।
১০৫ ঐ, পৃ ৬৭।
১০৬ ঐ।
১০৭ ঐ।
১০৮ ঐ, পৃ ৬৮।
১০৯ ঐ, পৃ ৭০।
১১০ ঐ, পৃ ৭১।
১১১ ঐ, পৃ ৭৫।
১১২ ঐ, পৃ ৭৯।
১১৩ ঐ।
১১৪ ঐ, পৃ ৮০।
১১৫ *Report in the Administration of Bengal 1871-72 – 1899-1900.*
১১৬ কালীকৃষ্ণ ঘোষ, সেকালের চিত্র, কলকাতা, ১৯২৮, পৃ ৫৪-৬২।

- ১১৭ Oddie, G. A. *Social Protest in India*, New Delhi, 1979. p. 6.
Seal, Anil, *The Emergence of Indian Nationalism*, Cambridge, 1968, P. 194.
- ১১৮ *Report of the 10th National Social Conference held in Calcutta* (1897), Poona, 1897, p. 95.
- ১১৯ ঐ।
- ১২০ ঐ, পৃ ৯১-৯৩।
- ১২১ ঐ।
- ১২২ ঐ, পৃ ৯৬।
- ১২৩ Seal, Anil, *The Emergence of Indian Nationalism*, Cambridge, 1968, P. 194.
- ১২৪ বিনয় ঘোষ, প্রাণ্ডক্ত।
- ১২৫ Sanyal, Rajat, *Op cit*, p. 222.
- ১২৬ *Report on the Administration of Bengal*, 1877-78. এ সভার উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনায়ন।
সভা সংখ্যা ছিল পুরুষ ৮, কিশোর ২৮, ধর্মব্রতের পরিমাণ ছিল ৬ টাকা ১২ আনা।
- ১২৭ *Ibid*, 1881-82.
- ১২৮ *Ibid*, 1874-75.
- ১২৯ *Ibid*, 1875-76.
- ১৩০ *Ibid*.
- ১৩১ আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ ৪৪৭।
- ১৩২ বিস্তারিত বিবরণের জন্য, মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ, ঢাকা, ১৯৮৬।
- ১৩৩ আনিসুজ্জামান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ ৪০।
- ১৩৪ কালীকৃষ্ণ ঘোষ, সেকালের চিত্র, কলকাতা, পৃ ৮৭।
- ১৩৫ ঢাকা প্রকাশ, ১২৯৭।
- ১৩৬ Seal, Anil, David L. *Op cit*. p. 74.
- ১৩৭ *Report of the 10th National Social Conference*, p. 99.
- ১৩৮ *A Summary of Report from the various Social Reform Association in India for the year 1900*. Bombay, 1900. pp 96-99.
- ১৩৯ *Report in Native Papers*, Calcutta, 1890

উনিশ শতকের ব্যঙ্গপত্রিকা

স্বপন রসু

উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে বাঙালিজীবনটা বড় দ্রুত বদলে যেতে থাকে। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমদিকে দালালি-মোসাহেবি আর নানারকম ফন্দিফিকির করে এক দল মানুষের হাতে এল অচ্ছেদ্য টাকা। জীবন তাদের কাছে ছিল বড়ই রঙিন। সেই রঙের নেশা জমাতে বসল জমাটি ফুর্তির আসর। পয়সার জোরে এইসব হঠাৎ বাবুরা ধরাকে সরাঙ্গান করতে লাগলেন। অনাচার আর ভ্রষ্টাচারে সমাজ হয়ে উঠল কলুষিত। নতুন রাজার ভাষা ইংরেজি শিখতে ও সম্ভ্রান্তদের তা শেখাতে সাধারণ মানুষ হয়ে উঠলেন ব্যস্ত। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির স্পর্শে উজ্জীবিত তরুণদের একাংশ সমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত সবকিছুকে নস্যাৎ করে দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি তলানিতে এসে ঠেকল, হিন্দু ধর্মকর্মে আস্থা অনেকটাই লোপ পেল। সাকার আরাধনা ছেড়ে কেউ কেউ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন নিরাকার উপাসনায়। কেউ আবার বেছে নিলেন দু'সৌকোয় পা দিয়ে চলার নিরাপদ রাস্তা। যেসব জিনিসের কথা আগে কেউ কোনওদিন তেমনভাবে ভাবেনি, সেইসব চালু করতে উঠে পড়ে লাগলেন একদল মানুষ। মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে, বিধবার বিয়ে দিতে কোমর বেঁধে আসরে নামার পাশাপাশি বাল্যবিবাহ আর কৌলীন্যপ্রথার সমালোচনায় হয়ে উঠলেন মুখর। ঘরের মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়েই থামলেন না তাঁরা, তাঁদের নিয়ে এখানে ওখানে যাতায়াতও শুরু করলেন। চলন-বলন, খানাপিনা সবকিছুতে ইংরেজের নকল করতে এক দল যেমন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, অন্য দল তেমনই মেতে উঠলেন সাহেব ভজনায়ে। যত দিন যেতে লাগল ততই এইসব জিনিসগুলো প্রকট হয়ে উঠতে লাগল।

সমাজে সবসময়ই স্থিতির সঙ্গে গতির একটা দ্বন্দ্ব চলে। নিরুদ্বেগে জীবন কাটাতে উৎসাহী মানুষের সামাজিক স্থিতিতেই বেশি আস্থা। কোনওরকম অস্থিরতাকে প্রশ্রয় দিতে তাঁরা নারাজ। যে কারণে সামাজিক এতসব পরিবর্তনকে মন থেকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি তাঁদের পক্ষে। কিন্তু কি করবেন— এইসব আটকানোর কোনও উপায়, তো তাঁদের হাতে নেই। নিরুপায়ভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে তাঁরা তখন মনের ক্ষোভ আর গায়ের জ্বালা মেটাতে চাইলেন। সাহিত্যের আঙিনায় তাঁদের মনোভাবের প্রকাশ ঘটল নকশা, প্রহসন আর ব্যঙ্গ-পত্রিকার মধ্য দিয়ে। নকশার আবির্ভাব উনিশ শতকের প্রথম দিকে হলেও, প্রহসন আর ব্যঙ্গ-পত্রিকা আসতে সময় লেগেছিল আরও বেশ কিছুদিন। নকশা বা প্রহসনকাররা মডেল হিসাবে কাছে বেছেছিলেন জানি না, তবে বাংলা ব্যঙ্গপত্রিকার পরিচালকরা হাতের কাছেই মডেল হিসাবে পেয়ে গিয়েছিলেন বিজিতি পাঞ্চ-কে।

পাঞ্চ-এর আবির্ভাব ১৮৪১-এর ১৭ জুলাই। এর দুই প্রতিষ্ঠাতা খোদাইকর লেডলস্ এবং লেখক হেনরি মেহিউ চেরিভেরি নামে এক ব্যঙ্গাত্মক ফরাসি দৈনিকের আদলে এটি প্রকাশ

করেছিলেন। যে কারণে পাঞ্চ-এর প্রথম সংখ্যা থেকেই সাব টাইটলে 'দি লন্ডন চেরিভের' কথাটি ব্যবহৃত হয়। মার্ক লেমন ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক। শালীনতার সীমা অতিক্রম না করে, সাহিত্যের গুণ বজায় রেখে সবরকম ভণ্ডামিকে আক্রমণ করাই ছিল পাঞ্চ-এর লক্ষ্য। সামাজিক অসঙ্গতি, রাজনৈতিক ভণ্ডামি আর দ্রষ্টাচারকে ব্যঙ্গ-বিদ্রমের ছুরিতে বিদ্ধ কবেছে পাঞ্চ। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে ইংরেজদের প্রতিক্রিয়াও তির্যক ভঙ্গিতে পরিবেশিত। দীর্ঘ যাত্রাপথে দৃষ্টিভঙ্গি বারবার পালটালেও, 'Punch hangs the devil' এই লক্ষ্য থেকে কখনই বিচ্যুত হয়নি এটি। পাঞ্চ-এর অপারিসীম জনপ্রিয়তার পিছনে এর ব্যঙ্গচিত্রগুলির ভূমিকা অবশ্য-স্বীকার্য। লিচ, কিন, টানিয়েল, ডু ম্যরিয়ের-এর মতো শিল্পীর অসাধারণ স্ব কার্টুন পত্রিকাটিকে অন্য এক মাত্রা এনে দেয়।

উনিশ শতকের চম্পিশের বছরগুলিতেই পাঞ্চ-এর সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালির পরিচয়। ১৮৬৭-র অক্টোবরে কলকাতা থেকে *Bengal Punch* নামে একটি সাপ্তাহিক ব্যঙ্গপত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন J.H. Grant। 'বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ' পত্রিকাটির পরিচয় দিতে গিয়ে জানান, 'an imitation of Punch in England.' পত্রিকাটি বাঙালিদের এই ধরনের একটি বাংলা কাগজ প্রকাশে উৎসাহ জুগিয়েছিল। পাঞ্চ-এর আদলে একটি ব্যঙ্গপত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা প্রথম আসে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মাথায়। ১২৭৭-এর অগ্রহায়ণ মাসে বিদূষক নামে যে পত্রিকাটি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, তার ভূমিকায় তিনি জানান—

ইউরোপ ঋণ্ডে পঞ্চ নামে রহস্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে সেরূপ পত্রিকার সমাদর দেখা যায় না। দেখা যায় না বলিয়াই ত্রীষ্টম উনবিংশ শতাব্দির শেষে এ নগরে রহস্যের সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু আজকাল আমরা দেখিলাম, রহস্যপত্নী গর্ভবতী ইহা আছে। বংশে সন্তান না জন্মিলে শাস্ত্রমতে পিশু লোপ হয়। কুলপুরুষেরা জলগন্তুয়ের অনুরোধে বংশলোপে ব্যথিত হন। মৃত্যুর পর পিতৃপুরুষ দেবতা ও নরলোক প্রাপ্ত হন। তাহাদিগেব আশীর্বাদে গর্ভবতী রহস্যদেবী একটি সন্তান প্রসব কবিলেন। সন্তানের নাম বিদূষক। বিদূষক অতি উপযুক্ত সময়েই ভারতবর্ষে—ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা নগরে জন্মগ্রহণ করিল।

পাঞ্চ-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হলেও, বাংলার প্রথম পাঞ্চ-এর গৌরব বিদূষক-এর প্রাপ্য নয়। পাঞ্চ-এ লেখার সঙ্গে কার্টুন থাকে, থাকে নানা বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য। কিন্তু বিদূষক-এর প্রতিটি সংখ্যাতেই একই কাহিনির অনুবর্তন। বিদূষক নামে এক ধনী দুলালের কীর্তি-কাহিনির মধ্য দিয়ে কলকাতার উচ্ছৃঙ্খল সমাজজীবনের আভাস দেওয়াই ছিল সম্পাদকের লক্ষ্য। এই ধরনের লেখার সঙ্গে রেখা যুক্ত হলে বক্তব্যে যে একটা আলাদা মাত্রা আসে— এ বোধ ভুবনচন্দ্রের ছিল কিনা সন্দেহ। যে-কারণে বিদূষক-এর কোনও সংখ্যাতেই ছবির কোনও চিহ্ন নেই। দু'পয়সা দামের এই মাসিক পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল অল্পমূল্যে চিত্তরঞ্জন। পত্রিকাটি মনে করত 'যাঁহারা প্রকৃতির গতি ও মানুষের স্বভাব জানিতে আমোদ বোধ করেন, তাহাদিগের ইহা পাঠ করা নিতান্ত উচিত।'

শুধু 'চিত্তরঞ্জন' বা আমোদের খোরাক জোগানোর জন্য নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বাংলায় পাঞ্চ-জাতীয় ব্যঙ্গপত্রিকা বেরোতে শুরু করে ১৮৭৪ থেকে। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে উনিশ শতকে প্রকাশিত বাংলা রঙ্গ-ব্যঙ্গ পত্রিকাগুলির একটা তালিকা সামনে রাখা যাক—

প্রকাশকাল	নাম	প্রকাশের ধরন	প্রকাশ স্থান	সম্পাদক
১৮৭৪	হরবোলা ভাঁড়	মাসিক	কলকাতা	দুর্গাদাস ধর
১৮৭৪	বসন্তক	মাসিক	কলকাতা	হরি সিংহ (১-২২ সংখ্যা) রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩-২৪ সংখ্যা)
১৮৭৫	হুতম	সাপ্তাহিক	কলকাতা	শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য
১৮৭৬	বঙ্গীয় ভাঁড়	মাসিক	কলকাতা	উপেন্দ্রলাল মিত্র
১৮৭৬	বীদরামী	মাসিক	কলকাতা	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
১৮৭৮	পঞ্চানন্দ	মাসিক/পাঙ্কিক	কলকাতা/বর্ধমান	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৮০	বঙ্গরহস্য	মাসিক	কলকাতা	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
১৮৮০	অপূর্ণ রহস্য	মাসিক	ঢাকা	হরিহর নন্দী
১৮৮০	নাট্যোষধি	সাপ্তাহিক	কলকাতা	দেবকান্ত বাগচী
১৮৮১	উপহাস	মাসিক	—	—
১৮৮১	সদানন্দ	মাসিক	ঢাকা	হরিহর নন্দী
১৮৮১	রসিকরাজ	মাসিক	কলকাতা	—
১৮৮২	গোপাল ভাঁড়	মাসিক	কলকাতা	কিষণলাল বর্মণ
১৮৮২	ফুলতন্তু প্রকাশিকা	বার্ষিক	শ্রীহট্ট	গিরিজাভূষণ দে
১৮৮২	বিদ্রূপ	সাপ্তাহিক	কলকাতা	কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী
১৮৮৩	কলির নূতন অবতার	পাঙ্কিক	কলকাতা	লক্ষ্মীনারায়ণ দাস
১৮৮৩	নদের চাঁদ	পাঙ্কিক	কলকাতা	পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত
১৮৮৩	নদিকেশ্বর	মাসিক	কলকাতা	সত্যচরণ গুপ্ত
১৮৮৩	মুদগার	মাসিক	শান্তিপুর	রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন
১৮৮৪	ভূষঙ্গী কাকের নকশা	মাসিক	—	অম্বিকাচরণ মোদক
১৮৮৪	ভূত	মাসিক	কলকাতা	বেচুলাল বেনিয়া
১৮৮৪	কালভৈরব	মাসিক	মণিরামপুর	মাখনলাল চক্রবর্তী
১৮৮৬	বিদূষক	মাসিক	কলকাতা	কালীকুমার আয়রত্ন
১৮৮৮	পীর গোরাচাঁদ	মাসিক	কলকাতা	—
১৮৯০	মজলিস	মাসিক	কলকাতা	দুর্গাদাস দে
১৮৯৩	শ্যামচাঁদ	মাসিক	কলকাতা	—
১৮৯৪	নন্দী	মাসিক	বহরমপুর	অযোধ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯৬	কৌৎকা	মাসিক	কলকাতা	চারুচন্দ্র রায়

বাংলায় পাঞ্চজাতীয় প্রথম ব্যঙ্গপত্রিকার গৌরব হরবোলা ভাঁড়-এর প্রাপ্য। ১৮৭৪-এর জানুয়ারিতে পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে পত্রিকার প্রচ্ছদেই লেখা থাকত 'The Indian Punch', কলকাতা থেকে প্রকাশিত এই ব্যঙ্গপত্রিকাটি তার উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে প্রথম সংখ্যায় জানায়—

কেন আমি আসরে নামলেম, উদ্দেশ্য আমার কি, কার্যই বা কি, সেই কথা এখন বলি। সমাজের ছবি চিত্র কোরবো; — এক পৃষ্ঠে ছবি, এক পৃষ্ঠে দর্পণ। ছবি দেখে যাহারা তুষ্ট হবেন, দর্পণে তাঁহারা পবিত্র মূর্তির প্রতিবিম্ব অবশ্যই দেখতে পাবেন। আর আমার ছবিতে যাহারা রুষ্ট হবেন, তাঁহারা আপনাদের প্রতিমূর্তি দর্পণেই দেখবেন। যদি তুমি মুখ ভেংচাও,

১০৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা



হরবোলা ভাঁড় : প্রচ্ছদ

দর্পণ তোমায় ভেঙেচায়; যদি তুমি অঙ্গভঙ্গী বিকৃত করে দর্পণের কাছে নৃত্য কর, দর্পণ বিদ্রূপ করে সেই মূর্ত্তিই দেখায়।

বাংলার প্রথম সচিত্র এই ব্যঙ্গপত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার দাম ছিল আট আনা, বার্ষিক পাঁচ টাকা। আক্রমণের মূল লক্ষ্য হিসাবে পত্রিকাটি ব্রাহ্মসমাজীদের কার্যকলাপ, দুর্ভিক্ষ দমনে সরকারি প্রয়াসের অসুসারশূন্যতা, হুগ সাহেবের সীমাহীন ঔদ্ধত্য, সুরাপান নিবারণী সভার সদস্যদের স্ববিরোধী আচরণ, তারকেশ্বরের মহাশয়ের ভণ্ডামি, আধুনিক মেয়েদের চালচলনকে বিশেষভাবে বেছে নেয়। ব্রাহ্মসমাজীদের মধ্যে দুর্গামোহন দাস ও কেশবচন্দ্র সেনকে পত্রিকাটি মোটেই পছন্দ করত না। কেশবচন্দ্রের কার্যকলাপকে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করে পত্রিকাটি লেখে—

যদি তোমাদের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণের ছেলে থাকে, সর্বাগ্রে পৈতে ফেলে দিতে হয়। আকর্ণ দাড়ি রাখতে হয়, শিশুকাল থেকেই কানা সেজে চন্দ্মা পোশে হয়, বাপ মাকে পরিত্যাগ কোর্তে হয়, সকল জেস্তের সঙ্গে, এমনিচি চাচা ভায়াদের নাস্তার মজলিসেও খানা খেতে হয়, বিলিতি কথায় লেকচার দিতে হয়, বেদ ভাঙ্গা সংস্কৃত শ্লোকে ঈশ্বরের উপাসনা সেরে বেদের নিন্দে কর্তে হয়, ঈশ্বরের অনন্ত নাম অগ্রাহ্য করে কেবল ব্রহ্ম নামে ডাকতে হয় ...

ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করার এই প্রবণতাকে সমকালে অনেকেই ভালো চোখে দেখেননি।



ব্রাহ্মের কালীপূজা : ব্যঙ্গচিত্র

উনিশ শতকের সত্তরের বছরগুলিতে কিছু সংখ্যক বাঙালি মেয়ের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে পত্রিকাটি মেনে নিতে পারেনি। স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালি মেয়েদের যে রূপ পত্রিকাটি ১৮৭৪-এর মার্চ সংখ্যায় তুলে ধরে, তা এইরকম—

She has been forced out of her prison-hole in the zenana into the tea and other parties of Philanthropic officials, and has seen the world ... She

cannot at least help going to church and trying to pray in the midst of staring Baboos, attending European parties—and insisting on being taken to all Tamashas and shows, whether at the Town Hall or on the balcony of Govt. House or the Fancy Fair or the Hindu Mela or the Muhuram procession or the Ramleela.

ব্যঙ্গপাত্রদের শুয়োর, বীদর, শেয়াল, বাঘ প্রভৃতি বিভিন্ন পশুর সঙ্গে তুলনা করতে পত্রিকাটি ভালবাসত। পত্রিকার এই প্রবণতা ব্যঙ্গচিত্রগুলিতেও প্রতিফলিত। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার স্টুয়ার্ট হগকে শুয়োর হিসাবে দেখিয়ে ‘শুকরে জহরে লড়াই’ নামে একটি কবিতা প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়।

পত্রিকার কাটুনগুলিতে ইংরেজি অনুকরণের ছাপ স্পষ্টই। ব্যাপারটা সমকালীন সমালোচকদের চোখেও ধরা পড়েছিল। ৮ জানুয়ারি, ১৮৭৪-এ পত্রিকাটির পরিচয় দিতে গিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা তাই মন্তব্য করে—

আমরা হরবোলা ভাঁড় নামক একখানি সচিত্র রহস্যজনক মাসিকপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় ইংলণ্ডের ‘পঞ্চের’ অনুকরণে একখানি সাময়িক পত্রিকা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ইহাতে সাধারণ বিষয়ঘটিত চারিটি উপহাসজনক প্রতিকৃতি আছে। চিত্রগুলি অতি সুন্দররূপে খোদিত হইয়াছে। বিলাতী পঞ্চের হাসজনক ছবিগুলির নাক লম্বা করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া এ পত্রিকায়ও অনেকস্থলে তাহাই করা হইয়াছে। নাক লম্বা মনুষ্য প্রতিমূর্তিতে যে কি রহস্য আছে তাহা বাঙ্গালীরা বুঝিতে পারেন না।

পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সমালোচনা করতে গিয়ে এডুকেশন গেজেট লেখে—

‘হরবোলা ভাঁড়’ শীর্ষোক্ত নামে একখানি নূতন মাসিকপত্রের প্রথম খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বিলাতি পঞ্চ নামক পত্রের অনুকরণে প্রস্তুত। ... বঙ্গভাষায় এটি একটি নূতন পদ্ধতির কাগজ। ... হরবোলা ভাঁড়ের প্রথম সংখ্যার সকল প্রস্তাবই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। মাসিক পত্রিকার ‘ক্রমশঃ’ পড়া সাধারণ অধ্যাবসায়ের কর্ম নয়। ভাঁড় সম্পাদক পাঠকগণকে অত অধ্যাবসায় স্বীকার না করাইলে ভাল হয়। ... এবারকার ছবিগুলির সম্বন্ধে আমাদেরি বক্তব্য এই যে, পুটে দেওয়া ঝুটিটি একটু বড় হইলে ভাল হইত। আর এ দেশী ভাঁড়ের নাক বিলাতি ভাঁড়ের নাকের মত দীর্ঘ এবং বহুায়ত না হইয়া বরং ছোট চ্যাপটা, এমনকি ফাটা ঠোঁট পর্যন্ত কাটা— হইলেও মন্দ হইত না।

সূত্রীবন্ধের ছবিটি বেশ হইয়াছে। আর আর ছবিগুলিও মন্দ হয় নাই। তবে বলিতে কি, আমরা নাইটক্যাপের অত প্রয়োজন দেখিতে পাই না। পরিশেষে পাঠকগণের নিকট আমাদেরি একটি অনুরোধ আছে। এরূপ তামাসা ফণ্ডির কাগজ বিলক্ষণ উপকারি বস্তু। ভালরূপ চলিলে ইহা দ্বারা ভাষার অঙ্গরাগ বৃদ্ধি হয়। এবং চিত্রবিদ্যার উন্নতির পক্ষেও ইহা কথঞ্চিৎ সাহায্য করে। কিন্তু এরূপ কাগজ চালাইতে অর্থব্যয়ও অধিক। সুতরাং পাঠকবর্গ প্রথম হইতেই এরূপ কাগজের দোষ এবং ত্রুটির প্রতি সমধিক দৃষ্টি না রাখিয়া ইহার লালন এবং পোষণ করাই সম্প্রতি নিত্য প্রয়োজনীয় বোধ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন।

দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে পত্রিকাটিতে একটি ইংরেজি অংশ যুক্ত হয়। প্রথম দুটি সংখ্যা সময়মতো বেরোলেও, তৃতীয় সংখ্যাটি প্রকাশে অনেক দেরি হয়। এজন্য কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে পত্রিকাটি লেখে—

যন্ত্রালয় পরিবর্তন হওয়াতে মার্চ মাসের হরবোলা কিঞ্চিৎ বিলম্বে পাঠক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিল, ক্ষমা করিবেন ভবিষ্যতে যাহাতে এমন না হয় চেষ্টা করিব।
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা পত্রিকাটির পক্ষে সম্ভব হয়নি, পাঠকদের আনুকূল্যের অভাবে

তিনটি সংখ্যা প্রকাশের পরই এটি বন্ধ করে দিতে হয়। ১৮৭৬-এর অগস্ট মাসে পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। এই খবর জানিয়ে ১৮৭৬-এর ২১ সেপ্টেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকা লেখে—

আমরা ‘হরবোলা ভাঁড়’ নামক রহস্যোদ্দীপক পত্রের ২ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ‘হরবোলা ভাঁড়’ পূর্বে একবার জন্মগ্রহণ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। আমরা ভরসা করি এবার উহা দীর্ঘজীবী হইবে। হরবোলার চরিত্রগুলি অতি উৎকৃষ্ট। ভাঁড়ের নিজের নাক লম্বা কেন? এটি ইংরাজির অনুকৃতি। আমাদের দেশে লম্বা নাক যে হাস্য রসোদ্দীপক তাহা কেহ স্বীকার করিবেন না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসন্তকের প্রতিকৃতিটি ঠিক রসিক চূড়ামণির মত। ভাঁড়ের সেরূপ হয় নাই। বরং ভাঁড়ের কনিষ্ঠকে খাঁদা নাকে বেশি রসিক বলিয়া বোধ হয়।

হরবোলা ভাঁড় বেরোনোর কয়েকদিনের মধ্যে বসন্তক-এর আবির্ভাব। হটখোলার দত্ত পরিবারের প্রাণনাথ দত্ত ছিলেন বসন্তক-এর পরিকল্পক ও প্রাণপুরুষ। নিজের নামে এ ধরনের একটি পত্রিকা প্রকাশ করে সকলের বিরাগভাজন হতে চাননি বলেই, তাঁর এক কর্মচারী হরি সিংহকে সম্পাদক হিসাবে খাড়া করে তিনি এটি প্রকাশ করেন। হরি সিংহ ছিলেন নামেই সম্পাদক, নেপথ্যে থেকে কাজকর্ম সবই চালাতেন প্রাণনাথ। পাঞ্চ-এর মডেলে প্রস্তুত এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি পেয়ে মধ্যস্থ মন্তব্য করে—

ইহাতে ছয়খানি চিত্র আছে। সকলগুলিই ন্যূনাতিরেকে উদ্দেশ্য সাধক হইয়াছে। তন্মধ্যে “বঙ্গ বতীর মহাপীড়ায় ডাক্তারদ্বয়ের পরামর্শ” এখানির ভাবে আমরা অধিক গদগদ হইয়াছি। এরূপ “পঞ্চ” পত্রিকার নিত্য প্রয়োজন ও মহোপকার অবশ্যই স্বীকার্য। দুঃখের বিষয় ইহার লিপি-কৌশল যদিও মন্দ নয়, কিন্তু প্রার্থনানুরূপ বা আশামত হয় নাই।

সমকালীন আর একটি পত্রিকা সাধারণী হর্ব-বিষাদের সুরে বসন্তক-কে সংযত হয়ে চলার পরামর্শ দিয়ে বলে—

বসন্তকের চিত্রগুলি যেরূপ সুন্দর ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে, প্রবন্ধাদির রচনা সেরূপ সরস বা স্ফুট হয় নাই। ইহাতে আমাদের হর্ব বিষাদ হইয়াছে। দেশীয় চিত্রকরেরা যে এরূপ চিত্রপট তাহা আমাদের পূর্বে বিশ্বাস ছিল না। তাহাতেই হর্ব। স্বতোমের জাতিভায়ে লেখায় রস ফুটিল না, তাহাতেই বিষাদ।

দেশীয় সাপ্তাহিকের সাপ্তাহিক প্রবন্ধে, অমৃতবাজারের গন্ধ অত্যন্ত নিঃসৃত হইতেছে। প্রবন্ধটিতে যদি অমৃতবাজার লেখকগণের কোন হস্ত না থাকে তবে এ দোষ মাজনীয় নহে। ভারতীয় ঘট বৃষ্টিতে পারিলাম না।

মিউনিসিপাল বাজার বাজীতে বাজীকরের বাম পার্শ্বে কৃষ্ণকায় জপ্তিশকে ওরূপ ঘৃণিত আকারে স্থাপিত করা ভাল হয় নাই। বাসন্তিকা এরূপে ভ্রলোকের অপমান করিতে মাথার দিব্য দিয়া বারণ করিয়া দিয়াছিল, বসন্তক বোধহয় বাসন্তিকার ঈষৎ স্ফীত বাম পদাঘাত লাভ করণাভিলাষী হইয়াই তাঁহার গুরুবাক্য অবহেলা করিয়া থাকিবেন। ভবিষ্যতে এরূপ হইলে আমরা বাসন্তিকাকে শিখাইয়া দিব তিনি তাঁহার পূর্ব সপত্নীগণের অনুগমন করেন। বসন্তক সাবধান।

সমকালীন হরবোলা ভাঁড়-এর তুলনায় বসন্তক যে সবদিক দিয়েই এগিয়ে, তা জানাতে ইতস্তত করেনি হিন্দু পেট্রিয়ার্ট—

We noticed a few days ago the appearance of a Bengali comic periodical, called Hurbulla Bhar, and the new candidate for public favour is named Basantak. Both are imitations of English Punch, but the last is a decided improvement upon the first.

প্রকাশমাত্র পত্রিকাটি সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে তৃতীয় সংখ্যা থেকে পত্রিকাটির মুদ্রণসংখ্যা বাড়িয়ে ন’শো করা হয়। বর্ধিত এই চাহিদার পিছনে ব্যঙ্গ-



বসন্তক-এর কট্টন : ভাঙলি তো...

চারশোর বেশি ছাপা হয়নি। প্রথম বাইশটি সংখ্যা হরি সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলেও, তেইশ ও চব্বিশ নং সংখ্যাদুটির সম্পাদক হিসাবে ‘বেঙ্গল লাইব্রেরি কাটালগে’ রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম পাই। ইনিও ছিলেন প্রাণনাথের বেতনভোগী কর্মী। দ্বিতীয় বছরের বারোটি সংখ্যার পর পত্রিকার আর কোনও সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। গ্রাহকদের ঊদাসীন্যই উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গপত্রিকার অকালমৃত্যুর কারণ।

১২৮২-র বৈশাখে (এপ্রিল, ১৮৭৫) সাপ্তাহিক ব্যঙ্গপত্রিকা হুতম-এর আবির্ভাব। হরবোলা ভাঁড় বা বসন্তক-এর মতো পাঞ্চকে মডেল হিসাবে গ্রহণ না করে, পত্রিকাটি ‘হুতোম প্যাচার নকশা’র ধারা অনুসরণ করাই শ্রেয় মনে করে। পত্রিকার শিরোভাগে ইংরেজিতে ‘Sketches by Hutam’ ও বাংলায় ‘হুতম! ব্যঙ্গবর্ণন ও সাপ্তাহিক নকশা’ এই পরিচয়ই পত্রিকার চরিত্র বুঝতে সাহায্য করে। পত্রিকাটির পরিচয় দিতে গিয়ে এডুকেশন গেজেট তাই মন্তব্য করে—

হুতম প্রসিদ্ধ হুতম প্যাচার কনিষ্ঠ, এখানির লেখাও সাবেক হুতমের মত।

পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য চার টাকা। প্রতি সংখ্যার দাম দু-আনা। নিজের উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে প্রথম সংখ্যায় হুতম জানায়—

আজকাল বঙ্গদেশে সংবাদপত্রের অভাব নাই। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক নিয়মে অনেক পত্রই পাঠকমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে অধিকাংশই সংবাদ ও অবশিষ্ট সাহিত্যাদি প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। আমি সে সকল দ্রব্যের ভার লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করি না। সামাজিক দোষাদোষ উল্লেখ করাই আমার প্রধান কর্ম্ম। এ ভারটী নিতান্ত সহজ নহে। আমি প্রতি সপ্তাহে ক্ষুদ্র পক্ষস্থায় বিস্তার পূর্বক এক একবার আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। কি রাজা, কি প্রজা, কি ঐশ্বর্যশালী, কি নিষ্ঠুর, কি কৃতবিদ্যা, কি মুখ, যে কোন ব্যক্তির দ্বারা দেশের বা সমাজের উন্নতি বা অবনতি হইবে, তাহার কার্য্য, তাহার চরিত্র, তাহার ব্যবহার আমি বাক্‌দেবী সরস্বতীর সাহায্যে নিজ পক্ষপৃটে অঙ্কিত করিয়া সমাজের নয়নাগ্রে উপস্থিত করিব। সমাজ সংস্কার এবং ভারতভূমির উন্নতি সাধনই আমার একমাত্র সম্বল। প্রলোভন ও ভয় আমার অভিধানে নাই। আমার কিছুমিটিতে বিরক্ত না হইয়া, সকলে আমার সৃষ্টি কথ্য শুনিতেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলকাতার বাবুদের নষ্টামি উন্মোচনে পত্রিকাটি বিশেষ ভূমিকা নেয়। রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পন্ন এই পত্রিকাটি অসবর্ণ বিবাহ, তিন আইনে বিবাহ, স্ত্রী স্বাধীনতার হুকুমকে ভালো চোখে দেখেনি। গাইকোয়াড়ের রাজ্যচ্যুতি ও বিচারের প্রহসন হুতম যেভাবে উপস্থিত করেছে, তা এইরকম—

সাক্ষীর জবানবন্দি শুনে, মহামান্য কমিশনারগণ এক মত হতে পারলেন না, তাঁদের মধ্যে মতের ভিন্নতা হলো, সুতরাং সাহেব কমিসনেরা একখানি রিপোর্ট আর দেশীয় কমিসনেরা আপন আপন অভিপ্রায়ে ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্ট করলেন। বিচারপতি কৈলাস পর্বত থেকে নন্দী ভূঙ্গির সৎপরামর্শে সাহেবদের রিপোর্টটি গ্রাহ্য করলেন। কারণ তাঁদের বিচক্ষণতার কাছে দেশীয়গণের বিচক্ষণতা কখনই সমযোগ্য হতে পারে না। দুর্ভাগা মলহার রাওয়ের অদৃষ্টে ছেঁড়া চেটায় শুয়ে লাক টাকার স্বপ্নের ন্যায় হয়ে উঠল। কোথায় বরদার রাজা, কোথায় কারাগারবাসী।

যে-কোনও অন্যায-অবিচারের বিরুদ্ধে পত্রিকাটি ছিল সোচ্চার। অমানবিক কুলি ব্যবসার বিরুদ্ধে পত্রিকাটি যেভাবে প্রতিবাদ জানায়, তা স্মরণযোগ্য—

রেজিস্ট্রী নং ১৩১।

SKETCHES BY HUTAM.

হুতম!

বাস্তব বর্ণন

ও

সাপ্তাহিক নক্সা।

ক্রুধ্যন্তি মূৰ্খা ন বিপশ্চিতো জনাঃ।

আকর্ষণ্য তথ্যং বহুশোহপভাষিতম্ ॥

ভাগ ১]

[সংখ্যা ৯

কলিকাতা শনিবার। ৬ই আষাঢ়। ইং ১৯শে জুন।

সংবৎ ১৯৩২। সন ১২৮২ সাল। ইং ১৮৭৫।

হুতমের নিয়ম।

কলিকাতা।

হুতমের প্রতি সংখ্যার নগদ
মূল্য ৮০ দুই আনা মাত্র।

মূল্যের নিয়ম।

বাৎসরিক অগ্রিম ৪ টাকা।
মাধ্যমিক " " ২৫ " "
মাসিক " " ১০ আনা।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে
হুতম প্রেরিত হইবে না।

হুতম উড়িয়া যাইবে, পুস্তক
যক্ষ্মেলে অতিরিক্ত ডাকমানুল
লাগিবে না।

মূল্য প্রাপ্ত নীকার, হুতমের
শেষ পৃষ্ঠায় করা যাইবেক।

মণি অর্ডার, ডাক টিকিট, রসিদ
টিকিট, ইহারমধ্যে বাঁহার যাহাতে
অবিধা হয়, তাহাতেই হুতমের

কুলী ব্যবসা

এমিগ্রেশন কোম্পানীর জাহাজে মুরগী হাঁস ভেড়া ঘেরাপ যত্নে খাঁচা করে চালান দেওয়া হয়, কুলী জানোয়ারও সেইরূপ যত্নের সহিত জাহাজের ডেকে আর খালের মধ্যে পুরে চালান দেওয়া হয়। পাছে তারা পলায়ন করে সেই আশঙ্কায় খ্রীলোকদের চুলে চুলে বেঁধে রাখা হয় আর পুরুষদের পায়ে দড়ি বেঁধে ডেকের কড়ার সঙ্গে আটকে রাখা হয়। কুলী জানোয়ারদের নড়ন চড়ন শক্তিশূন্য। সমস্ত পথ এইরূপ বন্ধন অবস্থায় অবস্থান করতে হয়। আহার অথবা পানীয় পারতপক্ষে দেওয়া হয় না ও যদি দু'তিন দিন অন্তর আহার পায় কিন্তু পানীয় পেলেও পান করার ইচ্ছা থাকে না। সমুদ্র থেকে তোলা জল, বিয়ম লবণাঘু, যার ইচ্ছা হব সেই পান করে থাকে।

জাহাজ কুলীঘাটায় পৌঁছবামাত্র অবিলম্বে কুলী জানোয়ারদের জাহাজ থেকে অবতরণ করান হয়। যে রূপে পাট আর তুলার গাঁইট, অপরাপর মালের বাগ্ন স্লিংয়ে করে রপ্তানি দেওয়া হয়, সেইরূপ কুলী জানোয়ারদেরও জাহাজ থেকে বুপ-ঝাপ করে ফেলে দেওয়া হয়। হাত পা আর মাথাই ভাঙ্গুক। যার ভাঙ্গল তার ভাঙ্গল, জাহাজগুলাদের সেজন্য ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। বিশেষ কুলী জানোয়ারদের শরীরে বেদনাবোধের সম্ভাবনা কোথায়।

ডেপায় কুলী জানোয়ার পা দেবা মাত্র, তত্ত্বাবধায়ক বেত্র হস্তে পশুদের তাড়িয়ে হাটে নিয়ে যান, আদ মরা, প্রায় মরা, কুলী মেয়েরা চলতে না পারলে দয়ালু তত্ত্বাবধায়ক অমনি পটপট করে প্রহার আরম্ভ করেন, বিবেচনা করে স্থান বিশেষে, পাছায়, পায়ে আব মাথায আঘাত করেন যাতে প্রহারের দাগ হঠাৎ কেও দেখতে না পায়। মারের চোটে কুলী জানোয়ারেরা দ্রুত পদে গমন করে।

গ্রাহকদের সহযোগিতার অভাবে কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকাটি বিপন্ন হয়ে পড়ে। চিঠি লিখে গ্রাহক হওয়ার পরে অনেকেই টাকা দেওয়ার কথাটা বেমালুম ভুলে যেত। হুতম-এর মতে, 'এইরূপ ছেঁচড়া, নীচপ্রকৃতি, হীনমনা গ্রাহকদের উৎপীড়নেই অনেকগুলি ভাল ভাল পত্রিকা প্রচার বন্ধ হয়েছে, আর কতকগুলি বন্ধ হব হব দশায় পড়েছে।'

হুতম উপরিউক্ত প্রকার গ্রাহকদের শাস্তি বিধান করবার জন্য একখানি ছবি প্রস্তুত কবাইয়াছেন, একটা গর্দভের উপর ছটনেক কপট বিদ্বান চক্ষু চসমা, পাদুকার মালা গলায়, মস্তকে ডগ্‌স ক্যাপ দিয়া পত্রিকা পাঠ করিতে করিতে চলেছেন। ঐ ছবির নিম্নে নাম ধাম লিখিত থাকিবে।

অভিনব এই প্রস্তাবটিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া অবশ্য হুতম-এর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ৩২ নং সংখ্যাটি (২৭.১১.১৮৭৫) প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

হুতম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মাস তিনেক পরে, ১৮৭৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গীয় ভাঁড় নামে একটি ব্যঙ্গপত্রিকা প্রকাশিত হয়। কলকাতার মতিলাল প্রেসে ছাপা আট পাতার ক্ষীণকায় এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন উপেন্দ্রলাল মিত্র। পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার দাম ছিল দু-তানা। বেঙ্গল লাইব্রেরি 'ক্যাটালগ-এ' এটিকে 'A comic Journal' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই একই সময়ে দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বাঁদরামী নামে একটি রঙ্গ-ব্যঙ্গের পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার করে ৫.৩.১৮৭৬-এ সাধারণী লেখে—

মাসিক নয়, পাক্ষিক নয়, ত্রৈমাসিক নয়, আমরা একস্থানি 'স্বামথ্যেয়াদী পত্রিকা' প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকার নাম 'বাঁদরামী'। ভিতরে যাই থাকুক, লেখক অন্তত নামটিতে সত্যকথা বলিয়াছেন। এখনকাব কালে অনেকে লেখেন বাঁদরামী, নাম দেন 'গন্ধন গণ্ড গদ্য', তার চেয়ে এ ভাল।

বাঁদরামী-র দ্বিতীয় সংখ্যায় জাতীয় সভার উদ্দেশ্যকে কটাক্ষ করে বলা হয়—

হওম।

হুতমের নিবেদন।

পাঠক মহোদয়গণ! আমি কি উদ্দেশে আপনাদের নিকট উপস্থিত হইলাম, এ কথা জিজ্ঞাস্য বটে। আমি এই স্থানে হুতমাবির্ভাবের পালা গাইয়া দিব। আত্মকাল বঙ্গ দেশে সংবাদ পত্রের অভাব নাই। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক নিয়মে অনেক পত্রই পাঠক যত্নপর নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে অধিকাংশই সংবাদ ও অবশিষ্ট সাহিত্যাদি প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। আমি সে সকল দ্রব্যের ভার নইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করি না। সামাজিক দোষাদোষ উল্লেখ করাই আমার প্রধান কর্ম। এ ভারটী নিভাস্ত সহজ নহে। আমি প্রতি সপ্তাহে ক্ষুদ্র পক্ষের বিস্তার পূর্বক এক এক বার আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। কি রাজা, কি প্রজা, কি ঐশ্বর্যশালী, কি নির্ধন, কি কৃতবিদ্যা, কি দুর্ভাগ্যে কোন ব্যক্তির দ্বারা দেশের বা সমাজের উন্নতি বা অন্নতি হইবে, তাহার কার্য, তাহার চরিত্র, তাহার বাহ্যিক আধি বাস্বেদেবী সরস্বতীর সাহায্যে নিজ পক্ষ গুটে আদৃত করিয়া সমাজের নয়নাগ্রে উপস্থিত করিব। সমাজ সংস্করণ এবং ভারত ভূমির উন্নতি সাধনই আমার এক মাত্র মনোমুখ। প্রলোভন ও ভয় আমার অভিধানে নাই। আমার কিছুমিটিতে বিরক্ত না হইয়া, সকলে আমার স্মৃতি কথায় শুনিলেই পরিশ্রম সকল জ্ঞান করিব। আমি অনাহুত হইয়া এবার অনেকের নিকট চলিলাম। যদি কেহ

জাতীয় ধর্মই যদি ন্যাশনালিটি হয়, তাহলে বাঙ্গালিদের আর ন্যাশনাল করিবার দাবী কি ? তাদের ন্যাশনালিটি রাত্রের অন্ধকারে ঘরের বাহিরে যাইতে হইলে গৃহিনীর আঁচল ধরে যাওয়া, ভাল তা তাদের সকলেরই আছে। ক্ষুত লাথি ঝাটা খাওয়া (যা আর কার নাই) কেন, তাও বেশ অভ্যাস আছে। স্বজাতির সাহায্য না করা— তারও অভাব নেই ... ভাল করিতে না পারি মন্দ করা ইত্যাদি যে একটা জাতি সাধারণ ধর্ম অর্থাৎ ন্যাশনালিটি আছে, সে কটা সবই বাঙ্গালিরা আনন্দের সহিত পালন কচ্ছে— তবে আর ন্যাশনাল করিবার কি ?

স্ত্রী স্বাধীনতা ব্যাপারটাকে দ্বারকানাথ একেবারেই পছন্দ করতেন না। বাদরামী-তে প্রকাশিত ‘অস্ত্রপুত্রের উদ্দীপনা’ কবিতাটির একটু অংশ দেখলেই এ-বিষয়ে পত্রিকার মনোভাব বোঝা যাবে—

অস্ত্রপুত্র কারাগারে আর ত রব না
কেরানী পতির কথা, আর ত সব না।
পতি হবে পশুপতি — কিম্বা জগৎ সিং,
ঘোড়া চড়ে অন্ধকারে মন্দিরে মিটিং।
ললিত হলেও চলে, নিদেন সুরেন—
ভারতের তরে যেই ধরেছে চিতেন।
বক্ষুতা-কবিত্ব-প্রেম এ পতিতে নাই,
বিদূষী নারীর পক্ষে বিধম বালাই।
তাই বলে আমি সখি! ঘুমায়ে রব না,
অভাগী ভারতে আর ঘুমাতে দেব না।

কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশের সংবাদ মেলে প্রথম খণ্ড দশম সংখ্যা পঞ্চানন্দ থেকে—

নূতন না হইলেও জানাইবার কথা

পূর্বের অনেকেই “বাদরামী” দেখিয়াছিলেন সেই বাদরামী আবার বাগবাজারের কে কে প্রকাশ করিয়াছে। বাদরামী মন্দ নয় আমোদ আছে হয়ও অল্প খরচে। এখন অনুগ্রহ পাঠকবর্গের।

বাদরামী-র দ্বিতীয় আবির্ভাবও স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ‘রসপ্রধান পত্র ও সমালোচন’ হিসাবে ১৮৭৮-এর অগস্ট মাসে পঞ্চানন্দ-এর আবির্ভাব। প্রকাশকালে সাধারণী-তে যে বিজ্ঞাপনটি দেওয়া হয়, তা এইরকম—

পঞ্চানন্দ (রসপ্রধান পত্র ও সমালোচন)

বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রসিক লেখক কর্তৃক সম্পাদিত এবং
সর্বপ্রধান রসজ্ঞ লেখক পঞ্চের রচনা ভূষিত।
হাসিতে সকলে পারে না, হাসিতে পারে,
পঞ্চানন্দ গ্রহণে সুতরাং অর্থের সার্থকতা
কাঁদাইতে সকলে পারে না, কাঁদিতে পারে
পঞ্চানন্দ গ্রহণে সুতরাং অর্থের সার্থকতা।
সামান্য অর্থের মায়া সময়ে সময়ে কাটাইতে পারিলে
বিবাদ বিসম্বাদের পর চিন্তপ্রসাদ,
ভূতগত পরিত্রাণের পর আশ্বাস,
রূপ শয্যায় প্রফুল্ল মন, অনিদ্রায় শাস্তি পাওয়া যাইবে।

পঞ্চানন্দ

জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, সরস ব্যঙ্গ, তীব্র বিক্রপ এবং পবিত্র আমোদের খনি
মূল্য অল্প, মূল্য নগদ, মূল্য অগ্রিম দেয়।

প্রথম সংখ্যার মূল্য চারি আনা মাত্র।

— প্রধানতঃ ‘সাধারণী’ যন্ত্রালয়ে

সাধারণতঃ কলিকাতার পুস্তকালয় সমূহে পাওয়া যাইবে।

পঞ্চানন্দ-এর প্রথম সংখ্যাটির সমালোচনা প্রসঙ্গে ১২৮৫-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আর্য্যদর্শন লেখে—

আমরা ভারতোদ্ধারের সমালোচনাহলে বলিয়াছিলাম যে এরাপ বিক্রপাস্বক একখানি পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন। এত শীঘ্র আমাদিগের যে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে তাহা আমরা ভাবি নাই। কিন্তু পঞ্চানন্দের অস্তিত্ব বিষয়ে আমাদিগের সম্পূর্ণ সংশয়। পঞ্চানন্দ জন্মিয়াই নিদ্রা যাইতে বসিলেন, কবে জাগ্রত হইবেন তাহা বলিলেন না, কারণ প্রতিজ্ঞা করিলে লোকের আশাব অঙ্কত অর্ধেকও মিটাইতে হইবে। বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন প্রভৃতি বর্তমান সাময়িক পত্রগুলি নিয়মিতভাবে বাহির হইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া কিছুদিন প্রতিজ্ঞা রাখিয়া পরে কোনখানিই নিয়মিতরূপে বাহির হইতে পারিতেছে না, এই জন্য পঞ্চানন্দ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি প্রথম হইতেই অনিয়মিত রূপে বাহির হইবেন। বঙ্গদর্শন আর্য্যদর্শন প্রভৃতি সাময়িকপত্রিকা সকল গ্রাহকগণের জ্বালায় অস্থির, এইজন্য পঞ্চানন্দ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি দর্শনী না পাইলে কাহাকেও মুখ দেখাইবেন না। পঞ্চানন্দের এ সকল প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে ইহা আমাদিগের প্রার্থনা, কিন্তু দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে কতদূর তাহা ঘটিয়া উঠিবে বলিতে পারা যায় না।

পঞ্চানন্দের প্রথম খণ্ডে তামাসা নয়, ভূমিকা, পঞ্চানন্দের আশ্বচরিত, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, নরেন্দ্র-তবসিনী, ছায়া পূর্বগামিনী, বঙ্গীয় ভারত-হিতৈষীর প্রতিজ্ঞাপত্র, প্রাকৃতিক নিয়ম, দুঃখ-সংবাদ, সঙ্গত প্রার্থনা, শিষ্টাচার ও শিষ্টালাপ, বহুদর্শিতার অভাব, প্রশা, উদ্ভর, উকীল চিনিবার উপায়, বিয়ম সমস্যা, বিজ্ঞাপন, ভারতের জয়, সাহিত্য সংবাদ এই কয়টি প্রস্তাব দৃষ্ট হইল। সকলগুলিই কঠোর বিদ্রোপোক্তিতে পরিপূর্ণ। কতকগুলি বিদ্রোপোক্তি অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়। অতিরিক্তের নৈতিক ফল প্রায়ই মন্দ। পঞ্চানন্দ সমাজের কোন নেতৃদলকেই সংমোহনীয় প্রহার করিতে ক্রটি করেন নাই। দুই এক জনের অপরাধে দলকে দলের উপর তিনি গালি বর্ষণ করিয়াছেন। ... পঞ্চানন্দ ঠাকুরকে এইমাত্র অনুবোধ করি যেন তিনি ব্যক্তিবিশেষের অপরাধে সম্প্রদায় বা দলবিশেষের উপর তাহার বিদ্রোপবাণ প্রক্ষিপ্ত না করেন।

প্রথম সংখ্যাটি বেরোনের পরই, ইন্দ্রনাথ পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন। ১৮৮০-র গোড়ার দিকে কলকাতা থেকে এটি পাক্ষিক আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়বার প্রকাশের কৈফিয়ৎ হিসাবে পঞ্চানন্দ জানায়—

বঙ্গ সংসারে পঞ্চানন্দের প্রয়োজন আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল যে রত্নভঙ্গের জন্য পঞ্চানন্দ থাকিবে, তাহা নয়, সেত হরবোলার কাজ, উড়ের কাজ। হো হো করিয়া হাসান যে পঞ্চানন্দের কাজ তাহাও নয়, কাতুকুতু দিলেই তো অনেকে হাসিয়া গলিয়া যায়। পঞ্চানন্দের প্রয়োজন গুরুতর, — ভ্রমের বিকৃত মূর্তির চিত্রপ্রদর্শন, অসারতার মর্মোদঘটন, ভাষার পুষ্টিসাধন, প্রকৃত দেশ হিতৈষিতার উৎসাহ বর্ধন—ইহাই পঞ্চানন্দের প্রয়োজন। তুমি বিদ্যার ভাগ্যারী, জ্ঞানের কুবেল, তোমার প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু এক আঁর একে দুই হয়, ইহা যে বুঝিতে পারে, সেও এখন বুঝিতে পারিবে যে পঞ্চানন্দের প্রয়োজন আছে। ...

এই পর্যায়ের পঞ্চানন্দ-এ মাঝেমাঝেই কার্টুন বেরোত। হরবোলা উড়-এর মতো বিভিন্ন ব্যক্তিকে পশুর আকৃতিতে উপস্থিত করার প্রবণতা পত্রিকাটির ছিল। এই কালের পঞ্চানন্দ-এর

চিত্রগুলির বড় একটা ভূমিকা ছিল। প্রাণনাথের খুড়তুতো ভাই গিরীন্দ্রকুমার দত্তের আঁকা কার্টুনগুলি সকালে সকলের মন জয় করে নিয়েছিল।

সমাজ-সাহিত্য, ধর্ম-রাজনীতির জগতে সমস্ত রকম অনাচার ও অপদার্থতাকে ব্যঙ্গের আঘাতে জ্বলন্ত করে সবাইকে সচেতন করাই ছিল পত্রিকাটির লক্ষ্য। এই কালে সচেতন বাঙালিমনে ধীরে ধীরে যে জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা দানা বাঁধছিল, তা বসন্তক সম্পাদককেও স্পর্শ করে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ প্রাণনাথের পক্ষে তাই বাঙালির উপাধি-লোলুপতা, নির্লজ্জ ইংরেজ-তোষণকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। বরোদার গাইকোয়াড়কে অন্যায়ভাবে রাজ্যচ্যুত করা বা দুর্ভিক্ষ নিবারণে সরকারি অপদার্থতাকে ব্যঙ্গের ছুরিতে ক্ষতবিক্ষত করেছেন তিনি। প্রিন্স অফ ওয়েলস-এর অভ্যর্থনার বাড়াবাড়ি, ট্যাক্সের দৌরাত্ম্য বা নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনকে সমর্থন করার কোনও কারণ তিনি খুঁজে পাননি। ক্যাম্বেল-এর উদ্ভট শিক্ষানীতি, নানা ধরনের খামখেয়ালিপনা, কলকাতার পথঘাটের শোচনীয় অবস্থা, ড্রেনেজ সিস্টেমের অব্যবস্থা, ছলে-বলে-কৌশলে ধর্মতলা বাজার অধিগ্রহণে হগ-এর অশোভন ব্যগ্রতা, পুলিশের বেহাল অবস্থা — কিছুই বসন্তক-এর তীক্ষ্ণ নজর এড়ায়নি। সুযোগ পেলেই পত্রিকাটি ব্রাহ্মদের আক্রমণ করত। ‘অত্যাঁত ব্রাহ্মদের’ স্ত্রী স্বাধীনতার প্রয়াসকে লেখা ও রেখার মাধ্যমে বারবার যেভাবে পত্রিকাটি কটাক্ষ করেছে, তার সামান্য একটু নমুনা দেওয়া যাক—

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রশ্ন

হ্যাঁগা শুনেতে পাচ্ছি এখন নাকি সকল মেয়েমানুষ বড়সাহেবের বাড়ি, টৌনহল ও আর আর জায়গায় ঘাগরা, জুতো পোরে বেড়াতে যায়, এরা কেমন মেয়েমানুষ গো, এরা ভেরোম কার কাছে রেখে যায়?

স্বামী— বর্তমান কাল উন্নতকাল, এক্ষণে উন্নতভাবে সকল কার্য সমাধা করিতে হইবে, যদি স্ত্রীলোককে স্বাধীন না করিতে পারি ও চিরকাল কারাবদ্ধ করিয়া রাখি তবে শিক বঙ্গভূমি ও শিক সুশিক্ষিতগণ।

স্ত্রী— ওমা তোমার কথা শুনে যে আমার পেটের চাল ভাত হচ্ছে তুমি বুঝি আমাকে একদিন আমার বেশ পরিয়ে টেনে হিঁচড়ে বাহিরে নে যাবে? তা হলে তোমার পায়ে মাতা মুড় খুঁড়ে মরবো।

স্বামী— বাহিরে গমন না করিলে তোমার মন চিরকাল সংকীর্ণভাবে থাকিবে, তোমার মনের বল বিকশিত হইবে না, তোমাকে অজ্ঞান তিমিরে মগ্ন থাকিতে হইবে।

স্ত্রী— এসব ঠাকুরালী ছেড়ে দেও, আমাকে ধরে টানাটানি কেন—ইচ্ছে হয় একটি যুবতী ব্রাহ্মিকাকে বিবাহ করিয়া সঙ্গে সাথে লইয়া বেড়াও।

স্বামী— আমাদের ব্রাহ্মধর্মে বলে যে এক পুরুষের এক স্ত্রী হইবে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা পাতক। এক্ষণে তুমি আমার সকল অনুষ্ঠানে যদ্যপি যোগ না দেও তবে অন্য ব্রাহ্মদিগের নিকট আমার মুখ পড়িয়া যাইবে। প্রিয়ে গুঠ ঘাগরা পর।

স্ত্রী— (ঘাগরা দেখিয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিয়া ভূমে পড়িলেন নিকটস্থ একজন দাসী চিৎকার করিয়া উঠিল) “ওরে সর্বনাশ মা ঠাকরণ গেলেন।

স্বামী— (স্নানভাবে) ভারতভূমির কিছুই হলো না। বলিয়া বাহিরে গমন করিলেন।

কেশবচন্দ্র সেনকে আক্রমণের কোনও সুযোগ পত্রিকাটি ছাড়ত না। সপ্তম সংখ্যায় কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ভারত আশ্রম-এর একটি ঘটনার ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে প্রসঙ্গত মন্তব্য করা হয় ‘ভারত আশ্রমের ইন্ডি ভাঙা মেয়েমানুষটি বলেছেন যে তাঁর সহিত যেরূপ কুব্যবহার করা হয়েছিল সেরূপ হিন্দুরাও করে না। তাই শুনে আমার বাসস্তিকা জিজ্ঞাসা করছেন “উন্নত ব্রাহ্মদিগের এই কি উন্নতি?” তা পাঠকগণ বলে দিন আমি কি উত্তর দিব।’

আধুনিক শিক্ষিত মেয়েদের চালচলন বসন্তক সহ্য করতে পারত না। তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রোপে পত্রিকাটি বিদ্ধ করত। দ্বিতীয় বর্ষের নবম সংখ্যা থেকে এই ধরনের কটাক্ষের একটু নমুনা তুলে ধরা যাক—

প্রশ্ন— ভাত বাঁধিতে পার?

বালিকা—ছি!

প্র.— আলু ভাজতে পারবে?

বা.— ছিঃ ছিঃ! হাস্য।

প্র.— সকালে কি করবে?

বা.— প্রাত্যহিক পত্র পড়ব।

প্র.— আহার কোরে কি করবে?

বা.— কাপেট বুনব।

প্র.— স্বামী গ্রীষ্মে তেতে পুড়ে আফিস থেকে এলে কি করবে?

বা.— আমাদের স্বকৃত কবিতা পাঠ করে অঙ্গ শীতল করে দেব।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-এর প্রতি বসন্তক ছিল অপ্রসন্ন। বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত ‘বাহুবল বনাম বাক্যবল’ লেখাটিকে কটাক্ষ করতে বসন্তক ইতস্তত করেনি। বঙ্গদর্শন-এর বিদ্যাসাগর ও ভারতচন্দ্র বিরোধী মনোভাবকে ব্যঙ্গের ছুরিতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে পত্রিকাটি। অশ্লীলতা নিবারণী সভার কার্যকলাপের ব্যঙ্গাত্মক পরিচয় দিয়েই পত্রিকাটি থামেনি, একাধিক কার্টুনের সাহায্যে তাদের প্রয়াসের অন্তঃসারশূন্যতাকে সকলের সামনে মেলে ধরেছে। ‘মা এয়েছেন’ নামক একটি প্রহসনের সমালোচনায় অশ্লীলতা নিবারণী সভাকে কটাক্ষ করে পত্রিকাটি লেখে—

হে ভাই সিংহ তুমি অমন করে দাঁড়াইও না তুমি এবার একটি পেন্ডুলেন পরে এসো, তা না হলে কোন্‌দিন অশ্লীলতা নিবারণী সভায় ধরে নিয়ে যাবে।

বসন্তক-এর প্রথম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৫-এর এপ্রিল মাসে। এই সংখ্যায় গ্রাহকদের মধ্যে যাঁদের টাকা বাকি, তাঁদের তা দিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। অনুরোধ জানানোর পরও যাঁরা তা দেবেন না ‘আমি প্রথমে ঢাক পিটে দ্বারে দ্বারে তাঁদের নাম বলে বেড়াব ও তাতেও না দিলে রাস্তায় চাদর কেড়ে নেব আর তা পারবো কিনা দেহ দেখেই সকলে বুঝছেন। যেমন অপরাপর দোষ শোধরানও আমার অধিকার তেমনি টাকা না দে পত্র পাঠেচ্ছদের চরিত্র শোধরানতেও আমার অধিকার চিফ জুসটিস পিকক দিয়েছিলেন।’

গ্রাহকদের অসহযোগিতা বা অন্য যে-কোনও কারণেই হোক, দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ হতে তিন মাসেরও বেশি সময় লেগে যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার অনেকটা অংশই পত্রিকাটি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বরোদা গ্রাসের ব্যাপারে ব্যয় করে। বরোদাকাণ্ডের সঙ্গে প্রকাশিত কার্টুনগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে অমৃতবাজার পত্রিকা লেখে—

উহার ছবিগুলি অপূর্ব হইয়াছে। ইহার নট গিলটি, গিলটি দুই দলের মল্লহর রাওকে লইয়া টানটানি, লর্ড নর্থব্রকের পোষ্যপুত্র নিক্সচন, কর্ণেল ফেয়ার, সার লিউস, পেলি, মিড এবং গবর্ণর জেনারেলের নৃত্য, সম্পাদকদিগের নিমজ্জন অপূর্ব হইয়াছে।

দ্বিতীয় বছরে পত্রিকার প্রকাশ হয়ে পড়ে কিছুটা অনিয়মিত। মুদ্রণসংখ্যাও অনেকটাই হ্রাস পায়। দ্বিতীয় বর্ষের পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ কোনও সংখ্যাই

পরিচয় দিতে গিয়ে বাঙ্কব মণ্ডব্য করে—

পঞ্চানন্দ আমাদের পুরাতন ও পরীক্ষিত সূত্র। দুই তিন বৎসর হইল পঞ্চানন্দ বাঙ্গালা সাহিত্যগগনে প্রথম উদ্ভূত হইয়া, দেখা দিতে না দিতেই ধুমকোতুর মত দৃষ্টিপথেব বাহিরে চলিয়া যান। এইবার তাঁহার দ্বিতীয় প্রকাশ। ...

পঞ্চানন্দ বাঙ্গালার পঞ্চ। ... অগ্রিম বার্ষিক দক্ষিণা পাঁচ টাকা।

পঞ্চানন্দ আত্মপরিচয়ে বলেছেন—

—পঞ্চানন্দ চায় কি? চায় — পাঁচজনকে দেখিতে শুনিতে, পাঁচজনে মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে, সুতবাং পাঁচটা কথা সহিতে; চার দশে পাঁচ দেখা করিতে, পাঁচটি করিয়া টাকা লইতে। ... পঞ্চানন্দ খায় কি— যৎসামান্য। পাঁচজনের মাথা, পাঁচটা গালাগালি! তবে অমনি অমনি খায় না; বদান্যতা আছে; পাঁচজনকে না দিয়া খায় না।

... পঞ্চানন্দ উপেক্ষিত হইবার ব্যক্তি নহেন। পঞ্চানন্দ লিপিক্রম, চিত্রাক্রম এবং লোকচিত্ত-বিনোদনোৎসুক, যাহা হাস্যজনক তাঁহার সরব সমালোচনে বস্তুতই নিতান্ত সক্ষম। তাঁহার সকল লেখা ও সকল কথাতেই বাঁধাগদেব অতিরিক্ত এবং আদবেব উপযুক্ত বিশেষ কিছু সামগ্রী থাকে। সুতবাং সকলে তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া কৃতার্থ হউন, এই আমাদের অনুরোধ। বছরে পাঁচটি করিয়া টাকা দিলেই বারমাসে চব্বিশবার পঞ্চানন্দের দর্শন পাওয়া যাইতে পারে। যাহা এক বোতল শ্যাম্পেনের জন্য পাঁচ টাকা ব্যয় করিতে কুষ্ঠিত হন না, তাহা পাঁচটি মাত্র টাকা ব্যয় করিয়া, বৎসর ভরিয়া, তৃষ্ণা পুরিয়া, পঞ্চানন্দী প্রমোদমদিরা পান করিতে কুষ্ঠিত হইলে, লোকে বলিবে যে, বাঙ্গালীর মত রস-পাশ শু জাতি জগতে আর নাই।

এই পর্যায়ে পত্রিকাটি অনিয়মিতভাবে বছর দেড়েক চলে। ১৮৮১-র অগস্ট মাসের পর ১৮৮২-র জুনে আবার এর দেখা পেয়ে সাধারণী লেখে—

অনেকদিন পরে পঞ্চানন্দের দেখা পাইয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ কবিলাম। এ প্রকার পত্র বঙ্গদেশে আর নাই, ভারতবর্ষে আর নাই, পৃথিবীর কোথাপি আর নাই, সাহস করিয়া ইহা বলিতে পারা যায়, বাস্তবিক পঞ্চানন্দ আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।... ভাষার জন্য কেহ যদি গৌরব করিতে পারে তাহা হইলে পঞ্চানন্দই পারেন, অতি সরল, কোমল ললিত কথায় পঞ্চানন্দ মনের কথা প্রকাশ করেন, অথচ যেন ইক্ষুদণ্ড, যেন সছোবড় বুনো নারিকেল,—কাহার সাধ্য যে দত্তশৃংখল করে। কিন্তু পারিলে, রসে শাসে বিলক্ষণ; চর্ক, চোষা, লেহা, পেয় সমস্তই বিদ্যমান। কি গদ্যাঘাত কি পদ্যগ্রাব, পঞ্চানন্দের কিছুতেই কাহারও কথাটি কহিবার যোটি নাই। পঞ্চানন্দ সত্য সত্যই রসগ্রন্থ। ... সমালোচনে পঞ্চানন্দ অদ্বিতীয়, উচিত কথা উচিত মত বলিতে পঞ্চানন্দ কখনও সঙ্কুচিত হন না। যোলা আনার জায়গায় বরং আঠারো আনা—কম কিছুতেই না। অধিক কি, পঞ্চানন্দ আপনাকেই ছাড়েন না।

সম্পাদক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রক্ষণশীল মানুষ। হিন্দু সংস্কারকে আহত করে, এমন কোনও কিছুকে মেনে নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ব্রাহ্মদের আচার-আচরণ, আধুনিক মেয়েদের চালচলন, স্ত্রী স্বাধীনতার ছন্দুক, বিধবাবিবাহ আর বাল্যবিবাহ নিয়ে হইচই-এর প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন তিনি। মেকি স্বদেশপ্রেম, উগ্র সাহেবিআনা, শাসকদের স্বৈচ্ছাচারকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করতে তিনি দ্বিধা করেননি।

ব্রাহ্মদের, বিশেষ করে কেশবচন্দ্রের চালচলন একেবারে সহ্য করতে পারতেন না ইন্দ্রনাথ। কেশবচন্দ্রকে পত্রিকাটি কিভাবে বিক্রপবাণে নাস্তানাবুদ করত, তার একটু নমুনা দেখা যাক—

দিশাহারা

“তুমি কার, কে তোমার,

কারে বলো রে আপন?

নববিধানের সেন মহাশয়কে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে। ... তুমি গড়িয়াছ গির্জা, নাম রাখিয়াছ মন্দির, দাঁড়াও পুলপটে, বলিয়া থাকো সেটা বেদি; যীশুখৃষ্টের নাম গাইয়া তুমি পাদরি ভুলাইয়াছ; হরিনাম সঙ্কীর্ণনে তুমি পথের পথিক ভুলাইয়াছ; খোল করতাল, ডোর কৌপীনে তুমি গোঁড়া গোস্বামীর চক্ষে ধূলি দিয়াছ; তোমার শব্দ ঘণ্টা ফলুধনি-দিয়া নববিধানের ধ্বজদণ্ডের বরণ করাইয়া তুমি হিন্দু কুলবধুর মন মোহিত করিয়াছ। বাবাজী! বলো দেখি, ইহার মধ্যে তুমি কার, আর তোমারই বা কে!

তোমার চক্ষে সোণার চশমা, চুলে বাঁকা টেড়ী, পরণে গেরুয়া; পঞ্চকুটীরে অট্টালিকায় বাস করিয়া তুমি সম্মাসী; স্ত্রী-পরিবারে পরিবেষ্টিত থাকিয়া তুমি বৈরাগী, কন্যার জন্য সৎপাত্রের ভাবনা ভাবিয়া তুমি যোগ সাধনে নিমগ্ন; রেলের গাড়ীর গদীমোড়া কামরায় ভ্রমণ করিয়া তুমি দারিদ্র্য ব্রতাবলম্বী; — বাবাজী, সত্য বলিতেছি, তোমাকে চিনিতে পারিলাম না; সেইজন্য সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, “তুমি কার, কে তোমার?”

সামাজিক নিয়ম সমূহে যে সকল দোষ আছে, তাহার সংশোধনের জন্য তুমি বিশেষ ব্যগ্র। জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, অতিশয় অনিষ্টজনক জানিয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য তোমার বিশেষ যত্ন। জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেইজন্যই কি পরের মেয়ে আইবুড় রাখিবার আইন করাইয়া সকাল সকাল আপনার মেয়েকে রাজরাণী করিয়া দিলে? সেই জন্যই কি হিন্দুর ছত্রিশ আতির উপর নিজের একটা দল আর ঝগড়া করিয়া আরও একটা ভাস্মা দল বাড়াইয়া বোঝার উপর শাকের আটি করিয়া দিলে? বলো দেখি বাবাজী, তুমি বাস্তবিক কোন্ দলের, আর তোমার আসল মতখানাই বা কি?

তুমি সৌন্দর্যিক, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না, অথচ তোমার মস্ত তত্ত্ব আছে, তাহাতে বাবা ভগবান, মা ভগবান পৃথক পৃথক আছে; ভগবানের পদ্ম আঁখি, রাক্ষা চরণ আছে। তুমি মুসলমান, তাহাও বলিবার যো নাই, তবু মক্কা মদিনায় মুহম্মদের কাছে তোমার তীর্থভ্রমণে যাওয়াটুকু আছে। তুমি খৃষ্টান নও, কিন্তু খৃষ্ট পুরাণের ব্রত পর্বের অনুষ্ঠানে তোমার ক্রটি দেখি না। কত বলিব? আমি হতভম্ব হইয়াছি, তুমিই আমাকে দিশাহারা করিলে?—

রাজনৈতিক সচেতনতা পঞ্চানন্দ-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাজপুরুষদের এবং তাঁদের গৃহীত সিদ্ধান্তকে বিদ্রূপ করতে পত্রিকাটি দ্বিধা করেনি। লর্ড লিটনের বিদায় উপলক্ষে পঞ্চানন্দ-এ যে ব্যঙ্গাত্মক চিঠিটি বেরোয়, তার সামান্য নমুনা—

আর সপ্তাহকাল মধ্যে সীমলা পর্বতশিখরে রাজমুকুট রাখিয়া আপনি বিশ্রাম করিবেন। স্বদেশ গমন করিলেও অস্তুমিত রবি কিরণের মত আপনার কীর্তির জ্যোতি ভারতে থাকিবে। মান যাচাদের মনস্তৃষ্টি সাধন করিবার জন্য আপনি তুলার শুষ্ক কমাইয়া দেন। পাছে অসাবধান বাঙ্গালীর ছেলেরা দায়ে এবং বাঙ্গালীর মেয়েরা বঁটাতে হাত কাটিয়া ফেলে তাই অস্ত্র সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ করেন। কি জানি বাঙ্গালা ভাষা মান গাছের মত বাড়িয়া উঠিয়া অল্পদিনের মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং বাঙ্গালা সরস্বতী পদে শুষ্ক না থাকার জন্য পাগলীর ন্যায় যথার তথ্য চাঁৎকার করিয়া বেড়াইতে থাকে, তাই ৯ আইন জারি এবং প্রচারিত করেন। এইরূপ আপনি কত না মঙ্গলের কার্য করিয়াছেন। ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনাকে এত সত্বর অকালে গমন করিতে হইতেছে না হইলে আপনি যে কি করিতেন তাহা কে বলিতে পারে।

দেশীয় সংবাদপত্রের কঠোরোধ করে লিটনের আমলে জারি করা হয়েছিল ৯ আইন, পরবর্তী গভর্নর জেনারেল রিপন তা তুলে দেন। এই আইন রদ করার পর ছদ্ম দুঃখ জানিয়ে

৩.

দেখ! বলম হয়ে বিলাতে জনম লয়ে
নির্জীব হয়ে কিছে কখন তোমারে ?
হা! লজ্জা হা ধিক হায় ইচ্ছা মরি বারে ।
হেনই এম্বুকার এম্বু এম্বু অম্বুকার
অন্ত কাল কত কবি গড়াগড়ি যায়
তবুও লেখনি ! তুমি নীরবে হেথায় ?

৪

কই নেথ এম্বু দেখা এম্বুর বিচার
হুত হয়েছে হাটে বিলম্ব কি আর ?
হেত-নিহির তুমি তোমাব কিরণে তুমি
উজ্জ্বলিত নহে কেন ? কিসের লাগিয়া ?
(সমালোচনার, এম্বু,) উঠরে জাগিয়া ।
গাহাইল বিস্তারী উঠ উঠ সুরা করি
গানি দাও, ভাল বল, লিখে ফেল বই ।
নহিলে কাহার বলে যশোভাগী হই ।

অর্থ সমালোচক স্তোত্র ।

বদের গোরব পূর্য্য হে সমালোচক !
বদ এম্বুকার কুল ভাগ্যানিগামক !
দেবতা নিশ্চয় তুমি আমি অভ্যস্তন,
কেমনে তোমার কীর্তি করি বর্ণন ?
দেবতা গড়িতে হায় হইল বানর !
কি করি—বিষাতা বাম তোমার উপর ।
বানরের রূপে তুমি অবতীর্ণ আজি
নব বেশে এলে বঙ্গে নব সাজে সাজি ।

তোমার অশেষ গুণ উপলক্ষ করি,
পশিলাম বদ্রুমে আলস্য সতরি ।
হক্ কথা বলে যাব করিব না ভয় ।
সহিতে প্রস্তুত আছি ভাগ্যে যাহা হয় ॥

আমাদের চিত্রে যে সকল সমালোচকের
মনে আঘাত লাগিবে, অর্থাৎ যাঁহারা এই
প্রবন্ধ পড়িয়া ব্যথিত চিত্ত হইবেন তাঁহারা
আমাদিগের উদ্ভিক্ত নায়ক । নতু অন্যঃ ।

ইতি

ঐযুক্ত বাবাজীর প্রবীণ চেলা ।



অর্থ সমালোচকাখ্য

বানরের রূপ বর্ণনা ।

{ অক্লিত প্রতিভুতির সহিত মিলাইয়া }
দেখুন ।

কাঁঠাল গাছের কাছে বানর বসিয়া আছে
[বসে কি দাঁড়িয়ে কেবা করিবে নির্ণয় ?]

পঞ্চানন্দ-এ 'শোকশেল' নামে যে লেখাটি বেরোয়, তার মতো উচ্চমানের ব্যঙ্গরচনা বাংলায় বিরল। এটি তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারলাম না—

হায়। কি সর্বনাশ হইল! এত ভরসা, এত আশা, সমস্ত আকাশে বিলীন হইয়া গেল। আর আমরা কি লইয়া জীবন ধারণ করিব? কেমন করিয়া লোকের কাছে মুখ দেখাইব? দুঃখময় সংসারে একমাত্র প্রদীপ, দুঃস্তর সাগরে একমাত্র ভেলা, বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্র, দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র গৃহলক্ষ্মী—কোথায় অস্তর্ধান হইল? মুদ্রাশাসনী ব্যবস্থা, ওরফে আদরের ধন ন আইন কোথায় গেল? হায়! আমাদের আর কেই নাই। কিছুই নাই! (১ দীর্ঘ নিঃশ্বাস) আমরা দেশী লোক; দেশী ভাষায় দেশী কথা লিখিয়া আর কি করিব? আমরা লিখি, বাবুরা পড়েন না; আমরা পরামর্শ দি, বাবুরা কাণে তোলেন না; আমরা উত্তেজিত কথা বলি, বাবুরা তুষ্ট হন না; আমরা গালাগালি দি, বাবুরা ক্রক্ষেপ করেন না; আমরা কাগজ পাঠাইয়া দি, বাবুরা দাম দেন না। আমাদের আদর নাই, মান নাই, মর্যাদা নাই, সম্মান নাই, ভয় নাই, লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই—কিছুই নাই। কে আমাদের আদর করিবে? বাবু ত করিতেন না, করিবেনও না। যাহা কিছু করিত আমাদের সাধের ন আইন। দশ দিক অন্ধকার করিয়া, অতল সাগরের মধ্যস্থলে ডুবাইয়া দিয়া, গহন বনের মাঝে ফেলিয়া ন আইন কোথায় গেল? হায়! কি পরিতাপ! এ কাল কে সাধিল? পদ্মপলাশলোচন ন আইন। তুমি কোথায় গেলে? শিশু আমরা, এ বিপদে আমাদের কে রক্ষা করিবে? (২ বক্ষে করাঘাত)

রণরঙ্গিণী দিগম্বর মহাকালীর পদানত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, ভূতপতি আশুতোষ ভোলানাথ একবার সদয়নেত্রে কটাক্ষপাত করিয়া আমাদেরকে লোকমধ্যে স্থান দিয়াছিলেন, লাট লিটন আমাদের জন্য ন আইন করিয়া আমাদেরকে পদস্থ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই দিন ত্রিভুবনে আমাদের বিজয় দৃষ্টান্ত প্রতিগোচর হইয়াছিল, স্বর্গ মর্ত্য রসাতল তরকম্পিত হইয়াছিল, বাবুরা পর্যন্ত, আমাদেরকে চিনিয়াছিলেন, আমাদের সে গৌরব কে বিলুপ্ত করিল? আমাদের সে দিনেব কে স্তম্ভ করিয়া দিল। এ প্রাণ আর কেমন করিয়া রাখিব? ওহো! কি হইল? (৩ অশ্রুবর্ষণ) ন আইনের বলে আমরা সাহেবের বস্ত্র হৃদয় কাপাইয়া দিয়াছিলাম। ন আইনের কৃপায় আমরা জগৎজয়ী ইংরেজের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলাম। বিনা অস্ত্রে, বিনা শস্ত্রে, নির্বাছব যে আমরা—আমরাও রাজ্যে বিদ্রোহ করাইতে, রাজ্যবিপ্লব ঘটাইতে, লোকের চালে চালে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইতে, আমাদের চিরশত্রু বাবুগণেরও মাথা মুড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এত সাধের ন আইন আমাদের কে হরিয়া নিল? (৪ দস্ত ঘর্ষণ)

যে দিন হইতে আমাদের ন আইনের ডঙ্কা বাজিয়াছিল, সেই দিন হইতে আমরা কত উন্নত হইয়াছিলাম! আমাদের উপর কত চক্ষুই পড়িয়াছিল। মাতৃভাষা যাহাদের পক্ষে কুঙ্কর দষ্ট, ব্যক্তির জল স্বরূপ আতঙ্ক উৎপাদক, এমন কত কত বাবুও আমাদের নাম করিয়া, চীৎকারে গগন ফাটাইয়া বাণীর যশোলাভ করিয়াছিল। যাহারা বাঙ্গলার বন্ধানে না এমন কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাহেব, বর্ষে বর্ষে কত বিজ্ঞাপনীই আমাদের নামে লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছিল। মহা মহামন্ত্রী সম্প্রদায় গভীর বজ্রনীতে গুপ্ত গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাদের জন্য কত মন্ত্রণাই কবিত্তেছিল। কিন্তু হায় অদ্য! অদ্য আমরা কোথায়? কাল আমরা বীর ছিলাম, সিংহের সমকক্ষ ছিলাম, আজ সেই আমরা কাপুরুষ শৃগালেরও অধম! ডেকের পদাঘাত সহ্য করিতে হইবে! এমন কি আবার বাবুদেরও উত্তেজিত নাসাব তিরস্কার সহ্য কবিত্তে হইবে? এখন কি আবার সেই অরণ্যে রোদন আরম্ভ করিতে হইবে? হা! অদৃষ্টে কি এই ছিল? ন আইন, তুমি কি ছলিবার জন্য আমাদেরকে এমনি তুলিয়া আবার ফেলিবার জন্যই আসিয়াছিলে? আদরের উৎস ন আইন! কে তোমার চাঁদমুখে পাথর চাপাইয়া দিল? হায়! কি ছিলাম, কি হইলাম!

আহা, কি অধঃপাত! (৫ বক্ষে বঁটীর আঘাত। পতন ও মূর্চ্ছা)

পঞ্চানন্দ-এর সপ্তম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করে সচিত্র একটি কবিতা প্রকাশিত

হলে, অনেকেই ক্ষুব্ধ হন। সম্পাদকও বুঝতে পারেন, কাজটা ঠিক হয়নি। যে কারণে অষ্টম সংখ্যার প্রথমেই দোষ স্বীকার করে তিনি জানান—

মুনিদেরও মতিভ্রম হয়, মানুষের মতিচ্ছন্ন হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। পঞ্চানন্দের সপ্তম সংখ্যাতে একতম পদ্য প্রবন্ধে এই মতিভ্রংশের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যিনি পঞ্চানন্দের সম্পাদন কার্য করিয়া থাকেন, তিনি প্রবন্ধের রচয়িতা নহেন, ইহা কথঞ্চিৎ সাস্থ্যনার কারণ হইলেও, ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে দিয়া তিনি নিতান্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়াছেন। প্রবন্ধে যে প্রকার অসভ্যতা অভদ্রতা, হীন প্রকৃতি এবং রুচি বিকারের পরিচয় আছে, বোধহয় উজ্জ্বল লেখকও লজ্জিত হইবেন। অনবধানতা বা অবিমূশ্যতাহেতু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার অপনয়ন করা অসাধ্য, কিন্তু ধর্ম চিন্তে দোষ স্বীকার এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলে কৃত দোষ ক্ষালিত হইবে, ইহাই সম্পাদকের ভরসা। অপরাধ স্বীকারজ্বলে দোষকে অধিকতর জ্বলন্তমান করা উদ্দেশ্য নহে বলিয়া কোনও কথার সবিশেষ উল্লেখ করা গেল না; আর মশক দংশনে রাজ্যবিপ্লবের আশঙ্কা হয় না, সুতরাং উল্লেখের প্রয়োজনও নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কিত এই ঘটনাটির কথা বাদ দিলে, পঞ্চানন্দ কখনই শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেনি। উন্নতমানের এই ব্যঙ্গপত্রিকাটি সাধারণের কাছে তেমন সমাদরও পায়নি, যে কারণে স্বল্পস্থায়ী এই পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা কখনই পাঁচশোর গণি অতিক্রম করেনি।

১৮৮০-তে বঙ্গরহস্য, অপূর্ব রহস্য ও লার্ঠৌষধি নামে যে তিনটি ব্যঙ্গপত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার একটিরও অস্তিত্ব আজ আর নেই। দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গরহস্য-এর প্রথম প্রকাশ ১৮৮০-র অগস্ট মাসে। আট পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যা হাজার কপি ছাপা হত। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার পরিচয় প্রসঙ্গে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ লেখে 'Bengali Punch Part I. Contains notes and articles in a droll style on a variety of topics, social, political E/C.' সমকালে কলকাতা থেকে দেবকান্ত বাগচীর সম্পাদনায় লার্ঠৌষধি নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, সেটিরও আকার ছিল নিতান্ত ক্ষীণ। প্রতি সংখ্যা হাজার কপি ছাপা হলেও, এটি বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল বলে মনে হয় না। এটির পরিচয় প্রসঙ্গে 'বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ' মন্তব্য করে 'A new journal started, it would seem, with the object of caricaturing men and thing'. ঢাকা থেকে হরিহর নন্দীর সম্পাদনায় অপূর্ব রহস্য-র আবির্ভাব প্রায় একই সময়ে। প্রহসনকার হিসাবে হরিহর নন্দীর একসময়ে রীতিমতো নামডাক ছিল। 'কলির বৌ হাড়জ্বালানী', 'ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম', 'ঘুঘু দেখছ ফাঁদ দেখনি', 'দুই সতীনের ঝগড়া'—তার লেখা এইসব প্রহসনগুলি জনপ্রিয়ও হয়েছিল। জনপ্রিয় এই প্রহসনকারের পত্রিকাটি কিন্তু পাঠকের দৃষ্টি তেমনভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি। ক্ষীণকায় এই পত্রিকাটি সম্পর্কে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ 'A new periodical mostly fixed to humorous papers'-এর বেশি কোনও মন্তব্য করেনি।

অপূর্ব রহস্য-এর ব্যর্থতায় ইতাল না হয়ে, হরিহর নন্দী ১২৮৮-র বৈশাখে সদানন্দ নামে একটি 'বিদ্রোপপত্র' প্রকাশ করেন। ঢাকা প্রকাশ-এ পত্রিকার যে বিভ্রাটটি আমাদের চোখে পড়েছে, তা এইরকম—

পঞ্চানন্দ ।

[২য় খণ্ড]

১২৮৭ মাল

[১লা ক্রীষ্ট ।

দোষ স্বীকার ।

মুনিদেরও নতিভ্রম হয়, মানুষের
 ক্ষমতাও হয়। আশ্চর্যের বিষয় নহে।
 পঞ্চানন্দের নগুন সংখ্যাতে একতম
 প্রবন্ধে এই নতিভ্রমের পরিচয়
 পাওয়া হইয়াছে। যিনি পঞ্চানন্দের
 গান কার্য করিয়া থাকেন, তিনি
 এর রচয়িতা নহেন, ইহা কণ্ঠিক
 কারণ হইলেও, ঐ প্রবন্ধ
 লিপিত হইতে দিয়া তিনি নিতান্ত
 সতর্ক এবং চুঃখিত হইয়াছেন।
 তাহা যে প্রকার অদভ্যুতা, অকল্পিত,
 কল্পিত এবং রুচি বিকারের পরিচয়
 প্রদান করে তাহা তৎক্ষণ লেখকও লঙ্ঘিত
 করেন। অনবধানতা বা অবিমূর্ততা

হেতু বাহ্য হইয়া গিয়াছে, তাহার
 অপনয়ন করা অসম্ভব, কিন্তু ধর্ম চিন্তে
 দোষ স্বীকার এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলে
 কৃত দোষ ক্ষান্ত হইবে, ইহাই সম্পা-
 দকের ভরসা। অপরূপ স্বীকারমূলে
 দোষকে অধিকতর জাহ্নল্যমান করা
 উদ্দেশ্য নহে বলিয়া কোনও কথার
 সবিশেষ উল্লেখ করা গেল না; আর
 মশক দংশনে রাজবিপ্লবের আশঙ্কা হয়
 না, সুতরাং উল্লেখের প্রয়োজনও নাই।

খণ্ড কথা ।

আমোদ নানা রকমের আছে।
 তাহার কতক মনোব কতক নির্যাস
 দ্বিতীয় দলের আমোদের মধ্যে।

সদানন্দ

বিদ্রূপপত্র ও সমালোচন

বর্তমান সনের বৈশাখ হইতে কলিতে কলি অবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। অগ্রিম বার্ষিক দক্ষিণা মফঃস্বলে মায় রাহাখবচ বার আনা। ...

১২৮৮ সন

শ্রীহরির নন্দী কার্য্যাধ্যক্ষ

১৪ই মাঘ

ঢাকা গিরিশযন্ত্র

প্রথম সংখ্যায় ‘সদানন্দ কে?’ , ‘পাদরি সাহেবের সঙ্গে সদানন্দের সাক্ষাৎ’, ‘বঙ্কেশ্বর পণ্ডিত ও বড়লোক’ এই কটি লেখা প্রকাশিত হয়। রসিকতার ছলে শিক্ষা দেওয়াই ছিল পত্রিকাটির লক্ষ্য। তবে তা করতে গিয়ে কখনও কখনও রুচির সীমা লঙ্ঘিত হত। দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু জানান—

আমাদের দেশে সদানন্দের ন্যায় সমালোচকপত্রের যে বিশেষ প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য। অনেক যত্ন, সতর্কতা ও অধ্যবসায় না থাকিলে এবস্ত্রকার উদ্যমে সিদ্ধিলাভ হয় না। .. আমরা ভরসা করি আমাদের সহযোগী নিরপেক্ষভাবে আপনাব পবিত্র ব্রত পালনে সমর্থ হইবেন। তিনি যেন সদানন্দে সকল বাঙ্গালীর ঘরে আনন্দ বিতরণ করিতে পারেন ইহা আমাদের প্রার্থনা। ২ খণ্ড দেখিয়া আমাদের বোধ হইল যেন স্থলে স্থলে কিছু কিছু কুরুচির আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। যদি সকলের পাঠ্য হইতে সহযোগীব ইচ্ছা থাকে এবং উপকার কবির বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ সুকচিসম্পন্ন না হইলে কৃতকার্য হইতে পারিবেন না।

পত্রিকাটির পরিচয় দিতে গিয়ে পঞ্চানন্দ লেখে—

এখানি ঢাকাই কাগজ, আসল কি নকল বলিতে পারি না। মুখপাতের উপর ছাপা আছে,

“সাধিতে দেশের হিত কর সবে পণ,

মস্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।”

আমরা ইহা কিছুতেই নাই। দেশের হিত করা অসাধ্য; পণ করিলে প্রমাদ ঘটে; সাধিলেই কি আর না সাধিলেই কি মস্ত্রে কাহারও আস্থা নাই, মস্ত্র কেহ লয় না; আর শরীর পতনে বাজি নই, কারণ আত্মহত্যার উদ্যম করিলে রাজদ্বারে দণ্ড হয়। সদানন্দে ঢাকাই বিদ্রূপ থাকে, ইহা বলাই বাহুল্য; খুব পাৎলা গায়ে ঠেকে না, যদি ঠেকে তো বেমানুম। আমাদের মোটা চামড়া, আমরা টেরই পাই না। বলিলে অত্যাধিক হয় না যে যতগুলি সদানন্দ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে সবগুলির বিদ্রূপ একটি গুজরাটি এলাচের খোলার ভিতর ধরিতে পারে। ইহা অল্প প্রশংসার কথা নয়।

রীতিমত চালাইতে পারিলে, লেখক বা লেখকগণ মনোযোগপূর্বক যত্ন করিয়া আগাগোড়া বুঝিয়া সুজিয়া সরস ভাবে লিখিতে পারিলে সদানন্দ যে অতি উৎকৃষ্ট, অতি উপাদেয় পদার্থ হইবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

দেড় বছরেরও বেশি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর, এটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৮৯-এ এটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৯০১-এও পত্রিকাটির অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়।

১৮৮১-তে উপহাস নামে একটি পত্রিকার প্রকাশ সংবাদ হিন্দু পেট্রিয়ট-এ পাই। নাম থেকে এটিকে রঙ্গব্যঙ্গের পত্রিকা বলেই মনে হয়।

১২৮৮-র বৈশাখ মাসে রামচন্দ্র ভট্টাচার্য রসিকরাজ নামে একটি সচিত্র মাসিক বিদ্রূপাত্মক পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যার ‘গৌরচন্দ্রিকা’য় পত্রিকাটি বলে—

সভ্য ও সুশিক্ষিত সমাজের লোক যখন কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া নানাবিধ কুৎসিত কার্যে লিপ্ত হয়, তখন হিতোপদেশ ও নীতিকথা বাণের জলে ভাসিয়া যায়। তখন তীব্র বিদ্রূপ ও

Baikuntha Lata Datta's present
to the Sanitralibrary
রসিকরাজ। 18/10/87



প্রথম বৎসর, মন ১২৮। প্রথম মাস, বৈশাখ।

গৌরচন্দ্রিক।

“যাকি, মাপ, মাপ এখন।”
হতে, হতে, হতে এখন, “করিয়া
করিয়া অতঃপর নিত্য চিনা-
চানে রসিকরাজ বন্দনাহিত্যের
পূর্ণ আদর্শ অবতারণা করিলেন।
বলিয়াছিলেন—নব বর্ষের প্রথম
দিবসে অর্থাৎ ৮৮ সালের ১ লা
বৈশাখে উপস্থিত হইয়া কৃত্রিম
চাতুৰ্যময় ভাষার দ্বারা নানাভাবে
ভাষার মরম রস, পানি বরাইয়া
পরিচরিত করিবেন, কিন্তু ১ লা
অপত্যমাত্রা নিবারণ তিনি এক
বয়ে গৃহ হইতে বা বাড়াইতে
মাহস করিলেন না।—শুভ-
দিননির্ধাটকরীরা কথায় কথায়
বড়ই দিল্লপ্রদান করেন।।—
যদি বল ভাষার পর কৃপাণ এত

খিলস কেন? ভাষার কারণ বলি
শুন। সকলেরই মরণ থাকিতে
পাপে যে এই বৈশাখ নামে রাহ
কেহু প্রকৃতি কুগ্রহ গুলোর মন্দি-
রান দিবসে পৃথিবীতে প্রলয় হই-
বার কথাছিল।—প্রলয়ে যদি সম-
স্তই রম্যতলে গাইত, তাহা হইলে
তোমরাই বা থাকিতে কোথা,
আর তিনিই বা পাঠক পাইতেন
কোথা? সেই জন্য অকারণ
পরিভ্রম ও বুঝা কষ্টে ভোগ করা
মুঢ়ের কাম্য বিবেচনা, মগস্ত
দেখিয়া অনিয়া। সকল আশঙ্কা
জড়াইয়া, অবশেষে রসিকরাজ
নিশ্চিন্তচিত্তে বাহির হইলেন।
নব বর্ষের প্রথম দিবসে না হউক
প্রথম রাগেই তিনি ভক্তগণকে

উপহাস ভিন্ন সে সমস্ত দোষ সংশোধন করা যায় না। বঙ্গীয় সুশিক্ষিত সমাজের সেই রূপ দোষসমূহ দূর করিবার জন্য রসিকরাজের আবির্ভাব।

রসিকতার সঙ্গে সঙ্গে সত্যতার পুষ্টিসাধন ও হাসিখুশির সহিত গভীর ভাবের একটু অধিক পরিমাণে ঘনিষ্ঠতা করিয়ে দেওয়াই রসিকরাজের নিত্যন্ত ইচ্ছা— ... রসিকরাজ ছোট বড়, ছেলে বৃদ্ধা সকলের সহিত সমভাবে প্রীতি বিপ্রস্তালাপ করিতে অবতীর্ণ হইলেন।

১৬ পাতার এই পত্রিকাটির বার্ষিক গ্রাহকমূল্য এক টাকা ছ আনা ধার্য হয়। গদ্য-পদ্য ছাড়াও এতে কার্টুনও বেরোত। প্রথম সংখ্যায় 'গৌরচন্দ্রিকা' ছাড়া 'কনট্রিবিউটারের পত্র', 'তাম্রকূট', 'বিলাত প্রেরিত স্ত্রীর প্রতি জনৈক বাঙ্গালীর পত্র', 'রসিকরাজের বিজ্ঞানচর্চা', 'নববিধান ও প্রাচীন বিধান', 'ভূমিশূন্য রাজা'—এই কটি লেখা স্থান পায়। পত্রিকাটির পরিচয় দিতে গিয়ে সোমপ্রকাশ লেখে—

ইহাতে সম্পাদকের নাম নাই। যাহা হউক তিনি একজন হাস্যোদ্দীপক ও বিদ্রোপাত্মক রচনার উৎকৃষ্ট রচয়িতা। আমরা তাঁহার রচনারলি পাঠে পরম প্রীতি লাভ করিলাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের রসিকরাজে আমরা 'প্রবীণা ও নবীনা', 'ধর্মপঞ্চ', 'ভারতীর ফেডারে মাইকেল সমালোচন' পাঠ করিয়া যথেষ্ট আমোদ পাইলাম। রসিকরাজ বালকত্ব প্রকাশ করেন নাই, তিনি যাহা রহস্যচ্ছলে বলিয়াছেন তাহা সারগর্ভ। তিনি যে সফলকাম হইয়াছেন ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন যেমন সময় তাহার উপযুক্ত পত্রিকাই এই। চেষ্টা করিলে রসিকরাজ বর্তমান কালের সমাজের রীতিনীতির অনেক সংস্কার করিতে পারিবেন।

সোমপ্রকাশ প্রশংসা করলেও, এই কালের এক বিশিষ্ট পত্রিকা সাধারণী প্রথম সংখ্যাটি 'আশানুরূপ হয় নাই' বলে মন্তব্য করে।

ব্রাহ্মসমাজীদের কার্যকলাপ, আধুনিকাদের চালচলন, রোমানাইজেসন-এর প্রতি বাঙালির আসক্তিকে পত্রিকাটি যেমন কশাঘাত করেছে, তেমনই বিয়ের সময় বরপক্ষের মেয়ের বাবাকে অমানবিকভাবে দোহন করার প্রচেষ্টাকেও ধিকার জানিয়েছে। ভারতী-তে রবীন্দ্রনাথের মধুসূদনকে কঠোরভাবে সমালোচনা করাকেও মেনে নিতে পারেনি রসিকরাজ। আধুনিক মেয়েদের কটাক্ষ করে 'প্রবীণা ও নবীনা' নামে যে লেখাটি রসিকরাজ-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, পত্রিকার মনোভাব বোঝার জন্য তার কিছুটা উদ্ধার করছি—

নবীনা। আপনাদের জন্যই ভারতজননীর এত দুর্দশা। দেখুন আমরা লেখাপড়া শিখিয়াছি, আমাদের হৃদয় ইহাতে কুসংস্কার দূরীভূত হইয়াছে, চরণে বুট দিতেছি, অঙ্গে গাউন আবরণ করিতেছি, সভ্যহলে বক্তৃতা করিতেছি, সাহিত্য ও সম্বাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেছি, বিলাতে যাইতেছি, ব্রিটিশ বরণ সাবজেক্ট প্রসব করিতেছি— আপনি দেখিবেন, সত্ত্বরেই আমাদের দ্বারা ভারতমাতার দুঃখনিশা প্রভাত হইবে।

প্রবীণা। এমন মন্দা মেয়ে আমি বাপের জন্মেও দেখিনি।

নবীনা। কেমন করিয়া দেখিবেন? আপনাদের সময়ের স্ত্রীলোকদিগের সহিত আমাদের বিস্তর প্রভেদ বিদ্যমান। আপনারা খালি গায়ে কাপড় জড়াইয়া, ঘোমটায় মুখ আবৃত করিয়া জুজু সাজিয়া বেড়ান, আমরা তাহা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি—আপনারা স্বামীকে ওগো হাঁগো করেন, আমরা তাঁহাকে প্রাণেশ্বর, প্রাণনাথ, মাইডিয়ার হজবান্দ বলি; স্বামীর নাম ধরিলে আপনারা পাপগ্রস্ত হন, আমরা প্রত্যহ তাঁহাদের দাড়ী ধরিয়া নাম করিয়া তাঁহাদিগকে আদর করিয়া ডাকি ... আপনাদের সহিত আমাদের অনেক বিভিন্নতা; দেখুন আমরা সভ্য হইয়াছি, এডিটরি করিতেছি, গ্রন্থ লিখিতেছি...

পগপ্রথার বাড়াবাড়িকে বিদ্রূপ করে রসিকরাজ-এর চতুর্থ সংখ্যায় ‘কন্যাদায়’ নামে যে কার্টুনটি প্রকাশিত হয়, সেটি পত্রিকার সমাজসচেতন মনোভাবের পরিচায়ক। চারটি সংখ্যা বেরোনোর পর পত্রিকাটির প্রকাশ হয়ে পড়ে নিতান্তই অনিয়মিত। রসিকরাজ সম্পর্কে আলোচনাকালে এর অনিয়মিত প্রকাশের দিকে ইঙ্গিত করে পঞ্চানন্দ লেখে—

বঙ্গাব্দ ১২৮৮ সালের শুভ বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়া হাত নাগাইদ চারি খণ্ড মাত্র অত্র এজলাসে পেশ করা হইয়াছে। এজলাস বদ্ধ থাকি গতিকই হউক, অথবা বৎসরের মাস হ্রাস প্রযুক্তই হউক, এই বর্ষান্তেও আমরা বর্ষাকালীন খণ্ডই নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। অহো! কি আনন্দ!...

রসিকরাজ সহজ ব্যাপার নয়। শরীরের যেমন ছয় রিপু... রসিকরাজেরও তেমন ছয় গুণ। রসিকরাজ কার্তিক আর কি? প্রথম ধরো হাস্যোদ্দীপক। লোক হাসাইয়া জীবন ধারণ করা অল্প সাহসের কর্ম নয়। অমিতভেজা রসিকরাজ আপনি হাসে না। কেবল উদ্দীপন করে।

তাহার পর বিদ্রূপাত্মক। অর্থাৎ বিদ্রূপ হইয়াছে আত্মা যাহার, স্বার্থে ক। বৃত্তিতে হইবে যে যেমনই হউক রসিকরাজের একটা আত্মা আছে। সুতরাং পরকালের ভয় ভরসা আছে। অতএব আমাদের প্রথম উপদেশ এই যে পরকাল যেন নষ্ট না হয়। আর কথা এই যে ইহকালে বিদ্রূপ মনোমত সামগ্রী হইলেও, লওয়া অপেক্ষা দেওয়া ভালো। রসিকরাজ যে বিদ্রূপ লন নাই, ইহা বলিতে পারিলাম না, এই দুঃখ। ভাগিয়া চুরিয়া কিছু বলিব না; যে রসিক সে ইঙ্গিতে কথা বোঝে। আমাদের ইনি—রসিকরাজ।

রসিকরাজের ঠাট্টা বড় কঠোর। এক এক খান পাথুরে ছবি দিয়ে তাহাকে ‘চিত্র’ বলিয়া বাঙ্গালী কারিগরকে এত কঠিন ব্যঙ্গ করা উচিত কিনা, রসিকরাজই কেন বুঝিয়া দেখুন না। ময়লায় ঢিল মারিলে ছিটকিয়া গায়ে লাগে। যাহা হউক, সত্য গোপন করিয়া ধর্ম নষ্ট করিব না; রসিকরাজের “কন্যাদায়ে” পঞ্চানন্দ খুশি হইয়াছেন L...

পুরো একবছর বদ্ধ থাকার পর ১২৮৯-এর ভাদ্র মাসে পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যার ‘সম্পাদকীয়’-তে রসিকরাজ বলে—

বিধাতার লিপি কাহার সাধ্য খণ্ডন করে। বিগত ১২৮৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে শ্রাবণ পর্যন্ত চারি মাস মাত্র প্রকাশ হইয়া রসিকরাজ যে এক বৎসরের জন্য নিরুদ্দেশ হইয়া থাকিবেন—
বিধাতার এ লিপি কাহার সাধ্য খণ্ডন করে...

পঞ্চম সংখ্যার পর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

১২৮৯-এর বৈশাখ মাসে কলকাতা থেকে ‘The new and Delightful Punch’ গোপাল ভাঁড়-এর আবির্ভাব। ‘রহস্যজনক’ এই মাসিক পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কিম্বদন্তি বর্মণ। নামপত্রে চার লাইনের এই কবিতাটি থাকত—

‘সামাল! সামাল!’ ডাক পড়েছে—যাচ্ছে গোপাল ভাঁড়;

বসে পরে উচিত কথা জ্বলবে লোকের হাড়।

রাখ, ধর্মপথে উজানতরী, সামলে ফেল দাঁড়—

নইলে, গাঙের টানে, ঘোর তুফানে, ফাঁসবে নায়ের ফাঁড়।।

প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় সম্পাদক বলেন—

শুকনে মাটিতে কপাল ঠুকে সম্পাদকী ব্রতে ব্রতী হতে যাচ্ছি; অর্থাৎ “গোপাল ভাঁড়” এই নামে একখানি মাসিক পত্রিকা লিখে আমোদপ্রিয় সহরের লোকের চিত্তরঞ্জন করবো।...

পাঠকগণের স্মরণ আছে—বছর কতক পূর্বে “হরবোলা ভাঁড়” নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বার হয়েছিল। সে ভাঁড়ে যে কর্পূর ছিল না— তা আমরা প্রথম সংখ্যা দেখেই টের পেয়েছিলাম।

ভাঁড়ের বাহ্যিক সম্ভা কিছু মন্দ ছিল না। কিন্তু এ সহরে ভাঁড়ামী করে খাওয়া কি সহজ ব্যাপার? সুতরাং “হরবোলা ভাঁড়” বার দুই দাঁত খিচিয়েই পটল তুলেন। ... আমাদের বিজ্ঞ সহযোগী “স্বতোম” ভায়া মাঝে দিন কতক উচিত কথা বলে, গায়ের ঝাল মিটিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি অকালে কালকবলশায়ী হওয়ায় ‘যে আচ্ছা’র দলে সহর পরিপূর্ণ হয়ে গেল। গোপাল ভাঁড় ঠাকুর, রাজা এবং রাজনীতি সম্বন্ধে কোনওকালে কোনও কথা কইবেন না। রাজা এবং রাজপ্রতিনিধিরা যা কছেন, তাই আমাদের মঙ্গলের জন্য ইহাই ধরে লবেন। গোপাল ... এবার এই সাময়িকপত্র রূপ ধারণ করে বঙ্গীয় সমাজরূপ সিদ্ধমুহুরে অগ্রসর হয়েছেন। লেখনী ইহাবে ইহার মন্দর পর্বত, সাহস বাসুকী সর্প অর্থাৎ মছন রক্ষু, আত্মপক্ষ আব প্রতিপক্ষ—এই মছনকার্যের সুর এবং অসুরকুল। যখন মছনের চোটে বঙ্গীয় সমাজসিদ্ধ আকুল হয়ে উঠবে, যখন একেবারে সুধা ও গরল দুই বেরোতে থাকবে, গোপাল সেই সময়ে মোহিনী মূর্তি ধারণ করে সম্বন্ধনবৃন্দকে সুধা খাওয়াবেন, ও অসৎকে গরল খাইয়ে ঘুম পাড়াবেন। গোপাল ভাঁড়-এর পরিচয় দিতে গিয়ে সমকালীন একটি পত্রিকা হিন্দু দর্শন মন্তব্য করে—

একে একে সমস্ত রহস্যজনক পত্রগুলি অস্তিত্ব হইলেন। পঞ্চানন্দ রসিকরাজ কিছুদিন শীলাখেলা কবিতা অনন্ত কাল কবলে নিমগ্ন হইলেন। এই সমস্ত দেখিয়া আমাদের ভয় হয়, পাছে গোপাল ভাঁড়ের ভাগ্যে তাই ঘটে। সম্পাদক মহাশয় যেন একটু বিশেষ যত্ন লয়ন, গোপাল ভাঁড়ের উদ্দেশ্য ভাল। কেবল ভাঁড়ামী করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। সামাজিক কুনীতির নিরাকৃত করা, ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা গোপাল ভাঁড়ের দীর্ঘ জীবন কামনা করি। সম্পাদক মহাশয় দ্বিতীয় সংখ্যা ইহাতে যেন বিবিধ বিষয়ে হস্তার্পণ করেন। নিরবচ্ছিন্ন এক বিষয় লইয়া বাকিলে পাঠকের বিরক্তি জন্মিবে।

একালের আর একটি পত্রিকা সমীরাণ প্রশংসার সুরে লেখে—

গোপালের ভাঁড়ামিতে বেশ পরিপক্বতা আছে। প্রায়পরিপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রবন্ধগুলি রহস্যভাবে অতি সুমিষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে।

এই ধরনের নতুন একটি পত্রিকার আবির্ভাবকে আর্থদর্শন-সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ স্বাগত জানাতে পারেননি। স্কোভের সঙ্গে তিনি লেখেন—

হাস্যরস ভূষিত পত্রিকার বহুল প্রচার বঙ্গদেশের পক্ষে অহিতকর। লঘু বিষয় লইয়া বঙ্গদেশ বিস্তর মাতামাতি করিয়াছে এবং করিতেছে। তাহার সাহায্যার্থে অনুকূল বিহয়ের প্রাচুর্য্য যাহারা দিতে যান, আমাদের মতে তাহারা ভাল করিতেছেন না। এজন্যই “গোপাল ভাঁড়ের” আবির্ভাব আমাদের তত আনন্দের বিষয় নহে। একেই প্রকৃত “গোপাল ভাঁড়ের” গায়ের জ্বালায় আমরা অস্থির; তাহার উপর আবার নকল “গোপাল ভাঁড়” কেন?

এই ধরনের মন্তব্যে আহত হয়ে গোপাল ভাঁড় আর্থদর্শন সম্পাদককে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করে লেখেন—

গোপাল উচিত কথা বলবার সময় ধনবান বাবুর পালকে এবং বিদ্যাভূষণের মত ‘সামলাধারী ঘটীরাম ডেপুটী’ দলকে কেয়ারে আনেন না। আমাদের গোপাল ভাঁড় পড়বার বিস্তর লোক আছে, কিন্তু তাঁর ‘আর্থদর্শন’ নিয়ে নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছেন। পয়সার অভাবে ন মানে হু মাসে এক একখানা বার করে আপনার লজ্জা ঢেকে থাকেন। ... তোমার আর্থদর্শন মধ্যে মধ্যে যে কয়েকখণ্ড মুদ্রিত হয়, তাহা প্রায়ই খণ্ড খণ্ড করে বেগেরা মসলা বেঁধে থাকে।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণকে এভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করায় প্রবাহ-সম্পাদক দামোদর মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। মনের সমস্ত স্ফোভ প্রকাশ করে তিনি লেখেন—

THE NEW BND DELIGHTFUL PUNCH



গোপাল ভাঁড়।

রহস্য-জনক মাসিক পত্র।

‘গোপাল।’ নামের ?? ডাক পড়েছে—বাঞ্চে গোপাল ভাঁড় ;
এসে পবে উচিত কথা বলুন গোপাল ভাঁড়।
বাপ ধারণে উলান-স্ত্রী, হাসলে কেন ভাঁড়—
নইলে, গাঙের টানে, যোব ভুজেনে ফাঁসের সারের কাড় !!

শ্রীকিষণলাল বর্মান কর্তৃক সম্পাদিত।

বমুটোলা

৫ নং, কলিকাতা মল্লিকের লেন গোপাল ভাঁড়-কলিকাতা

হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

আমাপত্রের লেন ২০ সংখ্যক ভবন

সরদারীঘরে শ্রীকৈতুমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত

১২৮৯ সাল

গোপাল ভাঁড় অতি জঘন্য ও ভদ্রের অপাঠ্য পত্র। প্রত্যুত এতাদৃশ পত্র সম্পাদন কার্যে যাদৃশ জ্ঞানের প্রয়োজন ইহার সম্পাদকের তাদৃশ কোন জ্ঞানই আছে বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাতে এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তৎপাঠে বোধহয় যে লেখকগণ সংস্কৃত সাহিত্য রসভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং বিকৃত অঙ্গভঙ্গী দ্বারা এবং কারণে বা অকারণে স্বয়ং অধিকমাত্রায় হাসিয়া লোক হাসিবার চেষ্টা করিতেছেন। দুঃখের বিষয় এতাদৃশ হীন উপায়েও গোপাল ভাঁড় কৃতকার্য হইতেছেন না।...

এই সকল ব্যাপার আলোচনা করিয়া এবং আমাদের একজন সুযোগ্য সহযোগীকে গোপাল ভাঁড় অকারণ কটুক্তি করিয়াছেন বলিয়া, এবং তাদৃশ অকারণ ব্যক্তিগত ও ন্যায়হীন গ্লানি দ্বারা সমস্ত মাসিক পত্রের অপমান হয় মনে করিয়া আমরা এই জঘন্য ও অযোগ্য মাসিকপত্রের সহিত আমাদের সর্বপ্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে বাসনা করি। প্রার্থনা করি গোপাল ভাঁড় আমাদের কার্যালয়ে অতঃপর আর উপস্থিত না হন।

সচিত্র এই ব্যঙ্গপত্রিকাটির সম্পাদক কিষণলাল বর্মণ ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। হিন্দু ধর্মকর্মবিরোধী কোনও রকম অনাচার মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। ব্রাহ্মণের অধঃপতন, জাত-বেজাতের বিচার উঠে যাওয়া, থিয়েটার নিয়ে মাতামাতি, আধুনিক মেয়েদের চালচলন, বরের বাপের কন্যাপক্ষকে শোষণ করার হীন প্রবৃত্তি—কোনও কিছুকেই ছেড়ে কথা কয়নি গোপাল ভাঁড়। পাত্রপক্ষের সীমাহীন লোভকে ব্যঙ্গ করে যে লেখাটি পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, গোপাল ভাঁড়-এর ব্যঙ্গরচনার নিদর্শন হিসাবে তার একটু উপস্থিত করি—

সংবাদ দৈওয়া যাইতেছে আমার পুত্র কুলভিলক দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ শ্রীমান শগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবার এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ হইয়াছেন। হয় না হয় গেজেট খুলে দেখুন—তন্নতন্ন করিয়া দেখুন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। যদি কেহ আমার বুক জুড়ান ছেলের সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে চাহেন, তাহা হইলে হাজার ভরির রূপার বাসন, হীরকাদুরীয়, সোণাব গুয়াচুগার্ড ও ঘড়ি, একখানি রূপার খাট ও তাহার উপর শাটিনের বিছানা, মেয়েকে তিন শত ডবি সোনার গহনা ও আমাকে নগদ এক হাজার পাঁচশত টাকা দিতে হইবে। আমার বাটী বিশ্বগ্রাম, আমি শড়দহের মুখুটি, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান, অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহে ভদ্র। আমার আপাততঃ বাড়ী ঘর দুয়ার নাই বটে। কিন্তু তাহাতে হানি কি? ছেলে যে পরীক্ষিত।

সেকালের আরও অনেক পত্রিকার মতো গ্রাহকদের চাঁদা না দেওয়ার ফল গোপাল ভাঁড়-কেও ভুগতে হয়েছিল। এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নবম সংখ্যায় গ্রাহকদের কাছে আর্জি জানিয়ে সম্পাদক লেখেন—

কি সহর কি মফস্বল সকল গ্রাহকের নিকট হত জুড়ে এই আরজ্ করচি, গোপালকে মেরো না! মেরো না! যদি গোপালকে বছর দুই তিন দেশে রাখতে পার, তা হলে গোপাল তোমাদের হিন্দু সমাজরূপ এঁলে পুকুরের পাক তুলে দেবেনই দেবেন। আর অধিক বলা বাহুল্যমাত্র, ক্ষুদ্র প্রাণী গোপালের পয়সাওলি রাখবেন না—তোমাদের হাত ঝড়লে পর্বত।

বছর দুই কোনও রকমে চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর, ১২৯৩-এর বৈশাখে আবার এটি আসরে নামে। তৃতীয় ভাগের প্রথম সংখ্যার প্রাপ্তি স্বীকার করে ১৮৮৬-র ১৪ মে এডুকেশন গেজেট লেখে ‘অনেকদিন শুণ্ড থাকিয়া গোপাল ভাঁড় পুনরায় রসিকতার ভাঁড় লইয়া বহির্গত হইয়াছেন।’

১৮৮২-র অগস্ট মাসে কলকাতা থেকে বিদ্রপ নামে একটি সাপ্তাহিক ব্যঙ্গপত্রিকা প্রকাশিত হয়। ক্ষীণকায় এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী। প্রথম সংখ্যাটি সম্পর্কে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ মন্তব্য করে—

A new journal apparently intended for the exposure of what is considered by the writers to be current Bengal vices, follies, fallings etc. The tone of the journal is one of vulgar levity, and its style essentially low.

এই ব্যঙ্গপত্রিকাটির মধ্যে শালীনতা ও সুরুচির অভাব দেখে আনন্দবাজার পত্রিকা স্কোভের সঙ্গে লেখে—

এতদিন বটতলা কেবল, তামাকু ও কেতাবের জন্য বিখ্যাত ছিল, এক্ষণে বটতলার আর একটি গৌরবের বিষয় আমরা প্রকাশ করিতেছি—বটতলার বিদ্রূপকার এতদিন পরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বটতলার বিদ্রূপ যেরূপ হওয়া উচিত, ইহাতে তাহার সবই আছে। ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া জঘন্য কটুবাদ, অশ্লীল অভদ্র, অশ্রাব্য রসিকতা, অর্থহীন প্রলাপোক্তি ইহার কিছুই অভাব নাই। বস্তুতঃ সুরুচিরূপ যে একটি পদার্থ আছে তাহা বিদ্রূপের এক পংক্তিতেও পরিলক্ষিত হয় না।

১৮৮২-তে শ্রীহট্ট থেকে ফুলতন্ত প্রকাশিকা নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বার্ষিক এই ব্যঙ্গপত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন গিরিজাভূষণ দে।

১৮৮৩-তে কলির নূতন অবতার, নন্দিকেশ্বর, নদের চাঁদ ও মুদগর—এই চারটি ব্যঙ্গপত্রিকা বেরায়। এগুলির মধ্যে মুদগর ছাড়া বাকি পত্রিকা তিনটি দেখার সুযোগ আমাদের হয়নি। ১২৯০-এর আষাঢ় মাসে (১০ জুলাই, ১৮৮৩) কলকাতা থেকে কলির নূতন অবতার নামে একটি পাক্ষিক ব্যঙ্গপত্রিকা প্রকাশিত হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ দাস সম্পাদিত এই পত্রিকাটি সম্পর্কে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ বলে—

This is a new periodical. The editor says that the paper will be conducted in a facetious, humorous or sarcastic style as occasion requires, and will deal with current topics and men and manners as they are.

পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বাঙালির মদ্যাসক্তিকে বিদ্রূপ করে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এর মাস দুয়েক পরে ১২৯০-এর ভাদ্র মাসে, (১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩) কলকাতা থেকে ‘সচিত্র রহস্যময়ক মাসিকপত্র ও ব্যঙ্গ সমালোচন’ নন্দিকেশ্বর-এর প্রকাশ। সত্যচরণ গুপ্ত ছিলেন এটির সম্পাদক। ১৬ পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার দাম ছিল এক আনা, বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ডাকমাণ্ডলসহ একটাকা। পত্রিকাটির পরিচয় দিতে গিয়ে ২৪.৮.১৮৮৩-তে এডুকেশন গেজেট বলে ‘নন্দিকেশ্বরের উপস্থিত ব্যঙ্গের নমুনাগুলি বাজারে অগ্রাহ্য হইবে না। অনেকেই আদর করিয়া ক্রয় করিতে পারেন।’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার লেখা ‘ভালো হইয়াছে’ বলে অনুসন্ধান মত প্রকাশ করে।

নন্দিকেশ্বর প্রকাশের অল্পদিন পরেই (আশ্বিন, ১২৯০, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩) নদের চাঁদ নামে একটি পাক্ষিক ব্যঙ্গপত্রিকা কলকাতা থেকে আত্মপ্রকাশ করে। ৮ পৃষ্ঠার ক্ষীণকায় এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত। দু-তিনটি সংখ্যার পরই পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

১২৯০-এর ১ আষাঢ় শান্তিপুর থেকে মুদগর নামে একটি হাস্যোদ্দীপক মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। এই ধরনের একটি পত্রিকা প্রকাশের পিছনে শ্যামাচরণ সান্যালের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন সম্পাদিত এই পত্রিকাটির বার্ষিক মূল্য একটাকা ধার্য হয়। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক জানান—

সামাজিক কুরীতি উন্মূলনপূর্বক সুনীতি সংস্থাপন করাই এই পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সময়ে

সময়ে ইহাতে রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, নীতিমালা, হিতহার ও সমাজচিত্র প্রভৃতি প্রস্তাব আলোচিত হইবে এবং পরকীয়াপরায়ণ ইন্দ্রিয়দাসগণকে মধ্যে মধ্যে হিতোপদেশ রূপ অঙ্কুশাঘাত করা যাইবে। বলা বাহুল্য যে এই “মুদগর” ব্যক্তি বা সমাজ বিশেষের পত্র নহে, ইহা স্বাধীনভাবে সকল সময়ে রাজা ও প্রজার কৃতকার্য্যেব গুণাগুণ বিচার করিবে এবং পরিণামদর্শী মন্ত্রীর ন্যায় রাজা ও প্রজাকে সুমন্ত্রণা দিবে। মধ্যে মধ্যে ইহাতে সময়োচিত চিত্রাদিও প্রকাশিত হইবে।

রাজভক্ত এই পত্রিকাটি রিপনের শাসনকালের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য তৎপর হতে বাঙালিদের কাছে আবেদন জানায়। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড সম্পর্কেও পত্রিকাটি উদাসীন থাকতে পারেনি। সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই রক্ষণশীল। বিধবাবিবাহ পত্রিকাটি সমর্থন করত না। ‘এখনকার স্ত্রীশিক্ষার’ ‘বিষময় ফল’-এর বর্ণনা করতে গিয়ে মুদগর লেখে—

স্ত্রীদিগের লজ্জার অবসান ও সংপ্রকৃতির পথ ইহাতে তাহাদের মন বিচলিত হইতেছে, স্ত্রীদিগের স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা জন্মিতেছে।

ব্যক্তিবিশেষকে অশালীনভাবে আক্রমণ করা মুদগর-এর স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মানহানির মামলাও করেন কেউ কেউ। ব্যক্তিগত আক্রমণকালে পত্রিকাটি অনেক সময়ই শালীনতার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করত। ফ্লোভের সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা তাই মন্তব্য করে—

আমাদের বিশ্বাস ছিল শান্তিপুর একটি সভ্যস্থান। সেখান ইহাতে এরূপ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি জঘন্য কুরুচিপূর্ণ গ্লানিপূর্ণ খেউড় বাহির করা কতদূর নীচ প্রকৃতির কার্য্য তাহা সম্পাদক স্বয়ং একবার বিচার করিয়া দেখিবেন।

১৮৮৪-র জুলাই-অগস্ট এই দু-মাসের মধ্যে ভূষণী কাকের নকশা, ভূত ও কালভৈরব নামে তিনটি ব্যঙ্গপত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ভূষণী কাকের নকশা নামক হাস্যরসাত্মক মাসিক পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন অম্বিকাচরণ মোদক। ২৪ পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার দাম ছিল দু আনা, ছাপা হত ৫০০ কপি।

সমকালেই (আষাঢ়, ১২৯১) কলকাতায় ভূত-এর আবির্ভাব। সচিত্র এই ব্যঙ্গপত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী এবং সম্পাদক ছিলেন বেচুলাল বেনিয়া। ‘সচিত্র হনুমানের বস্ত্রহরণ’, ‘ছোট বউর বোম্বাচার’, ‘কমলিনীর মধুচার্ক’-এর মতো কয়েকটি আদ্যরসাত্মক প্রহসন লিখেছিলেন তিনি। ভূত-এর আবির্ভাব দেশের কতখানি ‘মঙ্গল’ করতে পারবে, সে বিষয়ে সোমপ্রকাশ সংশয় প্রকাশ করে। ‘ধর্ম কি তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভূত লেখে—

শয়নে, ভোজনে, গমনে, ভ্রমণে, শ্মশানে, ভবনে, আহারে, বিহারে, প্রহারে, নানাপ্রকার শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক সম্পূর্ণ সুখ সম্ভোগ করার নাম ধর্ম। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মিথ্যা কথন, মেয়েমানুষ, মারামারি, মামলা, মকদ্দমা ও সপ্ত মকার। আর জালসাজি, জুয়াচুরি, জীবহিংসা ত্রিবিধ জ-কার হচ্ছে ধর্মের অঙ্গ বা ধর্মনীতি। এই গুলিগ সর্বদা স্মরণ রাখিয়া যিনি চলেন, তিনিই ধার্মিক, তাহারই দ্বিজত্বলাভ হইয়াছে। বুঝলে তো। না ছোড়বা এক্ষণে ধর্ম কি, এক নিশ্বাসে (এক দমে) বলিতে হইলে ইহাই বলা উচিত যে “স্বৈচ্ছানুসারে, সম্যকরূপে সর্বপ্রকার সুখ সম্ভোগ করার নাম ধর্ম।”

এই অংশটি উদ্ধার করে সোমপ্রকাশ মন্তব্য করে ‘ভূতের নিকট আমাদের প্রশ্ন এই, ছেলেরা এটি তামাসা বুঝিবে না পরমার্থ উপদেশ বুঝিবে?’

পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যাটি পেয়ে ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪-তে আনন্দবাজার পত্রিকা মন্তব্য করে—

প্রথম ভাগ ।]

[দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা ।

মুদ্রণ

হাস্যরসোদ্দীপক

মাসিকপত্র ও সমালোচন ।

উচ্চ মনস্তত্ত্ব প্রণয়না

শ্রীমন্ত রমানাথ কাম্যপঞ্চানন

কলকাতা

সম্পাদিত ।

"সাহিত্যে দেশের চিত্র, জাতীয়ত্ব পথ ।

কবির সাধন বিদ্যা, পত্রিকাভিত্তিক ।"

শান্তিপুর ।

চৈত্র-মাসে প্রায় ৫ বাবু প্রামাণ্য মামলা দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

বার্ষিক অগ্রিম দশমী রাহাধরচ মসেত

এক টাকা মাত্র ।

১২৯০ সাল ।

একমে দুই খণ্ডের মূল্য ছায়া আনা মাত্র ।

ভূত একখানি সচিত্র হাস্য রসোদ্দীপক মাসিক পঞ্চরং। বাঙ্গালা ভাষায় হাস্যরসোদ্দীপক পত্র অতি বিরল। রসিকগণ ভূত পাঠে রসাস্বাদন করিতে পারেন বটে, কিন্তু এখন ভূত যাহাতে ভূতে পরিণত না হয়, আমাদের সেই আশঙ্কাই বলবতী হইতেছে।

আনন্দবাজার-এর আশঙ্কাই সত্য হয়েছিল। বছরখানেক চলার পর ভূত ভূতে পরিণত হয়। বিশ শতকের প্রথমদিকে পত্রিকাটির পুনরাবির্ভাব ঘটে।

১২৯১-এর শ্রাবণ মাসে কালভৈরব নামে একটি রঙ্গব্যঙ্গ-মাসিক মণিরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছাপা হত কলকাতায়, সম্পাদনা করতেন মাখনলাল চক্রবর্তী। ১৬ পৃষ্ঠার এই মাসিক পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার দাম ছিল দু-আনা। প্রথম সংখ্যায় সরস ভঙ্গিতে দেশীয় নাট্যালায় অভিনয়ের খবরাখবর দেওয়া হয়। প্রথম সংখ্যাটির কঠোর সমালোচনা করে আনন্দবাজার পত্রিকা লেখে—

আজকাল মাসিকপত্র ও পত্রিকার বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই আজকাল পত্র ও পত্রিকা বহির্গত করিতে সমুৎসুক। কিন্তু ইহার মধ্যে অল্পলোকই জানেন যে, সম্পাদকের বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আবশ্যক। লোকের উন্নতিসাধনই যদি পত্রপত্রিকার উদ্দেশ্য হয়, তবে কালভৈরবের এবং তাহার সদৃশ পত্র ও পত্রিকার যত শীঘ্রই অস্তর্ধান হয়, ততই মঙ্গল। আমাদের আলোচ্য পত্রখানির অন্য কোন দোষ দেখা যায় না, তবে ইহাতে অলীল কথার অভাব নাই। ইহার ভাষাও অতিশয় জঘন্য। অর্থব্যয় করিয়া লোকে যে এরূপ পত্র ক্রয় করিবে, ইহা আমাদের বিবেচনার অতীত।

বিদূষক নামে একটি সচিত্র ব্যঙ্গপত্রিকা ১২৯২-এর পৌষ মাসে (জানুয়ারি, ১৮৮৬) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। মাসিক এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কালীকুমার আর্যরত্ন। ১৬ পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার দাম ছিল দু-আনা। প্রথম সংখ্যায় আধুনিক বাঙালির বিভিন্ন আচার আচরণকে বিদ্রূপ করা হয়। প্রথম সংখ্যাটি পেয়ে এডুকেশন গেজেট মন্তব্য করে—

এইরূপ অনেকগুলি বিদ্রূপাত্মক পত্র বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইয়াছে ও গিয়াছে। দুই একখানি অনিয়মিতরূপে বর্তমান আছে। ... এই বিদূষক একবার বাহিব হইয়াছিলেন, পুনরায় দেখা দিয়াছেন। এইরূপে পত্রগুলি লুপ্ত হয় কেন? বোধহয় গ্রাহকগণের উৎসাহদানের অভাবজনিত মনস্তাপে সম্পাদকদিগের হাস্যরস শুষ্ক হইয়া যায়; না হয় আপনা হইতেই তাঁহাদের পুঞ্জি ফুরাইয়া যায়। যে কারণেই হউক, এরূপ পত্রগুলির তিরোভাব দুঃখের বিষয় হইয়া থাকে। আমরা প্রার্থনা করি, নবীভূত বিদূষকের আর সেরূপ দশা না ঘটে।

এডুকেশন গেজেট-এর আশা পূর্ণ হয়নি। প্রথম সংখ্যাই হয়ে দাঁড়ায় বিদূষক-এর শেষ সংখ্যা।

১২৯৫-এর জ্যৈষ্ঠ মাসে পীর গোরার্চাদ নামে একটি রঙ্গরসের মাসিক প্রকাশিত হয়। পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যাটি (শ্রাবণ ১২৯৫) পেয়ে এডুকেশন গেজেট মন্তব্য করে ‘এখানি রহস্যপ্রধান সাময়িকপত্র। এখানিতে আধুনিক আচারাদির উপর কটাক্ষ ও অন্যান্য অনেক বিদ্রূপের কথা আছে।’

‘বৈঠকী আলাপ, সঙ্গীত, কবিতা, খোশগল্প, চরিত্র সমালোচন, চুটকি ও রংতামাসাপূর্ণ’ মাসিকপত্র মজলিস-এর আবির্ভাব ১২৯৭-এর বৈশাখ মাসে। এর প্রথম সংখ্যাটিতে প্রশংসার যোগ্য কোনও কিছু অনুসন্ধান-এর চোখে পড়েনি। দুর্গাদাস দে সম্পাদিত এই পত্রিকাটির বার্ষিক

মূল্য ছিল এক টাকা চার আনা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা। পাঠকদের মনোরঞ্জন করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি প্রথম সংখ্যায় জানায়—

শুরুগতীরভাবে শুরুগতীর বিষয়ের আলোচনা করা, উপকারী হইলেও, সকল সময়ে সকলের পক্ষে সমান সুখকর হয় না। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর শরীর মন উভয়ই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে; তখন কি দর্শন বিজ্ঞানের গূঢ়তম ভাল লাগে? না, রাজনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক কূটসমস্যা লইয়া মাথা বকাইতে ইচ্ছা হয়? আমাদের বিশ্বাস, তখন নিঃসরবতের সহিত একটু বৈঠকী আলাপ, দুই পাঁচটা সরস কবিতা বা সঙ্গীত, এক আখটি খোস গল্প, কিছু বা চরিত্র সমালোচন, চুটকী, রং তামাসা—এবস্থি মজলিসী এটা সেটাতাই চিস্তরঞ্জন হয়। .. গভীর গবেষণাপূর্ণ পত্রিকা বিস্তর আছে; তাহাদের আলোড়ন বিলোড়ন করিয়া আপনারা অগাধ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারেন। কিন্তু ক্লাস্তিলাঘবের সময় আমরা আছি—মজলিসী এটা সেটার দ্বারা আমরা আপনাদের চিস্তরঞ্জনের প্রয়াস পাইব।

পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। দেশ উদ্ধারের বাতিকগ্রস্ত মানুষজন, হিন্দুয়ানি ও বাল্যবিবাহ বিরোধীরা ছিল পত্রিকাটির ব্যঙ্গের বিশেষ লক্ষ্য। সহবাস সম্মতি বিধির ঘোর বিরোধী এই পত্রিকাটি প্রস্তাবিত আইনকে বিদ্রূপ করে প্রচুর লেখা প্রকাশ করে। ১২৯৭-এর মাঘ-ফাল্গুন যুগ সংখ্যায় অমৃতলাল বসুর ‘সম্মতি সঙ্কট’ নাটকটি প্রকাশিত হয়। মজলিস-এর প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত মেয়েদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হত। দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বিবাহের বিজ্ঞাপন’-এ শিক্ষিত মেয়েদের কিভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, তা একটু দেখা যাক। কিরণশশী বাগ নামে এক আধুনিক মহিলা নিজের জন্য পাত্র চেয়ে কাগজে যে বিজ্ঞাপন দেন, তা এইরকম—

পাত্রের জাতিবিচার আমি চাহি না। জাতিভেদ আমি নিজে মানি না, আমার পিতৃপুরুষ বাগদী বলিয়া, আমি নিজে কদাচই বাগদী নহি। সুতরাং পাত্র ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও তাহাকে বিবাহ করিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু যে ব্রাহ্মণতনয় অদ্যাপি সূতা গলায় দিয়া বেড়ান, তাহাকে আমি চাহি না। ... বিবাহার্থী যদি দ্বিতীয় পক্ষেব পাত্র হন, তবে পূর্ব পক্ষীর প্রদত্ত সার্টিকিফিকেট আমাকে দেখাইতে হইবে। পরীক্ষায় যিনি সর্বোৎকৃষ্ট হইবেন, তিনি ছয়মাস অ্যাপ্রেন্টিস থাকিয়া পরে অ্যাপ্রেন্টিসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পাকা পদে বহাল হইবেন।

আক্রমণকালে পত্রিকাটি সময় সময় শালীনতার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করত। ১২৯৭-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আধুনিক মেয়েদের কটাক্ষ করে লেখা হয়—

মাগীতে চড়ছে গাড়ী, ফিটিং ছুড়ি (এদের) হাতে ছুড়ি হ্যাট মাথায়।
এরা ষষ্ঠি মাখাল মানে না, হিন্দুয়ানি রাখে না।
বললে পরে ধমকে বলে, স্টুপিড বিয়োয়্যার।
বলবো কিরে ভাই, শুনে হাসি পায়,
(এরা) গাউন ছেড়ে, সামিঙ্গ পরে গোছলখানায় যায়।
(আবার) বাথরুমেতে, খানসামাতে, তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছায়।
এদের পায়ে লেডিবুট, খায় পাঁড়কুটী বিস্কুট,
(আবার) মাছের ঝোলে গন্ধ বলে, সেগোপুডিং খেতে চায়।। (ভোলামন)
এরা সমাজে বসে, আড়নয়ন কসে
(আবার) শ্রাণভরা পবিত্র প্রেম, যারে তারে অমি দেয়।।
এরা জানে ভাতৃভাব, করতেছে ফ্রি লাভ,
(আবার) পবলিকেতে আহ্বাদেতে কিং করতে চায়।..

দ্বিতীয় বছরের প্রথম সংখ্যাটি বেরোনের পর, পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

১২৯৯-এর আষাঢ় মাসে কলকাতা থেকে শ্যামচাঁদ নামে 'হাস্যরসোদ্দীপক' যে মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, তার প্রথম সংখ্যাটি পাঠ করে এডুকেশন গেজেট 'প্রীত' হয়। ১৮৯২-এর ২৩ সেপ্টেম্বর এডুকেশন গেজেট-এ পত্রিকার যে বিজ্ঞাপনটি বেরায়, তা 'এইরকম—

শ্যামচাঁদ

হাস্যরসপূর্ণ বিজ্ঞাপন্যক সচিত্র মাসিক পত্রিকা অথবা বিলাতি আদর্শে বাঙ্গালা 'পাঞ্চ'। এদেশে এক্ষণে পত্রিকার এই প্রথম আবির্ভাব। প্রতি সংখ্যায় ৩/৪ খানি উৎকৃষ্ট ছবি আছে, আকার আপাতত ডিমাই ৮ পেঞ্জি ও ফর্ম্যা। সাহিত্য সমাজে কাগজখানির আদর হইয়াছে। ডাকমাণ্ডল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১ টাকা মাত্র। ৩য় ও ৪র্থ (ভাদ্র ও পূজার) সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; সেজন্য এই ডবল সংখ্যা নমুনা পাঠাইতে হইলে পূর্বে তিন আনার স্ট্যাম্প পাঠান আবশ্যক নচেৎ দেড় আনার স্ট্যাম্প পাইলে যে কোন মাসেব একখণ্ড নমুনা পাঠান হয়। পূজার সংখ্যার বিরাট আয়োজন হইতেছে। জে. দে নং ১৪ রামকৃষ্ণ দাসের লেন। কলিকাতা।

১৩০১-এর ভাদ্র মাসে বহরমপুরে নন্দী-র আবির্ভাব। মাসিক এই ব্যঙ্গপত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন অযোধ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষীণকায় স্বল্পস্থায়ী এই পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যা হাজার কপি করে ছাপা হত।

নন্দী বেরোনের ঠিক দু-বছর পরে ১৩০৩-এর ভাদ্র মাসে কলকাতায় কৌৎকা-র আত্মপ্রকাশ। সচিত্র মাসিক এই 'পঞ্চরং'টি সম্পাদনা করতেন চারুচন্দ্র রায়। প্রথম সংখ্যায় 'কৌৎকা আবির্ভাবে দেশের লোকের মন বর্ণনা'-য় বলা হয়—

হায় কি হলো “কৌৎকা” এল বাঙলা দেশের মাঝে।
সামাল সামাল ছাড়াই ডাক লোকে সকল কাজে।।
দুট লোকে রুট বড় “কৌৎকা” আবির্ভাবে।
মন্দ কাজ করলে যে গো “কৌৎকার” কৌতন খাবে।।
মন্দ কাজে “কৌৎকার” হাতে নাহি পরিগ্রাণ,
ওহে “খেঁচভজা, বেস্মাচনা, হিঁদু মুসলমান।”
সাদা বাৎ বলবে “কৌৎকা” লাট্টা নেহি খাবে।
ঝুটা বাৎ বলবে ওস্কা সাত সেড়কী হোবে।

ব্যঙ্গের চেয়ে রঙ্গরসের দিকেই পত্রিকাটির আকর্ষণ ছিল বেশি। কংগ্রেসি রাজনীতি, বড়লোকের “ছোটলোকমি”, শাসক ও ক্ষমতাসালীর প্রজাপীড়ন, বিয়ের সময় বরপক্ষের মেয়েপক্ষকে শোষণ প্রভৃতির বিরোধী ছিল পত্রিকাটি। কৌৎকা-র ছবিগুলি আকারে ছোট, পাঞ্চ-এর ছবির সঙ্গে এগুলির মিল সহজেই চোখে পড়ে। অনিয়মিতভাবে এক বছর চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

উনিশ শতকের ব্যঙ্গপত্রিকাগুলির সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই ধরনের পত্রিকা-সম্পাদকদের হিন্দুধর্মে যথেষ্টই আস্থা ছিল। হিন্দুয়ানি বিরোধী কাজকর্মকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করতে ইতস্তত করতেন না তাঁরা। তবে ধর্মের নামে অনাচারকেও প্রশ্রয় দিতেন না। ব্রাহ্মদের তাঁরা শত্রু বলে মনে করতেন। ব্রাহ্মদের আক্রমণ করার কোনও সুযোগই তাঁরা ছাড়তেন না। ব্রাহ্মদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেনের কার্যকলাপ সম্পর্কে সেকালে নানা প্রশ্ন ওঠে। তাঁকে কটাক্ষ করে প্রচুর লেখা এইসব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।



কৌৎসার প্রথম পৃষ্ঠা (উপরের অংশ)

কংগ্রেস দর্শনে নিরনের খেদ ।

গেট জলে ঘোর বিষের গোটে তাহিলে বর্ষা কই ।

বীণার না ক'মে নাজী চপটি যেতে রই ।

বলুবে তোমরা বল মাগু, ভরে চাপিছি বি ।

একটা বছর কানাই, দিলে ক্ষতি টা ছিল কি ।

যে দুই টা দুই লে ওরা তিনটে হুঁড়ি মেয়ে ।

সেই বুঠিতে দেশের লোককে বেত যে তাই তরে ।

কানিকর্ণিমা হ'তে যদি আনন্দো ওয়া গম্ ।

আটা খেয়ে বল দেখি তাই, বাচতো লোকটা কন ॥

তিনটে দিনেই হুজুগ করে লাভটা ক'ল কি ।

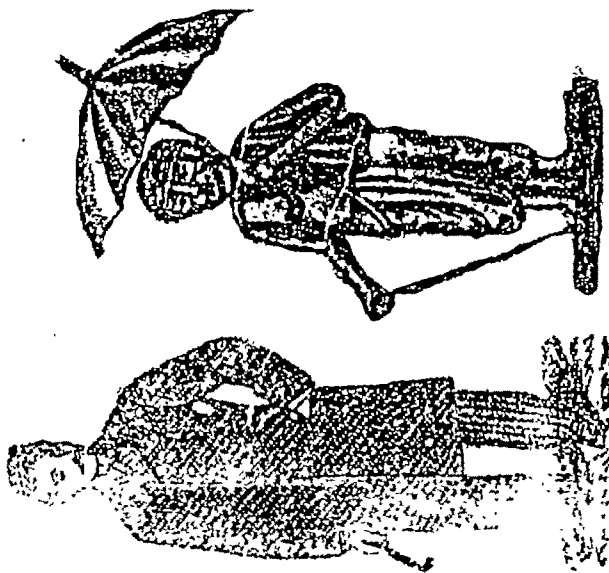
কনাইয়ার মরণে লোক, বলছে লোকে ছি ।

মাহবুব চান্ডা দিয়ে গল, এই কি ওদের ক'ত

কল্যাণের তের না খেতে, হায় কি দেশের দাজ ।

বীন-বীন জলে যখন হ'ল না উপড় হাত ।

কপুই চতীষ-চোটে মায়া, হুসেই কুপাফাং ।



ব্যঙ্গপত্রিকার আবির্ভাবকালে বাঙালি মেয়েদের সামনে শিক্ষার দরজা খুলে গেছে, নতুন এক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক মেয়েই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছেন, চাকরি করে সংসার প্রতিপালন করছেন, বিভিন্ন বিষয়ে মতামত জানাচ্ছেন, এমনকি স্বনির্বাচিত পাত্রকে বিয়ে করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছেন না। রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন এইসব সম্পাদকদের ব্যাপারটা ভালো লাগেনি। ফলে আধুনিক শিক্ষিত মেয়েদের বিক্রম করাটা ব্যঙ্গপত্রিকাগুলির সাধারণ ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

সামাজিক অধিকাংশ ব্যাপারে স্থিতির পক্ষপাতী হলেও, বিবাহকালে পাত্রপক্ষের অশোভন দাবিদাওয়াকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করতে এই ধরনের অনেক পত্রিকাই ইতস্তত করেনি।

উনিশ শতকের সত্তরের বছরগুলি থেকে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার ডেউ বাঙালি মনকে আলোড়িত করে। ইংরেজের ঔদ্ধত্য, তাদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, শাসনকর্তাদের খেয়ালখুশি, দমন-পীড়নমূলক বিভিন্ন আইন সচেতন বাঙালিকে পীড়িত করে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ যেসব মানুষ ব্যঙ্গপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন (যেমন প্রাণনাথ দত্ত বা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), তাঁদের পত্রিকায় অনিবার্যভাবে তাই এসেছে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। বাঙালির সাহেব সাজার উদগ্র আগ্রহকে যেমন তাঁরা বিক্রম করেছেন, তেমনই মেকি দেশভক্তদেরও ছেড়ে কথা কননি।

ব্যঙ্গ-বিক্রম করতে গিয়ে, কখনও কখনও পত্রিকাগুলি শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করেছে—যে কারণে অনেক সময়ই এইসব পত্রিকার বিরুদ্ধে উঠেছে অলীলতার অভিযোগ। ব্যক্তিবিশেষকে কটাক্ষ করার সময় অনেক ক্ষেত্রেই পত্রিকাগুলি মাত্রাঙ্গান হারিয়ে ফেলত। যা হতে পারত উপভোগ্য বিক্রম, তা পর্যবসিত হত কুৎসিত ব্যক্তিগত আক্রমণে। ব্যাপারটা অনেকসময়ই শোভনতার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে যেত—ক্ষমা প্রার্থনা করে কেউ সামলে নিতেন, কাউকে আবার জবাবদিহি করার জন্য যেতে হত কোর্টে।

ব্যঙ্গ-বিক্রমের ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার আড়ম্বরতা বিক্রমের রসকে জমটা বাঁধতে দেয় না—ব্যঙ্গপত্রিকার সম্পাদকরা একথা ভালোভাবেই জানতেন, তাই প্রায় সবকটি ব্যঙ্গপত্রিকাই সহজ সরল ভাষারীতি ব্যবহার করেছে। কেউ সরাসরি চলিত ভাষাকে আশ্রয় করেছে, কেউ বা অতি সুবোধ্য সাধুগদ্যে ব্যঙ্গকে জমজমট করে তুলেছে—দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে পঞ্চানন্দ-এর জুড়ি মেলা ভার।

রঙ্গব্যঙ্গ জিনিসটা বাঙালি কতটা পছন্দ করে, বলা মুশকিল। অন্তত বাংলা ব্যঙ্গ-পত্রিকাগুলির দিকে তাকালে বলতেই হবে, জনসমাদর এদের কারো ভাগ্যেই তেমন জোটেনি। যে কারণে এই ধরনের কোনও পত্রিকাই দীর্ঘ জীবন লাভ করেনি। এগুলির গ্রাহক সংখ্যাও ছিল সীমিত। একটি-দুটি-তিনটি-চারটি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যাওয়া ব্যঙ্গপত্রিকার সংখ্যা কম নয়। বসন্তক আর গোপাল ভাঁড়—এই দুটিই শুধু পুরো দু-বছর পাঠকের দরবারে হাজির হতে পেরেছিল। হরবোলা ভাঁড়, পঞ্চানন্দ, বাঁদরামী, সদানন্দ, গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি পত্রিকাগুলি পুনর্জীবিত হয়েছে ঠিকই—কিন্তু তা নিতান্ত অল্পকালের জন্য। পাঞ্চ-কে মডেল করে বাঙালি ব্যঙ্গপত্রিকার আসরে নেমেছিল, কিন্তু সাহেব মহলে পাঞ্চ যে সমাদর পেয়েছে, তার একাংশও জোটেনি বাংলা ব্যঙ্গপত্রিকাগুলির কপালে।

এইসব ব্যঙ্গপত্রিকাগুলির অধিকাংশেরই কোনও অস্তিত্ব আজ আর নেই। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালিজীবন যখন নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অস্থির, নতুন-পুরাতনের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত বাঙালিসমাজ যখন সঠিক পথের সন্ধানে দিশাহারা—বাংলা ব্যঙ্গপত্রিকাগুলি

১৪০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

সেই কালেরই ফসল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অস্থির স্বন্দ্রমুখর বাঙালিজীবনের পরিচয় জানতে এইসব পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। আর সেখানেই বোধহয় এগুলির আসল মূল্য।

তথ্যসূত্র :

বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ ১৮৭০-১৯০০

বাংলা সাময়িকপত্র (১ম, ২য় খণ্ড) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা ১৩৫৪, ১৩৮৪)

উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫) মুনতাসীর মামুন (ঢাকা, ১৯৮৫)

সমকালীন পত্রপত্রিকা (অনুসন্ধান, অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, আর্য্যদর্শন, এডুকেশন গেজেট, ঢাকা প্রকাশ, প্রবাহ, বঙ্গবন্ধু, বাঙ্গব, মধ্যাহ্ন, সমীরণ, সাধারণী, সোমপ্রকাশ, হিন্দুদর্শন, হিন্দু পেট্রিয়ট) থেকে বেশকিছু উপাদান সংগৃহীত হয়েছে।

অধ্যাপক ড. আবুল আহসান চৌধুরীর অনুগ্রহে মূদ্রণ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি।

শ্রীবিষ্ণুনাথ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে চতুর্থ ব্যবহার করতে পেরেছি।

কৌৎকা ও গোপাল ভাঁড়-এর প্রতিলিপি শ্রীপ্রবীর বৈদ্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

রাজসাহির বরেন্দ্র মিউজিয়ামে রক্ষিত পঞ্চানন্দ-এর প্রতিলিপি অধ্যক্ষ ড. তসিকুল ইসলাম রাজার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

হিতকরী : উনিশ শতকের দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা

আবুল আহসান চৌধুরী

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) উনিশ শতকের একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম-প্রয়াসের সার্থক সূচনা তাঁকে দিয়েই। সব্যসাচী শিল্পীব্যক্তিত্ব মশাররফ ছিলেন নব্য-উখিত মুসলিম মধ্যশ্রেণির সাংস্কৃতিক মুখপাত্র। মুক্ত মন, উদার শিল্পদৃষ্টি, সমাজমনস্কতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা তাঁর জীবন ও সাহিত্যচর্চায় যেমন, সাময়িকপত্র-পরিচালনার ক্ষেত্রেও তেমনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

মশাররফের সাহিত্যজীবনের সঙ্গে তাঁর সাংবাদিকতা-কর্ম ও সাময়িকপত্র-সম্পাদনার গভীর যোগসূত্র রয়েছে। সাহিত্যের মতো সাময়িকপত্র-প্রকাশনার মুসলিম-উদ্যোগের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা পথিকৃতির। বাঙালি মুসলমানের সাময়িকপত্র-প্রকাশনার আদিপর্বে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় আজীজন নেহার (১৮৪৭) নামে একটি মাসিক পত্রিকা।^১ এর ষোল বছর পরে তিনি পাক্ষিক হিতকরী (১৮৯০) পত্রিকা প্রকাশ করেন। গ্রামবার্তা প্রকাশিকা-সম্পাদক কুমারখালীর কাজাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬) ও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)-প্রতিষ্ঠিত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানেই মশাররফের সাংবাদিকতার হাতেখড়ি।^২ তবে সাময়িকপত্র প্রকাশনা ও সম্পাদনার প্রত্যক্ষ প্রেরণা লাভ করেন কাজাল হরিনাথের নিকট থেকেই।

মশাররফ-পরিচালিত পাক্ষিক হিতকরী ১৫ বৈশাখ ১২৯৭ প্রকাশিত হয় তাঁর স্বগ্রাম কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে। হিতকরীর উদ্বোধনী সংখ্যায় এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ও নীতি সম্পর্কে জানানো হয়:

সকলের হিতকথা, যাহাতে সর্বসাধারণের হিতের আশা থাকে, সেই সকল কথাই হিতকরীতে প্রকাশ হয়। জাতিগত, কি ধর্মগত কোন পক্ষকে লক্ষ্য করিয়া কিছু প্রকাশ হয় না।^৩

হিতকরী পত্রিকা কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া হতে প্রকাশিত হতো। মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন যথাক্রমে রজনীকান্ত ঘোষ ও দেবনাথ বিশ্বাস। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল দুই পাই। পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট আইনজীবী রাইচরণ দাস (১৮৫৯-১৯৩২)। সম্পাদক হিসেবে কারো নাম ছাপা হতো না। তবে মীরের অপ্রকাশিত স্বরচিত জীবনবৃত্ত থেকে জানা যায়, তিনি “১২৯৭ সালে ১৫ বৈশাখ হিতকরী নামক পত্রিকার সম্পাদক হয়েন।”^৪ পত্রিকার অভ্যন্তরীণ প্রমাণও এই বক্তব্য সমর্থন করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত হিতকরী পত্রিকার ১২৯৯ সালের ১০ জ্যৈষ্ঠ

সংখ্যার একটি বিজ্ঞাপনে মশাররফ হোসেনকে ‘সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।^৮ টাঙ্গাইল-পর্বের হিতকরীর সঙ্গে যুক্ত মোসলেমউদ্দীন খাঁ-র হিতকাব্য (পৌষ ১৩০১) নামীয় কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় অনুপ্রেরণাদাতাদের নামোল্লেখ মশাররফ হোসেনের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে, “হিতকরী” পত্রিকার সম্পাদক ও ‘বিষাদ-সিন্ধু’ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ প্রণেতা” হিসেবে।^৯ এইসব তথ্য হতে নিঃসংশয় হওয়া যায় যে, মীর মশাররফ হোসেনই ‘হিতকরী’ পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

হিতকরী পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও দ্বিতীয় বর্ষে দাশাহিক বা দাশাহিক (অর্থাৎ দশদিন পরপর) হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে।^{১০} এই পরিবর্তন ব্যতীত পত্রিকার মূল্য, মুদ্রাকর, প্রকাশক, মুদ্রণালয়, এজেন্ট বা ঘোষিত অন্য কোনো নীতি-বস্তুবোয় রদবদল হয়নি।

প্রজাহিতসাধনের লক্ষ্যে সং ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার আদর্শ নিয়ে হিতকরীর আত্মপ্রকাশ। পত্রিকার লক্ষ্য, নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের বক্তব্যে :

দুই দশ টাকা লাভের জন্য হিতকরী প্রকাশ হয় নাই। জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় না পাইয়া এই কুটিল ও জটিলপথ আশ্রয় করা হয় নাই। ন্যায্য বলিবে, সত্য প্রকাশ করিব। সত্যপ্রিয় থাকিব, সাধারণের হিতকর কার্যে অবশ্যই যোগ দিব। আমরা পূর্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে, আমরা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহি, আমরা সকলের। একচক্ষে দৃষ্টি আমাদের নাই। যেখানে অন্যায়, সেইখানেই আমরা, যেখানে অত্যাচার, যেখানে অবিচার সেইখানেই আমাদের কথা। আমরা প্রশংসার প্রত্যাশী নহি। আর্থিক সাহায্যের আশাও রাখি না। সুতরাং আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। প্রথম সূচনায় বলিয়াছি, আমাদের প্রথম পূজনীয় ঈশ্বর, তৎপরেই রাজা; গ্রাহকমাত্র না থাকুক, সাধারণে হিতকরী পাঠ না করুন, ক্ষতি নাই। যাঁহার নিকট জানাইলে দেশের উপকার হইবে, অত্যাচার অবিচার কমিবে, অন্যায়ের সুবিচার হইবে, কেবল তাঁহাকেই জানাইব।..... আর ভয় কি, কিসের আশঙ্কা?^{১১}

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, রাজভক্তি ও রাজানুকূলের প্রপঞ্চে হিতকরী তার যুগকে অস্বীকার বা অতিক্রম করতে পারেনি। তাই মূলত রাজদ্বারে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে সমস্যা-মোচন ও সমাজের কল্যাণসাধনে বিশ্বাসী ছিল ‘হিতকরী’।

হিতকরী নিরপেক্ষতার একটা আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা করে এসেছে বারবার। সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি অসঙ্গত প্রীতি বা পক্ষপাতের প্রবণতা থেকেও মুক্ত ছিল এই পত্রিকা। একটা সমদর্শী ভূমিকা থেকে নিজেকে কখনো বিচ্ছিন্ন করেনি। হিতকরী হতে চেয়েছে সব সম্প্রদায়ের—সব মানুষের মুখপত্র। এ ছিল তার ঘোষিত নীতি :

হিতকরী যে গুরুতর ভার মাথায় করিয়া সাধারণ সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, যে পথে যে প্রণালীতে চলিতেছে তাহাতে তাহার প্রতিপত্তি, লাভ করা সহজ কথা নহে। এ খানি হিন্দুর কাগজ, ও খানি ব্রাহ্ম পত্রিকা, ও খানি মুসলমান সমাজের মুখপাত্র। এক একজন এক একজনের হইয়া কথা কহিতেছে। শুনিতেও মিষ্ট, চলিতেও সোজা পথ। কোনরূপ বাধা প্রতিবন্ধক নাই। সকলের—সাধারণের হিতসাধনই হিতকরীর প্রধান উদ্দেশ্য।...

নেহা নিরপেক্ষের সীমা হইতে একচুল পরিমাণ সরিবার ক্ষমতা হিতকরীর নাই। সুতরাং জাতিগত, সম্প্রদায়গত, ধর্মগত, কোনরূপ উদ্বেজনা, কোনরূপ ইতরবিশেষে এমন কি উনিশ, বিশেষ একটা বর্ণন উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা হিতকরীর নাই।^{১৩}

হিতকরীর চলার পথ সুগম ছিল না। অনেক বিরুদ্ধতা ও বিরূপ সমালোচনা সহ্য করে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়েছে। এই সমালোচনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈরিতার রূপ নিয়ে শালীনতার গণ্ডি অতিক্রম করেছে। কুষ্টিয়ার ছোট আদালতের বিচারক বরদাপ্রসন্ন সোম তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের খবর প্রকাশিত হওয়ার কারণে প্রকাশ্য আদালতে ‘হিতকরী’কে ‘পৌদ পোঁছা কাগজ’ বলে কটুক্তি করেন এবং আদালতে পত্রিকার সহকারী সম্পাদক উকিল রাইচরণ দাসকে ভর্ৎসনা ও অপমান করেন। বিষয়টি এখানেই শেষ হয়নি, রাইচরণ দাসের বিরুদ্ধে বিচারক মহোদয় মোকদ্দমাও দায়ের করেন। এরপর ভীতি ও প্রলোভন প্রদর্শন করে “জজবাবুর স্বপক্ষে লিখিবার জন্য হিতকরীর নিকট গোপনে প্রস্তাব হইল; সকলই বিক্ষিপ্ত”।^{১০} স্বাধীন মতপ্রকাশ ও উদার ভূমিকার জন্যে হিতকরীকে কখনো কখনো রক্ষণশীল সমাজের বিরাগভাজন হতে হয়। সম্মতিদান আইন সমর্থন করায় অনেক গ্রাহক হিতকরীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ এবং কেউ কেউ উদ্বেজিত হয়ে গালমন্দ-মিশ্রিত পত্রও প্রেরণ করেন।^{১১} এই ধরনের প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও হিতকরী কর্তৃপক্ষ স্বাধীন মতপ্রকাশ ও নিষ্ঠীক ভূমিকা পালনের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসেননি।^{১২}

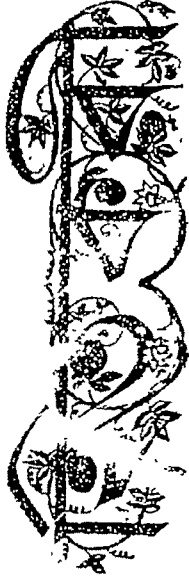
অবশ্য নিন্দা-সমালোচনার পাশাপাশি হিতকরীর প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষের সম্মানও মেলে। রায়ত-প্রজার অভাব-অভিযোগ এবং প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি-অব্যবহার কথা নিষ্ঠীকভাবে প্রকাশ করে হিতকরী যথার্থ সামাজিক কর্তব্য পালন করে চলেছে, এমন প্রশংসা ও স্বীকৃতিও মিলেছে। ‘জনৈক গ্রাহকে’র পত্রে উল্লেখ করা হয়:

‘ইতিপূর্বেও কয়েক সংখ্যাতে হিতকরীর প্রতি সাধারণের বিদ্বেষভাবের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। হিতকরী কেন যে লোকের বিষ নয়নে পড়িতেছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।...হিতকরী ন্যায়ের পথ অবলম্বন করিয়া লোকসেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। অত্যাচারীর অত্যাচার কাহিনী, অন্যায়ের প্রতিবাদ, ন্যায়ের সমর্থন, স্বদেশবাসীর মঙ্গলচিন্তা, এই সকল বিষয়ই তো হিতকরীতে দেখিতে পাই।...কুষ্টিয়ার বড়ই সৌভাগ্য যে, হিতকরীর মত একখানি উচ্চ ও উদার মতের পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া দেশের দুঃখকষ্টের কথা সাধারণ ও কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট জ্ঞানহিতেছেন।’^{১৩}

হিতকরীর বিরুদ্ধে “কোন ২ প্রস্তাবে প্রেরিত পত্রে সংবাদে মুসলমানি কথা থাকা” বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল।^{১৪} এর যুক্তিসঙ্গত জবাব দিয়ে হিতকরী মন্তব্য করে, “...মাতৃভাষার সহিত ভ্রাতৃভাষার যোগ করিতেছি।... ভাষার মিলনে ভালবাসার বৃদ্ধি। ইহাও আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা নহে।”^{১৫}

“দ্বিতীয় বর্ষে ‘হিতকরী’ টাঙ্গাইলে স্থানান্তরিত হয়”^{১৬}—ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৫২)-পরিবেশিত এই তথ্য ঠিক নয়। দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত হিতকরী লাহিনীপাড়া থেকেই প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ‘নানা কারণে’ তৃতীয় বর্ষে হিতকরী টাঙ্গাইলে স্থানান্তরিত হয়। এই পর্যায়ের সূচনাতেও মশাররফ যে হিতকরীর সম্পাদক তা বেশ বোঝা যায়।^{১৭} টাঙ্গাইলে হিতকরী মুদ্রিত হতো আহমদী প্রেসে। টাঙ্গাইল-অবস্থানকালে মশাররফ এই ছাপাখানার

মুর্জিয়া গার্বনোপাত্তা
হইতে প্রকাশিত।



বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।
মোট ১০ টাকা।
নগদ মূল্য ২০ ছই পাই।

পাক্ষিক পত্রিকা।



১ম ভাগ।

সন ১২০৭ সাল। ১৫ই অশ্বিন। ১ ম পক্ষ।
ইং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ। ৩০শ সেপ্টেম্বর।

১১শ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

বিষাদ-সিন্ধু ॥

তৃতীয় ভাগ

(ত্রিভিন্ন-বর্ষ পক্ষ ।)

মহৎ

সম্পাদিতীয় মন্তব্য।

৭৩ ১৭৪ সেক্টরগের কলিকতা সেজেটে
কল্যাণ হইলোছে যে অতঃপর প্রবেশিকা গঠী
কোত্তার্ন যাককের ২ বৎসর ন্য নেক্সার
তিনিয়া ইজেরাই ককালজ শাল করিতে ও
মতকোটে কাম করিতে পারিবেন। আদা-
নতে যান সুপারিবে কি?

যাত্রা আরম্ভ হইলোছে। তিনি, তিনি, তিনি
কল্পিতকথা তিনি? বিচার বিভাগে এটি দুতন
বরমসুত্রে।

খজুরা গুতবরে দ্বিধা ক্রমম মুনসেলী
আবিসার ১৮৯০। ৩নং প্রজ্ঞাপতি মোকজ-
মান ইংলীশি ফকের দাশিগল্যাকী খাজুরা
ভিক্টোরিয়া-কুমারশা বানির প্রত্নতত্ত্ব নথকে উ-
নের কল্যাণিলায়। অতঃপর, দলিলপানি
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা পাক্ষিক পত্রিকা

স্বত্বাধিকারী হন। অপ্রকাশিত ‘দিনলিপি’তে মীর বলেছেন, “চাকরি নাই কেবল প্রেস লইয়া হিতকরী কাগজ লইয়া আছি।”^{১৮} একটি সূত্রে জানা যায়, টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত ১২৯৯ সালের ১০ ভাদ্র সংখ্যা হিতকরীতে সম্পাদক হিসেবে মোসলেমউদ্দীন খাঁ ও মুদ্রাকর হিসেবে সাধু সরকারের নাম ছাপা হয়।^{১৯} উক্ত সংখ্যায় সহকারী সম্পাদক ও এজেন্ট হিসেবে কুষ্টিয়ার পূর্বোক্ত রাইচরণ দাসের নামই পাওয়া যায়। সম্পাদক হিসেবে নাম মুদ্রিত না হলেও মশাররফই যে পত্রিকার নেপথ্য পরিচালক ছিলেন তার প্রমাণ পত্রিকা-অভ্যন্তরেই মেলে। পত্রিকায় দেলদুয়ার জমিদার-বাড়ির কলহ-বিবাদের অনেক ঘরোয়া খবর প্রকাশিত হয়। মশাররফ তখন দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার। এ-ছাড়া টাঙ্গাইলের কোনো কোনো সরকারি কর্মকর্তাও মীরের প্রতি বিদ্রিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। এ-সব কারণে তাই স্বনামে পত্রিকা সম্পাদনা তাঁর পক্ষে নিরাপদ ছিল না বলেই তাঁর বিশ্বস্ত মোসলেমউদ্দীন খাঁ-কে সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করেন,—এই ধারণা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়।^{২০} এই পর্যায়ে হিতকরী কতদিন চলেছিল তার সঠিক খবর জানা যায় না। তবে অনুমান করা চলে, মশাররফের টাঙ্গাইল-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই এই পর্বের সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তী সময়ে মোসলেমউদ্দীন খাঁ-র সম্পাদনায় হিতকরী পত্রিকা নবরূপে টাঙ্গাইল হিতকরী নামে প্রকাশিত হয় বলে কেউ কেউ মনে করেন।^{২১} অবশ্য এই অনুমান সংশয়ের উর্ধ্বে নয়।

টাঙ্গাইল-ত্যাগের সাত বছর পর মশাররফ পুনরায় কোহিনুর-সম্পাদক এস. কে.এম. মহম্মদ রওশন আলীর [রওশন আলী চৌধুরী] (১৮৭৪-১৯৩৩) সহযোগে হিতকরী পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কোহিনুর পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ (১৩০৬) শুরুর পূর্বে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন-পুস্তিকার শেষভাগে হিতকরীর পুনরুৎপাদন সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, চতুর্থ বর্ষে হিতকরী ১৩০৬ সালের শুভ বৈশাখ হইতে নূতন প্রণালীতে খাঁটি নিখুঁত মুসলমানীভাবে বাহির হইবে”।^{২২}

চতুর্থ বর্ষে নব-কলেবরে প্রকাশিত হওয়ার উপরিউক্ত বিজ্ঞাপন থেকে ধারণা করা যায়, তৃতীয় বর্ষে হিতকরী টাঙ্গাইলে মোটামুটি প্রায় একবছর চলেছিল। অবশ্য টাঙ্গাইলে হিতকরী প্রকাশের সাত বছর পর পাংশা থেকে নবপর্যায়ে হিতকরী পত্রিকা ‘নূতন প্রণালীতে খাঁটি নিখুঁত মুসলমানীভাবে’ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তার সুস্পষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে হিতকরী পত্রিকা ১৮৯৯ সালে যে হিন্দু-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছিল তা বেশ জানা যায়।

১৮৯৯ সালে (বাংলা ১৩০৬) চতুর্থ বর্ষের হিতকরীর পাক্ষিক হিসেবে প্রকাশের সুনির্দিষ্ট খবর আছে।^{২৩} হিতকরী এই পর্যায়ে কাজাল হরিনাথ-প্রতিষ্ঠিত কুমারখালীর মথুরানাথ মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হতো। মথুরানাথ মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাকর কুঞ্জলাল দাস ‘Inspector General of registration, Bengal’-কে প্রেরিত প্রতিবেদন পত্রে ১৮৯৯ সালে মুদ্রিত পুস্তক ও পত্রিকার মধ্যে উল্লেখ করেছেন, ‘fortnightly newspaper "Hitakari" 11 issues’^{২৪} এই একই সালে ৪ খণ্ড (4 parts) কোহিনুর পত্রিকাও মুদ্রিত হয়েছে এই প্রেস থেকে। এই পর্যায়ের হিতকরী মশাররফ হোসেনের একক প্রয়াস কিংবা তাঁর ও রওশন আলী চৌধুরীর যৌথ উদ্যোগের ফসল কিনা তা জানা যায় না।

মথুরানাথ মুদ্রাযন্ত্রের ১৩০৭ সালের ‘চিঠির নকল পুস্তক’ থেকে হিতকরী পত্রিকা

সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা ১৩০৭ সালে (১৯০০ খ্রি.) পঞ্চম বর্ষের হিতকরীও যে মথুরানাথ মুদ্রায়দ্বৈ মুদ্রিত হয়, এই 'চিঠির নকল পুস্তক' থেকে তার প্রমাণ মেলে। পঞ্চম বর্ষের হিতকরী ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাস থেকে প্রকাশিত হয়। কুমারখালীর বিশিষ্ট চিকিৎসক, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও 'চন্দন'-এর কবি নবদ্বীপচন্দ্র পাল 'হিতকরী'র সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁকে লিখিত মথুরানাথ মুদ্রায়দ্বৈর মুদ্রাকর কুঞ্জলাল দাসের পত্র থেকে নবপর্যায়ে পঞ্চম বর্ষের 'হিতকরী'র প্রকাশনা-প্রস্তুতির আভাস পাওয়া যায়:

হিতকরীর সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের সহযুক্ত আদেশপত্র না পাইলে আমার মুদ্রায়দ্বৈ হইতে হিতকরী ছাপাইতে গেলে আমাকে 'প্রেস এক্ট' অনুসারে দায়ী হইতে হইবে। অতএব নিবেদন অতঃপর হিতকরীর কাপি দিতে হইলে বা সংশোধন করিতে হইলে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর আবশ্যক। শ্রীযুক্ত জ্যোতি বাবু [জ্যোতিপ্রসাদ সান্যাল] সম্পাদক বা স্বত্বাধিকারী বলিয়া পরিচিত নহেন।...^{২৫}

এই পত্র থেকে বেশ বোঝা যায়, নবদ্বীপচন্দ্র পাল বা জ্যোতিপ্রসাদ সান্যাল নন, তৃতীয় একজন 'হিতকরী'র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন এবং তিনি যে মীর মশাররফ হোসেন, তা সহজেই অনুমান করা চলে।

১৩০৭ সালের ৩০ বৈশাখের এক পত্রে জ্যোতিপ্রসাদ সান্যালকে 'হিতকরী'র সম্পাদক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে মনে হয়, ইতোমধ্যে তিনি 'হিতকরী'র স্বত্বাধিকারীর নিকট থেকে নিয়মমারফিক সম্পাদকের দায়িত্বভার লাভ করেছেন।^{২৬}

এই পর্যায়ে, প্রকাশনার পঞ্চম বর্ষে, হিতকরী ১৩০৭ সালের শেষভাগ পর্যন্ত যে প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে এই 'চিঠির নকল পুস্তকে'। এই খাতার কীটদষ্ট শেষ পত্রটিও (ফাদ্বুন) হিতকরী-সম্পর্কিত। জ্যোতিপ্রসাদ সান্যালের উল্লেখ মেলে হিতকরীর 'ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক' হিসেবে। এই পর্যায়ে একাধিক পত্রে স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক যে ভিন্ন ব্যক্তি সেই উল্লেখ আছে।

১৩০৭ সালের পর হিতকরী আর প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়নি। হিতকরী মোটামুটি পাঁচ বছর চলেছিল, তবে তা বিরতিহীনভাবে নয়। ১২৯৭, ১২৯৮, ১২৯৯, ১৩০৬ ও ১৩০৭—এই পাঁচ বছর হিতকরী প্রকাশিত হয়। তবে ১৩০০ থেকে ১৩০৫—এই ছয় বছর হিতকরীর প্রকাশ পুরোপুরি বন্ধ ছিলো কিনা সে তথ্য অজ্ঞাত। এ-ছাড়া এ-রহস্যেরও সমাধান হয়নি, হিতকরী পূর্ব-ঘোষিত যৌথ সম্পাদনায় 'খাঁটি নিখুঁত মুসলমানিভাবে' না বেরিয়ে 'হিন্দু' সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে কেন প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এ-কথা স্পষ্ট যে, হিতকরীর অস্তিম-পর্বে পত্রিকা বিষয়ে মশাররফের কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না, যদিও তিনিই ছিলেন এই পত্রিকার প্রকৃত স্বত্বাধিকারী।

দুই

হিতকরী উনিশ শতকের শেষ দশকের গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা। জাতিবৈর-অসহিষ্ণু সমাজ পরিবেশে হিতকরী নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্প্রদায়-সম্প্রীতির মনোভাব নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। আর্থিক ক্ষতি, গোষ্ঠীগত বিদ্বেষ, সামাজিক বিরূপতা স্বীকার করে নিয়েও পত্রিকাটি সামাজিক অবহার প্রতিফলন, জনকল্যাণ ও জনমত-গঠনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

হিতকরীতে মূলত স্থানীয় সংবাদ, জাতীয় সংবাদ, বিবিধ সংবাদ, অভাব-অভিযোগ-সম্বলিত চিঠিপত্র, সম্পাদকীয় মন্তব্য ও উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ এবং কখনো কখনো বা সাহিত্যধর্মী রচনাও প্রকাশিত হতো। এইসব প্রবন্ধ-নিবন্ধে লেখকের নাম সাধারণত মুদ্রিত হতো না। তবে অস্বাক্ষরিত অনেক রচনারই লেখক হিসেবে নানা সূত্রে মীর মশাররফ হোসেন ও পত্রিকার সহ-সম্পাদক রাইচরণ দাসের নাম অনুমান করা যায়। হিতকরী পত্রিকায় প্রকাশিত এইসব নিবন্ধ, সংবাদ বা সম্পাদকীয় মন্তব্যে বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতি, অভাব-অভিযোগ ও জীবন-জীবিকার নানা পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে।

হিতকরী এখন একটি দুপ্রাপ্য পত্রিকা। দেশ-বিদেশের কোনো গ্রন্থাগারেই এর হদিশ মেলেনি। প্রয়াত অধ্যাপক আলী আহমদ এবং আরো কারো কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহে পত্রিকাটি থাকার সুবাদে এর বেশ কিছু সংখ্যা দেখার সুযোগ পাওয়া গেছে। তারই ভিত্তিতে এখানে পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ ও নিবন্ধ—সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্ম, ভাষা-সাহিত্য-সাময়িকপত্র—এইসব শিরোনামে বিন্যস্ত করে সংকলিত হয়েছে।

সমাজ প্রসঙ্গ
স্থানীয় সম্বাদ ও মন্তব্য
[অসম বাল্যবিবাহ]

অতি অল্প দিন হইল, কুমারখালী থানার মহিষবাথান গ্রামে একটি বিধবা স্ত্রীলোক তাহার ৮ বর্ষ বয়স্কা মেয়েটিকে ৮০ বৎসর বয়সের একটি প্রাচীনের সহিত বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফল হইয়াছে। বৃদ্ধটি পয়সার লোক, মেয়ের পণ ৩০০ ও সমাজের দলপতি ও ঘটককে ১৫০ টাকা দিয়া বিবাহ করিয়াছে, বিবাহের রাত্রি দাঁতের বেদনায় বুড় বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা জাতিতে তিলি। বিবাহ হিন্দু সমাজ অনুসারে হইয়াছে। আজকাল মা বাপের অত্যাচারেই বালিকাগুলি মারা যাইতে চলিল। এই পিশাচিনীকে ঐ বালিকার হিতৈষিনী অভিভাবিকা বলিতে কেহ রাজী আছেন কি? বৃদ্ধ জামাতা কিছু অনন্ত আয়ু লইয়া পৃথিবীতে আসেন নাই। শীঘ্রই মেয়েটিকে বৈধব্য ব্রহ্মচার্য্য্য ব্রতাবলম্বন করিয়া সমাজের মুখোচ্ছ্বল করিতে হইবে।

৩০ জ্যৈষ্ঠ ৩য় দশাহ ১২৯৮/ ১২ জুন ১৮৯১/ ২ ভাগ ৬ সংখ্যা

সম্পাদকীয় মন্তব্য
[সহবাস সম্মতি আইন প্রসঙ্গে]

সহযোগী যশোহর সম্মিলনী সম্মতিদানের বয়োবৃদ্ধির প্রস্তাব ও বাল্যবিবাহ রহিতকরণ সম্বন্ধে উপর্যুপরি যে আপত্তি করিয়া আসিতেছেন, সে আপত্তির ওজ্জ্বলত খুঁজিয়া পাওয়া সুকঠিন। আইনকানুন হইলে হিন্দুর মনে আঘাত লাগিবে, এই একটি প্রধান ওজ্জ্বলত; ভারতের অনেক হিন্দুই এই বলিয়া সভাসমিতি করিতেছেন ও যাহাতে ১২ বৎসরের নিম্নে বালিকারা বিবাহিত হইয়া স্বামী লইয়া ঘরকন্মা করিতে পারে তাহারই জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। এ দেশে এরূপ আপত্তি আজ নূতন নহে; লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে কতকগুলি সামাজিক কুসংস্কার আইনবলে

নিরাকরণকালে, হিন্দুসমাজের অনেকেরই এই রূপ আপত্তি শুনা গিয়াছিল; এখন কিন্তু সেই সকল আপত্তিকারীই বা তাহাদের ঔয়ারেশগণ রামের রাজ্যে বাস করিতেছেন; সতীদাহের লোমহর্ষণ ব্যাপার তাহারা দেখিতে চাহিবেন দূরে থাকুক শুনিলেও রোমাঞ্চিত ও ভীত হইবেন। সহযোগী কি মনে করেন আইনের আশ্রয় ব্যতীত ঐ সকল কুসংস্কার দূরীকৃত হইত? সমাজের শাসন কে শুনবে? আমরা এমনি হতভাগ্য যে আমাদের মঙ্গলও আমরা শাসন ব্যতীত বুঝি না। শুদ্ধ সামাজিক ব্যাপার কেন, যাহাতে মানুষের কল্যাণ হয় তাহা মানুষ আপনা আপনি বুঝিতে পারিলে সর্বাপেক্ষা উত্তম হয়, আইন অতি নিকৃষ্ট উপায়। ... সহযোগী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, হিন্দু সমাজ জোরজবরে সংশোধিত হইতে ভালবাসেন না। যদি তাহাই হয়, তবে এত দিন ত, আপনা আপনি ভাল হইবার খুব অবসর ছিল, হরি মাইতিকে সদুপদেশ দিতে গবর্ণমেন্ট সমাজকে নিষেধ করেন নাই, আরও কত হরি মাইতি ডুব দিয়া জল খাইতেছেন কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? ...

১৫ মাঘ ১ম পক্ষ ১২৯৭/ ২৭ জানুয়ারি ১৮৯০/ ১ ভাগ ১৯ সংখ্যা

অহিংগ

... বিচার না করিয়া চির প্রচলিত প্রথার অনুগমন করা ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর একটা প্রধান রোগ। আত্মচিন্তা ইহাদের নাই বলিলেই হয়। আমাদের দুর্দশা আমরা বুঝি না, আমাদের চিন্তা আমরা করি না। ... সমাজ ও ধর্ম দুয়ের কথা নিজের শরীর ও জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নাই। আপন হাতে কুঠারী লইয়া আত্মহত্যা করিতেছি। অহিংগ যে বিষ তাহা কয় জনে ভাবিতেছি? মহাদেবের দোহাই দিয়া তামাক হইতে আরম্ভ করিয়া গাঁজা, ভাং, আফিং, গুলি, চরস, চণ্ডু, মদ বিবিধ মাদকদ্রব্য সেবন করিয়া অষ্টপ্রহর উন্মত্ত হইয়া কত জীবন জন্মের মত নষ্ট হইয়া যাইতেছে; কে তাহার তত্ত্ব লয়? যাহারা ইহার অপকারিতা বুঝিয়াছেন, যাহারা ইহার সেবায় বিরত, ধন্য তাঁহাদের সহানুভূতি ও প্রেম !! তাঁহারাও দুর্ভাগ্য নেশাসক্ত ব্যক্তিদিগের জন্য চিন্তা করেন না।

প্রথম শ্রেণীর মাদকদ্রব্যগুলি যাহাতে দেশ উচ্ছন্ন করিতেছে, গবর্ণমেন্ট তাহার জন্য একটুও ভাবিতেছেন না। গবর্ণমেন্ট কি জানেন না যে দেশে ধর্মের নামে মানুষ খুন, পুত্র বিসর্জন, বালিকা সহবাস প্রভৃতি অনেকে গৌরবের কথা মনে করেন। অধিক মাদকদ্রব্যগুলি মহাদেবের প্রসাদ বলিয়া যে দেশের অধিকাংশ লোকের বদ্ধমূল বিশ্বাস, সে দেশে মাদকদ্রব্যের দ্বারা কতদূর কুফল প্রসব হইতে পারে? আফিংখোর ও গুলিখোরগুলি সংসারের কোনই কাজে আসিবে না। তবে যাহারা ঔষধার্থে অল্প মাত্রায় আফিং খান তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। এদেশে সহস্র সহস্র নরাধম আফিং ও গুলি খাইয়া যে কেবল নিজেরা নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহা নহে, তাহাদের ধনসম্পত্তি পরিবারবর্গ সকলই বিসর্জন দিতেছে। ... এ দেশে আফিং সেবনে যে সর্বনাশ হইতেছে কে না তাহা জানে? কিন্তু কয়জন লোকে তাহার প্রতিবিধান করিতে যত্নবান? অহিংগ সেবনে আত্মহত্যা প্রতিদিনই হইতেছে। কত পরিবার, কত গ্রাম এই আফিংএর অত্যাচারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তথাপিও ভারতবাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। ... বঙ্গের দূরবস্থাপন্ন অহিংগসেবি ভ্রাতৃগণ। তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছ, নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিবে না। ...

অহিফেণ পরিত্যাগ কর। ভাই বঙ্গের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ! ... বোম্বের মিঃ ওয়ালেচ জে ম্লাডুইন মহোদয়ের প্রস্তাবে কর্ণপাত করুন। অহিফেণের অত্যাচার যাহাতে রহিত হইয়া এ দেশ রক্ষা পায়, তাহার উপায় বিধানার্থে পার্লামেন্টে আবেদন করুন; নতুবা এ দেশের রক্ষা নাই।

৩০ শ্রাবণ ৩য় দশাহ ১২৯৮ / ১৪ আগস্ট ১৮৯১ / ২ ভাগ ১২ সংখ্যা

কুষ্ঠাশ্রম [সম্পাদকীয় মন্তব্য]

পৃথিবীতে সকলেরই আশ্রম আছে। পক্ষীরও বাসা আছে। কিন্তু হতভাগ্য কুষ্ঠ রোগীদের দুরবস্থা দেখিলে, যে মানুষ, তাহার হৃদয় না গলিয়া থাকিতে পারে না। সুস্থকায় ব্যক্তিদিগের জন্য আশ্রম যথেষ্ট আছে; কিন্তু নিরাশ্রয় এই কঠিন রোগীর হৃদয়ে কি একটু আরাম চায় না? তাহাদের সংশ্রবে থাকিলে আমরাও ঐ সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইব বলিয়া আমরা তফাৎ সরিয়া পড়িতে শিখিয়াছি, কিন্তু পরমেশ্বর প্রদত্ত দয়ামায়া থাকিতেও ঐ সকল নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের জন্য একটু ভাবিতে শিখিয়াছি কি? সকলেই আমরা মানুষের অবয়ব পাইয়াছি, কিন্তু সকলেই মানুষ নহি। বৈদ্যনাথের কুষ্ঠ রোগীদের দুর্দশার কাহিনী পাঠকবর্গ জ্ঞানেন কি? শুনিলে হৃদয় ফাটিয়া যায়। তাহাদের দুঃখ বিমোচন করিবার জন্য বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু গিরিজানন্দ দত্তবা ও বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু এই তিনজন সহৃদয় মহাত্মা যে সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ঈশ্বর ইহার সহায় হউন। ...

২০ শ্রাবণ ২য় দশাহ ১২৯৮ / ৪ আগস্ট ১৮৯১ / ২ ভাগ ১১ সংখ্যা

উৎকোচগ্রহীতা রোগ

এই রোগটী বাঙ্গালীর মধ্যেই প্রায় দেখা যায়। নিম্নশ্রেণীর ক্ষুদ্রমতি সাহেবদিগের মধ্যেও ইহার কম প্রচলন নহে। উৎকোচ কাহাকে বলে তাহা আর কাহাকে বুঝাইয়া দেওয়ার আবশ্যিকতা নাই। বঙ্গের ঘরে ঘরে আবারুদ্ধ ধনীদিগের সকলই ইহার ভুক্তভোগী; দণ্ডবিধি আইনে এই উৎকোচগ্রহীতা রোগের সুন্দর ঔষধের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু রোগ নির্ণয় অভাবে অতি অল্প রোগীর ভাগ্যেই সে ঔষধ প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। উৎকোচ গ্রহণ প্রথা বহুকাল প্রচলিত ব্যাধি, ইহা এখন মানুষের স্বভাবের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এ ব্যাধির উপশম হওয়া সহজ কথা নহে। বহুদিনের পীড়া একদিনে কখনই ভাল হইতে পারে না।

এই উৎকোচগ্রহীতা রোগ শনৈঃ শনৈঃ বেগে মানুষের হৃদয় ক্রমে অধিকার করিয়াছে। ... সর্ব শ্রেণীর সর্ব সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেই ইহার আধিপত্য। এতদ্বারা দেশের ও জনসমাজের মহা অনিষ্ট সাধন হইতেছে অথচ ইহার দিকে দেশের গণ্যমান্য ধুরন্ধর ব্যক্তিসকল, দেশীয় সংবাদপত্রের লেখকসকল, সমাজসংস্কারক ভ্রাতৃগণ সকলেই উদাসীন ...। এই মহা অনিষ্টকর প্রথার অপকারিতা প্রকৃতপক্ষে লোকের হৃদয়ঙ্গম; মৃত বাঙ্গালীর কখন ইহাবারও আশা নাই।

উৎকোচে না করিতেছে কি? ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া দেশে অন্যায় অবিচার স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, প্রবল অত্যাচারীকে প্রশ্রয় দিয়া নিরপরাধী দরিদ্রের রক্তশোষণ করিতেছে।

আজকাল বঙ্গদেশে জাতীয় মহাসমিতির কথা শুনিতে পাই, অনেক বড় বড় বিষয় এই সমিতির আলোচ্য। কিন্তু কৈ, কয়জন লোকে দেশের এই মহাপাতকের বিষয় চিন্তা করিতেছেন? ... উপরি অঙ্ক লাভ না করিতে পারিলে আর মানুষ আজকাল সমাজে মান্যগণ্য হন না। যিনি উপরি অঙ্ক লইয়া সমাজে ধুমধাম করিতে পারিলেন, তিনিই মানুষ; সমাজ তাহারই পদাবনত।

এই জ্বাজ্বল্যমান কুদৃষ্টান্ত আরও কুফল প্রসব করিতেছে; সাধুর সদুপদেশ, দণ্ডবিধির শাসন ইহার সমক্ষে কিছুই ফলপ্রদ হইতেছে না।...

৩০ আশ্বিন ৩য় দশাহ ১২৯৮ / ১৬ অক্টোবর ১৮৯১ / ২ ভাগ ১৮ সংখ্যা

পুলিশের অত্যাচার

[বিবিধ সম্বাদ]

কলিকাতার ফেনিক বাজার থানার নিকট দিয়া একজন খৃষ্টিয়ান মহিলা কার্যস্থানে যাতায়াত করিতেন; ঐ থানার বাবুরা মহিলাটির প্রতি ঠাট্টাবিদ্রূপ করায় তিনি স্বামীকে গিয়া সবিশেষ বলিয়া দেন। স্বামী ঘটনার আদ্যোপান্ত জানিবার জন্য নিকটস্থ দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন এমন সময় থানার মুন্সি ও জমাদার তাহাকে ধরিয়া গুরুতর প্রহার করেন। পুলিশের বিরুদ্ধে নালিশ হইয়াছে। মোকদ্দমা এখন বিচারাধীন।

২০ জ্যৈষ্ঠ ২য় দশাহ ১২৯৮ / ২ জুন ১৮৯১ / ২ ভাগ ৫ সংখ্যা

ভাবিবার কথা

[সম্পাদকীয় মন্তব্য]

দশ বৎসর পূর্বে হিন্দু-মুসলমানে এই বঙ্গে যে রূপ পিরীত প্রণয় ছিল, এইক্ষণ তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে। শত্রুতার ভাব যেন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। যতই শিক্ষার পথ পরিষ্কার হইতেছে, বিদ্বেষভাব, বিকারভাব, হিংসার ভাব ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙ্গালা নাটক, উপন্যাস, পাঠ্যপুস্তক, সংবাদপত্রিকা প্রভৃতিতে ঐ রূপ বিদ্বেষভাব থাকাও শত্রুতার এক প্রধান কারণ। যত দিন হিন্দু-ভ্রাতৃগণ ঐ বিষয়টা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিবেন, তত দিন হিন্দুমুসলমানে পরস্পরে অন্তরের সহিত কখনই সোণায় সোহাগার ন্যায় মিল হইবে না। কতকগুলি হিন্দু অভিমাত্রী গ্রন্থকার এবং পত্রিকার সম্পাদক ইহারাই হইতেছেন এই মনোমালিন্যের মূল এবং আমাদের মতে ভারতের কণ্টক। যদি যুক্তিতে এ কথা প্রমাণিত করে যে, ভারতের হিন্দুমুসলমানের মনে মুখে মিলন ভারতের পক্ষে অকল্যাণ, তবে যেটুকু মিশামিশি ভাব প্রকাশ্যে দেখা যায়, সেটুকুও না থাকা ভাল। আর যদি মিলনই শ্রেয়ঃ হয়, তবে পূর্বে যাহা হইয়াছে, তাহা সংশোধনের চেষ্টা আবশ্যিক, ভবিষ্যতে সতর্ক হওয়াও যুক্তিসঙ্গত। ক্রমে এমন দিন আসিবে যে, মুসলমানগণ ঐ সকল লেখার প্রতি লাইনে ২ প্রতিবাদ করিবে। সে সময়ের শত্রুতাও দূর, বন্ধুতাও সুদূর। যিনি যাহাই ভাবুন, আমরা বলি যে হিন্দুমুসলমান উভয়েই সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরে না যান। ভারতে উভয় জাতির ক্ষমতাই সমান।

৩০ জ্যৈষ্ঠ ৩য় দশাহ ১২৯৮ / ১২ জুন ১৮৯১ / ২ ভাগ ৬ সংখ্যা

সম্পাদকীয় মন্তব্য
[হিন্দু-মুসলমান]

আজকাল হিন্দুমুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য বিশেষরূপে ঘটিয়াছে বলিয়া অনেক সহযোগীই মর্মে আঘাত পাইয়া নানা প্রকার দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদের কথা শুনা যায়, সে বিবাদে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। কারণ, যাঁহারা দলপতি, যাঁহারা উভয় জাতিমধ্যে গণনীয় এবং মাননীয়, তাঁহাদের মধ্যে এ বিবাদের নামও নাই। কোন ২ সহযোগী বলিতেছেন, উভয় দলের নিষ্কর্মা টোড়ার দলই এই বিবাদের মূল। দুঃখের কথা এই যে, কোন ২ শিক্ষিত মহোদয়ও ঐ দলে যোগ দিয়া একটা ছলুছল ব্যাপার বাধাইবার চেষ্টায় আছেন। এ কথা আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না। ভাবত স্পষ্টত আমরাও কোন ২ স্থানে ইহার নমুনা পাইয়াছি। কিন্তু বিশেষ তত্ত্ব এবং সন্ধান জানিয়াছি, যাঁহারা এই বিবাদ বাধাইতে চেষ্টায় আছেন, তাঁহারা বহরুপী। স্বার্থই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। হয় ত কোন সহযোগী মুসলমানকে ম্লেচ্ছ ইত্যাদি সম্বোধনে ভালবাসিয়া গোঁড়ার দলে বাহবা লইতেছেন। আবার সেই প্রকার কোন মুসলমান সহযোগী গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হিন্দুর উপরে কড়া কড়া বোল ঝাড়িতেছেন। যাঁহারা হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা ঐ সকল হিংসাপূর্ণ ভাব, স্বার্থময় আভাষ, কপটতাপূর্ণ উপদেশ যে না বুঝিতেছেন তাহা নহে। তাই আমরা এখনও বলিতেছি, কোন আশঙ্কা নাই। বঙ্গে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাংঘাতিক শত্রুভাব নাই।

১৫ কার্তিক ১ম পক্ষ ১২৯৭/ ৩১ অক্টোবর ১৮৯০/ ১ম ভাগ ১৩ সংখ্যা.

হিন্দু মুসলমান
[সম্পাদকীয় মন্তব্য]

আজকাল নানা স্থানেই হিন্দুমুসলমানে লাঠালাঠি মারামারি হইতেছে। যে যে স্থানে উভয়ের বীরপনা প্রকাশ হইতেছে, কেবল ধর্ম লইয়া, ধর্মভাব যেন পূর্ব হইতে কিছু বেশী হইয়াছে। স্ব স্ব জাতীয় সম্বন্ধ [স্বত্ব] রক্ষার ভাব যেন, সজীব ভাব ধারণ করিয়াছে। আমরা ভাবিয়াছিলাম শিক্ষিত দলের মধ্যে এরূপ মনোমালিন্য ভাব দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হয় নাই। এখন দেখিতেছি যে, শিক্ষিত দলের উত্তেজনা, সভাসমিতির কল্যাণে উভয় জাতি মধ্যেই যেন নবজীবন লাভের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক দেশহিতৈষী, দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, ভারতের জীবন মহোদয়গণ সতর্ক হউন, যাহাতে হিন্দুমুসলমানে বিরোধ না জন্মে, হঠাৎ কলহ উপস্থিত না হয়। উভয় দলের নেতাগণ সমীপে আমরা করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনা আপনার মধ্যে লড়াই করিয়া আর পরস্পরে মারা না পড়ি। আমরা বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি, যে ২ স্থানে ধর্ম সম্বন্ধে সভাসমিতি আছে, সেই ২ স্থানে হিন্দুমুসলমান সম্মিলনী নামে সভা স্থাপন হউক। হিন্দুমুসলমান উভয়ে একত্র হইয়া মিলিয়া মিশিয়া দেশহিতকর কার্যে মনোনিবেশ করুন। ভ্রাতৃত্ব যাহাতে

পরস্পর বৃদ্ধি হয় তাহারও সদুপায় উভয়ে চিন্তা করুন। এরূপ বিবাদের পরিণাম ফল বড়ই শোচনীয়।

১০ ভাদ্র ১ম দশাহ ১২৯৮ / ২৬ আগস্ট ১৮৯১ / ২ ভাগ ১৩ সংখ্যা

রাজভক্ত মুসলমান [সম্পাদকীয় মন্তব্য]

রাজভক্ত মুসলমান—এ কথা নূতন নহে, অত্যাশ্চর্য্যও নহে। হিন্দু-মুসলমানে স্থানে স্থানে বিবাদ বিসম্বাদ হইতেছে, কোন ২ বিজ্ঞ সহযোগী বলিতেছেন, এ বিবাদ ক্রমে আরও বদ্ধমূল হইবে। যদি মুসলমানের ধর্ম্মকর্ম্মে বাধাবিঘ্ন ঘটে, আমরা সেই আশঙ্কাতেই গতবারে উভয় ভ্রাতৃগণ সমীপে প্রার্থনা করিয়াছি, অন্য ২ সভাসমিতির সঙ্গে হিন্দুমুসলমান সম্মিলনী সভা স্থায়ীরূপে স্থাপিত হইলে উভয়েরই মঙ্গল। আর রাজভক্ত কথাটার মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে যাহাতে রক্ষা পায়, তৎপত্তি মুসলমান ভ্রাতাগণের সর্ব্বদা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাও কর্তব্য। আমরা মহারাজা, রাজা, রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর ভারতনক্ষত্র উপাধি অপেক্ষা রাজভক্ত পদমর্যাদা অতি উচ্চ মনে করি।

৩০ ভাদ্র ৩য় দশাহ ১২৯৮ / ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯১ / ২ ভাগ ১৫ সংখ্যা

মুসলমান সমাজের উন্নতি

... বিশ বৎসর পূর্বে, মফস্বলে কোন সভার নাম শুনা যায় নাই। এইক্ষণ ঈশ্বর ইচ্ছায় খুজিলে বঙ্গের প্রায় জিলায় মুসলমান সমাজের এক একটি সভার নাম শুনা যায়, দেখাও যায়। ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। মুসলমান সমাজের—বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের এ কম গৌরবের কথা নহে। বর্তমান সময়ে বঙ্গবাসী মুসলমান সমাজ যে ভাবে চলিয়াছে, তাহাতে কোন শক্তি নাই, কোনরূপ ক্ষমতা নাই, এ কথা কোন জাতি স্বীকার করিতে পারেন না। দেখিতে হইবে, এই সামাজিক বল কোন শ্রেণীর মুসলমান দ্বারা গঠিত হইয়াছে? কাহার ইহার নেতা? জমিদার শ্রেণীর মুসলমান সাহেবগণের দৃষ্টি এ দিকে তত নাই। তবে যে দুই একজননের নাম দেখা যায়, সে কেবল নাম কিনিতে। হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে কোন জমিদার শ্রেণী, সামাজিক উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি, বঙ্গীয় মুসলমানের উন্নতিকল্পে আজ পর্য্যন্ত যোগদান করেন নাই। তাঁহাদের যোগদান করাও স্বভাবের বিপরীত। কোন দেশে কোন পতিত জাতিমধ্যে দেখা যায় না যে, মধ্যবর্ত্তি অর্থহীন সহায়সম্পত্তিহীন লোক ব্যতীত, কোন সমাজ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। যাঁহারা কার্য্য করিবার, তাঁহারাই করিতেছেন। যাহা কিছু হইবে তাহা ইহাদের দ্বারাই হইবে। জমিদার শ্রেণীর আশা বৃথা, বড় লোকের কথা, প্রায়শঃ কথারই কথা।

এখন আমাদের বল, আমাদের সাহস, আমাদের ভরসা, মধ্যবর্ত্তি মধ্যশ্রেণীর মুসলমান। যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা—এই মধ্যশ্রেণীর একতা সম্যক প্রকারে বাঞ্ছনীয়। মধ্যশ্রেণী একতাসূত্রে আবদ্ধ হইলে, উপরের শ্রেণী নিম্নশ্রেণীকে বাধ্য হইয়া যোগ না দিয়া উপায় নাই। প্রতি কার্য্যে মধ্যশ্রেণীর সাহায্যের আবশ্যক। আগ্রহ সহকারে যাঁহারা যোগ দিবেন, সে

স্বতন্ত্র কথা। বড় লোকের ধর্মভয় নাই। মুসলমান জমিদারকে কে সাহস করিয়া দুটি কথা স্বাধীনভাবে বলিবে। কারণ সকলেই প্রত্যাশী সকলেই আশা করে। ... কে আপন স্বার্থে ব্যাঘাত জন্মায়? ... বাধ্য হইয়া নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করে। যত উপদেশ যত কথা সহায়হীন লইয়া দীনদুঃখী দরিদ্র লইয়া। আমরা প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি, আমাদের ভিত্তি নাই, মূল দৃঢ় নাই। মধ্যশ্রেণীই যখন আমাদের অবলম্বন, মধ্যশ্রেণীই যখন আমাদের আশাভরসা, তখন সেই শ্রেণীর দিকে সর্বপ্রাণে লক্ষ্য করিয়া তাহার উন্নতি, অভাব, দৃঢ়তা, যাহা যাহা প্রয়োজন, ক্রমে সাধিত হইতে থাকুক। ... — মীর মশাররফ হোসেন।

২০ আশ্বিন ১২৯৮ / ৪ আগস্ট ১৮৯১ / ২ ভাগ ১১ সংখ্যা

অর্থনীতি প্রসঙ্গ

অর্থচিন্তা

আমাদের মত অপদার্থ জাতি আর জগতে নাই। ... একমুষ্টি অন্নের জন্য আমরা দেশে বসিয়া কত অপমান কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছি, তবুও লজ্জা নাই। এই ত দলে ২ কত বলিষ্ঠকায় শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত যুবক সামান্য চাকুরীর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, ইহাদের কি স্বাধীন ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জনের কোন উপায় নাই? উপায় অনেক আছে, নাই কেবল চেপ্টা ও উদ্যোগ। চেপ্টা ও উদ্যোগবিহীন হইয়াই বাঙ্গালী জাতি দিন ২ অধঃপাতে যাইতেছে, দাসত্ব মিষ্ট লাগিতেছে। ... আমরা দিন ২ আমাদের আত্মসম্মান জ্ঞান হারাইতেছি। এখন ১৫/২০ টাকার চাকুরীর জন্য একজন ভদ্রযুবককে যেরূপ নীচ কাজ করিতে দেখা যায়, পূর্বে এরূপ ছিল না। এখন কোনও যুবক যদি চাকুরী পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, চারিদিক হইতে তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে এরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন। ... প্রত্যেক হৃদয়বান স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিমানেরই কর্তব্য স্বদেশবাসীর দারিদ্র্য মোচন করা, নতুবা কিছুতেই কিছু হইবে না। দেশের অবস্থা দেখিলে চক্ষে জল আইসে। কত ভদ্র পরিবার, কত কৃষক পরিবার অনাহারে ও অল্লাহ্বারে শীর্ণকায়! ধান্য অতি দুর্মূল্য; ধান্য কিনিয়া ২ গৃহস্থ হয়রাণ হইয়াছে, আর সংসার চালাইতে পারিতেছে না। আমাদের সোনার সংসার সকল দুঃখের আগার হইতেছে। ...

এখন কি উপায়ে আমাদের স্বদেশবাসী সুখী হয়, কি উপায়ে তাহাদের জঠরাগ্নি নির্বাপিত হয়। ইহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিমানেরই চিন্তার বিষয়। আমাদের দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রথমতঃ দেখা যায়—কৃষিকার্য্যের প্রতি সাধারণের অনাস্থা। সাধারণ গৃহস্থের ছেলে যাই একটু লেখাপড়া শিখিতেছে, অমনি চাকুরী ২ করিয়া ঘুরিতেছে। কৃষিকার্য্যের উপর খুব সামান্য লোকেরই মনোযোগ দেখা যায়। অশিক্ষিত কৃষক পুরাতন প্রণালী অনুসারে যাহা কিছু উৎপন্ন করিতেছে, তাহাতে দেশের অভাব দূর হইতেছে না। আমাদের দেশে যে জমি আছে, তাহাই যদি নূতন যন্ত্রাদি দ্বারা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে চাষ করা যায়, তাহা হইতেই প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে পারে ও দেশের কষ্ট দূর হইতে পারে। শিক্ষিত যুবকেরা এ দিকে একটু মনোযোগ করিলেই দেশের এই প্রধান অভাবটী সহজেই দূর হইতে পারে। সকল বিষয়েই গবর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে সে জাতির কখনই উন্নতি হইবে না। অবশ্য গবর্ণমেন্টের কর্তব্য

প্রজাবর্গকে সুখে রাখা; কিন্তু তাহা বলিয়া যে প্রজাগণ নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, ইহা কখনই আশা করা উচিত নহে।

২০ বৈশাখ ২য় পক্ষ ১২৯৮ / ২ মে ১৮৯১ / ২ ভাগ ২ সংখ্যা

সম্পাদকীয় মন্তব্য
[প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রজা ও জমিদার]

এ বৎসর তেমন বন্যা হয় নাই; অধিক কি, অনেক স্থানে জলাভাবে আমন ধানেরও বিস্তর ক্ষতি। কিন্তু এই সামান্য বর্ষাতেও কুমারখালীর অধীন চড়ইকোল, শিবরামপুর, বুজরুকবাঁকই, ভবানীপুর, পুঠিয়া প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামের ধান্য বলিতে নাই, জলে ডুবিয়া গিয়াছে। এই সকল গ্রামের প্রধান ফসল ধান ও কোষ্ঠা; তাহা সমূলে নষ্ট। আর গরিব চাষাদের কি উপায় আছে? এই সকল গ্রাম নিম্নভূমি; মাঠে চাষ আবাদের সময় জল নিঃসরণ হয় না; শেষে বিলম্বে শস্য বপন হয়। ধান, কোষ্ঠা বড় হইতে না হইতেই জলপ্রাবন। ... প্রায় ১৫/১৬ খানি গ্রামের লোকের ভয়ানক অন্নকষ্ট। কেবল গোবর দুধ বিক্রয় করিয়া অর্দ্ধানশনে ও কখন অনশনে ইহারা জীবনযাপন করিতেছে। কর্তৃপক্ষগণ শুদ্ধ ভূমিতে থাকিয়া কি ইহাদের তত্ত্ব লইবেন না? ইহাদের কষ্ট নিবারণের বিলক্ষণ উপায় আছে, অভাব—যত্ন। দরিদ্র চাষাগণ শরীর দিয়া খাটিতে ও তাহাদের সাধ্যাধিক অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তুত। কোন সদাশয় ব্যক্তি ইহাদের হিতৈষী বন্ধু ও নেতা হইয়া প্রায় ১০০০ টাকা ব্যয়ে একটি খাল কাটিয়া দিলেই ইহাদের সকল অভাব দূর হইয়া এই সকল বিস্তীর্ণ প্রান্তরের শস্য রক্ষা হইতে পারে। খাল দিয়া চাষ আবাদের সময় জল নিঃসরণ হইলেই যথাসময়ে শস্য হইয়া বর্ষার আগ্রহেই ফসল পাইতে পারে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নড়াইলের জমিদার এই সকল গ্রামের মালিক। ইহারা ১০০০ টাকা দিতে পারেন না? প্রজাগণ ক্রমে দেশছাড়া হইতে চলিল, খাজানা আদায়ের কোনই সংস্থান নাই। ইহারা ভিক্ষা করিয়া খাজানা দিবে, এই কি জমিদারের ইচ্ছা? প্রজাগণ ছোটলাট বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছে। তাহাদের ক্রন্দন তাঁহার কর্ণে গিয়াছে কিনা জানি না। ...

২০ ভাদ্র ২য় দশাহ ১২৯৮ / ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯১ / ২ ভাগ ১৪ সংখ্যা

লাটের খাজনা
[সম্পাদকীয় মন্তব্য]

লাটের খাজনা—চারি কিস্তিতে আদায় না হইয়া দুই কিস্তিতে আদায় হওয়ার একটা কথা উঠিয়াছে। যাহাই হউক, কিন্তু আঘাটের কিস্তিটা বড়ই কষ্টকর। চারি ভাগিয়া দুই কি তিন হউক ক্ষতি নাই, আঘাট মাসের কিস্তিটা না থাকাই ভাল।

১০ পৌষ ১ম দশাহ ১২৯৮ / ২৪ ডিসেম্বর ১৮৯১ / ২ ভাগ ১৯ সংখ্যা

শস্যকর বা রাজস্ব

ভূম্যধিকারী ও প্রজা এ কথা এ দেশে নূতন নহে। রাজা প্রকৃত ভূম্যধিকারী, তাঁহার অধীন জমিদার, তালুকদার, কৃষক ভূমির দখল সংস্ঠ সকলেই প্রজা। ভূমি লইয়াই রাজার রাজত্ব সুতরাং ভূমির জন্য রাজার অবশ্যই কিছু না কিছু প্রাপ্য আছে। রাজার সুখসমৃদ্ধি ও রাজ্যশাসন ইত্যাদি ব্যয়ভার অবশ্যই ভূমির উপর বর্ত্তিবার কথা এবং ভূমির উপস্বত্বভোগী ব্যক্তিগণ সেই ব্যয়ভার বহন করিতে বাধ্য। ভূমির উপর সংস্থাপিত দেয় এই ব্যয়ভারই রাজস্ব বা কর। ভূমির উপস্বত্বভোগী ব্যক্তিগণের শেষ আপীল ভূমির নিকট। ... সুতরাং ভূমি সর্বোপরি আবশ্যকীয় জিনিস; এই ভূমি লইয়া রাজার রাজত্ব প্রজার গৌরব ও সম্পত্তি। পূর্বকালে হিন্দু রাজা ও মুসলমান রাজাদিগের আমলে রাজার প্রাপ্য কর অধিকাংশ স্থলে ভূমির উৎপন্ন উপস্বত্বের অংশ হইতে গৃহীত হইত; প্রজার পরিশ্রম ও ব্যয় ও উৎপন্নের অবস্থা দৃষ্টে এই করের জন্য অংশ নির্দিষ্ট ছিল। ... বাঙ্গালায় ভূম্যধিকারীগণ প্রজার নিকট শস্যকর লয়েন না; কিন্তু খামারের জমি বর্গা বিলিতে চাখ আবাদ হইয়া করস্বরূপ অর্দ্ধাংশ শস্য ভূম্যধিকারী লওয়ার প্রথা এদেশে বিশেষ প্রচলিত আছে। শস্যকর প্রণালী একদিকে সর্ব্বাসুন্দর হইলে অন্য দিকে ইহাতে অসুবিধাও আছে। শস্য জন্মিলেই ভূম্যধিকারী পাইলেন, না জন্মিলে কিছুই পাইলেন না সুতরাং অর্থাভাবে রাজ্যশাসন বন্ধ হইবার কথা। ... শস্যোৎপাদন ব্যতীত জীবপ্রবাহ রক্ষা হইতে পারে না; সুতরাং তাহা অবশ্য কর্তব্য মনে করিয়াই পূর্বকালে মহামনীষী সম্পন্ন মহাত্মাগণ শস্যকরের ব্যবস্থা স্থির করেন। কারণ শস্যকরের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলে রাজা ভূমির উৎকর্ষ সাধন ও শস্যোৎপাদনের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই পারেন না; না করিলে শস্যভাবে তাঁহারই ক্ষতি—রাজ্যশাসন ও নিজ সুখসমৃদ্ধির ব্যয়ভার সংকুলনের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। এই জন্যই পূর্বকালে ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রাজা ও প্রজা উভয়েই ভূমির উৎকর্ষ সাধন ও শস্যোৎপাদন জন্য সমভাবে মনোযোগী হইতেন। তজ্জন্যই সেকালে রাজাপ্রজার উভয়েরই সুখ ছিল। ... রাজা নিজ কর্তব্যে শিথিল হইলেন, স্বার্থপরতা অমনি আসিয়া রাজার অন্তঃকরণ অধিকার করিল; রাজা ভূমির উৎকর্ষ ও শস্যোৎপাদনের উন্নতির ভার একা প্রজাকে দিয়া শস্যকরের পরিবর্তে নগদ টাকা করস্বরূপ নির্দিষ্ট হারে দাবি করিলেন; শস্য হইলেও রাজা তাহাই পাইবেন, না হইলেও রাজার তাহাই প্রাপ্য।

৩০ আষাঢ় ৩য় দশাহ ১২৯৮ / ১৩ জুলাই ১৮৯১ / ২ ভাগ ৯ সংখ্যা

বিলাতী দ্রব্যপরিহার

[সম্পাদকীয় মন্তব্য]

বিলাতী দ্রব্যপরিহার—মাননীয় সহযোগী বঙ্গবাসীর প্রস্তাব আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। দেশের ছেলে দেশের জিনিশে আদর না করিলে, দেশের জিনিশ ভাল না বাসিলে তাহাকে নিমকহারাম ভিন্ন কি বলা যায়? আমরা বিলাতী নামে পাগল। বিলাতী ইঁদুর ভালবাসি, বিলাতী

কুকুর পর্য্যন্ত কোলে করিয়া, তাহার মুখে চুমা দেই। যত দিন আমরা আপন মর্য্যাদা না বুঝিব, আপন দেশকে আপন বলিয়া না ভাবিব, তত দিন আমাদের ভাল নাই।

৩০ বৈশাখ ৩য় দশাহ ১২৯৮ / ১২ মে ১৮৯১ / ২ ভাগ ৩ সংখ্যা

কলের চিনি [সম্পাদকীয় মন্তব্য]

কলের চিনি—যে উপায়েই তিনি পরিষ্কার করা হউক তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, শুকরের হাড়, গরুর হাড়, মানুষের হাড়, কুকুরের হাড়, শৃগালের হাড় নানা প্রকারের হাড়ের সার অংশে এই চিনি পরিষ্কার হইতেছে। মিষ্টির ভাগ অতি কম। এই চিনির দ্বারা কত প্রকারের মেঠাই, ইংরাজী দোকানে, বাঙ্গালীর দোকানে প্রস্তুত হইতেছে, জানিয়া শুনিয়া দেখিয়াও আমরা ঐ চিনি ব্যবহার করিতেছি। মিষ্টান্ন সকল উদরে পুরিতেছি। ধর্ম্মমতে সিদ্ধ বা অসিদ্ধ, সে কথা লইয়া তর্কবিতর্ক করা আমাদের ইচ্ছা নহে। আমরা বলি যে, এই কলের চিনি ব্যবহার না করিলে বোধ হয় আমাদের কোনরূপ ক্ষতির কারণ নাই। —আসুন ভ্রাতৃগণ সকলে মিলিয়া কথা স্থির করি যে, পারতপক্ষে কলের চিনি ব্যবহার করিব না। কাশীর চিনির গুণ কে না জানে? ভারতের অন্যান্য স্থানেও চিনি প্রস্তুত হয়, কোন অংশেই দেশী চিনি নিন্দনীয় নহে। বরং কলের চিনি এক সের পরিমাণে যে কার্য্য করিবে, দেশীয় চিনি সে স্থানে অর্দ্ধ সেরের বেশী কিছুতেই আবশ্যক হইবে না। প্রথম এই চিনির বিষয়টাই কেন ধরি না! ইহাতেই কেন হৃদয়ের বল, মনের বল বুঝি না। আসুন সকলেই স্থির করি যে, কলের চিনি আমরা ব্যবহার করিব না।

৩০ বৈশাখ ৩য় দশাহ ১২৯৮ / ১২ মে ১৮৯১ / ২ ভাগ ৩ সংখ্যা

ইনকম্ ট্যাক্স

ইনকম্ ট্যাক্স দেখিতে দেখিতে একটি ভয়াবহ জিনিস হইয়া উঠিল। এতদ্বারা যে কেবল এ দেশের অর্থশোষণ হইবে; এমত নহে, তৎসহ অনেক ব্যবসা সম্বন্ধীয় উন্নতির পথ অনায়াসেই রুদ্ধ হইবে। এই ট্যাক্সের আবশ্যকতার মূলে গবর্ণমেন্টের টাকার আবশ্যকতা ব্যতীত ট্যাক্স-দাতাগণের বিশেষ হিতকর কোন উদ্দেশ্য দৃষ্ট হয় না। সে যাহা হউক এই ট্যাক্স যে প্রণালীতে ধার্য্য হয় তাহা অতীব আপত্তিজনক। আসেসর বাবু আপন সুবিধানুসারে দুইএক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া বা না করিয়া আপন খুসিতে এক তরফা ট্যাক্স ধার্য্য করেন, তাহাই চূড়ান্ত হইয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি রহিয়াছে! বর্ত্তমান বর্ষে কুষ্টিয়ার একজন উকীলের ট্যাক্স ১০ দশ টাকা হইতে ১৫ টাকা হইল; তাহাতে তাহার আপত্তি থাকুক বা না থাকুক ঐ ট্যাক্স ন্যায্য বা অন্য্য্য হউক সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সে বেচারী জানিতে পারিল না কে ট্যাক্স ধরিল, কখন ধরিল। টাকা দেওয়ার সময় মাত্র একটা কথা জানিতে পারিল যে তাহাকে ঐ হারে ট্যাক্স

দিতে হইবে, চূড়ান্ত ক্ষুদ্র হইয়াছে তাহা আর খণ্ডন হইবে না। অতি অল্প দিন হইল কাটগজরার শ্রীনাথ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির ১০ টাকা ধার্য হইয়া নোটিশ জারি হইল। সে ত অবাক। সামান্য গোয়ালী দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিয়া কষ্টেস্টে জীবিকানির্বাহ করে। মাসিক ১০ টাকা আয় কি না সন্দেহ। ... মূল কথা নিতান্ত খামখেয়ালী করিয়া যে ট্যাক্স ধার্য হয় তৎপ্রতি কাহারও সন্দেহ নাই। ...

... আর একটি ভয়ানক কথা এই যে ট্যাক্স একবার ধার্য হইলে কমিবে না, উহা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে এই মন্তব্যই সর্বনাশের মূল হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরে দেখিলাম ট্যাক্স বাড়িয়াই চলিল। ... কর্তৃপক্ষের যদি এই গুপ্ত অভিসন্ধি হয় তবে আমরা ইংরাজ রাজত্বে টিকিতে পারি কৈ? এ ট্যাক্সটি “খেদান নয় উঠান চবা” হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেরূপ ট্যাক্স বৃদ্ধি চলিতেছে ইহাতে নিশ্চয়ই দাসত্ব করিয়া—জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া এই ট্যাক্স দিতে হইবে। ইহার ভয়ে কেহ সামান্য দোকান ও কারবার করিতে সাহসী হয় না, পাছে এই ট্যাক্সযন্ত্রে নিষ্পেষিত হয়। ব্যবসায়ের সূত্রপাতে এই ট্যাক্স ভীষণ বাধা জন্মাইয়া ঘোর অনিষ্টোৎপত্তি কারণ হইয়াছে। ... আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা করি ইনকম্ ট্যাক্স ধার্যের ন্যূনতম আয় যাহা ইংলন্ডে প্রচলিত এ দেশেও তাহাই হউক, অর্থাৎ ১৫০০ টাকার নিম্ন আয় ট্যাক্স ধার্য হউক, এ দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বড়ই শোচনীয়। বাঙ্গালীর আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী। অর্থব্যবহারে ইহারা বড়ই অদূরদর্শী। ইংরেজ তুলনায় ইহাদের প্রতি কোন কঠিন ব্যবস্থা হইবার কারণ নাই। ১৫০০ টাকার নিম্ন আয়ের সংখ্যা ধরিয়া ট্যাক্স রহিত করিলে কোন আপত্তি থাকিবে না। দেশও রক্ষা হইবে।

১৫ কার্তিক ১ম পক্ষ ১২৯৭ / ৩১ অক্টোবর ১৮৯০ / ১ম ভাগ ১৩ সংখ্যা

শিক্ষা প্রসঙ্গ

স্ত্রী শিক্ষা

[কুষ্টিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে জনৈক বালিকা রচিত]

আজকাল এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিলক্ষণ আদর হইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে ভারতবাসীদের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, স্ত্রীলোকেরা কেবল সংসারের কাজ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের অন্য শিক্ষার আবশ্যক নাই। কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় এখন তাহাদের যে ভ্রম ক্রমে ২ দূর হইতেছে। এখন যাহাতে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয়, প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই সেই ইচ্ছা হইয়াছে। ... স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কত কথা উঠিতেছে, কত লোকে কত ঠাট্টাবিদ্রুপ করিতেছে; কিন্তু কালের অপ্রতিহত প্রভাবে সকলই ভাসিয়া যাইতেছে।

অশিক্ষিত পুরুষগণ স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ বিরোধী। তাহারা মনে করেন স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে তাহাদের চক্ষু ফুটিবে। তাহারা আপনাদের ন্যায্য অধিকার চাহিবে; তাহা হইলে তাহাদের উপর অনর্থক প্রভুত্ব খাটাইতে পারিবেন না; অতএব তাহাদের লেখাপড়া শিখিবার আবশ্যক নাই। ... কিন্তু তাহারা বিবেচনা করেন না যে, স্ত্রীজাতির উন্নতি না হইলে তাহাদের উন্নতি হইবে না। এক অঙ্গে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইলে, অপর অঙ্গ কি প্রকারে কার্যক্ষম হইবে? সুশিক্ষিতা মাতা না হইলে সুপুত্র কিরূপে হইবে? ... স্ত্রী যদি সুশিক্ষিতা হয়, তবে স্বামী যে কত সুখী হন,

তাহা স্বামীমাত্রেই ভ্রাত আছেন। অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা হিংসা ও কলহ করিয়া সুখের সংসারে অশান্তি আনিয়া উপস্থিত করেন। তাহারা যদি উপযুক্তরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে আর তাহাদের স্বামী কিনা পিতার সে যত্ননা ভোগ করিতে হইত না। তবে ... কেবল লেখাপড়া শিখিলেই যে শিক্ষিতা হইবে ইহা নিতান্ত ভ্রম। প্রকৃত সংশিক্ষা যাহাকে বলে, তাহা সামান্য লেখাপড়া শিখিলে হয়। বিদ্যার সহিত বিনয়, নম্রতা, দয়া, সত্যপ্রিয়তা, নিরহঙ্কার, মেহ, পরোপকারিতা প্রভৃতি সদগুণ থাকিলে তাহাকে শিক্ষিত বলা যায়। ...

.... স্ত্রীলোকেরা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া গৃহকার্য, সন্তান প্রতিপালন ও যথাসাধ্য দেশের উপকার এবং স্বামীর সহায়তা করিবে, ইহাই নারী জীবনের উদ্দেশ্য। ইংরেজ জাতি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী, তাহাদের চেষ্টায় ও এ দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকের যত্নে আজকাল স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতেছে এবং ইহা আশা করা যায় যে, কালে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সমকক্ষ হইয়া সকল বিষয়ে তাহাদের সহায়তা করিয়া সহধর্মিণী নামের সার্থকতা করিবেন।

২০ জ্যৈষ্ঠ ২য় দশাহ ১২৯৮/ ২ জুন ১৮৯১/ ২ ভাগ ৫ সংখ্যা

সম্পাদকীয় মন্তব্য

[চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় নারী]

এবার ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে নিম্নলিখিত ৮টি মহিলা ডাক্তারী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মিকা ও খ্রীষ্টান। ইহারা ক্রমে ২/১টি করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রের দ্বার এ দেশের নারীগণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন। স্ত্রী-ডাক্তার অভাবে এ দেশের একটি গুরুতর অভাব রহিয়াছে। শিক্ষিতা বঙ্গমহিলাগণ তাহা দূর করিবেন। স্ত্রীশিক্ষা বহুদিন হইল আশানুরূপ না হউক, এ দেশে ক্রমে প্রচারিত হইতেছে; কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত ফল এক্ষণে কয়টি আমরা এতদিন কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাইয়াছি? এ দেশের স্ত্রীশিক্ষা প্রায়ই দুই একখান পুস্তকপঠন ও চিঠিপত্র লিখনে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। যে সকল মহাত্মাগণের যত্নে তাহাদের কর্তৃত্বাধীনে রমণীগণ এ দেশের প্রকৃত অভাব মোচন করিতে যত্নশীল হইয়াছেন, আমরা ঐকান্তিক মনে তাহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা স্ত্রীলোক দ্বারা কতদূর বাঞ্ছনীয় তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। অস্তঃপুরবাসিনী মুসলমান রমণীগণ তাহাদের ধন্যার্থ ভগিনীগণের কৃতকার্যের ও পরিশ্রমের ফলভোগ করিয়া অবশ্যই সুখী হইবেন। আমরা আশা করি তাহারাও সময়ে এই সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। মেডিকেল কলেজে ১ম বাবু মধুসূদন গুপ্ত মহাশয় শবচ্ছেদ করিয়া জ্ঞাতচ্যুত হইলেন; এখন শবচ্ছেদে পারদর্শিতা হিন্দুসমাজে একটি মহাগৌরবের কথা।

উত্তীর্ণ মহিলাগণের নাম।

(পারদর্শিতানুসারে)

৭। শ্রীমতি কৈলাসবাসিনী গুহ।

৯। বসন্তকুমারী গুহ।

- ১১। „কিরণশশী মুখোপাধ্যায়।
১৫। „হেমাঙ্গিনী দেবী।
২০। „শরৎকুমারী মিত্র।
২৭। „যাদুমণি দেবী।
৩০। „এস. এম. বিশ্বাস।

২০ শ্রাবণ ২য় দশাহ ১২৯৮/ ৪ আগস্ট ১৮৯১/ ২ ভাগ ১১ সংখ্যা

সম্পাদকীয় মন্তব্য
[সরকারের শিক্ষা-সংকোচন নীতি]

শিক্ষা বিভাগের কর্তারা নিম্নবঙ্গের গবর্ণমেন্টের সাহায্যকৃত জিলা স্কুলগুলি উঠাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। আমাদের ছোটলাট বাহাদুরও নাকি এই প্রস্তাবের অনুকূলে। তাঁহার বিবেচনায় নাকি এ সমস্ত বিদ্যালয় সরকারি সাহায্য ব্যতিরেকে স্কুলের আয় হইতে চলা উচিত। আমরা কিন্তু সন্দুষ্ট হইতে পারিলাম না।

১০ শ্রাবণ ১ম দশাহ ১২৯৮/ ২৫ জুলাই ১৮৯১/ ২ ভাগ ১০ সংখ্যা

সম্পাদকীয় মন্তব্য
[হুগলি মহসিন কলেজ বিলোপ-চেষ্টার প্রতিবাদ]

বিগত ২১ অগ্রহায়ণ তারিখের বঙ্গবাসীতে প্রকাশ হইয়াছে যে, “কলিকাতার সন্নিকটেই হুগলি। কলিকাতায় ভাল ভাল কলেজ আছে। কাজেই হুগলি কলেজ রাখা না যায়, গবর্ণমেন্টের দ্বিমত দাঁড়াইয়াছে। না রাখাই সম্ভব।” একি কথা? মহাত্মা হাজী মহসেন দত্ত সম্পত্তির আয় হইতেই হুগলি কলেজ অথবা হুগলি মাদ্রাসা। কেবল মুসলমানের শিক্ষা নিমিত্তই মহাত্মা মহসেন রাজার হস্তে বিস্তর সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন। সেই টাকার দ্বারা কয়েকটি জিলা যথা ঢাকা রাজসাহীতে মাদ্রাসা খুলিয়াছে। অনেক স্কুলে মহসেন ফণ্ডে শিক্ষার্থীর সাহায্য হইতেছে। হাজি মহসেনের বসতি স্থান ভারতবর্ষ নহে। তিনি ভিন্নদেশবাসী হইয়াও ভারতীয় মুসলমান কল্যাণে এই মহতী কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ঐ কলেজের আর একটি নাম মহসিন কলেজ। হাজি মহসেনের ২য় কীর্তি হুগলির এমামবাড়ী। তিনি যে উদ্দেশ্যে সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছিলেন, কালে তাহার অনেক লোপ হইতেছে। এখন দেখিতেছি, কলেজটাও চলিল। বঙ্গীয় মুসলমানগণ কি এ সংবাদে যথার্থই নীরব থাকিবে?

২৯ অগ্রহায়ণ ২য় পক্ষ ১২৯৭/ ১৪ ডিসেম্বর ১৮৯০/ ১ ভাগ ১৬ সংখ্যা

সম্পাদকীয় মন্তব্য
[কুষ্টিয়া লোকাল বোর্ডের শিক্ষা-সংক্রান্ত বাজেট]

কুষ্টিয়া লোকাল বোর্ডের ১৮৯১/১৮৯২ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বাজেট প্রস্তুত হইয়াছে।

নিম্ন প্রাইমেরী	২৮০
বালিকা বিদ্যালয়	৪৩২
গুরু পুরস্কারী	১৬০০
মডেল স্কুল	৩০০
মধ্যশ্রেণী ইংরাজী স্কুল	২৪২৪
উচ্চ প্রাইমেরী	৮২৮
মধ্য বাঙ্গালা স্কুল	৬২৪

বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্য অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়া আবশ্যিক। এ অঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষার আদৌ উন্নতি নাই। স্থানে ২ দুই একটি বালিকা বিদ্যালয় যাহা আছে, তাহারও অবস্থা ভাল নয়। ভরসা করি কুষ্টিয়া লোকাল বোর্ডের অধীনে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা আগামীতে বেশী দেখিব।

১০ বৈশাখ ১ম পক্ষ ১২৯৮/ ২২ এপ্রিল ১৮৯১/ ২ ভাগ ১ সংখ্যা

সম্পাদকীয় মন্তব্য
[বঙ্গীয় মুসলমান ও শিক্ষা]

বঙ্গীয় মুসলমান—ভ্রাতঃগণ! আর অনুগ্রহের ভরসায় থাকিয়া নিজ জীবন মটী করিবেন না। রাজার অনুগ্রহ আছে, ইচ্ছা আছে, দয়ার ক্রটি নাই। কিন্তু শিক্ষিত লোক না পাইলে রাজা কি করিবেন! এখন এ কথাও মীমাংসা হইল, উপযুক্ত লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আর কি? আর নিশ্চিতভাবে থাকা কেন? প্রাণপণে শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করা কর্তব্য। অনুগ্রহ কথাটা খুব ভাল, কিন্তু জাতীয় উন্নতিপথের মহাকণ্ঠক। রাজা স্পষ্ট বলিয়াছেন, উপযুক্ত পদ লাভ হইবে। এখন কিসে উপযুক্ত হওয়া যায়, সেই বিষয় চিন্তা করাই মুসলমান ভ্রাতাগণের কর্তব্য।

৩০ ভাদ্র ৩য় দশাহ ১২৯৮/ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯১/ ২ ভাগ ১৫ সংখ্যা

বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক এবং মুসলমান
[সম্পাদকীয় মন্তব্য]

মাননীয় সহযোগী সুধাকর বলিতেছেন বাঙ্গালার স্কুলপাঠশালাসমূহে যে সকল পাঠ্যপুস্তক ছাত্রদিগের পাঠের জন্য নির্দিষ্ট আছে, তাহাতে অনেক স্থানে এমন ভাব আছে যে, মুসলমানের

মনে বড়ই আঘাত লাগে। মুসলমান ছাত্রগণ বাধ্য হইয়া তাহাই কণ্ঠস্থ করে। মাননীয় সহযোগী এক “যবন” শব্দ লইয়া দুঃখ করিয়াছেন, আমরা বলিতেছি, হিন্দু লেখকগণ, কবিগণ তাঁহাদের লিখিত পুস্তকে মুসলমানকে নিতান্তই নীচভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। পাগল সাজাইতে মুসলমান, আহাম্মকের প্রমাণ করিতে হইলে মুসলমান, অত্যাচারীর চিত্র আঁকিতে মুসলমান, বিশ্বাসঘাতকের ছবি দেখাইতে হইলে মুসলমান, গালাগালি দিতে হইলেও ঐ মুসলমান। ইহার দৃষ্টান্ত বিস্তর আছে। খুঁজিতে গেলে মুসলমানের নিন্দাবিহীন হিন্দুর লিখিত পুস্তক পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। মুসলমানের লিখিত বাঙ্গালা পুস্তক এরূপ দেখা যায় না যে, বিদ্যালয়ে পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। আমরা মুসলমান লেখক মহোদয়গণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা এই একটা প্রধান অভাবমোচন-প্রতি দৃষ্টি করুন। পুস্তক থাকিলে অবশ্যই দু কথা বলা যাইতে পারে। আসলেই নাই, কায়েই যাহাদের একচেটিয়া ব্যবসা, তাঁহারা যাহা লিখিয়া দিবেন, তাহাই পাঠ করিতে হইবে। যদি কোন মুসলমান এই প্রধান অভাবমোচন করিতে বদ্ধপরিকর হন, তবে আমাদের অনুরোধ হিন্দুগণ যে ভাবে যে তুলিতে মুসলমানচিত্র আঁকিয়া সাধারণের গোচর করিয়াছেন, কোন মুসলমানের হস্ত হইতে যেন হিন্দুর ছবি সে প্রকারে অঙ্কিত না হয়। স্থূল কথা অভাবমোচন।

৩০ জ্যৈষ্ঠ ৩য় দশাহ ১২৯৮/ ১২ জুন ১৮৯১/ ২ ভাগ ৬ সংখ্যা

সম্পাদকীয় মন্তব্য

[সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা শিক্ষা প্রসঙ্গে]

কিছু দিন হইতে এফএ ও বিএ কোর্সের মধ্যে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা পুস্তক নির্দিষ্ট হয় সে জন্য চেষ্টা হইতেছিল। কিন্তু প্রস্তাবকারিগণ এ বিষয়ে বিফল মনোরথ হইয়াছেন। সিণ্ডিকেটের মিটিংএ অধিকাংশের মতে বাঙ্গালা পুস্তক নির্ধারণ অনাবশ্যক বলিয়া স্থির হইয়াছে। বাঙ্গালা পুস্তক যে এলে ও বি-এর মধ্যে স্থান পাইবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে, তবে সংস্কৃত রাখিবার প্রয়োজন কি? এ মৃত ভাষা লইয়া বৃথা সময় নষ্টের প্রয়োজন কি? বরং বাঙ্গালা আমাদের দেশের লোকের অনেক কার্যে আসে; কিন্তু সংস্কৃত এমন কি বিশেষ কোন কার্যে আসে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ছাত্রেরা পরীক্ষা দিয়া কলেজ হইতে বাহির হইয়া কোন বিষয়ে সংস্কৃতের চর্চা প্রদর্শন করেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক যে সকল বিভাগে প্রবেশ করেন, তাহাতে সংস্কৃতের কোন আবশ্যক নাই। বরং বাঙ্গালার আবশ্যক আছে। বাঙ্গালীর ছেলে “বেলা কত বেছেছে” অন্ততঃ এইরূপ হাস্যজনক কথাগুলো না বলে, এই দেখিতে চাই। যদি বাঙ্গালার প্রতি এত উপেক্ষা দেখান হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত থাকিবার কোন আবশ্যক দেখি না। যদি কেহ সংস্কৃত পড়িতে বাসনা করেন, তিনি বাড়ীতে পড়িবেন। সংস্কৃতের চর্চাও হয়, আর বাঙ্গালারও উন্নতি হয়, এই আমাদের ইচ্ছা। ইংরাজীর বিশেষ উন্নতি হয় এবং তৎসঙ্গে এ সকলেরও কিছু ২ উন্নতি হয়, এই আমাদের প্রার্থনা। অনেক বাঙ্গালীর ছেলে একটু বাঙ্গালা বলিতে ও লিখিতে গলদঘর্ম কলেবর হইয়া পড়েন, এ বড় দুঃখের বিষয়।

১০ শ্রাবণ ১ম দশাহ ১২৯৮/ ২৫ জুলাই ১৮৯১/ ২ ভাগ ১০ সংখ্যা

বিলাতে শিক্ষা
[সম্পাদকীয় মন্তব্য]

অভিভাবকশূন্য ইইয়া বিলাতে বাল্যকালে শিক্ষা করিতে যাওয়া ভারতসত্তানের পক্ষে বড়ই কঠিন কার্য্য। বিশেষ মুসলমানসত্তান। যে মুসলমানসত্তান পিতার শাসনে, আত্মীয়স্বজন অভিভাবকগণের তত্ত্বাবধানে তাড়নায় চক্ষের উপর থাকিয়া, এক পরীক্ষায় তিনবার ফেল করিয়া বসিয়া থাকেন; তাঁহারাই স্বাধীনভাবে, একা একা বিলাতে থাকিয়া আশানুরূপ কৃতকার্য হওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা। বিলাতে গিয়া প্রায় ভারতসত্তানই স্ব স্ব অবস্থা অনেকে গোপন করিয়া থাকেন। অনেকেই অতিরিক্ত গল্প করেন। সেই গল্প বজায় রাখিতে অভিভাবকগণের রক্ত শোষণ করেন। যিনি এয়ারের দলে মিশিয়া যান, তাঁহার কঠোর সীমা থাকে না। পিতামাতার অবস্থা ভাল হইলে টাকার শ্রদ্ধা হইতে থাকে, বালকস্বভাবপ্রযুক্ত দশ স্থানে বিশ পাউন্ড খরচ হয়। মানমর্যাদা বজায় রাখিতে শেষে উত্তমর্গের আশ্রয় লওয়া হয়, অভিভাবকগণ মহাবিপদে পতিত হন। আমরা বলিতেছি যে, ভারতসত্তান ভারত হইতে একটু পাকাপোক্ত না ইইয়া শিক্ষার জন্য বিলাতগমন কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। এক্ষণে বেশী বয়সে গেলেও কোন ক্ষতি নাই। তবে যাঁহাদের অভিভাবক সঙ্গে থাকিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে আমাদের এ প্রস্তাব কার্য্যকর নহে।

২০ ভাদ্র ২য় দশাহ ১২৯৮/ ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯১/ ২ ভাগ ১৪ সংখ্যা

রাজনীতি প্রসঙ্গ
সম্পাদকীয় মন্তব্য

[নাগপুর জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন]

আর দিন নাই, আগামী ২৭শে ডিসেম্বর নাগপুরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইবে। ভারত এতদিন নিদ্রিত ছিলেন; আর নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। সমস্ত ভারতবাসীর আভ্যন্তরীণ কথা একত্রে সমালোচিত হইবে, ভারতের প্রকৃত দুরবস্থা অপনয়নের চেষ্টা হইবে, দূরবাসী ভারতসত্তানগণ একত্রে প্রেমভরে দেখাসাক্ষাৎ করিয়া প্রাণের কথা পুলিশ বলিবেন, ইহা অপেক্ষা আনন্দের উৎসব আর কি আছে? কংগ্রেসে আর কিছু হইল না, ইহাতে লোকের উৎসাহ নাই, ইহাতে পয়সা দরকার, কে দেয়, অনেক ইংরাজ কংগ্রেসকে সুন্দর দেখেন না; দুইজন ছদ্মগে লোকের ছদ্মগে কংগ্রেস হইতেছে ইত্যাদি নিরুৎসাহকর নিরানন্দময় চিন্তা যেন এখন কেহই ছদ্মগে স্থান না দেন। প্রত্যেক ভাল বস্তুরই মন্দ সমালোচনা হইতে পারে। যাঁহারা সুস্বদর্শী তাঁহারা এই মহানুষ্ঠানের উপকারিতা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কংগ্রেস-সহানুভূতিও মনুষ্যত্বের দৃষ্টান্ত। প্রতিনিধিগণ নিজ ২ দায়িত্ব চিন্তা করুন।

১০ পৌষ ১ম দশাহ ১২৯৮/ ২৪ ডিসেম্বর ১৮৯১/ ২ ভাগ ১৯ সংখ্যা

কংগ্রেস
[সম্পাদকীয় মন্তব্য]

আমরা মফস্বলের কংগ্রেস কমিটি সম্বন্ধে যতদূর জানি, তাহাতে প্রতি বৎসরেই দেখিতে পাই,

কোথাও কিছু নহে, সারাটি বৎসর কংগ্রেসের নাম নাই। সে সম্বন্ধে আলোচনা কি কোনরূপ আন্দোলন কিছুই নাই। যখন দিন অতি নিকটে হইয়া পড়িল, তাড়াতাড়ী একটা সভা খাড়া করিয়া, প্রতিনিধি নির্বাচন করা হইল। দেশের লোকে কেহ ২ জানিল, অধিকাংশ লোকে খবরই রাখিল না। যেন একজনকে সাজাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য পাঠান হইতেছে। ১১টী মাস কংগ্রেসের নাম নাই, শেষ মাসে সময় নাই কি করা, তাড়াতাড়ী সভা করিয়া ২/১ জনকে মনোনীত করিয়া যথাস্থানে পাঠানোর উদ্যোগ করিয়া দিয়াই কমিটি দায় হইতে রক্ষা পাইলেন। আমরা মফস্বলের কংগ্রেস কমিটিকে সানুনয়ে বলিতেছি, এখন হইতেই কংগ্রেস কমিটি পূর্ণরূপে গঠন করিয়া, দেশহিতকর বিষয় আলোচনা হইতে থাকুক। গ্রামে ২ বিজ্ঞাপন জারি করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচনের পূর্বে অন্ততঃ ৩/৪ বার সভা অধিবেশন হউক। সাধারণের মনে কংগ্রেসের নূতন ভাব নূতন রূপে জাগিয়ে উঠুক এবং যথানিয়মে সর্ববাদী সম্মতিক্রমে প্রতিনিধি নির্বাচিত হউক। বৎসরের ভাবগতিক ভাল বোধ হইতেছে না। আবার কোন্ নক্ষত্র কোন্ পথে খসিয়া পড়িবে, কে বলিতে পারে? নানা কারণে লোকের উৎসাহ ভগ্ন হইতেছে। সত্বরে ২ মফস্বল কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হওয়া নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। এবারে কলিকাতার কংগ্রেস কমিটি নিতান্তই উচ্চভাবে দাঁড়াইয়াছে। প্রশংসার কথা, আমাদেরই সৌভাগ্যের কথা।

১০ ভাদ্র ১ম দশাহ ১২৯৮/ ২৬ আগস্ট ১৮৯১/ ২ ভাগ ১৩ সংখ্যা

কংগ্রেসে মুসলমান সংখ্যা

[সম্পাদকীয় মন্তব্য]

মিরার, সঞ্জীবনী এবং অন্য ২ পত্রিকায় ডেলিগেট নিযুক্ত সংবাদে অনেক স্থানের অনেক মুসলমানের নাম দেখিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আমাদের পরিচিত মধ্যে ডেলিগেট শ্রেণীতে নাম দেখিয়াছি, কংগ্রেস ক্ষেত্রে তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাই নাই। ডেলিগেট হইয়া কলিকাতায় আসিতে যাঁহারা সক্ষম হন নাই, তাহাদিগকে মনোনীত করা কতদূর সম্ভব হইয়াছিল, বিবেচনার কথা বটে।

১৫ মাঘ ১ম পক্ষ ১২৯৭/ ২৭ জানুয়ারি ১৮৯০/ ১ ভাগ ১৯ সংখ্যা

মণিপুর লড়াই

[সম্পাদকীয় মন্তব্য]

তাম্র, কহিমা, শিলচর হইতে ইংরেজ সৈন্য ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, মণিপুরী ফৌজ সম্মুখীন হইতেছে না। মণিপুর রিজেন্ট ও সেনাপতিকে গ্রেপ্তার জন্য ৫০০০ করিয়া ১০০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা হইয়াছে। উলরীং জিনা সিং প্রভৃতিকে ধরিয়া দিতে পারিলেও ইংরেজ গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক জনের জন্য ২০০০ টাকা পুরস্কার দিবেন। এবার মণিপুর রাজ্য ছারখার হইবে।

২০ বৈশাখ ২য় পক্ষ ১২৯৮/ ২ মে ১৮৯১/ ২ ভাগ ২ সংখ্যা

ধর্ম প্রসঙ্গ
রাজদ্বারে প্রার্থনা
[সম্পাদকীয় মন্তব্য]

রাজদ্বারে প্রার্থনা—অনেকেই অনেক বলিতেছেন। আমরা গবর্ণমেন্ট সমীপে প্রার্থনা করি যে, ভারতে যেখানে অর্থাৎ যে বিভাগে যে খণ্ডে যত মসজিদ, দেবমন্দির, ঈদগাহ প্রভৃতি ধর্মকর্মের স্থান নির্দিষ্ট আছে, তাহা বিচারপতি কর্তৃক রেজিস্ট্রারী হউক। নূতন মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি ধর্মকর্মের জন্য যাহা লিখিত হইবে তাহাও আদালতে ঘোষণা করিয়া নিশ্চিত হউক। স্থানের চৌহদ্দী তত্ত্বাবধায়কের নাম ইত্যাদিসহ ঘোষণার দরখাস্ত দিয়া প্রস্তুত হউক। মুদ্রায়ত্ত্ব স্থাপিত করিবার সময় যেরূপ ঘোষণার দরখাস্ত দিয়া স্থাপিত করিতে হয়; সেইরূপ ঘোষণা দিয়া, নূতন মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি ধর্মকর্মের স্থান নির্দিষ্ট করিলে কোন পক্ষেরই কোনরূপ সন্দেহের কারণ থাকিবে না। মন্দির, মসজিদের ভান করিয়া সত্য রক্ষার কথাটা যথার্থ ধার্মিকের মনে শেলসম বিদ্ধ হয়। একেবারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিই প্রয়োজন।

১০ আষাঢ় ১ম দশাহ ১২৯৮/ ২৩ জুন ১৮৯১/ ২ ভাগ ৭ সংখ্যা

ধর্ম অবমাননা
[সম্পাদকীয় মন্তব্য]

ধর্ম অবমাননা। দ্বারভাঙ্গার ব্যাপার, ঢাকার মসজিদ, কাশীর মন্দির, কলিকাতার বিষম কাণ্ড। আবার মৃজাপুরের ঘটনা। বড়ই দুঃখের কথা। ধর্ম সংগ্রহে, গোলযোগ, বড়ই অমঙ্গলের কথা। রাজাপ্রজা উভয়েরই এ বিষয় বিশেষ চিন্তা করা আবশ্যিক। ভারতবাসী ধর্মভাবে মস্ত, ধর্মোন্মত্ত হাদয়ে ধর্মের অবমাননা অসহনীয়। কি করিতে যে কি করিয়া বসে, তাহার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান কিছুই থাকে না। এমত অবস্থায় প্রজার প্রতি রাজার বিশেষ দৃষ্টি করা কর্তব্য। এই সকল ঘটনার মূল তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া উচিত বিচার করা নিতান্তই কর্তব্য।

১০ আষাঢ় ১ম দশাহ ১২৯৮/ ২৩ জুন ১৮৯১/ ২ ভাগ ৭ সংখ্যা

সম্পাদকীয় মন্তব্য
[খোদার নাম-এ প্রতিজ্ঞা]

একখানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রিকায় একজন মুসলমান সংবাদদাতার পত্রে “খোদার নাম” লিখিত আছে দেখিয়া কোন মফস্বল ব্রাহ্মসমাজের উদ্যমশীল সম্পাদক মহাশয় নাসাগ্র কুণ্ঠিত করিয়া বড়ই ঘৃণা প্রকাশ করিয়া, পত্রিকাখানি সেই অপরাধে আর লইবেন না প্রকাশ করিয়াছেন। পত্রিকায় খোদার নাম আছে বলিয়া যিনি পত্রিকা ছাড়িলেন, পরমব্রহ্মের আর এক নাম “খোদা” জানিলে তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িবেন সন্দেহ নাই।

১০ আষাঢ় ১ম দশাহ ১২৯৮/ ২৩ জুন ১৮৯১/ ২ ভাগ ৭ সংখ্যা

সম্পাদকীয় মন্তব্য
[গো-রক্ষার আবেদন]

বৎসরে এক দিন কোরবানী। না হয় গরুতেই হউক, ক্ষতি নাই। কিন্তু হাজার ২ গরু যে প্রতিদিন ছুরির তলে পড়িতেছে, ইহা কি কেউ দেখিতেছেন না? জগৎবিখ্যাত ইংলিসম্যান পত্রিকাও এই অযথা হত্যা নিবারণ জন্য মুসলমান-সমাজ নিকট বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছেন। আমরাও করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, ধর্মকর্ম বজায় রাখিয়া যদি গো-জাতীর প্রতি কোনরূপ দয়া প্রকাশের পথ থাকে, তবে তাহা হইতে নিরীহ অবলা গো-জাতীকে বঞ্চিত করিবেন না।

১৫ কার্তিক ১ম পক্ষ ১২৯৭/৩১ অক্টোবর ১৮৯০/ ১ম ভাগ ১৩ সংখ্যা

মহরম
[সম্পাদকীয়]

খৃষ্টাব্দের প্রথম মাস জানুয়ারী, বঙ্গাব্দের প্রথম মাস বৈশাখ, সেইরূপ চান্দ্র মাসের প্রথম মাস “মহরম”। হিজরি ৬১ সালের মহরম মাসে কারবালাক্ষেত্রে মদিনাধিপতি হাজারত এমাম হোসেন সহিত এজিদসৈন্যের যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধ-ঘটনাই মহরম নামে খ্যাত। পূর্বকালে গ্রামে ২ এই মহরম সম্বন্ধে বাঙ্গালা, উর্দু ভাষায় “বয়েত” [জারি] বিরচিত হইয়া দলে ২ দল বাঁধিয়া প্রতিযোগিতায় “বয়েত” বিবৃত করিত। পদ্য আওড়ান, ছাত্তীপেটা ইত্যাদি কার্য্য বিস্তারিত রূপে হইত। সে দুঃখের কাহিনী বর্ণনা, শোক প্রকাশ, সম্ভ্রদায় বিভেদে দোষাবহ না হইলেও আনুসঙ্গিক এরূপ আরও অনেক কার্য্য যোগ হইতে লাগিল যে, তাহাতে পৌত্তলিকতার আভাস আসিয়া যথার্থ ধর্মক্রিয়াকে ক্রমে লোপ করিয়া, আনুসঙ্গিক ব্যাপারই লোকে আমাদের এক অঙ্গ মনে করিয়া এসলাম সমাজকে কলুষিত করিতে লাগিল। ধর্মোপদেশাগণের যত্নে, সুন্নি সমাজ হইতে অতিরিক্ত ও পৌত্তলিকতার আভাস দয়াময়ের ইচ্ছায় সহজেই বিদূরিত হইল। কিন্তু বঙ্গের স্থানে ২ যথা—কলিকাতা, হুগলি, ঢাকা, সিয়াদিগের বসবাস থাকায় ঐ সকল স্থান হইতে মহরমের অতিরিক্ত ক্রিয়া সকল আজ পর্য্যন্ত বিদূরিত হয় নাই। যে ঘটনা লইয়া মহরম, সে ঘটনার আদি অস্ত, কি তাহার কোন অংশ পাঠ করিলে, কি শুনিলে, মানুষমাত্রেরই হৃদয় গলিয়া যায়। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, সেই মহরম এইক্ষণে আমোদের অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। মফস্বলেও কোন ২ স্থানে আমোদের অঙ্গের সহিত উপাধর্জনের পথও বিস্তার করিয়াছে। ঢোলসানাই বাঁশীবাদ্য, লাঠিখেলা, কুস্তি, তরবার ভাঁজা ইত্যাদির মহরমের সহিত কোন সংশ্রবই নাই। মুসলমানে ২ ওরূপ মারামারি লাঠিবাঁজীর কোন কথা মহরমের অঙ্গে নাই। আমাদের টাঙ্গাইলের সংবাদদাতা মহরম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। বিশেষ আটীয়া আঞ্জমান মাইনল শ্রাম বর্তমান, আর তাঁহাদেরই চক্ষের উপর এই কাণ্ড। বড়ই আক্ষেপের বিষয়!

১০ ভাদ্র ১ম দশাহ ১২৯৮/ ২৬ আগস্ট ১৮৯১/ ২ ভাগ ১৩ সংখ্যা

সংবাদদাতার পত্র
[অদ্বৈতাচার্যের দোলযাত্রা]

শান্তিপুরে দোলপূর্ণিমার পর সপ্তমীতে অদ্বৈত প্রভুর দোল হইয়া থাকে, এই দোলকে সপ্তমদোল বলে। সপ্তমদোলে এখানকার বাবলা নামক স্থানে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়, তাহার কারণ এই যে, অদ্বৈত প্রভু প্রাচীন অবস্থায় বাবলায় অবস্থিতি করিতেন, সেই জন্য ইহা একটী পীঠস্থানবিশেষ হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে একজন সম্যাসী এখানে আশ্রম নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। সম্যাসী গোসাই কিছুদিন পরে বিলক্ষণ ধনশালী হইতে পারিবেন। অতি প্রাচীনকালে বাবলায় শান্তমুনির আশ্রম ছিল, তদীয় নাম অনুসারেই এই গ্রামের নাম শান্তিপুর হইয়াছে।

১০ বৈশাখ ১ম পক্ষ ১২৯৮/ ২২ এপ্রিল ১৮৯১/ ২ ভাগ ১ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ
[নদীয়া খ্রিস্টান সমিতির জনকল্যাণ-উদ্যোগ]

নদীয় খ্রীষ্টীয়ান সমিতি নদীয়া জেলার অধীন দেশী খ্রীষ্টানগণের উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা দিবার ও নিরাশ্রয় খ্রীষ্টানদিগকে প্রতিপালন করিবার ও তাহাদের মৃত্যুর পর গোর দিবার ইত্যাদি সুবন্দোবস্ত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য অতি মহৎ।

১০ বৈশাখ ১ম পক্ষ ১২৯৮/ ২২ এপ্রিল ১৮৯১/ ২ ভাগ ১ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ
[জার্মানবাসী ব্রাহ্ম]

সিপনর নামক জনৈক জার্মানবাসী ব্রাহ্ম কলিকাতায় আসিয়া আদি, সাধারণ ও নববিধান সমাজের উপাসনাদি দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি কেশবচন্দ্র সেনের বাটীতে গিয়া তাহার পত্নীকে গুরুপত্নী জ্ঞানে মাতৃ সম্বোধন করিয়া বিদায় লইয়াছেন।

১০ জ্যৈষ্ঠ ১ম দশাহ ১২৯৮/ ২৩ মে ১৮৯১/ ২ ভাগ ৪ সংখ্যা

ভাষা-সাহিত্য-সাময়িকপত্র প্রসঙ্গ
সম্পাদকীয় মন্তব্য
[সাময়িকপত্রে মুসলমানী ভাষা-প্রসঙ্গ]

আমরা সহযোগীকে ভ্রাতৃত্বাবে, বন্ধুত্বাবে বলিতেছি, যে ভাষার কথা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে কি ভাল মতে অধিকার না থাকিলে অপরের যাহাই হউক, কিন্তু সেই ভাষাবিৎ পণ্ডিত কি সেই ভাষাজ্ঞ লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়। উপরোক্ত সংখ্যার

কাগজে “রাজনৈতিক ন্যায়পরতা ও মণিপুর” প্রস্তাবে যে প্রকার মুসলমানী ভাষা প্রয়োগ হইয়াছে, ওরূপ অন্য কোন বাঙ্গালা কাগজে আমরা আজ পর্যন্ত কখনই দেখি নাই। ভাষার সহিত সংমিলন ঘটিতে মানুষের সহিতও মিলিতে পারে। কিন্তু সেই ভাষার শব্দগুলি পরিশুদ্ধ হওয়া চাই। পরিশুদ্ধ হইলে অবশ্যই গৌরবের কথা—অন্য ভাষায় অধিকার আর তাহা না হইয়া যদি বঙ্গভাষায় ঐ সকল কথা না থাকে, অথচ প্রকাশ করিবার ইচ্ছাও নিতান্তই বলবতী হইয়া উঠে, সে সময় অবশ্যই ভিন্ন জাতির ভাষার সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। পাঠক! দেখুন, এ সকল কথার কি বাঙ্গালা শব্দ নাই? যদি ভালবাসিয়া সাতরঙ্গা লেখার রঙ্গিলভাবে পাঠকগণের মন মুগ্ধ করার ইচ্ছাই হইয়াছিল, পরিশুদ্ধরূপে লিখিলে বড়ই ভাল হইত। “একসা” মিশিয়া গিয়াছে। “একসার, মশগুল, মেজাজ, গুজস্তা, গোস্তাকি, সাফ, ওয়াস্তা, ঘাই, কোতল, তাজা,”—এই ত গেল এক রং। দ্বিতীয় রং হইতেছে ইংরেজী শব্দ, তাহাও ঐ পরিমাণেই হইবে। সম্পাদকীয় স্তম্ভে এইরূপে বঙ্গভাষার অনাদর হইলে বিশেষ বঙ্গবাসী হিন্দুর কলমের আঘাতে বঙ্গভাষা এরূপ ক্ষতবিক্ষত হইলে তাঁহাদের মনে কিছু না হউক, আমাদের মনে বড়ই আঘাত লাগে।

৩০ জ্যৈষ্ঠ ৩য় দশাহ ১২৯৮/ ১২ জুন ১৮৯১/ ২ ভাগ ৬ সংখ্যা

বিষাদ-সিন্ধু

[বিজ্ঞাপন]

তৃতীয় ভাগ (এজিদবধ পর্ব)

যন্ত্রস্থ

হিতকরীর গ্রাহক হইয়া অগ্রিম মূল্য ২ টাকা আমার নিকট পাঠাইলে বৎসরকাল হিতকরী পাঠ করিবেন এবং বিনামূল্যে “এজিদবধ” (প্রকাশ হওয়ার পর ১৫ দিন মধ্যে) প্রাপ্ত হইবেন। হাজার গ্রাহক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অত্র বিজ্ঞাপন আর পরিবর্তন হইবে না।

সন ১২৯৭ ৭ই শ্রাবণ

শান্তিকুঞ্জ টাঙ্গাইল

(ময়মনসিংহ)

বিষাদ-সিন্ধু লিখক এবং

হিতকরীর টাঙ্গাইলের এজেন্ট

মীর মশাররফ হোসেন।

২৯ অগ্রহায়ণ ২য় পক্ষ ১২৯৭/ ১৪ ডিসেম্বর ১৮৯০/ ১ ভাগ ১৬ সংখ্যা

বঙ্গীয় মুসলমান

[গ্রন্থ-সমালোচনা]

বঙ্গীয় মুসলমান—নওসের আলি খাঁ ইউসফজী কর্তৃক বঙ্গভাষায় প্রণীত শাহানসাঃ এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত, কলিকাতা হিন্দু প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ১০ আনা।

আমরা এই গ্রন্থখানি আগ্রহের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। গ্রন্থকার বঙ্গীয় মুসলমানদের অবস্থা বকতিয়ার খিলজির সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সংক্ষেপে অথচ সমস্ত আবশ্যকীয় কথা অপরিবর্তনে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি যে ভাবে বঙ্গীয়

ছিল। টেরোরোশ, আমেরিকার বিধান সমাধের সভাগণ তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া সগৌরবে তাঁহাকে তাঁহাদের সভা সমিতির সভ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত জীবনী প্রকাশের আমাদের স্থান নাই। বহু দিন অগতে পুস্তকখের আদর থাকিবে, ততদিন রামা রামেন্দ্রলাল মিত্রের যশঃকীর্ত্তির সঙ্গে বাঙ্গালীর গৌরব কীৰ্ত্তিত হইবে।

রামা রামেন্দ্রলাল মিত্রের চিত্ত-বহির্নির্গত হইতে না হইতেই দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর বঙ্গবাসীদিগকে কাদাইয়া গত ১৪ ই শ্রাবণ বুধবার ইংল্যান্ড ত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর বীর অগ্নি দয়ার ভণে ভারতবাসীর নিকটে দয়ার সাগর বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। দুঃখী দীন দরিদ্র বিপন্নের জন্য তাঁহার হস্ত উন্মুক্ত ছিল। কতশত অনাথ পরিবার আজ তাঁহাকে হারা-ইয়া প্রকৃত অনাথ হইয়া গীবে অশ্রু বিগর্জন করিতেছে। বঙ্গভাষাও আজ তাঁহাকে হারাষ্টয়া যথার্থ পিতৃমাতৃ হীন হইল; বঙ্গ-ভাষা তাঁহারই হস্তে লালিত পরিপুষ্ট লাভ করিয়াছে। ভারতের বালবিধবার কলন কামাধ সঙ্গদয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদয় বিপ্লবিত হয়। তিনিই অশ্রুত বস্ত্র ও চোঁটা করিয়া তুরিৎ শায়ীর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিধবা বিবাহ পাশ্র্ণ সিদ্ধ এবং হিন্দু সমাজে ঘাহাতে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয় তাহার জন্য বহু পরিশ্রম চর। সে জন্য তাঁহাকে নানা কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। শেষে তাঁহারই অদম্য চেষ্টায় ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ৫ আইন বিধিবদ্ধ হয়।

হিতকরী ।

অতুলগুণালয়, দয়ার জলধি, পণ্ডিত-
প্রবর স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
মহাশয়ের জন্ম শোকোচ্ছ্বাস ।

১

অহো নিদাক্ষণ কথা বুক ফেটে যায়,
বিহার সাগর নাকি নাই হার হার !
ভারতের পূর্ণশনী খসিয়া পড়েছে,
হাষ হার বাঙ্গালীর কপাল ভেঙেছে !

অনাথিনী অভাগিনী,
কাদে ম্যা দিন বাগিনী,

সব অশা এবে গেল শূন্যেতে ঘিশিয়া,
কে আব মায়ের সনে বেড়াবে কানিয়া—
কে আব মায়ের তরে করিবে যতন,
কে আব মায়েরে কবে শাস্তনা বচন ।

২

ভেঙ্গে গেল নাট্যশালা—জনমের তরে,
ঈশ্বর চলিবা গেল ঈশ্বর আগারে !
ভারত ঈশ্বর মুগ্ধ অগৎ ঈশ্বরে,
কাদে রে ভারতবাসী সে ঈশ্বরে মরে—

মগ্ন মনে শোকনীরে,

কে কারে শাস্তনা করে,

ভারত কাদে রে আঁধ ঈশ্বরের তরে,
ঈশ্বরে মরিতে ভাই পরাণ বিধবে !

মুসলমানগণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় অবস্থা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া তৎমতাবলম্বী হইতে পারিলে, মুসলমান-সমাজ অচিরে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবেক ইহা নিশ্চয়; সামাজিক অবস্থার মধ্যে মুসলমান সমাজের বিদ্যাশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, বাল্যবিবাহ ও বৃদ্ধবিবাহ সম্বন্ধে বর্তমান অবস্থায় যে সকল দোষ ও তাহা খণ্ডনার্থ যে সকল সদুপায় স্বাধীনভাবে অথচ জাতীয় রীতিনীতি বজায় রাখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এরূপভাবে অন্য কোন মুসলমান গ্রন্থকার ইতিপূর্বে যে জাতীয় অভাব বঙ্গভাষায় বিবৃত করিয়াছেন তাহা বোধ হয় না। গ্রন্থকার অবস্থা পর্যালোচনার সুবিধার্থে বঙ্গীয় মুসলমানগণের সেখ সৈয়দ মোগল ও পাঠানরূপে শ্রেণীভাগ না করিয়া নিকৃষ্ট শ্রেণী, কৃষিজীবী, বাণিজ্য ব্যবসায়ী, ভূমিভূষণ ও ভূম্যধিকারী এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর অবস্থা কার্যকলাপ ও দোষগুণ অতি পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছেন। তন্মধ্যে তিনি নিকৃষ্ট শ্রেণী অর্থাৎ ভিক্ষুক মোসাহেবদিগকেই সর্বাপেক্ষা হেয় জ্ঞান ও ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টি করিয়া, তাহাদের কেবল দোষকীর্তন করিয়াছেন। কিন্তু এটা আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। অনেকে ইচ্ছাপূর্বক ও অনেকে বাধ্য হইয়া ফকীর হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন; অবশ্য ইহার অপব্যবহার থাকিতে পারে। কালে শিক্ষিত ও মার্জিতবুদ্ধি হইলে অবশ্যই ঐ সকল শ্রেণীর লোকেরও আদর ও সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ভিক্ষুক শ্রেণীরও উত্তর্দান হইবেক। যাহা হউক একটা সমাজের সমস্ত অবস্থা এরূপভাবে একত্র এক পুস্তকে সমাবেশপূর্বক তচ্ছন্ন্য এতদূর অনুসন্ধান করিয়া গ্রন্থকারের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থখানি বঙ্গের প্রত্যেক মুসলমান-পরিবার মধ্যে বিরাজ করিতে দেখিতে ইচ্ছা করি। বঙ্গীয় মুসলমানদের পক্ষে এ গ্রন্থখানি একটা রত্নবিশেষ বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। জাতীয় চিত্র অঙ্কিত করিতে গ্রন্থকারের শক্তি আছে, তাহা বঙ্গীয় মুসলমান পাঠ করিলে বিলক্ষণরূপে উপলব্ধি হয়। গ্রন্থখানির ভাষাও প্রাঞ্জল হইয়াছে। ভরসা করি কালে গ্রন্থকারের এই জাতীয়চরিত্র অঙ্কিত শক্তি ভারতের অধঃপতিত অন্যান্য জাতিতেও সঞ্চারিত হইবেক।

১০ শ্রাবণ ১ম দশাহ ১২৯৮/ ২৫ জুলাই ১৮৯১/ ২ ভাগ ১০ সংখ্যা

বিরাগ-সংগীত [গ্রন্থ-সমালোচনা]

বিরাগ-সঙ্গীত—আহমদী সম্পাদক শ্রীযুক্ত আবদুল হামিদ খান আহমদী ইউসফজয়ী কর্তৃক বিরচিত। মূল্য ১০ আনা। সংগীতগুলি প্রকৃত বিরাগ সংগীত বটে। আজকাল পরকাল ও পরমেশ্বরে ঘোর অবিশ্বাস অনেকেরই মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। “খাও দাও সুখে বেড়াও আগামীকালের ভাবনা আবশ্যিক নাই”—এই অনেকের মূলমন্ত্র। সুতরাং ঘোর সাংসারিকতা উপস্থিত। মানুষের এই মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবার জন্য বৈরাগ্য সংগীত টহল নিতান্ত আবশ্যিক। গ্রন্থকার যে একজন কষ্টকবি নহেন, তাহা তাঁহার মধুর ভাবপূর্ণ কবিতা পাঠেই সহজে উপলব্ধি হইবে। বৃথা ধন, মান, সৌন্দর্য্য, ভাইবন্ধু ইত্যাদি সংসারের মায়ার উপকরণগুলির ক্ষণস্থায়িত্ব প্রদর্শন করিয়া তৎ সমুদায়ের প্রতি আসক্তিনাশের জন্যই গ্রন্থকার অনেক স্থলে মৃত্যুকে স্মরণপথে উপস্থিত করিয়াছেন। এই সংগীতগুলি তাললয় সংযোগে আরও মধুর ভাবোদ্দীপক সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার মহাকবি জনসনের লিখিত “Vanity of Human wishes” (মানবীয় কামনার অসারত্ব) নামক পুস্তকের

১৭০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

প্রদর্শিত পথাবলম্বনে ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিলে এ খানি অতি উৎকৃষ্ট সংগীত হইবে সন্দেহ নাই।

১৫ আশ্বিন ১ম পক্ষ ১২৯৭/৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯০/ ১ম ভাগ ১১ সংখ্যা

ঈশ্বর বিদ্যাসাগর

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্য বঙ্গের ঘরে ঘরে বিবাদ-চিহ্ন, আফিস ও স্কুল বন্ধ দেওয়া সভাসমিতি করিয়া দুঃখ প্রকাশ করা বঙ্গে যথেষ্ট হইতেছে। এ শোকস্রোত কেবল হিন্দুকুলে প্রবাহিত নহে। শুনুন—বরিশালের উকীল জনাব মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ সাহেবের কন্যা শ্রীমতি আফজাকেন্দ্রেছা খাতুন কীরূপ হৃদয়ের বেদনা জানাইয়াছেন।—

করুণা আকর বিদ্যার সাগর,
ভারতসুহৃদ জীবিত নাই।
সদা অশ্রুজলে, মানব সকলে,
শোকের সাগরে ভাসিছে তাই।

* * * * *

ভারতবাসিনী, বিধবা কামিনী,
শোকসিদ্ধু নীরে ভাসিছে কত।
মিটে গেল আশা, যে ছিল ভরসা,
সাগরের জলবুধুদ মত।

ইত্যাদি।

৩০ আশ্বিন ১২৯৮/১৪ আগস্ট ১৮৯১/২ ভাগ ১২ সংখ্যা

সম্পাদকীয় মন্তব্য

[মীর মশাররফ হোসেন-ভ্রাতার বিলাত-যাত্রা]

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের মীর মশাররফ হোসেনের ভ্রাতা মীর মহতেসাম হোসেন, বিগত ৬ই এপ্রেল, ৪ঠা বৈশাখ বৃহস্পতিবার দিবাগতে রাত ৯।।০ টার সময় পশ্চিম রেলওয়ের হুগলি স্টেশন হইতে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। আশীর্বাদ দিতে তাঁহার শ্বশুর প্রিন্স আমিরুদ্দীন সাহেব ও শ্যালক প্রিন্স আসফ সেকো, আরও আত্মীয়-স্বজন এবং হুগলির ডিপুটি ম্যাজিস্টার মৌলবী মাহাম্মদ এসরাইল, হাইকোর্টের উকীল মৌলবী সামসোল হোদা, এম.এ.বি.এল, বরিশালের জমিদার চৌধুরী আসমত আলী খান প্রভৃতি বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলেন। মীর সাহেব রেলযোগে বম্বাই পর্য্যন্ত যাইয়া স্ত্রীমারে জ্ঞানওয়া পর্য্যন্ত যাইবেন। জ্ঞানওয়া হইতে রেলযোগে ইটালি হইয়া লণ্ডন যাইবেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি যে মীর মহতেসাম হোসেন পূর্ণ মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১০ বৈশাখ ১ম পক্ষ ১২৯৮/ ২২ এপ্রিল ১৮৯১/২ ভাগ ১ সংখ্যা

সম্পাদকীয় মন্তব্য
[দেশীয় রাজ্যসমূহের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা]

ভারত গবর্ণমেন্ট দেশীয় রাজ্যসমূহের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। সম্প্রতি এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে আগামী আগষ্ট মাস হইতে পলিটিকেল এজেন্টদিগের আদেশ ভিন্ন কেহ কোন সংবাদপত্র প্রকাশ করিলে সপ্তাহের মধ্যে তাহাকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে এবং পলিটিকেল এজেন্টের বিনানুমতিতে তিনি তথায় আর প্রবেশ করিতে পারিবেন না। ভারত গবর্ণমেন্টের এই আদেশ প্রচারে দেশীয় রাজগণের স্বাধীনতার প্রতি অন্যায় হস্তক্ষেপ হইয়াছে।

৩০ আষাঢ় ৩য় দশাহ ১২৯৮/ ১৩ জুলাই ১৮৯১/ ২ ভাগ ৯ সংখ্যা

বাঙ্গালা খবরের কাগজ
[সম্পাদকীয় মন্তব্য]

সম্পাদক হইলেই যে সর্ববিষয়ে পরিপক্ব হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। এ দেশে বঙ্গবাসী সম্পাদক লিখক, অনেকেই বেতনভোগী, অথবা নগদ প্রস্তাব বিক্রেতা। অনেক লিখকেই পেটের দায়ে অস্থির। একেই বঙ্গবাসী নির্ধন, তাহার উপর যাহার দু দশ টাকা আয়ের সম্ভাবনা আছে, বৎসরের খরচ চলিয়া কিছু মজুতই, খুঁজিলে এরূপ লোক পত্রিকাচালক মধ্যে দুইদশজন পাওয়াই কঠিন। তাহার পর আজকাল একটু কড়া লিখা না হইলে, বড় ২ লোকের বুদ্ধির দোষ না দেখাইতে পারিলে, রাজার বিবেচনার ক্রটি না দেখাইলে সে কাগজের প্রতিপত্তি নাই, অধিকাংশ লোকেই পাঠে অনিচ্ছুক। কাজেই দুটি পয়সা আয়ের লোভে, বাহবা, বলিহারী ইত্যাদি সুখ্যাতির লোভে, নামজাদা লিখক হইবার আশায়, অনেকেই অনেক কথা কাগজে লিখিয়া প্রকাশ করেন; কিন্তু যাহা তাঁহারা কলমে প্রকাশ করেন, তাঁহারা আসলে তাহা নহেন। বাহ্যিক বেশ, অন্তরও বেশ। আমাদের বঙ্গবাসীর এই দুইটি বেশ আছে। প্রকাশ্যে আমরা বড়ই ধার্মিক, বড়ই ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, অহিংসক, অতি সরল, কিন্তু অভ্যন্তরে যা তাহা পরস্পর সকলেই জানি এবং জানা আছে। ঋণদায়ে অনেকেই অস্থির। বিজ্ঞাপনী মা লক্ষ্মী আছেন বলিয়াই রক্ষা। নতুবা সংখ্যায় অতি অবশ্যই দেখা যাইত। বঙ্গবাসীর যত বড় কথা, কাজে তাহার সহস্রাংশের একাংশের সহস্রাংশ হইলেও মনে করিতাম যে, বাঙ্গালা খবরের কাগজে বাঙ্গালীর মন গলিয়া যায়। অনেকে ঘুমের আশায় কাগজের দুই এক ছত্র পাঠ করেন, কেহ সংবাদ খোঁজেন, কেহ হাসিতামাসার কথা না পাইয়া “ছাইভস্ম” বলিয়া ফেলিয়া দেন। দশজনের মধ্যে যিনি একজন, তিনি হয় এক কানে শুনিলেন, অন্য কান দিয়া বাহির হইল। হাজারের মধ্যে যিনি, তিনি না হয় মনে ২ দুই একদিন আন্দোলন করিলেন। এইমাত্র ক্ষমতা, বাঙ্গালা খবরের কাগজের গতিকই এই, শক্তিও এই। আমাদের আকারপ্রকার, বাহ্যিক আড়ম্বর, হামবড়া ভাব, লম্বাচওড়া কথা দেখিয়া অপরে যাহাই মনে করুন, কিন্তু আমরা যাহা, তাহা আমরা সকলেই পরস্পর বুঝি। মন খুলিয়া মনের কথা, ঘরের কথা ভাগি না ইহাই আক্ষেপ।

২০ ভাদ্র ২০ দশাহ ১২৯৮/ ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯১/ ২ ভাগ ১৪ সংখ্যা

সম্পাদকীয় মন্তব্য
[‘জমিদার ও পঞ্চাইত’ পত্রিকা প্রসঙ্গ]

‘জমিদার ও পঞ্চাইত’ ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মাসিক পত্রিকার প্রকৃত উদ্দেশ্য অতি মহৎ, যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তবে দেশের প্রকৃত অভাব দূর হইবে; এ দেশের প্রকৃত মঙ্গল এইরূপ সদুদ্দেশ্য সাধনের উপর নির্ভর করিতেছে। আদালতে যে সকল বিবাদ মীমাংসা না হইয়া বরং আরও বিবাদের সৃষ্টি করে, তাহা সহজেই মিটিবে, দেশ রক্ষা হইবে, জমিদার ও অপর সাধারণ মধ্যে সম্ভাব স্থাপিত হইবে। সকলেই প্রাণপণে দেশের ইষ্টকামনা করিবে। ঈশ্বর এই সদনুষ্ঠানের সহায় হউন।

২০ আষাঢ় ২য় দশাহ ১২৯৮/ ২ জুলাই ১৮৯১/ ২ ভাগ ৮ সংখ্যা

সম্পাদকীয় মন্তব্য
[‘আহমদী’ পত্রিকা প্রসঙ্গ]

টাঙ্গাইলের “আহমদী”—আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, মহা মাননীয় বঙ্গদীপ যে সময় ময়মনসিংহে শুভাগমন করেন, টাঙ্গাইল এলাকার কোন মুসলমান জমিদার সহিত লাটবাহাদুরের কথা হয়। আহমদী পত্রিকা সম্বন্ধে লাটবাহাদুর কিছু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন এবং উপস্থিত জমিদার সাহেবকেই আদেশ করেন যে, আহমদী সম্পাদককে সতর্ক করিয়া দিবে যে, ভবিষ্যতে কোন রূপ বিরক্তিকর কথা না লিখে। আহমদী এতদিন বন্ধই ছিল—বিগত ১৫ই আশ্বিন রাজভক্ত “ভারতবাসী” প্রস্তাব লইয়া প্রকাশ হইয়াছেন। আমরা হৃদয়ের সহিত আহমদীকে গ্রহণ করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছি। দয়াময় আহমদীর মঙ্গল করুন।

৩০ আশ্বিন ৩য় দশাহ ১২৯৮/ ১৬ অক্টোবর ১৮৯১/ ২ ভাগ ১৮ সংখ্যা

বঙ্গবাসীর মোকদ্দমা

লাইব্রেরীয়ান বাবু শরৎকুমার রায়, অনুসন্ধান-সম্পাদক বাবু দুর্গাদাস লাহিড়ী, গবর্ণমেন্ট অনুবাদক বাবু চন্দ্রনাথ বসু, পোষ্টাফিসের হেডক্লার্ক মিঃ রবার্ট নিউম্যান ভিয়ার্স, আকাউন্ট্যান্ট জেনারেল আফিসের কেসিয়ার বাবু গোসাইদাস ঘোষ ও পোদ্দার বাবু শ্রীশচন্দ্র পাইন ও গবর্ণমেন্ট সহকারী অনুবাদক বাবু নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ঘটনাসম্বন্ধীয় বঙ্গবাসী-অনুবাদক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি সাক্ষ্য গৃহীত হইয়া মোকদ্দমা বিচারার্থে সেসনে অপিত হইয়াছে। আসামীগণ নিরপরাধী বলিয়া জওয়াব দিয়া আসামীপক্ষে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, শঙ্কুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ টনী সাহেব, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ ক্রপ্ট, বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু যোগেশচন্দ্র দত্ত, টি. এন. মুখার্জি, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, বাবু কৃষ্ণকুমার লাহা প্রভৃতিকে সাক্ষী মান্য করিয়াছেন। হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস সাহেবের সমীপে

আসামীপক্ষে মিঃ হিল জামিনের প্রার্থনা করায় অপর পক্ষের আপত্তি সত্ত্বেও প্রত্যেক আসামী দশ হাজার টাকা নিজ দায়িত্বে ও সেই পরিমাণে দায়িত্বে দুই দুইজন জামিন দেওয়ার আদেশে আসামীগণকে জামিনে খালাস দেওয়ার আদেশ হয়। বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন, বিজয়রত্ন সেন, বাবু গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা সূর্যকান্ত রায়চৌধুরী, বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যদুনাথ সাম্যাল প্রভৃতি আসামীপক্ষে জামিন হইয়াছেন। সম্ভবতঃ আগামী ১৯শে আগস্ট সেশনে বিচার হইবে।

৩০ শ্রাবণ ৩য় দশাহ ১২৯৮/১৪ আগস্ট ১৮৯১/২ ভাগ ১২ সংখ্যা

তথ্য-নির্দেশ :

১. আজীজন নেহার পত্রিকার বিশদ পরিচিতির জন্য দ্র. আবুল আহসান চৌধুরীর গ্রন্থ মীর মশাররফ হোসেন : সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা (ঢাকা, আগস্ট ১৯৯৬; পৃ ২৬৮-৭২)।
২. মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনী (কলিকাতা, ১৩৮৪), দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃ ২৩৬-৩৭।
৩. হিতকরী, ১৫ বৈশাখ ১২৯৭।
৪. মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি (আবুল আহসান চৌধুরী-সংগৃহীত)।
৫. আশরাফ সিদ্দিকীর প্রবন্ধ ‘হিতকরী’। মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র (ঢাকা, এপ্রিল ১৯৬৬); পৃ ২৯।
৬. ঐ; পৃ ২৭।
৭. হিতকরী, ১০ বৈশাখ ১২৯৮। তবে কেউ কেউ ‘Report on Native Papers’-এর তথ্যের নির্বিচার অনুসরণে ‘দাশাহিক’ বা ‘দাশাহিক’-চিহ্নিত ‘হিতকরী’কে ‘tri-monthly’ বা ‘ত্রৈমাসিক পত্রিকা’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন (মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫; পৃ ৭৫)। এই তথ্য ঠিক নয়। পত্রিকাটি স্বচক্ষে না দেখার ফলেই এই ভ্রান্তির জন্ম।
৮. ঐ।
৯. হিতকরী, ২০ ভাদ্র ১২৯৮।
১০. ঐ।
১১. ঐ, ২০ বৈশাখ ১২৯৮।
১২. ঐ।
১৩. ঐ, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮।
১৪. ঐ, ২০ আষাঢ় ১২৯৮।
১৫. ঐ।
১৬. ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাময়িকপত্র (২য় খণ্ড : কলিকাতা ১৩৫৯); পৃ. ৫৯।
১৭. মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পূর্বোক্ত। আশরাফ সিদ্দিকী, হিতকরী; পৃ. ২৯।
১৮. মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি।
১৯. মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পূর্বোক্ত। আশরাফ সিদ্দিকী, হিতকরী; পৃ ৩০।
২০. ঐ; পৃ. ৩২।
২১. ঐ; পৃ. ৩৩।

- ২২ মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পূর্বোক্ত। আবদুল কাদির, কোহিনূর; পৃ. ১১১।
- ২৩ কুমারখান্নীর মথুরানাথ মুদ্রায়দ্বের ১৩০৭ সালের দিনের নকল পুস্তক। আলোচ্য পত্র-নকল খাতার সাহায্যে লিখিত আবুল আহসান চৌধুরীর ‘পুরনো দিনের চিঠিপত্র: তার গবেষণা-মূল্য’ (সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ২২ শ্রাবণ ১৩৮৩) গ্রন্থে ‘হিতকরী’ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক পত্রগুলো সংকলিত হয়েছে।
২৪. চিঠির নকল পুস্তক (১৩০৭), পূর্বোক্ত। ২১ সংখ্যক পত্র : ৫ মে ১৯০০।
২৫. ঐ, ১০ সংখ্যক পত্র : ৮ বৈশাখ ১৩০৭।
২৬. ঐ, ২৮ সংখ্যক পত্র : ৩০ বৈশাখ ১৩০৭।

বাঙালি মুসলিম নারী-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা

মালেকা বেগম

ভূমিকা

‘বাঙালি মুসলিম নারী-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা’ বিষয়ে আলোকপাত করতে গেলে ইতিহাসের দিকে তাকাতে হয়। বাঙালি নারীর জাগরণের জন্য প্রথমে আলোকিত-সমাজ সংস্কারক বাঙালি পুরুষ এবং পরে আলোকিত-জাগরিত নারী সাময়িকপত্র সম্পাদনা করে উনিশ শতকে নারীমুক্তির সোপান তৈরি করেছিলেন। ইতিহাসে তাঁদের নাম এবং তাঁদের সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকাগুলোর অবদানের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।^১

বাঙালি নারীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়ে পত্রিকার যে জগৎ উন্মোচিত হয়েছিল উনিশ-বিশ শতকে তার মধ্যে ধর্মীয় রীতি-নীতি-আদর্শ ও ভাবধারার ভিন্নতা পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান, মুসলিম ধর্ম-নির্বিশেষে বাঙালি নারীকে অধিকারহীনতা, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকা, অবরোধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা, পারিবারিক-সামাজিক প্রথাগত নির্যাতন সহ্য করতে হয় বলে তাদের সম্পাদিত পত্রিকায় ধর্মনিরপেক্ষভাবে নারীমুক্তির লক্ষ্যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ সার্বিক নারীমুক্তির মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়েও বিভিন্ন ধর্মীয় সমাজের নারী-সম্পাদকরা তাঁদের পত্রিকায় নিজ নিজ সমাজের নারীপ্রগতির বাধাগুলো, নিষেধাজ্ঞাগুলো, প্রথাগুলোর মন্দ প্রভাব ও বাধা বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

নারী জাগরণের লক্ষ্যে বাঙালি নারী-সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ‘বাঙালি মুসলিম নারী-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা’-র সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন স্বনামধন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বিবেচনায় বাঙালি নারী-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকার একটি শাখা হিসেবে বাঙালি মুসলিম নারী-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকার আলোচনা সুবিন্যস্ত করাই যুক্তিসঙ্গত। বাঙালি মুসলিম নারীর জাগরণ ইতিহাসের ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিশেষ দৃষ্টিতে বিচার্য বিষয়। জাগরিত-আলোকিত বাঙালি মুসলিম নারী-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকার বিষয়ে আলোচনাও খুব প্রাধান্য পায়নি। বাঙালি নারী-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকার মূল ধারায় বাঙালি মুসলিম নারী-সম্পাদকদের অবদানের বিষয়টি অবহেলিত রয়ে গেছে। সেই বিবেচনায় ‘বাঙালি মুসলিম নারী-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা’ স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি নিবন্ধের শিরোনাম হয়েছে।

‘বাঙালি মুসলমান নারী-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা’ বলতে ব্যাপক অর্থে বোঝাতে চাইছি ব্রিটিশ যুগের (১৯৪৭ পর্যন্ত) পশ্চিমবাংলা এবং পূর্ববাংলার, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১

প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, আয়োজিত বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পর্কে আলোচনা সভা ও প্রদর্শনীর বক্তৃতা; ২৫.৩.০৬।

পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তানের ও পশ্চিমবাংলার এবং ১৯৭২ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের ও পশ্চিমবাংলার বাঙালি মুসলমান মেয়ের পত্রিকার জগৎ। আলোচনার মুখ্য বিষয় আলোচ্য যুগের প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক চর্চায় বা পত্রিকার লেখালিখিতে বাঙালি মুসলমান মেয়ে সম্পর্কে আলোকপাত এবং বাঙালি মুসলমান মেয়েদের সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকায় হিন্দু-মুসলিম বাঙালি মেয়ে সম্পর্কে আলোকপাত করা। প্রসঙ্গ সূত্রে আমরা বুঝতে পারছি যে, বাঙালি মেয়ের পত্রিকার জগৎ দেশ, যুগ, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। দেশ বা রাষ্ট্র, শাসক ও নাগরিক (নারী-পুরুষ) এবং সংস্কৃতিচর্চা সম্পর্কিত হয়ে আছে রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ ও যুগের সঙ্গে।

বাঙালি মুসলমান মেয়ের সাংস্কৃতিক-সামাজিক জীবন পশ্চিমবাংলায় ও বাংলাদেশে ভিন্ন অসম অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু বিবেচনায়। বাঙালি হিন্দু মেয়ের অবস্থান একইভাবে আলোচ্য দুই দেশে ভিন্ন অসম অবস্থানে রয়েছে রাষ্ট্রে যথাক্রমে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু বিবেচনায়। সাম্প্রদায়িকতা সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সময় অবদমিত থাকে অন্যথায় উগ্ররূপ ধারণ করে এবং বাঙালি (এবং অবশ্যই অন্য ভাষাভাষীর) নারীর জীবন নিয়ে এই উগ্র সাম্প্রদায়িকতা কত রক্তপাত ও অসম্মান, অবদমন ও বৈষম্য ঘটছে তা আমরা সকলেই জানি। বাঙালি পুরুষের জীবনেও ঘটেছে—ঘটেছে নানা সঙ্কট। কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজ, রাজনীতি ও সমাজনীতি, ধর্ম এবং সংস্কার, ধনগৌরব ও দারিদ্র্য বাঙালি নারীর শিক্ষা, জীবনযাত্রা, বিবাহ প্রথা, দাম্পত্য জীবন, সংসার, পেশাগত-কর্মজীবন, সংস্কৃতিচর্চা, আইনী অধিকার ও তার বাস্তবায়ন, সমাজজীবনে মুক্তভাবে স্বাধীনভাবে ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে একই রকম বাধা তৈরি করে। হিন্দু-মুসলিম ধর্ম বিবেচনায় নারীর বিরুদ্ধে সেইসব বাধা দৃশ্যত ভিন্ন কিন্তু মূলত একই অবরোধ নারীকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। অবশ্যই তাতে বাঙালি সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত যেহেতু সমাজের অর্ধাংশ শৃঙ্খলিত রয়েছে। প্রশ্ন উঠবে পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশ এই দুই দেশের বাঙালি মুসলমান ও হিন্দু মেয়ের প্রগতি-অগ্রগতি কেন সমপর্যায়ের নয়? মূল কারণ হচ্ছে : প্রত্যেক দেশেই ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নাগরিকের তুলনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক তার ‘আইডেন্টিটি’ বা নিজস্ব ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক জীবনচর্যাগত ও জাতিগত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রাম করে। এই সংগ্রামে নারীর প্রতি আরোপ করা হয় ধর্মীয় বিধান, নিষেধাজ্ঞা, সংস্কার ও ফতোয়া।

উনিশ শতকে বাঙালির নবজাগরণের যুগে বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর (পুরুষ ও নারী) সামাজিক, ধর্মীয় সংস্কার সাধন, নারীর বিরুদ্ধে সামাজিক অন্যায় প্রথা সতীদাহ, বাল্য বিবাহ, বিধবা সমস্যা, বিধবা বিবাহ সমস্যা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার না থাকা, শিক্ষা না থাকা ইত্যাদি বিষয়ে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও ও অন্যরা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বদেশী স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপকভাবে যে পুরুষ ও নারী দৃশ্যমান হয়েছেন ধর্মীয় সম্প্রদায়গত পরিচয়ে তাঁরা ছিলেন হিন্দু। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আইডেন্টিটি বা অস্তিত্বের পরিচয় রক্ষার সংগ্রাম চলছিল। তার মধ্যেও মুসলিম সমাজে জাগরণ ঘটাবার জন্য বহু মুসলিম নেতা আব্দুল লতিফ প্রমুখ সংগঠন করেছেন, পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী—দুই ভাইয়ের জননী ‘বিবি আশ্মা’ এবং আরও অনেক মুসলিম নারী সামাজিক জাগরণের জন্য ও ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন।

নারীর বিরুদ্ধে যে অবরোধ প্রথা, শিক্ষা না দেওয়ার প্রথা, বিবাহ প্রথা, বহুবিবাহ, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা, ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্য করা ইত্যাদি ছিল সে বিষয়ে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) বিহারে এবং কলকাতায় আন্দোলন করেছেন, সংগঠন করেছেন, স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বাঙালি মুসলমান নারীসমাজ কলকাতায় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে (১৯০৯-এ প্রতিষ্ঠিত) পড়েছেন, বেথুন কলেজে পড়েছেন; তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম’ প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত হয়েছেন, সমাজকর্মী হয়েছেন।

বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত মুসলিম পুরুষ-সম্পাদিত বিভিন্ন সাহিত্যপত্রে মেয়েদের লেখা প্রকাশিত হত। এগুলির মধ্যে সওগাত-এর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ১৯১৮ সালে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন প্রকাশ করেছিলেন সওগাত পত্রিকা। এই পত্রিকাই প্রথম ‘জেনানা মহফিল’ নামে মেয়েদের বিভাগ খোলে। স্ত্রীশিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতা বিষয়ে সওগাত-এ সে সময়ে প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও মতামত সম্বলিত লেখা প্রকাশিত হত। পরবর্তী সময়ে ১৯২৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত মোট ছয়টি মহিলা সংখ্যা সওগাত প্রকাশিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বাঙালি মুসলিম নারীসমাজের চর্চার সুযোগ তৈরি করা। নারীপ্রগতির জন্য সওগাত পত্রিকার ভূমিকা ১৯১৮ সাল থেকেই মুসলিম সমাজের চিন্তাধারার তুলনায় অগ্রসর ছিল।

১৯৪৭ সালে কবি সুফিয়া কামালের সম্পাদনায় বেগম পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কলকাতা থেকে পত্রিকাটি ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।

১৯৪৭ সালের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় বিপুল সংখ্যক উল্লেখযোগ্য শিক্ষিত ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী, রাজনীতিবিদ, সংস্কৃতিবান, কবি, সাহিত্যিক, সমাজসেবক বাঙালি মুসলিম নারীর কর্মতৎপরতা, সৃজনশীলতা, প্রগতিচর্চা, সংস্কৃতিচর্চা দৃশ্যমান হয়।

উল্লেখযোগ্য যে পূর্ববাংলার কুমিল্লায় ব্রিটিশ যুগে ১৮৭৫-এর সময় নবাব ফয়জুন্নেসা জমিদার ছিলেন, নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন ও সমাজ-জনহিতকর বিভিন্ন কাজ করেন; আত্মজীবনী লেখেন (রূপজালাল)। পূর্ববাংলায় মুসলিম সমাজ তখন রক্ষণশীল ছিল। কিন্তু এর মধ্যেও প্রগতিবাদী মুসলিম পুরুষ নিজ নিজ পরিবারের নারীদের প্রগতির জন্য কাজ করেছেন। সাহিত্যচর্চায় উদ্যোগী মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ সিদ্দিকীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত (১৯২১ সালে) আয়েসা পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন তাঁর স্ত্রী সফিয়া খাতুন। এক বছর প্রকাশের পর এই মাসিক পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী (১৯২১ সাল) লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭১) প্রতিষ্ঠা করেন দীপালী সংঘ, নারীশিক্ষা মন্দির ও দীপালি স্কুল; রাজনৈতিক দলে নেতৃত্ব দেন ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে আন্দোলনে, প্রকাশ করেন জয়ন্তী পত্রিকা (১৯৩১ সালে)।

প্রীতিলতা ওয়াদেদার ও কল্পনা দত্ত চট্টগ্রামে সূর্য সেনের স্বদেশী দলে কাজ করেন এবং প্রীতিলতা শহীদ হন। অগ্নিযুগের কন্যারূপে তাঁরা বাংলাদেশে এখনও সম্মানিত। বহু রাজনৈতিক নেত্রী সে সময়ে জেল-অস্তরিন ভোগ করেন।

পশ্চিমবাংলার প্রগতিবাদী মুসলিম নারী এবং পূর্ববাংলার প্রগতিবাদী হিন্দু নারীরা রাজনৈতিক দেশভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রণীড়িত হয়। দেশভাগের মূল ভিত্তি ছিল

ধর্মভিত্তিক—হিন্দুর দেশ ও মুসলমানের দেশ ঘিরে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে গেল ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র রূপে। বাধ্য হয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমান জনগণ ব্যাপকভাবে চলে এলেন পূর্বপাকিস্তানের ঢাকায় এবং অন্যান্য শহরে, গ্রামে। পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু জনগণ চলে যেতে বাধ্য হলেন পশ্চিমবঙ্গে। উল্লেখযোগ্য যে, রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেতা-নেত্রী-কর্মীরা ঠিক করেন দেশত্যাগ করবেন না, এঁদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাও ছিল অনেক। পূর্বপাকিস্তানে রাজনৈতিক-নারী আন্দোলনে যুক্ত থাকবেন—এই সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন মনোরমা বসু, সুহাসিনী দাস প্রমুখ অনেকেই। লীলা নাগ দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হন দাঙ্গা উৎপীড়িত হয়ে ১৯৫০ সালে। তাঁর প্রকাশিত জয়শ্রী পত্রিকা কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়।

অন্যদিকে কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় বেগম পত্রিকা ১৯৫০ সালে। অদ্যাবধি এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকাটি ধারণ করেছে ৬০ বছরের বেশি সময়কালের পূর্বপাকিস্তান ও বাংলাদেশের বাঙালি হিন্দু-মুসলিম নারীর অবস্থা, অবদান ও অগ্রগতির চিত্র। ভারত-পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৯৪৭-এর দেশভাগের পরে প্রগতিবাদী বাঙালি মুসলমান নারীরা ঢাকায় এসে শুরু করেন নারীশিক্ষার প্রসারের কাজ, রাজনৈতিক-সামাজিক অধিকারের সংগ্রাম, লেখালিখি, সঙ্গীত-নৃত্যচর্চা, মেয়েদের ক্লাব গঠন (বেগম ক্লাব), মহিলা পার্ক প্রতিষ্ঠা, বাংলাভাষার আন্দোলন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড। মুসলিমলীগ সরকারের রক্ষণশীল-প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু বিরোধী রাষ্ট্রীয়-প্রশাসনিক শাসনব্যবস্থায় বাঙালি হিন্দু নারীসমাজ নিরাপত্তার অভাবে, দাঙ্গার সঙ্কটে ক্রমেই অন্দরমহলে অবরুদ্ধ হতে থাকেন। বাঙালি মুসলিম নারীর ওপরও নেমে এসেছিল রাজনৈতিক রক্ষণশীল দমননীতি। কিন্তু বলিষ্ঠ রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সচেতনায় বাঙালি মুসলমান নারীসমাজ সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে থাকেন। বাধ্য থাকলেও বাংলাদেশের নারীপ্রগতি এখন বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রশংসিত।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু পশ্চাৎপদ ব্যাপক মুসলমান নারীরা অবরোধে ঢুকে গেলেন। রাজনৈতিক নির্বাচনী ক্ষমতার স্বার্থে মুসলমান নাগরিকের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে ভারতের সরকার কোন ভূমিকা নেননি।

সামাজিক নেতৃত্ব ক্ষেত্রেও প্রগতিশীল নেতা-নেত্রীর শূন্যতার কারণে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান বাঙালি নারীরা পশ্চাৎপদ থেকে গেছেন।

তবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দু নারীর ক্রমবিকাশিত অগ্রযাত্রা আমাদের পথপ্রদর্শক—হিন্দুত্ব এখানে দৃশ্যমান নয়; নারীর ব্যক্তিত্ব, মানবাধিকার এখানে দৃশ্যমান। তেমনি বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমান নারীরাও মুসলমান নারী বলে নয়, ব্যক্তি, নাগরিক, মানবাধিকারের সংগ্রামী প্রতিভূ হিসেবেই দৃশ্যমান।

দুই

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গ মহিলা-র (এপ্রিল ১৮৭০, ১ বৈশাখ ১২৭৭) পদার্পণের আগে সংবাদ প্রভাকর (১০ চৈত্র, ১২৩৮, ১৮৩১), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩) ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকার সমাবেশে মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪), বামাবোধিনী (১৮৬৩) এবং অবলা-বান্ধব (১৮৬৯) পত্রিকার প্রকাশ আমাদের চমক জাগায় শুধুমাত্র নামকরণের ক্ষণ্যে নয়, বাঙালি নারীর জাগরণের লক্ষ্যে পুরুষ-সম্পাদকদের আগ্রহের গুরুত্ব জেনে।

বাংলায় সাময়িকপত্র প্রকাশের উদ্যোগ শুরু করেছিলেন উইলিয়াম বোন্টস (১৭৪০-১৮০৮) ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দশকের মধ্যেই। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তিনি ব্যর্থ হন। ১৭৭৮ সালে বাংলা হরফের নির্মিতির ফলে বাংলায় সাময়িকপত্র প্রকাশ সম্ভব হয়েছে।^১ প্রথমে মিশনারি এবং ক্রমাঘ্যে ব্রাহ্ম ও হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং তাঁদের অনেকেই এই লক্ষ্যে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন। বুদ্ধিজীবী, সমাজ-সংস্কারক, সম্পাদক পুরুষদের উদ্যোগে নারীজাগরণের উন্মেষ সূচিত হওয়ার ফলে এবং বিভিন্ন সাময়িকপত্র-পত্রিকায় সমাজ সংস্কার সমস্যা, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে সচেতন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী নারীসমাজের কলম শাগিত হতে থাকে।

শিক্ষা, পেশা, স্বাস্থ্য, সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত বাঙালি নারীসমাজের প্রতি যুগ, পরিবেশ, পরিবার এবং সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব বিবেচনায় রেখে এই প্রতিকূল অবস্থায় পত্রিকা সম্পাদনায় বাঙালি মহিলার আবির্ভাব বাঙালি সমাজে ও সাংস্কৃতিক জগতে ঐতিহাসিক ঘটনা নিঃসন্দেহে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন সাময়িক পত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী গ্রন্থে :

কেবলমাত্র গ্রন্থ-রচনাতেই নয়, সাময়িকপত্র-সম্পাদনেও বঙ্গ মহিলারা ঘীরে ঘীবে কম কৃতিত্ব অর্জন করেন নাই। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর ইহাতে দেশে সর্বত্র ক্রমশ স্ত্রীশিক্ষা প্রসার পাইতে থাকে। মহিলাকুলের সর্বাক্ষীণ উন্নতি সাধনের নিমিত্ত, তাঁহাদের রচনাবলী প্রকাশের জন্যও বটে, স্ত্রী পাঠ্যবিষয় সম্বলিত পত্র-পত্রিকাও ক্রমশ দেখা দিতে লাগিল। এগুলির মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাখানাথ শিকদার সম্পাদিত ‘মাসিক পত্রিকা’ (আগস্ট ১৮৫৪), মজিলপুর নিবাসী উমেশচন্দ্র দস্তেব মাসিক ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ (আগস্ট ১৮৬৩) ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত পাক্ষিক ‘অবলা-বান্ধব’ (২২ মে ১৮৬৯) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। (এই শ্রেণীর আরও কয়েকখানি সাময়িকপত্র : রেঃ এস. সি. ঘোষ সম্পাদিত ‘জ্যোতিরিন্দ্র’ (মাসিক), জুলাই ১৮৬৯। ঢাকা ইহাতে প্রকাশিত ‘নারী-শিক্ষা পত্রিকা’ (মাসিক), অক্টোবর ১৮৭০। বরিশাল ইহাতে প্রকাশিত ‘বালারঞ্জিকা’ (সাপ্তাহিক), এপ্রিল ১৮৭৩। ‘হেমলতা’ (পাক্ষিক) অক্টোবর ১৮৭৩। ডা. ডুবনমোহন সরকার-সম্পাদিত ‘বঙ্গ মহিলা’ (মাসিক), এপ্রিল ১৮৭৫। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত ‘পরিচারিকা’ (মাসিক), মে ১৮৭৮। মহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্র ‘বঙ্গ মহিলা’ নামে একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র, খিদিরপুর-নিবাসিনী জনৈক মহিলার সম্পাদনায় ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭০) প্রকাশিত হয়। গুনিয়াছি, ইনি মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়।^২

উনিশ শতকে এরপর প্রকাশিত বাঙালি মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকার তালিকা দিয়েছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেগুলো হচ্ছে : অনাধিনী (১৮৭৫), হিন্দুললনা (১৮৭৮), ভারতী (১৮৭৭), পরিচারিকা (১৮৭৮), বঙ্গবাসিনী (১৮৮৩), সোহাগিনী (১৮৮৪), বালক (১৮৮৫), বিরহিনী (১৮৮৮), পুণ্য (১৮৯৭), অস্তঃপুর (১৮৯৮)। এই পত্রিকাগুলোতে নারীকণ্ঠে নারীর অভাব-অভিযোগ, কর্তব্য এবং অধিকারের কথা ফুটে উঠেছিল। এসব পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলার মহিলাদের বক্তব্য প্রচারিত হতে থাকে।^৩

এই সূত্রে বলা যায় যে, বাঙালি মহিলা-সম্পাদিত সাময়িকপত্রের বিদ্যুৎপ্রভা যখন আমাদের আনন্দিত করে তখন অন্ধকারের ছায়াপাতেও আমরা আশঙ্কিত হই। দুঃখজনক যে,

একই সময়ে মুসলিম নারীর জীবন ও মানস জগতে এই বিদ্যুৎপ্রভার সূচনা ঘটেনি। উনিশ শতকের শেষে বাঙালি মুসলিম মানসের নবজাগরণ ঘটেছে এবং বিশ শতকের শুরু থেকে বাঙালি মুসলিম নারীসমাজের নবজাগরণের লক্ষ্যে বাঙালি-মুসলিম পুরুষ সম্পাদকবৃন্দ প্রণোদিত হয়েছিলেন। বহু বছরের ব্যবধানে বাঙালি মুসলিম নারীর জাগরণ ঘটলেও তাঁদের সম্পাদিত সাময়িক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায় যে, সময়ের ব্যবধান ঘুচিয়ে প্রগতির মশাল হাতে, কলমের বরনধারায় ব্যাপক সংখ্যক বাঙালি মুসলিম নারী অভিযুক্ত করেছেন বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীর মানসজগৎ।

সাময়িক পত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারীর ইতিহাসে (১৩৫৭ ফাঙ্কুন) বাঙালি মুসলিম নারী সফিয়া খাতুন, শামসুন্নাহার মাহমুদ, সফিয়া কামাল, জাহানারা আরজু এবং মাহফুজা খাতুন সম্পাদিত যথাক্রমে আক্বেসা (১৯২১) বুলবুল (১৯৩৩), বেগম (১৯৪৭), সুলতানা (১৯৪৯), এবং নওবাহার (১৯৫০) পত্রিকার সংবাদ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন।^৪

উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু-মুসলিম জনগোষ্ঠী হিসেবে বাঙালি নারীজাগরণের ইতিহাসে প্রায় ৫১ বছরের সময়-ব্যবধান লক্ষিত হলেও বিকাশের ধারাটি ছিল প্রায় একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। অর্থাৎ হিন্দু বাঙালি ও পুরুষ বুদ্ধিজীবীদের মতোই মুসলিম বাঙালি পুরুষদের উদ্যোগে মুসলিম নারীজাগরণের সূচনা হয় এবং তাঁদের সম্পাদিত সাময়িকপত্রে নারীপ্রগতির লক্ষ্যে লেখা প্রকাশিত হয়।

নবনূর (সৈয়দ এমদাদ আলীর সম্পাদনায়, মে ১৯০৩), The Mussalman (আবুল কাসেমের সম্পাদনায়, ১৯০৬), আল্-এসলাম (মোহাম্মদ আকরাম খাঁ এবং পরে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী-র সম্পাদনায় ১৯১৫), সওগাত (মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের সম্পাদনায়, ডিসেম্বর ১৯১৮), বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা (মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায়, ১৯১৮) সাধনা (আব্দুল করিম সাহিত্যবিহারদ এবং আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় এপ্রিল ১৯১৯), সহচর (১৯২২), ধুমকেতু (কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায়, আগস্ট ১৯২২), শিখা (আবুল হোসেনের সম্পাদনায়, এপ্রিল ১৯২৭), নওরোজ (মোহাম্মদ আফজাল-উল-হক্, জুন ১৯২৭), মাসিক মোহাম্মদী (মোহাম্মদ আকরাম খাঁর সম্পাদনায়, নভেম্বর ১৯২৭), মোয়াজ্জিন (সৈয়দ আব্দুর রবের সম্পাদনায়, ১৯২৮), জাগরণ (এস. আহমদ আলীর সম্পাদনায়, এপ্রিল ১৯২৮) ইত্যাদি পত্রিকায় সাহিত্যিক নারীদের লেখা প্রকাশিত হত। সাহিত্য ও সমাজ সংস্কারমূলক লেখায় পারদর্শী হয়ে সচেতন মুসলিম বাঙালি নারীরা সাময়িকপত্রের সম্পাদনায় এগিয়ে আসেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইয়ে উল্লিখিত ১৯৫০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর নাম ইতিপূর্বে লেখা হয়েছে। এরপরেও মুসলিম বাঙালি নারীরা সাময়িকপত্র সম্পাদনা অব্যাহত রেখেছেন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর পূর্বপাকিস্তানে এবং ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশে বাঙালি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ও আদিবাসী নারীদের নবজাগরণের আন্দোলন, সাহিত্য সাধনা ও পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপক উদ্যোগ আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়গত বিভেদের এবং পুরুষ ও নারীর ভিন্ন সম্পাদনার কথা বলা সাম্প্রদায়িক বোধ-দুষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐতিহাসিক ও বাস্তব সত্য এটাই যে, হিন্দু-মুসলিম বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতি-চিন্তা-চেতনার মধ্যেও পার্থক্য

থাকায় বাঙালি মুসলিম নারী-সম্পাদিত সাময়িকপত্র ভিন্নতর সমাজদর্শন, সংস্কৃতি, জীবন যাপনের কথা ও বস্তু নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাঙালি সমাজের পুরুষ ও নারীর অগ্রগতির ধারাটি ভিন্নভাবেই গুরুত্ব পাচ্ছে এবং সাময়িকপত্র সম্পাদনায় মুসলিম বাঙালি নারীর কৃতিত্ব দৃশ্যমান হচ্ছে। মুসলিম বাঙালি নারী-সম্পাদিত সাময়িকপত্রের বিদ্যুৎপ্রভাও আমাদের আনন্দিত করছে। এই বিষয়ে আলোচনা খুবই অবহেলিত। তাই এ বিষয়ে আলোকপাত করার লক্ষ্যেই বর্তমান নিবন্ধটি লেখা হল।

১. আমেসা। সম্পাদিকা : সফিয়া খাতুন; চট্টগ্রাম, ১৯২১

সফিয়া খাতুন সম্পাদিত আমেসা (মাসিক) পত্রিকাটির আয়ু ছিল মাত্র এক বছর বা বারো মাস। এই বারো মাসে (বৈশাখ ১৩২৮ থেকে চৈত্র ১৩২৮) ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি মুসলিম বাংলার মুসলিম নারী-সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। ড. আনিসুজ্জামান বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ ১৯২২ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে জানিয়েছেন যে, মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী (১৮৭৯-১৯৫১) চট্টগ্রাম, সাধনা কার্যালয় থেকে আমেসা প্রকাশ করেছিলেন। ছাপা হয়েছিল চন্দ্রকুমার মজুমদার কর্তৃক সরস্বতী প্রেস থেকে। প্রতি সংখ্যা ১২ পৃষ্ঠা, মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০ এবং দাম ছিল বার্ষিক আড়াই টাকা। পঞ্চম সংখ্যা থেকে আমেসা প্রকাশের স্থান ৫ ডোগরা গলি, কলুটোলা, কলকাতা, মুদ্রক কে. এম. হেলাল, ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৯ আন্টনী বাগান লেন, কলকাতা।^৫

ঢাকার বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরিতে কলকাতা থেকে প্রকাশিত আমেসা পত্রিকার ৬-১২ সংখ্যার ৭টি পত্রিকা সংরক্ষিত আছে। কিন্তু চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত প্রথম ৪টি সংখ্যা এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত ৫ম সংখ্যার পত্রিকা সংরক্ষিত নেই বাংলাদেশের কোনো লাইব্রেরিতে বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে। ৮৪ বছর আগের পত্রিকাটির অন্বেষণে নানা লাইব্রেরিতে সন্ধান করেছি, ব্যক্তিগতভাবে কাছ খোঁজ করেছি, তথ্য জ্ঞানার চেষ্টা করেছি, গবেষকদের বই থেকে তথ্য আহরণ করেছি—আরো নতুন কিছু, বেশি কিছু জানাতে পারি কিনা নতুন প্রজন্মের সংবাদপিপাসুদের, সে চেষ্টা করেছি। কিন্তু পুরোপুরি সফল হতে পারিনি।

১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে (বাংলা ১৩২৮ সালের বৈশাখ মাসে) চট্টগ্রামের সাহিত্য-উদ্যোগী (প্রয়াত) মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী মহিলা সম্পর্কীয় ব্যাপারে মুসলিম বাংলার আদি ও প্রথম মাসিক সাময়িকপত্র আমেসা প্রকাশ করেছিলেন।^৬ ‘বঙ্গভাষা ও উর্দু ভাষায় বেশ দখল’ সম্পন্ন সফিয়া খাতুন আমেসা পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। বাঙালি মুসলিম মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকা বিষয়ে আলোচনায় সেজন্য আমেসা প্রথম বিবেচ্য পত্রিকা।

আমেসা পত্রিকার বর্ষ, তারিখ, সংখ্যা—ছাপাবার স্থানটির শীর্ষে কোরান শরিফ (ধর্মগ্রন্থ)—এর উদ্ধৃতি লেখা থাকত : ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত সেই জাতি তাহাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধনে মনোনিবেশ না করে।’ এই পত্রিকার আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, কোনো কোনো প্রবন্ধ বা আলোচনার বিষয়ে সম্পাদিকার মতপার্থক্য থাকলে তা ছাপার অযোগ্য মনে করতেন না। বরং তা ছাপাতেন এবং লেখার শেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য বা দ্বিমত সংযুক্ত করতেন। এই বিষয়টি পত্রিকার সম্পাদিকার মুক্তমন ও পরমতসহিষ্ণুতার পরিচায়ক। সমাজে নানা মতাবলম্বী ও চিন্তাধারার ব্যক্তি আছেন, তাঁদের

লেখায় নানা মত ও চিন্তার প্রকাশ থাকবেই। *আম্বেসার* সম্পাদিকা সেই মত ও চিন্তাকে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। তিনি হয়তো ভেবেছেন যে, পাঠক ঠিক করবেন, কোন চিন্তা সঠিক বা বেঠিক।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মোহাম্মদ জোবেদ আলি লিখিত আলোচনা 'নারীর মুক্তি' (১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২৮) এবং শামসুন্নাহার মাহমুদ রচিত 'পর্দাপ্রথা ও স্ত্রী স্বাধীনতা' (১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, পৌষ ১৩২৮) প্রবন্ধ বিষয়ে *আম্বেসা* সম্পাদিকা লিখেছেন, 'লেখকের অধিক বাড়াবাড়ি' হচ্ছে। প্রবন্ধে উল্লিখিত 'রমণীর রমণীত্ব' এবং 'পর্দার আবশ্যিকতা' বিষয়ে সম্পাদিকা তাঁর সমর্থন জানিয়েছেন। লেখার শেষে দ্বিমত প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে উষা বসু রচিত 'হজরত মোহাম্মদ' কবিতাটির বিষয়ে সম্পাদিকা মন্তব্য করেছেন যে, কবিতার ছন্দপতন ঘটলেও হজরত মোহাম্মদ সম্পর্কে হিন্দু ধর্মাবলম্বী কবির ভাবাবেগ উপলব্ধি করে তিনি তা প্রকাশ করলেন।^১

উল্লেখযোগ্য যে, *আম্বেসা* পত্রিকায় পৃথিবীর নানা দেশের কৃতী নারীদের ও নারী-প্রগতির বিষয়ে প্রবন্ধ ও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বিদুষী আরব মহিলা (সম্রাজ্ঞী খায়জুরান), প্রথম মহিলা ব্যারিস্টার, বিদুষী ফজল, বিবি মমতাজমহল, আদর্শ নারী পণ্ডিতা রমারাই সরস্বতী, নারীর অধিকার, নারীর কথা, দেশ বিদেশের মেয়েদের কথা, আদর্শ নারী জাতীয় বীরঙ্গনা খালেদা খানম, স্বামী-স্ত্রী, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান বেগমের অপূর্ব পতিভক্তি, গৃহিণী হইবার উপযোগী শিক্ষা, নারীর ব্যথা, বিবাহ ও নারী, পথের মেয়ে, মেয়েদের শিক্ষা—এসব লেখায় এবং সেই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে নারীপ্রগতির বিষয়ে যে বক্তব্য প্রচারিত হয়েছে, সে বিষয়ে সম্পাদিকার কোনো দ্বিমত প্রকাশিত হয়নি।

নারীর বোরখা বা পর্দা এবং স্বাধীনতার জন্য নারীকে উদাস্ত আহ্বানের মধ্যে রক্ষণশীলতার বাধা ছিন্ন করে নারীসমাজকে এগিয়ে যাওয়ার এবং শিক্ষা ও অধিকার বিষয়ে সচেতন হওয়ার তীব্র আকুতি ও ভাবাবেগ বিষয়ে সম্পাদিকার দ্বিমত আমাদের বিস্মিত করে। হতে পারে চট্টগ্রামের ও কক্সবাজারের সামাজিক রক্ষণশীলতা এর কারণ, যা একুশ শতকেও বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা শহরের তুলনায় এ জেলায় বেশি মাত্রায় কঠোর। সফিয়া খাতুন নিজে এই ধরনের রক্ষণশীলতার উর্ধ্বে উঠেছিলেন, *আম্বেসা* সম্পাদনাই তা প্রমাণ করে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, তিনি সচেতনভাবে সম্পাদিকার মন্তব্য বা দ্বিমত ছাপিয়েছেন সমাজের রক্তচক্ষু এড়াবার জন্য, বিশেষত *আম্বেসার* ওপর যেন সমাজের আঘাত না পড়ে সেজন্য। নিজ প্রতিষ্ঠিত 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল' পরিচালনায় আর্থিক ও সামাজিক বাধা দূর করার জন্য রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্বয়ং 'বোরখা' পরেছিলেন বাধ্য হয়ে। সমালোচক গবেষক গোলাম মুরশিদ বলেছেন রোকেয়ার এটা আপোসকামী আচরণ। বস্তুত বৃহত্তর স্বার্থে তা ছিল রোকেয়ার কৌশল। যদিও রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও সফিয়া খাতুনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে তবু বলা যায় বোরখা বা পর্দা বিষয়ে তাঁদের সামাজিক কৌশল গ্রহণ করতে হয়েছিল প্রায় সমসাময়িক কালেই।

আম্বেসা পত্রিকার প্রকাশক মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর জীবনীকার শফিউল আলম *আম্বেসা*-সম্পাদিকা সফিয়া খাতুন এবং *আম্বেসা* সম্পর্কে বলেছেন :

সম্পাদিকা হিসেবে বেগম সফিয়া খাতুনের নাম মুদ্রিত থাকলেও পত্রিকাটি সম্পূর্ণ পরিচালনা করতেন আবদুর রশিদ সিদ্দিকী।*

‘আমেসা’য় নারী সমাজের দাবি ও অধিকারের কথা প্রকাশিত হলেও প্রগতিশীলতা ‘আমেসা’র লক্ষ্য হয়তো ছিল না।*

শফিউল আলমের প্রথম বক্তব্য যদি সত্য হয় তবে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সফিয়া খাতুনের যদি শুধু নাম মুদ্রিত হত এবং কার্যত (তার স্বামী) আবদুর রশিদ সিদ্দিকী পত্রিকাটি সম্পূর্ণ পরিচালনা করতেন তা হলে সফিয়া খাতুনের অসুস্থতার জন্য তো পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যেত না।

এই প্রসঙ্গে আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর অপ্রকাশিত ‘আম্মাজীবনী’তে উল্লিখিত আমেসা পত্রিকা বন্ধের কারণটি উল্লেখ করা যায় : ‘আমি পারিবারিক দুর্বলতায় ও নিজের অক্ষমতায় ‘আমেসা’র প্রচার কার্য বন্ধ রাখিতে আদেশ দিয়া ১৩২৯ সালের ১ম সংখ্যা ‘সাধনা’ নানা চিত্রে চিত্রিত করিয়া ‘প্রবাসী’ ‘ভারতবর্ষ’ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের পত্রিকার ন্যায় সর্বপদ পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিলাম।’^{১০}

এটাই সত্য যে সম্পাদিকা সফিয়া খাতুন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তার ফলে পত্রিকা সম্পাদনা করা আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। সেই সঙ্গে এটাও জেনে রাখা দরকার যে, ১৯২২ সালের ২২ ডিসেম্বর আবদুর রশিদ সিদ্দিকী রাজরোষে কারাবন্দী হন। কিন্তু তাতে সাধনা বন্ধ হয়নি। সফিয়া খাতুনের নাম মুদ্রিত করে তিনি তো সাধনার মতো আমেসা পত্রিকাটি প্রকাশ করে যেতে পারতেন। তা তিনি করলেন না কেন? কেন আমেসা বন্ধ করতে বাধ্য হলেন?

কাজেই আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি যে, সফিয়া খাতুন শুধুমাত্র নামে নয়, প্রকৃত অর্থেই আমেসার সম্পাদিকা ছিলেন।

শফিউল আলমের দ্বিতীয় বক্তব্যটিও সঠিক নয়। আমেসা-র লক্ষ্য প্রগতিশীলতা ছিল না সেটা কীভাবে প্রমাণিত হয়? সেই যুগে (১৯২১) বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী ছিল অবরোধবাসিনী। শিক্ষা, সংস্কৃতির আলোকিত জগৎ থেকে নারী ছিল নির্বাসিত। সেই পরিবেশে নারীকে অবরোধমুক্ত করার লক্ষ্যে, মুসলিম নারীজাগরণ ঘটাবার জন্য (ইসলামের নারীর অধিকারের আদর্শ অনুসরণ করলেও) আমেসা পত্রিকা প্রকাশ করাই ছিল প্রগতিশীল পদক্ষেপ। আমেসা-র সূচিপত্র দেখলে এবং লেখাগুলো পড়লে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রগতিশীলতাই ছিল আমেসা-র লক্ষ্য। রক্ষণশীলদের আগ্রাসনে পত্রিকাটি যেন বন্ধ হয়ে না যায় সেজন্যই সফিয়া খাতুন দ্বিমত ছাপাতেন সম্পাদিকার নামে।

বর্তমান যুগে আমরা কি দেখি না যে, প্রগতিশীল দৈনিক সংবাদপত্রগুলো চিঠিপত্র ও অন্যান্য মুক্তচিন্তার লেখাগুলোর সঙ্গে ছাপিয়ে দেন ‘মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।’ তাহলে কি সে-সব পত্রিকা প্রগতিশীল নয় বলে বিবেচিত হবে?

আমেসা পত্রিকার প্রগতিশীলতা বিষয়ে বিভিন্ন লেখক-গবেষকের পরিবেশিত তথ্য এখানে যুক্ত করছি :

ক আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) (১৯৬৭ সালের লেখা) : চট্টগ্রামের মরহুম আবদুর রশিদ সিদ্দিকী তেমন এক সাহিত্য উদ্যোগী মানুষ ছিলেন। তিনি যেমন উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না—

প্রথম দিকে অর্থ বিস্ত ছিল না তেমন। তবুও প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে তিনি চট্টগ্রাম থেকে 'সাধনা' আর 'আমেছা' নামে দু'খানা মাসিকপত্র বের করেছিলেন। শেষোক্তখানা নামেই প্রকাশ—মহিলা-পত্রিকা। সম্ভবত ঐ ক্ষেত্রে অর্থাৎ মহিলা সম্পর্কীয় ব্যাপারে আমেছা'ই ছিল আদি ও প্রথম পত্রিকা। তার আগে আর কোনো মুসলমান সম্পাদিত মহিলা পত্রিকার নাম শোনা যায়নি। সম্পাদিকা হিসেবে পত্রিকার পৃষ্ঠায় আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর স্ত্রীর নামই ছাপা হতো।^{১১}

খ চৌধুরী আবুল ফজল হাজারী : Late Abdur Rashid Siddiquee was probably the first in the then Bengal to realise that women should play their public role in order to make the move initiated by the males a complete success. But how to shake off the conservativeness of his community? An answer to this question made him publish from the next year the monthly 'Annasa' first magazine of its kind devoted to females in the arena of Bengali language which survived more than two years.^{১২}

গ মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী সম্পাদিত সাধনা পত্রিকায় (৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩২৮) 'আদর্শ স্ত্রীপাঠ্য আমেসা' শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল: 'সাহিত্য চর্চায় রমণীসমাজে এই সর্বপ্রথম উদ্যোগ, 'আমেসা' স্ত্রী পাঠ্য মাসিক পত্রিকা। স্ত্রীগণই লিখিতেছেন। পুরুষের ন্যায় ন্যায্য দাবী, ন্যায্য অধিকার, পারিবারিক রীতিনীতি, পতিভক্তি, ধর্ম, ইতিহাস, গল্প, কবিতা, স্ত্রীরনী-সাহিত্য ও পুরুষদের অন্যান্য অত্যাচার, তালাক, অশ্লিষ্ট অপব্যবহারের বাদ প্রতিবাদ, আন্দোলন, আলোচনা, গৃহচিকিৎসা, পাক-প্রণালী ইত্যাদি নিত্যাবশ্যকীয় বহু বিষয় থাকিবে, আমরা এই নব-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের প্রত্যেক জাতাগণ—আমাদের এই আয়োজনে আপন স্ত্রী-কন্যা-ভগ্নীদিগকে গ্রাহিকা নিযুক্ত করিয়া মগ্ন করিবেন। আমেসার বার্ষিক মূল্য ডাকমাণ্ডুলসহ মাত্র আড়াই টাকা, মনি অর্ডার করিলে সোয়া দুই টাকা।'^{১৩}

ঘ সাধনা পত্রিকায় (১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা) একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল :

'৫ প্রমে: ১০০ টাকা'

'চট্টগ্রামের কোনও ধনী পত্নী বেগম নূরস ছফা সাহেবা জানাইতেছেন যে, বেগম সফিয়া খাতুন সাহেবার সম্পাদিত 'আমেসা' মাসিক গ্রাহকবর্গের নিকট তিনি নারীজাতি বিষয়ক ৫টি জটিল প্রশ্ন করবেন এবং প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য ২০ টাকা করিয়া পুরস্কার দিবেন। প্রশ্ন "আমেসা'য় প্রকাশার্থে ছাপাইয়াছেন।'^{১৪}

ঙ ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাময়িক পত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী বইয়ে আমেসা বিষয়ে নতুন কোনো তথ্য নেই। ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'নারী কল্যাণই ইহার প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল।'^{১৫}

চ শোভারানী ভট্টাচার্য তাঁর লেখা মহিলা সম্পাদিত বাংলা সাময়িক সাহিত্য পত্রিকা বইয়ে ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া তথ্যের বেশি নতুন কিছু সেননি। তবে তিনি আমেসার বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন, বাংলাদেশের এবং মুসলিম নারী-সম্পাদিত আমেসা পত্রিকাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।^{১৬}

ছ ড. আনিসুজ্জামান মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৮৩১-১৯৩০) বইয়ে আমেসা বিষয়ে লিখেছেন 'মুসলমান মহিলা-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাময়িকী।'^{১৭}

আমেসা এবং সফিয়া খাতুন সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য পাওয়া না গেলেও অপর একজন লেখক সফিয়া খাতুন বি এ-র লেখা সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে সুমিত অধিকারী জানালেন

আবেশ।

“নিশ্চয় আমিহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পশ্চাত্ত
সেই জাতি তাহাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধনে
মনোনিবেশ না করে।”

কোরাণ পারক।

১ম বর্ষ।

আশ্বিন—১৩২৮সাল।

৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মহরম

ভূবের করুণ গাঁথা হৃদয়ের মধ্য আকুলতা
বহিয়া এনেছে আজ মহরম চাঁদ সে বারতা
অতীত বিষাদ গাঁথা যদিও সে হয়ে গেছে জীন
জাগাতে বিষাদ ব্যথা এসেছে সে আবার নতুন
দিগন্ত ভরিয়া গেছে বিষাদের করুণ উজ্জ্বল
দূর শব্দে জেগে ওঠে হৃদয়ের কি, যে মৌনভাস
এ নহে গো নাট্যশালা এ নহে গো পুলকের হাসি
এবে হায় অক্ষয়ল এবে হায় বিষাদের বাণি
উৎসব ভাঙিলে এর কুল সে যে অতি গুরু ভার
হাসিলে ইহার মানে শতগুণ অপমান তার
নত কর মাথা হেথা, চূপ কর কুলে বাও সব
অন্তরের অন্তর দিয়ে এ বিষাদে কর অন্তর।

মিসেস্ রফি

দারিদ্র

প্রভাতে ভুনার পাত

মৌন আধারে মুগ্ধা ধরণী

মগ্ন আত্মকে কাহারো ধ্যানে

বন উপবন স্তব্ধ মগন

তাসিটা না ভায় নয়ন কোনে

গভীর হৃদয় গভীরে। মলায়ে

গভীর ভাবেতে হয়েচে ভোর

ধ্যানের মূর্তি প্রণমি তোমায়ে,

লোচনে করেছে বেদনা লোর।

মিসেস্-রফি

(দারিদ্র)

বেগম

..... মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বঙ্গ, ১ম সংখ্যা, রবিবার, ২০শে অক্টোবর, '৬১ : ১০ই ডিসেম্বর ৬৪ THE BEGUM Vol—XVIII—No. 1 13th December, '64



“আমে হাসি আমে গান, আমে বে স্তন আপ
সঙ্গে করে আমে গবিতর”—

কটে : আবু হান্নান

—বদীন্দ্রনাথ

বঙ্গ : নূরজাহান বেগম • কার্যালয়-৬৬, লয়াল স্ট্রীট, ঢাকা-ফোন: ৩৭৮০



ਅੰਤਰਿਕ

সোনদর, হৈ কালু, ১৩৩৪ : ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮
 প্রহর : ১২ মাথো।

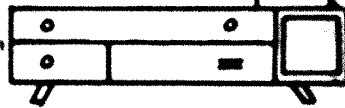
उन्मूलन = खनन-प्रणाली लागू करी ।

ଶକ୍ତି



ଆଧୁନିକ
ଆମଦାନୀ
କୃତ୍ୟ

କ୍ରମ
୦୨୦୩/୦୩୭

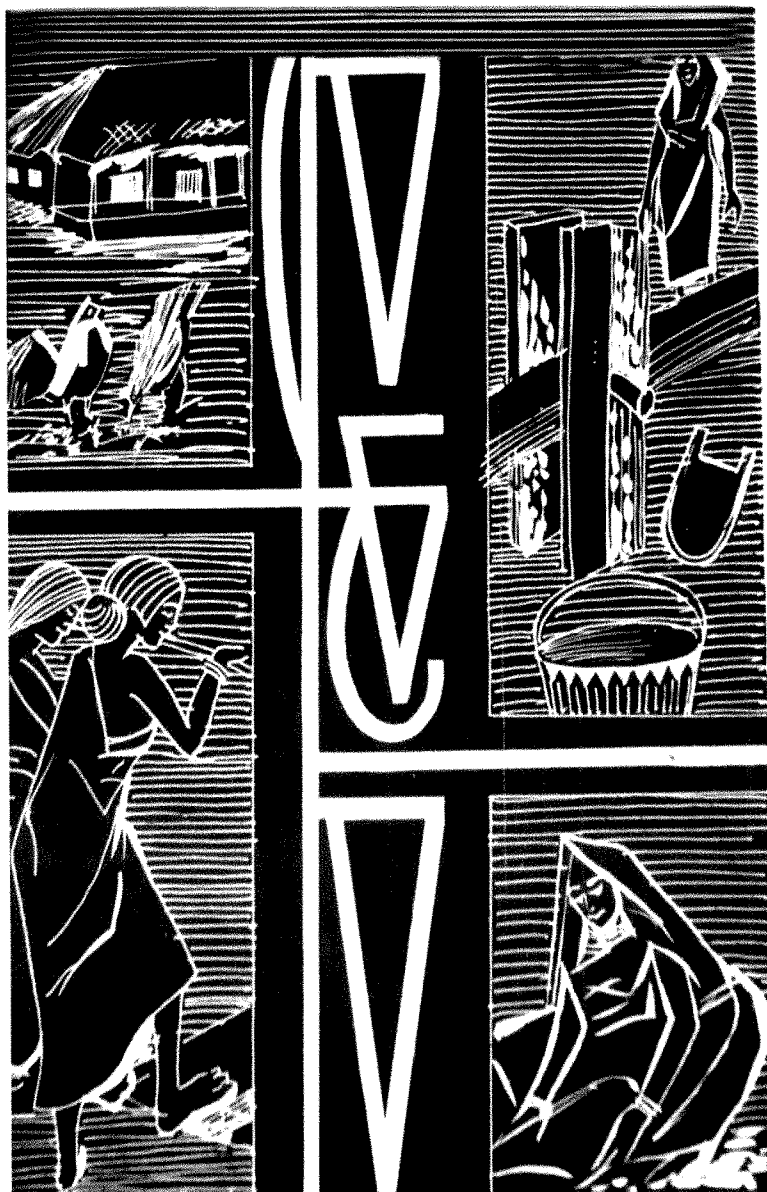


ଜ୍ୟୋତି ମାନ୍ୟ

୨୨୫, ବାରି ପ୍ରଦାନ ମଣ୍ଡିର
ପାଟଣା - ୨

ଶାନ୍ତୀ

ସଞ୍ଜିବନୀର ସାମାଜିକ ପତ୍ରିକା



ସଞ୍ଜିବନୀ ୧୧ ଅକ୍ଟୋବର

ସଞ୍ଜିବନୀ ୧୧ ଅକ୍ଟୋବର



বিশাল বিশ্বাল বিশাল



শিল্পী
কামরুল হাসানের
সাক্ষাৎকার

আম্বেসার সম্পাদক সফিয়া খাতুন এবং লেখক সুফিয়া খাতুন বি এ এক ব্যক্তি নন।^{১৮} এই লেখার প্রসঙ্গে সেই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে তা এই প্রবন্ধের বিষয়-অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু বইটি এই প্রসঙ্গে পাঠযোগ্য। আম্বেসা-র সম্পাদিকা সফিয়া খাতুন পত্রিকা সম্পাদনা করতে, এমনকি প্রবন্ধ লিখতে পারতেন কিনা সেই সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে। সকলেই বলেছেন সফিয়া খাতুনের স্বামী মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী স্ত্রীর নামে সম্পাদনা করতেন এবং লিখতেন। এই সূত্রে সফিয়া খাতুন বি এ রচিত নানা প্রবন্ধের সংকলন নারীর অধিকার ও অন্যান্য বইয়ের প্রকাশক লিখেছেন : ‘আম্বেসায় সম্পাদকের বরাতে বিভিন্ন মন্তব্য ও নারীর অধিকার নিবন্ধ যে আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর রচনা সেটার ইঙ্গিত রচনারীতিতেও প্রতিফলিত হয়েছে। ‘নারীর অধিকার’ নিবন্ধে নারীদের পক্ষে ‘আমরা’ না বলে যেভাবে তাদের সম্বোধন করা হয়েছে তা কোনো নারীর লেখা বলে বোধ হয় না।’^{১৯}

বক্তব্যটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ‘নারীর ব্যথা’ প্রবন্ধের রচনারীতি বিষয়ে উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক নয়। যে বাক্যগুলোতে ‘তাহারা’ বলা হয়েছে সেগুলো পুরুষের লেখা ভাবার কোনো যুক্তি নেই। নারীর লেখায় নারীসমাজকে ‘তাহারা’ না বলে ‘আমরা’ বলতেই হবে সেটা কোনো যুক্তি হতে পারে না। ‘নারীর ব্যথা’ প্রবন্ধটির শেষে লেখা আছে সংকলনে বেগম সফিয়া খাতুন। প্রবন্ধটির একটি বাক্য এরূপ : ‘নারীজাতি সর্বাবস্থায় পুরুষ জাতির অধীন, তাহারা যদি প্রকৃত শিক্ষার অভাবে অধঃপাতে যায় সে জন্য কি সমাজ দায়ী নহে?’^{২০} অন্য একটি বাক্য এরূপ : ‘‘তাহারা ‘পুরুষ’ এই পুণ্যে তাহাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনীয় হয় অথবা অপরাধ বলিয়া গণ্যই হয় না। আবার তাহারাই নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া যাহাদিগের সর্বনাশ করিয়া থাকেন, তাহাদের একবার পদস্থলন হইলে এত কঠোর দণ্ড কেন হয়? কেন তাহারা আর সমাজে স্থান পায় না, সমাজপতিগণ তাহা কি একবার চিন্তা করিয়া দেখেন? পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণ অনেক আত্মত্যাগ করিতে জানে, তাহারা অন্যের সুখের জন্য অকাতরে আপনার সুখ স্বার্থ ছাড়া দিতে পারে।’^{২১} উদ্ধৃত বাক্য দুটিতে ‘নারীজাতি’ উল্লেখ করে ‘তাহারা’ বলা হয়েছে। সেজন্য এই রচনা পুরুষ রচিত ভাবার কোনো যুক্তি নেই।

আম্বেসা পত্রিকায় প্রকাশিত সফিয়া খাতুন রচিত ‘নারীর অধিকার’^{২২} এবং ‘নারীর ব্যথা’^{২৩} লেখা দুটি নারীর অধিকার ও অধীনতা বিষয়ে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। বঙ্গদেশে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করে আম্বেসা সম্পাদিকা সফিয়া খাতুন লিখেছেন যে, “আজ কাল বঙ্গদেশে ভোটের দাবী লইয়া মহিলা সমাজে এক তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। মহিলারা চায় পুরুষদের সাথে পাম্পা দিয়া বেশ বাহাদুরী করে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে তাহাদের একটু চাঞ্চল্য, একটু অধীরতা, একটু আত্মসত্তরতা পরিদৃষ্টও হইতেছে। তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত তাহারা অস্তঃপুর লক্ষ্মী, পর্দা তাহাদের ভূষণ, লজ্জা তাহাদের অলংকার। পুরুষের অধীনতা পাশ, পুরুষের সেবা নারীর ধর্ম, যদি এই সব নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া দুনিয়ার সব কিছু আপনার করিয়া নিতে দাবী করে, তা হইলে আমরা এই দাবী অনধিকার চর্চা বলিয়াই ধরিয়া লইব।...”^{২৪}

‘নারীর ব্যথা’ প্রবন্ধের বক্তব্যে নারীর কাজ, আত্মত্যাগ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে; বালিকার ওপর পুরুষের শকুনি দৃষ্টি ও নির্যাতন; নানাভাবে লাঞ্ছিত নারীকে সমাজ যেভাবে দায়ী করে ও বাঁচতে দেয় না সে কথা বলা হয়েছে নারীর প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে।

পুরুষের কাছে নারীর আত্মসমর্পণ অধীনতা হতে পারে কিন্তু তা হীনতা নয়, বলেছেন বেগম সফিয়া খাতুন। এই প্রবন্ধটির বক্তব্য রক্ষণশীল মনে হয় না।

আম্বেসা পত্রিকাটির ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা থেকে ১২ সংখ্যা পর্যন্ত ৭টি সংখ্যা বাংলা একাডেমীর (ঢাকা) লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। সেই ৭টি সংখ্যার সম্পূর্ণ সূচিপত্র এই প্রবন্ধে সংকলিত করেছি। বহু সন্ধান করেও প্রথম ৫টি সংখ্যা পাইনি, সেজন্য সেই ৫টি সংখ্যার সূচিপত্র সংকলিত করতে পারিনি। প্রাপ্ত ৭টি সংখ্যার সব লেখা বিশ্লেষণ করে বলা যায় ১৯২১ সালের মুসলিম সমাজের রক্ষণশীলতা ও পশ্চাদ্দপদতার পটভূমিকায় নারীপ্রগতির বিষয়ে নারীসমাজের চিন্তাতেও ছিল নানা দ্বন্দ্ব এবং রক্ষণশীলতা।

মুসলিম সমাজের রক্ষণশীল চিন্তাধারার উর্ধ্ব ওঠার প্রচেষ্টা আম্বেসা পত্রিকার ছিল বলে মনে হয়। বিভিন্ন দেশের নারীপ্রগতির ইতিহাস, বীর নারীদের জীবনী আলোচনা, নারীনির্যাতনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে লেখা গল্প ও উপন্যাস প্রকাশ করে, নারীপ্রগতির অন্যতম প্রবক্তা ও লেখক ডাক্তার লুৎফর রহমানের লেখা সংকলিত করে আম্বেসা সম্পাদিকা সফিয়া খাতুন নারীপ্রগতির সাক্ষ্য রেখেছেন। মুসলিম বাংলার মহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা (মাসিক) হিসেবে আম্বেসা মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্রের মধ্যে যথাযথ স্থান পেয়েছে।

আম্বেসা পত্রিকার সূচিপত্র

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩২৮	পৃষ্ঠা
১. মহরম (কবিতা) : মিসেস রফি (দাখিলিজ)	৬১
২. প্রভাতে তুষারপাত (কবিতা) : ঐ	৬১
বিদূষী আরব মহিলা (সম্রাজ্ঞী খায়জুরান) (প্রবন্ধ) : মোখলেছর রহমান	৬২-৬৩
গৃহস্থালী (গল্প) (পূর্বানুবৃত্ত) : আনোয়ারা	৬৬-৬৮
নামাজ (আলোচনা) : রহিমা	৬৮-৬৯
ধূপ ও নর (কবিতা) : শ্রীমাখনমতী দেবী	৬৯
২৩ জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক মহিলা (সংকলিত খবর) : “হিন্দুস্থান” (পত্রিকা)	৬৯-৭১
মহিলাদের হীরক কল্কর্ন: প্রথম মহিলা ব্যারিস্টার (সংবাদ) : শ্রীসত্যবাণী গুপ্তা	৭১
নারীর ভোট (সংবাদ) : শ্রীমতী কুমুদিনী বসু	৭১
সাপের বিষ ও প্রসব বেদনানাশের উপায় (সংবাদ) : শ্রীপাঁচুগোপাল ও শ্রীসরলকুমার দাস	৭২
রঙ্গরস	৭২
ঔরঙ্গজেবের মাতৃভক্তি। (ঐতিহাসিক গল্প) : বেগম জোবায়দা খাতুন চৌধুরাণী (শ্রীহট্ট)	৭২-৭৪
ধর্মের শক্তি (প্রবন্ধ) : বেগম বদরেসেছা	৭৪-৭৬
কৈফিয়ৎ (আম্বেসার অফিস ও প্রেস পরিবর্তনের জন্য প্রকাশে)	
বিলম্ব হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ) : ম্যানেজার, আম্বেসা	৭৬

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা : কার্তিক ১৩২৮

স্বামী (কবিতা) : বেগম সামছন নেছা (খয়েরপুর)	৭৭
বিদূষী ফজল (জীবনী আলোচনা) : মোসাম্মত মায়মনা খাতুন	৭৮
বিবি মমতাজ মহল : ঐ	৭৮-৮০
গল্প : ফাতেমা খাতুন (কাউনিয়া কান্দী, ঢাকা)	৮০-৮১
মাসীমা (কবিতা) : শ্রীমতী হেমলতা দেবী	৮১-৮২
ম্নেহের অভিশাপ (উপন্যাস) (ক্রমশঃ) : আয়েসা খাতুন	৮২-৮৫
পাঞ্জীগানা (নামাজ বিষয়ে আলোচনা) : খাতুনে হেলাল	৮৬-৮৮
আদর্শ নারী পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী (জীবনী আলোচনা) : শামসুন নাহার (পূর্ব প্রকাশিতের পর)	৮৮-৯০
শারদ-শশী (কবিতা) : মোসাম্মত রাফিয়া খাতুন	৯০-৯২
নারীর অধিকার (প্রবন্ধ) (ভুল ছাপা: সফিয়া তুখান) : সফিয়া খাতুন	৯২

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩২৮

*হজরত মোহাম্মদ (কবিতা) : শ্রীমতী উষা বসু (কালীঘাট)	৯৩
[সম্পাদিকার মন্তব্য : কবিতার ছত্রছত্রে ছন্দপতন হইলেও একজন হিন্দু রমণীর উচ্চ ভাবাবেগ উপলব্ধি করিয়া প্রকাশ করিলাম।]	
আমাদের ঘরকন্না (প্রবন্ধ/আলোচনা) : ফাতেমা খাতুন, কাউনিয়াকান্দী (ঢাকা)	৯৪-৯৮
মিলন আহান (কবিতা) : ঐ	৯৮
নারীর মুক্তি (আলোচনা) : মোহাঃ জোবেদ আলি	৯৯-১০০
[সম্পাদিকার মন্তব্য : 'লেখকের অধিক বাড়াবাড়িতে একমত হইতে পারিলাম না। নারীদিগকে এত জোরে এমন অস্বাভাবিক রূপে হাতে ধরে ঘরের বের করলে যে রমণীর রমণীত্বই থাকবে না।']	
পতি (কবিতা) : আক্জিজন নেছা খাতুন (দিনাজপুর)	১০১
সতীত্ব (গল্প) : খোদেজা খাতুন চৌধুরী	১০১-১০৪

১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা : পৌষ ১৩২৮

পুরুষ (কবিতা) : বিবি মরিয়ম খাতুন (রঙ্গপুর)	১০৯-১১১
নবোঢ়া পত্নীর প্রতি (কবিতা) : নাহার	১১১
পর্দাপ্রথা ও স্ত্রী স্বাধীনতা (আলোচনা/প্রবন্ধ) : শামসুন নাহার	১১২-১১৪

[সম্পাদিকার মন্তব্য : 'এই প্রবন্ধের কতকাংশে আমরা লেখিকার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। তিনি হাদিশ কোরাণের দোহাই দিয়া ইসলামের কঠোর পর্দা প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

কঠোর আর সহজ ইহা আমরা বুঝি না, মোস্লেম রমণীগণ কিছুতেই পর্দাকে অবহেলা করিতে পারে না। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর সহায়তার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ধর্মযুদ্ধের জন্য দেশরক্ষার জন্য নারীর সহায়তা একান্ত আবশ্যিক, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু যেই দেশের পুরুষগণ, পেয়াদা ও লালপাগড়ি দেখিলেই ভয় পায়; সেই দেশের নারীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে সহায়তা করিবে, তাহা আকাশকুসুম। পূর্বে নারীগণ স্বামীর পার্শ্বে, ভ্রাতার পার্শ্বে বা পিতার পার্শ্বে থাকিয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে রণরঙ্গিনীরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথায়ও এমন প্রমাণ নাই যে পুরুষকে অন্তঃপুরে রাখিয়া বা পুরুষকে পার্শ্বে রাখিয়া রমণীগণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অন্তঃপুরে বন্দিণীর অবস্থায় থাকিবার কথা বলিতেছি না, কিন্তু স্থান ও সময় বিশেষে যথাসাধ্য পর্দা মানিয়াই চলিতে হইবে। পর্দায় স্বাস্থ্যহানি ঘটে, তাহা ঠিক, কিন্তু তজ্জন্য আমরা পর্দাকে অবহেলা করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সতীত্ব ও কোমলত্ব ত্যাগ করিতে পারি না। বোর্খার প্রচলন আমরাও অনুমোদন করি। ভারত রমণীগণের উপস্থিত কর্তব্য আপন স্বামী-ভাইদিগকে আগে পুরুষোচিত কার্যের উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করা।’ [১১৪-১১৫ পৃ.]

পরীক্ষা (৩) (গল্প-পূর্ব প্রকাশিতের পর) : সফিয়া	১১৫-১১৬
পরীক্ষা (গল্প) : রকিবুল্লাহ মাহমুদ খাতুন সিদ্দিকা	১১৭-১২০
নারীর কথা (আলোচনা) : (জৈনক-পল্লীবাসিনী) : বিজলী	১২১
মুক্তি (কবিতা) : শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়	১২১
দেশ বিদেশের মেয়েদের কথা/বিবিধ : ‘বিকাশ’	১২২-১২৪
আফশোষ (কবিতা, ইংরেজী হইতে) : ‘বনফুল’	১২৪
১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা : মাঘ ১৩২৮	
তুমি আর আমি (কবিতা) : রকিবুল্লাহ মাহমুদ খাতুন সিদ্দিকা	১২৫
আদর্শ নারী জাতীয় বীরাজনা খালেদা খানম (আলোচনা/প্রবন্ধ) : নাহার	১২৬-১২৯
স্বপ্ন (কবিতা) : রকিবুল্লাহ মাহমুদ খাতুন সিদ্দিকা (দারজিলিং)	১২৯
স্বামী-স্ত্রী (আলোচনা) : উম্মে নূরজাহান	১৩০
মোসলেম সন্তান (কবিতা) : শ্রীমতী নূরজাহান বেগম	১৩১
স্নেহের অভিশাপ (উপন্যাস) : আয়েশা খাতুন, তৃতীয় পরিচ্ছেদ চতুর্থ পরিচ্ছেদ (ক্রমশঃ)	
জরু (কবিতা) : সংকলিত	১৩৬
সম্রাজ্ঞী নূরজাহান বেগমের অপূর্ব পতিভক্তি (জীবনী আলোচনা) :	
মোহাম্মদ আবদুল করিম	১৩৬-১৩৯

গান (কবিতা) : শ্রীমতী চারুবালা দত্তগুপ্ত	১৩৯
গৃহিনী হইবার উপযোগী শিক্ষা (আলোচনা)	১৪০
১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩২৮	
নারীর ব্যথা (আলোচনা) : সঙ্কলনে বেগম সফিয়া খাতুন	১৪১-১৪৩
বিবাহ ও নারী (প্রবন্ধ) (ক্রমশঃ) : সহচরে—তরিকুল আলম	১৪৩-১৫১
১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা : চৈত্র ১৩২৮	
পথের মেয়ে (আলোচনা) : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (সঙ্কলিত)	১৫২-১৫৩
মেয়েদের শিক্ষা (প্রবন্ধ) : শ্রীগৌরানন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতী (ক্রমশঃ)	১৫৩-১৫৭
যত দোষ নন্দদোষ (কবিতা) : শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী	১৫৮
উন্টো ধারা (উপন্যাস) : শ্রীপরেশনাথ সরকার (সাধনা)	১৫৯-১৬৪
ইতিকর্তব্য (কবিতা) : শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক	১৬৪

আম্রেসা পত্রিকার প্রাপ্ত ৭টি সংখ্যার লেখক, বিষয়সূচি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পারিবারিক, দাম্পত্য, ঘরকন্মা, সতীত্ব বিষয়ে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা লেখা হলেও মূল ভাবধারাটি ছিল শিক্ষা, পেশা, রাজনীতি, অধিকার, মুক্তি, স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশ-বিদেশের মুসলিম নারীর অবদান ও ভূমিকা দৃশ্যমান করে তোলার লক্ষ্যে। আম্রেসায় লিখেছেন বাংলাদেশের প্রথম রাজনীতিবিদ মহিলা জোবেদা খাতুন চৌধুরানী (১৯০১-১৯৮৬), শিক্ষাবিদ-রাজনীতিবিদ শামসুননাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪), স্বনামখ্যাত কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯০৬-১৯৭৭), শ্রীমতী নূরজাহান বেগম, সফিয়া খাতুন, শিক্ষাবিদ আজিজুন নেছা প্রমুখ।

২ বুলবুল। সম্পাদক : হাবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুন নাহার; কলিকাতা, ১৯৩৩

হাবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুন নাহার সম্পাদিত বুলবুল পত্রিকাটি ১৯৩৩ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।^{২৫} পত্রিকাটি ৫ বছর প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। এই স্বল্প সময়কালের মধ্যেই ভাই ও বোন সম্পাদকদ্বয় যৌথভাবে বুলবুল পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম নারীর কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। সমকালীন সময়ের বাঙালি মুসলিম নারীর অর্থনৈতিক অবস্থা, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন (১৯৩৫), ও পৃথিবীর নানা দেশের মহীয়সী নারীদের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে বুলবুল পত্রিকায়।

চট্টগ্রামের মেয়ে শামসুন্নাহার মাহমুদ অবরোধ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, উচ্চতর শিক্ষা (এম এ ডিগ্রি) অর্জন করেন, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নেতৃত্বে নারী সংগঠন, আন্দোলন ও শিক্ষকতা করেছেন কলকাতায়। দেশভাগের (১৯৪৭) পরে পূর্ব পাকিস্তানে এসে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন, সরকারের রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়ামূলক নারীনীতির বিরুদ্ধে (সরকারি রাজনৈতিক ‘মুসলিম লীগ’ দলের সদস্য হয়েও) সংঘবদ্ধ আন্দোলন করেছেন ‘আপওয়া’ বা ‘অলপাকিস্তান উইমেন এসোসিয়েশন’

সংগঠনের পূর্ব পাকিস্তান শাখার মাধ্যমে। বেগম পত্রিকার কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। নারী ও শিশুর উন্নয়নের বিষয়ে বই ও লেখা প্রকাশ করেছেন।

৩ বেগম। সম্পাদিকা : সুফিয়া কামাল; কলিকাতা, ১৯৪৭-১৯৪৯। সম্পাদিকা : নূরজাহান বেগম; ঢাকা, ১৯৫০-২০০৭

বেগম পত্রিকাটি 'মহিলাদের সচিত্র পত্রিকা' পরিচিতি ঘোষণা করে সুফিয়া কামাল-এর (১৯১১-১৯৯৯) সম্পাদনায় ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই (১৩৫৪, ৩ শ্রাবণ) কলকাতা থেকে আত্মপ্রকাশ করে। সওয়াগত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন কর্তৃক ক্যালকাটা আর্ট প্রিন্টার্স, ১১ ওয়েলেসলী স্ট্রীট কলিকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১ম বর্ষ ১২ সংখ্যা (২ অক্টোবর, ১৯৪৭) থেকে নূরজাহান বেগম সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সহ-সম্পাদিকা ছিলেন লায়লা সামাদ। ১৯৫০ সাল থেকে পত্রিকাটির প্রকাশনা স্থানান্তরিত হয় ৬৬ লয়াল স্ট্রীট, ঢাকায় এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। বর্তমানে প্রকাশনা অনিয়মিত হলেও বেগম পত্রিকাটি ৬০ বছরের আয়ু নিয়ে অব্যাহতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে নূরজাহান বেগমের সম্পাদনায়।

বাঙালি মুসলিম নারীর সচিত্র প্রগতির খবর ও লেখা, সাহিত্যচর্চা ও জীবনচর্যা, সংস্কৃতি-ক্রীড়াচর্চা, রাজনীতি ও সংগঠনের কর্মকাণ্ডে বাঙালি মুসলিম নারীর অগ্রযাত্রার কাণ্ডারী হিসেবে ১৯৪৭ সালে যাত্রা শুরু করে অদ্যাবধি প্রায় ৬০ বছর ধরে বেগম সফল পত্রিকা হিসেবে বাংলাদেশের গ্রাম-শহরে পাঠকনন্দিত হয়ে আছে। এই পত্রিকাটি বাংলাদেশের নারী-সমাজের প্রগতি ও স্বাধিকারের সফল রূপায়ণ ঘটিয়েছে। বেগম বাংলাদেশের নারীপ্রগতির ইতিহাসের একটি দলিলস্বরূপ বিবেচিত।^{২৬}

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেন : সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকা কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। কিছু ছেদ দিয়ে ঢাকা থেকে তা অব্যাহতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৫০ থেকে। এই পত্রিকার লক্ষ্য ছিল বাঙালি মুসলিম নারীদের কাছে পৌঁছানো—তার চেয়ে বড়ো পরিসরে যদি যায়, তা হবে উপরি পাওনা। আশা করা গিয়েছিল, যাদের উদ্দেশ্যে পত্রিকা প্রকাশ করা, এটি হয়ে উঠবে তাদের কণ্ঠস্বর। শিক্ষিত পুরুষ ধরে নিয়েছিল, এটি মেয়েদের রান্না-বাঁধা, সীবনকর্ম ও শিশুপালনের জ্ঞানদায়ক; যেসব মেয়ের লেখা অন্য কোথাও প্রকাশ পায় না, তাদের শখের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র; অথবা যেসব পুরুষ নিজের নামে লিখতে চান না, স্ত্রীর নামে লেখা ছাপিয়ে সন্তোষলাভ করতে ভালবাসেন, এটি তাঁদের জন্যে।...

খণ্ড ইতিহাসের প্রকাশ আকর বেগম। ষাট বছর ধরে বাংলাদেশে নারীসমাজের যে-ধীর অগ্রগতি হয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ধারণ করে রেখেছে এই পত্রিকা। আসলে, প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়ে যখন আমরা তা ফেলে রাখি কিংবা সাময়িকপত্রের পাতা উলটে যাই, তখন অনেক সময়েই আমরা টের পাই না যে, সেসবের মধ্যে রচিত হচ্ছে প্রতিদিনের ইতিহাস, আর আমরা, পাঠকরা, হচ্ছি সেই নির্মীয়মাণ ইতিহাসের রীতিমতো সাক্ষী। [সূত্র: মালেকা বেগম (সংকলিত ও সম্পাদিত), বেগম, ঢাকা ২০০৬]

দেখা যাবে বেগম সমাজ এবং নারীর কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে, তবে পুরুষকে অদৃশ্য করেনি। নারীর ইতিহাস দৃশ্যমান করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব বেগম পালন করে চলেছে। নারী-পুরুষের পার্থক্য নিরূপণ সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে আরোপিত বলেই সামাজিক-সাংস্কৃতিক

কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সমতার বিষয়টি আলোচিত, আন্দোলিত, বিতর্কিত ও বাস্তবায়িত হওয়ার পথ তৈরি হয়েছে, সেইসব বিষয় প্রকাশ পাচ্ছে।

৬০ বছর ধরে নারী-সম্পাদিত বহু পত্রিকা প্রকাশিত এবং বন্ধ হলেও দেখা যাচ্ছে বেগম পত্রিকা দীর্ঘসময় ধরে একাদিক্রমে চালু রয়েছে—সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কি কারণে এমন সাফল্য অর্জন করেছে বেগম সেটা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের দৃঢ় লক্ষ্য, নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ সমাজসেবা ও নারী জাগরণের জন্য সমাজ প্রগতির একনিষ্ঠ সাধনা এবং একই লক্ষ্যে যারা নানাবিধ কর্মকাণ্ড, চর্চা ও সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন তাঁদের সকলের শক্তিকে সম্মিলিত করতে পারার সাফল্যের মধ্যেই বেগম-এর সাফল্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে।

বেগম-এর ইতিহাস মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন অকপটে বলেছেন, বেগম-এর সম্পাদিকা কবি সুফিয়া কামাল ও নূরজাহান বেগম বলেছেন বেগম পত্রিকার গুরুত্ব ইতিহাস। সম্প্রতি তথ্য জানিয়েছেন বেগম পত্রিকায় ১৯৫৫-৭৬ পর্যন্ত কর্মরত সাংবাদিক সৈয়দ জিয়াউর রহমান। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে ‘ভয়েস অব আমেরিকা’য় কর্মরত। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, বেগম পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখা, বিভিন্ন লেখিকাদের লেখা সম্পাদনা করা, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে ‘মহিলা জগত’ ও ‘দেশ বিদেশের নারী’ শিরোনামে খবর সাজানো, বিভিন্ন লেখা অনুবাদ করা ইত্যাদি কাজে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সাহেবের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিকা নূরজাহান বেগমকে সহযোগিতা করেছেন তিনি, রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই), মাসুদা চৌধুরী, কামরুন্নাহার এবং ফরিদা মীর্জা (সাময়িক)। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে দু’একবার মহিলা ছদ্মনামে প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি এবং হুমায়ুন কাদির ও অন্যান্য কেউ কেউ (নাম মনে নেই)। তিনি বলেছেন যে, বেগম পত্রিকা যখন ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়ে ১৯৫০ সাল থেকে প্রকাশিত হতে থাকে তখন সওগাত ও বেগম পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন কবি আহসান হাবীব, কবি হাবিবুর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান এবং আবদুল গাফফার চৌধুরী (সাময়িকভাবে দেড় বছর), বেলাল চৌধুরী প্রমুখ। বেগম পত্রিকা যখন নারী লেখক ও সাংবাদিক তৈরি করছিল, তখন পাশে ছিলেন পুরুষ কলমযোদ্ধারা। তাদের অনেকের স্মৃতিতে এই সময়কালটা দেদীপ্যমান হয়ে আছে। সাহিত্য সাধনায় ও সমাজ প্রগতির কাজে নিবেদিত লীলা নাগ, আশালতা সেন, সারা তৈফুর, সৌলতননেছা, শামসুন্নাহার মাহমুদ, সুফিয়া কামাল, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, হসনা বানু খানম, নীলিমা ইব্রাহিম, রাবেয়া খাতুন, সাঈদা খানম প্রমুখ বহুজনের লেখা বেগম পত্রিকায় যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রকাশিত হয়েছে। এঁদের লেখা সম্পাদনার কথাই ওঠেনি। তবে গ্রাম-মফস্সল-শহরের উদ্দীপিত নতুন নতুন লেখিকার লেখা তো সম্পাদনা করতেই হতো। কিন্তু রূপচর্চা, রাম্মাঘর, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য নিয়ে লিখতেন মহিলারাই। সেসব লেখা এতটাই সাবলীল ও সহজ-যথার্থ ছিল যে, সম্পাদনারও প্রয়োজন হতো না। চলচ্চিত্র বা ছায়াছবির বিষয়ে শুরুতে সম্ভবত ১৯৪৭-৪৯ পর্যন্ত মুস্তাফা নূরউল ইসলাম লিখতেন। পরবর্তীতে হসনা বানু খানম দীর্ঘকাল অব্যাহতভাবে ছায়াছবির পর্যালোচনা লিখেছেন।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম বলেছেন : “সওগাত”-এর মালিক সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন আমাদেরকে ঠাই করে দিয়েছিলেন তাঁর আশ্রয়ে। প্রায়ই সেখানে চলতো আমাদের দিনভর আড্ডা। মধ্যমণি ছিল কবি হাসান হাফিজুর রহমান। আজ শুনতেও কেমন ঠেকতে

পারে, ঐ সময়টার হাসান ছিল কিছুকালের জন্যে মহিলা সাপ্তাহিক ‘বেগম’ পত্রিকার ‘ঘোস্ট’ এডিটর। দেখাশুনোর কাজে তখন (দাদাভাই) রোকনুজ্জামান খানও বসতেন। তবে অবশ্যই সর্বোপরি এবং নিখুঁত ম্যানেজমেন্টে, এবং নিয়মিত প্রকাশনায় জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। আর্থিক টানাটানির ঐ দুর্দিনে আমারও কাজ জুটে গিয়েছিল ঐখানে। ‘বেগম’ পত্রিকায় সপ্তাহে সপ্তাহে কলাম লেখার কাজ। লিখতে হবে—ছায়াছবির কথা, এবং অবিশ্বাস্য অবাক-করা আরো যে, সেলাইয়ের কাজ, ঘরকন্মা, রান্নাঘর ইত্যাদি সব। কিন্তু সম্ভব হত কোন তরিকায়? ঐ কৃতিমান মানুষটির ভাঁড়ারে বিচিত্র কিসিমের বিষয়ে ক্রিপিংস কাটিং সংগ্রহের অন্ত নেই। প্রবোজন মোতাবেক বেছে বেছে দিতেন। আমার দায়িত্ব ছিল সাজিয়ে শুছিয়ে প্রেস-কপি তৈরি করা। তাড়াহুড়োতে কেমন করে যেন সেবার ‘ঘরকন্মা’য় আর ‘রান্নাঘরে’ গুলিয়ে ফেলেছিলাম। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের অভ্যস্ত বুড়ো নজরে মোটে এড়ায় নি। ঠিক ধরেছিলেন। খাতির নাই, বকুনি খেয়েছিলাম, ‘আর যেন না হয়’। হাসানের মাস মাইনে ছিল আশি টাকা করে, কলাম লেখক আমার চল্লিশ।”

সেসব তথ্যে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের পুরুষ কলমযোদ্ধা, সাংবাদিক, লেখকদের সহযোগিতায় বেগম প্রকাশের কথা জানা যায়। তেমনি এই তথ্য আমাদের দেশে নারীসমাজের অবস্থা ও অবস্থানের যথাযথ চিত্র তুলে ধরেছে। দেশভাগের পর ঢাকায় স্বামী-সন্তান নিয়ে স্থিতি করার লক্ষ্যে নারীদের যে বিড়ম্বনার জীবন যাপন করতে হয়েছে তা সুফিয়া কামালের একালে আমাদের কাল বই থেকে জানা যায়। সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় সামাজিক সঙ্কটে নারীসমাজ পর্যুদস্ত ছিল। অবরোধে, পর্দার আবরণে, শিক্ষাবঞ্চিত এদেশের নারীসমাজ তখন পত্রিকায় লিখবেন কিভাবে? রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্কুলে পড়েছিলেন, সংগঠনে যাঁরা কাজ করেছিলেন কলকাতায়, তাঁরাই ঢাকায় এসে লিখতে শুরু করলেন বেগম পত্রিকায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে রেজিনা বেগম বেগম পত্রিকার বিষয়ে এম ফিল (১৯৯৫) করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে বেগম বিষয়ে এম ফিল করেছেন আফরোজা বুলবুল (২০০৫)। সম্প্রতি ‘স্টেপস টুওয়ার্ডস’ প্রতিষ্ঠানের (ঢাকা) সহযোগিতায় বেগম-এর বিষয়ে প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছেন রিবন খন্দকার।

বেগম বিষয়ে এই সকল গবেষণা, চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ সাক্ষ্য দিচ্ছে বেগম কেবল পত্রিকাই নয়, সমাজ বিনির্মাণের প্রতিষ্ঠানরূপেও স্বীকৃত।

সমাজে বহু নারী-পুরুষ ব্যক্তি বেগম পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন লেখক-কর্মচারী-গ্রাহক-সংগঠকের কাজে। বেগম ও ‘বেগম ক্লাব’ পরিপূরক শক্তি হিসেবে অবরোধবাসিনী, অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের প্রকাশ্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক সু-পরিবেশের রসদ সরবরাহ করেছে। বটচ্ছায়া বিস্তার করেছেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। বেগম পত্রিকার সূচনাকালে বাঙালি মুসলিম মেয়েদের অন্তঃপুরবাসিনী ও অবরোধবাসিনী পরিচয় কেমন ছিল তা আমরা যতটা জানতে পারি ততটা জানি না তাদের এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসার ইতিহাস। মুন্সিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি নারীসমাজের পশ্চাৎপদ, অবরুদ্ধ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার বঞ্চিত অসহায় অবস্থার কথা ভেবে এর প্রতিকারের পথ খুঁজেছিলেন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) তাঁদের পথিকৃৎ। এরপর যাঁদের অবদানের কথা জানি তাঁরা হচ্ছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৮), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৭), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-

১৯৭০), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), আবুল হসেন (১৮৯৭-১৯৩৮), আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭০), শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৯-১৯৬৪), প্রীতিলতা ওয়াদেদার (১৯১১-১৯৩২), সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), দৌলতননেসা খাতুন (১৯২২-১৯৯৭)। এঁদের অনেকে সম্মিলিত করেছিলেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তাঁর সওগাত পত্রিকায়। এঁদের আহ্বানে নারীসমাজের মধ্যে জাগরণের সূচনা ঘটেছিল তাঁদেরই অন্তঃপুরে, বৃহত্তর সংসারে। কিন্তু সওগাত পত্রিকার পুরুষপ্রাধান্যের পরিবেশে ব্যাপক নারীদের সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি। কিভাবে জাগ্রত নারীসমাজের অংশগ্রহণ সম্ভবপর করা যায়—তা ভেবে, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন পথ বের করলেন সচিত্র মহিলা সওগাত সংখ্যা প্রকাশ করে।^{২৭} সওগাত পত্রিকায় সাহিত্যচর্চা করতেন প্রভাবতী দেবী (১৮৯৬-১৯৭২), রাধারাণী দেবী (১৯০৩), মিসেস এম. রহমান (১৮৮৯-১৯২৯), রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী (১৯০৭-১৯৩৪) প্রমুখ। সওগাত পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা, নারী স্বাধীনতা আন্দোলন ও পর্দা-অবরোধ বিষয়ে বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪৬ সালে সর্বশেষ মহিলা সওগাত প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সে সময় বেগম প্রকাশের প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং মহিলা সওগাত-এর প্রকাশ বন্ধ করেছেন। এর ফলে নারীসমাজের ব্যাপক বিকাশ ও অংশগ্রহণের সংখ্যা বেড়ে যায়। সাময়িকপত্রের পাতায় নারীর গুণগত ভূমিকাও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

অবিভক্ত ভারতবর্ষে তখন ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা-স্বদেশী সংগ্রামের শেষ পর্যায় চলছিল। এই সংগ্রামে বাঙালি নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়ে বেগম গুরুত্বের সঙ্গে সচিত্র সংবাদ, সম্পাদকীয়, আলোচনা ছাপিয়েছে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের-বাংলাদেশের লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭০), প্রীতিলতা ওয়াদেদার (১৯১১-১৯৩২) ও কল্পনা দত্ত (যোশী) (১৯১৩-১৯৯৫)-এর জীবনপন সংগ্রাম ১৯৪৭-৪৮ সালের বেগম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। দেশভাগের ফলে নারীসমাজের ওপর যে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক চাপ সৃষ্টি হতে থাকলো সে সব বিষয়ে সম্পাদকীয়, আলোচনা, সংবাদ, মহিলাজগত, হালচাল ও চিঠিপত্র বিভাগে মুক্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সঙ্কট, নির্যাতন, নারী ও শিশুর জীবনে সারা জীবনের জন্য চাপিয়ে দেয় শারীরিক-মানসিক যন্ত্রণা।

পূর্ববঙ্গে যাঁদের বাড়ি, শিক্ষাশ্রম, সংসার ও কর্মস্থল ছিল, হিন্দু পরিচয়ের জন্য ধর্মভিত্তিতে দেশভাগের ফলে, নিরাপত্তার স্বপ্ন চোখে নিয়ে, আত্মার শান্তি স্বদেশে রেখে তাঁদেরকে ভারতে বা হিন্দুস্থানে চলে যেতে হলো। যদিও সে দেশটা তাঁদের কাছে বিদেশ-বিজুঁই ছিল। অন্যদিকে লেখাপড়া, সাংস্কৃতিক বিকাশ, পেশাগত স্থান কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র ‘মুসলমান’ বলে পূর্ব পাকিস্তানে চলে এলেন যাঁরা তাঁদের বাস্তুহারা-অসহায় অবস্থার চিত্র সে সময়ের বেগম পত্রিকায় ঐতিহাসিক বিবরণ হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে নারীসমাজের গৌরবময় অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-৫২) এবং মুক্তিযুদ্ধ (১৯৬৯-৭১)-স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীসমাজের অংশগ্রহণের বিবরণ, যুদ্ধ-নির্যাতন, যুদ্ধ-শিশু এসব বিষয়ে নারীসমাজের ভাবনা-চিন্তা-মতামত ও কর্মকাণ্ডের খবর বেগম পত্রিকায় ইতিহাসের যথাযথ সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে নারী, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি, রাষ্ট্রভাষা, মুক্তিযুদ্ধ—এসব বিষয়ে লেখা রয়েছে বেগম-এ। নারীশিক্ষা, সহশিক্ষা, শিশুশিক্ষা, বয়স্কশিক্ষা ও সাক্ষরতা বিষয়ে সংবাদ, প্রবন্ধ, আন্দোলন, সমস্যা ও অগ্রগতির কথা বেগম-এ আছে। বিগত ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-শিশুর পথ প্রশস্ত করে তৈরি করেছিলেন বহু নিবেদিত শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষা সংগঠক। দেশভাগের পর যখন বাংলাদেশ থেকে চলে গেলেন প্রতিষ্ঠিত বহু শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীসমাজ, তখন শূন্য নারীশিক্ষা কেন্দ্রগুলো পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের ছাত্রী-শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ। পূর্বপাকিস্তানে মুসলিম পরিবারে নারীশিক্ষার প্রচলন কম ছিল। রক্ষণশীলতা, পর্দা-অবরোধ প্রথা, কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ—এসব বাধা তো ছিলই, তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিল নারীর ভূমিকা ও দায়িত্ব বিষয়ে রক্ষণশীল মনোভাব। নারীর ভূমিকা ও গৌরব হিসেবে সংসারের ও মাতৃত্বের গুরুত্ব নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যাপক মানুষের মনে, সরকারের নীতি-নির্ধারকদের মানসিকতায় গভীরে শিকড় প্রোথিত করেছিল। তাই নারীদের জন্য পাঠ্যসূচি কি হবে সে বিষয়ে বিতর্ক-আলোচনা চলেছিল পরিবারে-সমাজে-শিক্ষাক্ষেত্রে। সেসব মুক্ত আলোচনা বেগম ধারণ করেছে। সেই সঙ্গে এই রক্ষণশীল চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটাবার জন্য প্রগতিশীল ইতিবাচক ভূমিকাও গুরুত্বের সঙ্গে পালন করেছে। ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে নারীশিক্ষার যাত্রাপথটি কুসুমাস্তীর্ণ হলো না কেন সেই তথ্যও বেগম পত্রিকায় পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে নারীশিক্ষা-বয়স্কশিক্ষা-সাক্ষরতা-সহশিক্ষা-শিশুশিক্ষার সঠিক চিত্রটি যেমন নিরাশাব্যঞ্জক তেমনি আশাব্যঞ্জকও বটে। এই আশার ক্ষেত্র সম্বন্ধে বেগম-এর মসি-যুদ্ধ যখন দৃশ্যমান হয়ে ওঠে তখন জানা যায় অবরোধ মুক্তির পথে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আদর্শ অনুসারী হয়ে ঘরে ঘরে কিভাবে শিক্ষার দীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল বেগম।

শিক্ষা যখন নারীর চেতনাকে জাগিয়ে তুললো, তখন পরিবারের অভিভাবক ও সমাজের অভিভাবক নারীর বিরুদ্ধে রক্তচক্ষু দিয়ে শাসন করে তাদেরকে আর অবরুদ্ধ রাখতে পারেনি। সচেতন নারীর আবির্ভাব ঘটলো ঘরে ও পদচারণা ঘটলো বাইরে। এই যাত্রাপথে যেমন রক্ষণশীলতার-কুসংস্কারের কাঁটা বিছানো ছিল; যেমন ছিল পর্দা-অবরোধ-অধিকার-বঞ্চনা, বৈষম্য-বাধা; তেমনি ছিল প্রগতির অপ্রতিরোধ্য সংগ্রাম এবং রূপচর্চা, স্বাস্থ্যমূলক, সাংস্কৃতিক-ক্রীড়া অনুষ্ঠান, সংগঠন-ক্লাব-সমাজসেবা, পর্দা, কুসংস্কার, রাজনীতি, আইনী অধিকার নিয়ে আন্দোলন, নাগরিক কর্তব্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীসমাজের নানা বিচিত্র ইতিবাচক কর্মকাণ্ড। পূর্বপাকিস্তানে নারীজাগরণের, প্রগতির এই স্বর্ণ-অধ্যায়টি নানা বিষয়-শিরোনামের সম্ভারে উপস্থাপিত হয়েছে বেগম-এ।

এই পর্যায়ে আমাদের পরিবারে-সমাজে-প্রতিষ্ঠানে-রাষ্ট্রে নানাক্ষেত্রে দৌদীপ্যমান কৃতী মহিলাদের, মেয়েদের নিজস্ব কর্ম পরিচিতি স্থান করে নিতে থাকে। বহু সন্তানের মা যখন ১৯৪০-৫০-এর দশকে শিক্ষাগত প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রী অর্জন করছিলেন, পেশাগত কৃতিত্ব অর্জন করছিলেন, তখন কৃতী মহিলার সাফল্য সমাজের চেহারাটা পাপ্টে দিচ্ছিল। কৃতিত্বের এই স্বরূপ উপস্থাপিত হয়েছে বেগম-এর পৃষ্ঠায়।

পরবর্তীতে কৃতী মহিলার পরিচয় যখন শিক্ষক, নার্স, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য, ডাক্তার, স্থপতি, বিচারক, ব্যারিস্টার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, সংসদ সদস্য, থানা প্রশাসক,

পুলিশ, এসপি, সামরিক সেনা সদস্য, প্রশাসনিক নীতিনির্ধারক, রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেত্রী, রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী রূপে দেদীপ্যমান হতে থাকে তখন সেই কৃতী মহিলাদের ভূমিকা পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি করতে থাকে। পেশা ও উপার্জনের নতুন নতুন ক্ষেত্র নারীর স্বনির্ভরতার সূচনা করেছিল। শহরের শিক্ষিত নারী যেমন নানা ক্ষেত্র খুঁজে পেল তেমনি গ্রামীণ নারী দারিদ্র্যমুক্তির জন্য অর্থনৈতিক কাজের খোঁজে কৃষি, শিল্প, গার্মেন্টস, কুটিরশিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে মজুর-শ্রমিক-কর্মী হতে থাকল। ৬০ বছর ধরে অর্থনৈতিক পেশা-উপার্জনের ক্ষেত্রে নারীর পথ যেমন প্রশস্ত হয়েছে তেমনি নানাবিধ সমস্যাও যুক্ত হয়েছে। এই বিষয়গুলো বেগম পত্রিকায় পাওয়া যাবে।

নারীসমাজ যখন বহির্জগতে স্থান করে নিতে থাকল তখন নারী নির্যাতনের নৃশংসতা তাকে আক্রমণ করতে থাকে। অপহরণ, ধর্ষণ, পাচার, এসিড নিক্ষেপে নারীর প্রতি শারীরিক-মানসিক অত্যাচার সামাজিক-রাষ্ট্রীয় সহিংসতার রূপ নিয়েছে নানা প্রক্রিয়ায়। এ বিষয়টিও বেগম-এ প্রকাশিত হয়েছে।

নারীসমাজের প্রতি নির্যাতন-সহিংসতার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় নারী ও পুরুষের সমানাধিকার পরিবার-সমাজ-প্রতিষ্ঠানের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। নারীসমাজের প্রতি আরোপিত সামাজিক বৈষম্য ও অসাম্যকে ধর্মীয় বিধানের অঙ্কুহাতে পরিবার-সমাজ-সরকার প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। নারী-পুরুষের সমানাধিকার বিষয়ে একুশ শতকেও পক্ষে-বিপক্ষে পরিবার, ব্যক্তি, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র, আইনে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। এই বিষয়ে সমাজদর্পণ রূপে বেগম দৃশ্যমান হয়েছে।

সংস্কৃতি, সাহিত্য, নৃত্যগীত, বাদ্য, চিত্রকলা, আলোকচিত্র ও অভিনয় চর্চা (চলচ্চিত্র, নাটক, যাত্রা) সমাজপ্রগতির ধারাকে এগিয়ে দেয় গুণগতভাবে। বলা যায় সংস্কৃতি-সাহিত্য-শিক্ষাচর্চায় নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা সমাজপ্রগতির মাপকাঠি। সেই তথ্য এই পত্রিকায় পাওয়া যায়।

পরিবারের মধ্যে নারী যখন দাম্পত্য জীবন যাপন করে তখন স্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবে, যেমন আনন্দ পায় তেমনি বিবাহ প্রথার নানা জালে আবদ্ধ হয়; নানা জটিলতায়, সমস্যায় ভুক্তভোগী হয়। সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম-আইন-রাষ্ট্র নারীর অন্য বৈষম্য-বঞ্চনা আরোপ করে। ধর্ম, সমাজ, পারিবারিক আইন প্রণয়নের নামে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, তালাক, বিবাহ পুনরুদ্ধার, সন্তানের অভিভাবকত্ব ইত্যাদি প্রশ্নে নারীর মানবাধিকার হরণ করে সমাজ ও রাষ্ট্র। বিবাহপ্রথায় যৌতুক নির্যাতন, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন এবং গার্হস্থ্য ও মাতৃত্বের দায়িত্ব, কর্তব্য নারীর ওপর চাপিয়ে পিতার ভূমিকা উহা রাখার বিষয়টি সামাজিকীকরণের মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক রূপায়ণের অব্যাহত ধারা দৃশ্যমান করেছে। এই পত্রিকায় সেই দৃশ্য বিশদভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

পরিবারে শিশুর আগমন আনন্দ বয়ে আনে। রাষ্ট্রের পক্ষেও শিশুর জন্ম ও বিকাশ ভবিষ্যৎ নাগরিকের গুরুত্ব নিয়ে বিবেচিত হয়। শিশুকে সংগঠিত করে সংস্কৃতি চর্চায় সম্পৃক্ত করা, শিশুর অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ইত্যাদি শিশুর জীবনকে সুন্দর করে তোলে। এরপরেও দেখা যায় দারিদ্র্যের কশাঘাতে ও সমাজের অনুদারতায় বাস্তবে শিশুর অবস্থাও নারীর অবস্থার মতোই সঙ্গীন হয়ে ওঠে। শিশু অপহরণ, শিশুশ্রম-শোষণ, শিশু নির্যাতন—এসব সেই করুণ বাস্তব ঘটনার নিদর্শন হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে বেগম-এর পাতায়।

৬০ বছর ধরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কিছু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বিষয় বেগম পত্রিকায় পাওয়া যায়।

সমকালীন বিশ্বের নারীসমাজের কৃতিত্ব, জীবনধারা ও অন্যান্য বিষয় বেগম পত্রিকার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের নানা স্তরের নারীসমাজের চিন্তা-চেতনার বিকাশকে প্রভাবিত করেছে। ইসলামসহ প্রাসঙ্গিক নানা দেশ-কৃষ্টি-সংস্কৃতির নারীসমাজের ইতিহাস সংকলিত হয়েছে বেগম পত্রিকায়। আমরা জানি বেগম থেকে দেশ-বিদেশের কৃতী মহিলাদের জীবন অবসানে শোক প্রকাশের স্বর। দেশবিভাগের আগে ও পরে বেগম পত্রিকায় যাদের অবদান আলোচিত হয়েছে, নারীপ্রগতির বিকাশে-আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন ও অংশ নিয়েছেন, সাহিত্য-সংস্কৃতি-নাট্য-কবিতা চর্চায়-নিবেদিত ছিলেন, সংগঠন-ক্লাব-রাজনীতি-আন্দোলনে-পেশায়-কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাঁদের জীবন অবসানে শুধুমাত্র পারিবারিকভাবে নয়, জাতীয় ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শোক প্রকাশের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে।

বেগম পত্রিকায় আরও বহু বিষয় আলোচিত হয়েছে, লেখা হয়েছে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ; রম্য রচনা, ব্যঙ্গ, হাসি; প্রকাশিত হয়েছে বিরল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার। বেগম পত্রিকার প্রকাশনার বর্ষ শেষে প্রতিবছর ব্রীতি অনুষ্ঠান হয়েছে, 'বেগম ক্লাব'-এ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা নেত্রী, সংগঠক, সাহিত্যিক, পথিকৃৎদের সম্মানে। বেগম-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বাণিক, সংগঠক, কর্ণধার মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন-এর জন্মদিনে উদ্‌যাপিত অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে প্রতি বছর।

বেগম একুশ শতকের নারীজাগরণের ইতিহাস না হতে পারে কিন্তু বিশশতকের ৪০-এর দশক থেকে এখন পর্যন্ত বেগম বাংলাদেশের নারীজাগরণের ইতিহাসের ধারক রূপে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ৬০ বছরের বেশি সময়ের সমাজচিত্র গবেষণার ক্ষেত্রে বেগমের ঐতিহাসিক ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বেগম পত্রিকা ও বেগম ক্লাব-এর সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন অগণিত কৃতী পথিকৃৎ:

সারা তৈফুর, শামসুন নাহার মাহমুদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, জোবেদা খাতুন চৌধুরানী, সৈয়দা মোতাহেরা বানু, আশালতা সেন, বদরুন্নেসা আহমেদ, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, হুসনা বানু খানম, তাহমিনা বানু, নাসিমা বানু, মঞ্জুলিকা দাসগুপ্ত, প্রতিভা গাঙ্গুলি, সেলিমা দোজা পমী, রাজিয়া মজিদ, হোসনে আরা, রাজিয়া মাহবুব, রাবেয়া খাতুন, জাহানারা আরজু, লায়লা সামাদ, হাসিরাশি দেবী, বেগম আজিজা এন মোহাম্মদ, নুরুন নাহার, মাজেদা খাতুন, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সৈয়দা সুফিয়া সাহিত্যরত্ন, আশাপূর্ণা দেবী, সৈয়দা সুফিয়া বানু, শামস রশীদ, নীলিমা ইব্রাহিম, সাহিদা খানম, মাফরুহা চৌধুরী, জুবাইদা গুলশান আরা, মকবুলা মঞ্জুর, সেলিমা রহমান, হুমিদা খানম, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, বেগম মীজানুর রহমান, সৈয়দা ফাতেমা সাদেক, মোহসীনা আলী, লুলু বিলকিস বানু, মালেকা পারভীন বানু, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, মিসেস জাকিয়া রশীদ, সারা খাতুন, আনোয়ারা বেগম, মমতাজ খানম, লুৎফুন্নেসা আব্বাস, রিজিয়া রহমান, রাজিয়া খান আমিন প্রমুখ।

বেগম পত্রিকার বিষয়ভিত্তিক সূচী

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে নারী : ভারত ১৯৪৭-এর আগে

দেশভাগ : ১৯৪৭

সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি

রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে

মুক্তিযুদ্ধ

শিক্ষা

নারী/সহশিক্ষা

শিশু শিক্ষা

বয়স্ক শিক্ষা/নিরক্ষরতা দূরীকরণ/সাক্ষরতা

সমস্যা

নারীসমাজ : ঘরে ও বাইরে

রূপ চর্চা

স্বাস্থ্য

খেলাধুলা

ক্লাব

পর্দাপ্রথা

কুসংস্কার

রাজনীতি

সমাজসেবা

নাগরিক কর্তব্য

মুসলিম নারী

সংগঠন—সেচ্ছাসেবী সংগঠন

আন্দোলন

নারী প্রগতি

পারিবারিক আইন

অনুষ্ঠান

কৃতী মহিলা

নারীর পেশা

উপার্জন : নতুন নতুন ক্ষেত্র

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

নারীর পেশাগত সমস্যা

নার্সিং

পুলিশ ক্যাডেটকোরের নারী বাহিনী

জমিক ও মজুরি

শিক্ষাপ্রায়

পতিতাবৃত্তি

নারী নির্যাতন

নারী নির্যাতন

অপহরণ.

১৯৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

ধর্ম
পাচার
এসিড নিষ্ক্ষেপ
হয়রানি

নারী-পুরুষ সহমর্মিতা : সমানাধিকার
সংস্কৃতিচর্চা

সাহিত্যচর্চা
চিত্রকলা
আলোকচিত্র
চলচ্চিত্র

বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন

বিবাহপ্রথা-দাম্পত্য সমস্যা, নির্যাতন
পরিবার পরিকল্পনা
যৌতুক-নির্যাতন
কন্যাবিবাহ
বাল্যবিবাহ
তালাক
গার্হস্থ্য
মাতৃত্ব

শিশু ও ভবিষ্যৎ নাগরিক

শিশুমঙ্গল
শিশুস্বাস্থ্য
শিশুশ্রম
সংগঠন-অনুষ্ঠান
শিশু অপহরণ/মৃত্যু/হত্যা

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ
সমকালীন বিশ্ব

জাতিসংঘ
মহিলা সম্মেলন ও বিশ্ব নারীবর্ষ
দেশ-বিশেষের নারী

নোবেল পুরস্কার

এশিয়া : আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, চীন, হংকং, জাপান, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, বার্মা, ভারত,
ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, দক্ষিণ কোরিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর
ইউরোপ, জার্মানী, স্পেন, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন
যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্ব সংবাদ (তৃতীয় বিশ্ব)

মধ্যপ্রাচ্য : ইসরাইল, ইরান, প্যালেস্টাইন, লিবিয়া, সিরিয়া, জর্দান, আলজিরিয়া,

আরব, কুয়েত, মিসর, ইরাক

আফ্রিকা

সোভিয়েত ইউনিয়ন

অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড

ইতিহাসে নারী : ইসলামসহ

বিবিধ

শোক

৪ জাগরণ। সুলতানা বেগম সম্পাদিত; বাঁকুড়া, ১৯৪২ সুলতানা বেগমের সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক জাগরণ পত্রিকা বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত হয়। এটি ছিল বাঁকুড়া তরুণী সঙ্ঘের মুখপত্র। এর প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৪৯) প্রকাশের তারিখ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ অনুসারে ২৬ জুলাই ১৯৪২। ৮ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির মূদ্রক ছিলেন বসন্তকুমার দাস; স্থানীয় লক্ষ্মী প্রেস থেকে এটি ছাপা হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৪ আনা (০.২৫ পয়সা)। ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'ছয় সংখ্যা প্রকাশের পর ইহা অদৃশ্য হইয়াছিল।' সম্পাদিকার পরবর্তী কার্যক্রমও জানা যায় না। শোনা যায়, দেশভাগের পরে তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন।

৫ সুলতানা। সম্পাদিকা : সুফিয়া কামাল ও জাহানারা আরজু; ঢাকা, ১৯৪৯

সুফিয়া কামাল ও জাহানারা আরজু সম্পাদিত 'পূর্ব পাকিস্তানের সর্বপ্রথম মহিলা সাপ্তাহিক' সুলতানা প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালের ১৪ জানুয়ারি। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে নারী আন্দোলন, সংগঠন, সাহিত্যচর্চা করার লক্ষ্যে বাংলার মহিলা সমাজের উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে সচিত্র সাপ্তাহিক সুলতানা-র আবির্ভাব ঘটে। সুলতানা পত্রিকায় নারীশিক্ষা, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য চর্চা, শিশু-সাহিত্য, তমুদুন বিষয়ক সারগর্ভ রচনা, লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ কবি সাহিত্যিকদের কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, রস রচনা, মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল, দেশ-বিদেশের নারীজাগরণের ইতিহাস প্রকাশিত হত। তরুণী জাহানারা আরজু ঢাকার ইডেন কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাসের ছাত্রী ছিলেন। থাকতেন হোস্টেলে। তাঁর বাবা ছিলেন মানিকগঞ্জের সরকারি পেশকার। সংস্কৃতিমনা বাবা এবং মায়ের উৎসাহে ও অর্থ সহযোগিতায়, সে সময়ের বিদ্যোৎসাহী আলিম আল রাজী ও এ. কে. নূরুল ইসলাম এম এ-এর (পরবর্তীতে যারা কৃতী ব্যারিস্টার এবং প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন) সহযোগিতায় ও উৎসাহে সাপ্তাহিক সুলতানা পত্রিকা প্রকাশে সাহসী হন। এ. কে. এম. নূরুল ইসলাম এম এ (পরবর্তীতে জাহানারা আরজু ও তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং অদ্যাবধি সুখী দাম্পত্য জীবনযাপন করছেন) কর্তৃক ইউনিভার্সেল প্রেস আশেক লেন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সুলতানা।

সুফিয়া কামাল কলকাতা থেকে ঢাকায় বাস করতে চলে আসেন। থাকতেন তিনি হাটখোলায়। ১৯৪৭ সালে কলকাতায় মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত বেগম পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুফিয়া কামাল। ঢাকায় বেগম স্থানান্তরিত হওয়ার (১৯৫০) মাঝখানে ১৯৪৯ সালে নারীসমাজের মুখপত্রস্বরূপ পত্রিকার অভাব বোধ হওয়ায় সুফিয়া কামাল ও জাহানারা আরজু সচিত্র সাপ্তাহিক সুলতানা প্রকাশ করেন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের

সুলতানার স্বপ্ন বইয়ের 'সুলতানা'র প্রেরণায় পত্রিকার নাম সুলতানা রাখা হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের ১৪ জানুয়ারি থেকে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে সুলতানা পত্রিকার ১৪টি সংখ্যা। প্রচ্ছদে ছিল বীরাদ্রনা সুলতানার শিরস্ত্রাণ এবং তরবারির ছবি। আল কোরান, রসুলুছাহ, কায়েদে আজম, ইকবাল, নজরুলের নারীবিশয়ক বাণী উদ্ধৃত করে প্রচ্ছদ অঙ্কিত হয়েছিল। পত্রিকাটির গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে সম্পাদকীয়। গ্রামীণ নারীদের শিক্ষা সমস্যা, কন্যাদায় সমস্যা, পর্দা, নারীসমাজের কর্তব্য, রাষ্ট্রদ্রোহী কি রাষ্ট্র পরিচালক যারা স্বাধীনতার সাফল্য জনগণের জীবনে দিতে পারেনি তারা নাকি যে নাগরিকরা তা অর্জনের জন্য আন্দোলন করছে তারা? — এই প্রশ্ন সম্পাদকীয়তে করা হয়েছে। রম্যরচনা, ইতিহাসের পাতা, বিভিন্ন প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার মাধ্যমে নারীপ্রগতির ধারা সৃষ্টির প্রচেষ্টা সুলতানা পত্রিকায় লক্ষ করা যায়। মহিলা সংখ্যা সওগাত পত্রিকা ও বেগম পত্রিকার সচিত্রকরণের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে সুলতানা পত্রিকা সচিত্র করার প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল।^{২৭}

সুলতানা পত্রিকার সূচিপত্র

(১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা এবং ৯ম সংখ্যা সংগ্রহ করা বা পড়া সম্ভব হয়নি।)

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা : ২১ জানুয়ারি ১৯৪৯

সম্পাদকীয় : গ্রাম্য মেয়েদের শিক্ষা সমস্যা

মহিয়সী বিবি হাজেরা : অধ্যাপক হালীমা খাতুন, এম এ

পূর্ব পাকিস্তানের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি : অধ্যাপক সৈয়দা জাহানারা খাতুন এম এ

সে এসেছিল (কবিতা) : খুকু চৌধুরী

স্মারক (কবিতা) : সুপ্রভা সেন

শীর্ষের চারিটি (রস রচনা) : উম্মে বতুল খালেদা খানম

নির্দেশ (পূর্ব প্রকাশিতের পর, বড় গল্প) : মাফরুহা চৌধুরী

কায়েদে আজমের আদর্শ ও শিক্ষা : কামরুন্নেসা

বাইরের ঘর/ (সম্পাদক, এ.এস.এম. আবদুল জলীল এম এ) : 'সুলতানা'দের প্রতি (কবিতা)

: জিন্নুর রহমান সিদ্দিকী

বীর বেগম (নাটক) : মুফাখ্খারুল ইসলাম

খবরা-খবর

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ২৮ জানুয়ারি, ১৯৪৯

সম্পাদকীয় : গ্রাম্য মা-বোনদের শিক্ষা

পাকিস্তানে নারী স্বাধীনতা (প্রবন্ধ) : মোসাম্মৎ হাবিবুন্নেছা

মহিয়সী বিবি হাজেরা (ক্রমশ) : অধ্যাপক হালীমা খাতুন এম এ

“যেদিন সকল মুকুল গেল ঝরে” (গল্প) : লতীফা রশীদ

‘একটি মাছি’ (অনুবাদ) (ক্রমশ) : অধ্যাপক আফিয়া খাতুন এম এ

সুলতানা (কবিতা) : জাহানারা বেগম

বাইরের ঘর : শাস্ত্রত (কবিতা) : এ এস এম আবদুল জলীল, এম এ

বীর বেগম (নাটক) : মুফাখ্খারুল ইসলাম

নারীসমাজের সত্যিকার দায়িত্ব পালনের মধ্যেই পাকিস্তানের শক্তি নির্ভর করে : করাচীর মহিলা

মহফিলে বেগম লিয়াকত আলীর ভাষণ

পাক-মহিলা কুটির-শিল্প প্রদর্শনী : করাচীতে বেগম ফজলুর রহমানের উদ্বোধনী বক্তৃতা

নির্দেশ (বড় গল্প : ক্রমশ) : মাফরুহা চৌধুরী

খবরা-খবর

হাল হকিকত : গোয়েন্দা

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা : ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯

সম্পাদকীয় : আমাদের কর্তব্য

নারীর সাধনা (প্রবন্ধ) : মেহেরুন-নেসা রহমান

ছিন্নপক্ষ (গল্প) : নুরুন নাহার

বন্দিনী কবি জীবনিসা (কবিতা) : সায়েমা চৌধুরী

“যেদিন আসিল ফিরে” (কবিতা) : জাহান-আরা আরজু

মহিয়সী বিবি হাজেরা (পূর্ব প্রকাশিতের পর) : অধ্যাপক হালিমা খাতুন, এম এ

‘একটি মাছি’ (পূর্ব প্রকাশিতের পর) : অধ্যাপক আসিয়া খাতুন, এম এ

নির্দেশ (বড় গল্প : ক্রমশ) : মাফরুহা চৌধুরী

বাইরের ঘর : নরাস্তক (কবিতা) : সাইয়িদ আতিকুল্লাহ

খবরা-খবর

১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা : ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯

সম্পাদকীয় : আমাদের কর্তব্য

নকল নবিনী (প্রবন্ধ) : কামরুন্নেসা

তারা দুজন (গল্প) : বেগম আজীজা এন্ মোহাম্মদ সাহিত্য সরস্বতী

এছলাম ও অন্যান্য ধর্মে নারীর অধিকার (প্রবন্ধ) : ছালেহা বেগম (রানী)

আবার জাগিতে হবে (কবিতা) : নূরজাহান খানম

সুলতানা (কবিতা) : নুরুননাহার

বাইরের ঘর মোবারকবাদ : আবদুল আলীম আলরাজী এম এ, বি এল, এম এম গোল্ড

মেডালিস্ট (বাংলা সরকারের ভূতপূর্ব রিসার্চ স্কলার)

খবরা-খবর

২০২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

১ম বর্ষ: ৬ষ্ঠ সংখ্যা : ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯

সম্পাদকীয় : কন্যাদায় সমস্যা

নারীর অর্থনৈতিক দাসত্ব : মোসাম্মাত হাবিবুন্নেসা

সুদূর-স্বপ্ন (কবিতা) : লতীফা রশীদ

স্মৃতি (গল্প) সৈয়দ হালিমা বেগম (রানী)

বাইরের ঘর : সূচিপত্র (কবিতা) মুফাখ্খারুল ইসলাম

কওমী সঙ্গীত (কবিতা) : ফররুখ আহমদ

ভাবী জননীর খাদ্য : সরদার জায়েনউদ্দীন

খবরা-খবর

১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা : ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯

সম্পাদকীয় : অভিবাদন

নারী-পরিচ্ছদ কি হবে (প্রবন্ধ) : রাজিয়া খাতুন বি-এ

ফাঁকি (গল্প) : কাজী আমিনা বেগম

দরদী (গল্প) : নমিতা চন্দ

বসন্ত প্রভাত (কবিতা) : জাহানারা আরজু

বেনামী বেয়ারিং চিঠি (কবিতা) : নুরুননাহার

ইতিহাসের এক পাতা : আজাদীর সংগ্রামে পাকিস্তানী মহিলাদের ত্যাগ কালের ইতিহাসে

স্বর্ণাঙ্করে লিপিবদ্ধ থাকবে : এ এস এম আবদুল জলীল, এম এ

দুনিয়া (কবিতা) : এস মফিজুদ্দীন আহমদ কাব্যবিনোদ

খবরা-খবর

১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা : ৪ মার্চ ১৯৪৯

সম্পাদকীয় : পর্দা

সুফী কবি জেবুন্নেসা (প্রবন্ধ) : অধ্যাপক আসিয়া খাতুন

ট্রাজেডি (গল্প) : হাশমত রশীদ

উম্মুল মুমেনীন হজরত খোদেজাতুল কোব্রা (প্রবন্ধ) : অধ্যাপক হালিমা খাতুন

মুকুলের জন্ম তিথি (কবিতা) : বেগম সুফিয়া কামাল

পৃথিবী মরে গেছে (কবিতা) : বেগম জোবেদা খাতুন

যেদিন শিশু জন্মায় (প্রবন্ধ) : সরদার জায়েনউদ্দিন

ইতিহাসের এক পাতা/আজাদীর সংগ্রামে মুসলিম নারী (পূর্ব প্রকাশিতের পর) দান : (ক্রমশ)

: এ এস এম আবদুল জলীল, এম এ

আপার গুল-বাগ : আপা

কথা (কবিতা) : কবি জসীমউদ্দীন

ছায়াছবির দেশ : (সম্পাদনায় এ এস এম নাসিরউদ্দিন)

নতুন ছবি

চিঠিপত্র

কুটুস : বোলতা

সমালোচনা বিভাগ

খবরা-খবর

১ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা : ১৮ মার্চ ১৯৪৯

সম্পাদকীয়/প্রীতির আহ্বান

শিশু চরিত্রে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব : অধ্যাপক মিসেস আখতার ইমাম এম এ

মজুর (গল্প) : গীতা বসাক

সূরের সম্মোহনে : অধ্যাপক খোদেজা খাতুন

সন্দেহ (কবিতা) : বেগম জোবেদা খাতুন

শ্রদ্ধাঞ্জলী (কবিতা) : বেগম শামসুন নাহার

সেলাই : বেগম রওশন আখতার খানম

বীর বেগম (নাটক) : মুফাখ্খারুল ইসলাম

আপার গুলবাগ

চিঠিপত্র/খবরাখবর/ছায়াছবির দেশ/চলচ্চিত্র ও বাঙ্গালী মুসলমান : মোয়াজ্জামুল হক

১ম বর্ষ : ১১ ও ১২শ সংখ্যা : ১ এপ্রিল ১৯৪৯

সম্পাদকীয় : আমাদের শিক্ষা সমস্যা

পর্দাপ্রথা ও আরবের বীরঙ্গনা (প্রবন্ধ) : মোছাম্মাৎ হাবিবুরমেছা

ছিন্নতার (গল্প) : সৈয়দা হালিমা বেগম

ফাগুন রাণী (কবিতা) : রৌশন আরা বেগম (রেণু)

ধুলির বাসরে (কবিতা) : নূরুননাহার

পূর্ণ আত্মসমর্পণ : কমর বানু

চিঠিপত্র

মনিরা (গল্প) : রাজিয়া খাতুন বি এ

বীর বেগম (নাটক) : ক্রমশ

হাস্যরস

আপার গুলবাগ

কুটুস

ছায়াছবির দেশ (বিভাগীয় সম্পাদক)

শূন্য শয়ন (কবিতা) : শ্রীমতী আরতি দেবী

খবরাখবর

২০৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

১ম বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা : ৮ এপ্রিল ১৯৪৯

সম্পাদকীয় : রাষ্ট্রদ্রোহী?

উম্মুল মুমেনীন বিবি খোদেজাতুল কোবরা (রাঃ) : অধ্যাপক হালিমা খাতুন

মমতাজ (গল্প) : বেগম হাসমত রশীদ

সুফী কবি জেবুমিসা (পূর্ব প্রকাশিতের পর) : অধ্যাপক আসিয়া খাতুন

আমার গায়ের বুড়ো হিজল (কবিতা) : নুরুননহার

দিওয়ান-ই-জেবুমিসা (কবিতা) : বেগম সুফিয়া কামাল

মিশরে নারী আন্দোলন (প্রবন্ধ) : মিসেস এ হক

খুঁজে চলি আজো (কবিতা) : জাহানারা আরজু

বীর বেগম (ক্রমশ) : সরঞ্জাম

আপার গুলবাগ

চিঠিপত্র

কুট্টুস

ছায়াছবির দেশ

প্রতিবাদ

খবরাখবর

১ম বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা : ২২ এপ্রিল ১৯৪৯

সম্পাদকীয় : লক্ষ কোটি কণ্ঠে জানাই তোমারে ছালাম

নারী প্রসঙ্গে ইকবাল : কামরুন্নেসা

মহাকবি ইকবাল : লতীফা রশীদ

ইকবাল স্মরণে (কবিতা) : বেগম সুফিয়া কামাল

গান (কবিতা) : বেগম মফিজুন নেছা

বাইরের ঘর : ইকবাল স্মৃতি : মুফাখ্খারুল ইসলাম

ইকবালের আত্ম-দর্শন : মোহলেম আহমদ

ঘরকমা : (পরিচালক—বেগম জেড রাহমান)

আসুন কিছু রান্না করি : আমিনা ইউসুফ

আপার গুলবাগ

খোঁজখবর

বসুরাই গুল (কবিতা) : জাহানারা আরজু

চিঠিপত্র

কুট্টুস

ছায়াছবির দেশ

খবরাখবর

সুলতানা পত্রিকাটির লেখক এবং বিষয়সূচি ছিল সমৃদ্ধিশীল। নারীশিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে নারীর অধিকার, কন্যাদায় সমস্যা, আত্মাধীর সংগ্রামে মুসলিম নারীর দান, পর্দাপ্রথা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ ও কবিতা গল্প লিখেছেন কবি সুফিয়া কামাল, শামসুননাহার মাহমুদ, জোবেদা খাতুন, অধ্যাপক হালিমা খাতুন এম এ, অধ্যাপক সৈয়দা জাহানারা খাতুন, এম এ, মাফরুহা চৌধুরী, জাহানারা আরজু, বেগম আজীজা এন মোহাম্মদ সাহিত্য সরস্বতী, আসিয়া খাতুন এম এ, অধ্যাপক আখতার ইমাম, কমর বানু, জাহানারা আরজু, কবি জসীমউদ্দীন, জিন্নুর রহমান সিদ্দিকী, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ প্রমুখ সুশিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকগণ। পূর্ব পাকিস্তান তখন সদ্য ইংরেজ শাসনমুক্ত কিন্তু নারী রক্ষণশীল-সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ শাসকের জঁতাকলে পিষ্ট। নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে গোড়া-প্রতিক্রিয়াশীল শাসকের আমলে সুলতানা প্রকাশ তৎকালীন সময়ে বৈপ্লবিক ছিল অবশ্যই।

৬ নওবাহার। সম্পাদিকা : মাহফুজা খাতুন; ঢাকা, ১৯৫০

মাহফুজা খাতুন সম্পাদিত নওবাহার (১৯৫০) প্রকাশ করেছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা, পাকিস্তানের জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন ঘটাবার লক্ষ্যে।^{২৯}

৭ ষাওয়াতীন। সম্পাদিকা: জাহানারা ইমাম; ঢাকা ১৯৫২

জাহানারা ইমাম সম্পাদিত ষাওয়াতীন পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালের মে মাসে (বৈশাখ, ১৩৫৯) ঢাকা শহরের ওয়াইজঘাট থেকে। জাহানারা ইমাম তখন দৈনিক বাংলা পত্রিকায় লিখতেন। সে জন্য সংবাদপত্রের জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সহ-সম্পাদিকা ছিলেন বর্তমানের স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন। তিনি তখন সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন।

ক্রাউন সাইজের চৌষটি পৃষ্ঠার পত্রিকাটির দাম ছিল বারো আনা। সম্পাদিকার ইচ্ছা ছিল পত্রিকার প্রচ্ছদে একজন তরুণীর ছবি থাকবে। সেই সময়ে সেটা ছিল প্রায় অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং সম্পাদিকা নিজের ছবি প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে ছাপালেন। পরবর্তী সংখ্যা ঈদ সংখ্যার প্রচ্ছদে ছবি ছিল এই পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী জনাব আমিরুলজামান সাহেবের (রেডিওর প্রোডিউসার ছিলেন) স্ত্রীর। পত্রিকার জন্য মহিলাদের লেখা পাওয়া যেত অল্প। লিখেছেন সুফিয়া কামাল (কবিতা), মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (কবিতা), জাহানারা আরজু (কবিতা), যোবায়দা মীর্জা (অনুবাদ), লায়লা সামাদ প্রমুখ। পরে সিদ্ধান্ত হল যে পুরুষের লেখাও ছাপা হবে। নারী বিষয়ক পুরুষের বহু লেখা পাওয়া গেল। সম্পাদিকা নিজেই ব্যয়ভার চালানোর জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যেত না। বিজ্ঞাপনের অভাবে অর্থাৎ অর্থের অভাবে পত্রিকাটি বেশিদিন চালু থাকেনি। প্রেসের মালিক ছাপা খরচ নিতেন না। তবু ৫টি সংখ্যার পর বন্ধ হয়ে গেল পত্রিকাটি।^{৩০} এর কোনো সংখ্যা সংগ্রহ করা যায়নি।

স্বল্পায়ু হলেও পত্রিকাটির পাতায় প্রমাণ রয়ে গেছে ভবিষ্যতের স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক

২০৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

রাবেয়া খাতুন এবং জাহানারা ইমামের সাহিত্যপ্রতিভার। নানা প্রতিকূল রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে সময়ের শিক্ষিত মুসলিম নারীরা সম্পাদনায়—সাহিত্য রচনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন, অব্যাহতভাবে সাধনায় মগ্ন থেকেছেন, জয়ী হয়েছেন জীবনযুদ্ধে।

৮ অনন্যা। সম্পাদিকা : লায়লা সামাদ; ঢাকা, ১৯৫৪

অনন্যা পরিচিতি ছাপাত ‘মহিলাদের সচিত্র মাসিক’ লিখে। জুলাই-আগস্ট ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় পূর্ব পাকিস্তানে লায়লা সামাদ (১৯২৮-১৯৮৯) সম্পাদিত অনন্যা প্রকাশিত হলো। শামসুল ইসলাম কর্তৃক আল-হেলাল প্রেস, ৩/১ জনসন রোডে মুদ্রিত ও ১/এ মগবাজার রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটি চার বছর চালু ছিল। এর বার্ষিক মূল্য ছিল ছয় টাকা। ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি হওয়ায় মুক্তমনা পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। বাঙালি নারী সম্পাদিকাদের মধ্যে লায়লা সামাদ অনন্য হয়ে আছেন, কেননা তিনিই এঁদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে সাংবাদিক ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি ডিপ্লোমা লাভ করেন। তাঁর সম্পাদনার গুণে অনন্যা সে যুগের নারীপ্রগতির স্মারক হয়ে আছে।

৯ খেলাঘর। সম্পাদিকা : বেগম জেব-উন-নিসা আহমদ; ঢাকা, ১৯৫৫

বেগম জেব-উন-নিসা আহমদ সম্পাদিত কিশোর-কিশোরীদের সচিত্র সাহিত্য-পত্রিকা খেলাঘর ৯ নয়া-পন্টন, রমনা, ঢাকা, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়।

খেলাঘর-এর সূচিপত্র

১ম বর্ষ, ১৩৬২-৬৩, আষাঢ়-জ্যৈষ্ঠ

২য় বর্ষ ১৩৬৩-৬৪, আষাঢ়-জ্যৈষ্ঠ

আমার ছোটবেলার জীবন : নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী

১০ শতদল। সম্পাদিকা : বেগম আয়শা সরদার; ঢাকা, ১৯৫৬

বেগম আয়শা সরদারের সম্পাদনায় ‘পাকিস্তান নারী সমাজকল্যাণ সমিতির মাসিক মুখপত্র’ শতদল প্রকাশিত হয় আগস্ট ১৯৫৬ সালে। ১ম বর্ষ ১৮ সংখ্যা (৯ জুন ১৯৫৮) থেকে আয়শা সরদারের পরিবর্তে এম এ সোবহানের নাম সম্পাদক হিসেবে ছাপা হয়েছে। সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে প্রকাশনার ঠিকানা। দি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩/৪ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রণ কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়ে লিবার্টি প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৪৭/১ টয়েনবি সার্কুলার রোড থেকে ১ম বর্ষ ১৮ সংখ্যা এবং পরবর্তী সংখ্যাগুলো প্রকাশিত হয়েছে।^{১৩}

এটি সার্বিকভাবে না হলেও সমাজকল্যাণে নিবেদিত নারীসমাজের কথা তুলে ধরেছে।

১১ অবরুদ্ধা। সম্পাদিকা : কামরুন্নাহার লাইলী; ঢাকা, ১৯৫৮

কামরুন্নাহার লাইলী (১৯৩৭-১৯৮৪) সম্পাদিত ‘মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক’ অবরুদ্ধা প্রকাশিত

হয় ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮ সালে (৫ ফাল্গুন, ১৩৬৪) ১৪/১ কারকুনবাড়ী লেন, ঢাকা থেকে। সম্পাদকীয় পাতায় বলা হয়েছে : ‘অবরুদ্ধা! কথাটা যেন ফিরিয়ে নিয়ে যায় আমাদের মধ্যযুগের পটভূমিতে। মানবিকতার যুগ বিংশ শতাব্দীতে মধ্যযুগীয় শব্দও যেন বেমানান মনে হয়।.....’^{৩২} অপসংস্কৃতি ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক সামরিক দমন নীতির বাধা এড়িয়ে অবরুদ্ধা-র মাধ্যমে তিনি মুক্তমনাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন।

অবরুদ্ধা পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা (১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮) থেকে ১০ম সংখ্যা পর্যন্ত (৫ মে ১৯৫৮) ১০টি সংখ্যা বাংলা একাডেমী, ঢাকা, গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আছে। এই সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হল প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোর সূচিপত্র :

১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা : ৫ ফাল্গুন ১৩৬৪, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮

সম্পাদকীয় :

প্রবন্ধ : পূর্ব বাংলার মুসলিম মহিলা কাব্য ধারা : মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা : পৃ. ৮

ছোটগল্প : উর্গনাভ : আয়েশা আখতার : পৃ. ৯

কবিতা : অরুণ্য সুর : তুষার সন্ধ্যায় : অনুবাদ : আফসারী চৌধুরী : পৃ. ১১

বিশ্বে শান্তি নামুক : গালিনা উলানোভা : পৃ. ১৫

১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা : ১২ ফাল্গুন ১৩৬৪, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮

সম্পাদকীয় :

প্রবন্ধ : ভাষা সংগ্রামে নারীর দান : লিলি হোসেন : পৃ. ৮

ছোটগল্প : মেয়াদ : আনোয়ারা খাতুন : (অ্যান) : পৃ. ৯

মহিলা সংবাদ : পৃ. ১১

১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা : ১৯ ফাল্গুন ১৩৬৪, ৩ মার্চ ১৯৫৮

কবিতা : যুগে যুগে : শামসুন নাহার : পৃ. ৪

স্বাগত : আনোয়ারা রহমান : পৃ. ৪

বিজ্ঞান : সপ্ত সুবর্ণ তিন গ্রাম : হাসি সিদ্দিকী : পৃ. ৬

ছোটগল্প : দেশপ্রেমিক : ছালেহা বেগম : পৃ. ৭

মণ্ডলানা আজাদ : সুলতানা বেগম : পৃ. ৯

মহিলা সংবাদ : পৃ. ১১

এবারের একুশে ফেব্রুয়ারী : আয়েশা আখতার

১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা : ২৬ ফাল্গুন ১৩৬৪, ১০ মার্চ ১৯৫৮

সম্পাদকীয় :

শুভেচ্ছাবাণী : ফৌজিয়া সামাদ : চট্টগ্রাম : ৩০/১/৫৮

আয়েশা আখতার : সাধারণ সম্পাদিকা, বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা হল ইউনিয়ন, ঢাকা ২৮/২/১৯৫৮

বেগম রাইসা হারুন, ঢাকা ৬/৩/৫৮

২০৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

ছোটগল্প : জীবনায়ন : জাহানারা : পৃ. ৭
কবিতা : ভোর হবে : মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা
বৃষ্টি : আয়েশা আখতার : পৃ. ৯
প্রবন্ধ : শিক্ষার লক্ষ্য : শোভা দাশ এম এ : পৃ. ১১
মহিলা সংবাদ : পৃ. ১৩
মা ও ছেলে : রওশান আরা চৌধুরী : পৃ. ১৭

১ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা : ৩ চৈত্র ১৩৬৪, ১৭ মার্চ ১৯৫৮

সম্পাদকীয় :

প্রবন্ধ : পূর্ব বাংলার যৌথ পরিবার প্রথা : হাবিবুন্নেছা : পৃ. ৬
ছোটগল্প : মিঃ এনড্রুজ : অনুবাদ : সুস্মিতা সোহেলী, মূল : ই এম ফস্টার : পৃ. ৭
কবিতা : অবিধি : বার্না সেন : পৃ. ৮
এখানে আকাশ নেই : সাইফুন্নেছা : পৃ. ৯

১ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : ৯ চৈত্র ১৩৬৪, ২৩ মার্চ ১৯৫৮

সম্পাদকীয় :

কবিতা : উড়িয়ে পতাকা : বেগম সুফিয়া কামাল : পৃ. ৬
জামিলার প্রতি : মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা : পৃ. ৭
ছোটগল্প : প্রলাপ : সুফিয়া খানম : পৃ. ৮
দেশ বিদেশের নারী : রাশিয়ার দশজন মহিলা মন্ত্রী : পৃ. ১১
ফরাসী দেশে নারী জাগরণ : গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় : পৃ. ১৫
স্বর্ণকুমারী দেবী : সুযমা নাগিস : পৃ. ১৭

১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১৭ চৈত্র ১৩৬৪, ৩১ মার্চ ১৯৫৮

সম্পাদকীয় :

কবিতা : অগ্নিশপথ : আখতার জাহান ফরিদা বানু : পৃ. ৬
হান্না হেনা : আয়েশা আখতার : পৃ. ৭
ছোটগল্প : অস্তিক : রাবেয়া খাতুন : পৃ. ১১
মিঃ এনড্রুজ : মূল : ই এম ফস্টার : অনুবাদ : সুস্মিতা সোহেলী : পৃ. ১৪
অঙ্গশ্রী (সাধারণ পোশাক) : বেবী রহমান : পৃ. ১৬
রামাঘর : খালেদা আফজা (শেফা) : পৃ. ১৭

১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১ বৈশাখ ১৩৬৫, ১৪ এপ্রিল ১৯৫৮

সম্পাদকীয় :

কবিতা : ফেরারী : পাবলো নেরুদা : অনুবাদ : স্বাতী শান্তনু : পৃ. ৪
ছোটগল্প : দাম্পত্য : তনিমা : পৃ. ৫

বিজ্ঞান : মহাজাগতিক দেশে : কনজ্ঞানন্তিক ও সিঅলকভস্কি (জন্ম : ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৭
: মৃত্যু : ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ ইং) অনুবাদ : সুষমা নার্মিস : পৃ. ১১
রামাঘর : শান্তি দাশ
পুথির ঝালর : নীলিমা ব্যানার্জী : পৃ. ১৩
উলের ব্লাউজের প্যাটার্ন : মিনতি চন্দ্র : পৃ. ১৩

১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৮ বৈশাখ ১৩৬৫, ২১ এপ্রিল ১৯৫৮

সম্পাদকীয় :

ছোটগল্প : হৃদ : আয়েশা আখতার : পৃ. ৮
কবিতা : নতুন সূর্য : শিরিন আখতার ইসলাম : পৃ. ১০
কবিতা : অবিচল : শামসুন নাহার : পৃ. ১১
ইশারা জাগায় : আইনুন নাহার : পৃ. ১১
ছোটগল্প : অবরুদ্ধা : হাসি সিদ্দিকী : ১২
মিশরের নারী সমাজ : আয়েশা খানম : পৃ. ১৩
এই দেশের মেয়ে : বাংলা সাহিত্যে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত : লিলি হোসেন : পৃ. ১৩
দুটি কবিতা : মূল : আইরিন গ্নেগোভা : অনুবাদিকা : সিরি রহমান : পৃ. ১৭
গায়ক পল রবসন : হালিমা বেগম : পৃ. ১৯
রামাঘর : রঞ্জন সামগ্রী ও রঞ্জন : মালতী গুহরায় : পৃ. ২১
পদ্মাত্মী দেবী কারানী : অমিতা মালিক : পৃ. ২৪

১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ২২ বৈশাখ ১৩৬৫, ৫ মে ১৯৫৮

সম্পাদকীয় :

কবিতা : কোন এক বস্তুর বোনকে : দিলআরা মিনু : পৃ. ৪
নিরাশায় : বেগম রাশিদা মাওলা : পৃ. ৪
ছোটগল্প : ভবিতব্য : মালেকা আখতার (আলো) : পৃ. ৫
প্রবন্ধ : শিশুর অপরাধ ও গৃহ পরিবেশ : সুবিনীতা ঘোষ : পৃ. ৬

উল্লিখিত সূচিপত্রের শিরোনাম থেকেই জানা যায় পত্রিকাটি প্রগতিবাদী সম্পাদিকার আত্মসচেতন পরিকল্পনায় সম্পাদিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে তখন সামরিক শাসন চলছিল। সম্পাদিকা কামরুন নাহার লাইলী বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও নারীনেত্রী ছিলেন। পেশায় ছিলেন সাংবাদিক, পরে হয়েছেন আইনজীবী। সামরিক শাসনের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে কবিতা, গল্প এবং অরাজনৈতিক লেখা ছাপতে হয়েছে তাঁকে।

১২ শ্যামলী। সম্পাদিকা : দিলআরা মিনু ও বেগম সুফিয়া হক; ময়মনসিংহ, ১৯৫৯

দিলআরা মিনু ও বেগম সুফিয়া হক সম্পাদিত ‘মহিলাদের মাসিক সাহিত্যপত্র’ শ্যামলী প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে (পৌষ ১৩৬৫)। ‘কৈফিয়ত’ শিরোনামে প্রকাশিত হয় পত্রিকাটি প্রকাশের

২১০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

কারণ ও লক্ষ্য :

‘পাক ভারতের বৃহত্তম জেলা ময়মনসিংহ। জনসংখ্যা মধ্যপ্রাচ্যের অনেক রাষ্ট্র হইতেই বেশী। প্রায় ৬০ লক্ষের উপর নরনারী এ জেলার অধিবাসী। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এ জেলার যে কয়টি পত্রিকা বাহির হয় তাহা আঙ্গুলে গোনা যায়। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে এত বড় একটি জেলায় কোনো মহিলা পত্রিকা নাই। শুধু এই অভাব দূরীকরণ মানসে কপর্দকহীন অবস্থাতেই মাসিক পত্রিকা পরিচালনার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।’

পত্রিকাটির পৃষ্ঠা ৪৪ এবং দাম আট আনা। বার্ষিক চাঁদা সড়াক সাড়ে ছয় টাকা এবং যাপ্যাসিক সাড়ে তিন টাকা।**

১৩ মহিলা। সম্পাদিকা : জিন্নাত আরা বেগম; ঢাকা, ১৯৬১

জিন্নাত আরা বেগম সম্পাদিত মহিলা পত্রিকাটি ছিল ‘সবার জন্যে মেয়েদের সচিত্র পাক্ষিক’। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১১ ডিসেম্বর ১৯৬১ (২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৬৮)। এ. কে. এম. যকীয়েল্লাহ কর্তৃক ওয়াল্টার প্রিন্টার্স, ৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪২ এবং দাম ৩৭ পয়সা। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় পত্রিকাটির সম্পাদকীয় ‘স্মরণীয় মুহূর্তে’ শিরোনামে মহিলা পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

‘জীবন অতিবাহনে পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের একটা তফাৎ থাকবেই কিন্তু শিক্ষার ও চিন্তাব প্রসারতা ও আধুনিকতার দিক থেকে কোনো তফাৎ থাকবে না—এই আমরা বিশ্বাস করি। এ বিশ্বাস মনে রেখেই এ পত্রিকা প্রকাশ করলাম। ... আমাদের এ পত্রিকা মেয়েদের জন্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে সবার জন্যে। এর পাতায় মেয়েরা তো লিখবেনই, পুরুষদের রচনাও থাকবে। এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গীর বৃহত্তর পরিধি আনবার জন্যে।’

পত্রিকাটিতে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, আত্মকথা, রম্যরচনা, শিক্ষকলা, ফ্যাশন, জেনে রাখা ভাল, দু-বার করে পড়া, চলচ্চিত্র, আপনার ছেলেমেয়ে, সংবাদ বিচিত্রা, সাম্প্রতিক সংবাদ, মিলি চৌধুরীর দফতর ইত্যাদি বিভাগীয় লেখা প্রকাশিত হত।

ঢাকার বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ-৭ম (যুগ্ম) সংখ্যার (২৯ এপ্রিল ১৯৬৪) পর প্রকাশিত আর কোনো সংখ্যা সংগৃহীত নেই। প্রাপ্ত কয়েকটি সংখ্যার সূচিপত্র সংযোজিত হল।

পাক্ষিক মহিলা পত্রিকা সূচিপত্র

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১১ ডিসেম্বর ১৯৬১, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৬৮

স্মরণীয় মুহূর্তে : সম্পাদিকা : পৃ. ৬

শিক্ষকলা : রুমী ইসলাম : পৃ. ৭

কবিতা : স্মৃতিকে : রওশন আরা : পৃ. ৮

প্রতিষ্ঠা : আইনুনাহার : পৃ. ৮

নারী : ঘরে ও বাইরে : মোফারেজা খানম : পৃ. ৯

প্রবন্ধ : তব শিখা : রাবেয়া খাতুন : পৃ. ১১

কাব্যনাট্যের শিল্পমূল্য ও বৈশিষ্ট্য : আসমা চৌধুরী : পৃ. ২০
কলম : সিতারা হক : পৃ. ২৩
আপনার ছেলেমেয়ে : এইচ এন খানম : পৃ. ৩১
দু'বার করে পড় : নানী সৃজন : বেলা পাঠক এম এ : পৃ. ৩৪

১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, মে ১৯৬২

স্মরণীয় মুহূর্তে : সম্পাদিকা : পৃ. ৪
কবিতা : ২৫শে বৈশাখ : মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা : পৃ. ৭
ত্যাগের দীক্ষা দাও : বেগম জামান আরা : পৃ. ৮
প্রবন্ধ : রবীন্দ্রনাথ : ফিরোজা জাহান বেগম : পৃ. ১১
গল্প : দুই রাত্রি : মায়া সরকার : পৃ. ১৪
ভ্রমণ : হজ যাত্রীর ডায়েরী : জিনাত আরা বেগম : পৃ. ২০
প্রবন্ধ : অবচেতন মনের মণিকোঠায় : লুৎফন আরা বেগম : পৃ. ২৭
ক্যাশন : পরিচ্ছদের অঙ্গ : রুমাল : মায়া দেবী : পৃ. ২৯
প্রবন্ধ : দু'বার করে পড় : জীবন নয় ইতিহাস : বহু ভাষাবিদ ফজলুল হক : পৃ. ৩১

১ম বর্ষ, ২০শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৬২

স্মরণীয় মুহূর্তে : সম্পাদিকা : পৃ. ৫
কবিতা : তোমার উপমা তুমি : আবদুল মজিদ : পৃ. ৭
নবাগত : ফাতীমা কবীর : পৃ. ৭
উপন্যাস : উপেক্ষিতা : জাহান আরা বেগম : পৃ. ১৬
স্মৃতিকথা : স্মৃতির পাতা : সৈয়দা মনোয়ারা খাতুন : পৃ. ২২

৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৬৪, বৈশাখ ১৩৭১

স্মরণীয় মুহূর্তে : সম্পাদিকা : পৃ. ৩
কবিতা : ছেলেটা বলে : ফরিদা আল-হাদী : পৃ. ৪
হাসনা হেনার কান্না : জাহান আরা এম. হোসেন : পৃ. ৫
প্রবন্ধ : বর্তমান সমাজে নারী : ফিরোজা জাহান বেগম : পৃ. ৯
মতিভ্রম : হামিদা খাতুন : পৃ. ১৩
ভাবী মায়েদের জন্য : সাবেরা খাতুন : পৃ. ৩০
স্মৃতির পাতা : সৈয়দা মনোয়ারা খাতুন : পৃ. ৩১

১৪ বান্ধবী। সম্পাদিকা : বেগম মুশতারী শফী; চট্টগ্রাম, ১৯৬৪

নারী আন্দোলন ও মানবাধিকার আন্দোলনের নেত্রী, সাহিত্যিক মুক্তিযোদ্ধা বেগম মুশতারী শফী চট্টগ্রামে বান্ধবী নামে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৬৩ সালে এবং একই নামে বান্ধবী

২১২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত মুশতারী শফী সম্পাদিত বাঙ্কবী প্রকাশিত হয়েছে।

পত্রিকাটির নিয়মিত বিভাগগুলো ছিল : প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, শিশুপালন, মহিয়সী নারীদের জীবনী, সংবাদ বিচিত্রা, রম্যরচনা, সেলাই, রান্না ইত্যাদি।

মূলত চট্টগ্রামের লেখিকাদের লেখা দিয়েই বাঙ্কবী পূর্ণ থাকত। লিখেছেন : বেগম উমরতুল ফজল, নূরুন নাহার জহর, বেলা মাহমুদা, কৃষ্ণা কানুনগো, ফাহিমদা আমিন, বেগম উম্মে কুলসুম, বেগম মুশতারী শফী প্রমুখ। চট্টগ্রামের বাইরের লেখক ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল, রাজিয়া মাহবুব, মকবুলা মনজুর প্রমুখ।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক শাসনের দমননীতির ফলে সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির চর্চা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে বাঙ্কবী নারীপ্রগতির ধারা অব্যাহত রেখেছিল।

বাঙ্কবী-র সূচিপত্র

২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৬, চৈত্র ১৩৭২

কবিতা : প্রার্থনা : সৈয়দা হাসিনা বানু : পৃ. ৫

অনেক মৃত্যু : তবু বাঁচল : কৃষ্ণা কানুনগো : পৃ. ৭

স্মরণিকা : আশরাফুল (ডলি) : পৃ. ৯

চিঠি : নীলা : পৃ. ৯

আদহাম-নামা : খাতুন কাশ্মিরী বিবি বিলকিসজাহান : সংগ্রাহিকা : বেলা মাহমুদা : পৃ. ১১

প্রবন্ধ : নব্য পাকিস্তানী নারী : বেগম নূরুন নাহার জহর : পৃ. ১৩

যাদুবিদ্যা শিক্ষার উপায় : নীহারিকা : পৃ. ১৫

দুর্গতদের সেবায় বাঙ্কবী : বেগম মুশতারী শফী

আর এক মন : আফরোজা আনোয়ার : পৃ. ২৫

ছন্দপতন : বাসন্তিকা : পৃ. ২৯

কেন : কাজী আয়শা সিদ্দিকা (হীরা)

শিশু পালন প্রসঙ্গে : বেগম আসিয়া

শাড়ীর ডিজাইন : ফিরোজা বেগম : পৃ. ৫৭

রান্না : কালিয়া-চচ্চরি-ডালনা : বদরুন্নিসা কুদসিয়া : পৃ. ৫৯

২য় বর্ষ, ৮-৯ সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ১৯৬৬, শ্রাবণ ভাদ্র ১৩৭৩

কবিতা : ইতিহাস : শামসুন নাহার কাসেম : পৃ. ৫

আজাদী দিনে : নূরুন নাহার বারী : পৃ. ৭

তোমাকে : দিলারা মাসুদ (আলো) : পৃ. ৭

অনেক স্বপ্ন : আইনুন নাহার : পৃ. ৯

হে আমার দেশ : ক্যামিলিয়া রহমান

আদহাম-নামা : খাতুন কাশ্মিরী বিবি বিলকিস জাহান : সংগ্রাহিকা : বেলা মাহমুদা : পৃ. ১১

প্রবন্ধ : পাকিস্তান কেন : জেরিনা আহমেদ : পৃ. ১৫

স্বজন ও সমাজ : বাসন্তিকা : পৃ. ১৯

পূর্ব পাকিস্তানের সমকালীন ঘটনা : অঞ্জনা শেখ

গল্প : কালনাগিনী : সৈয়দা হাসিনা বানু : পৃ. ৪১

যখন যত্না : হাসিনা বানু : পৃ. ৫১

বিরতি : স্বাগতা সিংহ

সেই ভালো : সৈয়দা বাফিকা : পৃ. ৬১

তিন অংক : বেলা মাহমুদা : পৃ. ৬৭

শিশুমঙ্গল : শিশুর কুঅভ্যাস ও তার প্রতিকার : মেহবুবা মোখলেস (পারুল) : পৃ. ৭৫

(সেলাই) দুটি আধুনিক ডিজাইন : বেগম উম্মে কুলসুম : পৃ. ৭৯

রামা : তালের কেক : ভাপা ইলিশ : ডলি বেগম : পৃ. ৮১

সংবাদ বিচিত্রা :

সম্পাদিকার পত্র : পৃ. ১০৩

৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৬৭, পৌষ ১৩৭৩

কবিতা : সংকেত : শামসুন নাহার কাসেম : পৃ. ৯

পঁচিশে ডিসেম্বর : নুফুন নাহার বারী : পৃ. ১৩

অশান্ত মন : রিজিয়া সিদ্দিকী : পৃ. ১৩

জিহ্বাসা : বাহুবীকে : আইনুন নাহার : পৃ. ১৫

আদহাম-নামা : খাতুন কাশ্মিরী বিবি বিলকিসজাহান : পৃ. ১৭

সংগ্রাহিকা : বেলা মাহমুদা

প্রবন্ধ : বিদ্যাপতি : অনুপমা : পৃ. ১৯

কৃষ্ণিবাস সমস্যা : ফিরোজা বেগম : পৃ. ২৯

দুর্গতদের সেবায় বাহুবী : বেগম মুশতারী শফী : পৃ. ৩৩

রমজানুল মোবারক : সোহেলা জাহান : পৃ. ৪৭

বীরনারী :

গল্প : ঝড়ের রাতে : রাজিয়া মহবুব : পৃ. ৫৭

প্রজাপতি মন : বেবী আনওয়ার : পৃ. ৬৫

অন্যমন : হামানা হেলেন : পৃ. ৬৯

বাছাই : লতিফা আখতার (মিনি) : পৃ. ৭৩

রামা : রকমারী পিঠা : উম্মে সালমা : পৃ. ৯১

৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৭, ফাল্গুন ১৩৭৩

কবিতা : নীড় বাঁধো : খাতুন মমিনা খান : পৃ. ৫

স্মৃতি-বিস্মৃতি : শাহজাদী গুলরুখ : পৃ. ৭

সঙ্কায় : গীতা পাল : পৃ. ৯

একটি প্রেমের কবিতা : বেগম মাহমুদা হক : পৃ. ১১

২১৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

- প্রবন্ধ : বৈষ্ণব সাহিত্যে মানবিক আবেদন : ফিরোজা বেগম : পৃ. ১৩
একুশে ফেব্রুয়ারী : মেহবুবা মোখলেস : পৃ. ১৯
গল্প : নীল আকাশের স্বপ্ন : মকবুলা মনজুর : পৃ. ২৯
মধুমতি তীরে : সফিনাজ নুরুন্নাহার : পৃ. ৩৩
আলোছায়া : দীপ্তি দাশ : পৃ. ৩৭
শিক্ষা মঙ্গল : শিশুর স্বার্থপরতা : বেগম উম্মে কুলসুম : পৃ. ৪১

৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৬৭, চৈত্র ১৩৭৩

- কবিতা : পৃথিবী জাগে : শামসুন নাহার কাসেম : পৃ. ৫
স্তিমিত আশা : জোবেদা খাতুন (রানী) : পৃ. ৭
তবু আছে : কুমারী মঞ্জুশ্রী বড়ুয়া : পৃ. ৭
ডানা খুলে দাও : আনোয়ারা রহমান : পৃ. ৯
একি মধু স্বপ্ন : শবনম খানম শেরওয়ানী : পৃ. ৯
আমার প্রেম : মেহবুবা মোখলেস : পৃ. ১১

- প্রবন্ধ : রবীন্দ্র কাব্যে জীবন দেবতা : ফিরোজা বেগম : পৃ. ১৩
গল্প : পৌরুষ : রাজিয়া মহবুব : পৃ. ২১
হারানো সুর : সুলতা নাগ : পৃ. ২৯
রস রচনা : একটি প্রতিজ্ঞার জন্ম : কবিতা সন্দীপন : পৃ. ৩৩
একখানি পত্র : 'এগিয়ে চলুন' : প্রতিভা সিংহ : পৃ. ৫৩
শিশুমঙ্গল : শিশুর কথা বলা : ছাবেরা করিম বি এ : পৃ. ৫৭
সেলাই : পেটিকোটের ডিজাইন : সাঈদা আউয়াল : পৃ. ৫৯

৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ১৯৬৭, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪

- কবিতা : একটি অনুভূতি : মেহবুবা মোখলেস : পৃ. ৫
হারানো স্মৃতি : ফাতেমা খানম : পৃ. ৭
কে কাঁদে : ফাতেমা বেগম : পৃ. ৭
আমিও চাতক : বন্দনা বিশ্বাস : পৃ. ৮
একটি গান : অনুপমা : পৃ. ৯

- প্রবন্ধ : রবীন্দ্র কাব্যে বর্ষা ও মেঘদূত : বাসনা গুণ : পৃ. ১৩
নজরুল একটি বিদ্রোহী সত্তা : ফিরোজা বেগম : পৃ. ২১
দুর্গতদের সেবায় বান্ধবী : বেগম মুশতারী শফী : পৃ. ২৭
ইসলামে নারীর স্থান : রওশন আখতার : পৃ. ৩৭

- গল্প : প্রতিশ্রুতি : সালেমা জহর : পৃ. ৪১
একটি অসমাপ্ত চিঠি : জোলেখা খাতুন : পৃ. ৪৫
আংটি : রহিমা আখতার করিম এম এ : পৃ. ৪৯

৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৬৭, আষাঢ় ১৩৭৪

- কবিতা : সূর্যের প্রত্যাশায় আমি : চাঁদ : জোবেদা খাতুন (রানী) : পৃ. ৫
দুটি কবিতা : শাহজাদী গুলরুখ : পৃ. ৬
ধন্য মোর ফুলগুলি : কল্পনা মোহরের : পৃ. ৭
শিহরণে লিখি : বনম্পতি : পৃ. ৭
অতৃপ্ত বাসনা : মেহবুবা মোখলেস : পৃ. ৯
প্রবন্ধ : বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : ফিরোজা বেগম : পৃ. ১১
বিদ্রোহী নজরুল : জেরিনা আহমেদ : পৃ. ১৭১
স্ত্রী শিক্ষা ও গৃহস্থালী : স্মৃতিকণা দেব : পৃ. ২১
সেলাই : মিসেস তরুণ মণ্ডল : পৃ. ২৩
পুস্তক সমালোচনা : বেগম মুশতারী শফী : পৃ. ২৫
চাতক : নাজমাতুল আলম : পৃ. ২৯
লাল পুতুল : লতিফা আখতার (মিনি) : পৃ. ৪১
উপন্যাস : ক-বর্গ : বেলা মাহমুদা : পৃ. ৪৭
উর্মি : উমরতুল : পৃ. ৪৯
রান্না : কাটলেট-পাপর : উম্মে সালমা : পৃ. ৫৯

৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, আগস্ট ১৯৬৭, শ্রাবণ ১৩৭৪

- কবিতা : সুবর্ণ কল্লোল জাগে : শামসুননাহার কাসেম : পৃ. ৫
আলোকের ঝড় : কবিতা সন্দীপন : পৃ. ৭
নীল চোখে : নূরুন নাহার বারী : পৃ. ৭
আজকের জন্যে : আইনুন নাহার : পৃ. ৯
অমর ওরা : মেহবুবা মোখলেস : পৃ. ৯
আমরা দেখেছি : বেলা মাহমুদা : পৃ. ১১
প্রবন্ধ : আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে ১৮৫৭ সাল : বাসনা গুণ : পৃ. ১৩
জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে পিতামাতার ভূমিকা : বেগম মুশতারী শফী : পৃ. ২১
সোজান দুর্লি : দুটি অমর আত্মা : ফিরোজা বেগম : পৃ. ২৭
গল্প : আবরণ : নাজমাতুল আলম : পৃ. ৩৭
গল্প নয় : জোবেদা খাতুন : পৃ. ৪৫
দু'ফোঁটা অশ্রু : কাজী আয়েশা সিদ্দিকা : পৃ. ৫১
একটি তারা : জোলেখা খাতুন : পৃ. ৫৩
উপন্যাস : উর্মি : উমরতুল : পৃ. ৫৯
রান্না : বিরিয়ানি-আচার-সুপ-সিদ্ধারা : উম্মে সালমা : পৃ. ৭৯
সেলাই : তিনটি ডিজাইন : হাসনা হেনা : পৃ. ৮১

৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৭, ভাদ্র ১৩৭৪

- কবিতা : আমার এদেশ : আইনুন নাহার : পৃ. ৫
পূর্ব আকাশে চাঁদ উঠেছে : নুরুন নাহার বারী : পৃ. ৭
আজি বর্ষণ মুখর দিবসে : কল্পনা মোহরের : পৃ. ৭
এই শরতে : মেহবুবা মোখলেস (পারুল)
শরৎ তুমি এসো : জোবেদা খাতুন (রানী)
অনির্বাণ : শামসুন নাহার কাসেম : পৃ. ১১
- প্রবন্ধ : জাতীয় জীবনে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের প্রভাব : বাসনা গুণ : পৃ. ১৩
৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ : শবনম খানম শেরওয়ানী : পৃ. ১৭
আনোয়ারুল্লাহ শাহজী : ছাবেরা করিম বি এ : পৃ. ১৯
আমাদের কুটির শিল্প : বেগম মুশতারী শফী : পৃ. ২১
দেখে এলাম : মানু : পৃ. ২৬
- গল্প : একটি ভীকু হৃদয় : লতিফা আখতার (মিনি) : পৃ. ২৭
মিলন : শ্রীমতী তরুণ মণ্ডল : পৃ. ৩৫
প্রবাহ : রওশন জাহান (ককল) : পৃ. ৪১
পিঠে খেলে পকেটে সয়না : ফাহিমদা আমিন : পৃ. ৪৩
- উপন্যাস : উর্মি : উমরতুল : পৃ. ৪৯
- রান্না : বড় রুটি-ক্ষীর নাড়ু : উম্মে সালমা : পৃ. ৬১

৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬৭, আশ্বিন ১৩৭৪

- কবিতা : শরতের নীল আকাশ : নুরুন নাহার বারী : পৃ. ৫
আমি আঁধারের প্রেয়সী : জোবেদা খাতুন (রানী) : পৃ. ৭
অনন্য সকাল : আইনুন নাহার : পৃ. ৭
পদক্ষেপ : শামসুন নাহার কাসেম : পৃ. ৯
প্রতীক্ষায় সে : ফরিদা আখতার (বুলি) : পৃ. ৯
- প্রবন্ধ : জাতীয় অগ্রগতিতে আমাদের মেয়েরা : বেগম মুশতারী শফী : পৃ. ১৩
- সংকলন : শহীদে মিল্লাতের দৃষ্টিতে কায়েদে আজম : বেগম লিয়াকত আলী খান : পৃ. ১৭
- গল্প : কৃষাণীর মন : ফিরোজা বেগম : পৃ. ৩১
কালের ক্রম : রওশন জাহান বকুল : পৃ. ৩৫
অনাথা মেয়ে : সালমা জহর (রানী)
- উপন্যাস : উর্মি : উমরতুল : পৃ. ৪৯
- শিশুমঙ্গল : বৃষ্টির দিনে ছেলে মেয়েদের প্রতি যত্নশীলতা : শবনম খানম শেরওয়ানী :
পৃ. ৫৯

৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৬৭, কার্তিক ১৩৭৪

- কবিতা : অমূর্ত স্বপ্ন : মেহবুবা মোখলেস : পৃ. ৫
রোকেয়া স্মরণে : শবনম খানম শেরওয়ানী : পৃ. ৭
একটি গান : জমিলা এম, বারী
স্মৃতি : ফাতেমা খানম (মণি) : পৃ. ৯
কবিতার নায়ককে : ফরিদা আখতার (বুলি) : পৃ. ৯
ভিখারী ওদের নাম : রেবেকা সুলতানা (শীলা) : পৃ. ১১
জীবনে চাইনি কিছু : বেগম মাহমুদা হক : পৃ. ১৩
প্রবন্ধ : বাংলা গদ্য গঠনে সাময়িক পত্রিকার অবদান : জাহান আরা ফারুখ : পৃ. ১৫
চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরা : ফিরোজা বেগম : পৃ. ২১
গল্প : মনের কামা : রুনু ইসলাম : পৃ. ৩৩
উপন্যাস : উর্মি : উমরতুল : পৃ. ৩৭
একটি জীবনের প্রচ্ছদপট : কল্পনা মোহরের : পৃ. ৪৯

৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৬৭, অগ্রহায়ণ ১৩৭৪

- কবিতা : ঈদের স্বপ্ন : আইনুন নাহার : পৃ. ৫
অনাহত : জোবেদা খাতুন (রানী) : পৃ. ৭
মানুষ শ্রেষ্ঠ : শামসুন নাহার কাসেম : পৃ. ৭
নির্জন ক্ষণে : নুরুন নাহার বারী : পৃ. ৯
শ'য়ালের চাঁদ : ফাতেমা খানম মণি : পৃ. ১১
প্রবন্ধ : স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা : বেগম মুশতারী শফী : পৃ. ১৩
ধর্ম : মত ও পথ : বাসনা গুণ : পৃ. ১৭
ভ্রমণ কথা : পশ্চিম পাকিস্তানে কয়েক দিন : সাবেরা করিম বি এ : পৃ. ২৩
গল্প : একটি স্মৃতি : চিন্ময়ী রায় : পৃ. ২৯
জীবন সন্ধ্যা : তরুণ মণ্ডল : পৃ. ৩৭
বেসুরা : লতিফা আখতার (মিনি) : পৃ. ৪১
তোবাতিলা আন্দর কিম্বা : শবনম খানম শেরওয়ানী : পৃ. ৪৯
নিঃসঙ্গ : রওশন জাহান বকুল : পৃ. ৫৫
রেলগাড়ী ঝামঝাম : ফাহিমদা আমিন : পৃ. ৫৯
উপন্যাস : উর্মি : উমরতুল : পৃ. ৬৭

৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৬৮, পৌষ ১৩৭৪

- কবিতা : বাঙ্কবী এগিয়ে চলো : বেগম মোস্তফা আলী নূর : পৃ. ৯
তোমার জন্মদিনে : মেহবুবা মোখলেস : পৃ. ১১
প্রত্যয় : শামসুন নাহার কাসেম : পৃ. ১৩

২১৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

- নববর্ষের সূচনা : সেলিনা জাহান (নাজমা)
রাতের কবিতা : নূরুন নাহার বারী : পৃ. ১৫
নতুন লগ্নে : আইনুন নাহার : পৃ. ১৫
প্রবন্ধ : রবীন্দ্র সাহিত্যে কাব্যের উপেক্ষিতা : বাসনা গুণ : পৃ. ১৭
এষা কাব্যে অক্ষয়কুমার বড়াল : ফিরোজা বেগম : পৃ. ২৭
ভ্রমণ কথা : পশ্চিম পাকিস্তানে কয়েকদিন : সাবেরা করিম বি এ : পৃ. ৩৩
প্রবন্ধ : সামাজিক অনাচার : শবনম খানম : পৃ. ৩৯
পুস্তক সমালোচনা : (ক) চাঁদ ওঠেনি সিঁধুপারে : লেখিকা তাজুম্মেসা আহমেদ : আলোচক : অমিতা বড়ুয়া
গল্প : প্রায়শ্চিত্ত : আখতার বানু : পৃ. ৪৯
অসুন্দর পৃথিবী : রেবেকা সুলতানা : পৃ. ৫৩
রক্তিম আকাশ : লতিফা আখতার (মিলি) : পৃ. ৫৭
অবিস্মরণীয় : বিভা চৌধুরী : পৃ. ৮১
গল্প নয় : নাগিস ওমর : পৃ. ৮৭
মরীচিকা : খুরশিদ জাহান বার্না : পৃ. ৯১
এবং কত মানুষের অন্তিম শ্বাস : কবিতা সন্দীপন : পৃ. ৯৫
ঈদ দুটি চিত্র : শিউলি চৌধুরী : পৃ. ১০৫
উপন্যাস : উর্মি : উমরতুল : পৃ. ১০৯

৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮, মাঘ ১৩৭৪

- কবিতা : আত্মাঘটি : রহিমা খাতুন : পৃ. ৫
পিপাসা : সুলতানা খাতুন (মিনু) : পৃ. ৭
হে ফাঙ্কুনী : মেহবুবা মোখলেস : পৃ. ৯
প্রার্থনা : নাগিস ওমর : পৃ. ৯
ব্যর্থ প্রয়াস : জ্যোতি বড়ুয়া : পৃ. ১১
একটি দুপুর : স্মৃতি বড়ুয়া : পৃ. ১২
আদিম যুগ : নূরজাহান বেগম : পৃ. ১৩
প্রবন্ধ : জর্জিয়ার মহিলা সমাজ : ভিক্টোরিয়া সিরাদজি : পৃ. ১৫
ডিজনিয়াল্ড : জেরিনা আহমেদ : পৃ. ২১
কোণারকের স্মৃতি : বাসনা গুণ : পৃ. ২৫
একখানি পত্র : ভালোবাসা : সালমা নাসির ডলি : পৃ. ৩৭
গল্প : সাদা মেঘ : আর্জুমান্দ বেগম নাজমা : পৃ. ৪৫
ক্ষমা : সালমা চৌধুরী : পৃ. ৪৯
এবং কত মানুষের অন্তিম শ্বাস : কবিতা সন্দীপন : পৃ. ৫৩
উপন্যাস : উর্মি : উমরতুল : পৃ. ৬৫

৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৮, ফাল্গুন ১৩৭৪

- কবিতা : পৃথিবীকে : রহিমা খাতুন : পৃ. ৫
লাল পলাশ : লাল রক্ত : রেবেকা সুলতানা (শীলা) : পৃ. ৫
এতটুকু আশা : মেহবুবা মোখ্লেস : পৃ. ৭
পল্লীচিত্র : খুরশিদ জাহান : পৃ. ৭
বাঁকা পথ : শিউলি চৌধুরী : পৃ. ৯
একটি গান : ফরিদা চৌধুরী টুন্ট : পৃ. ৯
প্রবন্ধ : গাঁয়ের মেয়েদের কাজ : স্বপ্ন সঞ্চয় : বেগম মুশতারী শফী : পৃ. ১১
গল্প : লিউনার্ড উস্তিনভ : বেগম মোস্তফা আলী নূর : পৃ. ১৫
রুদ্ধ জোয়ার : জোবেদা খাতুন (রানী) : পৃ. ৩৩
উপন্যাস : উর্মি : উমরতুল : পৃ. ৩৯
বিশেষ বিবরণী : প্রসঙ্গটি যখন একান্তই আপনার আমার : সম্পাদিকা : পৃ. ৪৯

৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৬৮, চৈত্র ১৩৭৪

- কবিতা : বিড়ম্বিত মানব : উমরতুল : পৃ. ৫
প্রার্থনা : শবনম খানম শেরওয়ানী : পৃ. ৬
ভাবনার অরণ্যে : রেবেকা সুলতানা (শীলা) : পৃ. ৭
স্মৃতিলেখা : জাহানারা আলো : পৃ. ৭
চৈতী হাওয়া : কল্পনা মোহরের : পৃ. ৯
প্রবন্ধ : যৌতুক প্রথা : বেগম মুশতারী শফী : পৃ. ১১
ভ্রমণ : সোভিয়েতের স্মৃতি : বেগম সুফিয়া কামাল : পৃ. ১৫
গল্প : প্রতিশোধ : রহিমা খাতুন : পৃ. ২৭
পরদ্বী : রওশন জাহান বকুল : পৃ. ৩৭
একটি বন্ধন : রাজিয়া হাসান : পৃ. ৪১
উপন্যাস : উর্মি : উমরতুল : পৃ. ৪৫
একটি বিশেষ বিবরণী : বিশেষ দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠান : সম্পাদিকা : পৃ. ৫৩

৫ম সংখ্যা সংগ্রহে নাই

৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ১৯৬৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫

- কবিতা : আমার দেশকে : কল্পনা মোহরের : পৃ. ৫
রবী ঠাকুরকে : ক্যামেলিয়া ইসলাম : পৃ. ৭
নীরব কেন কবি : শবনম খানম শেরওয়ানী : পৃ. ৭
মনে কি পড়ে না : হোসনে আরা ফিরোজা আহমেদ (বেবী) : পৃ. ৯

২২০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

- সমুদ্র সৈকতে : খুরশিদ জাহান : পৃ. ৯
অস্তিম : রহিমা খাতুন : পৃ. ১১
নীড় হারা : সুলতানা খাতুন : পৃ. ১১
প্রবন্ধ : শিশু সাহিত্যে নজরুল : জেরিনা আহমেদ : পৃ. ১৩
একটি সাক্ষাৎকার : সম্পাদিকা : পৃ. ১৭
বিপ্লবী নজরুল : কল্পনা মোহরের : পৃ. ২১
সমাজ জীবনে মুসলিম নারীর অধিকার : বেগম মুশতারী শফী : পৃ. ২৫
পঞ্চলিপি : সেলিনা নওরোজ মল্লিক : পৃ. ৩৩
উপন্যাস : উর্মি : উমরতুল : পৃ. ৩৭
শিশু মঙ্গল : শিশু পালনে মায়ের দায়িত্ব : ফাহিমদা আমিন : পৃ. ৪৭

৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৬৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫

- কবিতা : জন্মদিনে বিদ্রোহী কবির উক্তি : আইনুন নাহার : পৃ. ৫
দুটি কবিতা : শামসুন নাহার কাসেম : পৃ. ৭
জনতার মাঝে আমি : রেবেকা সুলতানা (শীলা) : পৃ. ৯
সময়ের বিবর্ণ যাদুঘরে : নিলুফার পান্না : পৃ. ৯
অপমৃত্যু : লতিফা আখতার (মিনি) : পৃ. ১১
প্রবন্ধ : গ্রামোন্নয়নে বিভিন্ন সমস্যা : বাসনা গুণ : পৃ. ১৩
নজরুল কাব্যে নারী : ফাহিমদা আমিন : পৃ. ২৫
মে দিবস : সম্পাদিকা : পৃ. ২৯
গেরস্ত বৌ রবীন্দ্রনাথ : উমরতুল ফজল : পৃ. ৩৫
গল্প : একালের রূপকথা : আর্জুমান্দ বেগম নাজমা : পৃ. ৩৭
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম : আশন্দ শামসুন নাহার : পৃ. ৪৩
নকসা : চিরায়ত : খুরশিদ জাহান বার্না : ৪৭
উপন্যাস : উর্মি : উমরতুল : পৃ. ৫১

৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, আগস্ট ১৯৬৮, শ্রাবণ ১৩৭৫

- কবিতা : কোন বাঙ্কবীকে : তায়্যা ইসলাম : পৃ. ৫
চেতনার সড়কে : কল্পনা মোহরের : পৃ. ৭
আজাদী দিবসে : রহিমা খাতুন : পৃ. ৯
চেতনা : বিভা চৌধুরী : পৃ. ৯
দুটি কবিতা : জোবেদা খাতুন (রানী) : পৃ. ১১
অব্যক্ত : রাবেয়া মঈন : পৃ. ১৩
প্রবন্ধ : রবীন্দ্র কাব্য সাহিত্যে পল্লীপ্রকৃতি : বাসনা গুণ : পৃ. ১৫
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা : বেগম নাহার আহমদ : পৃ. ২৫
পাকিস্তান আন্দোলন নারীর ভূমিকা : শবনম খানম শেরওয়ানী : পৃ. ২৯

- সোভিয়েট রাষ্ট্রে নারীর অধিকার : সম্পাদিকা : পৃ. ৩১
গল্প : শিউলি ফুল : দিল আফরোজ আলম : পৃ. ৪১
উপহার : মোহসেনা রেজা : পৃ. ৪৫
প্রবন্ধ : চাটিগেরামী বিয়া : নূর বেগম : পৃ. ৪৯
উপন্যাস : সবুজ ঘাসের মধ্যে একটি সংসার : এপিএন : পৃ. ৫৩
উর্মি : উমরতুল : পৃ. ৫৫
দুর্গতদের সেবায় বান্ধবী : সম্পাদকীয় : পৃ. ৬৯

৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, ভাদ্র ১৩৭৫

- কবিতা : ১১ই সেপ্টেম্বর : ফাহিমদা আমীন : পৃ. ৫
শরৎ : কল্পনা মোহরের : পৃ. ৫
স্বপ্ন-নতুন : শামসুন নাহার কাসেম : পৃ. ৭
সূর্যের লাল রঙে : আইনুন নাহার : পৃ. ৭
প্রবন্ধ : পাকিস্তানে নারীজাগরণ : শামিমা ইসলাম : পৃ. ৯
সঞ্চয় : বেগম মুশতারী শফী : পৃ. ১৭
উপন্যাস : অব্যক্ত বেদনা : মিতা : পৃ. ২৩
সূরের আবেশ : মেহবুবা শিরীন : পৃ. ৩১
উর্মি : উমরতুল : পৃ. ৩৩
বিশেষ বিবরণী : সম্পাদিকা : পৃ. ৪৯

৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬৮, আশ্বিন ১৩৭৫

- কবিতা : আলোর সোনালী দিন : নূরুন নাহার বারী : পৃ. ৫
আজকের দিনে : মেহবুবা মোখলেস : পৃ. ৫
উৎসব আমার দেশে : আইনুন নাহার : পৃ. ৭
আমার মায়ের মুখ : জয়ন্তী সেন : পৃ. ৭
অবুঝ মন : মির্জা নাহার : পৃ. ৮
জন্মানন্দ : রহিমা খাতুন : পৃ. ৮
প্রবন্ধ : সুখী দাম্পত্য জীবন প্রসঙ্গে : উমরতুল : পৃ. ৯
রস রচনা : হাওয়া : মৌসুমী ইসলাম : পৃ. ১৫
প্রবন্ধ : গ্র্যাঞ্জুয়েট ভবন : সুলতানা খাতুন : পৃ. ১৭
উপন্যাস : রোমছন : ফরিদা চৌধুরী টুন্ট : পৃ. ২৫
উর্মি : উমরতুল : পৃ. ২৯
প্রবন্ধ : গায়ের বধুর কর্তব্য ও শরীরের যত্ন : বেগম মুশতারী শফী : পৃ. ৩৫
নিয়মিত বিভাগ : মনের আগুনায়া : ফাহিমদা আমিন : পৃ. ৪১

৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৬৮, কার্তিক ১৩৭৫

- কবিতা : পৃথিবীর অলিতে-গলিতে : কল্পনা মোহরের : পৃ. ৫
প্রশ্ন : রহিমা খাতুন : পৃ. ৭
আবুল ফজলকে : মেহবুবা মোখলেস্ : পৃ. ৭
হেমন্তের সন্ধ্যায় : সুলতানা খাতুন : পৃ. ৯
বঙ্ক্যা নারীর প্রার্থনা : সুজিতা রায় : পৃ. ৯
প্রবন্ধ : কুটির শিল্পে নারী ও সমাজ : বেগম মুশতারী শফী : পৃ. ১১
উত্তরাঞ্চলের বিয়ের গান : সিদ্দিকা বেগম (দুলী) : পৃ. ১৩
বনকন্যা : আর্জুমান্দ বেগম নাজমা : পৃ. ১৫
বিবর্তন : রওশন আরা জুলফিকার : ১৯
উপন্যাস : উর্মি : উমরতুল : পৃ. ২৫
মনের আসিনায় : ফাহিমদা আমিন : পৃ. ৩১
প্রতিদান প্রসঙ্গে : বেগম আয়েশা সালাম : পৃ. ৪১

৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৯, ফাল্গুন ১৩৭৫

- কবিতা : একুশে ফেব্রুয়ারী : মেহবুবা মোখলেস্ পারুল : পৃ. ৯
মুক্তির অভিযানে : জেরিনা সুলতানা রিনা : পৃ. ৯
বঙ্কুরা আজ লাল ফুল : রেবেকা সুলতানা শীলা : পৃ. ৯
একুশে ফেব্রুয়ারী : কল্পনা মোহরের : পৃ. ১১
তাহারা জ্যোতির্ময় : আতিয়া রসুল মেরু : পৃ. ১১
সিদ্ধ কবরী : খালেদা শিরীন রাসু : পৃ. ১৩
একটি লিপিকা : সৈয়দা হাসিনা বানু : পৃ. ১৩
বসন্তের আগমনে : সুলতানা খাতুন মিনু : পৃ. ১৪
প্রবন্ধ : বেগম রোকেয়া ও নারী শিক্ষা : বেগম মুশতারী শফী : পৃ. ১৫
ঐতিহাসিক নগরী চট্টগ্রাম : বাসনা গুণ : পৃ. ১৯
উপন্যাস : উর্মি : উমরতুল : পৃ. ৩৫
অন্ধকারের সিঁড়ি : রুনা ইসলাম : পৃ. ৫৩
কবিতা : একুশে ফেব্রুয়ারী : তাসমিম গফুর : পৃ. ৬৮
বুলবুল : আলম আরা রূপা : পৃ. ৬৯
পপী : সেলিনা জাহান নাজমা : পৃ. ৬৯

৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ১৯৬৯, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬

- কবিতা : বিশ্বকবির জন্মদিনে : আইনুন নাহার : পৃ. ৫
আমার আকাঙ্ক্ষার সমাধি : কল্পনা মোহরের : পৃ. ৬
একটি গান : রীনা বেগম : পৃ. ৭
ভালবাসা : আয়েশা খানম, বিএ : পৃ. ৭

প্রবন্ধ : রবীন্দ্রনাথ : শামসুন নাহার কাসেম : পৃ. ৯
গীতিকার নজরুল : জেরিনা আহমেদ : পৃ. ১১
ঐতিহাসিক নগরী চট্টগ্রাম : বাসনা গুণ : পৃ. ১৭
প্রগতির গতি : নুরন নাহার চৌধুরী খানম, পৃ. ২৭
উন্মোচন : চাঁদ সুলতানা : পৃ. ২৯
উপহার : মোছাম্মৎ পলি বিশ্বাস : পৃ. ৩৭
মনের আঙ্গিনায় : ফাহিমদা আমিন : পৃ. ৪৩

শিশুমঙ্গল : শিশুর ভয় : সালমা জহুর রানী : পৃ. ৪৭
শিল্প সংস্কৃতি : ফিরোজা আহমদ : পৃ. ৫৩

৫ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৬৯, আষাঢ় ১৩৭৬, বা/এ গ্রন্থাগারে আছে

কবিতা : মোনাজাত : রওশন আরা রসুল : পৃ. ৫
গান : গান : শবনম খানম শেরওয়ানী : পৃ. ৫
প্রবন্ধ : ঐতিহাসিক নগরী চট্টগ্রাম : বাসনা গুণ : পৃ. ৯
উপন্যাস : উর্মি : উমরতুল : পৃ. ১৯
মনের আঙ্গিনায় : ফাহিমদা আমিন : পৃ. ৩৫
মুক্ত বিহঙ্গ : মীনাক্ষী চৌধুরী : পৃ. ৩৯
স্মরণের বলাকা : মেহবুবা শিরীন : পৃ. ৪৫

৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬৯, আশ্বিন ১৩৭৬

কবিতা : চিত্রলিপি : উমরতুল : পৃ. ৫
তুমি বাঁচবে চিরকাল : শামসুন নাহার বেগম : পৃ. ৫
অন্বেষণ : শাহনাজ আমাম : পৃ. ৭
প্রবন্ধ : ঐতিহাসিক নগরী চট্টগ্রাম : বাসনা গুণ : পৃ. ৯
উপন্যাস : কস্তুরী সৌরভ : মীনাক্ষী চৌধুরী : পৃ. ১৯
প্রবন্ধ : বিষম সঙ্ঘার আকাশ : মেহবুবা শিরীন : পৃ. ২৯
একটি মৃত্যু : ছাবেরা করিম বি এ : পৃ. ৩৫
গল্প : মনের আঙ্গিনায় : সম্পাদিকা : পৃ. ৩৯
আলোচনা : কলব বনাম ক্লাব : উমরতুল ফজল : পৃ. ৫১

৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৬৯, কার্তিক ১৩৭৬

কবিতা : শরৎ : কল্পনা মোহরের : পৃ. ৫
ঘৃণা করি : আকন্দ শামসুন নাহার : পৃ. ৫
দুটি গান : শবনম খানম শেরওয়ানী : পৃ. ৬

২২৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

আবুল ফজলের একটি নিবন্ধ থেকে : সম্পাদিকা : পৃ. ৭
অক্টোবর বিপ্লব ও নারী সমাজ : নাদেজদা তাড়ারিনোভা : অনু : (এপিএন,
পৃ. ১১)
মনের আঙ্গিনায় : বেগম উম্মে কুলসুম : পৃ. ১৯
উপন্যাস : কস্তুরী সৌরভ : মীনাক্ষী চৌধুরী : পৃ. ২৫
অন্তর দৃষ্টি : শাহানারা ইসলাম : পৃ. ৩৭

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৭০, পৌষ ১৩৭৬

কবিতা : বাঙ্কবীর যাত্রাপথে : আইনুন নাহার : পৃ. ১৫
নববর্ষে : লতিফা ইসলাম : পৃ. ১৫
সূর্যমুখী : শামসুন নাহার কাসেম : পৃ. ১৭
আকাশটাকে ছুঁতে পারি না : মোর্শেদা বাবর মিনু : পৃ. ১৭
মুঠো মুঠো আলো : মেহের আফরোজ পান্না : পৃ. ১৯
প্রবন্ধ : রূপসী বাংলার সাধক জীবনানন্দ : কল্পনা মোহরের : পৃ. ২১
বাংলা : বেগম মুশতারী শফী : পৃ. ২৭
উপন্যাস : কস্তুরী সৌরভ : মীনাক্ষী চৌধুরী : পৃ. ৩১
মুক্তি : শামসুন নাহার বেগম : পৃ. ৪৫
একগুচ্ছ রজনীগন্ধা : এজাহান দীপ : পৃ. ৫১
রাত্রির প্রতীক রজনীগন্ধা : রুনু ইসলাম : পৃ. ৫৯
শিল্প-সংস্কৃতি : ফিরোজা আহমেদ : পৃ. ৭৭

৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭০, মাঘ ১৩৭৬

কবিতা : সে তো রক্ত নয় : প্রিমাди : পৃ. ৫
কাঁদতে যে মানা : (একুণে ফেব্রুয়ারী স্মরণে) : মমতাজ বেগম : পৃ. ৫
সুস্থিতা : তোমাকে : রেবা হক : পৃ. ৭
আশা : বেগম মমতাজ রহিম : পৃ. ৭
প্রবন্ধ : ঐতিহাসিক নগরী চট্টগ্রাম : বাসনা গুণ : পৃ. ৯
উপন্যাস : কস্তুরী সৌরভ : মীনাক্ষী চৌধুরী : পৃ. ২৫
সোনা রং গোখুলী : সফিনাজ নূরুন্নাহার : পৃ. ৩৩
পলাতক : হোসনে আরা রফিক বেবী : পৃ. ৪১
প্রবন্ধ : ছেলে ধরা : আনজীলা বেগম : পৃ. ৫১
শিল্প সংস্কৃতি : ফিরোজা আহমেদ : পৃ. ৫৯

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ ১৯৭০, ফাল্গুন ১৩৭৬

উপন্যাস : মনের আঙ্গিনায় : ফাহিমদা আমিন : পৃ. ৫

- কবিতা : ফাঙ্কনের রাঙানো দিনে : রেবা হক : পৃ. ৯
দুটি কবিতা : রেবেকা সুলতানা শীলা : পৃ. ১১
হারানো অতীত : লতিফা ইসলাম : পৃ. ১৩
নক্ষত্র স্বপ্ন : মোর্শেদা বাবর চিনু : পৃ. ১৩
প্রবন্ধ : ঐতিহাসিক নগরী চট্টগ্রাম : বাসনা গুণ : পৃ. ১৫
উপন্যাস : কস্টুরী সৌরভ : মীনাঙ্কী চৌধুরী : পৃ. ২৭
অবশেষে : ফাতেমা বেগম নীলা : পৃ. ৩৭
গল্প : পথের মানুষ : শামসুন নাহার বেগম : পৃ. ৪১
শিল্প সংস্কৃতি : ফিরোজা আহমদ : পৃ. ৫১

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ১৯৭০, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭

- কবিতা : কবিশুরু স্মরণে : কল্পনা মোহরের : পৃ. ৫
এই পঁচিশে : স্নিগ্ধা : পৃ. ৭
আশা : লতিফা ইসলাম : পৃ. ৮
ডাকিনি তোমায় ওগো : নাস : পৃ. ৯
প্রবন্ধ : ঐতিহাসিক নগরী চট্টগ্রাম : বাসনা গুণ : পৃ. ১১
নারী ও তার পোশাক : অনামিকা : পৃ. ১৯
ডুবাই-এর চিঠি : ছাবেরা করিম : পৃ. ২২
উপন্যাস : কস্টুরী সৌরভ : মীনাঙ্কী চৌধুরী : পৃ. ২৫
গল্প : শেষ চিঠি : শামীম আরা চৌধুরী (শ্যামা)
নীল অনুরাগ : ফাতেমা বেগম নীলু : পৃ. ৪৩

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭-৮ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৭০, শ্রাবণ ১৩৭৭

- উপন্যাস : মনের আগিনায় : ফাহিমদা আমিন : পৃ. ৫
কবিতা : শান্তির জন্যে : আইনুন নাহার : পৃ. ৯
সীমা তোমার চিঠি পেলাম : রাশেদা আখতার : পৃ. ১১
বিক্ষোভ : শামসুন নাহার কাসেম : পৃ. ১৫
প্রবন্ধ : ঐতিহাসিক নগরী চট্টগ্রাম : বাসনা গুণ : পৃ. ১৯
উপন্যাস : কস্টুরী সৌরভ : মীনাঙ্কী চৌধুরী : পৃ. ৩৩
গল্প : কাপুরুষ : রাজিয়া মাহবুব : পৃ. ৩৯
সীমানার বাইরে : রেহানা দালাল আতিয়ার : পৃ. ৪৭
উপন্যাস : রজনীগন্ধার মন : কাজী আয়েশা সিদ্দিকা (হীরা), পৃ. ৬৫
প্রবন্ধ : স্বাধীন চিন্তাধারা ও আমাদের ছাত্রীসমাজ : হান্না বেগম : পৃ. ৬৯
গল্প : বৃষ্টি তুমি দুষ্ট : রীনা বেগম : পৃ. ৭৯
পুস্তক সমালোচনা : বেগম উম্মে কুলসুম : পৃ. ৮৩

২২৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

শিল্প সংস্কৃতি : ফিরোজা আহমদ : পৃ. ৮৯

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৭০, ভাদ্র ১৩৭৭

কবিতা : দুটি কবিতা : মোর্শেদা বাবর চিনু : পৃ. ৫

একটি ঋতু ও শান্তি মাসি : নাসরীন সুলতানা (রুকু) : পৃ. ৬

প্রবন্ধ : আপন হৃদয়ের নিভৃত বাসরে কবি জীবনানন্দ : কল্পনা মিত্র : পৃ. ৭

নিজেরে হারামে খুঁজি বারে বারে : ছাবেরা করিম : পৃ. ১৩

গল্প : হস্তবোধ : দিলারা আলম : পৃ. ২৫

জীবনের সন্ধানে : শামীম আরা চৌধুরী (শ্যামা) : পৃ. ২৭

এ্যাডভেঞ্চার : আনজীলা বেগম : পৃ. ৪৫

নদীর জোয়ার : রওশান জোয়ার : পৃ. ৪৭

একটি সাক্ষাৎকার : শ্রীমতী তরুণ মণ্ডল : পৃ. ৫১

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৭০, আশ্বিন ১৩৭৭

কবিতা : একদিন এই পথে : কল্পনা মিত্র : পৃ. ৫

বাঁচব আত্মহত্যার জন্য : আকন্দ শামসুন্নাহার : পৃ. ৬

প্রবন্ধ : নবীনচন্দ্রের কাব্য সাধনা : পৃ. ৭

গণশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লেনিন : নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ : পৃ. ১৭

গল্প : অনন্ত : রাজিয়া মাহবুব : পৃ. ২৫

একটি উনুনের আত্মকাহিনী : নাজমুন নাহার : পৃ. ২৯

শিশুর প্রতি কর্তব্য : বেগম মুশতারী শফী : পৃ. ৩৩

নীড় হারা পাখী : রীনা বেগম : পৃ. ৪১

শিল্প-সংস্কৃতি : পৃ. ৪৭

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৭০, কার্তিক ১৩৭৭

কবিতা : লায়লা খালেদ : তারা ইসলাম : পৃ. ৫

প্যারাসাইট : নূরুননেসা চৌধুরী : পৃ. ৫

প্রবন্ধ : ঐতিহাসিক নগরী চট্টগ্রাম : বাসনা গুণ : পৃ. ৭

উপন্যাস : পশারিণী : মকবুলা মনজুর : পৃ. ২৯

এই মন মানুষের : নাসিমা আখতার মালিক : পৃ. ৩৩

শিল্প সংস্কৃতি : ফিরোজা আহমদ : পৃ. ৪৭

একটি সাক্ষাৎকার : তরুণ মণ্ডল : পৃ. ৫৯

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৭০, অগ্রহায়ণ ১৩৭৭

কবিতা : ঈদ এলো : আইনুন নাহার : পৃ. ৪

ঈদের উৎসবে : নূরুন নাহার বারী : পৃ. ৪

- গন্ধরাজ : উমরতুল : পৃ. ৫
হে রাতের আকাশ : রীনা বেগম : পৃ. ৬
আমি চলে গেলে : সাবেরা করিম : পৃ. ৬
মিলনের আহ্বান : আতিয়া রসুল : পৃ. ৬
জোছনা রাত : শামসুন নাহার কাসেম : পৃ. ৭
যান্ত্রিক জীবন : লতিফা ইসলাম : পৃ. ৭
ঈদের দিনে : বেগম মমতাজ রহিম : পৃ. ৮
হুসিয়ার : জাহানারা শামসুদ্দিন চৌধুরী : পৃ. ৮
প্রবন্ধ : শরৎ সাহিত্যে নারী : বদরুন্নেসা খানম : পৃ. ৯
ঐতিহাসিক নগরী চট্টগ্রাম : বাসনা গুণ : পৃ. ১৩
ব্যক্তিগত নিবন্ধ : বাস্তবের রেখাচিত্র : হাসিনা খাতুন : পৃ. ৩১
প্রবন্ধ : কস্তুরী সৌরভ : মীনাক্ষী চৌধুরী : পৃ. ৩৫
গল্প : এই ক্ষণটুকু : রাজিয়া মাহবুব : পৃ. ৫৩
ক্ষুদে রাক্ষস : সফিনাজ নুরুন্নাহার : পৃ. ৬১
নতুন শিউলির সম্ভাবনা : মেহবুবা শিরীন : পৃ. ৬৭
বিনুকে মুক্তো : শামসুন নাহার আজিজ : পৃ. ৭১
রাজা বৌ : তরুণ মণ্ডল : পৃ. ৭৫
উপন্যাস : একটি নীল শাড়ী : হোসনে আরা রফিক : পৃ. ৮১
আলোচনা : পদধ্বনি : মাফরুহা চৌধুরী : পৃ. ৮৯
প্রবন্ধ : সুকান্ত হতে শিখছি : হামানা বেগম : পৃ. ৯৩
সমবায় আন্দোলন ও নারী সমাজ : সালমা জহর : পৃ. ৯৯

৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৭১, পৌষ ১৩৭৭

- সত্তরের মহা প্রলয় : সম্পাদিকা : পৃ. ৫
কবিতা : ক্রেদান্তনীলে : উমরতুল ফজল : পৃ. ১৮
১২ই নভেম্বরের পরে : পৃ. ১৮
মকবুলা মঞ্জুরের একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস : পৃ. ১৯
শিল্প-সংস্কৃতি : ফিরোজা আহমদ : পৃ. ৬৯

৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, মাঘ ১৩৭৭

- একটি পর্যালোচনা : সংকলিত
কবিতা : আর এক শব্দ : মেহবুবা মোখ্লেস্ পারুল : পৃ. ১৩
চলার গতিতে : লতিফা ইসলাম : পৃ. ১৩
দুটি কবিতা : আয়েশা খানম : পৃ. ১৪
দুটি কবিতা : বেগম লুৎফুননাহার (শাদুলী)
মাধবী মন : মনোয়ারা জামান (সাধী) এম এ

২২৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

গল্প : মূল্যায়ন : শামসুন নাহার বেগম : পৃ. ১৭
বেদনার সায়েরে : বার্না খান : পৃ. ৩৫
শাপলা কলি : মমতাজ সবুর : পৃ. ৪১

পুস্তক সমালোচনা : হাফসা ইসলাম : পৃ. ৫৫

সাদেক নবী স্মরণিকা : পৃ. ৫৭

আমাদের নবী ভাই : বেগম মুশতারী শফী : পৃ. ৭৯

৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ ১৯৭১, ফাল্গুন ১৩৭৭

প্রবন্ধ : ত্যাগের ইতিহাস একুশ : হাছিনা খাতুন : পৃ. ৫

কবিতা : দুটি কবিতা : কল্পনা মিত্র : পৃ. ২২

চই ফাল্গুন : আতিয়া রসুল : পৃ. ২৩

গল্প : অন্তরালে : নাজমুন নাহার : পৃ. ২৫

ঋণের বাঁধনে : শাহনাজ আনাম : পৃ. ৩৯

১৫ ললনা। সম্পাদিকা : জিনিয়া হোসেন; ঢাকা, ১৯৬৬

জিনিয়া হোসেন সম্পাদিত ললনা পত্রিকাটি ৩৪২ সেগুন বাগান ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত হত সম্পাদিকার বাবা প্রগতিশীল সমাজসেবী প্রকৌশলী আব্দুল জব্বার সাহেবের একান্ত আগ্রহে এবং অর্থানুকূল্যে। ১৯৬৬ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রকাশিত বিভিন্ন মহিলা সচিত্র মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিকের মধ্যে ললনা উল্লেখযোগ্য এবং আলোচিত পত্রিকা ছিল।

পত্রিকাটির ম্যানেজার আখতার হোসেন এবং অফিস কর্মী সেলিনা পারভিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (১৯৭১) সময়ে তাঁদের প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের জন্য পাকসেনাবাহিনীর দ্বারা নিহত হন। পত্রিকাটির আদর্শ ছিল দেশপ্রেম।

পত্রিকাটিতে তখন কর্মরত ছিলেন শাহাদাত চৌধুরী (পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বিচিত্রা পত্রিকা এবং সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার প্রয়াত সম্পাদক), শিল্পী ছিলেন রফিকুননবী। লিখতেন সুফিয়া কামাল, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, রিজিয়া রহমান, রাবেয়া খাতুন, মেহেফুসসা (মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালে নিহত), রাজিয়া খান আমিন, হালিমা খাতুন, খোদেজা খাতুন, ফাহিমদা আমিন, হেলেনা খান, ফাতেমা হাই, মালেকা বেগম প্রমুখ।

ললনার সূচিপত্র

১ম বর্ষ, ২৮শ সংখ্যা, শুক্রবার, ৪ কার্তিক, ১৩৭৩ সন; ২১ অক্টোবর ১৯৬৬

বীমা সপ্তাহ : পৃ. ১৮

কায়দে মিল্লাত : পৃ. ১৮

এই জ্ঞানরণ্যে : পৃ. ১৯

মহিলা জগতের খবর :

রোকেয়া হলের নৌকা-বাইচ প্রতিযোগিতা : পৃ. ২০

পশ্চিম পাকিস্তানে একটি মহিলা আসন শূন্য : পৃ. ২০

- কৃতী ছাত্রী : পৃ. ২০
বিশ্ব শিশু সপ্তাহে খুলনার আপওয়া শাখার দান : পৃ. ২১
নাইটিঙ্গেল পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স : পৃ. ২১
মহিলা সাহায্য সমিতি : পৃ. ২১
কৃতী ছাত্রী : পৃ. ২১
স্ত্রীর অভিযোগে বিয়ে বাতিল হতে পারে : পৃ. ২১
মহিলা রাজ্য : পৃ. ২১
ললনা কুপ : পৃ. ২৫
তরুণী কথা : পৃ. ১৬
ঘরকন্নার টুকিটাকি : পৃ. ১৬
সুই সুতো : পৃ. ১৯
মহিলা জগতের খবর :
গাইড হাউজে অনুষ্ঠান : পৃ. ২৯
বালিকা বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণী সভা : পৃ. ২৯
রাজকুমারীদের সেবাব্রত : পৃ. ২৯
ছায়া পলাতকা : পৃ. ৩০
নিজে রাঁধুন : মুগডাল গোস্ব : পৃ. ৩০
চলচ্চিত্র ও মঞ্চ :
ঢাকায় চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা : পৃ. ৩১
এবার ময়নামতীকে নিয়ে টানটানি : পৃ. ৩১
ঢাকার অভিনেত্রীদের মাতৃত্ব লাভের হিড়িক : পৃ. ৩১

১ম বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা (ঈদুল ফিতর); শুক্রবার, ২৮ পৌষ, ১৩৭৩ সন; ১৩ জানুয়ারি ১৯৬৭

- সম্পাদকীয় : পৃ. ৫
নারী ও নিরাপত্তা (প্রবন্ধ) : রাজিয়া খান আমিন : পৃ. ৬
বেড়াজাল (নকশা) : মাফরুহা চৌধুরী : পৃ. ৮
রমজানের সওগাত (প্রবন্ধ) : অধ্যাপিকা হালিমা খাতুন : পৃ. ১০
দেখা না দেখা (গল্প) : হেনা হাসনাত : পৃ. ১১
দুঃখকে স্মরণ করি (প্রবন্ধ) : অধ্যাপিকা খোদেজা খাতুন : পৃ. ১৬
উন্মুখ পৃথিবী (গল্প) : মকবুলা মঞ্জুর : পৃ. ১৭
ঈদের চাঁদ (কবিতা) : বেগম সুফিয়া কামাল : পৃ. ২১
ঈদের বিকাশ (কবিতা) : মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা : পৃ. ২১
তবু যদি আসে (কবিতা) : কাজী লতিফা হক : পৃ. ২১
কার্টুন : পৃ. ২২
শাওয়ালের চাঁদকে (কবিতা) : দিলারা বেগম : পৃ. ২৪
ঈদের চাঁদকে (কবিতা) : মেহেরুন্নেসা : পৃ. ২৪

২৩০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

জলের যে খেলা ... একদিন (চিত্র) : পৃ. ২৫
প্রেম একটি নদী (গল্প) : রাজিয়া রহমান : পৃ. ২৬
যাদুঘরের একটি সংগ্রহ (চিত্র) : পৃ. ৩৩
অনন্ত অবেশা (সম্পূর্ণ উপন্যাস) : রাবেয়া খাতুন : পৃ. ৩৪
একটি খাসিয়া রমণী (চিত্র) : পৃ. ৫৭
লালমাই-ময়নামতীর প্রাচীন কীর্তি (প্রবন্ধ) : ফাহিমদা আমিন : পৃ. ৯৮
ভূত (গল্প) : জাহানারা হাকিম : পৃ. ১০৪
আমার দেখা সোয়াত (ভ্রমণ কাহিনী) : হেলেনা খান : পৃ. ১০৯
ইজ্জত (গল্প) : রাজিয়া মজিদ : পৃ. ১১৪
চলচ্চিত্র : সালতামামি ও নতুন বছরে যাত্রা শুরু : ফাতেমা হাই : পৃ. ১২৪
যদি নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে চান : অনুপমা : পৃ. ১৩৪

১ম বর্ষ : ৪৫শ সংখ্যা ; শুক্রবার : ১১ ফাল্গুন ১৩৭৩ সন; ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭

মহান একুশে
সপ্তদশ পূর্ব পাকিস্তান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৯৬৭ : পৃ. ২৬
ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা সাময়িকী : নূরজাহান হোসেন : পৃ. ৪
একটি কোরাস : আছিয়া আখতার বানু : পৃ. ৪

নববর্ষ সংখ্যা ললনা, ১৩৭৪

বেগম সুফিয়া কামালের সংবর্ধনা : পৃ. ১৯

১৬ মধুমিতা। সম্পাদিকা : রাজিয়া খান ও মকবুলা মনজুর; ঢাকা, ১৯৬৮।

অধ্যাপক, সাহিত্যিক রাজিয়া খান ও মকবুলা মনজুর সম্পাদিত (১৯৬৮) ঢাকা থেকে প্রকাশিত
একটি মহিলা মাসিক পত্রিকা মধুমিতা।

মধুমিতার সূচিপত্র

প্রবন্ধ : স্বর্ণরেখা : রাজিয়া মজিদ : পৃ. ৩
আমাদের সাহিত্যচর্চা : জাহানারা হাকিম : পৃ. ৯
মমতাজ শাহজাহান নয় ওরা : হেলেনা খান : পৃ. ১১
অতলান্তিক : খালেদা সালাহউদ্দীন : পৃ. ১৭
অবিন্যস্ত অরণ্য : ফরিদা আহমেদ : পৃ. ২১
কবিতা : মধুমিতাকে : সুফিয়া কামাল : পৃ. ২৫
দেখার তৃণ : মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা : পৃ. ২৬
খুক : হেনা হাসানাৎ : পৃ. ২৭
সংশয় : সালমা চৌধুরী : পৃ. ২৭

	একটি বিপন্ন উপলব্ধি : আনীসা দেলোয়ার : পৃ. ২৮
	নিবিড় নির্জনে আংটি হারায় : সায়েমা চৌধুরী : পৃ. ২৯
নাটক :	আলোর গভীরে : মকবুলা মনজুর : পৃ. ৩০
উপন্যাস :	মহয়ার মন : মাজেদা খাতুন : পৃ. ৩৫
	শতাব্দীর কান্না : জাহান আরা হাকিম : পৃ. ৪২
	ঐশ্বর্য নীড় : রাজিয়া খান
	ছহি প্রগতি নামা : কাজী আমিনা বেগম : পৃ. ৬২
গান :	একটি নাম : জাহান আরা আরজু : পৃ. ৭৯
	জ্বেব-উন-নেসা জামাল : পৃ. ৮০
প্রবন্ধ :	পরিবার পরিকল্পনা : বেগম ফাতেমা রহমান : পৃ. ৯৩
	অশান্ত ঘূর্ণি : জাহান আরা রহমান : পৃ. ৯৫
গল্প :	ইয়াসমিন : রাবেয়া খাতুন
	নিঃশেষ : সাদিদা খানম

মধুমিতা ঈদ সংখ্যা ১৯৬৮ : সম্পাদনা : রিফাত আরা

গল্প :	প্রদীপের কাছাকাছি : রাবেয়া খাতুন : পৃ. ৩
	দুটি গল্প : বেবী আনোয়ার : পৃ. ৫
	একটি রাত্রের প্রভাত : মাফরুহা চৌধুরী : পৃ. ৮
	সচল সাহিত্য : কাজী আমেনা বেগম : পৃ. ১৯
	জল বসন্ত : মুসলিমা জামাল : পৃ. ২২
	লোক সাহিত্যের কুঞ্জবনে : সালমা খানম : পৃ. ২৬
কবিতা :	অনেক সতর্কতায় আমাদের জানা : সায়েমা চৌধুরী : পৃ. ১২
	আর নয় : মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা : পৃ. ২৮
	এদিনের প্রার্থনা : বেগম সুফিয়া কামাল : পৃ.
	কাঁপা কাঁপা গাছটা : কাজী রোজী : পৃ. ৪৪
প্রবন্ধ :	আপনি সবার প্রিয় হতে চান : পৃ. ১৩
	সুর মঞ্জরী : পৃ. ৫৮

মধুমিতা ঈদ সংখ্যা ১৯৭০

গল্প :	অপরাজিতা : মকবুলা মঞ্জুর : পৃ. ৩
	প্রতিচ্ছায়া : জাহানারা বেগম : পৃ. ৯
	বৈষ্ণবী : রাজিয়া খান : পৃ. ১৫
	তোরাব আলী : জোবেদা খাতুন : পৃ. ৪০
	ছন্দপতন : মাজেদা খাতুন : পৃ. ৪৯
	একটি পারিবারিক গল্প : পৃ. ৪৯

২৩২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

- উপন্যাস : প্রেমের অনেক রং : রিজিয়া রহমান : পৃ. ৫
নবোঢ়া : মাজেদা খাতুন : পৃ. ১
প্রবন্ধ : ঈদুল আযহা : হোছনে আরা চৌধুরী
মানসিক ব্যাধি ও চিকিৎসা : অমলা রায়চৌধুরী
পতি বিরাগ :
আপনি কি সবার প্রিয় হতে চান : শৈলী ব্যানার্জী
মন যে আমার কেমন কেমন করে : জাকেরা বেগম
ময়মনসিংহ গীতিকা মদিনা চরিত্র
কবিতা : একান্ত নিজে থেকে বিশ্লেষণ : সায়েমা চৌধুরী
স্মৃতির প্রদীপ জ্বলে : মাহমুদা খানম সিদ্দিকা
শুকনো পাতা : লিউনিদ মাটিনভ : পৃ. ৪৩
আকিঞ্চন : সেলিনা হোছেন : পৃ. ৪৯

মধুমিতা : মার্চ-এপ্রিল ১৯৭০

- গল্প : পাখীর বাসা : নিলুফার হোসেন : পৃ. ১৪
বিশীর্ণ শেফালী : মকবুলা মনজুর : পৃ. ২
স্বপ্নের রং : বেবী আনওয়ার : পৃ. ২৫
রাজেন্দ্রাণীর গর্ব : আখতার রহমান : পৃ. ২৭
পরাজয় : জাহান আরা বেগম : পৃ. ৩১
মেঘ মুক্তি : রাবেয়া সালাম : পৃ. ৩৭
প্রবন্ধ : বারবারা জনসন : সুমনা আনওয়ার : পৃ. ৪
গল্পগুচ্ছে নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তি চেতনা : জাকের খোন্দকার
একটি উপন্যাসের নায়িকা : লায়লা : পৃ. ২২
নাটক : সেতু : আসফিয়া আহমেদ : পৃ. ৫
কবিতা : আজাদীর স্বপ্ন : সুফিয়া কামাল : পৃ. ১
প্রত্যয় : মেহরুন নেছা : পৃ. ১৩
নিরুদ্দেশে : জামান আরা : পৃ. ২৪

তৃতীয় ঋণ মধুমিতা

- গল্প : রাত্রির জন্য একটি বিছানা : তানজিয়া ওয়াজিসকা : পৃ. ১
মা : আঞ্জুমান আরা বেগম : পৃ. ৯
একটি বৃদ্ধের জীবনবন্দী : পৃ. ২৫
কবিতা : যদি পারতাম : আনিসা দিলওয়ার : পৃ. ১৩
অবক্ষয় : আঞ্জুমান আরা বেগম : পৃ. ৩৯
অনুস্ত : শ্রাবণী : পৃ. ৩৯

- ভোরের স্বপ্ন : জাহানারা জাকিম : পৃ. ৪৪
আমি আমাতে : বেবী আনওয়ার
উপন্যাস : প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস : জেন অস্টিন : পৃ. ১৪
উন্মন বসন্ত : মকবুলা মনজুর : পৃ. ১৬
প্রবন্ধ : দুশ্চিন্তা

মধুমিতা : জুলাই-আগস্ট ১৯৭০

- গল্প : ভেনাস : গী দ্য মোপাসাঁ : পৃ. ২
ঘুম নেই : বেবী আনওয়ার : পৃ. ৩২
পূর্ণিমা রাত : জাহান আরা রহমান : পৃ. ৪৬
প্রবন্ধ : সকাল ও একাল : হোসেন আরা চৌধুরী : পৃ. ২১
শিশুর জীবনে ভালবাসা : হোছনে আরা কামাল : পৃ. ২৩
সাগর পারে রংয়ের খেলা : রহিমা আখতার করিম : পৃ. ২৯
বাঁচার প্রয়োজনে হাসির প্রয়োজন : সুমনা আনওয়ার : পৃ. ৩৪
রবীন্দ্র কাব্যে প্রেম : জাকেরা খন্দকার : পৃ. ৩৬
বিদেশী বান্ধবীর চিঠি : রিফাত হক : পৃ. ৪৪
উপন্যাস : কুল ভাঙা বাড় : আসফিয়া আহমেদ : পৃ. ৪
কবিতা : পাইল কি নতুন সম্বল : সুফিয়া কামাল : পৃ. ১
শ্রাবণ সন্ধ্যা : জাহান আরা আরজু : পৃ. ২৪
এদিনে : সায়েমা চৌধুরী : পৃ. ৩৩
অন্বেষণে : নীলুফার বানু : পৃ. ৩৯

মধুমিতা (মহিলা মাসিক) : অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭০

- গল্প : মোবারক আলি : রিজিয়া রহমান : পৃ. ২
পঞ্চনদের মেয়ে : জাহান আরা রহমান : পৃ. ৫
বাণবিন্দু : আব্দুল মুন আরা বেগম : পৃ. ৯
আয়নায় যে ছায়া পড়ে : হেলেনা খান : পৃ. ২৫
হৃদয় বন্ধন : হেলেনা খান : পৃ. ২৯
কবিতা : সিয়াম শেষে : ছুফিয়া কামাল : পৃ. ১
শরতের রাতে : জাহান আরা আরজু : পৃ. ২০
আমাকে বলি দিয়ে : বেবী আনওয়ার : পৃ. ৩২
আয়লা সুন্দরী : জাহান আরা বেগম : পৃ. ৪৯
প্রবন্ধ : পিতামাতা ও সন্তান : মাফরুহা চৌধুরী : পৃ. ৩৫
একাকীত্ব মৃত্যুর আর এক নাম : বেবী আনওয়ার : পৃ. ৪৭
শামসুন নাহার বেগম : আবুল ফজল : পৃ. ৫৩
ফ্যাশনের ফ্যাসাদ : লায়লা সামাদ : পৃ. ৬২

২৩৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

সূচিপত্র থেকে জানা যায় প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়ে মধুমিতা প্রকাশিত হত সম্পাদকদের সুযোগ্য সম্পাদনায়।

১৭. শিলালিপি। সম্পাদিকা : সেলিমা পারভিন; ঢাকা, ১৯৬৮

সেলিমা পারভিন (শহীদ, ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধের সময়, ঢাকায়) সম্পাদিত শিলালিপি পত্রিকা ষাটের দশকে প্রকাশিত হয়। দেশপ্রেমিক, সাহিত্যসংস্কৃতিমনা বলিষ্ঠ মনের মানুষ ছিলেন সেলিমা পারভিন।

শিলালিপি পত্রিকায় গল্প, কবিতা, সাহিত্যের খবর, প্রকাশিত হতো। স্বল্পায়ু এবং দুষ্প্রাপ্য এই পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা পারিবারিক ভাবে রক্ষিত আছে।

দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধ সচেতনতা ও বাংলাদেশের স্বাধিকার বিষয়ক লেখালিখি সমৃদ্ধ শিলালিপি প্রকাশের জন্যই ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাক-সেনাদের মদতে সেলিমা পারভিনকে বন্দি করে হত্যা করা হয়।

১৮ অতলাস্তিকা। সম্পাদিকা : খালেদা এদিব চৌধুরী; ঢাকা, ১৯৭৬

কবি খালেদা এদিব চৌধুরী সম্পাদিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা অতলাস্তিকা, ৪০ সেপ্তন বাগিচা, ঢাকা-২, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়।

অতলাস্তিকার সূচিপত্র

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৭৬

কবিতার সহবাস : নিবতা শাহীন : পৃ. ১৩

সাহিত্যে মিস্টিক তন্ময়তা এবং শৈল্পিক আবেদন : খালেদা এদিব চৌধুরী : পৃ. ১৮

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মার্চ ১৯৭৭

ভেরি ও রোদের গাথা : জরিনা আখতার : পৃ. ২৯

সম্পর্ক : কিউরি খন্দকার : পৃ. ৪৭

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৭৮

স্বপ্নের ঘর : নয়ন রহমান : পৃ. ৩০

৩য় বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৭৯

বৃষ্টির কারুকাজ এই পিপাসা : খালেদা এদিব চৌধুরী : পৃ. ৫৮

ভাষা বিষয়ক : জিনাত আরা রফিক : পৃ. ৭৩

সঘন উচ্চারণ : জরিনা আখতার : পৃ. ৯৯

৪র্থ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ১৯৮০

আমি ঋণী হয়ে আছি : খালেদা এদিব চৌধুরী : পৃ. ২৭

বেদনা : রাবেয়া খাতুন : পৃ. ৩৮

১৯ অঙ্গনা। সম্পাদিকা : খালেদা মনযুর-এ-খুদা; ঢাকা, ১৯৭৮

সুসাহিত্যিক খালেদা মনযুর-এ-খুদা সম্পাদিত অঙ্গনা পত্রিকাটি অল্প কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়।

অঙ্গনা-র সূচিপত্র

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৮

সম্পাদকীয় কলাম : সম্পাদিকা

লেখাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ : অধ্যক্ষা খোদেজা খাতুন : পৃ. ৭-৮

বহিরে প্রচণ্ড দুপুর : রাবেয়া খাতুন : পৃ. ৯-১২

শিক্ষা ও শিশু-শিক্ষা : মঞ্জুশ্রী চৌধুরী : পৃ. ১৩-১৭

বিচিত্র সংলাপ : খালেদা সালাহউদ্দীন : পৃ. ১৮-১৯

মা কেন কাঁদে : মকবুলা মনজুর : পৃ. ২০-২২

নারী-জাগরণ বনাম পৌরসভা নির্বাচন : সৈয়দা লুৎফুল্লাহ : পৃ. ২৩-২৪

বসতি : জুবাইদা গুলশান আরা : পৃ. ২৫-৩৫

ইসলামে ব্যক্তিত্ব সাধনা : মনোয়ারা হাদী : পৃ. ৩৬-৩৭

ছাটিলতা বিষয়ক কবিতা : খালেদা এদিব চৌধুরী : পৃ. ৩৮

কবি ফররুখ আহম্মদ : সেলিনা খালেক : পৃ. ৩৯-৪১

সুরম্যা : মাজেদা খাতুন : পৃ. ৪২-৪৭

মহিলাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ ও স্বনির্ভর আন্দোলন : হামিদা রহমান : পৃ. ৫১-৫২

একটি সাক্ষাৎকার : সাক্ষাৎকার গ্রহণে—মহসীনা খান : পৃ. ৫৫-৫৬

আপনার গৃহ : সুরাইয়া ইসমাইল হোসেন : পৃ. ৫৮-৬১

এসো ফুল সাজাই : নিলুফার ফারুক : পৃ. ৬২-৬৭

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৭৮

ওদের পাণ্ডুর হৃদয় ও একটি গোলাপ : দিলারা জামান : পৃ. ৫-৮

পলাতক : বদরুন্নেছা আবদুল্লা : পৃ. ৯-১৩

প্রাপ্তি (কবিতা) : সেলিমা রহমান : পৃ. ১৮

এসো (কবিতা) : জামান আরা : পৃ. ১৯

অহেতুক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিগত পর্যায় : রাজিয়া মাহবুব : পৃ. ২০-২২

সংসার : খালেদা সালাহউদ্দিন : পৃ. ২৭-২৮

আমাদের কর্মরতা নারী : ডা. সুরাইয়া জাবীন : পৃ. ৩৩-৩৫

খোলাখুলি : মিসেস লিমা রহমান : পৃ. ৩৬

২০ অবকাশ। সম্পাদিকা : সৈয়দা মর্জিনা খানম; খুলনা, ১৯৭৮

সৈয়দা মর্জিনা খানম সম্পাদিত অবকাশ পত্রিকাটি ১৬ খানজাহান আলী রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়।

২৩৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

অবকাশ-এর সূচিপত্র

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৮৫, ১৯৭৮

হতে পারে পরিশুদ্ধ নতুন জনম : খালেদা এদিব চৌধুরী : পৃ. ১৬

হৃদপিণ্ড লুকিয়ে রাখি : জেরীনা শিরীন : পৃ. ২০

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মাঘ ১৩৮৫

প্রতিবেশী : জাহানারা আরজু : পৃ. ১৮

বোধি : ফাতিমা মাকসুদা : পৃ. ২০

শিল্পী : রাজিয়া মজিদ : পৃ. ৩৫

শিক্ষার পাদপীঠ : বি. এল কলেজ : অবকাশ প্রতিবেদন : পৃ. ৬৫

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৮৫

বাঁহিশাল : শামসুন নাহার মাহমুদ : পৃ. ৩০

অথ ক্রী কাহিনী : লবানা জাহান : পৃ. ৪১

রহস্যের জটাজাল : অবকাশ প্রতিবেদন : পৃ. ৪৯

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৮৫

তোমার জন্যে : রওশন আরা হাফিজ কাকু : পৃ. ১২

অপারেশন থাপারবল : রুকসানা আমিন : পৃ. ৩২

১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮৬

এ্যাপার্টমেন্ট-ফোর : খালেদা সালাহুউদ্দিন : পৃ. ২১

স্মরণাতীত কালের নিদর্শন : অবকাশ প্রতিবেদন : পৃ. ৩০

১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮৬

এর নাম স্বাধীনতা : কাজী রোজী : পৃ. ১৭

হসপিটাল : মিস্ রোজী : পৃ. ২৪

১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৮৬

সমকালীন প্রেক্ষাপটে বাংলা প্রবন্ধ : বেগম মাজেদা আলী : পৃ. ৭

১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৮৬

দুঃখ সুখের মূল্যবোধে : খালেদা এদিব চৌধুরী : পৃ. ১৪

গাছ : মালা মাহমুদ : পৃ. ১৬
কেন তুমি : ফাতিমা মাকছুদা : পৃ. ১৭
নন্দিত সেই দিনগুলি : সুলতানা ফরিদা : পৃ. ১৮
মহেশ্বরপাশা জোড় মন্দির : অবকাশ প্রতিবেদন : পৃ. ৩৩

১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৮৬

এক রাত্রের স্বপ্ন : রাজিয়া মজিদ : পৃ. ১৮
বিলুপ্তির পথে : মহেশ্বরপাশা স্কুল অব অবু আর্ট : অবকাশ প্রতিবেদন : পৃ. ৩১

১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৮৬

নদী দেখে মেনে নিতে হয় : মালা মাহমুদ : পৃ. ১৫
মহীরুহের ছায়া : শান্ত কায়সার : পৃ. ২৪

১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৮৬

বিস্মৃতির পাতা : কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার : অবকাশ প্রতিবেদন : পৃ. ২৯

২১ অনূক্ত। সম্পাদিকা : সেলিমা সাঈদ; ঢাকা, ১৯৮৪

সেলিমা সাঈদ সম্পাদিত অনূক্ত (রম্য সাহিত্য মাসিক) পত্রিকাটি বাড়ি নং ১৫, ফ্ল্যাট নং ৬, সোবহানবাগ, ঢাকা-৭ থেকে প্রকাশিত হয়।

অনূক্ত-র সূচিপত্র

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৯০, ১৯৮৪

১ম বর্ষ, ২য় ও তৃতীয় সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন ১৩৯০

গল্প : শুভেচ্ছা : রাজিয়া মজিদ : পৃ. ১৫
কবিতা : মগ্ন চৈতন্যে বারুদ : ফাহিমদা হোসেন মিনু : পৃ. ২৮
না-সহা সুখ : হামিদা কাজল আশা : পৃ. ২৮
এক শ্রেণীর লোক : নাজমা জেসমিন চৌধুরী : পৃ. ৩১

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৯০

দুঃসময় : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ৩২

১ম বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১

কবিতাশুচ্ছ : সিয়ামের পরে : সুফিয়া কামাল : পৃ. ১৪
প্রবন্ধ : যদি জানতাম : আনোয়ারা বেগম : পৃ. ১৭

২৩৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

গল্প : আর একবার : নাজমা জেসমিন চৌধুরী : পৃ. ৩৩
আনন্দিত সুরে বিষণ্ণতা : রাজিয়া মজিদ : পৃ. ৫৬

১ম বর্ষ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৯১

গল্প : অব্যক্ত : নয়ন রহমান : পৃ. ৩০
কবিতা : কি নামে ডাকি : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ৩৩

১ম বর্ষ, ৯-১০ম সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৯১

প্রবন্ধ : শরৎচন্দ্রের সমাজ সচেতনতা : ড. সেলিমা সাঈদ শিউলি : পৃ. ৯
রবীন্দ্র সাহিত্যে জনজীবন : খোদেজা খাতুন : পৃ. ২২
কবিতা : আমার সুখের নাম : বেগম রাজিয়া হোসাইন : পৃ. ৩৬
স্বগতোক্তি : শামীমা নাগিস : ৩৭

১ম বর্ষ, ১১-১২শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৯১

গল্প : কৃষ্ণচূড়ার শোকে : বেগম মুশতারী শফী : পৃ. ২৫
কবিতা : সুখ চাই : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ৩৫
ভালবাসা আমার : বেগম রাজিয়া হোসাইন : পৃ. ৩৭

২য় বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন ১৩৯১

প্রবন্ধ : শরৎচন্দ্রের সমাজ চেতনা : ড. সেলিমা সাঈদ শিউলি : পৃ. ১৭
নির্বাসিত ভালবাসা : মালিহা খাতুন : পৃ. ৪০
কবিতা : লিখেছি আমার নাম : বেগম রেজিয়া হোসাইন : পৃ. ৪৫
অপ্রকাশিত ইচ্ছা : নাগিস আজিজা জামান : পৃ. ৪৬

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৯২

কবিতা : আমার স্বাক্ষর : হাজেরা নজরুল : পৃ. ৩৭
আমার এ ধুলার জীবন : বেগম রাজিয়া হোসাইন : পৃ. ৩৭

২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৯২

গল্প : তরঙ্গ : নয়ন রহমান : পৃ. ১৯
কবিতা : মানুষ পাথর প্রকৃতি : রানু ইসলাম : পৃ. ২৬
বাধার প্রতীক্ষা দেয়াল : বেগম রাজিয়া হোসাইন : পৃ. ২৭
ইচ্ছাগুলো : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ২৮
গল্প : মনের রঙ : মালিহা খাতুন : ৪৯

২য় বর্ষ, ৫-৬ সংখ্যা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৯২

কবিতা : দুটি কবিতা : বেগম রাজি হোসেন : পৃ. ১৫
[জগন্নাথ হলের দুর্ঘটনার স্মরণে]
অকাল বোধন : বেগম মুশতারী শফী : ২৮

৩য় বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন ১৩৯২

উপন্যাস : যে নদী আগুন : মূল : কুররাতুল আইন হায়দার, অনুবাদ : আনোয়ারা বেগম
: পৃ. ১৭

৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৯২

আপন বলয়ে : বেগম রাজিয়া হোসাইন : পৃ. ১৫
কবিতা : শুধু এইটুকু : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ২৫
গতির গতি : রানু ইসলাম : পৃ. ২৬
উপন্যাস : যে নদী আগুন : মূল : কুররাতুল আইন হায়দার, অনুবাদ : আনোয়ারা বেগম
: পৃ. ৩৩
দিন বদলের পালা : প্রফেসর মালিহা খাতুন : পৃ. ৪৪

৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৩

উপন্যাস : যে নদী আগুন : মূল : কুররাতুল আইন হায়দার, অনুবাদ : আনোয়ারা বেগম
: পৃ. ১৯
কবিতা : ছবি : বেগম রাজিয়া হোসাইন : পৃ. ৩০
তুমি আসবে : নাসরীন নঈম : পৃ. ৩৭
চাচা ভাতিজা : ফজিলাতুন নেছা : পৃ. ৩৮
অনসুয়া তোমার জন্যে : হান্নাহেনা বকুল : পৃ. ৩৯

৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৯৩

প্রবন্ধ : শরৎচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও সমকালীন বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজ :
ড. সেলিমা সাঈদ : পৃ. ১৭
গল্প : অথচ পঞ্চাশ পয়সা : ফজিলাতুন নেসা : পৃ. ২৩
উপন্যাস : যে নদী আগুন : মূল : কুররাতুল আইন হায়দার, অনুবাদ : আনোয়ারা
বেগম : পৃ. ২৫
লীলা বউ : বেগম রাজিয়া হোসাইন : পৃ. ৩৮

২৪০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৯৩

- প্রবন্ধ : শরৎচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও সমকালীন বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজ :
ড. সেলিমা সাঈদ : পৃ. ১১
- উপন্যাস : যে নদী আগুন : মূল : কুররাতুল আইন হায়দার : অনুবাদ : আনোয়ারা বেগম
: পৃ. ১৭
- প্রবন্ধ : গ্রন্থাগার সমস্যা : সরস্বতী মিত্র : পৃ. ২৪
- কবিতা : কোনও দূরবর্তী নক্ষত্রের প্রতি : হান্নাহেনা বকুল : পৃ. ২৬
আমি চাই : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ২৭
দুটি কবিতা : শামসুন্নাহার বিনতে খালেক (সাকী)
- গল্প : অলৌকিক প্রহরে : নয়ন রহমান : পৃ. ৩৪

৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৯৩

- বিয়ের মেয়েলী গান : ড. সেলিমা সাঈদ : পৃ. ১৯
- কবিতা : প্রয়োজন : শামসুন্নাহার বিনতে খালেক (সাকী) : পৃ. ২৫
শরৎ এলো : হান্নাহেনা বকুল : পৃ. ২৬
দুটি কবিতা : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ২৮
যক্ষী : তানিয়া তাহমিনা : পৃ. ৩১
তুমি : তোমার প্রেম : ফাহিমদা হোসেন মিনু : পৃ. ৩২
- গল্প : গাঙচিলের ঘর : বেগম রাজিয়া হোসাইন : পৃ. ৩৬
স্মৃতিটুকু থাক : প্রফেসর মালিহা খাতুন : পৃ. ৪২

৩য় বর্ষ, ১০ম-১১শ সংখ্যা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৯৩

- গল্প : স্মৃতিটুকু থাক : প্রফেসর মালিহা খাতুন : পৃ. ১২
কখনো অন্য মনে : হান্নাহেনা বকুল : পৃ. ২১
- উপন্যাস : যে নদী আগুন : মূল : কুররাতুল আইন হায়দার, অনুবাদ : আনোয়ারা বেগম
: পৃ. ২৫
- কবিতা : রাষ্ট্র আমার : তানিয়া তাহমিনা : পৃ. ৩৭
বাঁশী, তুমি এতো কঠিন হয়ো না : বেগম রাজিয়া হোসাইন : পৃ. ৩৮

৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৩৯৩

- উপন্যাস : যে নদী আগুন : মূল : কুররাতুল আইন হায়দার, অনুবাদ : আনোয়ারা বেগম
: পৃ. ২৫
- কবিতা : তোমার জন্য : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ৩৬
তুমি আসবে বলেই : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ৩৭
- গল্প : স্মৃতিটুকু থাক : প্রফেসর মালিহা খাতুন : পৃ. ৩৯

৪র্থ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৯৩

- গল্প : লাউ সমাচার : ফজিলাতুন নেছা : পৃ. ১১
স্মৃতিটুকু থাক : প্রফেসর মালিহা খাতুন : পৃ. ২৫
প্রসঙ্গ মাতৃভাষা : ফেরদৌস আরা : পৃ. ৩০
কবিতা : কালো শ্রোত : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ৩৬
তুমি : তানিয়া তাহমিনা : পৃ. ৩৮
ছড়ায় ছড়ায় ছন্দ : হাম্মাহেনা বকুল : পৃ. ৪০

৪র্থ বর্ষ, ৫-৬ সংখ্যা, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৯৪

- সাম্যের কবি নজরুল : প্রফেসর মালিহা খাতুন : পৃ. ৪০
কবিতা : সীমানা : বেগম রাজিয়া হোসাইন : পৃ. ৪৮

৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৯৪

- গল্প : মিথ্যে : দৌলতন নেছা খাতুন : পৃ. ৩৫
কবিতা : গন্ধ : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ৪২
কান্না : শামসুন্নাহার বিনতে খালেক : পৃ. ৪৩

৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৪

- গল্প : তরঙ্গ : নয়ন রহমান : পৃ. ১৯
মনের রঙ : প্রফেসর মালিহা খাতুন : পৃ. ৪৯
কবিতা : মানুষের পাখর প্রকৃতি : রানু ইসলাম : পৃ. ২৬
বাধার দেয়াল : বেগম রাজিয়া হোসাইন : পৃ. ২৭
ইচ্ছাগুলো : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ২৮

৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৌষ-মাঘ ১৩৯৪

- গল্প : স্মৃতিটুকু থাক : প্রফেসর মালিহা খাতুন : পৃ. ৯
কবিতা : কেন? : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ৩৩

৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন ১৩৯৪

- প্রবন্ধ : বাংলা ভাষা ও বাঙালী : ড. সেলিমা সাঈদ শিউলী : পৃ. ১৪
স্মৃতিটুকু থাক : প্রফেসর মালিহা খাতুন : পৃ. ৪০
কবিতা : তবুও স্বপ্ন দেখি : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ৪৩
রিলিফ ক্যাম্প : ফজিলাতুন নেছা : পৃ. ৪৬

২৪২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৯৪

গল্প : স্মৃতিটুকু থাক : প্রফেসর মালিহা খাতুন : পৃ. ২১

কবিতা : স্বাধীনতা আমার রেশমী আঁচল : বেগম রাজিয়া হোসাইন : ৩৮

৫ম বর্ষ, ৪র্থ-৫ম সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৯৫

রস রচনা : আবার বনবাসে রূপবান : ফজিলাতুন নেছা : পৃ. ৩৬

৫ম বর্ষ, ৬-৭ সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৯৫

অথ রোগী : বাড়ী সমাচার : হেলেনা খান : পৃ. ১৭

কবিতা : অব্যক্ত কথা : তানিয়া তাহমিনা : পৃ. ৪৫

প্রবন্ধ : শিক্ষক : কল্যাকার ও অদ্যকার : ড. মালিহা খাতুন : পৃ. ৪৬

৫ম বর্ষ, ১০-১১ সংখ্যা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৯৫ : এই সংখ্যায় লেখিকাদের লেখা নেই

৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৩৯৫

কবিতা : বন্যা : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ৩০

শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' : ড. সেলিমা সাঈদ : পৃ. ৪৯

বিষন্ন রাত প্রসন্ন সকাল : ড. মালিহা খাতুন : পৃ. ৫৪

৬ষ্ঠ বর্ষ, ২-৩ সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৯৫

প্রবন্ধ : আবার এসেছে রক্ত ঝরা ফাল্গুন : প্রফেসর মালিহা খাতুন : পৃ. ১৭

কবিতা : সময় সমাগত : বেগম রাজিয়া হোসাইন : পৃ. ২২

স্বগতোক্তি : শামিমা নার্গিস : পৃ. ২৩

ভালবাসা তুমি এসো না : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ৪১

গল্প : মন্ত্রী আসা : ফজিলাতুন নেছা : পৃ. ৩৩

স্মৃতিময় : সেলিমা সাঈদ শিউলি : পৃ. ৪৫

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬

কবিতাশুচ্ছ : পরিচয় : বেগম রাজিয়া হোসাইন : পৃ. ১২

আজ্ঞাও পাপ : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ১৬

গল্প : বাকরুদ্ধ : শাহীলা আক্তার মুন্নী : পৃ. ৩৭

মাছ : নীলু খান মুনা : পৃ. ৪৮

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৯৬

- প্রবন্ধ : বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস : কাব্য সাহিত্যে : ড. সেলিমা সাঈদ শিউলি : পৃ. ১৩
কবিতা : ভালবাসা আমার : বেগম রাজিয়া হোসাইন : পৃ. ৩০
শংখমালা তোমারই জন্যে : হান্নাহেনা বকুল : পৃ. ৩১
প্রতীক্ষা : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ৩২
স্মৃতিকথা : স্মৃতিটুকু থাক : ড. মালিহা চৌধুরী : পৃ. ৩৫

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬-৭ সংখ্যা : শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৯৬

- কবিতাশুচ্ছ : সাম্প্রতিককালে : আনোয়ারা বেগম : পৃ. ৩৩
শেষের কবিতা : ফারহানা পারভীন মঞ্জু : পৃ. ৩৫

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৬

- প্রবন্ধ : শিক্ষা ও আচরণ : ড. মালিহা খাতুন : পৃ. ৩৩
আখতারুন্নাহার পারুল : একটি ঝরে যাওয়া প্রতিভা : ড. সেলিমা সাঈদ : পৃ. ৪১
কবিতাশুচ্ছ : বৃষ্ণের কাছে সমুদ্রের কাছে : বেগম রাজিয়া হোসাইন : পৃ. ৪৪

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৬

- স্মৃতির সুরভি : অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন ও ড. ইব্রাহীম : ড. মালিহা খাতুন : পৃ. ১৩

৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৯৬

- গল্প : বড় একা : সেলিমা সাঈদ : পৃ. ২০
প্রবন্ধ : আমার দেখা দক্ষিণ কোরিয়া : প্রফেসর মালিহা খাতুন : পৃ. ২৯
অধঃ প্রেম কাহিনী : ফজিলাতুন নেসা : পৃ. ৪০
বেগম রোকেয়ার ভাষণ : [লেখকের নাম নাই] : পৃ. ৪৩
নজরুল ইসলাম : নাজমা ইয়াসমিন : পৃ. ৪৬
কবিতাশুচ্ছ : ছোটবেলার নৌকাখানি : রুনু হক : পৃ. ৫১

৭ম বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৯৬

- বি.দ্র. অনুষ্ঠ ৬ষ্ঠ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান : পৃ. ৮
প্রবন্ধ : চতুর্দশপদীর কবি মাইকেল মধুসূদন : ড. সেলিমা সাঈদ : পৃ. ২৩
কবিতাশুচ্ছ : স্বাধীনতা : বেগম রাজিয়া হোসাইন : পৃ. ৩৫
স্বাগতম : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ৩৯

২৪৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৯৭

প্রবন্ধ : যে স্মৃতি অম্লান : ড. মালিহা খাতুন : পৃ. ২৫

৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা : আষাঢ় ১৩৯৭

প্রবন্ধ : নাট্যকার নজরুল : ড. সেলিমা সাদ্দিদ : পৃ. ৫

ভুলি কেমনে : ড. মালিহা খাতুন : পৃ. ১৭

কবিতাগুচ্ছ : অরণ্যে এখনো : বেগম রাজিয়া হোসাইন : পৃ. ৩৪

৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৯৭

প্রবন্ধ : প্রফেসর মোঃ সানাউল্লাহ ও সাম্যবাদী পত্রিকা : ড. মালিহা খাতুন : পৃ. ২৫

৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৯৭

কবিতাগুচ্ছ : হৃদয়ে কুসুম : জিনাত আরা বেগম : পৃ. ২৯

৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৯৭

প্রবন্ধ : একটি অনুভূতি : রুনু হক : পৃ. ১৫

কবিতাগুচ্ছ : স্বাধীনতা : মমতাজ বেগম মঞ্জু : পৃ. ২৫

প্রবন্ধ : শেষ নিষ্পত্তি : মূল : মামিন সিবিরিয়াক : অনুবাদ : অধ্যাপিকা এস, হাসান, এম এ, পিএইচ ডি : পৃ. ৩৩

৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৯৮

সম্পাদকীয় : ঘূর্ণিঝড় হারিকেন ও বন্যা : পৃ. ৩

শেরে বাংলা, আমার বাবা ও আমরা : ড. মালিহা খাতুন : পৃ. ১৭

কবিতাগুচ্ছ : আর ঘুম নয় : রুনু হক : পৃ. ২৮

ডাক্তার ম্যানেস্টের জীবন কাহিনী : মূল : চার্লস ডিকেন্স : অনুবাদ : অধ্যাপক এস, হাসান, এমএ, পিএইচডি : পৃ. ৪১

পুস্তক সমালোচনা এবং নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ : ড. সেলিমা সাদ্দিদ : পৃ. ৪৭

৮ম বর্ষ, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৯৮

প্রবন্ধ : কথাসিঙ্গী নজরুল : হেটিগঙ্গে : ড. সেলিমা সাদ্দিদ : পৃ. ৩

কবিতাগুচ্ছ : মনে ভাবি : রুনু হক : পৃ. ১২

ঠিকানা : নাসরীন নাওরাজ : পৃ. ১৩

প্রেম ও রুটি : মূল : অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গ : অনুবাদ : অধ্যাপিকা এস হাসান, এম এ, পিএইচ ডি : পৃ. ৪১

পুস্তক সমালোচনা : ড. সেলিমা সাঈদ

৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৯৮

সেই গ্রাম আমাদের আর সেই সব মানুষ : ড. মালিহা খাতুন : পৃ. ১৭

রোজালি প্রডেন্ট : মূল : মোপাসাঁ : অনুবাদ : অধ্যাপিকা এস হাসান এম এ, পিএইচ ডি : পৃ. ৪৫

পুস্তক সমালোচনা : নীল জোনাকী : ড. সেলিমা সাঈদ : পৃ. ৪৭

৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৯৮

এক সৈনিকের কাহিনী : মূল : অলিভার গোল্ডস্মিথ : অনুবাদ : অধ্যাপিকা এস হাসান এম এ, পিএইচ ডি : পৃ. ১৮

৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৯৮

কথাশিল্পী নজরুলের উপন্যাস : ড. সেলিমা সাঈদ : পৃ. ৫

দাড়িয়া পাড়ার সুষিবালা : নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ : পৃ. ১১

কবিতাশুচ্ছ : জীবন মানে : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ২২

আমি তোমাকে : রাবেয়া আলী খুনু : পৃ. ২৪

স্মৃতির আলোকে প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ : ড. মালিহা খাতুন : পৃ. ৪১

রিপরিপ : মূল : ম্যানুয়েল গুতিয়েরেথ নাজের : অনুবাদ : অধ্যাপিকা এস হাসান এম এ, পিএইচ ডি : পৃ. ৪৪

নিজের মত করে : নয়ন রহমান : পৃ. ৪৭

৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৮ : কিছু নেই

৮ম বর্ষ, ১১-১২ সংখ্যা : অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৯৮

অতীত সীতার কেটে এলো : ড. মালিহা খাতুন : পৃ. ৯

কবিতাশুচ্ছ : চিন্তার পাথর : মমতাজ বেগম মঞ্জু : পৃ. ২৮

আগডুম-বাগডুম : সরকার রেশমা ইয়াসমিন : পৃ. ২৯

আমার ভালবাসা : সাঈদা হাসান দীপা : পৃ. ২৭

প্রবন্ধ : জেনি : মূল : ভিক্টর ছগো : অনুবাদ : ড. সেলিমা সাঈদ : পৃ. ৩৮

২৪৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

২২ আঁচল। সম্পাদক: ফেরদৌসী বেগম; ১৯৮৫
ফেরদৌসী বেগম সম্পাদিত সাপ্তাহিক আঁচল-এর সূচিপত্র

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৯-২৫ মার্চ ১৯৮৫

সম্পাদকীয় কলাম : ফেরদৌসী বেগম
নারী নির্যাতন যুগে যুগে : শাহীন আখতার : পৃ. ৪-৫
আমাদের মহিলা বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব : আঁচল প্রতিবেদন : পৃ. ৬-৭
ঐ : ড. খুরশীদ জাহান : পৃ. ৮
মুখো-মুখী : হাসান জাহির/শাহীন আখতার : পৃ. ৩৪-৩৫
অন্দর মহল : ফাওজিয়া করিম : পৃ. ৪২

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৮-২৪ জুন ১৯৮৫

সম্পাদকের কলাম : ফেরদৌসী বেগম
কবিতা : ভালবাসা এবং জয় : সউদিয়া ইয়াসমিন লাভলী : পৃ. ১১
বেশতো ছিলাম : নীলুফার নোমানী : পৃ. ১১
রতি সঙ্গিদের তিন কাল—সমাধান কোথায়? : হাসান জাহির/শান্তনু চৌধুরী : পৃ. ১৩-১৯
মৃগাল বাহ : চিনু আহমেদ : পৃ. ৪৭-৪৮
শিশুর চরিত্র গঠনে অভিভাবক ও সমাজের ভূমিকা : হাছনা বানু : পৃ. ৭০

২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৫ জুন ১৯৮৬

সম্পাদকের কলাম : ফেরদৌসী বেগম
পারিবারিক আদালত ও নির্যাতিত নারী : দিলকবা শাহানা : পৃ. ১৩-১৪
লিগ্যাল ডেস্ক (দেনমোহর সম্পর্কিত আইন) : শাহীন আখতার এডভোকেট : পৃ. ৩০-৩৪
অন্দর মহল : ফরিদুন নেছা চৌধুরী : পৃ. ৩৫
অথ চুরি আংটি সমাচার : শাহানা মন্সুর : পৃ. ৩৭-৩৮

২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ৫ জুলাই ১৯৮৬

সম্পাদকের কলাম : ফেরদৌসী বেগম
লিগ্যাল ডেস্ক (দেনমোহর সম্পর্কিত আইন) : শাহীন আখতার : পৃ. ৬
কবিতা : অব্যাহত সন্ধ্যা : স্বপ্না রায় : পৃ. ৯

২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২২ জুলাই ১৯৮৬

সম্পাদকের কলাম : ফেরদৌসী বেগম
লিগ্যাল ডেস্ক : শ্রমিকের চাকুরী থেকে অব্যাহতির আইনগত বিধান : শাহীন আখতার : পৃ. ৮

কবিতা : ধমকে গেছে শ্রোত : ফেরদৌস নাহার : পৃ. ৫
ফেরারী কবিতা : খন্দকার রীনা ইয়াসমীন : পৃ. ১০

૨મ્મ વર્ષ, ૧૦મ્મ સપ્તાહ, ૨૧ ઓગસ્ટ ૧૯૮૭

সম্পাদকের কলাম : ফেরদৌসী বেগম

এই নগরীর ভাসমান মহিলা : আঁচল প্রতিবেদন : পৃ. ৩-৪

লিগ্যাল ডেস্ক : শ্রমিকের চাকুরী থেকে অব্যাহতির আইনগত বিধান : শাহীন আখতার
: পৃ. ৮

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি অনীহার কারণ কি? : ফেরদৌসী বেগম : পৃ. ১৩

কবিতা : অ্যাকশন : মকবুলা পারভীন : পৃ. ১৬

২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৬

জাপানী নারীর করুণ মুখ : দিলরুবা শাহানা : পৃ. ১১-১৩

লিগ্যাল ডেস্ক : শ্রমিকের চাকুরী থেকে অব্যাহতির আইনগত বিধান (পূর্ব প্রকাশিতের পর)
: এডভোকেট ফৌজিয়া করিম : পৃ. ১৪

জীবন (কবিতা) : তানিয়া তাহমিনা : পৃ. ১৯

২য় বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা, ৩০ জানুয়ারি ১৯৮৭

লিগ্যাল ডেস্ক (খর্ষণ) : এডভোকেট ফৌজিয়া করিম : পৃ. ৭

খানী হই না (কবিতা) : ফেরদৌস নাহার : পৃ. ১০

দাও (কবিতা) : নাসরীন নঈম : পৃ. ১০

তরুণীরা স্মার্ট হয়ে উঠছে : নাফিয়া গাজী : পৃ. ১৫-১৬

যাকে ভালবাসেন তাকে যে কথা বলতে নেই : শাহানা মঞ্জুর : পৃ. ১৭-১৮

৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২৬ মে ১৯৮৭ : বাংলা একাডেমী, ঢাকার গ্রন্থাগারে আছে।

সম্পাদকের বক্তব্য : ফেরদৌসী বেগম

দ্রব্যমূল্যের চাপে গৃহিণীরা দিশেহারা : আনোয়ারা বেগম : পৃ. ৯

জাহানারা ফরিদ : গীতা রায় : হোসনে আরা বেগম রাসু : হোসনে আরা মোস্তফা :
পৃ. ১০-১১

পানির দামে নারীশ্রম : আঁচল প্রতিবেদন : পৃ. ১৩-১৫

কবিতা : ভালবাসার গন্ধ : জাকিয়া সুলতানা : পৃ. ১৯

ঝরা বকুল : রুবিণা পারিষন (মালা) : পৃ. ২০-২২

ଅତୃପ୍ତି : ନାୟିଆ ଗାଞ୍ଜୀ : ପୃ. ୨୩-୨୫

অনুভবে অনুভূতি : বিউটি জাহান : পৃ. ২৬-২৭

অন্দর মহল : রওশন জাহান লিপি : পৃ. ৩০-৩১

২৪৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬ জুন ১৯৮৭

সম্পাদকের কলাম : সম্পাদিকা ফেরদৌসী বেগম

অদ্ভুত পুরুষ ও রমণী : (সুকন্যার সৌজন্যে) : পৃ. ১৫-১৭

কবিতা : যে নামে ডেকেছো : নাসিমা খানম বিউটি : পৃ. ১৮

কি হবে নতুন বছরের কর্মসূচি : লায়লা রশীদ : পৃ. ১৮

অন্দর মহল : রওশন জাহান লিপি : পৃ. ২২

৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ৫ জুলাই ১৯৮৭

সম্পাদকের কলাম : ফেরদৌসী বেগম

অন্দর মহল : রওশন জাহান লিপি : পৃ. ২৩

৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ২৬ আগস্ট ১৯৮৭

সম্পাদকের কলাম : ফেরদৌসী বেগম

কবিতা : বৃষ্টি : ফেরদৌসী

ফুল : মনিকা রহমান

নিজ ভূমে পরবাসী (প্রবন্ধ) : চন্দনা চক্রবর্তী : পৃ. ২১-২৫

২৩ একাল। সম্পাদিকা : নূরজাহান মুরশিদ; ঢাকা, ১৯৮৬

নূরজাহান মুরশিদ সম্পাদিত একাল পত্রিকাটি ৭৬৫ সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা : ২৯০ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে।

একাল-এর সূচিপত্র

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৯৩, আগস্ট ১৯৮৬

জাতীয় সংসদে মহিলা আসন প্রসঙ্গে : সুচেতনা : পৃ. ১৮

সমাজ : বাংলাদেশে যৌতুক প্রথার উদ্ভব : সালমা সোবহান : পৃ. ২১

আমাদের নারীশ্রমের নতুন ধারা : রওশন জাহান : পৃ. ২৪

আমাদের কন্যা সন্তান : কাজী সুফিয়া আখতার : পৃ. ২৫

সাক্ষাৎকার : শিল্পী কামরুল হাসান : নূরজাহান মুরশিদ : পৃ. ২৭

দেবতা : রাজিয়া খান : পৃ. ৪০

একা একা : নাজমা জেসমিন চৌধুরী : পৃ. ৪৩

আলোচনা : নারী ও উন্নয়ন : কিছু বিতর্ক : তাজীন মুরশিদ : পৃ. ৪৮

টেলিভিশন : হসনে জাহান : পৃ. ৫০

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৯৩, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮৬

সমাজ : তৃতীয় বিশ্বের নারী আন্দোলন : হামিদা হোসেন : পৃ. ২০
বাংলাদেশে নারীশ্রমের নূতন ধারা (পূর্ব প্রকাশিতের পর) : রওশন জাহান :
পৃ. ২৫
আমাদের কন্যা সন্তান : কাজী সুফিয়া আখতার : পৃ. ২৬
সাক্ষাৎকার : বেগম সুফিয়া কামাল : নূরজাহান মুরশিদ
অরণ্য কন্যারা জাগে : সুফিয়া কামাল : পৃ. ৩৬
বিদেশের চিঠি : লগুন : নাদিরা হুদা : পৃ. ৬০

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, নভেম্বর ১৯৮৬

গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য বিষয়ক ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস : কাজী সুফিয়া আখতার : পৃ. ২৩
বাংলাদেশে নারীশ্রমের নূতন ধারা : রওশন জাহান : পৃ. ২৫
বেগম রোকেয়ার সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য চর্চার একদিক : নাজমা জেসমিন চৌধুরী : পৃ. ৩৬
ভাসানের গান : হোসেন আরা শাহেদ : পৃ. ৪২
নানা কথা : কৌতুক ও দুঃশাসন : শারমীন সোনিয়া : পৃ. ৫৬
লিঙ্গ, শব্দ ও নারী : সুচরিতা : পৃ. ৫৬
পৃথিবীতে মেয়েদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে কেন? : সাবেরা জাবীন
মেরুদণ্ড সোজা রাখুন : শারমীন সোনিয়া : পৃ. ৫৯
সময় অসময় : একটি আলোচনা : হুসনে জাহান : পৃ. ৬১

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা : পৌষ-মাঘ ১৩৯৩, ডিসেম্বর ১৯৮৬, জানুয়ারি ১৯৮৭

ইরানের নারী, রাষ্ট্র এবং মতাদর্শ : ছালেহ্ আফসার : পৃ. ২৮
নারী নির্যাতনের রূপ : কাজী সুফিয়া আখতার : পৃ. ৩২
নারীর সমানাধিকার প্রসঙ্গ : মেহেরুল্লাহ ইসলাম : পৃ. ৩৫
সিমন দ্য বোভোয়ার : নারীর প্রেম : পৃ. ৪৬
নারীর রূপ : শারমীন সোনিয়া : পৃ. ৫৭

১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৯৪, এপ্রিল ১৯৮৭

কবিতা : বিদূষক : লতিফা হক : পৃ. ২৭
যদি আকাশে বাড়াই হাত : খালেদা এদিব চৌধুরী : পৃ. ৩২
তুমি এলে : রুবী রহমান : পৃ. ৩৮
চারটি অনূদিত কবিতা : জুলেখা ফিরোজ : পৃ. ৫৩
কষ্ট : নাসিমা সুলতানা : পৃ. ৫৭
তালাকনামা : তসলিমা নাসরিন : পৃ. ৫৮

২৫০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

জীবনগীতি : ফেরদৌস নাহার : পৃ. ৬১

ফিরে আসা : কাজী সুফিয়া আখতার : পৃ. ৬২

ঈর্ষার অনল : সুহিতা সুলতানা : পৃ. ৬২

১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৯৪, মে-জুন ১৯৮৭

সত্যতা আঙ্গ কোন পথে : তাজীন মুরশিদ : পৃ. ১৩

বিংশ শতাব্দীর প্রদোষে বাংলাদেশের মেয়েরা : জাহানারা হক : পৃ. ৫০

কবিতা : পঁচিশে মার্চ ও তার পর : নূরজাহান মুরশিদ : পৃ. ৫৫

ঘরে ফেরা : প্রবী বসু : পৃ. ৬০

নারীমুক্তি : শারমীন সোনিয়া : পৃ. ৬৬

১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৯৪, জুলাই-আগস্ট ১৯৮৭

বাংলাদেশে নারীশ্রমের নূতন ধারা : রওশন জাহান : পৃ. ২৫

সঞ্চয় ও পুঁজি সংগঠনে গ্রামীণ মহিলা এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা : কাজী সুফিয়া আখতার :

পৃ. ২৮

প্রেমে নারী : সিমন্ দ্যা বোভোয়ার : পৃ. ৪২

পঁচিশে মার্চ ও তার পর : নূরজাহান মুরশিদ : পৃ. ৪৬

নামিবিয়ার সংগ্রামী নারী : শারমীন সোনিয়া : পৃ. ৫২

হোসনে আরা শাহেদের দুটি বই : হুসনে জাহান : পৃ. ৬০

‘আ মরি বাংলা ভাষা’ প্রসঙ্গে : মিনুফার চৌধুরী : পৃ. ৬৪

১৯৮৮ সাল থেকে একাল পত্রিকাটির নামকরণ হয় এদেশ একাল। নূরজাহান মুরশিদ প্রধান সম্পাদক, তাজীন মুরশিদ সম্পাদিত এই পত্রিকাটি ৭৬৫ সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২৯০ থেকে প্রকাশিত হয়।

এদেশ একাল-এর সূচিপত্র

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন-পৌষ ১৩৯৪

সাহিত্য : দাঁড়কাক : সেলিনা হোসেন : পৃ. ২৯

পঁচিশে মার্চ ও তারপর : নূরজাহান মুরশিদ : পৃ. ৩৫

২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন ১৩৯৪

সাহিত্য : শেষ কথা : মূল : মোরি ও গাই: অনুবাদ : হিরোকোকাসুইমা : পৃ. ৩০

প্রসঙ্গ বাঙালী ও বাংলা উচ্চারণ : সেলিনা খালেক : ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, ঢাকা।

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৯৪, মার্চ ১৯৮৮

স্বাপদ : জেলায়থা হাবিবা খাতুন : পৃ. ২২

কবিতা : প্রদীপ : মৈত্রয়ী দেবী : পৃ. ২৬

পঁচিশে মার্চ ও তারপর : নূরজাহান মুরশিদ : পৃ. ৩৮

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও একজন জননীর আত্মকথন : পৃ. ৪৯

২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র-বৈশাখ ১৩৯৫, এপ্রিল ১৯৮৮

শিশু ও নারী পাচার প্রসঙ্গে : কাজী সুফিয়া আখতার : পৃ. ২৩

সাহিত্য : খুলে দাও দ্বার : সনজীদা খাতুন : পৃ. ২৭

সীমানা : মাকরুহা চৌধুরী : পৃ. ৩৪

কবিতা : সম্প্রদান : তসলিমা নাসরিন : পৃ. ৪০

তবে তাকেই দিতে বেলো স্পষ্ট প্রমাণ : ফেরদৌস নাহার : পৃ. ৪২

পঁচিশে মার্চ ও তারপর : নূরজাহান মুরশিদ : পৃ. ৪৩

২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৫, মে-জুন ১৯৮৮

সমাজ : নারীর সমানাধিকার : বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় : পৃ. ১৭

সাহিত্য : অন্য জীবন : নাজমা জেসমিন চৌধুরী : পৃ. ২৫

চলমান চিত্র : নাসরীন জাহান : পৃ. ৩০

নারীমুক্তির আবেগে মেয়েরা : সোহিনী ঘোষ : পৃ. ৫৫

২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৯৫, জুলাই ১৯৮৮

শাহানারার সমাজ : নাহিদ আফরোজ : পৃ. ২৭

সাহিত্য : পঁচিশে মার্চ ও তারপর (৬) : নূরজাহান মুরশিদ : পৃ. ৩৩

আলোচনা : সাহিত্যে অনুবাদের সমস্যা : দেবী রায় : পৃ. ৪৭

মধ্যস্তরে দাঁড়াবার অবকাশ নাই : ফজিলাতুন নেছা : পৃ. ৫৩

কোথায় আমাদের বীর-বীরাসনা : হোমায়রা খাতুন : ঢাকা

২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৯৫, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

সমাজ : নারীপ্রগতির আন্দোলন সমস্যা ও ভবিষ্যৎ : মালেকা বেগম : পৃ. ২০

কবিতা : স্বপ্নচারিতা : নাসিমা সুলতানা : পৃ. ৩০

২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৯৫, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮৮

সমাজ : 'নারী মুক্তি' : অনিতা সেন : পৃ. ১৬

২৫২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৌষ-মাঘ ১৩৯৫, ডিসেম্বর-জানুয়ারি ১৯৮৯

সমাজ : নারীপ্রগতির আন্দোলন সমস্যা ও সমাধান (পূর্ব প্রকাশিতের পর) : মালেকা বেগম :
পৃ. ২২

পঁচিশে মার্চ ও তারপর (৭) : নূরজাহান মুরশিদ : পৃ. ৪২

৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৯৫, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৮৯

মানুষ দেখব বলে : সনজীদা খাতুন : পৃ. ৩৩

ভাষা নিয়ে কথা : রিজিয়া রহমান : পৃ. ৩৭

শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা : নূরজাহান মুরশিদ : পৃ. ৪২

কবিতা : 'বিষ' : রুবি রহমান : পৃ. ৪৯

৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা : বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬, এপ্রিল-জুন ১৯৮৯

নারী অধিকার : মৌলবাদী প্রেক্ষিত : শকিনা হাসীন : পৃ. ৯

ঈশ্বর কি পরাজিত ? : নূরজাহান মুরশিদ : পৃ. ২১

নারী ও উন্নয়ন : সমাজ পুনর্গঠনের একটি কৌশল : হামিদা হোসেন : পৃ. ২৯

কবিতা : অরণ্য কন্যারা জাগে : সুফিয়া কামাল : পৃ. ৩৩

রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও বাংলাদেশের নারীসমাজ (পূর্ব প্রকাশিতের পর) : মালেকা বেগম : পৃ. ৩৪

নারীর অধিকার সংক্রান্ত কর্মশালা : অচলায়তন ভাঙার লক্ষ্যে আইন সচেতনতা : দিলরুবা শাহানা : পৃ. ৩৯

দুজন মহিলা পুলিশের সাক্ষাৎকার : সুচেতনা : পৃ. ৪১

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন : একটি প্রতিবেদন : বেলা নবী : পৃ. ৪২

চতুর্থ দ্বি-বার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী : একটি সমীক্ষা : শামীম সুরানা : পৃ. ৪৫

৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ়-কার্তিক ১৩৯৬, জুলাই-অক্টোবর ১৯৮৯

বাংলাদেশের নারীপ্রগতির আন্দোলন সমস্যা ও ভবিষ্যৎ (পূর্ব প্রকাশিতের পর) : মালেকা বেগম : পৃ. ২০

কবিতা : 'কবি' : তসলিমা নাসরিন : পৃ. ৫০

বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত রাজনীতিবিদ, সাবেক সাংসদ নূরজাহান মুরশিদ (প্রয়াত) একাল ও এদেশ-একাল পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। চার বছর প্রকাশের পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পত্রিকাটির চার বছরের সূচিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে এই অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের নারীসমাজের প্রগতির লক্ষ্যে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

২৪ অনন্যা। সম্পাদিকা : তাসমিমা হোসেন; ঢাকা, ১৯৮৮

তাসমিমা হোসেন সম্পাদিত অনন্যা পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় অক্টোবর, ১৯৮৮

সালে। অব্যাহতভাবে পত্রিকাটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে অদ্যাবধি। নারী অধিকার ও সামাজিক প্রগতির সচেতনতা সম্পন্ন সাহিত্য ও নানাবিধ বিভাগে সম্পূর্ণ এই পত্রিকাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সম্পাদিকা সাবেক সাংসদ সদস্য, নারীনেত্রী এবং ব্যবসায়ী। তাঁর প্রগতিশীল উদ্যোগের বহু কর্মকাণ্ড *অনন্যা* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

পত্রিকাটিতে বিনোদন আধিক্য থাকলেও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ দৃশ্যমান করা, সমকালীন রাষ্ট্রীয় নীতি ও নারী বৈষম্য, নির্যাতনের চিত্র, প্রগতির সংবাদ *অনন্যা* পত্রিকায় ১৮ বছর ধরে অব্যাহতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলাদেশে অব্যাহতভাবে প্রকাশিত মুসলিম মহিলা সম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। প্রথম উল্লেখযোগ্য পত্রিকা *বেগম* প্রকাশিত হচ্ছে প্রায় ৬০ বছর ধরে (১৯৪৭-২০০৬)। *অনন্যার* ১৮ বছরের সূচিপত্র থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেহেতু বৃহৎ আকারের হয়ে যাবে তাই তা ছাপা হল না। এই পত্রিকাটি বাংলাদেশের গ্রন্থাগারে ও *অনন্যা* পত্রিকার অফিসে পাওয়া যাবে।

উপসংহার

আমার সংগৃহীত ও পড়া মুসলিম মহিলা সম্পাদিত পত্রিকার বিস্তারিত আলোচনা না করলেও পত্রিকার পরিচিতি জানাতে চেষ্টা করলাম। বাংলাদেশের মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের আলোচনায়-লেখায় একটা সন্দেহ থেকে যায় যে, নেপথ্যে পুরুষের কলম, পুরুষের উদ্যোগ, পুরুষের অর্থ নিবেদিত হয়েছে, তবেই নারীর নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এ রকম সন্দেহ অমূলক বলেই মনে করি। পারিবারিক-সামাজিক প্রতিকূলতার বাধা ডিঙিয়ে নারীসমাজ লেখাপড়া শিখেছেন, কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছেন; সাহিত্যসংস্কৃতি চর্চা করেছেন, আন্দোলন-রাজনীতি করেছেন। সমাজে যেহেতু পুরুষপ্রাধান্য রয়েছে, তাই নারীর পথ চলায় পুরুষের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং আছে। কিন্তু সেজন্য নারীর মেধা, প্রতিভা, গুণের প্রতি আস্থার অভাব শুধু নারীর অবস্থানকে দুর্বল করে না, পুরুষের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির হীনমন্যতাও প্রকাশ করে। পুরুষ সমাজসংস্কারক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদদের উদ্যোগে নারী জাগরণের পথ সৃষ্টি হয়েছে। জাগরিত নারী সাহিত্যিকরা নিজেই লিখেছেন এবং পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

আমার পড়া (বাংলা একাডেমী, ঢাকা-র গ্রন্থাগারে পত্রিকাগুলো পড়ার সুযোগ পেয়েছি বলে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি) সব কয়টি পত্রিকার সম্পাদিকাদের সঙ্গে (একমাত্র *আনুসা-র* সম্পাদক সফিয়া খাতুন বাদে) ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে জেনেছি তাঁরা কত পরিশ্রম করে, উদ্যোগ নিয়ে, অর্থ সংগ্রহ করে, নানা বাধার মধ্য দিয়ে পত্রিকা প্রকাশের স্বপ্ন পূরণ করেছেন। পেশাগতভাবে নয়, সাহিত্য সাধনায় সাফল্যের চাবিকাঠিরূপে পত্রিকা সম্পাদনার কাজকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন।

বাঙালি নারীর এ ধরনের স্বপ্নপূরণের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। কিন্তু বাঙালি নারীরা নিজ নিজ স্বপ্নপূরণ করে ভবিষ্যৎ নারী সম্পাদকদের জন্য রচনা করেছেন কুসুমাস্তীর্ণ সড়ক এবং জগৎ। আজ দেখছি নারী সম্পাদক পেশাগত সাফল্যের শীর্ষেও রয়েছেন। আনন্দের খবর এই যে, ঢাকা ও রাজশাহী থেকে সম্প্রতি মহিলা সম্পাদিত ‘ছোট কাগজ’ (little magazine)

প্রকাশিত হচ্ছে নারীর নানা ইস্যুভিত্তিক সমকালীন চিন্তাধারার লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে। এদের অবদান ইতিহাসে দৃশ্যমান হোক।

উল্লেখপত্র

১. আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র (১৮৩১-১৯৩০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ ৬মিকা [২১]
২. ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কলিকাতা, ১৩৫৭ ফাঙ্কুন, পৃ ১
৩. ঐ, পৃ ১-১০
৪. ঐ
৫. আনিসুজ্জামান, প্রাণ্ডক্ত
৬. আবুল ফজল, “সাধনা : একটি সাহিত্য মাসিকী”, মাহেনও, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭
৭. শফিউল আলম, মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী, জীবনী গ্রন্থমালা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ ২৮
৮. মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর অপ্রকাশিত আত্মজীবনী, সূত্র, শফিউল আলম, প্রাণ্ডক্ত, পৃ ২০
৯. ঐ
১০. ঐ, পৃ ২৯
১১. উদ্ধৃত, ঐ, পৃ ৩০
১২. আবুল ফজল, “সাধনা : একটি সাহিত্য মাসিকী”, মাহেনও, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭
১৩. *Sunday Pakistan Observer*, Dhaka, August 21, 1966. উদ্ধৃত শফিউল আলম, প্রাণ্ডক্ত, পৃ ৬৮-৬৯ (তথ্যটি ভুল, কেননা *আমেসা* ১ বছর প্রকাশিত হয়েছিল)।
১৪. শফিউল আলম, প্রাণ্ডক্ত, পৃ ২৯
১৫. শফিউল আলম, ঐ, পৃ ২৯
১৬. ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণ্ডক্ত, পৃ ১৫
১৭. শোভারানী ভট্টাচার্য, মহিলা সম্পাদিত সাময়িক সাহিত্য পত্রিকা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ২০০৩, পৃ ৮৪
১৮. আনিসুজ্জামান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ ৩৪৭
১৯. সুমিত অধিকারী সম্পাদিত, সফিয়া খাতুন বি এ রচিত নারীর অধিকার ও অন্যান্য, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ ১৩-১৮
২০. ঐ, পৃ ২০
২১. নারীর ব্যথা, সঙ্কলনে বেগম সফিয়া খাতুন, *আমেসা*, ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাঙ্কুন ১৩২৮ সাল, পৃ ১৪২
২২. ঐ, পৃ ১৪৩
২৩. *আমেসা*, ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা. কার্তিক ১৩২৮, প্রাণ্ডক্ত
২৪. *আমেসা*, ১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা, ফাঙ্কুন ১৩২৮, প্রাণ্ডক্ত
২৫. তাহমিনা আলম, বাংলা সাময়িক পত্রে বাঙালি মুসলিম নারীসমাজ ১৯০০-১৯৪৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৮, পৃ ১৩
২৬. মালেকা বেগম (সম্পাদিত) নির্বাচিত বেগম ১৯৪৭-২০০০, ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০০৬
২৭. লেখক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, ৩০ জুলাই, ২০০৫; স্থান জাহানারা আরজুর বাসভবন, (বাড়ি ৪৫, সড়ক ১৫/এ, (পুরনো ২৬), ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা। শুধুমাত্র তাঁর কাছেই বোধহয়

সুলতানা পত্রিকার সর্বমোট ১২টি সংখ্যা সংগৃহীত আছে। প্রথম ও ৯ম সংখ্যা নেই। বিরল ও দুপ্রাপ্য এই পত্রিকাগুলো পড়তে দিয়ে কবি জাহানারা আরজু আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন।

২৮. ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী, প্রান্তর, পৃ ৩৪
২৯. তদেব, পৃ ২৫
৩০. লেখক কর্তৃক রাবেয়া খাতুনের সাক্ষাৎকার, ১৫ আগস্ট, ২০০৫ এবং তাহমিদা সাঈদ, জাহানারা ইমাম, বাঙালি সমগ্র প্রকাশনা, ঢাকা, মার্চ, ২০০৪
৩১. সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ ৩৫৮
৩২. শামসুল হক, বাংলা সাময়িকপত্র ১৯৪৭-১৯৭১, গ্রন্থায়ন, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ ৯৫-৯৬
৩৩. ঐ, পৃ ১০৫

সংস্কারের দ্বন্দ্ব : পত্রিকার শিল্প—বাণিজ্যের ভাব, না

বাণিজ্যের পত্র-শিল্পের ভাবনা

সুমন ভট্টাচার্য

বাণিজ্যের সংস্কার : জাতিবর্ণের দ্বন্দ্ব

মনসংহিতার গৌড়ীয় ও ইঙ্গরেজী ভাষার বিবরণ L... ভগবান কুম্ভকভটসম্মত যে অর্থ তাহাকে গৌড়ীয় ভাষায় মূলসংহিতার সহিত ও... জ্ঞান সাহেবের কৃত ঐ গ্রন্থের ইঙ্গরেজী ভাষাবিবরণের সহিত ...

(পৃ. ১৫০)

অথবা

কামরূপযাত্রাপদ্ধতি নামক গ্রন্থের অনুষ্ঠান। ... শ্রীশ্রী ঈশ্বরী কামাখ্যা বিষয়ক... ধ্যান পূজা মন্ত্রাদি ও যোগিনীতন্ত্র লিখিয়া...

(পৃ. ১৫৩)

ব্রজেন্দ্রনাথের সংবাদপত্রে সেকালের কথা-র নূতন পুস্তক অংশে এমন বই-এর কথা বারবার যখন উল্লিখিত হচ্ছে, তার মধ্যেই পঠিত হয় :

বঙ্গভাষাতে গণিত গ্রন্থ। কলিকাতাহু শ্রীযুত বাবু হলধর সেন বঙ্গভাষাতে যে এক গণিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ... তাহা ... যাহারা কেবল বালকদিগেরকে শিক্ষা দিতেছেন তাহাদেরই উপকার এমনত নহে কিন্তু এতদেশীয় সর্বসাধারণ ব্যবসায়ি [য.] ব্যক্তিদের মহোপকারক হইবে।

(পৃ. ১৬৯)

সংবাদ প্রকাশের তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ১৮৩৯ (১৪ই পৌষ ১২৪৬)। অন্তত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'সাহিত্য' অংশে এই ব্যবসায়ীর কথা এল, তাঁর / তাঁদের সুবিধার কথা এল।

কিন্তু কথা এই যে, বাংলায় বই প্রকাশিত হলে তাঁদের বিশেষ সুবিধা কেন?

এখান থেকেই দেখা যাবে বাংলার বাণিজ্য তথা শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার কাঠামোকে অধিকার করে আছে সেই জাতি-বর্ণশাসিত ব্রাহ্মণতন্ত্রের সংকীর্ণতা। বিশেষত পতিত সোনার বেনে শ্রেণি-সহ শূদ্র-পরিচয় চিহ্নিত এক বিপুল বণিক শ্রেণির সামাজিক ভূমিকাও তাই গৌণ। কেবলমাত্র ব্যবহৃত।

একদিকে ঔপনিবেশিক শোষণমূল শাসন-কাঠামো, যেখানে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য এক নীরবতার ভারবাহী—এ বিষয়ে বিপান চন্দ্রের অভিমত দেখা যেতে পারে :

১. উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে যদি ভারতে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও শোষণের চরম সময় বলা যায়, ভারতের অর্থনীতিকে যদি ব্রিটিশ অর্থনীতির এক নির্ভরশীল পরিপূরক অর্থাৎ এক ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে পরিণত করার প্রয়াসের চূড়ান্ত কাল বলা যায়, তবে এই সময়েই আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান প্রধান আভ্যন্তর বিরোধগুলো পরিণত হয়ে উঠেছিল। ভারতের অর্থনীতির কৃষির বুনিন্যাদকে এ সময়ে সজোরে ক্ষয় ও ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। শিল্পে দেশজ এক পুঞ্জিবাদী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল এবং জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভিত্তি দৃঢ়মূল হয়েছিল।

(পৃ. ৮১)

২. কি ব্রিটিশদের রচনায়, কি ভারতীয়দের রচনায় প্রায়শই যা থাকতো তা আর্থনীতিক চিন্তাভাবনা নয়, আর্থনীতি। যাইহোক অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য তাঁদের দেওয়া ব্যবস্থাপত্রের মৌল উপাদানগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁদের ধারণার ব্যাপারে আমরা হুবহু না হলেও মোটামুটি একটি চিত্র তৈরি করতে পারি। পৃ. ৮১-৮২

: ‘ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি (১৮৫৮-১৯০৫) ব্রিটিশ ও ভারতীয় ধারণা’/আধুনিক ভারত : ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ।

বস্তুত বাংলা সাময়িকপত্রের জগতে শিল্প-বাণিজ্য প্রসঙ্গের আলোচনা থেকে পুরোদস্তুর শিল্প-বাণিজ্য-কেন্দ্রিক সাময়িকপত্রে আসতে সময় লেগেছে।

সময় যে লেগেছে তার কারণ জাতীয় স্বভাবের তথা জাতি-স্বভাবের শিকড়ে। সাময়িকপত্রের চারিত্র্য নিয়ে যে গবেষকেরা আগে কাজ করেছেন, সেখানে সাহিত্য আর সামাজিক ঘটনাধারাকে ঐতিহাসিকের—অর্থনৈতিক-ইতিহাসের প্রায়শ নয়—দৃষ্টিতে পাঠ করবার প্রবণতাই লক্ষ করা গেছে। এ-বিষয়ে অবশ্য কোনো স্বতন্ত্র বিষয় অপেক্ষা করে না। কারণ—একজন গবেষক যখন সমগ্রের সম্মান-যাত্রায় ব্যাপ্ত হন, তখন—সানুপুঙ্খ বিন্যাস অপ্রত্যাশিতই। এ বিষয়ে, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন-এর বক্তব্যকে লক্ষ করা যায় :

ব্রজেন্দ্রনাথ সংবাদগুলিকে ভাগ করেছেন পাঁচভাগে—শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম এবং বিবিধ ... বেশী [য.] গুরুত্ব ... শিক্ষার ওপর... সাহিত্য বিষয়ক সংবাদাবলীর উপরও L... সমাজ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তিনি—নৈতিক অবস্থা, আমোদ-প্রমোদ, জনহিতকর অনুষ্ঠান, আর্থিক অবস্থা ...। বিনয় ঘোষ তাঁর সংকলিত সংবাদগুলিকে ভাগ করেছেন চার ভাগে—অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা ও বিবিধ।

: অধ্যায় ‘১’/উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার সংবাদ-সাময়িকপত্র ১৮৪৭-১৯০৫/পৃ. ১২

এখানে দেখবার যে ব্রজেন্দ্রনাথ-ও আর্থিক অবস্থাকে উপেক্ষা করেননি। বরং শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত পত্রিকা-ভাবনা আর তার বিষয়বস্তু প্রবেশ করলে দেখা যাবে, ভাবনার একটি গতিরেখা সর্বদাই এক ও অপরিবর্তিত—ভাবনাকে যদি সংকট-এর সমার্থে বিবেচনা করা হয়, তখনই উদঘাটিত হবে সমাজ-স্থবিরতার ‘দুস্তর লজ্জা’র লেখচিত্র। অধ্যাপক মামুন, আরো লিখেছেন :

ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিনয় ঘোষের তফাৎ এখানেই যে, তিনি অর্থনীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশী। চতুর্থ খণ্ডে যুক্ত হয়েছে রাজনীতি। ... তাঁর মতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নতুন যুগ প্রবর্তিত হয়, তার বিচিত্র ফলাফল সমাজের সর্বক্ষেত্রে দেখা দিতে থাকে এবং তাঁর [য.] অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ নতুন রাজনৈতিক কর্মজীবনের সূচনা হয়। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ... ভাগ করেছেন দশ ভাগে—শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, আশ্রয়চেনাবোধ ও আত্মজাগরণ, মুসলিম বিশ্ব, রাজনীতি, হিন্দু-মুসলমান, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য এবং বিবিধ। ‘শিক্ষা’ বিভাগে সংকলিত হয়েছে সবচেয়ে বেশী সংবাদ/রচনা।

সূত্র : পূর্বোক্ত গ্রন্থ

তবু, ইতিহাসের ধারা এবং ধারাবাহিকতার পাঠে, ব্রজেন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে উদাসীন বলা যাবে না। তাঁর বাংলা সাময়িক পত্র গ্রন্থে (বা.সা.প. নামে উল্লিখিত হবে), ১ম ভাগে মহাজনদর্পণ (১৮৪৯) পত্রিকার উল্লেখ করে লেখেন :

১৮৪৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে জয়কালী বসু ‘মহাজনদর্পণ’ নামে একখানি দৈনিকপত্র প্রকাশ করেন। বাংলায় বাণিজ্য-সংক্রান্ত পত্র বোধ হয় ইহাই প্রথম। ... ইহার স্থিতিকাল কয়েকমাস মাত্র।

ব্রজেন্দ্রনাথ পরিবেশিত সাময়িকপত্রের তথ্যসম্ভার উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত ভারতবর্ষীয় কৃষি বিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ (১৮৫৩)। ১৮৬৭-তে “রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত” পল্লীবিজ্ঞান। অবশ্য পল্লীবিজ্ঞান, প্রত্যক্ষভাবে শিল্প-বাণিজ্যের পত্রিকা নয়, কৃষিকর্ম-সংক্রান্ত পত্রিকাগুলিও এই আলোচনার বাইরে। কিন্তু এই কৃষি-পল্লীচেতনা-বাণিজ্য ও শিল্প পরস্পর সংশ্লিষ্ট হওয়ায়, এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তার ইতিকথাকে পাঠ করতে গেলে, ‘ইতিকথার আগের কথা’-কে বাদ দিলে চলে না।

ব্রজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাচ্ছে, শিল্প-বাণিজ্যভাবনার ক্রম-অগ্রসরতার লেখচিত্র-হিন্দুমেলায় পোষকতা-পল্লী, “বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক প্রস্তাব” প্রকাশে ইচ্ছুক হিন্দুপ্রদর্শক (১৮৭১), বিজ্ঞান-বিকাশ (১৮৭৩), শ্রীনাথ দত্ত সম্পাদিত ব্যবসায়ী (১৮৭৬) — যা আবার প্রকাশিত হবে ১৯২১-এ। গিরিশচন্দ্র বসুর “কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক” কৃষি গেজেট (১৮৮৫), তাহিরপুর থেকে “বিনামূল্যে বিতরিত” কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়-এর শিল্পকৃষি-পত্রিকা (১৮৮৫), বিহারীলাল ঘোষ সম্পাদিত বিশ্বকর্মা বা বিজ্ঞান রহস্য (১৮৮৬)। বিশেষভাবেই উল্লেখ্য “ইণ্ডিয়ান ইনডাস্ট্রিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের আনুকূল্যে প্রকাশিত”, বিজ্ঞান (১৮৯৪) পত্রিকা, যার সম্পাদক ছিলেন ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। এবং ১৮৯৬-তে “বাণিজ্য বিষয়ক সংবাদপত্র” সাপ্তাহিক বাণিজ্য-দর্পণ আর ১৯০০-তে প্রতুলচন্দ্র সোম সম্পাদিত স্বাধীন জীবিকা।

ব্রিটিশ বণিক-সভ্যতার সংযোগের একটি অভিঘাত এবং আর্থ-সামাজিক স্বনির্ভরতার একটি স্বপ্নসম্ভব পথযাত্রার সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকেই। মনে রাখা দরকার বঙ্গদর্শন এবং ভারত শ্রমজীবী প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হচ্ছে। অর্থাৎ কারখানা-শিল্প-বাণিজ্য-শ্রমশোধনের ঔপনিবেশিক চক্রটি চিহ্নিত। উনিশ শতকের পাঠে যা ছিল সংকেত, বিশ শতকে দেখা দিল তার পূর্ণায়ত রূপ। এখানে অর্থনীতি-রাজনীতি-ছাত্র-রাজনীতি-শিশুশিক্ষা, নারী-সংক্রান্ত সমস্যার বিবিধতার এক সুবিশদ মিলন বা সম্মিলনের আকারটি দেখা দিয়েছে, তা-কে মহান বলা যাবে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক চলুক। এর মধ্যেই বিনয় ঘোষের পাঠসূত্রে উঠে আসা একটি প্রাসঙ্গিক সমস্যায় আসা দরকার। জাতপাতের সমস্যা।

শিল্প এবং বাণিজ্য যেহেতু শ্রম এবং বিপণন-নির্ভর, ফলত, কারুকর্মী ও ব্যবসায়ীরা কৌলিক পরিচয়ে তথাকথিত শূদ্র এবং বৈশ্য। প্রধানুযাত্রী বা প্রথা-শৃঙ্খলিত সমাজে সামাজিক সংগলন— এক কঠিন সংস্কার। বিনয় ঘোষ তাঁর বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০-য় ‘নাগরিক সমাজের রূপায়ণ’ (পৃ ৫৯-৯৬) এবং ‘বাঙালীর শিল্পোদ্যম’ (পৃ ৯৭-১৬২) পরিচ্ছেদে জীবিকা ও জাতিকাঠামোর প্রসঙ্গে এসেছেন বা আসতে বাধ্য হয়েছেন, অভিপ্রায়ে অগোচরই। জ্ঞানাম্বে যণ, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি সাময়িকীতে একাধিকবার উত্থাপিত এই শিল্প-বাণিজ্য বিমুখতার প্রেক্ষিতে বিনয় ঘোষ লিখেছেন :

ব্রিটিশ আমলে নতুন মধ্যবিত্ত বাঙালীর মধ্যে যতটুকু স্বাধীন শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ জাগ্রত হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি, ... নতুন মধ্যবিত্ত ... ধনিক বাঙালীর এমন কতকগুলি চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে যা তাঁদের স্বাধীন শিল্প-বাণিজ্যের উদ্যমের পথে প্রকাণ্ড অন্তরায় ...।

‘বাঙালীর শিল্পোদ্যম’/পৃ ১২৯

এই বৈশিষ্ট্য হল অধীনস্থতার মানসিকতা, কোম্পানির কাগজ কিনে তার সুদ-নির্ভরতা এবং তৃতীয়ত :

বাণিজ্যিক বুদ্ধিও বাঙালীর তীক্ষ্ণ নয়। হঠাৎ কোন বাণিজ্য লাভবান হবে মনে হলে দু'চারজন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হয়ত সেইদিকে ছুটে যান, তারপর ... লোকসান হলে ... ফিরে আসেন, আর কোনদিন বাণিজ্যের পথে যেতে চান না। বোম্বাই পশ্চিমভারত প্রভৃতি অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের মতো বাঙালীদের একাগ্রতা বা দৃঢ়তা বলে কিছু নেই।

: পূর্বোক্ত সূত্র/পৃ. ১২৯

কিন্তু কেন নেই—তার আলোচনায় তিনি যে-সব কারণ উল্লেখ করেছেন, তা হল একান্নবর্তিতার আশ্রয়জাত নিরাপত্তা, বাল্যবিবাহ, অন্নপ্রাশন থেকে অস্ত্রোপ্তি পর্যন্ত বিপুল প্রথা-বদ্ধতার ব্যয়, 'চিরবৈধব্য', এবং 'জাতিভেদ ও জাত্যভিমান'। বস্তুত, শেষ কারণটিই প্রায় সর্বব্যাপ্ত। কারণ—প্রথাচার-ব্যয় পুরোটাই ব্রাহ্মণ্য তথা পুরোহিত-তন্ত্রের সৃষ্টি। পুরোহিত তাঁর আয়-পয়ের সুবিধার্থে নিঃসম্বল শূদ্র থেকে শূদ্রতর হিন্দু-শ্রেণীকেও সংস্কারের দাসত্বে বেঁধে রেখেছেন। সতীদাহ থাকলে বিধবা থাকবার কথা নয় এবং বিধবা-বিবাহ আইনত স্বীকৃত হলেও তার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা যে কতটুকু তার উল্লেখ বাহুল্য—এবং এই ধারণাও ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রের উপহার এবং শেষত, পশ্চিমভারতের যে তুলনা তিনি টেনেছেন, সেখানে আরেকটি তথ্যের সংযোগ প্রত্যাশিত ছিল, তা হল বাংলায় ব্রাহ্মণ-রাজ-কায়েম হওয়ার “অদ্ভুত আঁধার”। মনু-সংহিতা অনুযায়ী ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য দ্বিজাতি। অর্থাৎ তাঁরা উপবীত গ্রহণের অধিকারী। অর্থাৎ সামাজিক সম্মানের পরিসরে তাঁরা প্রাগ্রসর এবং পাংক্ত্যে। বিশেষত মনে রাখা উচিত, বুদ্ধিজীবী-র যে সংজ্ঞায় ব্রাহ্মণ তাঁর সামাজিক ক্ষমতায় আসীন—ক্ষত্রিয়, যে নীতি-নির্ধারণ ও নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত তাও কিন্তু বুদ্ধিজীবীত্ব, অনুরূপে সমাজের আর্থিক সমৃদ্ধির নিয়ন্ত্রক বৈশ্য-গোষ্ঠীও অনুরূপেই, বুদ্ধিজীবী। কিন্তু ‘বদ্রালী-বালাই’-এর যাতনা-বৃন্তে সুবর্ণ-বণিক গোষ্ঠী ব্রাত্য হয়ে গেলেন, তদনুযুগে এক বৃহৎ বৈশ্যগোষ্ঠীর উপরেও সেই, পাতিতোর ছায়া পড়ল সহজেই। এবং উত্তর-চৈতন্য পর্বে স্মার্ত রঘুনন্দন, তিনি আবার চৈতন্য-পরিকর-পরিচয়েও আখ্যাত—বিধান দিলেন বাংলায় ব্রাহ্মণেরতর সকল শ্রেণিই শূদ্র। ফলত ক্ষত্রিয়-শ্রেণি যেমন, সামাজিকভাবে লুপ্ত হয়ে গেল—কেবলমাত্র কুলুজির পৃষ্ঠা ছাড়া, আর ক্ষত্রিয় পরিচয় সেভাবে নেই—একইভাবে বণিকশ্রেণিও তাঁদের সামাজিক সম্মান হারালেন। অপরপক্ষে পশ্চিমভারতে তো এই শূদ্রায়ণ ঘটেনি।

যদিও বণিকের সামাজিক সম্মান যে বিচলিত হয়েছিল তা-ও স্বীকার্য। নইলে বণিক তথা বৈশ্যবর্ণের ব্যক্তির বৌদ্ধ ও জৈন—বিশেষ করে জৈন-ধর্মে দীক্ষিত হতেন না। তদুপরি পশ্চিমভারতে বসন্ত গাড়া পার্সিদের সংশ্রব-ও সম্ভবত একটি বাণিজ্য-জীবিতা-র বলয় যাকে milieu বলে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল—যেটা বাংলায় হয়নি। এখানে ব্যবসা, বণিক-বৃত্তি, বেনে প্রভৃতি শব্দগুলি প্রায়শই নিন্দার্থে সুপ্রচল। বিশেষত, বণিক-বৃত্তির কৌলিকতা-চিহ্নিত পদবির মানুষদের বিষয়ে উচ্চ-বর্ণীয় ও বর্ণীয় মানুষের অবজ্ঞার গড়নটিও সুবিদিত। মনে করা যেতেই পারে, রবীন্দ্রনাথের-ই সেই দু-চরণ :

থাকগে তোমার পাটের হাটে

মধুর কুণ্ড, শিবু সা...

অথবা মনে করা যেতে পারে কুদ্রত রঙ্গবিরঙ্গী-র ভূমিকায় যখন, কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—রসিকতা করেই—লেখেন :

আমার মাতৃদেবীর বক্ষালের আক্ষেপ এবংবিধ বংশে জন্ম নিয়ে আমি সারাজীবন বৈশ্যবৃত্তি করেছি...।

: ‘কণ-স্বীকার’

তখন বিতৃষ্ণার সংস্কারের গড়ন নিয়ে বিতর্ক থাকে না।

কেবলমাত্র সমাজ-জীবনে নয়, পত্রিকার দুনিয়াতেও এই সংস্কারের দাসত্ব চলেছে দীর্ঘকাল।

পত্রিকার সংস্কার : শিল্পের দ্বন্দ্ব

ধর্ম-সংহিতা-র নব্য প্রচার-প্রতিষ্ঠা, “সমাজ-সংস্কার” “আশা-নিরাশা” বিষয়ক সিদ্ধান্ত বা সাহিত্য-সাধনার দুর্মর ব্রতযাত্রার বাইরে শুধুই ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে পত্রিকা প্রকাশে একটি মানসিক-সংস্কারও ছিল। আবার অন্য দিকে শিল্প-জিজ্ঞাসার বৃত্তেও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। ফলত শিল্প-বাণিজ্যেরও একটি ব্রাহ্মণায়ন বা সমাজ-বিজ্ঞানের পরিভাষা-সম্মত সংস্কৃতায়ণ ঘটানোর আয়োজন শুরু হয়েছিল, অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন থেকেই। এ-প্রসঙ্গের বিস্তার এখানে অনাবশ্যক, সিদ্ধার্থ ঘোষ-এর কারিগরি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ, এই ইতিহাসের এক বৃহদংশকে ধারণ করে আছে। আর পশ্চিমভারতের হিন্দু-দলছুট জৈন গোষ্ঠীর মতো, বাংলাতেও বাণিজ্যের “এলিট-ফরম্যাট” নির্মাণে এগিয়েছিলেন, ব্রাহ্মধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের একাংশ। মনে রাখা দরকার শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সমার্থসাধ্য নয়। শিল্প-মাত্রই বাণিজ্য কিন্তু বাণিজ্য-মাত্রই শিল্প নয়।

আর শিল্প-বাণিজ্য উভয়ত যখন শেষ পর্যন্ত আয় বা রোজগার বাড়ানোর একটি মাত্রায় পর্যবসিত, তখন শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত পত্রিকার চরিত্র বদলে যায়। বদলে যায় সংজ্ঞার্থ বা সংজ্ঞার্থ-সন্ধানের দৃষ্টিকোণ পর্যন্ত। উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে শিল্প-বাণিজ্যভাবনা বা তার রূপায়ণ দীর্ঘ অনভ্যাসের জড়তাকে অতিক্রম করে পৌছতে চাইছিল আকাঙ্ক্ষিত দোর্দণ্ডের হস্তামলকতায়। কিন্তু তা কতটা সফল হয়েছিল, সে তর্ক উসকে ওঠে রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে উপন্যাসে, সন্দীপকে বলা মাস্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবুর নিখিলেশের শিল্প-উদ্যোগের কথায় বা কথকতায়।

নিখিলেশের যে আয়-কাঠামো তথা আর্থিক অবস্থান, সেখানে শিল্প-প্রতিষ্ঠা তাঁর শিক্ষা ও চারিত্র্যের প্রগতিরের্থার সূচক। কিন্তু যে তাগিদ থাকলে শিল্প-থেকে বাণিজ্যের—অর্থাৎ উৎপাদন থেকে বিপণনের ব্যবহারিকতায় না পৌছে উপায় থাকে না, রবীন্দ্র-রচনার বয়ান প্রমাণ করে যে তাঁর সে তাগিদ ছিল না। অনেকটা সেই তাসের দেশ-এর রাজপুত্রের মুখে যে গান বসিয়েছিলেন, সেই ক্ষণিকা-র উচ্চারণ : লক্ষ্মীকে হারাবই যদি/অলক্ষ্মীকে পাবই—নিখিলেশ-এর বা নিখিলেশ-এর রূপকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-বলেদ্রনাথ-সহ রবীন্দ্রনাথেরও ব্যবসায়-উদ্যোগের সঙ্গে মিলে যায়।

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ তো সেই অভিজ্ঞতা থেকেই অর্জন করেছিলেন—সমাজচারিত্র্য, পরিকল্পনা, বাস্তবায়নের জটিল সেই ত্রিকোণমিতি। নইলে তাঁর সম্পাদনায় ভাণ্ডার প্রকাশিত হত না।

কিন্তু ব্যর্থতার প্রাথমিকতায় যে সফলতার বীজতলা তৈরি হতে থাকে, এক্ষেত্রেও তারই রূপ দেখা দিল শিল্প ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত সাময়িকীর প্রতিষ্ঠায় বা শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত সাময়িকীর ক্রমিকতায়। উনিশ শতকের পত্রিকা-সংক্রান্ত ধারণার সংস্কার তথা “আর্ট” বা শিল্পের প্রতি পত্রিকাগত দায়রক্ষার ধারণা কাটিয়ে এল বিষয় তথা ব্যবহারিকমাত্রার ধারাবাহিকতা।

এ বিষয়ে বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী-র প্রথম খণ্ডে গীতা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

বৃটিশ শাসনে শোষিত বাংলার ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে দেশের অর্থনৈতিক দূরবস্থা [য.] প্রকট করে তুলেছিল। বিভিন্ন কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্রিকায় দেশের অর্থনৈতিক শোষণের রূপটি চিত্রিত হয়েছিল। স্বদেশী যুগে অর্থনৈতিক স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টায়, নিজেদের আর্থিক বুনியাদ

গড়ে তোলার আশায় প্রচারিত হয়েছিল অর্থনীতি-সংক্রান্ত পনের যোলটি পত্রিকা। ‘কমলা’... ‘ব্যবসা বাণিজ্য’, ‘বার্তা’ [য.], ‘ব্যবসায়ী’, ‘স্বদেশী’, ‘কাজের লোক’ ইত্যাদি। ... ‘মহাজন-বন্ধু’ ও ‘গন্ধবণিক’ পত্রিকাও দেশে অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছে। কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য প্রকাশিত হয়েছিল ‘কৃষিতত্ত্ব’ ‘কৃষি গেজেট’... ইত্যাদি পত্রিকা। ‘কৃষি সম্পদে’ ঘোষণা করা হয়েছে “শিক্ষিত সমাজকে কৃষি বিষয়ে প্রবৃত্ত ও যত্নশীল করিবার জন্য এই পত্রিকার জন্ম।” শিল্পবিকাশ এ যুগের প্রথমে দানা বাঁধেনি।

পৃ ৮-৭

শ্রীমতী গীতা চট্টোপাধ্যায় যাকে অর্থনীতি-সংক্রান্ত পত্রিকা বলছেন, তা কিন্তু আদৌ অর্থনীতি-সংক্রান্ত নয়। বলা যায় অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তাভাবনার জাতক। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলনে তথা আন্দোলনের অন্যতম রণনীতি “বিলাতী বর্জ্জন”—এর আগে থেকেই দেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠার সূচনা হয় এবং উদ্ধৃতির শেষবাক্যে—যে শিল্পবিকাশের “অঘটন” তথ্য পরিবেশিত, তা-ও পরবর্তী গবেষণায় অস্বীকৃত। কিন্তু তাঁর বক্তব্য নিয়ে কোনো দ্বিধার পরিসর নেই। ১৯০০ সালে, ১নং চিনিপটী, বড়বাজার থেকে রাজকৃষ্ণ পাল-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত মহাজনবন্ধু পত্রিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পাঠ করলে বোঝা যায়, শিল্প বিষয়ে, পত্রিকার সংস্কার—দ্বন্দ্ব অর্থে যে সংযোগ এবং সংস্কার অর্থে যে উন্নয়নযাত্রাকে চেনায় তার পরিসরে প্রবেশ করেছে।

শিল্পের সংস্কার : বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব

অগ্রহায়ণ, ১৩১০—অর্থাৎ ১৯০৩-এ প্রকাশিত হয় কমলা। “জি.সি. বসু এন্ড কোং” থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকার বিজ্ঞাপনে লেখা হল :

ইহাতে কি থাকিবে—...আমাদের আশে পাশে ধনরত্ন কোথায় কিরূপ আছে তাহার অনুসন্ধান ও তাহা কিরূপে পাওয়া যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন জন্য, আমাদের নষ্ট শিল্পবাণিজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ...জগতের চারিদিকে কৃষি-শিল্পাদি বিষয়ে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী উদ্ভাবিত হইতেছে তাহার শিক্ষার জন্য ...কৃষীর কৃষি, শিল্পীর শিল্প, ব্যবসায়ীর ব্যবসায়, গৃহস্থের গৃহস্থালী যাহাতে সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় তাহার আলোচনার জন্য এই পত্রিকার আবির্ভাব।

এখানে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, “বৈজ্ঞানিক প্রণালী”র প্রসঙ্গ এল—যে চর্চার আবহ-ও ছিল না। এবং দ্বিতীয়ত, “গৃহস্থের গৃহস্থালী”র যে উন্নতিস্থাপন উল্লিখিত হল, এই প্রসঙ্গটিই শেষ পর্যন্ত যাত্রার বিবেকের মতো ঘুরে ফিরে আসবে, আর হয়তো, এই শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত চিন্তাচেষ্টনার অশেষ যাত্রাপথের আনন্দগানেও একরকমের শেষকথা হয়ে উঠবার একটি গড়ন নেবে।

কিন্তু তার আগে দেখা দরকার বিজ্ঞানের শিক্ষণ ও প্রয়োগের বৃত্তান্ত। কমলা-য় প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার একটি অস্বাক্ষরিত নিবন্ধ, ‘ব্যবসায়ের মূলসূত্র’তে লিখিত হল :

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ধনলাভ। ...ইহাতে জ্ঞান ও সামর্থ্য [য.] উভয়েই প্রয়োজন। ...শিক্ষা ব্যতিরেকে এই জ্ঞান বা সামর্থ্য [য.] লাভের উপায় নাই, সুতরাং শিক্ষাই ব্যবসায়ের মূল।

পৃ. ১৭

উল্লেখ্য যে এ কথা বিশেষভাবে বলবার কারণ, বাংলার জাতি-কাঠামোর সংস্কার-বন্ধতায় বৈশ্যশ্রেণির মধ্যে পঠনপাঠন সুপ্রচলিত ছিল না। আর সকলেই মনে করতে পারবেন, কৌলিক পরিচয়ে বা জীবিকায় বৈশ্য-শ্রেণির এক বৃহদংশ বিশ শতকের প্রায় উপাস্ত-দশকেও শিক্ষাকে তেমন গুরুত্ব দেননি। শিক্ষা এবং ডিগ্রিলাভ, ডিগ্রি এবং জীবিকার যে সরকারি সমীকরণ উনিশ শতকেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তার সচলতা—বাপের কারবার আছে/ নেই—এরই “আপেক্ষিকতার তত্ত্বে” পড়াশোনার

মনস্কতা তো, যাকে বলে—এই সেদিনেরও চলতি কথা। ফলত, বাণিজ্যজীবী বা বাণিজ্য-প্রত্যাশী পুরুষদের—বিশেষভাবেই পুরুষদের, কারণ মহিলাদের, ব্যবসায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ তখনও দূরের ভাবনা—সতর্ক করতে হয়েছে শিক্ষার উপযোগ বিষয়ে বা “কায়িক, মানসিক ও বাচনিক” এবং তারপরে :

...ক্রমশঃ ইংরাজের প্রসার বৃদ্ধি, আর ভারতবাসী একে একে সর্বত্র হটিয়া ...কোণঠেসা। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের সম্মান করিলে দেখিবেন ইহার কারণ—বিজ্ঞান। কেবল বিজ্ঞান এবং উৎকৃষ্টতার শিক্ষার বলেই ইংরাজ সর্বত্র জয়ী। : পূর্বোক্ত/পৃ. ১৭

এই পরিস্থিতিতে, সেই সময়কার বিজ্ঞানভাবনার প্রকৃতি ও প্রকরণে চোখ ফেরানো দরকার। উনিশ শতকেই বঙ্কিমচন্দ্রের *বিজ্ঞান-রহস্য* প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞান-প্রবন্ধ লিখছেন অক্ষয়কুমার দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ। মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠা করছেন বিজ্ঞান গবেষণার প্রতিষ্ঠান (IACS), তবু—ড. হরিশ্চন্দ্র শর্মা সম্পাদিত অণুবীক্ষণ পত্র ছাড়া বিজ্ঞান-ভাবনার তেমন কোনো সাময়িকী বেরোল কি? তাও হরিশ্চন্দ্র শর্মার পত্রিকা প্রকাশ পায় ১২৮৫ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৭৮-এ, তারপরেও *কাজের লোক* পত্রিকার গ্রন্থপরিচয় অংশে লিখতে হয় “বিশুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চার জন্য একখানি পত্রিকা বঙ্গদেশে থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।” মহেন্দ্রলালের পুত্র অমৃতলাল সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত *বিজ্ঞান* (১৯১১)-এর বিষয়গত পরিচয় রূপে লিখতে হয় : শিল্প, কৃষি ও বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। তাহলে কি বুঝতে হবে “বিশুদ্ধ” বিজ্ঞান-পত্রিকা পাঠকপ্রাপ্তির সম্ভাবনা-বঞ্চিত?

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত *ভাণ্ডার* (১৩১২/১৯০৫)-এও তো লেখা হয়েছে :

...উন্নত প্রণালীর শিল্প শিক্ষা ... উন্নত শিল্পচর্চায় অধিক দক্ষতার সহিত ... প্রতিযোগিতায় সমকক্ষতা লাভ না করিতে পারিলে, কেবল ক্ষুণ্ণের উপর স্বদেশী প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা, ... স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করা অপেক্ষাও স্বদেশী তৈয়ার করাই অধিক সমস্যার কথা হইয়াছে। স্বদেশী উৎপাদনই স্বদেশী আন্দোলনের দেহ প্রাণ ও আত্মা।

: ভারতীয় শিল্পের অবনতির কারণ/কালীচন্দ্র নাথ। চৈত্র, ১৩১৩/পৃ ৪১৯

এই উৎপাদনের প্রসঙ্গেই একবার দেখা দরকার বঙ্গভঙ্গ-স্ফাতক যে স্বদেশীয় শিল্প-উৎপাদন প্রয়াস, তার আগের পর্বের শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার মন ও মননকে। ১৯০০-তে প্রকাশিত হয় *স্বাধীন-জীবিকা* (দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ, ২য় খণ্ড, গীতা চট্টোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড/পৃ.৯) এবং ১৯০১-এ *মহাজনবন্ধু* এবং ১৯০৩-এ *বার্তা* এবং *কমলা*। সম্পাদকের নামোল্লেখহীন এই পত্রিকায় প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ ‘ব্যবসায়ের মূলসূত্র’-তেও বোঝিত হয়েছে বিজ্ঞানশিক্ষার গুরুত্বের কথা। জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখের প্রতিষ্ঠাপর্বে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব জ্ঞাপনে তেমন কোনো স্বতন্ত্র বিস্ময় বা স্বতন্ত্র গৌরব নেই। মনে রাখা দরকার, এই ১৯০৩-এই রাজশেখর বসু, বেঙ্গল কেমিক্যালস-এ যোগ দিচ্ছেন মুখ্য রসায়নবিদ-এর জীবিকায় এবং ব্রতে। *কমলা*-য় লেখা হয় :

আমাদের এ অঞ্চলে কাচের কারখানা স্থাপন করিবার উদ্যোগ দুইবার হইয়াছিল। প্রথম উদ্যোগে টিটাগড়ের পাইওনিয়র গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং। কয়েকজন বাঙ্গালী গণ্যমান্য লোক মিলিত হইয়া এই কারখানাটি স্থাপন করিয়াছিলেন ... যে সমস্ত জিনিসপত্র তৈয়ারী হইত ... বিলাতী অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে... কিন্তু দুঃখের বিষয় অকালে কারখানাটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।...

আমরা অনুসন্ধান জানিয়াছি যে কারীকরের অভাবই এই কারখানা বন্ধ হইবার একটা কারণ।
...কারখানার কর্তৃপক্ষের কারীকর তৈয়ারী করিবার জন্য পয়সা দিয়া শিক্ষামবীশ রাখিয়াছিলেন। ...
বাঙ্গালার মাটির গুণ—বাঙ্গালী বাবুরা সে পরিশ্রমে রাজী নহেন। : ১ম বর্ষ/১ম সংখ্যা ॥ পৃ. ২

আবার এরই সমান্তরালে দেখা যায়,

শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ট্রাণ্সে কয়েক বৎসর থাকিয়া কল-বলের ইঞ্জিনিয়ারিং ... শিক্ষা
করিয়া দেশে ফিরিয়া ... বাঙ্গালা অক্ষরলিখনের (Type Writer) কল প্রস্তুত করিয়াছেন।

: পূর্বোক্ত/পৃ. ৫

সমাজমনে বিজ্ঞান ও কারিগরির প্রতি আকর্ষণের একটি যাত্রাপথ এখানে স্পষ্টতা পায়। প্রথম
বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত যে সামাজিক স্থিতিবস্থার একটি গড়ন বজায় থাকলেও, বিশ্বযুদ্ধ-পর্বে এবং উত্তর-
পর্বে তা বিদ্রুত হয়। এই সময়কার সাময়িকপত্রের চরিত্র বিষয়ে, গীতা চট্টোপাধ্যায়, তাঁর বাংলা
সাময়িক পত্রিকাপঞ্জীর ২য় খণ্ডে লেখেন :

১. যুদ্ধের প্রয়োজনে সৃষ্ট কলকারখানাগুলির বিদ্যুতি, যুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় অর্থনীতির বিপর্যয়ে
ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের... অর্থনৈতিক শোষণের তীব্রতা, ভারত তথা বাংলার অর্থনীতিতে এক সুদূরপ্রসারী
পরিবর্তনের সূচনা করে। কৃষি-ভিত্তিক গ্রাম্যজীবনই ছিল যে বাংলার অর্থনৈতিক বুনিন্যাদ, সেই ভিত্তি
দুর্বল হতে থাকে। কলকারখানা ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে গড়ে ওঠা শহরের দিকে গ্রাম ছেড়ে দলে দলে
লোক কৃষি রোজগারের জন্য চলে আসতে থাকে ...। সমাজ বিপ্লবের এই পটভূমিকায় আধুনিক
জীবনযাত্রার মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী অধ্যুষিত শহরে নাগরিক সভ্যতার
গোড়াপত্তন হয়।

পৃ. ৭

২. কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি, সমবায় ভিত্তিতে কৃষিকাজ, চাষীকে প্রচলিত শোষণের হাত থেকে মুক্তির
পথ দেখানোর জন্য এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে কি ভাবে রক্ষা পাওয়া যায় ইত্যাদি প্রসঙ্গ
আলোচনার জন্য প্রকাশিত হয়েছে ... ভূমিলক্ষ্মী (১৯১৮), চাষবাস (১৯২৭), রায়ত বন্ধু (১৯২৬)
...তারকনাথ দত্ত সম্পাদিত ভাণ্ডার (১৯২৫) পত্রিকা।

পৃ. ৮

প্রথম পর্বে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় ‘বিষয়-ভিত্তিক সাময়িকী’ শীর্ষক আলোচনায় শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত
পত্রিকাগুলির আলোচনা করেছিলেন। ২য় খণ্ডে ‘আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও সাময়িকী’ শীর্ষক
আলোচনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে ‘বিজ্ঞান ও কারিগরী শিল্প সম্পর্কিত সাময়িকী’ (পৃ. ২৫)। এখানে
তিনি লিখেছেন :

বাংলার জনগণকে বিজ্ঞানের নব নব অবদান সম্পর্কে অবহিত করার জন্য, দেশবাসীকে বহুতরভাবে
বিজ্ঞানমনস্ক করার জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও কারিগরী শিল্প সম্পর্কে পত্রিকা প্রকাশের প্রয়াস
শুরু হয়।

পৃ. ২৫

এরপর ৩য় খণ্ডে, ১৯৩১-১৯৪৭ পর্যন্ত পর্বের আলোচনায় লেখেন :

১. স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে ...বাঙালীকে [য.]পরের গোলামী [য.]ছেড়ে স্বাধীনভাবে শিল্প-
ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে ফেরানোর জন্য উদ্যোগ শুরু হয়। ... স্বদেশী শিল্প গড়ে তোলা, বাঙালী
যুবকদের ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উৎসাহদান, দেশের অর্থনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণে স্বদেশবাসীকে
আহ্বান জানানো ইত্যাদি কাজে কয়েকটি পত্রিকার সূত্রপাত হয়।

পৃ. ১১

২. শিল্প-বাণিজ্য-কৃষির উন্নতি ও কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় মুসলমান সম্প্রদায়ের সংবাদ-সেবীরাও এগিয়ে
এসেছেন। ‘নয়া বাংলা’ (১৩৪০) ... এই উদ্দেশ্যে প্রচারিত। ... পরিচালনা করতেন আসরাফউদ্দীন
আহমদ চৌধুরী ও আলী আহমেদ ওলী এসলামবাদী।

পৃ. ১২

এ ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবেও বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছিল। গীতা চট্টোপাধ্যায় মুস্তাফা নূরউল ইসলাম-এর গ্রন্থসূত্রে লেখেন, মওলানা ফররোখ আহমদ নেজামপুরীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ইসলামবাদ (১৯২৮) প্রকাশ পায় “স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতায়”। তবে এই পর্বের শিল্প-বাণিজ্যের বিবরণে এবং শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত পত্রিকা-প্রকাশনায় মুসলমান এবং খ্রিস্টান সমাজের ভূমিকা ভিন্নতর সামাজিকতার পুরিসর বা সমাজ-জিজ্ঞাসার পরিসর তৈরি করে। এই সংবেদনশীল ও বিতর্কিত সমস্যার প্রেক্ষিতকে গুরুত্ব দিয়েই মনোযোগী হওয়া যেতে পারে সমকালীন বিজ্ঞানভাবনার পাঠরেখায়। অমৃতলাল সরকার সম্পাদিত বিজ্ঞান সাময়িকীর ফেব্রুয়ারি, ১৯১৪ (৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা)-য় দেখা যায় :

১. কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য সমাজনীতির আদর্শ ভারতবর্ষের পক্ষে অনুকরণীয় নহে; ইহার এক প্রধান কারণ, ভারতের জাতীয় আদর্শের ভিন্নতা। সমাজ সম্বন্ধে এ মত আমাদের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী নহে; তবে জ্ঞান ও লোকশিক্ষা সম্বন্ধে ঐ মতের উপযোগিতা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। ... বৈজ্ঞানিক নীতি কোন জাতিবিশেষের বা দেশবিশেষের নিজস্ব নহে।

২. ষাঁহারা বাম্পীয়মান, এয়ারোপ্লেন প্রভৃতির আবিষ্কারকেই বৈজ্ঞানিকের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের বুঝিতে বাকী আছে ...। অনেকের ধারণা বৈজ্ঞানিক কেবল মানবের ঐহিক সুখবৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট, তাঁহাদের অন্য উদ্দেশ্য নাই। ইহাদের বুঝিতে হইবে যে মানবের সুখবর্ধন ... গৌণ উদ্দেশ্যমাত্র। মুখ্য উদ্দেশ্য ... সত্যের আবিষ্কার; সত্যের ভগবৎপ্রাপ্তির চেষ্টা।

: ‘ভারতবর্ষের চক্ষে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা’/নির্মলকুমার সেন॥ পৃ.৪১-৪৫

বিজ্ঞানকে বা বিজ্ঞানচর্চাকে সামাজিক প্রথাপ্রচল চিন্তাভাবনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে হচ্ছে। কিন্তু ৩য় বর্ষে পৌছেও একথা বলতে হবে কেন? এর উত্তর—খুব জটিল নয়, নিতান্তই সরল। আর সরল বলেই মানুষের মনের ওপর তার চেপে বসে থাকার ক্ষমতা বেশি। যুক্তি-বিবর্জিত ভগবৎ-সাধনা বা সেই বিখ্যাত আধ্যাত্মিকতার নিরাপত্তা ছেড়ে একটি পদ্ধতিসম্মত জ্ঞানশৃঙ্খলাকে আত্মস্থ করা, বিনাভাষ্যে—দুরূহ। আর ব্রিটিশ বণিকরাড়ের আওতায় থেকে, তাঁদেরই বিভিন্ন “হৌসে” চাকরি করার সুবাদে অন্তত, এটুকু তখন স্পষ্ট যে, এ যুগে, বাণিজ্যযাত্রা মানে, সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি/বসিয়ে হাজার দাঁড়ি-র সে ভাসমানতা নয়। সেখানে প্রয়োজন—একদিকে প্রযুক্তি আর প্রয়োগবিদ্যার কুশলতা, অন্যদিকে বাজারের সম্ভার আর অন্তর্বর্তী পরিবর্তনের ধারাকে প্রতিনিয়ত পাঠ করবার সতর্ক ও সচাতুর্য দৃষ্টি।

মনে করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের ‘মণিহার’ গল্পের, ব্যবসায় মার খাওয়া ফণীভূষণকে। রবীন্দ্রনাথ তো দেখেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সেই বাণিজ্যবৃত্তে লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত। কিন্তু বিজ্ঞানশিক্ষার আয়াস তখনো সমাজমনের পাথরবাধায় অনড়। উনিশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে যেমন একজন অক্ষয়কুমার দত্ত উদিত হয়েছিলেন, একজন বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞান-রহস্য নামের একটি বই লিখেছিলেন, তেমনি এটাও দেখার যে, একজন অক্ষয়কুমার বা একজন বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ভব নিঃসঙ্গতায় আনুভূমিক ব্যাপ্তিতে প্রত্যাশিত গতি আসেনি। আর তার প্রধানতম কারণ সেই ব্রাহ্মণ্যশাসিত ধর্মচারতত্ত্ব। সেখানে বিজ্ঞানশিক্ষার অর্থ নাস্তিকতা। পুনর্বীর বিজ্ঞান পত্রিকার শরণ নেওয়া যেতে পারে। শরৎচন্দ্র রায়, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, ‘বৈজ্ঞানিক’ প্রবন্ধে লেখেন :

বৈজ্ঞানিকের ধর্মে “গোঁড়ামীর” [য.] একান্ত অভাব। বরং তাঁহার ধর্ম অনেকটা নাস্তিকের ধর্মের ন্যায়।

এই কথার পরেই তাঁকে সামলে নিয়ে লিখতে হয় :

নাস্তিকের ধর্মে বিপ্লব নাই, শান্তিও নাই বিশ্বাস নাই, কার্যও নাই।...নাস্তিকের কিছুই নাই। বৈজ্ঞানিক একটা অস্পষ্ট কিছু দেখিতে পান...।

এবং শেষত লেখেন :

মোটের উপর বৈজ্ঞানিকের ধর্ম আন্তিকতা ও নাস্তিকতা সংমিশ্রিত। কিন্তু ইহাতে আন্তিকের কঠোরতা নাই, প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে উপেক্ষা নাই...অথচ নাস্তিকের অশান্তি নাই, সংশয় নাই। বৈজ্ঞানিকের ধর্ম প্রশান্ত। তিনি এরূপও বলিতে পারেন—

My religion is religion of love for all mankind, for all animals, plants, living organisms—for all the world in general.

৩য় বর্ষ/দ্বিতীয় সংখ্যা।। ২.৪৮-৯

কিন্তু কেন লিখতে হয় এ-সব? আর এখান থেকেই স্পষ্ট হতে থাকে কেন একটি জনপদের মানুষ, আর্থিক বৃত্তে ক্রমাগত পরনির্ভরতাকেই আশ্রয় করতে চান। কারণ, প্রথমত, বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবহারিক সমাদর তখনো অচিহ্নিত; দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানশিক্ষা সম্প্রসারিত হলেও, বিজ্ঞান-আত্মীকৃত দৃষ্টির সম্প্রসার, আজও ঘটেনি। এই অবস্থায় বাগিছা অংশ নেওয়ার পরিবর্তে এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে শিল্প-বাগিছার পত্রিকা সহজতর। এমন এক মানসিকতার বিন্যাস যে ছিল না, এমন নয়। তবে তার বিপরীতবৃত্তও ছিল—যাঁরা শিল্প-বাগিছা প্রয়াসকে উৎসাহ দিতে, স্বাগত জানাতে এবং সমৃদ্ধ করবার ব্রত নিয়ে, শিল্প-বাগিছার সংস্কার-সচেতনতার পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। আর সেই পত্রিকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি স্থান নিয়েছে, তার নিজস্ব গুরুত্ব। কখনো বিজ্ঞান-চর্চার যে সম্প্রসার বাগিছাকে এগিয়ে দেবে, তার চিন্তায়, কখনো বা বিজ্ঞান-সংবাদের উপস্থাপনায়, যা পালন করবে, দেশীয় ব্যবসায়ীর উন্নয়নপ্রয়াসের ভাবনাকে, পশ্চিম আবিষ্কারের প্রয়োগের সাফল্যে সম্মিলিত বা উৎসাহিত করবার দায়িত্ব।

বিজ্ঞানের সংস্কার : সমাজের দ্বন্দ্ব

কিন্তু এই সংস্কার-এর বা সংস্কারবদ্ধতার নাগপাশে একটি গতিশীল সমাজ কখনোই নিজেকে আটকে রাখতে পারে না। বিশেষ করে যে দেশের প্রশাসন বা অর্থনীতি স্বনিয়ন্ত্রিত নয়। কিন্তু পরদেশি শাসকের প্রযুক্তিবীক্ষার চাপে-তাপে নিয়ন্ত্রিত সমাজ নিজের অগোচরেই যে পণ্যপৃথিবীতে প্রবেশ করে, সেখানে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অনিবার্যতা নিয়ে আর বিতর্কের বা বিতর্ক-বিলাসের পরিসর থাকে না। জীবনযাত্রার নিত্যযাত্রা যখন ক্রমশ পণ্য-প্রধান ও পণ্য-প্রাগতিক—তখন তার করণ আর অনুকরণ—শিশুর খেলনা থেকে মৃত্যুপথযাত্রীর অস্তিমবাসনা পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়ে গেলে, ‘সংস্কার’—prejudice-এর কাঠামো ভেঙে উত্তীর্ণ হয় ‘reformation’-এর অর্থান্তরে। আর সমাজেও সেই অর্থান্তর-এর দ-এ পড়েই পৌঁছে যায় প্রযুক্তির ব্যবহারিকতায়।

সুতরাং যা ছিল ব্যক্তি বিশেষের একক উৎসাহবৃত্ত বা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের চর্চার যাত্রা, তা একটি সামাজিক গতিশীলতার বৃত্তান্তকে অর্জন করে। এইখানেই আনুভূমিক বিস্তারের আশা-দুরাশার সংরাগ আর জ্ঞানচর্চার বিশুদ্ধিতে থমকে দাঁড়ায় না। বিজ্ঞানের দীক্ষা আর তার সামাজিক সঞ্চার, একটি ভিন্নতর বাগিছিক কূটপ্রশ্নেরও সঞ্চার ঘটায়—উদ্ভাবিত “জ্ঞান-শস্য”

তথা করণ-কৌশল কতটা উন্মোচিত করা হবে?

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনা-পর্বের ভাণ্ডার-এ প্রমোত্তর বিভাগ-এ এই জিজ্ঞাসাটি জাগিয়েছিলেন সম্পাদক—“শিল্পপ্রদর্শনী বা মেলাদ্বারা আমাদের কিরূপ উপকার সাধিত হয় এবং উহাদ্বারা আমরা কি শিক্ষালাভ করিতে পারি?” (২য় বর্ষ, ৮ম-৯ম সংখ্যা/পৌষ, ১৩১৩, পৃ.৩৪১)—ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় স্বাভাবিক সহৃদয় সামাজিকতায় লিখেছিলেন :

প্রদর্শনীই শিল্পিগণকে উৎসাহিত এবং তাহাদিগকে তাহাতে অধিকতর শিক্ষিত করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।...ব্যক্তিবিশেষের শিল্পচতুরতা অন্যান্য শিল্পীর জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি করিয়া দেয় এবং তাহাতে উৎকৃষ্ট শিল্পকলার আধিক্য হইয়া পড়ে। (পৃ.৩৪১)

তিনি ভুল কিছু লেখেননি। কেবলমাত্র তাঁরই বাক্যবন্ধের একটি সূত্রের ভিন্নতর প্রয়োগসম্ভাব্যতা বোধহয় ভাবেননি। যা, মাঘ, ১৩১৩ সংখ্যায় স্পষ্ট করলেন, যামিনীকান্ত সেন। তা, ওই শিল্পচতুরতার আরেক দিক — অর্থাৎ কেবলমাত্র, চর্চা নয়, মন্ত্রগুপ্তির শপথরক্ষার রণকৌশল এবং প্রতিযোগিতার মনস্কতা তথা পেশাদারি মনোভাব যে কতটা প্রয়োজন, তার পরিচয় এখানে, সম্ভবত প্রথম, উদ্ভাসিত হল।

বিশেষ করে নীলকণ্ঠ ওয়াগলের প্রসঙ্গ বা দৃষ্টান্তটি খুবই তাৎপর্যবহ। আর এই শিল্প-যাত্রী বিজ্ঞানমনস্কতার প্রত্যাশিত লক্ষ্যভেদ বা সার্থকতার সংবাদ-এও কিন্তু সেই মন্ত্রগুপ্তির ইশারাই লক্ষিত হয়। কমলা পত্রিকার ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ, ১৩১০), ঐর প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছিল :

শ্রীযুক্ত এন, বি, ওয়াগলে একজন উদ্যমশীল মহারাত্রী যুবক। ইনি কাচ প্রস্তুত প্রশালী শিবিবার জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন এবং কয় বৎসর সেখানে থাকিয়া সিঙ্কিলাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। (পৃ.২)

এবং তারপর—

বাবু দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাচীন ইঞ্জিনিয়ার...বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার বুদ্ধিশক্তি ও শ্রমশীলতা অক্ষুণ্ণ আছে। ইনি বহুদিনের পরিশ্রমের পর একটি কাপড়ের টানার কল প্রস্তুত করিয়াছেন এবং পেটেন্ট করিবার জন্য...আবেদন পেস করিয়াছেন। পেটেন্ট পাইলে আমরা কলটির নকসা ও বিবরণ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। (পৃ.৫)

প্রথম বর্ষ ১০ম সংখ্যায়, ভাদ্র, ১৩১১-তে পেটেন্ট পাওয়ার সংবাদ পরিবেশিত হয় দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়-এর নিবন্ধ ‘কাপড় বুনিবার নূতন কল’(পৃ.৪৭৬)-এ। মনে করা যেতেই পারে ননী ভৌমিক-এর ধুলোমাটি উপন্যাসের সেই রামচন্দ্রবাবুর কথা, যিনি বিভিন্ন যন্ত্র-আবিষ্কারের ও তার প্রস্তুতির জন্য স্বপ্ন দেখেন, উদ্যোগ নেন। কিন্তু তাঁর পুত্রে কি সঞ্চারিত হয় সেই স্বপ্নকে পরিপূরণের কোনো উদ্যোগ, একটি নিশ্চিত গার্হস্থ্যের প্রাপ্তি আর সংরক্ষণ কি হারিয়ে যায়, এক প্রজন্মের আশা-উদ্যম?

সমাজমনের এই অনড়তাই কি শেষ সত্য? যে-কারণে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, এই ভাদ্র সংখ্যাতেই লেখেন ‘কন্যা বিবাহের সদুপায়’—শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার মোক্ষম সামাজিক উপযোগবৃত্ত। — কমলা পত্রিকার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে, পত্রিকার চরিত্র আর সমাজচরিত্রের যুথযাত্রাকে একটু মিলিয়ে নেওয়ার জন্য।

কমলা : নির্বাচিত পাঠ

পৃ. ২৮-২৯ অল্প মূলধনে ব্যবসায়

আমরা অদ্য যে ব্যবসায়ের উল্লেখ করিতেছি, তাহা দ্বারা অনেকগুলি কার্য সাধিত হইবে এমন আশা করা যাইতে পারে।

- ১। ইহাতে কাহারও বিশেষ মূলধন লাগিবে না।
- ২। ইহাতে টাকা না দিয়াও ব্যবসায়ে কিসে লাভ কিসে লোকসান তদ্বিষয়ে একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন।
- ৩। এই ব্যবসায়ে লাভ নিশ্চিত।
- ৪। এই ব্যবসায়ের লাভ হইতে ভবিষ্যতে অনেক বৃহৎ কল কারখানা ইত্যাদি করা যাইতে পারে।...

কি ব্যবসায়?

মনে করুন, আমরা ২০০ জনে যদি আমাদের সংসার খরচের টাকা একত্র করিয়া একজনের নিকট সংগ্রহ করি, তবে প্রত্যেকের গড়ে মাসিক খরচ ২০ টাকা ধরিলে ৪ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে পার [য.] যায়। এই টাকায় আমরা খুজরা [য] দোকানদারের নিকট দ্রব্যাদি না কিনিয়া পাইকারী মহাজনের নিকট দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া একস্থানে রাখিলাম।...

তাহার পর এই গৃহীত দ্রব্য হইতে আমাদের মাসিক খরচের সামগ্রী আমরা প্রত্যহ বা ২।৪ দিন অন্তর লইতে লাগিলাম এবং...বিক্রয় করিতে লাগিলাম। বলাবাহুল্য যে খুজরা দোকানে দ্রব্য খরিদ করিতে যে মূল্য দিতে হইত, আমরাও নগদ সেই মূল্য দিলাম। তাহাতে আমরা—

- (১) পুরা ওজনের দ্রব্য পাইলাম।
- (২) বিশুদ্ধ দ্রব্য পাইলাম।
- (৩) কোন কোন দোকানদার যেরূপ প্রতারণা করে তাহা হইতে বাঁচিলাম।
- (৪) ২ আর্থিক লাভ ক্রিপ করিলাম। তাহাও দেখুন—

গৃহস্থলোকে যে সার্ট বা পিরাণ ১ টাকা ২ আনা বা ১ টাকা ৪ আনা মূল্যে খরিদ করেন, তাহা একত্রে বেশী পরিমাণ প্রস্তুত করিলে এইরূপ খরচ পড়ে : —

হৌস হইতে ১ বাস্ক লংক্রুথের মূল্য (৩৬ থানে ৫৫০টা কামিজ হয়)	২৮৮
তাহা সেলাই করার মজুরী	১৪০
কাফ ও কালারের ডক	২০
৫৫০টা কামিজের খোলাই খর্চ	২০
	৪৬৮

৫৫০টা কামিজের বাজার দর—

১২০ হিসেবে	৬১৮
	১৫০

যখন ৪৬৮ টাকার দ্রব্যে ১৫০ টাকা লাভ করা যাইতে পারে তখন শতকরা ৩ টাকারও বেশী লাভ।...

যে ব্যবসায়ের কথা বলিলাম তাহাকে কো-অপারেটিভ সোসাইটি বলে। প্রায় ৫০

বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের অন্তর্গত রকডেল নামক ক্ষুদ্র নগরে Rochdale Pioneers Society নামে একটি ক্ষুদ্র সমিতি স্থাপিত হয়। সেই সোসাইটি অতি সামান্য ভাবে কার্য আরম্ভ করিয়া শেষে বিস্তৃত কল কারখানা পর্যন্ত স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মহাত্মা ফসেট কৃত অর্থনীতি পুস্তকে এই সোসাইটির বিস্তৃত বিবরণ আছে।...

আমাদের পূর্বে যে কয়েকটি জ্বইন্ট স্টক কোং হইয়াছিল, তাহাতে জামিন লওয়ার রীতি ছিল না এবং ডিরেক্টরেরা মনোযোগ না করায় তাহাতে লোকসান হইয়াছিল। সে প্রকার পুনরায় না হয় তদ্বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

কমলা || ১:১০ || ভাদ্র, ১৩১৩

কন্যা বিবাহের সদুপায়

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা

...ইংলণ্ডের শাসনাধীনে আসিয়া, আমাদের দেশীয় সমাজের কোন ক্ষতি হয় নাই সত্য, বরং আমরা উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইতেছিলাম কিন্তু ইয়ুরোপীয় যন্ত্র-জ্ঞাত...শিল্পদ্রব্য অধিক পরিমাণে এদেশে আমদানী হইতে থাকায়, ক্রমেই দেশীয় শিল্প নষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে...।...

নানাপ্রকার শিল্পকার্যের অভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের কষ্টও কম নহে। যাঁহাদের পরিবার প্রতিপালনোপযোগী ৫০/৬০ বা দুই এক শত বিঘা জমি ছিল, তাহাও ক্রমে অন্তর্হিত হইয়াছে। শিল্পবৃদ্ধি তো কাহারই নাই।...

...বাজারে একটি বি, এ পাশ পাত্র উপস্থিত; তাঁহার পিতা রেলির বাজার সরকার, সুতরাং অম্লের কিশিণ্মাত্র ব্যবস্থা আছে। এই সম্ভান পাইয়াই, তিন জন জমিদার, দুই জন সবজ্ঞ, দুইজন ডেপুটি, তিন জন জেলার উকীল, দশ জন কেরানী, তাহার ক্রেতা উপস্থিত। তখন একটা ভারী রকমের নিলামডাক আরম্ভ হইল। ...জজের উকীলের জয় হইল; কিন্তু তাঁহার কন্যাটি একটু কুরূপা বলিয়া একজন কেরানীবাবুর কন্যা পাত্রের মাতার মনস্থ হইল কিন্তু উকীলের প্রস্তাবিত নিলামের ডাক তাঁহাকে দিতে হইবে। ...কেরানীবাবুর সবই গেল;...পাত্রমহাশয় কিছুকাল জজের কাছারী যাতায়াত করিয়া শেষ কেরানীগিরিরই আশ্রয় লইলেন।...

সমিতি Association

- ১। যে শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থাজন্য যুরোপ ও আমেরিকার কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে...প্রচুর অর্থ না থাকিলেও পরস্পরের সাহায্যে আমরা তাহা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিব।...
- ২। এই সমিতি Indian Company's Act মতে রেজেক্টরী করিয়া Joint Stock Company বা যৌথ কারবারের ন্যায় ব্যবসায়ীভাবে ইহার কার্য চলা উচিত। ...
- ৫। এই সমিতির মূলধন দুই লক্ষ টাকা হইবে। প্রত্যেক অংশীদার একশত টাকা করিয়া ২০০০ জন অংশীদের ...দিবেন।

একশত টাকায় কন্যার বিবাহ।

- ৬। যিনি এই একশতমাত্র টাকা দিবেন তাঁহাকে কন্যার বিবাহে আর কিছু খরচ করিতে হইবে না। অথচ তিনি সৎপাত্রের কন্যাদান করিতে পারিবেন। তবে ইচ্ছা করিয়া কিছু দিলে দিতে পারিবেন।...
- ৮। ...প্রত্যেক ছাত্র যিনি এই সমিতির কারখানা বা বিদ্যালয়ে বা সাহায্যে শিক্ষালাভ করিবেন তাঁহাকে এই সর্শ্রে এগ্রিমেন্ট করিতে হইবে, যে সমিতির কোন অংশীদারের কন্যাকে বিবাহ করিতে গেলে তিনি কোন টাকা দাবী করিতে পারিবেন না। ঐ অংশীদার ইচ্ছা করিয়া যাহা দিবেন তাহাই লইতে হইবে। অপর কাহারও কন্যা বিবাহ করিলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ সমিতিতে তাহার জন্য ব্যয়িত অর্থ প্রত্যাপণ করিতে হইবে।

কমলা ॥ ১:১১ ॥ আশ্বিন

গোরক্ষপুরে কায়স্থ ট্রেডিং ও ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন নামে একটি যৌথ কারবার আছে। ইহা টাকার লেনদেন ও অন্যরূপ কারবার করিয়া থাকেন। এই কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ যে ছয়মাসে ১০৯৪১ টাকা লাভ হইয়াছে। ইহা হইতে অংশীদারদিগকে শতকরা ১২২ টাকার হিসাবে ৮৪০০ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হইবে, ২০০০ টাকা গচ্ছিত হিসাবে জমা রাখা হইবে। ৫০০০ টাকা অন্যান্য ব্যয় মিটাইবার জন্য জমা থাকিবে। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের দ্বারা ব্যবসায়ের যেমন সাহায্য হয়, তেমনি যাহারা ইহাতে মূলধন নিয়োগ করেন তাঁহারাও লাভবান হন।

পৃ. ৪৮২

কার্তিক ১৩১১ ॥ পৃ ৫৩৩

এদেশে সূর্যমুখী ফুলের সৌন্দর্য্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে কেহ ইহা আদর করেন না। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় অন্যান্য ফসলের মত ইহার আবাদ হইতেছে। কৃষিয়ার লোকে সূর্যমুখী ফুলের বীজ ভূট্টা প্রভৃতির মত খাইয়া থাকে এবং তাহা হইতে তৈল বাহির করে। এই তৈল দেখিতে ঠিক অলিভ তৈলের ন্যায়, ইহার খেল গো মহিষাদির পক্ষে বড় পুষ্টিকারক ও সুমিষ্ট বলিয়া তাহা তৃপ্তি পূর্ব্বক উহা খায়। পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, সূর্যমুখী ফুলের বীজে ভূট্টা মটর প্রভৃতি শস্যাপেক্ষা চতুর্গুণ তৈলাক্ত পদার্থ আছে।...সূর্যমুখীর আবাদে ব্যবসা চলিতে পারে কি না তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। সূর্যমুখীর আরেকটা গুণ প্রকাশিত হইয়াছে। কমলা লেবুর বাগানের সম্মুখে এবং নূতন কমলা লেবুর বাগানের মধ্যে রোপণ করিলে লেবু ও লেবুর গাছ পোকা ধরা হইতে রক্ষা পায়।

পৃ ৫৩২

এদেশে লক্ষ লক্ষ মণ চা উৎপন্ন হয়। এই সকল চা সীসার পাত্রে আবৃত করিয়া বাস্তবন্দী করা হইয়া থাকে। এই পাত্রে সীসা বিলাত হইতে আমদানী হয়। সম্প্রতি কলিকাতায় অস্ট্রেলিয়াস স্টিল কোম্পানি এদেশে পাত্রে সীসা তৈয়ার করিবার জন্য কলিকাতার সম্মুখে কামারহাটিতে একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। ইহারা অস্ট্রেলিয়া হইতে সীসা আমদানী করিয়া এখানে পাত্রে তৈয়ার করিবেন। এই কারখানা যে লাভজনক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।...ভারতবর্ষে অনেক

সীসের খনি আছে। এই সীসা রপ্তানি করা অপেক্ষা তাহাতে চা মুড়িবার পাত তৈয়ার করিলে লাভ হইতে পারে। এইরূপ কার্যে নিযুক্ত হইবার উদ্যোগী লোক কি দেশে আছেন?

তাহলে শিল্প-বাণিজ্য একটি বিশেষ চর্চা হয়ে সামাজিক সম্ভাবনার গতিমুখ হয়ে উঠছে, না-কি শুধুই ব্যক্তিগত সেই উল্লস-সিদ্ধির আয়ের আয়োজন? কারণ, মনে রাখা দরকার ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ, সেই সামাজিক সংকটের বা সামাজিক অপমানের এক চরম চেহারা, যা, ব্রিটিশ অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করবার পরিকল্পনায় আর্থিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জনের তথা বিকল্প দেশজ অর্থনীতি-সংগঠনের একটি লক্ষ্য বা স্বপ্নে বা লক্ষ্যের স্বপ্নে অন্তর্ভুক্ত পৌঁছেছিল। কিন্তু তারপরেও তো ১৯১১-য় প্রকাশিত ব্যবসায়ী পত্রিকায় লেখা হয় :

আমাদের দেশে গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি বা চলিতকথায় কোম্পানির কাগজ প্রচলিত আছে। শতকরা বার্ষিক সাড়ে তিন টাকা লাভে লোকে কোম্পানির কাগজ কিনিয়া রাখে।

...ভারতীয় গভর্ণমেন্ট কাহারও নিকট হইতে ঋণপত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে বাৎসরিক বা ছয় মাস অন্তর যে লাভ দিবার অঙ্গীকারপত্র দেন...। ভারতীয় গভর্ণমেন্টের উপর লোকের অগাধ বিশ্বাস। তাহার জ্ঞানে গভর্ণমেন্টকে টাকা ধার দিলে ঐ টাকার কোনও প্রকার হানির সম্ভাবনা নাই, বর্তমানেও নহে, ভবিষ্যতেও নহে।

—“ব্যবসা”/হীরালাল ঘোষাল, পৌষ ১৩১৯, পৃ ১৯

এই উদ্ধরণ বাংলার শিল্প-বাণিজ্য-ভাবনার মর্মজাত একটি দিককে চেনায়। যেখানে, শিল্প-বাণিজ্য-ভাবনার অন্যতম বাহকতার সূত্র এক ধরনের ন্যূনতম সাংসারিক নিরাপত্তা। মহাজন-বঙ্ক পত্রিকার ব্যাপ্ত প্রবাহে, শিল্প-বিকাশের পরিবেশ প্রস্তুতির কথা বারংবার বলা হয়েছে, মুদ্রিত হয়েছে দেশি ও ভিনদেশি ব্যবসায়ী ও ধনকুবেরদের প্রতিষ্ঠা ও সংগ্রামের উদ্দীপক কাহিনি। আবার, সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কাজের লোক-এ দীর্ঘ দুই দশক ধরে প্রকাশিত হয়েছে, সুবিধাজনক পদ্ধতিতে কালি, ফিনাইল, সাবান প্রস্তুতির ফর্মুলা। অর্থাৎ স্বনিযুক্তি। শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু সম্পাদিত ব্যবসা-বাণিজ্য পত্রিকাটিও বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য, যেখানে প্রচলিত ও অপ্রচলিত অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথমভাগের সাপেক্ষে অপ্রচলিত শিল্প প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাণিজ্যভাবনা আর পত্রিকার শিল্পের সংযোগ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ, শিল্প-উদ্যোগ আর বাণিজ্য বিস্তারের যে মধ্যবর্তী পথটি বঙ্গে সুবিস্তৃত, তা হল বিপণনজীবিতা। আর এই বিপণনজীবী সম্প্রদায়ও তাঁদের পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, পণ্যচক্র।

আর এই বয়ানটি, বাংলার শিল্প-বাণিজ্য পত্রিকার প্রবণতার একটি রেখাচিত্রই মাত্র এখানে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করল, কারণ, সমসাময়িক অপরাপর পত্রিকার বাণিজ্যভাবনা বাদে তা অসম্পূর্ণই থেকে যায়। আর পাঠকের দ্বিধাও ক্রমশ বাড়তে থাকে, কারণ, বাণিজ্যের পত্রিকা কতটা বাণিজ্যপ্রসারের ইতিবাচকতার নির্দেশক আর কতটা “পত্রিকা” প্রকাশের তথা সাহিত্য-সংশ্লিষ্টতার পুলক তার ভাব আর ভাবনার দ্বন্দ্বও বাড়তে থাকে। তা সংস্কারের দ্বন্দ্ব না দ্বন্দ্বের সংস্কার, সে সংশয়ও হয়ে ওঠে অফুরান।

শতাব্দির দ্বাদশবর্ষ : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

প্রভাতকুমার দাস

‘এক দিকে ইংরাজি সাহিত্যের এবং অন্য দিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বন পূর্বক বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধন’-কে উদ্দেশ্য করে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুলাই কলকাতার শোভাবাজারে ২/২ রাজা নবকৃষ্ণ স্ত্রীটে, মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাড়িতে বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। একাডেমির অনুষ্ঠিত অধিবেশনগুলির কার্যবিবরণ মুদ্রিত হত যে মুখপত্রে, সেটির নাম *দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার*, আগস্ট ১৮৯৩ থেকে প্রকাশিত হয়। একাডেমির সম্পাদক ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী এই মাসিক পত্রিকার প্রকাশক। পত্রিকায় একাডেমির সংবাদ ও অধিবেশনসমূহের কার্যবিবরণ ছাড়াও তাঁদের সভায় পঠিত সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ ও আলোচনা, সমসাময়িক বাঙ্গালা গ্রন্থাদির সমালোচনা, প্রতি মাসের সাময়িক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণাদি প্রকাশিত হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একাডেমির সাধারণ ও বিশিষ্ট সদস্যগণ যেমন এই পত্রিকা বিনামূল্যে পেতেন তেমন বিভিন্ন কলেজ ও সাধারণ পাঠাগারে সেটি সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে পাঠানো হত। এছাড়া বিলাতে কয়েক খণ্ড এবং বাংলা ও বাংলার বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকদের কাছেও সেটি উপহার পাঠানো হত। যাঁরা একাডেমির সদস্য নন, পত্রিকাটি তাঁরা সংগ্রহ করতে চাইলে, প্রতি সংখ্যা তিন আনা অথবা ষাণ্মাষিক এক টাকা, বার্ষিক দু-টাকার বিনিময়ে কিনতে পারতেন।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার-এর প্রতিশব্দ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নামটি গৃহীত হয়। সেজন্য, তাঁদের মুখপত্রের প্রথম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা (১৭ মার্চ ১৮৯৪ শনিবার ৫ চৈত্র ১৩০০) থেকে — *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ*। The Bengal Academy of Literature যুগ্ম শিরোনাম মুদ্রিত হয়। ইতিপূর্বে ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ (১৯ ভাদ্র ১৩০০ রবিবার জন্মাষ্টমী) তারিখে অনুষ্ঠিত সপ্তম অধিবেশনে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রস্তাব করেছিলেন, সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বাঙালি লেখকদের ইংরেজি ও বাংলা প্রবন্ধ সম্বন্ধে একাডেমির মুখপত্রে প্রতি সংখ্যায় আলোচনার জন্য কিছু স্থান নির্দিষ্ট করার। সর্বসম্মতভাবে গৃহীত সেই প্রস্তাব ‘লিটারেচার অব দি মাস্’ শিরোনামে সপ্তম সংখ্যা (৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ শুক্রবার ২৮ মাঘ ১৩০০) থেকে কার্যকর হয়। আলোচ্য স্তম্ভে *দি ইন্ডিয়ান নেশান*, *দাসী*, *কল্প*, *ভারতী*, *জন্মভূমি*, *অনুসন্ধান*, *দি ইন্ডিয়ান এন্টিকুইটি* (লঙ্কো), *সাহিত্য*, *ভারতবর্ষ*, *হিন্দুসুহাদ*, *নব্যভারত*, *সুচিন্তা*, *সাধনা*, *খ্রীষ্টীয় বাঙ্গাব প্রভৃতি* সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় সাধনা-য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'কর্তব্যনীতি', 'বিনি পয়সার ভোজ' ও 'ইংরাজের অভিধা' শীর্ষক রচনার সমালোচনা মুদ্রিত হয়। এ ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পরিষদের কাজকর্মে বাংলা ভাষার প্রাধান্য সহজ মনে মনে নিতে পারেননি এল. লিওটার্ড, যে জন্য তিনি সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করার ইচ্ছা জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন। সে পত্র বঙ্গাব্দ ১৩০১-এর ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও গৃহীত হয়।

১৩০১ বঙ্গাব্দের নবনির্বাচিত যুগ্ম সম্পাদক শরচ্চন্দ্র দাস ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কার্যবিবরণ লেখার এবং পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পাওয়ার পর ১৭ জুন ১৮৯৪ (৪ আষাঢ় ১৩০১) তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণ বাংলাতেই লেখার সূচনা করেন বিবরণ খাতায়। দ্বিতীয় অধিবেশন হিসেবে লিপিবদ্ধ এই কার্যবিবরণ দশম (১০ মে ১৮৯৪ ২৮ বৈশাখ ১৩০১) এবং একাদশ (৯ জুন ১৮৯৪ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১) সংখ্যায় প্রকাশিত হয় যদিও শেষোক্ত সংখ্যায় সেটি Twenty-ninth Meeting May 27th 1894 রূপে মুদ্রিত হয়েছিল।

১৭ জুন ১৮৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় যে দুটি সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার একটি হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অন্যতর সহ-সভাপতি পদে নির্বাচন এবং পত্রিকা সম্পাদকের নতুন পদ সৃষ্টি করে রজ্জুনীকান্ত শুগুকে সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা-র দায়িত্ব অর্পণ। কার্যবিবরণে আলোচ্য পত্রিকার বিষয়ে যে-সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ক্রমিক সংখ্যা সহ সেগুলি হল:

- ৮ কার্যনির্বাহক-সমিতি সমালোচনার্থ গ্রন্থাদি গ্রহণ করিয়া সভ্যদিগের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমালোচনার ভার দিবেন, এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে পরিষদের পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন। সমালোচনা সভ্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তাহা পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।
- ৯ পরিষদের পত্রিকা তিন মাস অন্তর বাহির হইবে। পত্রিকাতে পরিষদের কার্যবিবরণ, গ্রন্থ সমালোচনা এবং সারবান্ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে। কার্যনির্বাহক সভা পত্রিকার তত্ত্বাবধান করিবেন এবং ইহার একজন সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন।
- ১০ কার্যনির্বাহক সমিতি পূর্বোক্তরূপ সমালোচনা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা ভিন্ন সভ্যদিগের কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা-প্রসূত এবং বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদি গ্রহণ করিয়া পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করিবে, এবং অনুমোদিত হইলে পর তাহা পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

- (১) কাব্য।
- (২) উপন্যাস।
- (৩) নাটক।
- (৪) ধর্ম ও দর্শনসংক্রান্ত বিষয়।
- (৫) বাঙ্গালা-গ্রন্থকারদিগের জীবনী।
- (৬) প্রত্নতত্ত্ব।
- (৭) ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক আখ্যায়িকা।

- ১২ পরিষদের পত্রিকা সভ্যেরা বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। অপরে বাৎসরিক তিন টাকা মূল্য দিলে পাইবেন।

আলোচ্য বিবরণে ১১ সংখ্যক সিদ্ধান্তটি পত্রিকার বিষয়ে না হলেও পরিষদের প্রকাশন বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত—সেটিও ধীরে ধীরে পত্রিকার বিষয়সূচির সঙ্গে অনেকাংশে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন:

১১ পরিষদ নিম্নলিখিত প্রকারের গ্রন্থ মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করিবার ভার লইবেন।

- (১) সারগর্ভ প্রাচীন পুঁথি ও প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পুনর্মুদ্রণ ও প্রকাশ।
- (২) বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসালোচনা।
- (৩) বাঙ্গালাভাষার একখানি প্রণালীবদ্ধ বিস্তৃত অভিধান।
- (৪) বাঙ্গালাভাষার একখানি প্রণালীবদ্ধ ব্যাকরণ।

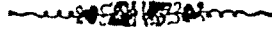
প্রথমে দ্য বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার এবং পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। দ্য বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার—এই দুই পর্বে সর্বমোট বারোটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম, চতুর্থ এবং দ্বাদশ সংখ্যা দুটি গ্রন্থাগারের সংগ্রহ থেকে দীর্ঘকাল অপহৃত হওয়ায়, ওইসব সংখ্যার প্রকাশকাল উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। গ্রন্থাগারের কার্ড-ইনডেক্সে উল্লেখ আছে শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল জুন ১৮৯৪। এই তথ্য জ্ঞাপনের পর মদনমোহন কুমার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে অনুমান করেছেন: ‘১২শ সংখ্যা মনে হয় জুনের শেষে — আষাঢ় ১৩০১ — প্রকাশিত হয়েছিল।’

এ ঘটনা বিশেষভাবে স্মার্তব্য, পরিষদের সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ দেব, অন্যান্য অনেক কাজের পাশাপাশি পত্রিকা প্রকাশের বিষয়ে প্রথম থেকেই আগ্রহ পোষণ করেছেন। এমনকী, আর্থিক দৈন্যের জন্য যাতে পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত না হয়ে যায়, সেজন্য সর্বদা তৎপর থেকেছেন।

২

নব নির্বাচিত সম্পাদক রজনীকান্ত গুপ্তর সম্পাদনায় সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা-র প্রথম ভাগ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩০১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। এই নতুন কলেবর ধারণ করার পর, দ্বিভাষিক চরিত্র বদল করে কেবল বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে থাকে। একের আট রয়্যাল আকারের পত্রিকাটির প্রথম ভাগ প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা চৌষট্টি—শুরু হয়েছিল সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত ‘বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধ দিয়ে। দ্বিতীয় রচনাটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রদত্ত সমাবর্তন ভাষণ, তৃতীয়টি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত ‘প্রাচীন সাহিত্যালোচনা’। পরবর্তী নিবন্ধ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত ‘জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যিকতা কি?’, বাকি অংশে দুটি পৃথক বিভাগের প্রথমটি ‘সাময়িক প্রসঙ্গ’ দ্বিতীয়টি কার্যবিবরণ ও সভাগণের তালিকা। পত্রিকাটি প্রকাশের পর, পাঠকদের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল তা খুব কিছু জানা না গেলেও, নিত্যকৃষ্ণ বসু পত্রিকার বিষয়ে তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন: ‘দেশের প্রায় সমস্ত সাহিত্যসেবী পরিষদের সভ্য। সেই হিসাবে পত্রিকাখানা যেরূপ হওয়া উচিত, তাহা হয় নাই, এই কথাই বলিতেছি। চারিটি প্রবন্ধের মধ্যে দুইটি ইতিপূর্বে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতার আকারে পাঠ করা হইয়াছিল। সে কথা প্রবন্ধের সহিত স্বীকার করা উচিত ছিল। পরিষদের পত্রিকায় এরূপ প্রকাশিতের পুনঃপ্রকাশের পরিবর্তে আমরা আসল ও খাঁটি নতুন জিনিসের আশা করিব।’ পৃথক কোনো সম্পাদকীয় রচনা প্রকাশ করে পত্রিকার উদ্দেশ্য বিষয়ে কিছু না জানানো হলেও, বোঝা যায় চেহারা-চরিত্রে ভবিষ্যতে এটিকে একটি গবেষণা পত্রিকার রূপ দেওয়াই পরিষদ-কর্তৃপক্ষের প্রধান লক্ষ্য।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা।



বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য।

আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য ও বঙ্গীয় চিন্তার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধ,—এই বিষয়ে একখানি পুস্তক লেখা যায়। আমি দুই চারিটা কথাতে এই বিষয়ে কি লিখিব? সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায় যে, তিনি আধুনিক বাঙ্গালীর চিন্তা ও কল্পনা, উদ্যম ও উন্নত আশার পূর্ণবিকাশস্থল। বঙ্গদেশের আধুনিক কল্পনা তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছে,—তিনি সেই কল্পনাকে মূর্তিমতী করিয়াছেন। বঙ্গদেশের আধুনিক চিন্তা তাঁহাকে সংগঠিত করিয়াছে,—তিনি সেই চিন্তাকে পুনরায় উদ্দীপিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের আধুনিক আশা ভরসা, উদ্যম ও উৎসাহ বঙ্কিমচন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছে,—আবার বঙ্কিমচন্দ্র সেই আশা ও উদ্যমকে জলন্ত-রূপে প্রকাশ করিয়াছেন—আবালবুদ্ধবনিতা সকল সহৃদয় বাঙ্গালীর হৃদয়ে বিস্তৃত করিয়াছেন।

বড়লোকের ইতিহাস এইরূপ। আমরা এখানে ধনবান্, উপাধিবান্ বা কেবল বিদ্যাবান্কে বড়লোক বলিতেছি না। বাঁহারা গাড়ি ষোড়ায় চড়েন, বাঁহারা অসংখ্য উপাধি ধারণ করেন, বাঁহারা বড় পদ বা মর্যাদা প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। অগতের যে সমস্ত কর্মিষ্ঠ লোক আপনাদের কর্মের অক জাতীয় ইতিহাসে অঙ্কিত করিয়াছেন,—অপ্রতিহত বল ও অপ্রতিহত ভেঙ্গে বাঁহারা সময়ের গতি চিহ্নিত করিয়াছেন,—বিদ্যাক্ষেত্রে বা যুদ্ধক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে বা কর্মক্ষেত্রে বাঁহারা স্বীয় ধীশক্তিতে সমস্ত যুগ রঞ্জিত করিয়াছেন,—আমরা সেই অগণন্য লোকের কথাই বলিতেছি। তাঁহারা নিজ সময়ের চিন্তা, উদ্যম ও উৎসাহ দ্বারা গঠিত, এবং তাঁহারা কতকটা সেই সাময়িক চিন্তা ও উদ্যমকে গঠন করেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা যে অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির হবে, তা পরিষদের ‘কার্য্যারম্ভেই নির্ণীত’ হয়েছিল। ‘কবিতা উপন্যাস ইত্যাদি তরল প্রকৃতির সাহিত্য কোনও কালে’ তাতে স্থান পাবে না— এই সূচনাকালীন সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে কী ধরনের রচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, সে বিষয়ে পরিচালন সমিতির মনোভাব প্রসঙ্গে একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন: ‘যে সকল প্রবন্ধে কোনও নূতন আবিষ্কৃত তথ্যের অথবা নূতন তত্ত্বের স্থান নাই, তাহা পরিষৎ-পত্রিকায় গৃহীত হয় না। কেবলমাত্র পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি অথবা পুরাতন কথার অনুবাদ মাত্র যতই শিক্ষাপ্রদ হউক, পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। বিষয় ও প্রবন্ধ নির্বাচন-বিষয়ে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন-সাহিত্য, গ্রাম্য-সাহিত্য, সমাজ-তত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে অথবা যে-কোনও নূতন তত্ত্ব আলোচনাযোগ্য হইবে, তাহা যতই সংক্ষিপ্ত হউক না, পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।’

পত্রিকার প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী একটি পত্রে রচনা সংগ্রহের বিষয়ে গঠনমূলক প্রস্তাব জানিয়ে লিখেছিলেন: ‘বঙ্গভাষার পুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধনই পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য। তজ্জন্য সময়ে সময়ে প্রবন্ধ ও রচনা লিখিবার জন্য এবং বঙ্কতা দিবার জন্য নূতন লেখক এবং বঙ্কাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত।’ যতীন্দ্রনাথের প্রস্তাব দ্রুত কার্যকরী করার লক্ষ্যে, একটি পুরস্কার তাঁর নামে প্রবর্তন করা হয়, তাঁরই প্রদত্ত আর্থিক অনুদানের উপর নির্ভর করে।

প্রথম পনেরো বছরে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা কী ধরনের গবেষণার কাজকে গুরুত্ব দিয়েছে সে-পরিচয় সকলের কাছে তুলে ধরার জন্য পঞ্চদশ বার্ষিক কার্যবিবরণে সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পত্রিকা-প্রচারের সার্থকতা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিমত জানাতে গিয়ে ‘জীর্ণ কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথিপত্র’ থেকে বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস উদ্ধার, পুরাতন মন্দির ও জীর্ণ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে যেসব কিংবদন্তি বিজড়িত সেগুলি সংগ্রহের বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন। মহিলা সমাজে প্রচলিত ব্রতকথা উপকথা, পূজা উৎসব ক্রীড়া, বিভিন্ন জাতি বর্ণ সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার রীতিনীতি থেকেও সামাজিক ইতিহাস সংকলনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, পুরাতন দলিল প্রভৃতি থেকে রাষ্ট্রগত ইতিহাস আবিষ্কারের পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় প্রচলিত উপভাষা এবং অপভাষা আলোচনা করে বাংলা ভাষার গঠন-প্রণালী নির্ণয়ের প্রতি মনোযোগী হতে বলেছিলেন। এসব কর্তব্য সাধনে আলোচ্য পত্রিকাই যে পরিষদের প্রধান মুখপত্র হয়ে উঠবে এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন।

পরিষদের বিরুদ্ধে, একসময় মাঝে মাঝে অনুযোগ শোনা যেত : ‘কেবল প্রাচীন সাহিত্য প্রাচীন ভাষা প্রাচীন ইতিহাসের সংকীর্ণ সীমা মধ্যেই’ আবদ্ধ হয়ে আছে। আধুনিক দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনায় উদাসীন থাকা পরিষদের উচিত নয় বলেও অনেকে মনে করতেন। পাশ্চাত্য-দেশে বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে যে সকল আলোচনা ও আবিষ্কার হচ্ছে সে সকল পরিষৎ-পত্রিকায় স্থান পাক, এও অনেকের অভিমতে ব্যক্ত হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর এ-ধরনের প্রত্যাশাকে উপেক্ষা করতে চাননি তা সত্ত্বেও তিনি মনে করতেন যেহেতু এটি একটি তত্ত্বানুসন্ধানী সভার মুখপত্র, সেজন্য তার সাহায্যে সবারকম জ্ঞান প্রচার ও শিক্ষা বিস্তার করার চেষ্টা উপযুক্ত হবে

না। এর মাধ্যমে পরিষদের কার্যধারার বিবরণ, গবেষণার ফল, অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেজন্য তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন: ‘বঙ্গদেশের যে সকল বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত স্বাধীনভাবে নূতন তত্ত্বানুসন্ধান কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন ... তাঁহারা স্বকীয় অনুসন্ধানের ফল প্রথমে মাতৃভাষার সাহায্যে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া মাতৃভাষাকে গৌরবান্বিত করুন। তাহা হইলে, তাঁহাদের নিজের দেশ নিজের ভাষা ও নিজের সাহিত্য জগতের বৈজ্ঞানিক সমাজে যশোগৌরবে অলঙ্কৃত হইবে।’ রামেন্দ্রসুন্দরের এই আহ্বান ব্যর্থ হয়নি, পত্রিকার প্রথম পঞ্চাশ বছরে যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত সূচির বিষয়-বিভাগ অনুসরণ করলেই বোঝা যাবে। বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য, অন্যান্য সাহিত্য, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান ও বিবিধ—এইসব বিভাগে পৃথক করে সূচিটি বিন্যস্ত। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে পরিভাষা সংক্রান্ত রচনার মধ্য দিয়ে পরিষদ যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন সেটি স্পষ্টত অনুভব করা যায়। রামেন্দ্রসুন্দর, অপূর্বচন্দ্র দত্ত, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায়, কালিদাস মল্লিক, হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, শশধর রায় ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ একটার পর একটা প্রবন্ধ লিখে পরিভাষা-চর্চায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-র মাধ্যমে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাংলা ভাষায় ভূগোল, গণিত, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে পারিভাষিক শব্দ প্রণয়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্তে একটি সমিতিও গঠন করা হয়।

সারদাচরণ মিত্র সভাপতির কার্যকালের শেষ বছরে তাঁর প্রদত্ত অভিভাষণে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-র বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করে বলেছিলেন: ‘গ্রন্থ প্রকাশ অপেক্ষা পত্রিকার কার্য গুরুতর। পুরাতন গ্রন্থের প্রকাশ বা অনুবাদ অপেক্ষা মৌলিক প্রবন্ধ যে অধিক আয়াস ও চিন্তাসাধ্য এবং সাহিত্যের পরিপোষক, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন; সুতরাং পত্রিকার উপর পরিষদের গৌরব বিশিষ্ট রূপে ন্যস্ত।’ এ কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন, পত্রিকার বর্তমান অবস্থাতে আকৃষ্ট হয়ে সরকার প্রতি সংখ্যা ২০০ কপি কেনার জন্য ছয়শত টাকা প্রদান করেছেন। ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, কাব্য ও বিজ্ঞান—এই পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত রচনা সমূহের উৎকর্ষ, গত আট বছরে যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে—সেসবের কৃতবিদ্য লেখকদের মধ্যে অনেকের নামোল্লেখ সহ প্রশংসাসূচক পর্যালোচনা করেন।

৩

১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২৩ জ্যৈষ্ঠ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রয়াণ পর্যন্ত যে প্রায় প্রথম পঁচিশ বছর সীমা, সেটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-র একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। রামেন্দ্রসুন্দরের অবর্তমানে বেশ কিছুদিনের জন্য পত্রিকা প্রকাশে বেশ কিছুটা অনিয়মিত ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তদানীন্তনকালে প্রদত্ত ‘সভাপতির অভিভাষণ’ পাঠ করলে পরিষৎ-পত্রিকার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের লেখকদের বিষয়ে একটা রূপরেখা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তিনি বলেছিলেন: ‘পূর্বে দেখিয়াছি, পরিষদে পড়িবার মত প্রবন্ধ পাওয়া যাইত না। প্রবন্ধের অভাবে পত্রিকাও বাহির হইত না। পরিষদের সদস্যগণ আপনাদের প্রবন্ধ অন্যত্র দিতেন—তাহাতে কাজের বড় বিশৃঙ্খলা হইত। কিন্তু এখন সৌভাগ্যক্রমে অনেক নতুন লেখক আসিয়া জুটিয়াছেন। তাহাদের লেখাও বেশ ভালো হইতেছে এবং প্রবন্ধও রীতিমত পাওয়া যাইতেছে। কবি রবীন্দ্রনাথও

পরিষদের উপযুক্ত প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা পরিষদে পাঠাইতেছেন। আমাদের পুরানো সুদক্ষ লেখকরাও প্রবন্ধ পাঠাইতেছেন।’

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ তাঁর অভিভাষণে যাঁরা প্রবীণ এবং দক্ষ লেখক তাঁদের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পূর্ণচাঁদ নাহার, শিবচন্দ্র শীল, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রয়াত দুর্জন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিনাক্ষ ভট্টাচার্যর নাম উল্লেখ করেন। এর পাশাপাশি তিনি যেসব তরুণ লেখকের সাহায্য পেয়েছেন যাঁরা ‘সকলেই পণ্ডিত এবং এক এক বিষয়ে দক্ষ বৃহস্পতি এবং খুব মন দিয়া নানা শাস্ত্রের আলোচনা’র জন্য পরিচিতি পেয়েছেন—তাঁদের কথাও বললেন। তাঁরা কেউ কেউ দেশি ও বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ ও ডক্টরেট ছাড়াও টোলের পণ্ডিত।

পরিষদের প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসারী সুদিনে এই পণ্ডিত সমাবেশ পত্রিকাকে আবার নতুন করে সঞ্জীবিত করেছিল, সে প্রসঙ্গে নিজের আনন্দ ব্যক্ত করে বলেছিলেন: ‘কতকগুলি সম্পন্ন লোক আছেন, লেখা পড়ায় তাঁহাদের খুব সখ্য এবং কতকগুলি লোক আছেন, লেখা পড়াই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাদের লেখায় আমাদের পত্রিকার খুব গৌরব হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।’ এরপর শ্রীমান সন্ধ্যোদনে সংক্ষেপে যাঁদের বিষয়ে পরিচিতি দিগেছিলেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে: একেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, নরেন্দ্রনাথ লাহা, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, গণপতি সরকার, সত্যচরণ লাহা, মণীন্দ্রমোহন বসু, রমেশ বসু, বিভূতিভূষণ দত্ত, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে ঋগেন্দ্রনাথ মিত্রের পরে সুনীতিকুমার, নরেন্দ্রনাথ, চিন্তাহরণ পত্রিকার অধ্যক্ষতার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

১৩৪২ বঙ্গাব্দে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী অধ্যক্ষ হওয়ার পর বিগত দু-তিন বছরের তুলনায় শুধু আয়তন বৃদ্ধি হয়নি, তাঁর অগ্রগতি প্রসঙ্গে পরিষদ-সম্পাদক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ দ্বিচত্বারিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণে লিখেছেন: ‘আলোচ্য বর্ষের চারি সংখ্যা পত্রিকায় পরিষদের উদ্দেশ্যের অনুকূল বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক সংবাদ এবং বিভিন্ন বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকাাদিতে প্রকাশিত বাঙ্গালা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক উপযুক্ত প্রবন্ধগুলির সূচী ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় ‘সাহিত্য-বার্তা’ নামে প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করা যায়, ইহাতে বিশেষজ্ঞগণের সাহিত্যালোচনায় বিশেষ সহায়তা হইবে।’

চিন্তাহরণ প্রতিটি সংখ্যা সময়মতো প্রকাশ করতে পেরেছিলেন কিনা জানা নেই, তবে বর্ষপূরণের নিয়মরক্ষা করতে একটি ছাড়া (৪৪/৩-৪) কোনো সংখ্যাই যুথ্য হিসেবে প্রকাশিত হয়নি। প্রথমবার ১৩৪২-১৩৪৪ এবং দ্বিতীয়বার ১৩৫০-১৩৫৫—দু-দফায় তিনি পত্রিকা-সম্পাদনায় যথেষ্ট সুনাম পেয়েছিলেন। সমসাময়িককালের বিনয় সরকার পাঠক হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতার কথায় মন্তব্য করেছিলেন: ‘আন্তর্মানুষিক যোগাযোগ ছাড়া ভাষা গড়েই উঠতে পারে না। কাজেই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ভাষা বিষয়ক প্রত্যেক রচনাই সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত,—ফলতঃ এই অধমের খাদ্য। তার উপরে আছে বাঙালী জাতের রীতি-নীতি, আচার-সংস্কার, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, তান্ত্রিক, ও মুসলমান নর-নারীর চলা-ফেরা, গতি-ভঙ্গী, লেন-দেন, মেল-মেশ।’ বরং পাণ্টা প্রশ্ন করেছিলেন: ‘এ সবার কোনটা নৃতত্ত্বের বাইরে—সমাজ-বিজ্ঞানের এলাকার বহির্ভূত?’

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বিনয় সরকার পত্রিকার প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসার পাশাপাশি সজ্জনীকান্ত দাস, যোগেশচন্দ্র বাগলের মতো গবেষকদের রচনাগুলি যে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-কে ‘বীরপূজার বাহনরূপে গড়ে তুলেছে’—সে কথাও স্বীকার করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন ১৩৪৫, ১৩৪৬—সজ্জনীকান্ত ১৩৪৭-এ অধ্যক্ষ হন। এঁরা দু’জনেই, পত্রিকা ও অন্যান্য গুরু দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিলেন। প্রথমোক্ত জনই, তাঁর সঙ্গে কাজ করার জন্য দ্বিতীয় জনকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, জগদীশ ভট্টাচার্য সেই সময়ের কর্মধারাকে ‘ব্রজেন্দ্রযুগ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এঁদের সঙ্গে রামকমল সিংহের নামটিও বিশেষভাবে উল্লেখ্য কেননা দীর্ঘকাল তিনি প্রকাশক ছিলেন পত্রিকার তাঁর পর সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সনৎকুমার গুপ্ত।

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আগেই আর্থিক কারণে পরিষদের অত্যন্ত সংকট দেখা দেয়। চতুচ্ছত্রিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ থেকে জানা যায় অর্থাভাবে পত্রিকার সঙ্গে দেওয়ার জন্য পরিষদের কার্যবিবরণ সংযুক্ত করা যায়নি। আলোচ্য বর্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে সেটি যুক্ত করার সংকল্প গৃহীত হয়েছিল। বহিরঙ্গে যেসব পরিবর্তন তাঁর অধ্যক্ষতাকালে সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে পরিষদ স্মারক চিহ্ন ১৩৪৬ বর্ষে প্রথমে আখ্যাপত্রে এবং তৃতীয় সংখ্যা থেকে প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হতে থাকে—যা আজও অনুসৃত হয়ে চলেছে। আর ১৩৪৫ বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে প্রতিটি রচনার শিরোনামের পর লেখকের নামের উল্লেখ শুরু হয়, পূর্বে যা রচনার শেষে উল্লিখিত হত। ব্রজেন্দ্রনাথ যে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পত্রিকার প্রতি মনোযোগ দিতেন তা বোঝা যায় পঞ্চচত্রিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণে মন্মথমোহন বসুর উল্লেখ থেকে। তিনি বলেছিলেন: ‘আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকার উন্নতি বিধানের জন্যে পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহার কলেবর বৃদ্ধি, প্রবন্ধ সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ইহাতে প্রচুর চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং সর্বোপরি ইহা যথা সময়ে প্রকাশিত হওয়ায় সদস্য ও পাঠকগণের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে।’ স্মরণ করা যেতে পারে এর পরবর্তী কয়েক বছর বিশ্বযুদ্ধের কারণে সমগ্র পত্রিকা জগতেই এক ভয়ানক সমস্যা দেখা দেয়—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-র ক্ষেত্রেও তা পরিলক্ষিত হয়। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার জন্য পত্রিকার কলেবর খর্ব করা হলেও, প্রকাশ স্থগিত করা হয়নি।

তদানীন্তন পরিষদ-সম্পাদক সজ্জনীকান্ত দাসের পঞ্চপঞ্চাশতম বার্ষিক কার্যবিবরণে সেদিনের সার্বিক সংকটের কথা বিবৃত হয়েছিল: ‘পরিষৎ-পত্রিকা’ নিয়মিত সূচু আকারে বাহির হয় না, পত্রযোগে সদস্যদের সহিত সম্পর্ক রাখা সম্ভব হয় না, নূতন-প্রকাশিত মূল্যবান গ্রন্থগুলি আমরা সময়ে ক্রয় করিতে পারি না।’ এই অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য নিয়মিত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ছাড়া, ‘উৎসাহশীল নূতন কর্মী’র আবশ্যিকতার কথা তিনি বলেছিলেন। লক্ষ করার বিষয় এই সময় পত্রিকা কয়েকবছর যুগ্ম সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। সজ্জনীকান্তর মতো ব্রজেন্দ্রনাথও পরিষদের প্রতিটি কর্মে গতি সঞ্চারের জন্য তরুণ কর্মী সমাজের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র একষট্টি বছর বয়সে তাঁর অকস্মাৎ প্রয়াণ পরিষদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়েছিল এবং এ ঘটনাও দুর্ভাগ্যজনক কিছু আগে পরে বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্ভ্রমণও প্রয়াত হন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা নিয়মিত ও সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশের লক্ষ্যে—পুলিনবিহারী

সেন পত্রিকাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করে একটি নতুন বিভাগ চালু করেন, যার ভিতর দিয়ে ‘পুরাতন যে-সকল গান বাংলা সাহিত্যের সম্পদ, কিন্তু তাহার সুর এখন সেরূপ সুপ্রচারিত নহে, আধুনিক যুগের প্রধান কবিদের রচিত যে-সকল গান এখন বিস্মৃতপ্রায়, সে-সকল গানের স্বরলিপি’ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-য় প্রকাশের প্রয়াস করা হয়। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী কৃত বিহারীলাল চক্রবর্তী রচিত গানের স্বরলিপি দিয়ে এই কাজের সূচনা। পরে ক্রমান্বয়ে রাজেশ্বর মিত্র কৃত রামনিধি গুপ্ত, শ্রীধর কথক, গোপাল উড্ডের গানের স্বরলিপি মুদ্রিত হয়। এছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী ও তাঁদের কাজের পরিচয় সম্বলিত এক একটি রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। তবে সংখ্যাগুলির প্রকাশ যথাসময়ে সম্পন্ন হয়েছিল এমন দাবি করা যায় না, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের চতুর্থ সংখ্যায় মুদ্রিত পঞ্চষষ্ঠিতম বার্ষিক কার্যবিবরণ থেকে জানা যায়: ‘পত্রিকার ৬৫ ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংখ্যার মুদ্রণকার্য চলিতেছে। এ বৎসর পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহার জন্য ব্যয়ও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিজ্ঞাপনের আয় বৃদ্ধি পাইলে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে বর্দ্ধিত হারে সাহায্য পাওয়া গেলে পত্রিকা বর্দ্ধিত আকারেই নির্দিষ্ট সময়েই প্রকাশিত হইতে পারিবে।’ পুলিনবিহারী ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের চারটি পৃথক সংখ্যা প্রকাশ করে (যার তৃতীয়টি জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষপূর্তি হিসেবে পরিকল্পিত) ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে প্রথম দুটি স্বতন্ত্র এবং তৃতীয়-চতুর্থ একত্রে রবীন্দ্র সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করেন, রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যেসব কর্মসূচি প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এটি তারই অন্তর্গত। পত্রিকা প্রকাশে বিলম্বের কথা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করে লেখা হয়েছিল: ‘নানা কারণে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় পত্রিকাধ্যক্ষ আন্তরিক দুঃখিত। এই বিলম্বের জন্য পত্রিকা প্রকাশের পূর্বেই দু-একটি প্রবন্ধ স্বতন্ত্র গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিবার অনুমতি দিতে হইয়াছে। এজন্য পত্রিকাধ্যক্ষ পরিষৎ-সদস্যদের নিকট ক্ষমা প্রার্থী।’ পত্রিকার তদানীন্তন প্রকাশকাল দেখে বোঝা যাচ্ছে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময়কাল থেকে পত্রিকার পুরোনো বর্ষপূরণ অনেকটাই পিছিয়ে ছিল।

পুলিনবিহারী সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-র সম্পাদনার পূর্বে, তাঁর অভিজ্ঞতাকে পরিণতির উচ্চচূড়ায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন বিশ্বভারতী পত্রিকা-র সম্পাদনাকর্মে যুক্ত থেকে। তাঁর স্বল্পকালীন সংযোগে পত্রিকার বহিরঙ্গের মান, প্রচার, পাঠকবৃন্দের পরিসরবৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে কীভাবে মনোযোগী হয়েছিলেন তা তাঁর উত্তরসূরী পত্রিকাধ্যক্ষ দিলীপকুমার বিশ্বাসের স্মৃতিচারণায় বর্ণিত হয়েছে: ‘পরিষদের মুখপত্র বাংলা ভাষায় একখানি উচ্চাঙ্গের গবেষণা-পত্রিকা রূপে আদৌ পরিকল্পিত হয়েছিল তার বিষয় গৌরবে গোড়া থেকেই সে উচ্চাদর্শ ও প্রকাশিত রচনাবলীর উন্নত মান রক্ষিত হয়ে এসেছে। কিন্তু এর বাহ্য আকৃতির একান্ত দৈন্য, ঘুড়ির কাগজের মলাট, অপরিস্ফুট মুদ্রণ, মুদ্রিত পত্রিকার প্রচারের অব্যবস্থা—সব কিছু মিলে এটিকে একটি অতি সংকীর্ণ পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল। এমনকী পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে তা সম্যকভাবে বিতরিত হত না।’

পুলিনবিহারী দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রানিমোচনে তৎপর হয়েছিলেন—বিষয় গৌরব ও উচ্চমান সর্বাত্মক বজায় রেখে অঙ্গসৌষ্ঠব রূচিপূর্ণ ও আকর্ষণীয় করতে পেরেছিলেন। দিলীপকুমার আলোচ্য পর্বের পত্রিকা পরিচালন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে পরিবর্তনের কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন সেটি হল সরকারি রেজিস্ট্রিকরণ। তিনি বিশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ করেছিলেন ‘পরিষদ

স্থাপনের পর প্রায় আশি বৎসর কাল পত্রিকাসংক্রান্ত এই অবশ্যকর্তব্যটির কথা একবারও কর্তৃপক্ষের মনে উদ্ভিত হয়নি।' পুলিনবিহারী সেনের কর্মকালে পত্রিকার যে গৌরবজনক প্রয়াস লক্ষিত হয়েছিল, হয়তো তারই অনুসরণের ফল হিসেবে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের চারটি সংখ্যা একত্র করে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় দিলীপকুমার বিশ্বাসের অধ্যক্ষতাকালে। সাধারণ সংখ্যার চেয়ে আকার আয়তনে বৃহৎ আলোচ্য সচিত্র সংখ্যাটি পরিষদের অন্যতম কর্ণধার ও ভারত-সরকারের নৃতত্ত্ব-সমীক্ষার তৎকালীন অধ্যক্ষ, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর তত্ত্বাবধানে ভারতীয় নৃতত্ত্ব-সমীক্ষা কর্তৃক প্রস্তুত 'ভারতের গ্রামজীবন' সংক্রান্ত প্রকাশিত এক প্রতিবেদন। অমূল্য এই সংখ্যাটি সম্প্রতি গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত হয়ে চিত্রশালা প্রকাশনার প্রথম উদ্যোগ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

বঙ্গাব্দ ১৩৬৮ থেকে পরবর্তী দশ বছর পত্রিকা প্রকাশনায় হয়তো নিছক নিয়মরক্ষাকেই গুরুত্ব দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চারটি সংখ্যা মিলিয়ে একত্রে বার্ষিকী হিসেবেই প্রকাশিত হয়েছে। সে সময়ের অবস্থা যে সংকটদীর্ঘ হয়েছিল বোঝা যায়, দেবীপদ ভট্টাচার্যের সময়ে ১৩৭৬-৭৭-৭৮ তিন বছরের জন্য একটি সংখ্যা, তাও মাত্র বাহাম পৃষ্ঠার পরিসরে কোনো রকমে ছাপা সম্ভব হয়েছিল। তবে আলোচ্য সংখ্যায় বিস্তারিত কিছু জানানো না হলেও 'পরিষদ-সংবাদ' শীর্ষক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছিল: 'অনিবার্য কারণে ১৩৭৬, ১৩৭৭ এবং ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। ৮৬ তম বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতি ২০ শ্রাবণ ১৩৮৫ তারিখে উক্ত তিন বৎসরের জন্য একটি যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বর্তমান যুগ্মসংখ্যা উক্ত সিদ্ধান্তেরই বাস্তব প্রকাশ।' দেখা যাচ্ছে প্রকাশকালের সঙ্গে প্রকৃত বর্ষের ব্যবধান এতদিনে প্রায় দশ বছর হিসেবে পরিণত হয়েছে।

উনশীতিতম বর্ষেও একটি বার্ষিক সংখ্যা দিয়েই কোনো রকমে বছর পূরণ করা হলেও। সে বছরের কার্যবিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের পত্রিকা চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু আট বছরের পুরোনো অর্থাৎ 'একসপ্ততিতম বর্ষের পত্রিকা ইতিপূর্বে প্রকাশিত না হওয়ায় উহাও আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।' মাত্র চুয়ান্নিশ পৃষ্ঠা পরিসরের পত্রিকাটি কেন বিলম্বিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো কারণ উল্লেখ না করলেও বোঝা যায়, পরিষদ-পরিচালন সে সময় অত্যন্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। তবে তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: 'অশীতিতম বর্ষ (১৩৮০) হইতে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা পুনরায় ত্রৈমাসিক রূপে প্রকাশিত হইবে। অর্থাভাবে দীর্ঘকাল পরিষদ পত্রিকা ত্রৈমাসিক স্থলে বার্ষিক রূপে প্রকাশিত হইতেছিল। অশীতিতম বর্ষের পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (১৩৮০ বৈশাখ-আষাঢ়) মুদ্রিত হইয়াছে। অচিরেই প্রকাশিত হইবে।' সে প্রতিশ্রুতি অবশ্য রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল অশীতিতম বর্ষে যথাক্রমে গৌরান্ধগোপাল সেনগুপ্ত এবং জটিলকুমার মুখোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায়, প্রত্যেকে দুটি করে পৃথক চারটি সংখ্যা সম্পাদনা করেছিলেন। পরবর্তী বিশ বছর অর্থাৎ পরিষদের শতবর্ষ পূর্তির আগে পর্যন্ত দু'দশক ব্যাপী সময়ে পত্রিকাধ্যক্ষ হিসেবে এসেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, অনাথবন্ধু দত্ত, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজমোহন মিত্র, নির্মলেন্দু ভৌমিক, অলোক রায়। এঁদের মধ্যে অসিতকুমার এসেছেন আরো পাঁচ বছরের ব্যবধানে। তাঁর দ্বিতীয় বারের কার্যকালে প্রচ্ছদে ও আখ্যাপত্রে, 'বাঙলা ভাষায় একমাত্র গবেষণাধর্মী ত্রৈমাসিক' হিসেবে মাত্র তিরানব্বই বর্ষের প্রথম সংখ্যায় একবার উল্লেখ করা হলেও—দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ যুগ্ম

সংখ্যাতেই তা প্রত্যাহত হয়। সংকটজনক পরিস্থিতি অবশ্য আরো তীব্রতা পায় অলোক রায়ের অধ্যক্ষতার সময়, অনেক যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে তিনি বৃহদায়তন একটিমাত্র সংখ্যা প্রস্তুত করেছিলেন, ১৩৯৫ থেকে ১৪০০ পর্যন্ত তাঁর পাঁচ বছরের কার্যকালে। বোঝাই যায় পত্রিকার প্রকাশের পক্ষে ‘সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক’ কারণ তখনও অনুকূল হয়ে ওঠেনি, ‘নানা ধরনের অপ্রত্যাশিত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে বর্তমানে যে সংখ্যাটি’ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরেছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন: ‘কয়েক বছর আগে বর্তমান সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণের সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ পালনের আয়োজন করেন। আমরা তখন ব্রজেন্দ্রনাথ স্মরণে সংখ্যার কথা ভাবি। পরে আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ পালনের আয়োজন হয়, সেই সময় আচার্যের স্মরণে আর একটি সংখ্যা প্রকাশের কথা ভাবা হয়। এই দুটি বিশেষ সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে সাধারণ সংখ্যার জন্য প্রাপ্ত কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধও এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে পত্রিকার আয়তন শুধু বাড়েনি, পত্রিকার প্রবন্ধ গৌরবও সম্ভবত বেড়েছে।’

শুধু পূর্বের সংখ্যাটিই নয়, পরবর্তী তিনটিতেও আয়তন বৃদ্ধি ও বিষয়গৌরব চোখে পড়ার মতো। ১৪০১-১৪০২ যুগ্ম সংখ্যা ‘পরিষৎ-এর শতবর্ষপূর্তি স্মারক সংখ্যা’ হিসেবে প্রকাশিত হয় সুদৃশ্য জ্যাকেট ও পুস্তানি, কাপড়ে বাঁধাই আগাগোড়া সুবিন্যস্ত মুদ্রণ—বোঝাই যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর প্রদত্ত অনুদান, দি বেঙ্গল পেপার মিল প্রদত্ত কাগজের সদ্যবহারে পত্রিকা প্রকাশে শতাব্দীর সময়ের সুদিন শুরু হয়েছে। আসলে শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সাহিত্য অকাদেমির পূর্বাঞ্চল-শাখা এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমির সহযোগিতায় দুই পর্বে পাঁচটি অধিবেশনে আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞরা যেসব প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন—সেগুলির সংকলন হিসেবে বর্তমান সংখ্যাটি পরিকল্পিত হল। প্রায় সবকটি লেখাই বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূমিকা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণে এবং পরিষদে সঞ্চিত মহামূল্য সাংস্কৃতিক সম্পদের পরিচয় উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে রচিত। ‘পরিষৎ পত্রিকায় বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষায় রচনা প্রকাশ নিয়ম বিরুদ্ধ’ বলে অসমীয়া উপন্যাসিক বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য-র লেখা ইংরেজি নিবন্ধের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও অভিনব হল—প্রথম বিশ বছরের মতো পত্রিকায় অধ্যক্ষের পরিবর্তে সত্যজিৎ চৌধুরী তাঁর পদ-পরিচয় সম্পাদক হিসেবে মুদ্রিত করলেন।

পরের সংখ্যাটির শিরোনাম ‘শততম জয়ন্তী স্মরণ’, সম্পাদক তাঁর নিবেদন-এ বলেছেন: ‘উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশকে জন্মেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের এমন বেশ কয়েকজন মনস্বী কবি সাহিত্যিকের শততম জয়ন্তী বিংশ শতাব্দীর এই উপান্ত দশকে আমরা পেরিয়ে যাচ্ছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে এঁদের জীবন ও কীর্তি বিষয়ে স্মরণ-সমীক্ষণ পবিত্র কর্তব্য। খুব সমারোহ সর্বদা পরিষদের সাথে কুলিয়ে ওঠে না, কিন্তু আলোচনা সভার আয়োজন, সাহিত্য সাধক চরিতমালায় নতুন জীবনীপুস্তিকা সংযোজন, পরিষৎ-পত্রিকায় স্মারক-নিবন্ধ প্রকাশ—এই সব অনুষ্ঠানে পরিষদের আন্তরিক দায়িত্ব বোধ প্রকাশ পায়।’ পত্রিকা প্রকাশে সময়সূচি অনুসরণ নানা কারণে সম্ভব হয়নি। তাই তাঁর কৈফিয়ৎ ‘সময়ের নাগাল পাবার জন্য যুগ্ম-সংখ্যা প্রকাশ করতে হয়।’ আলোচ্য সংখ্যায় অন্যান্য প্রবন্ধের সঙ্গে ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করা হল। দেড় বছর পরে, ১০৪ বর্ষের ১

থেকে ৪ সংখ্যা একত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শততম জয়ন্তী স্মরণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে সত্যজিৎ চৌধুরী তাঁর কার্যকাল শেষ করেন।

সত্যজিৎ চৌধুরীর পর প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত অধ্যক্ষ হওয়ার পর, পরিষদের প্রকাশননীতি সংক্রান্ত একটা আলোচনা সভার আয়োজন করেন বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ সভাঘরে ৩ ফাল্গুন ১৪০৬ বুধবার (১৬ ডিসেম্বর ২০০০)। সেই আলোচনা সভার মূল আলোচক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে গঠনমূলক প্রস্তাব রাখেন তার মধ্যে একটি হল: ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা এখন ৪টি ত্রৈমাসিক রূপে না বেরিয়ে এক্ষেত্রে একটি সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু এটি ৪টি ত্রৈমাসিক সংখ্যা রূপেই প্রকাশিত হওয়া উচিত। এতে মননশীলতার চর্চা হয়, তৈরি হয় বৌদ্ধিকচর্চার একটি আবহাওয়াও।’ প্রস্তাব হিসেবে তিনি আরো জানিয়েছিলেন: ‘মাসিক আলোচনাসভার আয়োজন করলে তার থেকে গবেষণামূলক নিবন্ধের যোগান পাওয়া যেতে পারে।’ তা সত্ত্বেও তারপর ছ-মাস অতিক্রম করেও অবশেষে ১০৫ বর্ষে চারটি সংখ্যা একত্রে প্রকাশ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না, সে বিষয়ে প্রশান্তকুমার লিখেছিলেন: ‘কিন্তু সেই মাসিক অধিবেশনের আয়োজন এখনও করে ওঠা সম্ভব হয় নি। পরিষদের অধিবেশন-কক্ষ এখনও চিত্রশালার সম্পদে ঠাসা—বসবার জায়গা আর সভামঞ্চ জুড়ে এখন পুঁথি সাজিয়ে রাখা হয়েছে, কারণ চিত্রশালা বা মিউজিয়ম-কক্ষটির সংস্কার কার্য চলছে।’ এরকম অবস্থায় বাধ্য হয়েই, দীর্ঘদিন ধরে ফাইলবন্দি কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে ১০৫ বর্ষ পূরণের লক্ষ্যেই বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশিত হল। হীরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব কার্যকরী করার ব্যাপারে হয়তো প্রশান্তকুমার অধ্যক্ষ হিসেবে কিছু তৎপর ভূমিকা পালন করতে পারতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁর অকাল প্রয়াণে প্রকাশন কর্মকাণ্ড রূপায়ণ ও পত্রিকাকে নিয়মিত প্রকাশ করার কাজে আবার একটা শূন্যতা তৈরি হল।

সৌভাগ্যের ব্যাপার, পরিষদ-পরিচালনায় একদল নতুন উত্তরাধিকারের উৎসাহে উদ্দীপনায় ধীরে ধীরে নানা উদ্যোগের ভিতর পরিবেশ পরিস্থিতিতে প্রত্যাশিত প্রাণচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হল। চিত্রশালার সম্পদে ঠাসা প্রশস্ত অধিবেশন-কক্ষটি একটার পর একটা আলোচনা সভায় মুখর হতে শুরু করল, প্রদর্শনশালার সংস্কার ও নব বিন্যাসের লক্ষ্যে বিশাল কর্মযজ্ঞের সূচনা হল, প্রকাশন ব্যবস্থার নানা কর্মসূচির সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশকে নিয়মিত করবার কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরা ঐকমত্য পোষণ করলেন। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগ পরিষদের সার্বিক উন্নতির পথে সবচেয়ে বড়ো সহায় হয়ে উঠল।

পরবর্তী বছরগুলিতে পত্রিকা প্রকাশ আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হল। ‘আচার্য সুকুমার সেন জন্মশতবর্ষপূর্তি’ সংখ্যা প্রকাশিত হল ১৪০৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে, কিন্তু ধারাবাহিকতার হিসেবে সেটি ১০৬ বর্ষের ১-৪ অখণ্ড সংখ্যা হিসেবে চিহ্নিত। ১৪০৯ বঙ্গাব্দেই পিছিয়ে পড়া ১০৭ এবং ১০৮ বর্ষ এক-একটি অখণ্ড সংখ্যা দিয়ে পূরণ করা হল। ১৪১০-এ ১০৯ বর্ষের যথাক্রমে ১-২ এবং ৩-৪ দুটি পৃথক সংখ্যা প্রকাশ করার পর ১১০ বর্ষে চলতি সময়ে পৌছে ১১৩ পর্যন্ত আরো এগারোটি সংখ্যা প্রকাশিত হল। এই কালপর্বটি পত্রিকাধ্যক্ষের পক্ষে সৌভাগ্যের ব্যাপার। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য থেকে শুরু করে সাধারণ সদস্য—বাইরের পাঠকবর্গ, প্রবীণ ও তরুণ লেখক সমাজ সাগ্রহে পত্রিকা প্রকাশে প্রবল সহযোগিতার আশ্বাস নিয়ে এগিয়ে এলেন। রবীন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয়

চক্রবর্তী থেকে শুরু করে সুকান্ত ভট্টাচার্য পর্যন্ত কবিদের এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে যশস্বী সৈয়দ মুজতবা আলী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, পরিমল রায়, রাধারাণী দেবী, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিনী প্রমুখের অপ্রকাশিত পত্র, বিলুপ্ত পত্রপত্রিকার সূচি ও ইতিহাস, বাঙালি লেখকদের শতবর্ষের স্মরণ, প্রাচীন সাহিত্যের পাশাপাশি আধুনিক সাহিত্যের প্রায় সব কটি শাখা বিষয়ে মূল্যায়ন, চলচ্চিত্র, ভাষা, পুথি, লোকসংস্কৃতি, স্থাপত্য, প্রত্নতত্ত্ব, মুদ্রামূর্তি, বহু বিচিত্র বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চর্চার নানা দিক, এমনকি বাংলার বড়ি শিল্প নিয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই সুধীমহলে সমাদৃত হল। উল্লেখ করার মতো ঘটনা, তরুণ প্রজন্মের বাংলার নানা মফস্সল প্রান্তে যাঁরা গবেষণাকর্মে নিরত আছেন তাঁরা পরিষৎ পত্রিকায় নিজেদের রচনা পাঠাতে আগ্রহী হলেন। যাঁরা প্রবীণ, দীর্ঘকাল ধরে গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত তাঁরাও যে-কোনো অনুরোধকে স্বাগত জানিয়ে অংশগ্রহণে দ্বিধা করেননি। সব কিছু দেখে, মাতৃভাষার পাশে এই ‘নব আশা-উষা হাসি’ দেখে প্রথম সাংবৎসরিক সভায় (২৫ চৈত্র ১৩০১) সমন্বয়ে গীত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত সংগীতের কথার প্রতিধ্বনি করে বলতে ইচ্ছে করে: ‘মধুর কিরণে কিবা বিভা বিকাশে।’

৪

একশো বারো বছর আগে পরিষদের সাংবৎসরিক উৎসব সম্মিলনীতে পরিষদের সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ‘বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্য’ নামে পঠিত প্রবন্ধটির উপসংহারে বলেছিলেন: ‘নববঙ্গ সাহিত্য অদ্য প্রায় এক শত বৎসর হইল জন্মলাভ করিয়াছে; আর এক শত বৎসর পরে যদি এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সভার শততম বার্ষিক উৎসব উপস্থিত হয় তবে সেই উৎসব সভায় যে সৌভাগ্যশালী বক্তা বঙ্গসাহিত্যের জয়গান করিতে দণ্ডায়মান হইবেন, তিনি আমাদের মত প্রমাণরিক্তহস্তে কেবলমাত্র অন্তরের আশা এবং অনুরাগ, কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষার আবেগ লইয়া, কেবলমাত্র অপরিষ্কৃত অনাগত গৌরবের সূচনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতি-প্রত্যাষের অকস্মাৎ-জাগ্রত একক বিহঙ্গের অনিশ্চিত মৃদু কাকলীর স্বরে সুর বাঁধিবেন না—তিনি স্মৃতিতর অরণ্যালোকে জাগ্রত বঙ্গকাননে বিবিধ কণ্ঠের বিচিত্র কলগানের অধিনেতা হইয়া বর্তমানের উৎসাহে আনন্দধ্বনি উচ্ছ্বিত করিয়া তুলিবেন—এবং কোন কালে যে অমানিশীঘের একাধিপত্য ছিল, এবং অদ্যকার আমরা, যে, প্রদোষের অন্ধকারে ক্লান্তি এবং শান্তি, আশা এবং নৈরাশ্যের দ্বিধার মধ্যে সক্রমণ দুর্বল কণ্ঠের গীতগান সমাপ্ত করিয়া নিদ্রা গিয়াছিলাম সে কথা কাহারও মনেও থাকিবে না।’

‘বর্তমানের উৎসাহে আনন্দধ্বনি উচ্ছ্বিত’ করার সময় রবীন্দ্রনাথের এই উচ্চারণ সব চেয়ে আগে মনে পড়বে, অন্তত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখক ও রচনাপঞ্জি অনুসরণ করার সুযোগ ঘটলে। পরিষদ তার বিশাল কর্মসূচির বাইরে পত্রিকাকে রেখে, অন্য কোনো কাজকে বেশি গুরুত্ব দেননি। ফলে পরিষদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় নিহিত আছে, পত্রিকার পুরোনো সংখ্যাগুলি, প্রবন্ধ নিবন্ধে—সভাপতির অভিভাষণে, সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদনে।

ষট্টিবর্ষ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত অভিভাষণে আর্থিক অনটনের প্রসঙ্গে সদস্যবৃন্দের উপায় সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পরামর্শ দিয়েছিলেন: ‘পরিষদের দিকে লোকের যাহাতে টান হয়, তাহা করিতে হইবে, পরিষদের নাম যাহাতে জাহির হয়, তাহা করিতে হইবে।’ আজ থেকে সত্তর বছর আগে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন পত্রিকাধ্যক্ষ, শাস্ত্রী মহাশয় জানিয়েছিলেন: ‘টান

হইবার এক উপায়, পত্রিকাখানিকে এমনভাবে লিখিতে হইবে, যাহাতে অন্তত ২/৩টি প্রবন্ধ পড়িয়া সাধারণ লোকে সহজে বুঝিতে পারে। পত্রিকার প্রবন্ধগুলি প্রায়ই সব পণ্ডিতের জন্য লেখা, পাদটীকা ও উদ্ধৃত অংশের টীকায় পরিপূর্ণ, সাধারণ পাঠকে পড়িতে পারে না—তাহাদের জন্য গল্পের মত করিয়া লেখা উচিত, তাই বলিয়া নভেল ও গল্প দিয়া পুরাইতে বলিতেছি না।’ তিনি বুঝেছিলেন যেহেতু বৈধ সদস্যরা বিনামূল্যে পত্রিকা সংগ্রহ করার অধিকারী, সেজন্য সদস্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পত্রিকা প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ শর্ত জড়িত। তাঁর ধারণা: ‘পত্রিকা যদি মুখরোচক হয়, তাহা হইলে অনেকে সদস্য হইতে চাহিবেন, নহিলে চাহিবেন না।’

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-য় রচনা নির্বাচন বিষয়ে সুকুমার সেন তাঁর লেখক জীবনের একেবারে প্রারম্ভিক পর্বে সুনীতিকুমারের আহ্বানে একটি প্রবন্ধ লেখার পর যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তা উল্লেখ করার মতো ঘটনা। দিনের পরে দিন যে গেল স্মৃতিকথায় সে প্রসঙ্গের অবতারণা করে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে লেখক-পাঠক হিসেবে সম্পর্কিত প্রবীণ আচার্য, পরিষৎ পত্রিকার গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের পরোক্ষে মনোনিবেশ করার সুযোগ দিয়েছেন। সমসাময়িকতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি ও অনুরাগ না থাকলে অতি পুরোনো পত্রপত্রিকার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভব হয় না, সংস্কার-বশে শুধু প্রাচীনের ঐশ্বর্যে আগ্রহী থাকলেই নিছক আয়ুর হিসেবে নামে মাত্র টিকে থাকা যায়—কিন্তু তার যৌবনের অভ্যর্থনার ভিতরই তো বয়স্কের পূর্ণতার পরিচয় সার্থকতা পায়।

শতবর্ষ পরিক্রমা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থের ‘ভূমিকা’-য় সম্পাদক ও সংকলক বিজিতকুমার দত্ত, সংগঠন পর্বে রামেন্দ্রসুন্দরের ‘জাতির নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের’ প্রবণতাকে প্রাধান্য দিয়ে ‘কবিতা উপন্যাস ইত্যাদি তরল প্রকৃতির সাহিত্য কোনওকালে’ পরিষৎ-পত্রিকায় স্থান না পাওয়ার কঠোর নিষেধাজ্ঞাকে সমালোচনা করে ‘কবিতা উপন্যাস’ সত্যি ‘তরল’ কিনা—সে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এই পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্যের বিপক্ষে তাঁর অভিমত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। পরিষদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ‘মারাত্মক’ কেন সে বিষয়ে তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন: ‘এই কারণে যে কবিতা উপন্যাসিক যদি চিন্তাবিদ না হন অথবা প্রবন্ধ না লিখে থাকেন তাহলে এই মন্দিরে তাঁরা এক রকম অচ্ছুত। নবীনচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথের মতো কয়েকজনকে বাদ দিলে পরিষদের পত্রিকায় কারও লেখা ছাপা হয়নি। যদি বলা হয় যে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় কেবল প্রবন্ধই প্রকাশ করা হবে, তাহলে আপত্তির কিছু নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সমসাময়িক সাহিত্যিকবৃন্দ পরিষদের মন্দিরে এলেন না। প্রতিষ্ঠান গড়ার দিক থেকে এটা মারাত্মক বিচ্যুতি।’ বিজিতকুমার বুঝেছিলেন, তাঁর কালের আধুনিকরা যে পরিষৎ প্রাঙ্গণ থেকে দূরে, সে জন্য চলিষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিষদের ভাবমূর্তিটি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, ‘প্রায় বিংশ শতাব্দে যে প্রতিষ্ঠানের সূচনা সে প্রতিষ্ঠান যেন বর্তমানকে স্পর্শ করতে চাইল না।’

অতিক্রান্ত শতবর্ষে পরিষৎ-পত্রিকাতেই অগ্রগণ্য কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অন্যতর একটি রচনায় জানিয়েছেন, তাঁর ছাত্রদশায়, ‘জীবনানন্দ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ছাপলে কী অপরাধ হয়’ এই জিজ্ঞাসার উত্তরে তৎকালীন পত্রিকাধ্যক্ষ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁকে অধ্যাপকসুলভ নির্বেদ জ্ঞাপন করেছিলেন। নির্বিঘ্ন অলোকরঞ্জন সেদিন গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাঁকে সেদিন মনে মনে তাঁর ভক্তিবিদ্ধ ভর্ৎসনা অর্পণ করে বলতে চেয়েছিলেন: ‘তোমার সে উদাসীনতা—সত্য কিনা জানি না সে।’ অথচ চিন্তাহরণের উত্তরসূরি হিসেবে ‘রবীন্দ্র সর্বস্ব’ পুলিশবিহারী সেন

পত্রিকাধ্যক্ষ হয়েই প্রাচীন সংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে শঙ্খ ঘোষ আর অলোকরঞ্জনের মতো তরুণদের টেনে এনেছিলেন রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের লক্ষ্য চরিতার্থ করতে। পরিষৎ-পত্রিকার রবীন্দ্রসংখ্যায় দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখার আহ্বান পেয়ে, ‘কি নিয়ে লিখব’ এই কুণ্ঠিত জিজ্ঞাসার উত্তরে অধ্যক্ষ তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন: ‘রবীন্দ্রনাথের কবিতা লইয়াই তো লিখিবেন। তিনি যে কখনোই নিজের পুনরাবৃত্তি করেন নাই, কেবলই নিজেকে নূতন নূতন ভাবে দেখিয়াছেন, তাহা লইয়াই তো লিখিবেন। আর মনে রাখিবেন, এজন্য যদি কোনো সংস্কার ভাঙিয়া দিতে হয়, সেই দিকে শৈথিল্য করিবেন না।’ পুলিনবিহারী সে সময় তরুণদের মধ্যে আর এক অন্যতম শঙ্খ ঘোষকে আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে লিখতে বলেছিলেন, যার ফল হিসেবে রচিত হয়েছিল ‘কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক’ শীর্ষক প্রবন্ধ।

প্রবীণ নির্মলকুমার বসু-র সম্ভ্রম প্রশ্নে ভারতকোষ নির্মাণ পর্বে একদল তরুণ এসে কাজ করতে জুটেছিলেন পরিষদে—নিজে গান্ধীবাদী হয়েও সে সময়ের কম্যুনিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের বন্ধু-গোষ্ঠী শঙ্খ ঘোষ, অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুবীর রায়চৌধুরী প্রমুখরা একটা উৎসবে মেতে ছিলেন। ‘সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো বিরাট বিরাট ন-স্বন মনীষীকে নিয়ে জাঁদরেল সম্পাদকমণ্ডলী’র সকলে যে এই তরুণ দলের প্রতি সম্ভ্রম থাকতেন তা নয়—কিন্তু প্রবীণদের উৎকর্ষা বা নালিশ—সবটারই মুখোমুখি হন নির্মলবাবু নিজে ‘অল্পবয়সীদের গায়ে লাগতে দেন না তার আঁচ, অন্যদের কাছে কেবলই সমর্থন করে যান তাদের বিবেচনার, তাদের পদ্ধতির, তাদের কাজের।’ এই যে পরিবেশ, এই যে আবহাওয়া—তার লগ্ন হয়েও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-র তদানীন্তন চেহারা চরিত্রে কোনো বদল ঘটল না। এমনকী, তাঁর ছাত্রদের প্রতি অনুরক্ত ভারতকোষ-এর কর্মপরিধিতে তাদের অকুণ্ঠ সমর্থক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর মতো উদার মনোভাবাপন্ন মানুষও পরিষৎ-পত্রিকার ছত্রতলে তাঁদের টেনে এনে আধুনিকদের একটা নতুন চর্চাক্ষেত্র গড়ায় মন দিলেন না—এটা আশ্চর্যের। একই ছাদের নীচে অন্য উপলক্ষে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের এতগুলো তরুণ, শুধু তাদের আনন্দে উৎসব পরিমণ্ডলে একত্রিত হয়েও, পত্রিকার প্রয়োজন উপেক্ষিত থেকে গেল? ভারতকোষ-এর কাজকে গোটা একটা উৎসবের সামিল মনে করতেন যারা, তাঁদের কেউ কেউ সে সময় সুযোগ পেলে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-য় নিশ্চয় প্রাণের জোয়ার দেখা দিত।

একশো বারো বছর অতিক্রম করে, মনে হচ্ছে আজকের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-র পালে যে বাতাস লেগেছে, তাতে মনে হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রনাথ কথিত নতুনকালের ‘সাহিত্য-সেবকদিগের বাণিজ্যতরীটি’, ‘উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-বিজ্ঞানাদির গুরুভার বহন করিয়া বন্দরে বন্দরে আবার যাতায়াত করার’ গৌরব অর্জন করবে। ১৩০১ বঙ্গাব্দের ২৪ চৈত্র শনিবার ‘প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন’ অনুষ্ঠানে পঠিত কার্যবিবরণের শেষাংশে বলা হয়েছিল: ‘সংসারে যাহার কিছু করিবার আছে, সেই জীবিত থাকে। যাহার কিছু করিবার নাই, সে জীবিত থাকে না।’—এখনকার সময়ে দাঁড়িয়ে, এই সত্য আজ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : লেখকসূচি ১৩০১-১৪১৩

সুবিনমল মিশ্র

অ— দে

দ্রষ্টব্য দে, অ

অক্ষয়কুমার কয়াল

কালিকামঙ্গলের একটি নূতন কাহিনী	৬৭	১	৭২-৭৬
কালুরায়মঙ্গল	৬৩	২	৮৩-৯১
কাশীরাম দাস কি সমগ্র বনপর্বের রচয়িতা	৬৬	২	৯৪-৯৭
‘কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী’র পাঠবিচার : আলোচনা	৯২	১-২	৮২-৮৪
কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলে কৃষ্ণকথা	৮৬	২-৩	৩৯-৪২
‘কৃষ্ণলীলামৃত সিঙ্ঘ’র পুথি ও রামপ্রসাদ রায়ের রচনাকাল : আলোচনা	৮৯	১-২	৭০-৭১
‘কৃষ্ণলীলামৃত সিঙ্ঘ’র রচনাকাল : আলোচনা	৯০	৩	৪৩-৪৪
দুটি মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে কিছু কথা	১০৭	১-৪	৩৪-৩৬
দ্বিজ কবিচন্দ্রের রাধিকামঙ্গল প্রসঙ্গে	৮৭	১	৪৫-৪৬
দ্বিজ নিত্যানন্দের কালুরায়-মঙ্গল	৬৩	১	১৭-২৪
প্রাচীন সাহিত্য-প্রসঙ্গ (১ম)	৬৪	৩-৪	১১৯-১২২
প্রাচীন সাহিত্য-প্রসঙ্গ (২য়)	৬৫	৪	৩০৪-৩০৯
বিপ্র পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল	৮৭	৩	৪১-৪৪
রামপ্রসাদ কি শুধুই আঠারো শতকের কবি? আলোচনা	৮৭	৩	৪৭
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের ‘শ্রীকৃষ্ণবিলাস’	৯০	২	৩১-৩৮

অক্ষয়কুমার বড়াল

দ্রষ্টব্য সরলাদেবী চৌধুরাণী

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতের কথা	১৩	১	২৩-২৪
সূচনা [নবজীবন পত্রিকার]	১০৯	১-২	২৩২-২৩৪

অচিন্ত্য বিশ্বাস

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের

ইতিবৃত্ত : নতুন ভাব কাঠামোয় আভাসিত দিগ্‌মণ্ডল	১১১	২	১২-৪১
--	-----	---	-------

বাংলা পুথিচর্চার অতম্র তাপস সুকুমার সেন	১০৬	১-৪	১০৩-১৩০
---	-----	-----	---------

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত			
চিঠি অঙ্কিত দত্তকে লেখা			
সংকলন চিত্ররথ দত্ত	১১০	৪	৬০-৭৪
অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি			
ঈশাননাগরের অশ্বৈত-প্রকাশ	৩	৪	২৪৯-২৫৪
দেহ-কড়চা (নরোত্তম ঠাকুর রচিত)	৪	১	৩৯-৪৬
নরোত্তম ঠাকুর	৪	১	৩১-৩৮
রঘুনাথ শিরোমণি	১১	১	১-১২
লোকনাথদাসের সীতাচরিত্র	৪	৩	১৭৬-১৮৩
স্ট্রীকবি মাধবী	৫	৩	১৫৯-১৬৪
অজয়কুমার চক্রবর্তী			
গোবিন্দদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী	৬১	২	১০০-১০১
অঙ্কিত ঘোষ			
আলাউদ্দীন হুসেন শাহের জুম্মামসজিদ তোরণ-লিপি	৩৭	২	৮১
অঙ্কিত দত্ত			
জগদীশচন্দ্রের রচনা	৬৫	৩	২২৮-২৩১
অঙ্কিতকুমার চক্রবর্তী			
টোটো জনজাতির জীবন-জীবিকা ও			
সমাজ-সংস্কৃতির রূপরেখা	১১২	৩	১০২-১১৫
‘নৌকা পূজা’—শ্রীহট্ট কাছাড়ে এক বিশেষ			
ধরণের মনসা পূজা	১১১	১	১৩২-১৩৮
‘বোড়ো ডিমাসা’দের ঐতিহ্য ও			
সংস্কৃতির রূপরেখা	১১০	১-২	৭৮-৯৩
অগিমা মুখোপাধ্যায়			
ছড়ায় ও গাথায় আঠারো শতকের বাংলার			
বিপর্যয়ের ইতিহাস	৯৩	২-৪	২৬-৩৯
অতনু বসু			
বিদ্বৎবিহারী বিনোদবিহারী	১১২	৩	১২২-১৪৮
অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী			
বাউল কবি কাঙাল গিরিলাল দাস ও তাঁর পদাবলী	৮৯	১-২	৩-১৯
অতুলচন্দ্র চৌধুরী			
পুথির বিবরণ (১-৫)	৯	২	১২৫-১২৮
অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়			
উনবিংশ শতাব্দীর জীবন ও শিল্প	৮৩	৩-৪	২৩-২৯
চালা শৈলীর ঐতিহ্য	৮৩	১-২	৫৩-৫৬
প্রত্নতাত্ত্বিক রমাপ্রসাদ চন্দ	৮০	৩	২৯-৩২
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৮১	২-৪	৫৭-৫৮

অনঙ্গমোহন সাহা

আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা	২৯	২	৮৫-৯৩
আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা	৩০	১	৬
চৌম্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা	৩০	৩	৯৩-১০০
অনঙ্গমোহন সাহা, সুকুমাররঞ্জন দাশ ও দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়			
গণিতের পরিভাষা	৪২	২	১১০-১১৯
	৪২	৩	১৫৮-১৬২

অনন্তকুমার চক্রবর্তী

ধৃষ্টিপ্রসাদ জীবন ও সাহিত্য	১০৩	১-৪	৯-৫৪
-----------------------------	-----	-----	------

রবীন্দ্রসঙ্গীত (অনুবাদ)

দ্রষ্টব্য ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অনন্তলাল ঠাকুর

আদিশুরের প্রাচীন উল্লেখ	৫৭	৩-৪	৬৮
তাৎপর্যাচার্য	৫৮	৩-৪	৫৩-৫৬
বৈশেষিকদর্শনের অদৃষ্ট এবং ধর্ম	৬৩	৪	১৭৯-১৮৫
ভূষণকার ও ভূষণমত	৫৩	১-২	২২-৩২

অনাথকৃষ্ণ দেব

রামায়ণ-তত্ত্ব (১ম ভাগ)	৯ অতিরিক্ত		১-১২৪
রামায়ণ-তত্ত্ব (২য় ভাগ)	১১ অতিরিক্ত		১২৯-২৩৪

অনিমেষকান্তি পাল

সাঁওতালদের ঠাকুর দেবতা ও ধর্মাচার	১১২	৪	২৬-৭৩
-----------------------------------	-----	---	-------

অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য সাহিত্যে

চলিত শব্দের ব্যবহার	১১২	১-২	২৮-৩৬
---------------------	-----	-----	-------

অনুরাধা রায়

গাঙ্গী ও গাঙ্গী-বাদ : বাংলা কবিতায়	১১৩	১-২	১২১-১৪৬
-------------------------------------	-----	-----	---------

অপূর্বকুমার রায়

বাংলা লিখিত গদ্যের সূচনা পর্ব প্রসঙ্গে

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১১২	৪	২৬-৭৩
---------------------------	-----	---	-------

অপূর্বচন্দ্র দত্ত

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	১	৩	১৩১-১৪৭
	২	১	১৬-১৯
	৩	১	১৩-১৭

অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণ-বঙ্গের কথ্য ভাষা	৫০	২	৪৯-৫৫
-------------------------	----	---	-------

অবিনাশচন্দ্র ঘোষ

বঙ্গে পদ্যগীত-প্রভাব ও বঙ্গভাষায় পদ্যগীত-পদাঙ্ক	১৮	১	৪৫-৫৮
--	----	---	-------

অভয়চরণ দে			
বঙ্কিম সাহিত্যে ইতর প্রাণী	১১৩	১-২	১৫৮-১৬৪
অভিষেক ভট্টাচার্য			
বিয়োগপঞ্জী : রেজাউল করিম	৯৫	৩-৪	১৬৪-১৬৭
	৯৬-১০০	যুগ্মসংখ্যা	
অভিজিৎকুমার দত্ত			
পিতৃদেব	১০৯	৩-৪	১৪৪-১৪৮
প্রয়াত বিজিতকুমার দত্ত সম্পর্কে পুত্রের শ্রদ্ধার্ঘ্য			
অল্ল ঘোষ			
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (১৩৩০-১৩৬০)	১০১-১০২	যুগ্মসংখ্যা	
৬৯-৮১			
অমরকুমার মজুমদার			
প্রমথনাথ বোস — এক বিস্মৃত বিজ্ঞানী	১১০	৪	১৩৬-১৪৯
সুনামি	১১১	৩-৪	১৭০-১৭৪
অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী			
ওলাবিবির গান : দক্ষিণ ২৪ পরগণায়	৮৩	৩-৪	৩০-৪১
প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক কালিদাস দত্তের গ্রন্থপঞ্জী	৮৪	১-২	৫৩-৫৯
মদনপালা (সম্পাদনা)	৮৬	২-৩	৪৩-৫৬
লৌকিক দেবতা — বারাঠাকুর	৭৯	১-৪	৪৪-৫৬
অমরনাথ দে			
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী : এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিসত্তা	৯৪	৩-৪	১-৯
অমরেন্দ্রনাথ রায়			
বাংলার মধ্যযুগীয় মৃৎ-শিল্প	৭৩	১-৪	৪০-৫০
অমলশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়			
আত্মজীবনীর দর্পণে বাঙালী ভদ্রলোক	১০৯	১-২	১১৩-১৩১
অমলেন্দু ঘোষ			
শব্দ-সংগ্রহ ১	৬৪	১-২	৩৭-৫২
শব্দ-সংগ্রহ ২	৬৪	৩-৪	১০৩-১১৮
শব্দ-সংগ্রহ ৩	৭৪	৪	১৯০-২০৮
অমলেন্দু বসু			
কাব্যে পাঠান্তর	৬৬	৩-৪	৪৬৭-৪৯১
অমলেন্দু মিত্র			
আধুনিক বৈষ্ণব গীতিকার	৬০	৪	১৯৫-২০১
ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্তি	৭৩	১-৪	১-৬
বোলান গান	৬২	২	১০৯-১১৪
রাঢ়ে ধর্মপূজা	৭২	১-৪	৩৫-৪২

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

বাঙালী হিন্দু সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি ৭৫ ২-৪ ৮১-৯০

অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ২

বর্ণপরিচয়-এর দেড়শো বছর ১১২ ১-২ ১৫৯-১৬৮

বিদ্যাসাগরের 'শব্দ-সংগ্রহ' — আলোচনা ১১০ ৩ ৬২-৭১

অমিয় দেব

বিয়োগপঞ্জী — সুবীর রায়চৌধুরী ৯৫ ৩-৪ ১৭৩-১৮৩

৯৬-১০০ যুগ্ম সংখ্যা

রাধারানী দেবীর শরৎচন্দ্র ১১৩ ৩ ৬৩-৬৯

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার মধ্যযুগীয় মন্দিরগাত্রস্থ ভাস্কর্যে প্রতিফলিত

সমাজচিত্র ৮৮ ৪ ১-১৭

অমিয়কুমার ভট্টাচার্য

চৈতন্যভাগবত : না চৈতন্য মঙ্গল? পুরনো সমস্যায়

নতুন আলোকপাত ১০৬ ১-৪ ১৩০-১৩৩

অমিয়কুমার সামন্ত

দ্রষ্টব্য সরযুবালা দেবী

অমিয়কুমার সেন

গোবিন্দদাস কবিরাজের কয়েকটি অপ্রকাশিত পদ ৬১ ৪ ২১-৬

অমিয়শঙ্কর চৌধুরী

ক্যাটালোগোরাম এবং যতীন্দ্রমোহন ১১৩ ৩ ১৭-৩০

অমূল্যচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম ৬৬ ৩-৪ ১৬১-১৭২

অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাম্ভষণ

অগ্নি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৩২ ৪ ১৮৭-১৯৪

গুপ্ত-বলভী-সংবৎ ২২ ২ ১০৭-১১৯

১৩১৫ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ ১৬ ২ ১১৪-১২৭

১৩১৬ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ ১৭ ২ ৭১-৯৩

“নাথধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব” প্রবন্ধের আলোচনা ৩১ ২ ৮৭-৮৮

বিষ্ণু ২৮ ৩ ১২১-১৪৩

ভারতে লিপির উৎপত্তি ১১ ১ ৪৫-৫৮

মুসলমান-সাহিত্যে ভারতবাসীর দান ৪৬ ১ ২০-৩৬

শ্রীশঙ্করাচার্য্য (আবির্ভাবকাল-নিরূপণ) ১৫ ২ ১৩৪-১৬৫

সরস্বতীর বলি ৩৪ ৪ ২১৩-২২২

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব (১) ৩৮ ১ ৫-২১

বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব (২) ৩৮ ৪ ২১৯-২৩২

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (৩)	৩৯	১	৩১-৫২
পরিশিষ্ট : বাংলা ছন্দের প্রকারভেদ	৩৯	১	৫৩-৭২
সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৫	৩-৪	৮৪-১২৭
৯৬-১০০ যুগ্ম সংখ্যা			
অমূল্যধন রায়ভট্ট			
শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটী-মাহাত্ম্য	২২	৪	২৫৭-২৮৬
অম্বিকাচরণ গুপ্ত			
কবিকঙ্কন ও তাঁহার চণ্ডী-কাব্য	১৩	২	১১৫-১২৮
কবি জয়কৃষ্ণ দাস	১৪	১	২৫-৩৪
কোচবিহারের ভাষা ও সাহিত্য	১৮	৪	২২৭-২৪৮
ছড়া : হুগলী ভাস্করমোড়া হইতে সংগৃহীত	৩	১	৬১-৬৪
বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫	১	৭১-৮০
সহদেব চক্রবর্তীর ধর্ম-মঙ্গল	৪	৪	২৭৭-২৯৩
অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন			
পাট-পর্যটন এবং শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শাখানির্গয়	১৮	২	১০৭-১১২
শূরনগর [আদিশূরের রাজধানী]	১৯	১	৬১-৬৪
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত			
সম্বন্ধে দুই একটি কথা	২০	১	৩৩-৩৫
সত্যপীরের পাঁচালী	১৯	৪	১২৯-১৩৮
অম্বিকাচরণ শাস্ত্রী			
বোপদেব	১২	২	১২৩-১২৮
অম্বুজাক্ষ সরকার			
আলোচনা (1 Percent-এর প্রতিশব্দ)	২৩	১	৭৯
অম্লান দত্ত			
সমাজ সংগঠনের পথের সন্ধানে	৮৯	৩-৪	৩-১২
অরবিন্দ মিত্র			
দিলীপকুমার বিশ্বাস	১১১	২	১৪৯-১৫১
অরুণকুমার বসু			
শতবর্ষে জসীমউদ্দীন	১১০	৪	২৮-৩৬
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়			
একটি পুরনো মফঃস্বল সাপ্তাহিক পত্রিকা	৭৪	৪	১৮২-১৮৯
বৈদ্যবাটী পত্রিকা প্রসঙ্গে।			
কবি কায়কোবাদ	৭০	১-৪	৮৪-৯৭
গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮)	৮০	৪	৪১-৪৪
ত্রিপুরার উপজাতি লোকগীতি	৮৯	১-২	৪৯-৬৯
দাশরথি রায়ের পাঁচালী : শিল্পরূপ বিচার	৭১	১-৪	৩৩-৪৪

মানভূম তথা পুরুলিয়ার লোকসঙ্গীত	৮৮	২	২০-৩২
অরুণচাঁদ দত্ত সঙ্কলিত			
আর্যদর্শন : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি	১০৭	১-৪	১১৫-১৪৯
নবজীবন : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি	১০৯	১-২	২১১-২৩১
প্রচার : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি	১০৮	১-৪	১৬০-১৭০
প্রসঙ্গ : আর্যদর্শন	১০৮	১-৪	১৭৪
বিভা : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্জি	১১০	৩	১৪৯-১৫৪
সৌরভ : লেখকসূচি	১১০	১-২	১০৩-১৬৮
অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়			
কখনো শুনি, কখনো শুনি না যে	১১৩	১-২	৪৫-৫২
দ্বিগুণজীবিত পৌরুষ			
বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে।	১১০	৩	৭২-৭৯
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রযুক্তি শিল্প সাধক	১১২	৪	১৭৪-১৯৩
রবীন্দ্রনাথের শশাঙ্ক থেকে শ্যামলী	১০৯	১-২	১৩-২৪
অরুণজ্যোতী সুর			
গঙ্গাপুত্র: শৈলবালা ঘোষজ্ঞায়ার সমাজচেতনা	১১৩	১-২	২১৬-২২৩
অলোক রায়			
নবকৃষ্ণের উত্তরাধিকার	৯১	২-৪	৬-১৫
বিয়োগপঞ্জী : আচার্য সুকুমার সেন	৯৫	৩-৪	১৫৯-১৬৩
৯৬-১০০ যুগ্ম সংখ্যা			
যোগেশচন্দ্র বাগল-স্মরণে	১১১	১	৪৪-৪৯
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত			
প্রতিশ্রুতির আরেক জন্মদিনে	১০১-১০২ যুগ্ম সংখ্যা		১৪৭-১৫৮
রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্যায়	৬৬	৩-৪	২৯৪-৩০২
অশোক উপাধ্যায় সঙ্কলিত			
বাংলা সাময়িকপত্রে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা:			
রচনাপঞ্জী-১	১১০	৩	১৫৫-১৯২
ঐ-২	১১১	১	২৩২-২৬২
অশোক চট্টোপাধ্যায়			
ধর্মপুরাণ ও তাহার কাল	৬৩	৩	১৪৮-১৫৪
অশোক ভট্টাচার্য			
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালা	১০১-১০২ যুগ্ম সংখ্যা		১২৯-১৩৬
অশোক মুখোপাধ্যায়			
সিডিবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ	১১৩	১-২	১০৭-১১১
অশোককুমার দেওয়ান			
নিখিরাম আচার্য ও তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্য	৯০	১	১-২৩

অশোককুমার রায়			
‘আর্য্যাবর্ত’ পত্রিকার ইতিহাস ও কালানুক্রমিক সূচি	১১১	১	১৫০-১৮৩
উদয়ন: সংখ্যানুক্রমিক সূচি	১১২	১-২	১১৭-১৪৩
কালিকলম : সংখ্যানুক্রমিক সূচী	১১০	৪	৮২-১০২
পত্রপ্রাপক, পত্রলেখক ও পত্রপরিচিতি	১১২	৪	১৭-১৯
রবীন্দ্র মেহন্য উদয়ন পত্রিকার ইতিহাস	১১২	১-২	১০৫-১১২
শতবর্ষ পূর্বের বাণী পত্রিকা : ইতিহাস ও রচনাপঞ্জি	১১২	৩	১৪৯-১৬৬
অশ্বিনীকুমার সেন			
প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবতা	২৩	৩	২২৯-২৩১
যশোহরের ফৌজদার নূরউল্যা খাঁ ও মির্জানগর	১৪	২	১১৭-১২৪
অশ্রুকুমার শিকদার			
আরাকানের মহারানি	১০৯	১-২	১-১২
‘না পড়িয়া উপন্যাস ‘কনতিনাস্তাল’	১০৪	১-৪	৭৭-১০০
বাংলা সাহিত্য : ভবিষ্যতের ভাবনা	১১৩	৩	১-১১
অসিতকুমার ঘোষ			
জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনা-সূচী	৬৫	৩	২৩২-২৩৪
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়			
পর্ভুগীজ মিশনারী ও বাংলা গদ্য (১ম)	৬১	৪	১৯৩-২০৩
পর্ভুগীজ মিশনারী ও বাংলা গদ্য (২য়)	৬২	১	৪১-৪৮
প্রাচীন বাংলা দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র	৬২	৩	১৮২-১৯০
প্রাচীন বাংলা দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র [পুনর্মুদ্রণ]	১১১	২	৮৪-৯১
বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাণিকতা	৮০	২	৫৯-৭৬
রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর	৯১	২-৪	১-৪
অসীমকুমার মামা			
উপকূলবর্তী পূর্ব-মেদিনীপুর জেলার বিলুপ্তপ্রায়			
কিছু আঞ্চলিক শব্দ	১১২	৪	২১৯-২৩২
আনন্দ ভট্টাচার্য			
মাদারি সম্প্রদায় : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	১১২	৩	৮১-১০১
ফকির বিদ্রোহের চার নায়ক	১১৩	৩	৮৪-৯২
আনন্দনাথ রায়			
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	৬	৩	২২৭-২৩৩
কবি লালা জয়নারায়ণ	৭	৩	১৫২-১৬২
ঠাকুর নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন ঠাকুর	৬	৪	২৭২-২৮৫
আন্তুনি লঙ্গলট্টি দিয়াস			
ভাষণ	৮১	২-৪	১-৪
আবদুর রাউফ			
হুমায়ুন কবির : প্রসঙ্গ রাজনীতি, ভারতীয়ত্ব			

এবং বাঙালি	১১৩	৩	৭০-৭৭
আবদুল করিম	-		
কালকেতুর চৌতিশা (শ্রীচাঁদদাস বিরচিত)	১৬	৪	২৫৩-২৫৬
গৌড়েশ্বরের আদেশে রচিত বিদ্যাসুন্দর	৪৪	১	২২-২৪
চট্টগ্রামী ছেলে-ঠাকান ধাঁধা	১২	৪	১৭৭-১৮৮
চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া : ১	৯	২	৭৬-৯১
চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া : ২	১০	২	১১৩-১১৬
চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া : ৩	১৩	২	১০৭-১১৪
নারায়ণদেবের পাঁচালী (দ্বিজ দীনরাম রচিত)	১২	৪	১৮৯-৯২
পুঁথির বিবরণ (১-৮৭)	৯	অতিরিক্ত	১-৬৪
পুঁথির বিবরণ (৮৮-৩০৭)	১০	"	৬৫-১৯২
প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (১-১৯)	৭	৩	১৮০-১৯২
প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (২০-৩৩)	৭	৪	২৪১-২৫১
প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (৫০০-৫১৫)	১৮	১	২৯-৪৪
প্রাচীন মুসলমান কবিগণ	১২	১	৩৬-৩৯
বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ (৩০৮-৪৩৩)	১২	অতিরিক্ত	১৯৩-২৬৮
লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রত পাঞ্চালীর ভ্রমসংশোধন	১৭	৪	২৫৯
আবদুল গফুর সিদ্দিকী			
জঙ্গ-নামা	২৪	২	১২৩-১৪৮
তাপসী রওশন আরা	২৩	৩	২২৩-২২৮
তাপসী রওশন আরা (আলোচনার উত্তর)	২৫	২	১০১-১০২
প্রাচীন মুসলমান কবিগণ	১২	১	৩৬-৩৯
বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবী ও পার্শী ভাষার শব্দ ও			
অক্ষরের উচ্চারণবিধি এবং লিখন-প্রণালী	২৩	৪	২৫১-২৫৫
মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য	২৩	২	৯৫-১২১
মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য [পুনর্মুদ্রণ]	১১১	১	২০৯-২৩১
“সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কালনির্ণয়” প্রবন্ধ			
সম্বন্ধে মন্তব্য	৩৩	২	৬৯-৮৬
আবু মুহম্মদ হবিবুল্লাহ			
অমৃত-কুণ্ড	৬৯	১-৪	১-২০
আবু সয়ীদ আইয়ুব			
চিঠি : সুরজিৎ দাশগুপ্তকে	১১০	৩	১৩৪-১৩৮
আবুল আহসান চৌধুরী			
অন্নদাশঙ্কর রায় : স্থিতি অনুভবে	১০৯	৩-৪	৮৭-৯৩
অন্নদাশঙ্কর রায়ের অপ্রকাশিত পত্রাবলী	১০৯	৩-৪	৯৪-১১২
প্রেমেন্দ্র মিত্রের অপ্রকাশিত পত্রাবলি	১১১	৩-৪	১১৭-১২০
হিতকরী : উনিশ শতকের দুস্তাপ্য পত্রিকা	১১৩	৪	১৪১-১৭৪

আশিস খাস্তগীর

উনিশ শতকের ছাপাখানা ও পত্র-পত্রিকা ১১৩ ৪ ১-৭১

আশিস রায়

‘প্রেমতরঙ্গিনী’ বিষয়ক প্রতিষ্ঠিত তথ্যগুলি

কি যথেষ্ট প্রামাণিক? ৯০ ২ ৯-১৫

‘শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী’তে চৈতন্যপ্রসঙ্গ ৯৪ ৩-৪ ১০-১৬

আশীষ লাহিড়ী

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান উপাসক সম্প্রদায় ও অক্ষয়কুমার দত্ত ১১২ ১-২ ৭-১৬

আশুতোষ ভট্টাচার্য

চণ্ডীমঙ্গলের আরও দুইজন কবি ৬০ ১ ১-১২

ইন্দিরা চৌধুরী সেনগুপ্ত

সাহিত্য, জাতীয় আত্মপরিচিতি ও

উপনিবেশবাদ :

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১৮৯৩-১৯০৩) ১০১-১০২ যুগ্ম সংখ্যা ১২৭-১২৮

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

স্বরলিপি (গান : বিহারীলাল চক্রবর্তী) ৬৫ ১ ৮৪-৮৭

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ ৯২ ১-২ ৪১-৫৩

হিতোপদেশ ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ৯৪ ৩-৪ ৩৭-৪৬

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শব্দ-সংগ্রহ ৮ ২ ৭৩-১৩০

শব্দ সংগ্রহ

[বিদ্যাসাগরের পাণ্ডুলিপির সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ] ১১০ ৩ ১-৬১

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

পরশুরামের গল্পে হাস্যরস ৮৮ ২ ৪-১০

উজ্জ্বলানন্দ

রাধিকা-মঙ্গল ৩ ৪ ২১৭-২২৫

উপেন্দ্রনাথ রায়

বঙ্কিমচন্দ্র ও মহাভারত কাল ৯৩ ১ ৩৯-৪৪

উমা রায়

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে পরকীয়াতত্ত্ব ৯১ ১ ১-৩২

উমেশচন্দ্র দে

ভক্ত নারায়ণদাস ঠাকুর (আসামের হরিদাস) ১৯ ২ ১১৩-১২৪

উমেশচন্দ্র বটব্যাল

হরিনামের শব্দ-তত্ত্ব ৪ ৩ ২৩১-২৩৪

একেশ্রনাথ দাস ঘোষ

আমাদিগের অয়নাংশ	৩১	১	১১-৩৭
উদ্ভিদ-বিদ্যাবিষয়ক পরিভাষা	১৭	২	৯৫-১১১
উদ্ভিদে গৌণকোষ-বিদারণ-(Karyo Kineses)			
শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	২১	৪	২৯৭-৩০০
ঋতুদের অশ্বদেবতা	৩৬	২	১২৬-১২৮
কঙ্কেলি পুষ্প প্রবন্ধের আলোচনা	৩৫	২	১০৩
ক্ষুদ্র মেহদত্তীর কঙ্কাল পরিষ্কার করিবার এক সহজ উপায়	৩৩	৪	১৯৫-১৯৬
নিদানোক্ত কতকগুলি আয়ুর্বেদীয় শব্দের পরিভাষা	১৮	১	১৭-২২
প্রাণিবিজ্ঞানবিষয়ক পরিভাষা	৩১	২	৬৫-৬৬
বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার	৩৫	২	৬২-৭০
রোমীদিগের শ্রেণীবিভাগ	৩৩	৩	১৩৭-১৪০
এণাঙ্কী চট্টোপাধ্যায়			
দ্রষ্টব্য শাস্তিময় চট্টোপাধ্যায়			
কনক বন্দ্যোপাধ্যায়			
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনী ও সাহিত্য সাধনা	৮৪	৩-৪	৩৯-৫৯
কমলেন্দু চক্রবর্তী			
কোটিবর্ষ	৬২	১	১-১৩
বালুরঘাটের পুরাকীর্তির পরিচয়	৬১	৩	১২৯-১৩৫
কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়			
শেলি ও রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্যায়	১১৩	১-২	১৬-৩৩
কল্যাণী দত্ত			
অতিরিক্ত বাংলা প্রবাদ	৭২	১-৪	৪৩-৮৩
কাননবিহারী গোস্বামী			
প্রথম বাংলা চৈতন্যচরিত কাব্য : শ্রীগৌরলীলামৃত	১০৮	১-৪	৪-২০
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য অনুশীলনে			
অসিতকুমার	১১১	২	১-১১
কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়			
আমার মাস্টারমশাই	১১১	২	১৪৬-১৪৮
কামিনীকুমার রায়			
ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত			
কয়েকটি সিনী ও আচার-নিয়মের বিবরণ	৩৯	৩	২০৭-২৩০
কালিকারঞ্জন কানুনগো			
আমীর খসরু-কৃত 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' কাব্য	৪৬	৪	২৫১-২৬৮
কবি আলাওল-কৃত 'পদ্মাবতী' পুথি এবং জায়সী-কৃত			
মূল 'পদ্মাবত' কাব্যের তুলনামূলক সমালোচনা	৫০	১	১৭-৩২
বৃন্দাবনের কয়েকটি মন্দিরের ঐতিহাসিক পরিচয়	৪৫	৪	২০৫-২১৪
শাহজাদা দারাশুকোর পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বজ্ঞান	৪৬	২	১০৯-১১৬

কালিদাস দত্ত			
পঞ্চানন্দের গান	৬৪	৩-৪	৮১-৯১
পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমান-ভুক্তি	৪১	১	১৯-২৩
কালিদাস নাথ			
বাসুদেবের সহিত প্রাকৃতের সাদৃশ্য	৮	৪	২৫৪-২৬২
বৈষ্ণব-কবি জগদানন্দ	৫	৪	২৭০-২৮০
কালিদাস মল্লিক			
পরিভাষা : রসায়ন-শাস্ত্র-বিষয়ক	৩	৩	১৭৪-১৭৯
কালীকান্ত স্মৃতি-বেদান্ততীর্থ			
অসমীয়া সাহিত্যের একখানি পুস্তক : দেবজিত	২০	৩	২৩১-২৩৬
কালীকঙ্কর সেনগুপ্ত			
‘অবধূত’ শব্দের অর্থ	৮২	১-২	৯২-৯৩
উভয়লিঙ্গ নির্বাণ : ‘শূন্য’ নির্বাণ বনাম ‘ব্রহ্ম’ নির্বাণ	৮৩	৩-৪	৫৫-৬৪
বেদান্তের বৈষ্ণব ভাষ্য এবং শাস্ত্র বৈষ্ণব			
ভাবধারার সমন্বয়	৮৩	১-২	৫৭-৬৭
কালীপদ পাঠক			
দ্রষ্টব্য রাজ্যেশ্বর মিত্র			
কালীপদ ভট্টাচার্য			
স্মৃতিতর্পণ — ভেরা নভিকভা	৭৯	১-৪	৭৯-৮০
কালীবর বেদান্তবাগীশ			
শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৭	অতিরিক্ত	১-২৫
কিরণকুমার সেনগুপ্ত			
কয়লা-ব্যবসায়ের অধঃপতন ও তাহার প্রতিকার	৩৩	২	১২৭-১৩০
কুঞ্জকিশোর চৌধুরী			
দেশভেদে বাঙ্গালা ভাষার আকারভেদ	২০	৪	২৪১-২৬৬
কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী			
শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ	৩৭	৩	১৬২-১৭৪
কুঞ্জলাল রায়			
ছড়া : বর্ধমান—দেবগ্রাম হইতে সংগৃহীত	৩	১	৫৬-৬১
কুমার রায়			
কাব্য-সাহিত্যের দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম নাটক	১১১	৩-৪	৬৩-৭২
কৃষ্ণানু ভট্টাচার্য			
ম্যালেরিয়া নিবারণে ড. গোপালচন্দ্র			
চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা	১০৯	১-২	১৭৫-১৮৪
কৃষ্ণজ্ঞান রায়চৌধুরী			
যোগেন্দ্রবাবুর স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ	৩০	১	১-৫

কৃষ্ণনাথ সেন

ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইল অঞ্চলের গ্রাম্যভাষার অভিধান/প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ	১৯	৪	৩৭-৫৬
কৃষ্ণপদ গোস্বামী			
বাঙ্গলার গ্রামের নামে অনার্য ও দেশী উপাদান	৬৫	৪	২৮১-২৯১
কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত			
ধর্মপালের গড়	১৯	১	১১-১৭
কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র-সংগ্রহ	৭৩	১-৪	৫১-৭১
কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী			
আর্য্যভট	২৪	৩	২০১-২০৯
মহাভারতের সময়	২৩	২	১৩৯-১৬০
	২৩	৩	১৬১-১৭৮
শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধধর্ম	২২	২	৮১-৯৪
কেতকী কুশারী ডাইসন			
প্রসঙ্গ : অনুবাদ	১১৩	১-২	২২৪-২৪২
কেন্দারনাথ মজুমদার			
আভাষ			
[সৌরভ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয়র পুনর্মুদ্রণ]	১১০	১-২	১৬৯
কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র-পুরাণ (প্রতিবাদ)	১৫	৪	২৪৮-২৫৩
যুগান্তে [সৌরভ ১৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৩১, পৃ ১-৩ অংশের পুনর্মুদ্রণ]	১১০	১-২	১৭২-১৭৪
সৌরভের নব সাধনা [সৌরভ ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩২০, পৃ ১-২-এর পুনর্মুদ্রণ]	১১০	১-২	১৭০-১৭১
কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী			
বেদের সংহিতাভাগে অদ্বৈতবাদ	২০	৪	২৬৭-৩০০
কৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাতৃষণ			
গৌহাটীর নূতন তাম্রশাসন	১৯	১	১-৫
ক্ষিতিকৃষণ ভাদুড়ী			
কালমেঘের উপাদান	১৯	৩	২০৭-২০৮
রাম-ভুলসীর তৈল	২১	২	১৪৩-১৪৪
ক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি			
বাঙ্গলা সর্বনাম পদ	৬১	৪	২১৭-২২৩
ক্ষুদিরাম দাস			
রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য	৬৬	৩-৪	২১৩-২৩৯
ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত			
বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস	১২	২	৬৫-৬৯

‘চেতন্যচরিতামৃত’-এর রচনাকাল এবং ব্রজের

গৌড়ীয় সম্প্রদায়	৮৭	১	১৬-৩৯
মহাপ্রভুদি প্রাকট্যসম্বৎসরাণি	৮৯	১-২	১-১০
তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য			
‘নেহ’ ও ‘লেহ’ শব্দের উৎপত্তি	২২	৪	২৮৭-২৯১
পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ	৬১	১	৪৫-৫২
	৬১	২	১০৪-১১১
	৬১	৩	১৫৩-১৬০
	৬১	৪	২২৯-২৩৬
	৬২	১	৫৬-৬৩
	৬২	২	১৪৪-১৫১
	৬২	৩	২১৬-২৩২
	৬২	৪	৩০৫-৩২০
	৬৩	১	৪৪-৬০
	৬৩	২	১১৫-১৩০
	৬৩	৩	১৬৩-১৭৮
	৬৩	৪	২০৩-২২০
	৬৪	১-২	৫৩-৬৬
	৬৪	৩-৪	১২৩-১৩৬
প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল	২৬	৩	১৪৭-১৮৬
বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য	২৩	৪	২৪১-২৫০
	২৫	২	৬৯-৭৬
বৈদিক অসুর ও দেবতা	৬১	১	১৪-১৬
	৬১	৩	১৩৬-১৪৪
	৬১	৪	২২৪-২২৮
বৈদিক দেবতা ও অসুর	৬১	২	৭৫-৭৯
“বৌদ্ধগান ও দোহা” প্রবন্ধের আলোচনা	২৭	৪	১৫৩-১৫৬
মানিক দত্ত ও মুকুন্দরাম	৪৫	২	১১৪
সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা	২৪	২	৯৩-১০০
তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়			
দেলপুজার ছড়া	৪৭	৪	২৬৪-২৭২
তুষারনাথ চৌধুরী			
জ্ঞানতাপস ঐতিহাসিক দিলীপকুমার বিশ্বাস	১১১	২	১০১-১০৮
তুষারনাথ রায়চৌধুরী			
দ্রষ্টব্য সৈয়দ মহম্মদ নাজিম ও তুষারনাথ রায়চৌধুরী			

ত্রিদিবনাথ রায়

কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গলের রচনার কাল	৪২	১	৫৩-৫৪
‘চণ্ডীদাস সমস্যা’ প্রবন্ধ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর	৬১	২	১০১
চৌরপঞ্চাশিকা	৫৩	৩-৪	৬১-৬৯
বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য	৬০	২	৬১-৭৬
	৬০	৩	১২২-১৩৭
	৬০	৪	১৭৫-১৯৪
	৬১	১	১৭-২৮
	৬১	২	৮০-৯১
	৬১	৩	১৪৫-১৫২
	৬১	৪	২০৪-২১২
	৬২	১	৪৯-৫৫
	৬২	২	১২২-১৩১
	৬২	৩	২০০-২১৫
	৬২	৪	২৯০-৩০৪
	৬৩	১	৩৬-৪৩
	৬৩	২	১০১-১১৪

ত্রিপুরা বসু

ফিঙ্গাপুরী খেপুত	১১৩	১-২	২১০-২১৫
মঙ্গলকাব্যের অনালোচিত অধ্যায় : নবাবিধৃত			
কবি ও কাব্য	৮৪	৩-৪	১০-৩৮
ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য			
কমলাকর ভট্ট	৭	৩	১২৯-১৪২
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার			
গ্রাম্য-গীতি : গান ও ধূয়া (ঢাকা ও ময়মনসিংহের			
প্রাদেশিক গ্রাম্য-গীতি)	১৩	৩	১২৯-১৪৫
সুকবিবল্লভাদি-বিরচিত ‘বৃহৎ পদ্মাপুরাণ’	১৩	১	২৫-৪৫
দময়ন্তী বসু সিং			
সাহিত্যিক বন্ধুতার বন্ধনে দুই কবি :			
অমিয় চক্রবর্তী ও বুদ্ধদেব বসু	১১০	১-২	৪২-৬১
দিলীপকুমার বিশ্বাস			
উনবিংশ শতকে ফ্রান্সে রামমোহন চর্চা	৮৭	৪	২০-৪১
একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ-সমালোচনা	১১১	২	১৬৫-১৭২
ভবতোষ দত্ত লিখিত ‘বাঙালীর মানবধর্ম’ গ্রন্থের (১৪০৬) সমালোচনা।			
ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার	৬৫	১	৫৪-৬৫
ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার [পুনর্মুদ্রণ]	১১১	২	১৭৭-১৮৭
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ‘মদিরা-গৃহ’	৫২	১-২	৩৩-৩৫

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ : উত্তর স্বাধীনতা পর্ব	১০১-১০২	যুগ্ম সংখ্যা	৮৩-১০০
ভারতীয় সূর্য্যপূজার একটি বৈশিষ্ট্য	৫৭	১-২	২৫-৪৩
ভারতে সূর্যমূর্তির উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব	৬১	২	৬৯-৭৪
রেবন্ত	৫৮	৩-৪	৫৭-৮০
শাস্ত্র	৭৬-৭৮	যুগ্ম সংখ্যা	৪৭-৫৩
সিংহাসনের অন্তরালে নূরজাহান	১১১	২	১৭৩-১৭৬
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়			
সংগীত ও বাংলার নাট্যশালা	৭৪	১	১৫-২৯
দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়			
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	২	৩	৩২৪-৩৪০
দক্ষিণপথে প্রচলিত পূজা ও ব্রত	৮	১	১৫-২২
মহারাষ্ট্র ভাষা	৩	৪	৩০৮-৩১১
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য			
অনুপনারায়ণ তর্কশিরোমণি	৬০	১	২৬-২৯
আদিশূরের প্রাচীন উল্লেখ (আলোচনা)	৫৭	৩-৪	৬৯-৭০
কবি ভবানীনাথ ও রাজা জয়হন্দ	৫৬	১-২	১৬-৩২
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষ	৬৩	১	১১-১৬
কৃষ্ণিবাসের কুলকথা ও কালনির্ণয়	৪৮	৩	১০৫-১২০
কৃষ্ণিবাসের বংশলতা	৪৯	১	৪০-৪১
কৃষ্ণ পাস্তী ও রামপ্রসাদ	৬৩	১	১-১০
গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ	৪৮	২	৬৬-৭৭
চাটিগ্রামে পাঠান ও মঘরাজত্ব	৫৪	১-২	২১-৩০
জগদীশ পঞ্চানন	৪৮	১	৩৪-৪৪
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন	৪৯	১	১-১৪
নবদ্বীপরাজগুরু রঘুমণি বিদ্যাভূষণ	৫১	১-২	২৪-৩১
নবাবিষ্ণু ৩ রাত শাসন	৫৩	৩-৪	৪১-৫৪
পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর	৪৭	৩	১৪৯-১৫৮
প্রগল্ভাচার্য	৪৭	২	৬৯-৭৭
প্রশস্তি [আচার্য যদুনাথ সরকারের সংবর্দ্ধনা]	৫৫	৩-৪	৮৮
প্রাণরাম চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গল	৫০	৩	৬২-৬৪
বঙ্গে নবান্যায়চর্চা (প্রাক্শিরোমণিযুগ)	৫৩	১-২	১-১৮
বরদামঙ্গল	৫৯	১-২	১-১২
বাঙ্গলা সাহিত্যের কতিপয় ঐতিহাসিক কাব্য	৫৮	১-২	১-১৬
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও চট্টশোভাকরবংশ	৪৯	২	৪৩-৫৪
বালবলভীভূজঙ্গ ভট্ট ভবদেব	৫২	৩-৪	৯৬-১০৮
বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য	৫৬	৩-৪	৬৬-৮১

বৈদ্যকমহোপাধ্যায় নিশ্চলকর	৪৯	৩	৯৫-১০৫
ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ	৫৫	৩-৪	৪৯-৬৬
ভারতচন্দ্র ও ভূরসূটরাজবংশ	৪৮	৪	১৮৯-২০০
ভারতচন্দ্রের পঠদশা	৫৯	৩-৪	৪৭-৫৩
মথুরানাথ তর্কবাগীশ	৫৭	৩-৪	৭১-৮৫
মহাদেব আচার্য্যসিংহ	৪৭	৪	২৪৩-২৫৩
রঘুনাথ শিরোমণি-১ (গ্রন্থপঞ্জী)	৪৯	৪	১১৭-১২৬
রঘুনাথ শিরোমণি-২ (কুলপরিচয়)	৫০	১	৬-১৬
রামচন্দ্র সার্বভৌম	৫১	৩-৪	৬২-৭২
রামপ্রসাদ	৫২	১-২	১-১৬
রায়মুকুট ও তাঁহার গুরুবংশ	৫৪	১-২	১-৮
শিরোমণির কতিপয় প্রাচীন টীকাকার-১	৫০	২	৩৯-৪৮
শিরোমণির কতিপয় প্রাচীন টীকাকার-২	৫০	৪	৯৭-১০৪
সমতটেশ্বর শ্রীধারণরাতের তাম্রশাসন (প্রত্নতত্ত্ব)	৫৪	১-২	১৭-১৮
হরিদাস তর্কচর্চা	৪৭	১	৪৭-৫৬
দীনেশচন্দ্র সরকার			
অস্বস্ত জাতি	৬৯	১-৪	৪৮-৫৫
অশোকের আহরৌরা অনুশাসন	৬৭	২	৮৫-৮৯
আফগানিস্তানে প্রাপ্ত ব্রাহ্মীলেখযুক্ত শৈবমূর্তি	৮০	১	৪০-৪২
আলোচনা—(সমতটেশ্বর শ্রীধারণরাতের তাম্রশাসন)	৫৪	১-২	১৫-১৭
‘কায়স্থ’ শব্দের প্রাচীন উল্লেখ	৯০	৪	১২-১৫
কৌলীন্য প্রথার উৎপত্তি	৭০	১-৪	৪৫-৫১
দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্র রাজবংশ	৬৭	১	১-৭
ধর্মপাল সম্পর্কে নূতন তথ্য	৯০	৩	১-৩
পাটনা জিলার মসজিদগাত্রের বাংলা শিলালিপি	৫১	৩-৪	৮০-৮২
পালবংশীয় রাজগণের ধর্মমত	৮০	৩	৩৩-৩৬
প্রকৃতিভিলক্ষ্যাঃ করং গ্রাহিতঃ	৮১	১	১৪-১৮
প্রত্নতত্ত্ববিদ রমাপ্রসাদ চন্দ	৮০	৩	২৩-২৮
প্রথম শূরপালের তাম্রশাসন	৮৩	১-২	৪০-৪৩
প্রথম শূরপালের দ্বাদশ রাজ্যবর্ষের মূর্তিলেখ	৮৯	৩-৪	১-২
প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রানীতির কয়েকটি সমস্যা	৮৬	১	১-১০
বঙ্গাল বাণী	৮৮	২	১-৩
‘বঙ্গাল বাণী’র ব্যাখ্যা	৮৯	১-২	২০-২১
বাংলার পালবংশীয় রাজগণের কালপঞ্জী	৮২	১-২	১৫-২২
ব্রহ্মদেশে প্রাপ্ত দুটি বৌদ্ধ মূর্তিলেখ	৮৯	১-২	১-২
রমেশচন্দ্র স্মরণে	৮৬	৪	৪-৮

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৮১	২-৪	৪৬-৫৬
রামায়ণের সমস্যা	৮২	১-২	১৪-২২
শশাঙ্কের রাজত্বকালীন এগরা তাম্রশাসন	৮৭	৪	১-৫
সিয়ান গ্রামের শিলালেখ	৮৩	৩-৪	১-২২
সুনীতিকুমার স্বরণে	৮৪	৩-৪	৩-৯
হৈহয়কুলের শার্যাত-শাখা	৫২	১-২	২৩-২৪
দীনেশচন্দ্র সেন			
ধর্ম্মমঙ্গল	১৩	১	১-২৩
দীপাঙ্কিতা সেন			
আমার মাস্টারমশাই	১১১	২	৭৫-৭৭
দীপ্তি ত্রিপাঠী			
কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	৬৫	৪	২৯২-৩০৩
দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়			
শব্দচর্চা	৪৯	৪	১৪৪-১৫০
দুর্গাদাস রায়			
দ্বিজ রামচন্দ্র-রচিত হরপার্বতীমঙ্গল	২৭	২	৩৮-৪০
লালা উদয়নারায়ণ রায়	৮	৪	২৪৩-২৫৪
দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী			
অ	১৯	৩	১৫৯-১৬৩
আয়ুর্বেদে অস্থিবিদ্যা (১)	১৪	২	১০১-১১৭
আয়ুর্বেদে অস্থিবিদ্যা (২য় প্রস্তাব)	১৫	১	৫২-৬৪
আয়ুর্বেদের অস্থিবিদ্যা : মীমাংসা সমালোচনা	১৬	৪	২২৫-২৩২
উদ্ভিদ-বিদ্যার উপক্রমণিকা	১১	১	২৪-৩৩
চান্দর : নামান্তর—ছোট চান্দর	২০	১	২৩-২৫
প্রাচীন পুথির বিবরণ (বেদ্যক-পুথি)	২০	১	৫১-৭৬
দুর্গামোহন ভট্টাচার্য			
অথর্ববেদের পৈগ্বলাদ শাখা	৬৬	২	৫১-৬১
দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য			
ক্রমাঙ্কণ সম্পর্কে কয়েকটি কথা	২১	২	৯৭-১০২
দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়			
রাজা রাধাকান্ত দেব	৯১	২-৪	৩৭-৪৫
দে, অ			
বিদ্যাপতি : শব্দের তালিকা	২	৪	৪১৩-৪৪১
	৩	১	১৮-৪৮
	৩	২	১০৩-১০৯

৩১০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

দেবজ্যোতি দাশ

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও বাংলা সাহিত্যজগৎ	৭৩	১-৪	২৩-৩৩
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গ্রন্থপঞ্জী	৭১	১-৪	১৪-৩২
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৪	২	৩৩-৮৮
‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র লেখকসূচী : (বর্ষ ১-৭৫)	৭৫	২-৪	৯১-১৫২
দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়			
বর্গী এল দেশে	৯৫	৩-৪	১৪৫-১৫৬
(মহারাষ্ট্রপুরাণ অবলম্বনে)	৯৬-১০০	যুগ্ম সংখ্যা	
দেবনারায়ণ গুপ্ত			
গিরিশোত্তর যুগে নাট্যপ্রয়োগ	৮৭	২	১-২০
দেবনারায়ণ ঘোষ			
ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রাচীন কবি	১৫	৪	২৪৪-২৪৮
ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার লেখ্য ও কথ্য শব্দ/প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ	১৯	৪	২৫-৩৬
দেবপ্রসাদ ঘোষ			
“পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ”			
প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য	২৬	১	৬০-৬১
দেবাশিস মুখোপাধ্যায়			
সুনির্মল বসু : জীবনপঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জী	১০০	১-৪	৬৫-৭০
দেবীপদ ভট্টাচার্য			
মহাতারত-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ	৬৬	৩-৪	২৫৫-২৭৩
শ্রুতকীর্তি রেভারেণ্ড লালবিহারী দে	৬৭	১	২৬-৭১
দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়			
দ্রষ্টব্য প্রফুল্লকুমার সরকার ও দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়			
দেবেন্দ্রনাথ বসু			
নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ	১৬	৪	২০১-২০২
দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক			
আলোক-বিজ্ঞানের ইতিহাস	২১	২	১০৩-১০৯
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়			
জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যিকতা কি?	১	১	৩৬-৪৭
দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়			
মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কতিপয় হৈয়ালি	১৯	৩	১৪৭-১৫৪
দেবেশ রায়			
বংশানুক্রমিক প্রশ্নটি	১০৪	১-২	১০১-১৩২
দ্বারকানাথ চৌধুরী			
শ্রীহট্টের পই	২০	১	৭৭-৮০

সদাশিব	১৯	২	৭৫-৭৮
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়			
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (General Physics and Accoustics) ৩০	২		৭৭-৮৬
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, অনঙ্গমোহন সাহা ও সুকুমাররঞ্জন দাশ			
গণিতের পরিভাষা	৪২	২	১১০-১১৯
	৪২	৩	১০৮-১৬২
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর			
উপসর্গের অর্থ-বিচার	৪	৪	২৪১-২৭৬
উপসর্গের অর্থ-বিচার — দ্বিতীয় প্রবন্ধ	৫	২	১১২-১৩৭
ঘরপূরণ	১৬	৩	১৪১-১৬০
সভাপতির অভিভাষণ	৬	২	৮১-১০৭
ধর্মানন্দ মহাভারতী			
দত্তেশ্বরী	১৫	২	১০২-১০৭
নাদির-উন্-নিকাৎ	১৫	৪	২০৬-২১২
ধীমান দলশপ্ত			
রসমাধুর্য বৃষ্টি যে করে	১০৯	৩-৪	২১-৩০
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়			
কবি মধুসূদন	৮০	৪	১৭-২৩
গোবিন্দচন্দ্র দাস (১২৬১-১৩২৫)	৮০	৪	৩২-৪০
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)	৮০	১	২৪-২৭
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে			
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ [অনুবাদ]	৮১	১	৬-৯
ধীরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন			
প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন	২২	৩	১৬৭-১৭৪
ধৃজটিপ্রসাদ দে			
মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন	৮৮	২	১১-১৯
ধৃজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়			
রবীন্দ্রসঙ্গীত (Tagore Music)	১০৩	১-৪	১১১-১২০
ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদ : অনন্তকুমার চক্রবর্তী			
নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ			
খনিজ টাইটেনিয়াম, তাহার পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবহার	২১	২	১২৯-১৩৫
নগেন্দ্রনাথ দত্ত			
কবিরাজ গোবিন্দদাস	৩৫	২	৭১-৭৬
নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব			
উত্তররাঢ়ে সেন-রাজধানী	৪১	২	৫৫-৬২
ঐতিহাসিক সমস্যা (১ কনৌজে আয়ুধ রাজবংশ)	১১	২	১১৫-১২৫

কবি জ্ঞানানন্দ ও চৈতন্য-মঙ্গল	৪	৩	১৯৬-২৩০
কবি জ্ঞানানন্দের আর একটু পরিচয়	৫	৪	২৯৪-২৯৬
কাশীরামের জন্মস্থান	১৯	২	১২৫-১২৮
কৃতিবাস সম্বন্ধে মন্তব্য	৪	২	১৫০-১৫৭
গাজী সাহেবের গান	৩৫	১	৩১-৫৬
‘গোতমের প্রতিভা’ সম্পাদকীয় মন্তব্য	১১	২	১০০-১০১
গোপীনাথপুরের শিলালিপি	৬	১	৩৫-৪৬
গৌড়াধিপ মদনপালের তাম্রশাসন	৫	২	১৪৪-১৫৮
গৌড়াধিপ মহীপালদেবের তাম্রশাসন	৫	৩	১৬৪-১৭২
চণ্ডীদাসের চতুর্দশ পদাবলী	৫	৩	১৭৩-১৮৬
চুঁচুড়ায় সূর্য্যমূর্ত্তি সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য	১৮	৩	১৯৫-১৯৬
ছাতনার ইষ্টক-লিপি	৪	২	৯২-৯৬
‘জগন্নাথ-বিজয় ও কবি মুকুন্দ’ সম্বন্ধে মতামত	৭	৪	২৩০-২৩৩
জৈন পুরা-কাহিনী	৭	২	৭০-৭৮
নাগরাক্ষরের উৎপত্তি	২	৪	৪৮৪-৪৮৮
পীতাম্বরদাসের রস-মঞ্জরী	৬	১	১-৩৪
বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ	১৪	১	১-২৪
বর্দ্ধমানের কথা	২২	১	১-২
বর্দ্ধমানের পুরাকথা	২২	১	৩-১১
বল্লালসেনের তাম্রশাসনের পাঠশোধন	১৮	১	১১৬
বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪	৪	২৯৭-৩৪৪
বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৬	১	৪৭-৮০
বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	৩	২	১১০-১২৭
বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়	৩৭	৪	১৯৩-২১৫
মহারাজ চন্দ্রবর্মা	৩	৪	২৬৮-২৭৭
রাজা অনঙ্গভীমদেবের সময়ে উৎকীর্ণ চাটেশ্বর-লিপি	১৬	৩	১২৯-১৪০
রাজা দত্তবাস কে?	১৮	৩	১৯৭-২০০
রাগক কুলস্তুভের তাম্রশাসন	১৮	১	৫৯-৬৩
রামরাস (কবি কৃতিবাস)	১১	২	১২৫-১২৬
লখনৌ সহরের নামের উৎপত্তি	২২	২	৯৫-১০৬
“শূন্যপুরাণ” সম্বন্ধে মন্তব্য	১৬	৪	২২১-২২৪
শ্রীবিক্রমপুর (প্রতিবাদের উত্তর)	২২	১	৭৩-৭৬
স্থান-পরিচয়	২২	১	২২-৪২
ননীগোপাল দাশশর্মা			
অসমাপিকা ক্রিয়াপদ, না অব্যয়	৬১	২	১০২-১০৩
বচন-সমস্যা, না বিভক্তি-বিভাট	৬০	১	৩০-৩২
ব্যাকরণের পুরুষ	৫৯	৩-৪	৭৩-৭৭

লিঙ্গ	৬০	৪	২০২-২০৫
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়			
ধর্মপূজাবিধি	২১	৩	১৭৯-১৮৪
ননীগোপাল মজুমদার			
নবাবিস্কৃত সূর্য্যবর্মার শিলালিপি [হারহা-প্রশস্তি]	২৩	৪	২৮৩-২৯৬
বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি	২৩	১	৬৯-৭৪
মল্লসারকলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসন	৪৪	১	১৭-২১
নন্দলাল মাইতি			
গণিতে স্বপ্ন	৯২	৩-৪	১২০-১২৫
নবকান্ত গুহ কবিত্বষণ			
দ্রষ্টব্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও নবকান্ত গুহ কবিত্বষণ			
(রাজা) নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর			
ষট্-ত্রিংশ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির			
সভাপতির অভিভাষণ	৮০	১	১২-১৪
নরেন্দ্রকুমার মজুমদার			
“আর্য্যভট্ট” সম্বন্ধে মন্তব্য	২৪	৩	২১১-২১২
নরেন্দ্রনাথ কোষ্ঠার			
পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ	২৬	১	৫৩-৬০
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী			
খুলনা জেলার মাঝির ভাষা	৩১	২	৭৩-৭৫
নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত			
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্মশতবর্ষের আলোয়	১০৩	১-৪	৫৫-৮৪
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য			
ব্রহ্মাণ্ডকল্পনা: ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন	৭০	১-৪	৯৬-১১৬
নরেন্দ্রনাথ লাহা			
‘অর্থশাস্ত্রে’ দুর্বল রাজার আত্মরক্ষা	৩১	৪	১৮৭-১৮৮
বার্তা—প্রাচীন হিন্দু ধনবিজ্ঞান	৩৫	৩	১৫৯-১৬৭
হিন্দু রাজনীতি-শাস্ত্রে মণ্ডলের সংস্থান ও গুরুত্ব	৩১	২	৬৭-৭২
নরেশচন্দ্র জ্ঞানা			
পদামৃত চন্দ্রোদয় ও নিমানন্দ দাস	৮৫	১-২	২০-২২
হালকবি সংকলিত ‘গাহাসন্তসই’ ও বৈষ্ণব পদাবলী	৭৫	১	৩০-৮০
নরেশচন্দ্র সিংহ			
প্রাচীন চম্পা	১৪	১	৪৪-৫১
বঙ্গভাষায় প্রচলিত আরবী, পার্শী ও যুরোপীয় শব্দ	১২	৪	১৩৯-১৪৪
নরোত্তম ঠাকুর			
দেহ-কড়চা	৪	১	৩৯-৪৬

নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য

জ্ঞান-উৎপাদ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য	৩৪	৩	১৪৯-১৬০
বৌদ্ধদর্শন (১)	৩২	৩	১৩৭-১৫৪
বৌদ্ধদর্শন (২)	৩২	৪	১৬১-১৮৫
নলিনীকান্ত ভট্টশালী			
কৃষ্ণিবাসের জন্ম-শক (আলোচনা)	৪১	১	১৪-১৮
গোপালদাসের 'রসকল্পবদনী'	৩৮	৩	১৪৫-১৪৮
লক্ষ্মণসেনের নবাবিকৃত শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ	৩৯	২	৭৩-১০৪
নলিনীনাথ দাশগুপ্ত			
অনুমতি দেবী	৩৪	৪	২৪৯-২৫৬
প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল	৩৩	১	৪৯-৬২
নাজিম হুসাইন			
শঙ্কর-এ সায়াহদার	১১১	২	১৬২-১৬৩
দ্রষ্টব্য সৈয়দ মহম্মদ নাজিম			
নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়			
মৌর্য-যুগের ভারতীয় সমাজ	২৮	৪	১৫৫-১৬৮
অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র: মৌর্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস	৩০	১	৭-১৬
	৩০	২	৪১-৫৬
অর্থশাস্ত্রে ধর্ম এবং সংস্কার	৩০	৪	১১৯-১২৫
অর্থশাস্ত্রে সমাজতত্ত্ব	৩২	১	৪০-৫২
অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র	৩২	২	৬৯-৭৮
নিখিলনাথ রায়			
পবনদুতের বিজয়পুর কোথায়	৩০	১	১৭-৩৯
মহারাজ নন্দকুমারের পত্র	১০	১	৬২-৬৫
রাস্তামাটি বা কর্ণসুবর্ণ	৭	৪	১৯৩-২১৩
রামগিরি	৩৫	৩	১১৫-১৩০
নিখিলরঞ্জন সেন			
ব্রহ্মাণ্ড সসীম, কি অসীম	৩৩	২	১২৩-১২৬
নিখিলেশ গুহ			
রামমোহন চর্চার প্রাণপুরুষ	১১১	২	১১৯-১৩২
নিত্যধন ভট্টাচার্য			
রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র	৪০	৩	১১৩-১২৮
নিত্যপ্রিয় ঘোষ			
অক্সফোর্ড-বাংলা কবিতার কৃষ্ণগহ্বর	১১০	৪	১-২৭
মণীন্দ্রকুমার-শিশিরকুমার : পত্র বিনিময়	১১১	১	১১৫-১১৯

যুগপৎ বাংলা কবিতা আর অনুবাদ	১১৩	১-২	১-৩
নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য (১)			
বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫	৩	১৯৭-২০৪
বিজয় গুপ্তের মনসার পাঁচালী	৩	২	১২৮-১৩৭
নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য (২)			
জীবগণের রোম ও কেশের একটি নূতন ব্যবহার	১৮	৪	২৪৯-২৫০
দলবদ্ধ উদ্ভিদের সাহায্য-বিনিময়	১৭	৩	১৪১-১৪২
স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের চরিত্র	১৫	৪	২০৪-২০৬
নিরঞ্জন চক্রবর্তী			
কবি শ্রীবল্লভ-রচিত কালুরায়ের গীত	৬২	২	৮১-৮৯
দ্বিজ লক্ষ্মীকান্তের 'ধ্রুবচরিত্র'	৬২	৪	২৪৯-২৭৪
নিরঞ্জন দেবনাথ			
'গোরক্ষবিজয়ে'র রচয়িতা কবীন্দ্র দাস—			
সেখ ফয়জুল্লা নহেন	৫৯	১-২	৩৮-৪৫
নির্মল সিংহ			
বঙ্গদেশে মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্ব	৭৩	১-৪	১৬-২২
নির্মলকুমার নাগ			
মোহিনী মোনালিসা—ফিরে দেখা	১১১	৩-৪	৭৩-৯৩
নির্মলকুমার বসু			
জগদীশচন্দ্র বসু জন্মশতবার্ষিকী : তীর্থযাত্রী	৬৫	৩	২২২-২২৭
তৈলনিষ্কাশনের আরও কয়েকটি উপায়	৪৭	১	৪১-৪৬
মন্দিরের অন্তর	৪৬	২	৯১-৯৮
ভারতের গ্রাম-জীবন	৬৮	১-৪	১-৪৬
লোকরঞ্জক বক্তৃতামালার বিবরণী			
[ভারতের কয়েকটি যাযাবর জাতি]	৬২	১	৬৭-৬৯
সটাইক্সা-রাজ্যে তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্র	৪৫	৩	১৬৯-১৭৯
নির্মলেন্দু ভৌমিক			
প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষার সর্বনাম	৮৪	১-২	২০-৪৫
নীলরতন মুখোপাধ্যায়			
চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী	৫	২	৮১-১১১
রামমোহনের রামায়ণ	২	১	১-১০
নীলাদ্রিশেখর দাশ			
উপভাষা : স্বাতন্ত্র্যের সংকট ও স্বরূপের সন্ধান	১১২	১-২	৩৭-৪৮
বহুধার্ক শব্দের প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থনিরূপণ	১০৯	১-২	১৪৫-১৭৪
নীহাররঞ্জন রায়			
প্রাচীন বাঙলার ধন-সম্বল	৪৭	৩	১৭৬-২০৬

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২৬	১	৬৩-৭৩
কৃষ্ণকীর্তনের সুর ও তাল	৪৫	১	১৭-২৪
কৃষ্ণকীর্তনের সুর ও তাল : প্রত্নসুর	৪৫	৪	২৮৪-২৯১
চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন	৪৬	৩	২০৩-২০৬
দীন চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী : কাপালীমিলন	৪৬	৪	২৬৯-২৭৭
বঙ্গভাষার ক্রিয়াপদ	১৭	৩	১৪৩-১৫৫
বগুড়ার কবি গোবিন্দচন্দ্র	৪৫	৩	১৮০-১৮৫
বৈষ্ণব পদাবলী	২৭	৪	১৭৩-১৯২
গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য			
গোতমের প্রতিভা	১১	২	৬৫-৯৯
গণপতি সরকার			
কঙ্কেলি পুষ্প	৩৫	২	১০২-১০৩
কামরূপের শিলালিপি	২৫	৪	১৮৭-২১২
জ্যোতিষ, বিবাহ ও বৈশ্ব্য	৩৩	৩	১৬৮-১৮৩
প্রজানিয়মনে ও সুপ্রজাবর্দ্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব	৩৪	২	১২৫-১৩৮
গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়			
অমিত্রাক্ষর ছন্দের পঙ্ক্তি গঠনের বৈশিষ্ট্য	৭৩	১-৪	৭-১৫
গীতা চট্টোপাধ্যায়			
প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে মহিলা সম্পাদিত মাসিকপত্র	১১৩	৩	৫৪-৬২
গুরুদাস সরকার			
শ্রীনগর	২৩	৪	২৫৭-২৬২
সুতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্ত্তজার আবির্ভাব-কাল	২৫	২	৮৩-৯৮
গোপাল উড়ে			
দ্রষ্টব্য রাজেশ্বর মিত্র			
গোপালকৃষ্ণ দে			
দুইখানি অসমীয়া পুঁথি—কথাভাগবত ও সুকনামি	১৮	২	১১৩-১২২
গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়			
দ্রষ্টব্য চিত্তসুখ সান্যাল			
গোবিন্দলাল দত্ত			
মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনাতোই সন্তানের মুক্তি (সমালোচনা) ৩		২	১৪৯-১৫২
গৌতম নিয়োগী			
সারস্বত সাধক দিলীপকুমার বিশ্বাস : শ্রদ্ধায় স্মরণ	১১১	২	১৩৩-১৩৯
গৌতম ভদ্র			
বাংলা পুঁথি তালিকা নির্মাণ ও আত্মসন্তার রাজনীতি :			
মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ	১১১	১	১-৪৩

সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন ও

লোকসাহিত্য : একটি অণুপ্রবন্ধ ১০৮ ১-৪ ১-৩

গৌতম ভদ্র ও দীপা দে

চিত্তার চালচিত্র :

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (১৩০০-১৩৩০) ১০১-১০২ যুগ্মসংখ্যা ৩৯-৬৮

গৌরান্দ্রগোপাল সেনগুপ্ত

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক

—লুই লিওটার্ড ৮৩ ১-২ ৮০-৯২

গৌরী ধর্মপাল

বেদ পাণিনি ও সুকুমার : পাণিনির

আবিষ্কার : তার আশু ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য ১০৭ ১-৪ ২৬-৩৩

গৌরীহর মিত্র

বীরভূমের প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ ৩৪ ২ ১৩৯-১৪৮

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীয়া জেলার গ্রাম্যশব্দ/প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ ১৯ ৪ ১-২৪

আলোচনা : বাঙলা প্রাচীন পুথির বিবরণ ২৬ ২ ১৩৭-১৪০

চপলাকান্ত ভট্টাচার্য

মহাপ্রভুর অপ্রকটের নূতন কাহিনী : শ্রীচৈতন্য চকড়া ৯৩ ২-৪ ৪০-৫৮

চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত কতিপয় প্রাচীন দক্ষ মুনুর্ভি ৪২ ৪ ২১০-২১৩

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠিপত্র : অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণকে লেখা ৮৪ ৩-৪ ৬০-৬৬

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান ১৮ ২ ১৩৩-১৩৫

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

শ্রীঅরবিন্দের বাংলা লেখা ৭২ ১-৪ ৩০-৩৪

চিত্তরঞ্জন শাহা

দ্বিজ কবিচন্দ্রের রাধিকামঙ্গল ৮৬ ১ ১১-১৮

রামপ্রসাদের 'দ্বিতী সন্বাদ' ও 'উদ্ধব সন্বাদ' ৮৫ ৩-৪ ১৫-১৭

চিন্তসুখ সান্যাল

বাংলা পুথির তালিকা (১-৩০) ১০ ২ ১১৭-১২৫

চিন্তসুখ সান্যাল ও গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গে ম্যালেরিয়া জ্বরে লোকসংখ্য ও তাহার প্রতিকার ১৬ ৩ ১৬১-১৮৪

চিত্ররথ দত্ত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও অজিত দত্ত :

নিবিড় বন্ধুতার এক ইতিহাস ১১০ ৪ ৫৮-৫৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল দুই ছাত্র বন্ধু			
অজিত দত্ত ও পরিমল রায়	১১১	৩-৪	৪১-৪৩
চিত্রা দেব			
শঙ্কর কবিচন্দ্রের ধর্মমঙ্গলে গৌড়েশ্বরের নাম	৯২	১-২	৭৯-৮১
চিত্রিতা দেবী			
ইন্দিরা দেবী স্মরণে	৮০	৪	৪-১১
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী			
একখানি মনুষ্যবিক্রয়পত্র	৫৮	১-২	১৯-২১
কৃষ্ণিবাসী রামায়ণের পুথি (আদিকাণ্ড)	৬৫	৪	২৫৩-২৬২
গ্রন্থরসিক রাজনারায়ণ	৫৮	১-২	১৭-১৮
চন্দ্রশেখর স্মৃতিবাচস্পতি	৪৯	১	৬৪-৬৫
চৈতন্যদেব সম্বন্ধে কয়েকখানি পুথি	৪২	২	৮৪-৯০
চোরের পাঁচালী	৪৫	৪	২১৫-২২১
জৈনদিগের দৈনিক ষট্‌কর্ম	৩১	৩	১২৯-১৩৬
তন্ত্রে কৃষ্ণচরিত্র	৪৬	৪	২৯৬-৩০০
তান্ত্রিক কার্য্যে বৈদিক মন্ত্রপ্রয়োগ	৫৯	১-২	৩৫-৩৭
ত্রিনাথ	৫২	১-২	৩৬-৩৮
ধনুর্বেদ	৩৮	১	৫৫-৫৬
নদীয়ার ভাষা	৫১	১-২	৪০-৪২
পঞ্চম বেদসার নির্ণয়	৫৯	৩-৪	৬৮-৭২
পরমানন্দ মত সংগ্রহ	৪৫	২	৮৬-৮৯
পাঁচুঠাকুরের পাঁচালী	৪৬	২	৯৯-১০৩
পুথির শেষ কথা	৫৭	৩-৪	৫২-৫৮
ফরিদপুর-কোটালিপাড়ার গ্রাম্য শব্দ	৩৪	৪	২৬০-২৭৪
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি	৩৮	৪	২৩৭-২৬৬
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংলা পুথি	৪৮	৩	১৩৭-১৫২
	৬৫	২	১৪৯-১৫৭
বঙ্গে সূর্য্যপূজা ও সূর্য্যের নূতন পাঁচালী	৪০	১	১-১২
বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ	৪৯	৪	১৩৮-১৪৩
বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	৫৭	১-২	১-৮
বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ	৩৯	৪	২৪৯-২৫৯
বাঙ্গালায় জীমূতবাহনের কাহিনী	৬৭	৩-৪	১৬৭-১৮৭
বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ	৩৫	২	৫৭-৬১
বাঙ্গালার পুরাণকাহিনী	৫৬	১-২	৪৫-৪৮
বাঙ্গালার লৌকিক দেবদেবী	৬৭	১	৮-২৫
বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেষ্বরের কালিকা-মঙ্গল	৩৬	১	৫১-৬৮

৩০২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

ব্রজেন্দ্রনাথ ও বসন্তরঞ্জন	৬০	১	২৩-২৫
ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা (১ম)	৩৭	৪	২২৬-২৩২
মাঘমণ্ডল ব্রত (২)	৪১	৩	৮০-৮৩
শালগ্রাম বন্ধকের দলিল	৪০	১	৪২
সংস্কৃত গ্রন্থকার অমর মৈত্র	৫৮	৩-৪	৩৯-৪১
সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুঁথি	৩৪	৪	২২৩-২৩২
সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা	৪৪	১	৩৯-৪৬
সাহিত্য-বার্তা	৪২	১	৫৫-৫৮
	৪২	২	১২০-১২২
	৪২	৩	১৬৩-১৬৬
	৪২	৪	২১৪-২১৮
	৪৩	১	৪৫-৪৮
	৪৩	২	৮৭-৯২
	৪৩	৩	১৩৫-১৩৮
	৪৩	৪	১৮৬-১৮৯
চুনীলাল রায়			
মানভূম-বরাহভূমে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা	২৮	১	২৫-২৭
চৌধুরী বিশ্বনাথ ঋষভদ্র			
ত্রিনাথের উপাখ্যান	১৮	১	২৫-২৭
জগদিন্দু রায়			
আলোকের পরাবর্তন ও তির্য্যগ-বর্তন আলোচনায়			
ব্যাবর্তন-তত্ত্বের প্রয়োগ	২১	২	১১১-১১৫
জগদিন্দ্র ডৌমিক			
জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ও জীবন-কথা II গ্রন্থসূচী	৬৫	৩	২৩৫-২৪০
জগদীশ গণচৌধুরী			
ত্রিপুরার কক-বরক প্রবাদ প্রবচন	৮৪	১-২	৪৬-৫২
জগদীশ ভট্টাচার্য			
'বঙ্গাল বাণী'	৮৮	৩	৩০-৩৬
'বঙ্গাল বাণীর' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে	৮৯	১-২	২২
বাংলা সাহিত্যতত্ত্ব	৮৬	২-৩	৩-২০
ব্যক্তিগত ব্রজেন্দ্রনাথ	৯৫	৩-৪	১-১২
	৯৬-১০০	যুগ্ম সংখ্যা	
সম্পাদকীয় [বৈজয়ন্তী পত্রিকার]	১১১	৩-৪	১০৬-১০৯
জগদীশনারায়ণ সরকার			
অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র	৮৬	৪	৯-১৫
মধ্যযুগীয় বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক	৮৮	১	১-৭০

জগন্নাথ ঘোষ			
নাট্যাচার্য রাধামাধব কর	১১২	৪	১৪৯-১৬৪
জগন্নাথ দেব			
মহাকবি সঞ্জয়	২৭	২	৪১-৫২
শ্রীহট্ট ও কাছাড়জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন			
পুথির বিবরণ (১-১১)	১৯	৩	১৭১-২০৬
জনার্দন চক্রবর্তী			
চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন	৪০	৩	৯৫-১০৩
[শ্রীযুক্ত আবদুল করিম-সংগৃহীত মূল পুথির যথাযথ			
অনুলিখন]			
মধ্যযুগের আলোছায়ায় দেবমানব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	৮৮	৩	১-২৯
জহর সরকার			
দুর্গা প্রতিমা : যুক্তিবাদীর বিনির্মাণে	১১১	১	১২৪-১৩১
জহর সেন			
ভারত-নেপাল যোগাযোগ সাহিত্যে, পত্র-পত্রিকায়	৮৫	৩-৪	১-১৪
জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত			
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে এসিটোনের			
উপর নেত্রিক অঙ্গের ক্রিয়া (পূর্ববর্তী সূচনা)	২১	২	১৩৭-১৪০
চিনির শ্ফুটন হইতে সুরার উৎপত্তি সম্বন্ধে			
প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান	২০	৪	৩০৯-৩১২
জিনাত মাহরুন বানু			
ঢাকাই জামদানি	১০৩	১-৪	১২১-১৩৪
জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়			
পাঠক সমাজে লুচিতরকারী	১১০	১-২	৯৪-১০০
‘ভাতে যথা সত্য হেম’	১১২	৩	৫৫-৬৩
হতোমের মালিক ও লিপিকর	৭৬-৭৮	যুগ্ম সংখ্যা	৩৩-৪৬
জীবেন্দ্রকুমার দত্ত			
অক্ষেশ্বরী-ব্রত-পাঞ্চালী	২০	২	১৫৭-১৬০
একখানি প্রাচীন “চৌতিশা”	১৫	৪	২১৩-২১৮
কয়েকটি প্রাচীন পম্বী-সঙ্গীত	২২	৩	২৩৭-২৪০
প্রাচীন গ্রন্থোদ্ধার : সূর্য্যের পাঁচালী	১৩	২	৬৯-৭৯
লক্ষ্মীচন্দ্রব্রত-পাঞ্চালি	১৭	১	৫৭-৬৪
জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়			
জসীমউদ্দীনের উপন্যাস, নূতন পাঠ	১১০	৪	৩৭-৪৫
জ্যোতিভূষণ চাকী			
কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ	১০৭	১-৪	৩৭-৪৫
জীবক-চরকদের ঐতিহ্যের ধারায়	১১৩	৩	৩১-৩৩

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

বাঙ্গালা-শব্দ-তত্ত্ব ৮ ১ ২৩-২৯

টোনি কে স্টুয়ার্ট ও হেনা বসু

বাংলায় প্রকাশিত বৈষ্ণব সাময়িক পত্রিকা : একটি

তথ্য নির্দেশিকা সূচী ৯০ ২ ১-৮

তপতী রায় নাথ

রাপকের আলোকে “রাপজালাল” ৮৬ ১ ১৯-২৭

তপেন্দ্রনারায়ণ দাস

কবি কৃতিবাস ও গৌড়েশ্বর ৯২ ৩-৪ ১০০-১০৯

সমাজ ও ইতিহাসের পটভূমি: বাংলার মাহিম্য

সম্প্রদায় ৯৪ ৩-৪ ৪৭-৫৯

তরুণ মুখোপাধ্যায়

উপেক্ষিতা মহিলা কবি রমলা দেবী ১১০ ৩ ১৩৯-১৪৫

তরুণদেব ভট্টাচার্য

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ্য : বীর হাঙ্গীর বৃন্দ ৮৭ ৩ ২৮-৪০

মানা মানা মানভূম ও ভূময়ুক্ত অঞ্চল

৯০ ৩ ৩৩-৪২

তারকচন্দ্র রায়

নবাবিহৃত বঙ্গালসেনের তাম্রশাসন ১৭ ৪ ২৩১-২৪৫

তারকনাথ দেব

১ Percent-এর প্রতিশব্দ ২২ ৪ ২৫৫-২৫৬

তারকেশ্বর ভট্টাচার্য

আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ ২৭ ৩ ৭৩-৮০

২৭ ৩ ১২৯-১৪৩

২৮ ১ ১-১৪

২৮ ২ ৮৭-৯০

২৯ ১ ১-৮

কবিবল্লভের রসকদম্ব ৯ ১ ৩৮-৪৯

জ্ঞানদাসের ‘নিকুঞ্জ সাজান’ ৯ ২ ৯১-১০৭

জ্যোতিষিক মানযন্ত্র ২১ ৩ ১৬১-১৬৬

তরুণীরমণের পদাবলী ২৬ ৪ ২০৯-২২০

প্রাচীন পুথির বিবরণ ৮ ১ ৩০-৪৪

বৃন্দাবন দাসের গোলোক-সংহিতা ৯ ১ ৫৫-৫৯

মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী ৯ ১ ৫৯-৬৪

সূর্যসিদ্ধান্ত ও পঞ্জিকা গণনা (গ্রহস্থফুট অংশ) ২৭ ২ ৫৩-৭২

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কয়েকখানি বাংলা পত্র ৮৯ ৩-৪ ৪৬-৬৮

‘চৈতন্যচরিতামৃত’-এর রচনাকাল এবং ব্রজের

গৌড়ীয় সম্প্রদায়	৮৭	১	১৬-৩৯
মহাপ্রভুদি প্রাকট্যসম্বৎসরানি	৮৯	১-২	১-১০
তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য			
‘নেহ’ ও ‘লেহ’ শব্দের উৎপত্তি	২২	৪	২৮৭-২৯১
পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ	৬১	১	৪৫-৫২
	৬১	২	১০৪-১১১
	৬১	৩	১৫৩-১৬০
	৬১	৪	২২৯-২৩৬
	৬২	১	৫৬-৬৩
	৬২	২	১৪৪-১৫১
	৬২	৩	২১৬-২৩২
	৬২	৪	৩০৫-৩২০
	৬৩	১	৪৪-৬০
	৬৩	২	১১৫-১৩০
	৬৩	৩	১৬৩-১৭৮
	৬৩	৪	২০৩-২২০
	৬৪	১-২	৫৩-৬৬
	৬৪	৩-৪	১২৩-১৩৬
প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল	২৬	৩	১৪৭-১৮৬
বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য	২৩	৪	২৪১-২৫০
	২৫	২	৬৯-৭৬
বৈদিক অসুর ও দেবতা	৬১	১	১৪-১৬
	৬১	৩	১৩৬-১৪৪
	৬১	৪	২২৪-২২৮
বৈদিক দেবতা ও অসুর	৬১	২	৭৫-৭৯
“বৌদ্ধগান ও দোহা” প্রবন্ধের আলোচনা	২৭	৪	১৫৩-১৫৬
মানিক দত্ত ও মুকুন্দরাম	৪৫	২	১১৪
সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা	২৪	২	৯৩-১০০
তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়			
দেলপুজার ছড়া	৪৭	৪	২৬৪-২৭২
তুষারনাথ চৌধুরী			
জ্ঞানতাপস ঐতিহাসিক দিলীপকুমার বিশ্বাস	১১১	২	১০১-১০৮
তুষারনাথ রায়চৌধুরী			
দ্রষ্টব্য সৈয়দ মহম্মদ নাজিম ও তুষারনাথ রায়চৌধুরী			

ত্রিদিবনাথ রায়

কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গলের রচনার কাল	৪২	১	৫৩-৫৪
‘চণ্ডীদাস সমস্যা’ প্রবন্ধ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর	৬১	২	১০১
চৌরপঞ্চাশিকা	৫৩	৩-৪	৬১-৬৯
বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য	৬০	২	৬১-৭৬
	৬০	৩	১২২-১৩৭
	৬০	৪	১৭৫-১৯৪
	৬১	১	১৭-২৮
	৬১	২	৮০-৯১
	৬১	৩	১৪৫-১৫২
	৬১	৪	২০৪-২১২
	৬২	১	৪৯-৫৫
	৬২	২	১২২-১৩১
	৬২	৩	২০০-২১৫
	৬২	৪	২৯০-৩০৪
	৬৩	১	৩৬-৪৩
	৬৩	২	১০১-১১৪

ত্রিপুরা বসু

ফিঙ্গাপুরী খেপুত	১১৩	১-২	২১০-২১৫
মঙ্গলকাব্যের অনালোচিত অধ্যায় : নবাবিস্কৃত			
কবি ও কাব্য	৮৪	৩-৪	১০-৩৮
ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য			
কমলাকর ভট্ট	৭	৩	১২৯-১৪২
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার			
গ্রাম্য-গীতি : গান ও ধূয়া (ঢাকা ও ময়মনসিংহের			
প্রাদেশিক গ্রাম্য-গীতি)	১৩	৩	১২৯-১৪৫
সুকবিবল্লাভাদি-বিরচিত ‘বৃহৎ পদ্মাপুরাণ’	১৩	১	২৫-৪৫
দময়ন্তী বসু সিং			
সাহিত্যিক বন্ধুতার বন্ধনে দুই কবি :			
অমিয় চক্রবর্তী ও বুদ্ধদেব বসু	১১০	১-২	৪২-৬১
দিলীপকুমার বিশ্বাস			
উনবিংশ শতকে ফ্রান্সে রামমোহন চর্চা	৮৭	৪	২০-৪১
একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ-সমালোচনা	১১১	২	১৬৫-১৭২
ভবতোষ দত্ত লিখিত ‘বাঙালীর মানবধর্ম’ গ্রন্থের (১৪০৬) সমালোচনা।			
ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার	৬৫	১	৫৪-৬৫
ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার [পুনর্মুদ্রণ]	১১১	২	১৭৭-১৮৭
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ‘মদিরা-গৃহ’	৫২	১-২	৩৩-৩৫

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ : উত্তর স্বাধীনতা পর্ব	১০১-১০২	যুগ্ম সংখ্যা	৮৩-১০০
ভারতীয় সূর্য্যপূজার একটি বৈশিষ্ট্য	৫৭	১-২	২৫-৪৩
ভারতে সূর্যমূর্তির উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব	৬১	২	৬৯-৭৪
রেবন্ত	৫৮	৩-৪	৫৭-৮০
শাম্ব	৭৬-৭৮	যুগ্ম সংখ্যা	৪৭-৫৩
সিংহাসনের অন্তরালে নূরজাহান	১১১	২	১৭৩-১৭৬
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়			
সংগীত ও বাংলার নাট্যশালা	৭৪	১	১৫-২৯
দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়			
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	২	৩	৩২৪-৩৪০
দক্ষিণাপথে প্রচলিত পূজা ও ব্রত	৮	১	১৫-২২
মহারাষ্ট্র ভাষা	৩	৪	৩০৮-৩১১
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য			
অনুপনারায়ণ তর্কশিরোমণি	৬০	১	২৬-২৯
আদিশুরের প্রাচীন উল্লেখ (আলোচনা)	৫৭	৩-৪	৬৯-৭০
কবি ভবানীনাথ ও রাজা জয়ছন্দ	৫৬	১-২	১৬-৩২
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষ	৬৩	১	১১-১৬
কৃত্তিবাসের কুলকথা ও কালনির্ণয়	৪৮	৩	১০৫-১২০
কৃত্তিবাসের বংশলতা	৪৯	১	৪০-৪১
কৃষ্ণ পাণ্ডী ও রামপ্রসাদ	৬৩	১	১-১০
গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ	৪৮	২	৬৬-৭৭
চাটিগ্রামে পাঠান ও মঘরাজত্ব	৫৪	১-২	২১-৩০
জগদীশ পঞ্চানন	৪৮	১	৩৪-৪৪
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন	৪৯	১	১-১৪
নবদ্বীপরাজগুরু রঘুমণি বিদ্যাতৃষণ	৫১	১-২	২৪-৩১
নবাবিষ্কৃত রাত-শাসন	৫৩	৩-৪	৪১-৫৪
পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর	৪৭	৩	১৪৯-১৫৮
প্রগল্ভাচার্য	৪৭	২	৬৯-৭৭
প্রশস্তি [আচার্য যদুনাথ সরকারের সংবর্দ্ধনা]	৫৫	৩-৪	৮৮
প্রাণরাম চন্দ্রবর্স্তীর কালিকামঙ্গল	৫০	৩	৬২-৬৪
বঙ্গে নবান্যায়চর্চা (প্রাক্‌শিরোমণিযুগ)	৫৩	১-২	১-১৮
বরদামঙ্গল	৫৯	১-২	১-১২
বাজলা সাহিত্যের কতিপয় ঐতিহাসিক কাব্য	৫৮	১-২	১-১৬
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও চট্টশোভাকরবংশ	৪৯	২	৪৩-৫৪
বালবলভীভূজঙ্গ ভট্ট ভবদেব	৫২	৩-৪	৯৬-১০৮
বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য	৫৬	৩-৪	৬৬-৮১

বৈদ্যকমহোপাধ্যায় নিশ্চলকর	৪৯	৩	৯৫-১০৫
ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ	৫৫	৩-৪	৪৯-৬৬
ভারতচন্দ্র ও ভূরসূত্ররাজবংশ	৪৮	৪	১৮৯-২০০
ভারতচন্দ্রের পঠদশা	৫৯	৩-৪	৪৭-৫৩
মথুরানাথ তর্কবাগীশ	৫৭	৩-৪	৭১-৮৫
মহাদেব আচার্য্যসিংহ	৪৭	৪	২৪৩-২৫৩
রঘুনাথ শিরোমণি-১ (গ্রন্থপঞ্জী)	৪৯	৪	১১৭-১২৬
রঘুনাথ শিরোমণি-২ (কুলপরিচয়)	৫০	১	৬-১৬
রামচন্দ্র সার্বভৌম	৫১	৩-৪	৬২-৭২
রামপ্রসাদ	৫২	১-২	১-১৬
রায়মুকুট ও তাঁহার গুরুবংশ	৫৪	১-২	১-৮
শিরোমণির কতিপয় প্রাচীন টীকাকার-১	৫০	২	৩৯-৪৮
শিরোমণির কতিপয় প্রাচীন টীকাকার-২	৫০	৪	৯৭-১০৪
সমতটেশ্বর শ্রীধারণরাতের তাম্রশাসন (প্রত্নতত্ত্ব)	৫৪	১-২	১৭-১৮
হরিদাস তর্কচাৰ্য্য	৪৭	১	৪৭-৫৬
দীনেশচন্দ্র সরকার			
অস্বস্ত জাতি	৬৯	১-৪	৪৮-৫৫
অশোকের আহুরোরা অনুশাসন	৬৭	২	৮৫-৮৯
আফগানিস্তানে প্রাপ্ত ব্রাহ্মীলেখযুক্ত শৈবমূর্তি	৮০	১	৪০-৪২
আলোচনা—(সমতটেশ্বর শ্রীধারণরাতের তাম্রশাসন)	৫৪	১-২	১৫-১৭
‘কায়স্থ’ শব্দের প্রাচীন উল্লেখ	৯০	৪	১২-১৫
কৌলীন্য প্রথার উৎপত্তি	৭০	১-৪	৪৫-৫১
দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্র রাজবংশ	৬৭	১	১-৭
ধর্মপাল সম্পর্কে নূতন তথ্য	৯০	৩	১-৩
পাটনা জিলার মসজিদগারের বাংলা শিলালিপি	৫১	৩-৪	৮০-৮২
পালবংশীয় রাজগণের ধর্মমত	৮০	৩	৩৩-৩৬
প্রকৃতিভিলক্ষ্যাঃ করং গ্রাহিতঃ	৮১	১	১৪-১৮
প্রত্নতত্ত্ববিদ রমাপ্রসাদ চন্দ	৮০	৩	২৩-২৮
প্রথম শূরপালের তাম্রশাসন	৮৩	১-২	৪০-৪৩
প্রথম শূরপালের দ্বাদশ রাজ্যবর্ষের মূর্তিলেখ	৮৯	৩-৪	১-২
প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রানীতির কয়েকটি সমস্যা	৮৬	১	১-১০
বঙ্গাল বাণী	৮৮	২	১-৩
‘বঙ্গাল বাণী’র ব্যাখ্যা	৮৯	১-২	২০-২১
বাংলার পালবংশীয় রাজগণের কালপঞ্জী	৮২	১-২	১৫-২২
ব্রহ্মদেশে প্রাপ্ত দুটি বৌদ্ধ মূর্তিলেখ	৮৯	১-২	১-২
রমেশচন্দ্র স্মরণে	৮৬	৪	৪-৮

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৮১	২-৪	৪৬-৫৬
রামায়ণের সমস্যা	৮২	১-২	১৪-২২
শশাঙ্কের রাজত্বকালীন এগরা তাম্রশাসন	৮৭	৪	১-৫
সিয়ান গ্রামের শিলালেখ	৮৩	৩-৪	১-২২
সুনীতিকুমার স্বরণে	৮৪	৩-৪	৩-৯
হৈহয়কুলের শার্যাত-শাখা	৫২	১-২	২৩-২৪
দীনেশচন্দ্র সেন			
ধর্ম্মমঙ্গল	১৩	১	১-২৩
দীপাঙ্কিতা সেন			
আমার মাস্টারমশাই	১১১	২	৭৫-৭৭
দীপ্তি ত্রিপাঠী			
কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	৬৫	৪	২৯২-৩০৩
দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়			
শব্দচর্চা	৪৯	৪	১৪৪-১৫০
দুর্গাদাস রায়			
দ্বিজ রামচন্দ্র-রচিত হরপার্বতীমঙ্গল	২৭	২	৩৮-৪০
লালা উদয়নারায়ণ রায়	৮	৪	২৪৩-২৫৪
দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী			
অ	১৯	৩	১৫৯-১৬৩
আয়ুর্বেদে অস্থিবিদ্যা (১)	১৪	২	১০১-১১৭
আয়ুর্বেদে অস্থিবিদ্যা (২য় প্রস্তাব)	১৫	১	৫২-৬৪
আয়ুর্বেদের অস্থিবিদ্যা : মীমাংসা সমালোচনা	১৬	৪	২২৫-২৩২
উদ্ভিদ-বিদ্যার উপক্রমণিকা	১১	১	২৪-৩৩
চান্দর : নামাস্তর—ছোট চান্দর	২০	১	২৩-২৫
প্রাচীন পুথির বিবরণ (বেদ্যক-পুথি)	২০	১	৫১-৭৬
দুর্গামোহন ভট্টাচার্য			
অথর্ববেদের পৈল্লাদ শাখা	৬৬	২	৫১-৬১
দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য			
দ্রুমাক্ষণ সম্পর্কে কয়েকটি কথা	২১	২	৯৭-১০২
দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়			
রাজা রাধাকান্ত দেব	৯১	২-৪	৩৭-৪৫
দে, অ			
বিদ্যাপতি : শব্দের তালিকা	২	৪	৪১৩-৪৪১
	৩	১	১৮-৪৮
	৩	২	১০৩-১০৯

৩১০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

দেবজ্যোতি দাশ

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও বাংলা সাহিত্যজগৎ	৭৩	১-৪	২৩-৩৩
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গ্রন্থপঞ্জী	৭১	১-৪	১৪-৩২
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৪	২	৩৩-৮৮
‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র লেখকসূচী : (বর্ষ ১-৭৫)	৭৫	২-৪	৯১-১৫২
দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়			
বর্গী এল দেশে	৯৫	৩-৪	১৪৫-১৫৬
(মহারাষ্ট্রপুরাণ অবলম্বনে)	৯৬-১০০	যুগ্ম সংখ্যা	
দেবনারায়ণ শুপ্ত			
গিরিশোস্তর যুগে নাট্যপ্রয়োগ	৮৭	২	১-২০
দেবনারায়ণ ঘোষ			
ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রাচীন কবি	১৫	৪	২৪৪-২৪৮
ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার লেখ্য ও কথ্য শব্দ/প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ	১৯	৪	২৫-৩৬
দেবপ্রসাদ ঘোষ			
“পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ”			
প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য	২৬	১	৬০-৬১
দেবাশিস মুখোপাধ্যায়			
সুনির্মল বসু : জীবনপঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জী	১০০	১-৪	৬৫-৭০
দেবীপদ ভট্টাচার্য			
মহাভারত-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ	৬৬	৩-৪	২৫৫-২৭৩
শ্রুতকীর্তি রেভারেণ্ড লালবিহারী দে	৬৭	১	২৬-৭১
দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়			
দ্রষ্টব্য প্রফুল্লকুমার সরকার ও দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়			
দেবেন্দ্রনাথ বসু			
নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ	১৬	৪	২০১-২০২
দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক			
আলোক-বিজ্ঞানের ইতিহাস	২১	২	১০৩-১০৯
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়			
জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যিকতা কি?	১	১	৩৬-৪৭
দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়			
মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কতিপয় হেঁয়ালি	১৯	৩	১৪৭-১৫৪
দেবেশ রায়			
বংশানুক্রমিক প্রশ্নটি	১০৪	১-২	১০১-১৩২
দ্বারকানাথ চৌধুরী			
শ্রীহট্টের পাই	২০	১	৭৭-৮০

সদাশিব	১৯	২	৭৫-৭৮
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়			
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (General Physics and Accoustics) ৩০		২	৭৭-৮৬
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, অনঙ্গমোহন সাহা ও সুকুমাররঞ্জন দাশ			
গণিতের পরিভাষা	৪২	২	১১০-১১৯
	৪২	৩	১০৮-১৬২
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর			
উপসর্গের অর্থ-বিচার	৪	৪	২৪১-২৭৬
উপসর্গের অর্থ-বিচার — দ্বিতীয় প্রবন্ধ	৫	২	১১২-১৩৭
ঘরপুরণ	১৬	৩	১৪১-১৬০
সভাপতির অভিভাষণ	৬	২	৮১-১০৭
ধর্মীন্দ্র মহাভারতী			
দত্তেশ্বরী	১৫	২	১০২-১০৭
নাদির-উন্-নিকাৎ	১৫	৪	২০৬-২১২
ধীমান দাশগুপ্ত			
রসমাধুর্য বৃষ্টি যে করে	১০৯	৩-৪	২১-৩০
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়			
কবি মধুসূদন	৮০	৪	১৭-২৩
গোবিন্দচন্দ্র দাস (১২৬১-১৩২৫)	৮০	৪	৩২-৪০
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)	৮০	১	২৪-২৭
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে			
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ [অনুবাদ]	৮১	১	৬-৯
ধীরেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যারত্ন			
প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন	২২	৩	১৬৭-১৭৪
ধৃজটিপ্রসাদ দে			
মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন	৮৮	২	১১-১৯
ধৃজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়			
রবীন্দ্রসঙ্গীত (Tagore Music)	১০৩	১-৪	১১১-১২০
ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদ : অনন্তকুমার চক্রবর্তী			
নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ			
খনিজ টাইটেনিয়াম, তাহার পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবহার	২১	২	১২৯-১৩৫
নগেন্দ্রনাথ দত্ত			
কবিরাজ গোবিন্দদাস	৩৫	২	৭১-৭৬
নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব			
উত্তররাঢ়ে সেন-রাজধানী	৪১	২	৫৫-৬২
ঐতিহাসিক সমস্যা (১ কনৌজে আয়ুধ রাজবংশ)	১১	২	১১৫-১২৫

কবি জয়ানন্দ ও চৈতন্য-মঙ্গল	৪	৩	১৯৬-২৩০
কবি জয়ানন্দের আর একটু পরিচয়	৫	৪	২৯৪-২৯৬
কাশীরামের জন্মস্থান	১৯	২	১২৫-১২৮
কৃষ্ণিবাস সঙ্ঘক্ষে মন্তব্য	৪	২	১৫০-১৫৭
গাঙ্গী সাহেবের গান	৩৫	১	৩১-৫৬
‘গোতমের প্রতিভা’ সম্পাদকীয় মন্তব্য	১১	২	১০০-১০১
গোপীনাথপুরের শিলালিপি	৬	১	৩৫-৪৬
গৌড়াধিপ মদনপালের তাম্রশাসন	৫	২	১৪৪-১৫৮
গৌড়াধিপ মহীপালদেবের তাম্রশাসন	৫	৩	১৬৪-১৭২
চণ্ডীদাসের চতুর্দশ পদাবলী	৫	৩	১৭৩-১৮৬
চুঁচুড়ায় সূর্য্যমূর্ত্তি সঙ্ঘক্ষে সম্পাদকীয় মন্তব্য	১৮	৩	১৯৫-১৯৬
ছাতনার ইষ্টক-লিপি	৪	২	৯২-৯৬
‘জগন্নাথ-বিজয় ও কবি মুকুন্দ’ সঙ্ঘক্ষে মতামত	৭	৪	২৩০-২৩৩
জৈন পুরা-কাহিনী	৭	২	৭০-৭৮
নাগরাক্ষরের উৎপত্তি	২	৪	৪৮৪-৪৮৮
পীতাম্বরদাসের রস-মঞ্জরী	৬	১	১-৩৪
বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ	১৪	১	১-২৪
বর্দ্ধমানের কথা	২২	১	১-২
বর্দ্ধমানের পুরাকথা	২২	১	৩-১১
বল্লালসেনের তাম্রশাসনের পাঠশোধন	১৮	১	১১৬
বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪	৪	২৯৭-৩৪৪
বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৬	১	৪৭-৮০
বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	৩	২	১১০-১২৭
বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়	৩৭	৪	১৯৩-২১৫
মহারাজ চন্দ্রবর্মা	৩	৪	২৬৮-২৭৭
রাজা অনঙ্গভীমদেবের সময়ে উৎকীর্ণ চাটেশ্বর-লিপি	১৬	৩	১২৯-১৪০
রাজা দত্তবাস কে?	১৮	৩	১৯৭-২০০
রাগক কুলসত্ত্বের তাম্রশাসন	১৮	১	৫৯-৬৩
রামরাস (কবি কৃষ্ণিবাস)	১১	২	১২৫-১২৬
লখনৌ সহরের নামের উৎপত্তি	২২	২	৯৫-১০৬
“শূন্যপুরাণ” সঙ্ঘক্ষে মন্তব্য	১৬	৪	২২১-২২৪
শ্রীবিজয়পুর (প্রতিবাদের উত্তর)	২২	১	৭৩-৭৬
স্থান-পরিচয়	২২	১	২২-৪২
ননীগোপাল দাশশর্মা			
অসমাপিকা ক্রিয়াপদ, না অব্যয়	৬১	২	১০২-১০৩
বচন-সমস্যা, না বিভক্তি-বিভ্রাট	৬০	১	৩০-৩২
ব্যাকরণের পুরুষ	৫৯	৩-৪	৭৩-৭৭

লিঙ্গ	৬০	৪	২০২-২০৫
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়			
ধর্মপূজাবিধি	২১	৩	১৭৯-১৮৪
ননীগোপাল মজুমদার			
নবাবিষ্কৃত সূর্য্যবর্মার শিলালিপি [হারহা-প্রশস্তি]	২৩	৪	২৮৩-২৯৬
বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি	২৩	১	৬৯-৭৪
মল্লসারুলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসন	৪৪	১	১৭-২১
নন্দলাল মাইতি			
গণিতে স্বপ্ন	৯২	৩-৪	১২০-১২৫
নবকান্ত গুহ কবিত্বূষণ			
দ্রষ্টব্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও নবকান্ত গুহ কবিত্বূষণ (রাজা) নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর			
ষট্-ত্রিংশ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ	৮০	১	১২-১৪
নরেন্দ্রকুমার মজুমদার			
‘আর্য্যভট্ট’ সম্বন্ধে মন্তব্য	২৪	৩	২১১-২১২
নরেন্দ্রনাথ কোণ্ডার			
পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ	২৬	১	৫৩-৬০
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী			
খুলনা জেলার মাঝির ভাষা	৩১	২	৭৩-৭৫
নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত			
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্মশতবর্ষের আলোয়	১০৩	১-৪	৫৫-৮৪
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য			
ব্রহ্মাশুকল্পনা: ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন	৭০	১-৪	৯৬-১১৬
নরেন্দ্রনাথ লাহা			
‘অর্থশাস্ত্রে’ দুর্বল রাজার আত্মরক্ষা	৩১	৪	১৮৭-১৮৮
বার্তা—প্রাচীন হিন্দু ধনবিজ্ঞান	৩৫	৩	১৫৯-১৬৭
হিন্দু রাজনীতি-শাস্ত্রে মণ্ডলের সংস্থান ও গুরুত্ব	৩১	২	৬৭-৭২
নরেশচন্দ্র জ্ঞানা			
পদামৃত চন্দ্রোদয় ও নিমানন্দ দাস	৮৫	১-২	২০-২২
হালকবি সংকলিত ‘গাহাসন্তসঙ্গ’ ও বৈষ্ণব পদাবলী	৭৫	১	৩০-৮০
নরেশচন্দ্র সিংহ			
প্রাচীন চম্পা	১৪	১	৪৪-৫১
বঙ্গভাষায় প্রচলিত আরবী, পার্শী ও যুরোপীয় শব্দ	১২	৪	১৩৯-১৪৪
নরোত্তম ঠাকুর			
দেহ-কড়চা	৪	১	৩৯-৪৬

নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য

জ্ঞান-উৎপাদ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য	৩৪	৩	১৪৯-১৬০
বৌদ্ধদর্শন (১)	৩২	৩	১৩৭-১৫৪
বৌদ্ধদর্শন (২)	৩২	৪	১৬১-১৮৫
নলিনীকান্ত ভট্টশালী			
কৃতিবাসের জন্ম-শক (আলোচনা)	৪১	১	১৪-১৮
গোপালদাসের 'রসকল্পবন্ধী'	৩৮	৩	১৪৫-১৪৮
লক্ষ্মণসেনের নবাবিকৃত শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ	৩৯	২	৭৩-১০৪
নলিনীনাথ দাশগুপ্ত			
অনুমতি দেবী	৩৪	৪	২৪৯-২৫৬
প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল	৩৩	১	৪৯-৬২
নাজিম হয়াত			
শজর-এ সায়াংদার	১১১	২	১৬২-১৬৩
দ্রষ্টব্য সৈয়দ মহম্মদ নাজিম			
নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়			
মৌর্য-যুগের ভারতীয় সমাজ	২৮	৪	১৫৫-১৬৮
অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র: মৌর্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস	৩০	১	৭-১৬
	৩০	২	৪১-৫৬
অর্থশাস্ত্রে ধর্ম এবং সংস্কার	৩০	৪	১১৯-১২৫
অর্থশাস্ত্রে সমাজতত্ত্ব	৩২	১	৪০-৫২
অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র	৩২	২	৬৯-৭৮
নিখিলনাথ রায়			
পবনদুতের বিজয়পুর কোথায়	৩০	১	১৭-৩৯
মহারাজ নন্দকুমারের পত্র	১০	১	৬২-৬৫
রাস্তামাটি বা কর্ণসুবর্ণ	৭	৪	১৯৩-২১৩
রামগিরি	৩৫	৩	১১৫-১৩০
নিখিলরঞ্জন সেন			
ব্রহ্মাণ্ড সসীম, কি অসীম	৩৩	২	১২৩-১২৬
নিখিলেশ গুহ			
রামমোহন চর্চার প্রাণপুরুষ	১১১	২	১১৯-১৩২
নিত্যধন ভট্টাচার্য			
রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র	৪০	৩	১১৩-১২৮
নিত্যপ্রিয় ঘোষ			
অক্সফোর্ড-বাংলা কবিতার কৃষ্ণগহ্বর	১১০	৪	১-২৭
মণীন্দ্রকুমার-শিশিরকুমার : পত্র বিনিময়	১১১	১	১১৫-১১৯

যুগপৎ বাংলা কবিতা আর অনুবাদ	১১৩	১-২	১-৩
নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য (১)			
বাংলা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫	৩	১৯৭-২০৪
বিজয় গুপ্তের মনসার পাঁচালী	৩	২	১২৮-১৩৭
নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য (২)			
জীবগণের রোম ও কেশের একটি নূতন ব্যবহার	১৮	৪	২৪৯-২৫০
দলবদ্ধ উদ্ভিদের সাহায্য-বিনিময়	১৭	৩	১৪১-১৪২
স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের চরিত্র	১৫	৪	২০৪-২০৬
নিরঞ্জন চক্রবর্তী			
কবি শ্রীবল্লভ-রচিত কালুরায়ের গীত	৬২	২	৮১-৮৯
দ্বিজ লক্ষ্মীকান্তের 'ধ্রুবচরিত্র'	৬২	৪	২৪৯-২৭৪
নিরঞ্জন দেবনাথ			
'গোরক্ষবিজয়ে'র রচয়িতা কবীন্দ্র দাস—			
সেখ ফয়জুল্লা নহেন	৫৯	১-২	৩৮-৪৫
নির্মল সিংহ			
বঙ্গদেশে মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্ব	৭৩	১-৪	১৬-২২
নির্মলকুমার নাগ			
মোহিনী মোনালিসা—ফিরে দেখা	১১১	৩-৪	৭৩-৯৩
নির্মলকুমার বসু			
জগদীশচন্দ্র বসু জন্মশতবার্ষিকী : তীর্থযাত্রী	৬৫	৩	২২২-২২৭
তৈলনিষ্কাশনের আরও কয়েকটি উপায়	৪৭	১	৪১-৪৬
মন্দিরের অন্তর	৪৬	২	৯১-৯৮
ভারতের গ্রাম-জীবন	৬৮	১-৪	১-৪৬
লোকরঞ্জক বঙ্কুতামালার বিবরণী			
[ভারতের কয়েকটি যাযাবর জাতি]	৬২	১	৬৭-৬৯
সটাইকলা-রাজ্যে তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্র	৪৫	৩	১৬৯-১৭৯
নির্মলেন্দু ভৌমিক			
প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষার সর্বনাম	৮৪	১-২	২০-৪৫
নীলরতন মুখোপাধ্যায়			
চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী	৫	২	৮১-১১১
রামমোহনের রামায়ণ	২	১	১-১০
নীলাদ্রিশেখর দাশ			
উপভাষা : স্বাতন্ত্র্যের সংকট ও স্বরূপের সন্ধান	১১২	১-২	৩৭-৪৮
বহুধার্থক শব্দের প্রকৃত প্রাতিবেশিক অর্থনিরূপণ	১০৯	১-২	১৪৫-১৭৪
নীহাররঞ্জন রায়			
প্রাচীন বাঙলার ধন-সম্বল	৪৭	৩	১৭৬-২০৬

প্রাচীন বাঙলার ভূমি-ব্যবস্থা	৪৮	৪	১৬৯-১৮৮
	৪৯	১	১৫-৩৪
প্রাচীন বাঙলার শ্রেণীবিভাগ	৪৭	৪	২৭৩-২৮৫
নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য			
গুপ্তিপাড়ার জোড়বাংলা ও তাহার নির্মাণকাল	৮৩	৩-৪	৪৪-৫৪
গুপ্তিপাড়ার বাংলা মন্দির সমূহের নির্মাণকাল	৯০	২	১৬-২৩
বাণেশ্বর বিদ্যালয়	৮৬	২-৩	২৫-৩৮
পঞ্চজ বন্দ্যোপাধ্যায়			
বাংলার এক অনাবিস্কৃত কবি : প্রাণরাম	৯০	৩	২৭-৩২
পঞ্চানন ঘোষাল			
হিন্দু প্রাণবিজ্ঞান	৪৪	৩-৪	১৫১-১৮৫
পঞ্চানন নিয়োগী			
আম্বুর্বেদের উৎপত্তি	১৭	৩	১৬৩-১৭৪
গ্যালিয়াম ধাতুর নূতন যৌগিক	৪৬	১	৪১-৪৭
পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়			
রাঢ়-ভ্রমণ	১৪	৩	১৩৯-১৯২
পঞ্চানন মণ্ডল			
বাংলা পুঁথি : রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর পুঁথি-বিভাগ	৭৫	১	১১-২৯
পঞ্চানন মিত্র			
ভারতে মানবের প্রাচীনত্ব ও ন্যূনাধিক চারি লক্ষ বৎসর			
পূর্বের কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন	২৬	৩	১৮৭-১৯৫
পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ			
আসাম-পর্যটন	১৭	১	৪১-৫২
আসাম-ভ্রমণ : দ্বিতীয় প্রবন্ধ	১৮	৩	১৮১-১৮৯
আসাম-ভ্রমণ : তৃতীয় প্রবন্ধ	২০	১	৩৭-৪৩
আসাম-ভ্রমণ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট	২০	১	৪৩-৪৬
আসামের নানা কথা	৩০	৩	৮৭-৯১
আসামের পত্র-পত্রিকা	২৪	২	৬৯-৯০
দীপিকা-ছন্দ (অসমীয়া-গ্রন্থ-বিবরণ)	১৯	১	৪৫-৫৮
প্রাচীন কামরূপের রাজমালা	২০	৩	১৮৯-১৯৪
বল্লভর্ষার তাম্রশাসন	১৭	২	১১৩-১২৮
মোসলমান নাম-তত্ত্ব	১৫	৪	২৫৪-২৫৮
শ্রীহট্ট-ভাটেরার তাম্রশাসন (আলোচনা)	২৮	৪	১৭৫-১৮৩
সমতটের পূর্বে	২৬	১	১-১৮
সিলেট নাগরী	১৫	৪	২৩৫-২৪৪
হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণাদানবিধি	২৭	২	২৫-৩৭

পবিত্র সরকার			
বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়া : রূপ ও প্রয়োগ	১১১	৩-৪	১-২৯
পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়			
ঠাকুর-মা'র ইতিহাস	২১	৩	১৯৩-১৯৮
পম্পা মজুমদার			
প্রমথনাথ বিশী : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য	১০৮	১-৪	২১-৪৪
পরমেশপ্রসন্ন রায়			
ঢাকার গ্রাম্যশব্দসংগ্রহ	১৬	৪	২৪১-২৪৮
পরিমল রায়			
পত্রশুচ্ছ : অঙ্কিত দন্তকে লেখা	১১১	৩-৪	৪৪-৬২
পরেশচন্দ্র মজুমদার			
ভারতীয় ভাষা সমীক্ষার ইতিহাস	৮৪	১-২	৮-১৯
পাঁচকড়ি ঘোষ			
জগৎরাম রায়ের রামায়ণ	২	৩	৩০১-৩১১
পাঁচুগোপাল রায়			
রামকৃষ্ণের শিবায়ন	৪৮	১	২৫-৩৩
পারিভাষিক সমিতি			
উদ্ভিদবিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা	১০	১	৫৫-৬২
ভৌগোলিক পরিভাষা	৩	২	১৫৩-১৬৮
পার্থ বসু			
পুলিনবিহারী সেন	১১২	৪	১৯৪-১৯৯
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়			
শতবর্ষে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	১১০	৪	১২৮-১৩৫
স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল সুনির্মল বসু	১০৮	১-৪	৫১-৬৩
পুলিনবিহারী সেন			
আচার্য যদুনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ	৬৫	১	৭৩-৭৬
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও জগদীশচন্দ্র	৬৫	৩	২৪১-২৪৯
পুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়			
রবীন্দ্রকাব্যে পাঠভেদ : সঙ্ক্যাসংগীত	৬৬	৩-৪	৩৫৯-৪৬৬
পূরণচাঁদ নাহার			
জৈন মূর্তিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৩৫	৪	১৮২-১৯৩
মুরশিদাবাদের কয়েকখানি শিলালিপি	২৪	৩	১৯৭-১৯৯
মুরশিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি	৩১	১	৩৯-৪২
পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী			
প্রতিবাদ [‘সমতটের পূর্বে’]	২৮	১	১৫-১৮

পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর			
রঘুনাথ শিরোমণি বা কাণভট্ট শিরোমণি	১১	১	১৩-১৪
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়			
অক্ষয়কুমার বড়াল শতবার্ষিকী:বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সভা	৬৬	২	৭৮
স্মৃতিসভা	৬৫	১	৮১-৮৩
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মণি সেন			
পরিষদে রক্ষিত নবগ্রহ-মূর্তি	৬৪	৩-৪	১০০-১০২
পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ			
কামতাবিহারী ভাষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ	১৮	৪	২১৯-২২৬
পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ ও রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়			
একখানি খোদিত তাম্রফলক	২১	৩	১৯৯-২০২
প্রকাশকুমার মহিতি			
সঙ্গতিসূত্র এবং মেদিনীপুরের উপভাষাবৈচিত্র্য	১১১	১	১৩৯-১৪৯
প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়			
বঙ্গভাষায় বর্ণ-যোজনা ও উচ্চারণ	১৮	৪	২৫১-২৫৯
বাসালা শব্দবিভক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা	২১	৩	১৬৭-১৭৮
প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী			
কালজয়ী পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	৮৬	২-৩	৭৫-৭৬
প্রণতি মুখোপাধ্যায়, অতীককুমার দে সঙ্কলিত ও সম্পাদিত			
প্রাণতোষ ঘটককে লেখা মুক্ততবা আলির পত্র	১০৮	১-৪	১২৭-১৫২
প্রণব রায়			
অকিঞ্চন চক্রবর্তীর 'গঙ্গামঙ্গল'	৭৯	১-৪	২৭-৩৬
বাঙালীর খাদ্য—বৈদিক যুগ থেকে মঙ্গলকাব্যের যুগ	৯২	১-২	৩১-৪০
প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়			
মুক্তি সাধনার ঋত্বিক দিলীপকুমার বিশ্বাস	১১১	২	১৪০-১৪৫
প্রণবশে সিংহরায়			
অনুবাদাত্মক সমাস	৫২	১-২	২৫-৩২
প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র			
সম্পাদক শরৎচন্দ্র	৮২	৩-৪	২৩-৩৩
প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়			
বাংলা দ্বিতীয় শোককাব্য ও কবি কেদারনাথ দত্ত	৯০	১	২৪-৪৬
প্রতাপকুমার রীত			
যেঁটু পূজা ও যেঁটু গান : হারিয়ে যাওয়া আলোটিরে	১০৫	১-৪	৩৭-৫৯
প্রদীপকুমার মজুমদার			
বঙ্গসাহিত্যে গণিত	৮৯	১-২	৪০-৪৭

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য			
‘কাল পাহাড়’— নূতন জাতক	১০৪	১-৪	১৩৩-১৪৫
প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত			
রাধাকান্ত দেবের জীবনে ‘বৃন্দাবনবাস’ পর্ব	৯১	২-৪	৪৬-৫০
প্রফুল্লকুমার দাস			
সংগীতচিন্তায় প্রাচীন ভারত ও রবীন্দ্রনাথ	৬৬	৩-৪	২৮৭-২৯৩
প্রফুল্লকুমার সরকার			
সুবর্ণ-বিহারের স্থপ	২১	৩	২০৫-২০৮
প্রফুল্লকুমার সরকার ও দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়			
ইব্রাহিম আবু বেকর মালিক	১৭	১	৩৭-৪০
প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়			
কৃত্তিবাস পণ্ডিত	৪	২	১১৭-১৪৯
বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব	৪	১	৪৭-৬০
বাঙ্গালার প্রাচীন ভূতত্ত্ব	৪	৩	১৫৯-১৭৫
প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও নবকান্ত গুহ কবিভূষণ			
আয়ুর্বেদের প্রাচীনত্ব	১০	২	৯১-১০২
চরক ও সুশ্রুতের সময় নিরূপণ	৮	৩	১৫০-১৬২
প্রবাল দাশগুপ্ত			
বিকিরণ, আকরণপক্ষ আর কায়াপক্ষ	১১৩	১-২	১৪৭-১৫৭
প্রবালকান্তি হাজরা			
পূর্ব মেদিনীপুরের প্রাচীন খেজুরী বন্দর	১১২	৩	১৬৭-১৭১
প্রবোধকুমার দাস			
“গৌড়ীয় সমাজ” (প্রতিবাদ)	৬০	২	৮৯-৯১
প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়			
গন্ধতৈল-পরীক্ষাপ্রণালী	২০	২	১৩৫-১৩৬
চিকিৎসাশাস্ত্রোপযোগী অল্পজ্ঞান প্রস্তুত করিবার			
একটি সহজ যন্ত্র	২১	২	১২৫-১২৮
প্রবোধচন্দ্র বাগচী			
নেপালে ভাষা-নাটক	৩৬	৩	১৭০-১৮৩
বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রারম্ভ	৪৬	১	১-৩
প্রবোধচন্দ্র সেন			
[পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যভূষণ মহাশয়ের			
জন্মশতবার্ষিক উৎসব সভায় পঠিত]	৮৬	২-৩	৭৩-৭৪
প্রাচীন ভারতে ইতিহাসচর্চা	৪৭	২	১০৩-১১৪
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ	৭০	১-৪	১-৪৪
সিগেব্লকে অক্ষর বলি না কেন?	৮২	৩-৪	১-১৩

প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

মহাকবি কালিদাসের সময় ৪১ ২ ৬৩-৭৬

প্রভাকর মাচোয়ে

মহারাষ্ট্র-সাহিত্য [লোকরঞ্জক বঙ্কুতামালার বিবরণী] ৬২ ১ ৭০-৭১

মূল হিন্দী বঙ্কুতার অনুবাদ : নির্মলকুমার বসু

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্যে চৈতন্যদেবের কথা ৪৩ ২ ৭৪-৮১

প্রথম লর্ড মিস্টোকে লেখা বাংলা দরখাস্ত ৭৬-৭৮ যুগ্ম সংখ্যা ৫১-৫২

শ্রীচৈতন্যের বাংলা চরিতগুলির ঐতিহাসিকতা ৮৮ ৩ ৩৭-৫১

প্রভাতকুমার দাস

অন্নদাশঙ্কর রায়: জীবনীপঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জী ১০৯ ৩-৪ ১১৩-১২৬

অমিয় চক্রবর্তী : জীবনীপঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জী ১০৭ ১-৪ ১০৪-১০৮

আত্মস্মৃতির আলোয় : চলিঙ্গু যাত্রী অসিতকুমার ১১১ ২ ৭৮-৮৩

একটি 'ক্ষীণজীবী ক্ষণস্থায়ী পত্রিকা' : বৈজয়ন্তী ১১১ ৩-৪ ৯৪-১০৫

প্রমথনাথ বিশী : জীবনীপঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জী ১০৮ ১-৪ ৪৫-৫০

বৈজয়ন্তী: সংখ্যানুক্রমিক সূচি ১১১ ৩-৪ ১১০-১১৬

ব্রজেন্দ্র রচনাপঞ্জী ৯৫ ৩-৪ ৪২-৮৩

৯৬-১০০ যুগ্ম সংখ্যা

ময়মনসিংহের সাহিত্য সেবকগণের সৌরভ ১১০ ১-২ ১৭৫-১৮০

প্রসঙ্গ: কালিকলম ১১০ ৪ ১০৩-১১৩

'কালি-কলম' পত্রিকা প্রসঙ্গে।

শতাব্দির দ্বাদশ বর্ষ : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১১৩ ৪ ১৭৫-১৮৯

শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জী ১০৭ ১-৪ ৮৯-৯৪

সুকুমার সেন : জীবনপঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জী ১০৬ ১-৪ ১৩৪-১৪২

প্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্য

কোচবিহারের হেয়ালী ১৫ ৩ ১৭১-১৭৬

প্রভাসচন্দ্র বেন

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন

ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয় ২৭ ৩ ৯৪-১২৭

প্রমথনাথ বিশী

পত্রাবলি : নরেশ গুহকে লিখিত ১১২ ৩ ৬৪-৮০

রজনীকান্ত সেনের কাব্য ৬৫ ১ ১-৮

রবীন্দ্র-সাহিত্যের তিন জগৎ : মুক্তবেণী ৬৬ ৩-৪ ১৮৯-২১২

প্রমোদগোপাল মুখোপাধ্যায়

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ ৭৯ ১-৪ ১-২৬

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

গীতগোবিন্দ কাব্যের ধর্মীয় প্রেরণা ৭৪ ৪ ১৬৩-১৮১

রাসন্যত্যানুষ্ঠান	৭৩	১-৪	৩৪-৩৯
প্রসাদকুমার মাইতি			
ব্রহ্মদেশের রাম কথা	৯৪	১-২	৫৭-৭০
প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়			
পঞ্চদশ শতকের ওড়িয়া কবি মার্কণ্ড দাসের			
'কেশব কোইলি' বা যশোদাবিলাপ	৮৬	২-৩	২১-২৪
প্রিয়রঞ্জন সেন			
উড়িষ্যায় বাণুলী	৩৫	২	১০৪-১০৬
কৌলমার্গ-বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুথি	৩৭	৩	১২৫-১৩৩
বিদ্যোৎসাহী শঙ্কুচন্দ্র	৩৭	৪	১৭৯-১৮৬
রক্ষিণী দেবী	৪১	৪	১০৫-১০৮
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও জাগের গান	৩৯	২	১৩০-১৩৬
প্রেমেন্দ্র মিত্র			
পত্রগুচ্ছ ১ : সুরজিৎ দাশগুপ্তকে লেখা	১১১	৩-৪	১২১-১৪৪
পত্রগুচ্ছ ২ : সুরজিৎ দাশগুপ্ত	১১১	৩-৪	১৪৫-১৫২
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়			
সূচনা [প্রচার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয়]	১০৮	১-৪	১৭১-১৭৩
বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)			
আমাদের প্রভাতকুমার	৮০	১	১৫-১৬
ছিয়াশীতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে			
সভাপতির লিখিত ভাষণ	৮৫	১-২	৩১
তাঁহাকে কেন ভাল লাগিত?	৮৪	১-২	৪-৭
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে।			
তিরিশীতম প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রদত্ত ভাষণ	৮২	৩-৪	৫৪-৫৫
পঁচাশীতম প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে (প্রদত্ত) সভাপতির অভিভাষণ	৮৪	১-২	৬০-৬২
মানুষ মধুসূদন	৮০	৪	১২-১৬
বনমাশী চক্রবর্তী বেদান্ততীর্থ বেদান্তরত্ন			
কাতন্ত্র-ব্যাকরণ	১৭	১	১-২১
ঐ : শুদ্ধিপত্র	১৭	২	/০ - ১০
তর্কের পরিভাষা	২০	২	১৪৩-১৫২
মহাভারতের বঙ্গানুবাদ	১৯	১	১৯-৩০
বন্দীরাম চক্রবর্তী			
একটি অসম বন্ধুত্ব	১১১	২	১৫২-১৬১
জসীমউদ্দীন: জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি	১১০	৪	৫৪-৫৭
দিলীপকুমার বিশ্বাস : জীবনপঞ্জি	১১১	২	১৮৮-১৮৯
দিলীপকুমার বিশ্বাস : গ্রন্থপঞ্জি	১১১	২	১৯০-১৯৫
রমেশচন্দ্র মজুমদার : জীবনতথ্য ও নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি	৮৬	৪	২৮-৩১

রাধাকান্ত দেব : জীবনপঞ্জি ও রচনাপঞ্জি	৯১	২-৪	৫১-৬০
বরদাপ্রসন্ন সোম			
উৎকলদেশীয় স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের বর্ণনা এবং দুইটি			
শক্তিমূর্তির আবিষ্কার	১৯	৩	১৬৫-১৬৬
বলীন্দ্র সিংহ দেব			
দুর্গাপঞ্চরাত্র	৩	১	১-৮
ভৌগোলিক পরিভাষা	৩	৪	৩১২-৩১৬
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়			
অতীতে 'ল' ও ভবিষ্যতে 'ব'-প্রত্যয়	২০	৪	৩০১-৩০৬
'চ'-বর্ণীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ	২০	৩	১৯৫-২১০
চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা	২৬	২	১০৫-১৩৬
জিজ্ঞাসার ভাষা	২৭	৩	৮১-৯৩
ধর্ম্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূরভট্ট	৩৬	৩	১২৯-১৩৬
প্রাচীন বাঙ্গালার দুইটি বিশেষত্ব (idiosyncrasy)	১৯	২	৯৫-১১১
বঙ্গভাষায় নেতিবাচকের প্রয়োগ	২১	২	১৪৫-১৬০
বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর (১ম)	২৯	১	৯-৪২
(২য়)	২৯	৩	৯৫-১০৭
(৩য়)	৩২	২	৯৯-১০৬
(৪র্থ)	৩২	৩	১২১-১৩৬
(৫ম)	৩২	৪	১৫৫-১৫৯
ভাষার উৎপত্তি	২১	৩	১৮৫-১৯১
যোগেশবাবুর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংশয়' প্রবন্ধের			
আলোচনা	২৬	৪	২৩১-২৬৭
শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত	৩৪	৩	১৬১-২১২
বসন্তকুমার রায়			
ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা (২)	৩৭	৪	২৩২-২৪০
বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ			
কৃষ্ণিবাসের জন্ম-শক (আলোচনা)	৪০	৩	১১১-১১২
কৃষ্ণকীর্তনের সুর ও তাল (আলোচনা)	৪৫	৪	২৮১-২৮৪
চণ্ডীদাস (আলোচনা)	৪৪	১	৩৩-৩৮
চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	১৮	২	১২৩-১৩২
"চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য	২৫	৩	১৪১-১৪৬
ছেলে ভুলানো ছড়া :			
(১) বাঁকুড়া-বেলেভোড়, (২) মেদিনীপুর ও			
(৩) বনবিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত	২	৩	৩৬৭-৩৭১
তরুণীরমণের পদাবলী ও সহজ উপাসনা-তত্ত্ব	৩৫	৪	১৭১-১৮১
দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ	২৬	২	৯৩-১০৪

পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ	২৯	৩	১-১৬
	২৯	৪	১৭-৩২
	৩০	৪	৩৩-৯৬
	৩১	১	৯৭-১২৮
	৩১	২	১২৯-১৫৯
	৩২	১	১-৪০
	৩২	২	৪১-৬৪
	৩২	৩	৬৫-৮০
ময়নামতী পুথির গোবিন্দচন্দ্র ও নাথগুরুগণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল	২৮	২	৪৯-৬১
৪৩	৪	১৩৯-১৪১	
বসন্তরঞ্জন রায় ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল-নির্ণয়	২২	৩	১৬১-১৬৬
বারিদবরণ ঘোষ			
রাখাকান্ত দেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৯১	২-৪	২-৫
সম্পর্ক	১০৯	৩-৪	১৪০-১৪৩
প্রয়াত বিজিতকুমার দত্ত সম্পর্কে স্মৃতিচারণ। বিজয়বিহারী ভট্টাচার্য			
প্রভাতকুমার ও রবীন্দ্রনাথ	৮০	১	১৭-২৩
বিজয়চন্দ্র মজুমদার			
‘ঋ’ সম্বন্ধে মন্তব্য	২৪	৩	১৯১
দেশী শব্দ	১১	১	৩৯-৪৪
পালি ও বাঙ্গালা	১৫	১	১-৮
বাঙ্গালা-ভাষায় দ্রবিড়ী উপাদান	২০	১	১১-১৬
ব্যাকরণের সঙ্কি	১৮	১	৯-১৬
ভারতবর্ষের বর্ণমালা	১৯	১	৩৯-৪৪
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, সুকান্ত ভট্টাচার্য পত্রাবলি : নরেশ গুহকে লিখিত	১১১	৩	৬৪-৮০
বিজিতকুমার দত্ত			
বিয়োগপঞ্জী — শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়	৯৫	৩-৪	১৮৪-১৯৪
	৯৬-১০০	যুগ্ম সংখ্যা	
সুকুমার সেনের সাহিত্য-‘ইতিহাসের দাঁড়া’	১০৬	১-৪	২০-৫৬
বিদ্যুৎবরণ চৌধুরী			
কথাবলা কম্পিউটার	১১০	৪	১৫০-১৬৫
ব্রেল, বাংলা ও কম্পিউটার	১১২	৪	৮৫-১০৪
ভাষা নমুনার পরিসংখ্যান	১০৯	১-২	১৩২-১৪৪

বিধুভূষণ ঘোষ

গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহপথ ৬০ ৪ ১৬৩-১৭৪

বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী

অকার-তত্ত্ব ২৫ ১ ১৩-৬২

ঋকার-তত্ত্ব ২৪ ৩ ১৮১-১৯০

ঋ সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রত্যুত্তর ২৪ ৩ ১৯৩-১৯৫

বিজ্ঞানবাদ ৪৬ ৩ ১৬১-১৭০

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য

কয়েকজন প্রাচীন গীতিকারের কালনির্ণয় ৩৫ ৩ ১৫৪-১৫৮

পুরীকুষণ মুদ্রা সম্বন্ধে মন্তব্য (১) ২৮ ১ ২৭-২৯

ব্রহ্মা ২৮ ৩ ৯১-১০৭

মানভূম-ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপির পাঠ ২৮ ২ ৭৬

বিনয়ভূষণ রায়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থসংগ্রহ ১০১-১০২ যুগ্ম সংখ্যা ১০১-১২৪

বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ

কতিপয় পালরাজ্যের শিলালিপি ১৫ ১ ৮-১৪

তৃতীয় গোপালদেবের শিলালিপি ১৯ ৩ ১৫৫-১৫৮

পরিশিষ্ট : ময়নাগড় (রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল) ৪ ১ ৬৯-৭২

পিপরাবার প্রাচীন লিপি ১৩ ৩ ১৫৫-১৬০

বিদ্যাপতি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত ৭ ১ ২৫-৩৪

বুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি ১৭ ৪ ২১৩-২১৮

রমাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি ১৩ ২ ৮১-৯৬

সিংহনাদ লোকেশ্বর ১৪ ৪ ২৪৫-২৪৮

সূর্যপদে উপানৎ ১৬ ৩ ১৮৫-১৮৮

বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত

বিক্রমপুর অঞ্চলে খেলার বিবরণ ১৪ ৪ ২১৪-২৪৫

বিবেকানন্দ দাস

বেদোক্ত জাতিগোষ্ঠী ১১২ ৪ ২০-২৫

হাড়ি সম্প্রদায় ৯৫ ১-২ ৬৫-৬৭

বিভূতিভূষণ দত্ত (বিদ্যারণ্য স্বামী)

শব্দ-সংখ্যা-লিখন প্রণালী ৩৫ ১ ৮-৩০

অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী ৩৬ ১ ২২-৫০

অঙ্কানাং বামতো গতিঃ ৩৭ ২ ৭০-৮০

আচার্য আর্যভট ও তাঁদের শিষ্যানুশিষ্যবর্গ ৪০ ৪ ১২৯-১৫৮

আচার্য আর্যভট ও ভূমণবাদ ৪২ ৪ ১৬৭-১৮৩

জৈন-সাহিত্যে নাম-সংখ্যা ৩৭ ১ ২৮-৩৯

জ্যামিতি-শাস্ত্রের প্রাচীন হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার	৩৭	১	১-৬
দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর উদ্ভাধন	৪৬	৩	২০৭-২২৭
নাম-সংখ্যা (“শব্দ-সংখ্যা-লিখন-প্রণালী” বিষয়ক ২য় প্রবন্ধ)	৩১	১	৭-২৭
প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্বিদ মল্লিকার্জুন সুরি	৪০	২	৮৩-৯৪
বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের বয়স	৪৪	৩-৪	১৮৬-২০০
মহাভারতে দশাঙ্ক সংখ্যা	৪১	১	১-১৩
মহাভারতে স্থানীয়মানতত্ত্ব	৪৩	৪	১৬১-১৬২
গুচ্ছাঐতবাদ	৪৭	২	১১৫-১১৯
হিন্দুজ্যোতিষে শককাল	৪৪	৩-৪	১১৯-১৪৫
বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়			
বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের কথা ও গান	৯২	১-২	১১-৩০
বিমলপ্রসাদ রায়			
একটি বিদ্যালয়ের জন্ম ও মৃত্যু	৯৩	২-৪	৫৯-৬৫
আলিপুরের হেস্টিংস হাউস স্কুল (১৯১৫-১৯২০) প্রসঙ্গে।			
ডাক ব্যবস্থার বিবর্তন	৯৫	১-২	৭৩-৯০
নাটোর রাজ পরিবারের শরিকানা বিবাদ	৯২	৩-৪	১১০-১১৬
রাজা আনন্দনাথ ও রাজা প্রসন্ননাথ	৯৪	৩-৪	১৭-৩২
রাজা বিশ্বনাথ ও শিবনাথ	৯৩	১	৩১-৩৮
বিমলাচরণ দেব			
কাশ্মীরী জাতি কি আদিভঃ ইহুদি?	৪৭	৪	২৮৬-২৮৮
বিমলাচরণ লাহা			
জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব	২৯	২	৭৩-৮৪
দক্ষিণ-ভারতবর্ষে পালি-বৌদ্ধধর্মের বিস্তার	৪২	৪	২০৫-২০৯
বুদ্ধঘোষের টীকা	২৮	৪	১৮৫-১৯৮
বৌদ্ধ অপদান	৪৪	২	৬৮-৮১
ভারতীয় লেখমালায় বৌদ্ধ ভিক্ষুণী	৫০	৪	১০৯-১১২
বিমানবিহারী মজুমদার			
উৎকলে নবাবিধৃত শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পুথি	৩০	৪	১২৭-১৪২
কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিক পুনর্বিচার	৭২	১-৪	১-১৫
দানকলিকৌমুদীর কাল নির্ণয়	৪২	১	৫১-৫২
বঙ্কিমচন্দ্র ও গীতার রচনাকাল	৭৫	১	১-১০
বিদ্যাপতির কবিতায় শৃঙ্গাররস	৬২	৩	১৫৩-১৬৬
বিদ্যাপতির পদে মধুর রস	৬২	৪	২৩৩-২৪৮
বিদ্যাপতির মন ও কাব্যকলার ক্রমবিকাশ	৬৩	৩	১৩১-১৪৭
বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ	৩১	৩	১০৬-১২৮
	৩১	৪	১৩৭-১৫৬

৩২৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: ১১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা

ব্রজের সখা ও সখীদের নামের ঐতিহ্য	৬৪	১-২	১-১৩
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের রচনাকাল	৪২	১	৪৯-৫১
শ্রীনিবাস-নরোত্তমের কালনির্ণয়	৬৬	১	৪২-৪৯
	৬৬	২	৯৮-১১৪
বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ			
জীববিজ্ঞান-পরিভাষা	১১	১	৫৯-৬৪
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়			
শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত	১১০	১-২	৬২-৭৭
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়			
মেদিনীপুর জেলার চিত্রকর	৬২	২	১১৫-১১৮
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়			
অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামপ্রসাদ রায়ের নবাবিকৃত			
কাব্য 'কৃষ্ণলীলামৃতসিঙ্ধু'	৮৭	১	৪০-৪৪
কবি রামপ্রসাদ রায়ের বৈষ্ণব পদাবলী	৯২	১-২	৬৬-৭৮
'কৃষ্ণলীলামৃতসিঙ্ধু'র কাল সম্পর্কে আলোচনা	৯০	২	৩৯-৪০
'কৃষ্ণলীলামৃতসিঙ্ধু'র পুঁথি এবং রামপ্রসাদ রায়ের কাল	৮৮	৪	৫৯-৬০
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও বাংলা সাহিত্য	৯৫	১-২	৫৩-৬৪
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সঙ্কলিত			
পরিষৎ প্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থাবলী	১০৫	১-৪	৭০-১০৫
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও তারাক্ষর	১০৪	১-৪	১১-২৬
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ	৯৫	৩-৪	২৭-৪১
	৯৬-১০০	যুগ্ম সংখ্যা	
দ্রষ্টব্য কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়			
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য			
ইতিহাসকে আধুনিক দৃষ্টিতে দেখা : বিজিতকুমার দত্ত	১০৯	৩-৪	১২৭-১৩২
কথাসাহিত্যিক শৈলজ্ঞানন্দ	১০৭	১-৪	৮০-৮৮
শিবরাম চক্রবর্তী : শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য	১১০	৩	১১১-১১৫
বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী			
শব্দ-রহস্য : (শব্দ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও ভাষার প্রাধান্য)	৩	১	৯-১২
শব্দ-রহস্য: শব্দে কবিত্ব	৩	৩	১৬৯-১৭৩
বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য			
ফতেয়াবাদ	৪০	৩	১০৭-১১০
ময়নামতীর গান	১৫	২	৬৫-৯৯
(সেয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলী কালনির্ণয়)—আলোচনা	৩৩	২	৮৭-৮৯
বিষ্ণুপদ পাণ্ডা			
ভাগবত—সনাতনের অনুবাদে	৯৪	১-২	৩৩-৪০

মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যধারায় উড়িষ্যার			
কবিদের অবদান	৮৫	১-২	২৩-৩০
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য (১)			
আচার্য আনন্দবর্ধন ও কাব্যনয়	৮৯	৩-৪	১৩-৪৫
পাতঞ্জল মহাভাষ্য	৬৭	২	৯০-১০১
	৬৭	৩-৪	১৮৪-২০৩
	৭০	১-৪	৫২-৬৮
বুদ্ধের দেশনা	৬৫	১	৯-১৬
রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদ	৬৬	৩-৪	১২৯-১৬০
সাহিত্য-বিদ্যা ও সুভাষিত সংগ্রহ	৯১	১	৪৩-৪৯
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য (২)			
রবীন্দ্র-তত্ত্ব	৬৬	৩-৪	২৭৪-২৮৬
হিন্দী ভাষার কথা	৬৬	১	১৯-৩১
	৬৬	২	৭৯-৯৩
বিহারীলাল চক্রবর্তী			
দ্রষ্টব্য ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী			
বীতশোক ভট্টাচার্য			
কৃতিবাসের রামায়ণ : শুচিবায়ুর একদিক	১১২	১-২	৪৯-৬৯
ভাষা ও ছন্দ: রবীন্দ্রনাথের কবিতা	১১৩	১-২	৩৪-৪১
বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য			
অচিন্ত্যকুমারের 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ'	৮৩	১-২	৪৪-৫২
কবি বনফুল	৮৭	৩	১-২৭
অজয়-কৌমুদী	৮২	৩-৪	৩৮-৪৯
[কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'অজয়' কাব্যের আলোচনা।]			
বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য ২			
সুজনী সংক্ষেপ	১০১-১০২	যুগ্ম সংখ্যা	১৭৯-১৯২
ইংরেজি থেকে অনুবাদ : শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়			
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস			
রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরাজি শব্দের বঙ্গানুবাদ	৬৬	৩-৪	৩২৭-৩৫৮খ
রবীন্দ্রশব্দের গঠনবৈচিত্র্য	৬৯	১-৪	২১-৪৫
রূপকাস্ত্রক-শব্দ-প্রয়োগে রবীন্দ্রমানস	৭০	১-৪	৬৯-৮৩
বীরেশ্বর পাণ্ডে			
আধুনিক বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ	২	১	৫১-৭৪
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য			
বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত	৬৪	৩-৪	৯২-৯৯

বেণীমাধব বড়ুয়া

শুণ্যযুগে ত্রিপুরায় হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্মের পরিস্থিতি	৪৬	২	১০৪-১০৮
“নাথধর্মে সৃষ্টিতত্ত্ব” প্রবন্ধের আলোচনা	৩১	২	৮৫-৮৬
বাংলা-সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ-অবদান	৫২	৩-৪	৪৯-৮২
ভেল-সংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব	৪৫	৪	২০১-২০৪
শিবচরণের গীতপদ	৪৭	২	৮৭-১০২

ব্যোমকেশ মুস্তফী

কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়-মঙ্গল	৩	৩	২২৬-২৪৮
	৩	৪	২৯৭-৩০২
কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্রপুরাণ	১৩	৪	১৯৩-২৩৬
চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা	২১	১	৪৯-৬১
পাঁচালিকার ঠাকুরদাস	৫	৩	২০৫-২২১
বাঙলা কৃৎ ও তদ্বিত	৮	৪	২২৯-২৪০
বাঙ্গালা-নামরহস্য	১৩	২	৯৭-১০৭

	১৫	১	৪১-৪৭
বাঙলা-বিশেষণ-রহস্য	১৭	৩	১৭৫-২০৪
বাঙলার উপসর্গ	১৫	৩	১৬৫-১৭০
বাণীকর্ষের “মোহমোচন” নামক প্রাচীন গ্রন্থ	২০	৩	২১১-২২০
বিবিধ প্রসঙ্গ	৪	৩	২৩৫-২৪০
রাজকবি জয়নারায়ণ	৭	১	১-২৫
শীতলা-মঙ্গল	৫	১	২৭-৭০
সত্যদেব-সংহিতা [দ্বিজ রামভদ্র-কৃত]	৮	২	১৩১-১৩৬
সত্যনারায়ণ-কথা [কবিচন্দ্র অম্বোধ্যারাম রায়-প্রণীত]	৮	১	৫৫-৭২

ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়

কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ	৯	২	৬৫-৭৬
বৈদিক তত্ত্ব	১২	৪	১২৯-১৩৯

ব্রজসুন্দর সান্যাল

প্রাচীন পুথির বিবরণ (১-১০)	১০	২	১২৬-১২৮
মাণিক গাঙ্গুলী ও ধর্মমঙ্গল	১২	১	১-১৩
শরৎ-কালী : (গ্রাম্য কবিতা)	১০	২	১০৩-১০৭
সত্যনারায়ণের পাঁচালী [দ্বিজ বিষ্ণেশ্বর-বিরচিত]	৮	৩	১৯৩-২০০

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : রচনাপঞ্জী	৫৩	৩-৪	৫৫-৬০
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : রচনাপঞ্জী	৫৩	১-২	২০-২১
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও অমৃতলাল বসুর রচনাপঞ্জী	৫২	৩-৪	৮৩-৮৮
অমৃতলাল বসুর পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা	৫৪	১-২	১২-১৪

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য	৪৫	১	২৫-৩৮
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলী	৪৪	২	৪৭-৫৯
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালীসমাজের সমস্যা	৪৬	৩	১৭১-১৮২
কবি পীতাম্বর মিত্র ও জনমেজয় মিত্র	৪৪	১	১০-১৬
কালীপ্রসন্ন সিংহ	৪৪	২	৮২-১১৮
কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন	৪৫	৪	২২২-২৩১
ঐ সংশোধন	৪৬	২	৮০
ক্যাপ্টেন জেমস্ স্টুয়ার্ট	৪৪	২	৬০-৬৭
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : গ্রন্থপঞ্জী	৫২	১-২	১৭-২২
বোদাই চিত্রে বাঙালী : প্রাচীন কাঠ-খোদাই	৪৬	২	১৪৯-১৫৬
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য : প্রথম বাঙালী সাংবাদিক	৪৪	১	১-৯
গঙ্গাধর তর্কবাগীশ	৪৬	২	৭৯-৮০
“চিরঞ্জীব শর্ম্মা” : আলোচনা	৩৭	৪	২৪০-২৪২
চুঁচুড়ায় সূর্য্যমূর্তি	১৮	৩	১৯৩-১৯৫
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন	৪৬	১	১৫-১৯
জোড়াসাঁকো নাট্যশালা	৩৮	৩	২০৩-২১৩
দেশীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাস : ১৮১৬-১৮২২	৩৮	৩	১৭৭-১৯৮
ঐ : ১৮২৩-১৮৩৫ সেপ্টেম্বর	৩৮	৪	২৬৭-২৯৪
দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস	৩৯	১	৯-৩০
	৩৯	২	১০৫-১২৯
	৩৯	৩	১৫৩-১৭৫
	৩৯	৪	২৩৫-২৪৮
	৪৩	২	৬০-৬৩
দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার	৪৩	৪	১৭১-১৮৩
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : রচনাপঞ্জী	৫১	৩-৪	৭৩-৭৯
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত গদ্য-রচনা	৫৪	১-২	১০-১২
“বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ইংরেজী ব্যাকরণ”	৪৩	৪	১৮৪-১৮৫
বাংলা সাময়িক-পত্র	৪৭	৩	১৪২-১৪৮
	৫৪	৩-৪	৫৭-৭৫
	৫৫	১-২	২১-৪৮
	৫৫	৩-৪	৬৭-৮৭
	৫৬	১-২	৩৩-৪৪
	৫৬	৩-৪	৪৯-৫৯
	৫৭	১-২	৯-২৪
	৫৮	১-২	২২-৩২
সংযোজন	৫৬	৩-৪	৮২

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস	৪১	৩	৮৪-৯৫
	৪১	৪	১০৯-১২৩
	৪২	১	৭-১৩
	৪২	২	৯১-১০৯
	৪২	৩	১৪৮-১৫২
	৪২	৪	১৮৪-২০০
	৪৩	১	২৩-২৪
	৪৪	৩-৪	১৪৬-১৫০
	৪৪	৩-৪	১৫০ক
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা)	৩৯	১	৭-৮
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় : রচনাপঞ্জী	৫৩	১-২	১৯
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম জীবন	৫০	২	৩৩-৩৮
মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম জীবন	৪৯	৩	৮১-৯০
মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ	৫০	১	১-৫
রমেশচন্দ্র দত্ত : রচনাপঞ্জী	৫৪	১-২	৯-১০
রাজকৃষ্ণ রায়	৫১	১-২	৬-২৩
রামনারায়ণ তর্করত্ন	৪৫	৩	১৫২-১৬৮
“রামনারায়ণ তর্করত্ন ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী” (আলোচনা)	৩৮	২	১০২-১৩১
			এবং ১৩৩
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ	৪৫	২	১০১-১১৩
রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা)	৩৯	৪	২৩১-২৩৪
সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত	৪৪	১	২৫-৩২
সেকালের সংস্কৃত কলেজ	৪৬	৪	২৪৩-২৫০
			এবং ২৯৩
	৪৭	১	৫-১৩
	৪৭	২	৭৮-৮৬
	৪৭	৩	১৫৯-১৬৫
	৪৭	৪	২৩৭-২৪২
	৪৮	১	১৯-২৪
	৪৮	৩	১২১-১২৫
	৪৮	৪	১৫৩-১৬৮
ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল ও			
সনৎকুমার গুপ্ত			
আচার্য্য যদুনাথের বাংলা রচনাবলী	৬৫	১	৬৬-৭২
ভবতোষ দত্ত			
বাংলায় অর্থনীতি চিন্তার ও চর্চার ইতিহাস	৮৭	১	১-১৫

ভবতোষ দত্ত ২

উপন্যাসের নবরূপ ও অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যবৃত্ত	১০৯	৩-৪	১-১৪
কবি রামনিধি গুপ্ত	৬৩	৪	১৮৬-১৯৪
জসীমুদ্দিনের কবিতা	১১০	১-২	৪-১৩
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও বাংলা সাহিত্য	৭১	১-৪	১-১৩
রূপকের ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ	৬৬	৩-৪	১৭৩-১৮৮
শিবনাথ শাস্ত্রীর কবিতা	৬৬	১	৩২-৪১
হিন্দু কলেজ ও রাধাকান্ত দেব	৯১	২-৪	১৬-৩০
ভূদেব চৌধুরী			
রবীন্দ্র-কবিতায় প্রতিভার উন্মেষ-লক্ষণ	৭৪	১	৭-১৪
ভূপতি দত্ত			
কবি শ্রীশঙ্করের ষষ্ঠীমঙ্গল	৬৪	১-২	৩০-৩৬
ভোলানাথ ব্রহ্মচারী			
কবি কালিদাসের মনসামঙ্গল	১৯	৩	১৩৯-১৪৬
ভোলানাথ ভট্টাচার্য			
ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কার শিল্পের ভূমিকা	৮০	২	৭৭-৭৮
	৮০	৩	৩৭-৩৯
	৮০	৪	২৪-৩১

মণি সেন

দ্রষ্টব্য পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মণি সেন			
মণীন্দ্রকুমার ঘোষ			
পত্রগুচ্ছ-১ : শিশিরকুমার দাশকে লেখা	১১১	১	৬৩-৯৪
মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়			
পারদ-শোধন-প্রণালী	২০	১	৪৭-৪৯
মণীন্দ্রমোহন বসু			
দীন চণ্ডীদাস (১)	৩৩	৪	২১৩-২৩৭
(২)	৩৪	১	১-১১
(৩)	৩৪	২	৭৫-৯৭
দীন চণ্ডীদাসের রাসলীলা	৪২	৪	২০১-২০৪
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি (১)	৩৯	৩	১৭৬-১৯৪
বড় চণ্ডীদাসের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি (২)	৪০	১	৪৩-৫৪
মণীন্দ্রমোহন বসু, হরিদাস পালিত ও			
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়			
উত্তর-রাঢ় ভ্রমণ : উজানি ও মঙ্গলকোট	২০	৩	১৬১-১৮৮
মথুরানাথ মজুমদার			
সুশ্রুতে ধর্মভাব	২২	৪	২৯৩-৩০৭

মদনমোহন কুমার

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অপহৃত

বিষ্ণুমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা উৎসবে নিবেদন ৮১ ২-৪ ৮-২০

বসন্তরঞ্জন ৮৩ ১-২ ৭৭-৭৯

ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের পথিকৃৎ রামদুলাল দে
(১৭৫২-১৮২৫)

লিপির উৎপত্তি ও বর্ণমালার ক্রমবিকাশ ৮১ ১ ৩১-৫২

শরৎচন্দ্র ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৮৩ ৩-৪ ৬৫-৭২

শুভ সংবাদ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে হইতে অপহৃত

খ্রীষ্টীয় ১১ শতকের বিষ্ণুমূর্তি পুনরুদ্ধার ৮০ ৩ ৩-৮

হাড়মাসড়া গ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্তি ৮১ ২-৪ ৯৬-৯৮

মধুসূদন রাও

উড়িয়া ভাষা ৩ ২ ৮৯-১০০

মনোজ্ঞানি বন্দোপাধ্যায় ও কল্যাণ চক্রবর্তী

গৃহীণীর বড়াই গহনা বড়ি ১১১ ৩-৪ ১৫৩-১৬৯

বাংলা প্রবাদে শস্য-শত্রু এবং শস্য-রক্ষা ১১২ ৪ ১০৫-১৩১

মনুজ্ঞানন্দ সর্বাধিকারী

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ৯১ ২-৪ ৬১-৬৪

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধ-মূর্তি ২৯ ৪ ১৪৭-১৭০

পুরীকুবাণ মুদ্রা সম্বন্ধে মন্তব্য (২) ২৮ ১ ২৯-৩৩

‘ব্রহ্মা’ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা (১) ২৮ ৩ ১০৭-১০৮

মনোমোহন ঘোষ

দানলীলাচন্দ্রামৃত ৪১ ৩ ১০১-১০৪

মনোরঞ্জন গুপ্ত

টলেমি-বর্ণিত কিরাদিয়া (Kirradia) কোথায়? ৬১ ৪ ২১৩-২১৫

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের বেলওয়া লিপি ৫৬ ৩-৪ ৬০-৬৫

বেলওয়া-লিপির ‘প্রমাণ’ ৫৮ ৩-৪ ৮১-৮২

মহীপালের নবাবিস্কৃত বেলওয়া-লিপি ৫৪ ৩-৪ ৪১-৫৬

রাধিকার বারমাস্যা ৬০ ৩ ১৪০-১৪১

মলয় রক্ষিত

রক্তকরবী-র পাণ্ডুলিপি-বিবর্তন : একটি সমীক্ষা ১১৩ ১-২ ৬২-৮৯

মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য

বিস্মৃত বৈভবের কথা : বাংলার শিল্প সংস্কৃতিতে

কামতাপুরের অবদান ১১২ ৪ ২৩৩-২৪৬

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী			
মহাপ্রভু ও অচিন্ত্যভেদাভেদ	৯০	৩	৪-২০
মহিবুল ইসলাম			
রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ঐতিহাসিক অনুসন্ধান	১১২	৪	১৩২-১৪৮
মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি			
কবি উদ্ধবানন্দ ও রাধিকামঙ্গল	৩	৩	১৯৭-২১৬
বঙ্গীয়-সমাচার-পত্রিকা : কাল-ক্রমানুসারী ইতিবৃত্ত	৫	৪	২৪৬-২৬৯
মহাকবি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ (প্রথম প্রস্তাব)	২	২	১০৭-১২৬
মানিকলাল সিংহ			
ষষ্ঠী ও সিনি ঠাকুর	৬০	৩	১৩৮-১৩৯
মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়			
জোয়ার ও ভাঁটা	৩	৪	২৭৮-২৯৬
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা : জ্যোতিষ	২	৩	৩১২-৩২৩
মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অপূর্বচন্দ্র দত্ত			
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	২	১	১১-১৬
মালবিকা চাকী			
শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব বিষয়ে বাসু ঘোষের পদ	৬৬	২	১১৫-১১৯
মালেকা বেগম			
বাঙালি মুসলিম নারী-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা	১১৩	৪	২৬৭-৩৪৭
মাহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব			
মোহেন-জো-দড়োর সীলমোহর (মুদ্রা)	৬১	২	৯৮-৯৯
মীনা দাঁ			
লেখা থেকে কথায় রূপান্তর এবং বাংলা অ	১১২	৪	৭৫-৮৪
সঞ্জয়নী ধ্বনিসম্মিলন ও বাংলা অর্থস্বর [য়]	১১৩	৩	৩৪-৫০
মুনতাসীর মামুন			
উনিশ শতকে সভা-সমিতি ও সংবাদ-সাময়িকপত্র	১১৩	৪	৭২-১০০
মুরলীধর বসু			
বিচিত্রা 'কালিকলম' পত্রিকার ১ম বর্ষ			
৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৩৩)-র পুনর্মুদ্রিত অংশ]	১১০	৪	৭৯-৮১
মুহম্মদ আবু তালিব			
লালন চরিতের উপাদান : তথ্য ও সত্য	৮১	২-৪	৬৫-৮৬
মুহম্মদ এনামুল হক			
কবি শেখচান্দ	৪৩	৩	৯৩-১০৯
কবি সৈয়দ সোলতান	৪১	২	৩৮-৫৪
শাহ মোহাম্মদ সগীর	৪৩	৪	১৪২-১৬০

মুহম্মদ মজিরউদ্দীন

বাংলায় মিশনারী তৎপরতা এবং ইসলাম

ও মুহম্মদ (১৮০২-১৮৯২) ৯৫ ১-২ ৩৬-৫২

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

কয়েকটি জাগগান

৪৩ ২ ৮২-৮৬

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

আরবী ও ফারসী নামের বাংলা লিপ্যন্তর (আলোচনা)

২৫ ৪ ১৪৭-১৬৩

কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী

৩১ ৪ ১৭০-১৭৬

গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা (প্রতিবাদ)

৬০ ৩ ১১৪-১২১

চণ্ডীদাস সমস্যা

৬০ ২ ৩৩-৫১

চণ্ডীমঙ্গলের একটি পুথির পরিচয়

৪৯ ৩ ৯১-৯২

জেলা চব্বিশ পরগণার উপভাষা

৫১ ১-২ ৩৮-৪০

পেয়ার শাহ্

৬৭ ২ ৭৭-৮৪

প্রাকৃত ও বাঙ্গালা

৬৩ ২ ৭৯-৮২

বড়ু চণ্ডীদাসের পদ

৪৩ ১ ২৫-৩৬

বাঙ্গালা ও তার সহোদরা ভাষায় বর্তমান কালের

উত্তমপুরুষ

৩৭ ২ ৮২-৯৪

বাঙ্গালা ভাষায় অনুষ্ঠা

৩১ ৩ ৯৫-১০০

বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা

২৫ ১ ১-১১

বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্করণ

৫৯ ১-২ ১৩-৩৩

বৌদ্ধ গান ও দোহার পাঠ আলোচনা

৪৮ ২ ৭৮-৮৬

ভুসুকু

৪৮ ১ ৪৫-৪৮

ময়ূর ভট্ট

৬০ ১ ১৩-১৫

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’র কয়েকটি পাঠ বিচার

৪৮ ৪ ২০১-২০৪

সংস্কৃত ও পারসী

৫০ ৪ ১১৩-১১৭

সিদ্ধ কানুপার দোহা ও তাহার অনুবাদ

৪৯ ১ ৩৫-৩৯

সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কাল-নির্ণয়

৩৩ ২ ৬৩-৬৯

হৈহয়-কুলের শার্য্যাত-শাখা (আলোচনা)

৫৪ ১-২ ১৯-২০

মৃগাক্ষনাথ রায়

কবিকঙ্কণের সিদ্ধিক্ষেত্র : “পুকুর-আড়া”

৫০ ৪ ১১৮-১২০

কবীন্দ্র রমাপতি

৩৪ ১ ২৫-৪৪

জ্ঞানন্দার গড় (অস্তিত্বের অনুসন্ধান)

৩১ ৩ ১০১-১০৫

মৃণাল ঘোষ

বিশ্বায়িত রূপচেতনা ও রামকিঙ্কর : চন্নিশের আধুনিকতা ১১১ ১-২ ১৬৫-১৮৫

মৃণালকান্তি ঘোষ

কবি উদ্ধবানন্দের “রাধিকামঙ্গল” ও তাহার সমালোচক ৪ ২ ৯৭-১০৪

বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ	৬	৩	২৫১-২৬৬
বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫	৩	১৯৭-২০৪
	৬	৪	৩২৭-৩৩২
মৃত্যুঞ্জয় সুরাই			
কয়েকটি স্বল্প প্রচলিত বাঙালী পদবী	৮৭	২	২৬-৩০
মেঘনাথ ভট্টাচার্য			
জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় (১ম)	১২	২	১১৯-১২৩
ঐ (২য়)	১৩	৩	৭৯-৮১
বিদ্যাধর	১১	২	১০১-১১৪
রাজপুতানায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়	১০	২	৭৩-৯০
শব্দ সমালোচনা-১	৯	১	১-৩৫
ঐ -২	১০	২	১০৭-১১২
মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য			
নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা	১১	২-৩	১২৭-১৪৮
	১২	১	৪০-৫৭
	১২	২	৭০-৯৩
পুঁড়োজ্ঞাতির বিবরণ	১৩	৩	১৪৬-১৫৪
যশোহরের গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ	১৫	২	১০৭-১২৮
মোজাম্মেল হক			
‘হিন্দু মহিলা নাটক’	৩৮	৩	১৯৯-২০২
মোল্লা রবীউদ্দীন আহমদ			
গীতগ্রাম	৩৫	২	১১০-১১৪
শব্দ-সংগ্রহ	৩৩	২	১০৯-১১২
	৩৩	৩	১৬৩-১৬৭
	৩৩	৪	১৯৭-২১২
	৩৪	১	১২-২৪
মোহিতলাল মজুমদার			
একটি অপ্রকাশিত কবিতা	৮১	১	১০-১৩
যতীন্দ্রমোহন বাগচী			
পদ্মী-কথা	১২	২	১০৬-১১৯
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য			
আসাম বুরঞ্জী	৩৯	৪	২৬০-২৬১
কবি সৈয়দ সোলতান (আলোচনা)	৫১	৩-৪	৯৬-৯৮
বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ইংরেজী ব্যাকরণ	৩৯	৪	২৬২-২৬৬
বাংলা সংবাদপত্রে বাংলা গ্রন্থপরিচয়	৬২	১	১৪-২৬
	৬২	২	৯০-১০০
	৬২	৩	১৭৪-১৮১

বৈদ্যনাথমঙ্গল	৫৮	৩-৪	৪২-৫২
যতীন্দ্রমোহন রায়			
শ্রীবিক্রমপুর	২২	১	৬৩-৭১
যদুনাথ সরকার			
অভিভাষণ, মানপত্রের উত্তরে	৫৫	৩-৪	৯০-৯৩
আচার্য যদুনাথ সরকারের সংবর্ধনা			
‘দুর্গেশনন্দিনী’তে ইতিহাস	৪৬	৪	২৪০-২৪২
দুর্গেশনন্দিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি	৫০	৩	৫৭-৬১
নাট্য-সাহিত্য কোথায় গেল?	৫১	১-২	১-৫
বঙ্কিমচন্দ্রের ‘সীতারাম’	৫১	৩-৪	৮৬-৯৫
বঙ্গে মুঘল-পাঠান সংঘর্ষ, ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে	৪২	১	১-৬
বাঙ্গালীর নিজস্ব বাণী-মন্দির	৬৫	১	৭৭-৮০
মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের মশলা	৪৭	৪	২৩৩-২৩৬
মহারাষ্ট্রে সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনী	৪২	২	৭৯-৮৩
মারাঠা জাতির অভ্যুদয়	৪৩	১	১-৭
মুঘল ভারতের ইতিহাস	৪৫	২	৬৫-৭২
মুসলমান-যুগে ভারতের ঐতিহাসিকগণ (১)	৪৫	১	৬০-৬৪
ঐ (২)	৪৬	২	৭৩-৭৬
রামমোহন রায়ের বিলাত-যাত্রা	৪৭	১	১-৪
শিবাজী	৪৩	১	৮-১৫
শিবাজীর পর মারাঠা ইতিহাসের ধারা	৪৩	১	১৬-২২
সভাপতির অভিভাষণ	৫২	১-২	৭৯-৮২
সভাপতির অভিভাষণ	৪২	১	৫৯-৬৩
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪৯	২	৪১-৪২
যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী			
আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার	৮৬	৪	১৬-২২
ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২)	৮২	১-২	৫৫-৬২
রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ	৯৩	২-৪	২০-২৩
হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)	৮৩	১-২	৬৮-৭৬
হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জন্মতারিখ সম্বন্ধে	৮৭	২	৩১-৩২
যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত			
ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য	২৩	২	১২৩-১৩৮
ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য	২৪	১	১-২০
ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ	২৩	১	১-১৪
দশম স্বতঃসিদ্ধ	২৩	৪	২৬৩-২৮১
যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ			
পবনদূত-বর্ণিত বাঙ্গালা দেশ	৪৩	২	৪৯-৫৯

ভবানন্দের হরিবংশের প্রাচীন সংস্করণ ও কবির জন্মস্থান	৪২	৩	১৫৩-১৫৭
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদি বাসস্থান	৪১	২	২৫-৩৭
সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশপরিচয়	৪০	৪	১৫৯-১৬৬
সেনরাজ্যগণের রাজ্যকাল	৪২	২	৬৫-৬৯
যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাহুষণ			
ভারতীয় সুবিদ্যা	৩১	৩	৯২-৯৪
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাহুষণ			
অবতরণিকা	১০৭	১-৪	১৫০-১৫৩
[আর্যদর্শনের ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয়র পুনর্মুদ্রণ]			
যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক			
বাঘাইর বয়াত	১৯	৩	১৬৭-১৭০
ময়মনসিংহের গীতিরামায়ণ	২০	৩	২৩৭-২৩৯
যোগেশচন্দ্র বাগল			
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	৫১	৩-৪	৮৩-৮৫
আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ	৫১	১-২	৩২-৩৭
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭	১	১৪-৩৫
গৌড়ীয় সমাজ	৬০	১	১৬-২২
গৌড়ীয় সমাজ—উত্তর	৬০	২	৯১-৯৪
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৫০	৪	১০৫-১০৮
বেথুন সোসাইটি	৬৩	১	২৫-৩৫
	৬৩	২	৯২-১০০
	৬৩	৩	১৫৫-১৬২
	৬৩	৪	১৯৫-২০২
	৬৪	১-২	১৪-২৯
	৬৫	১	১৭-২৫
	৬৫	২	১৫৮-১৬৫
	৬৫	৩	১৯২-১৯৯
	৬৫	৪	২৬৮-২৮০
শিক্ষা-বিস্তারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০	৩	৬৫-৮৪
সরলা দেবী চৌধুরাণীর রচনাপঞ্জী	৬৬	২	১২০-১২৭
হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৬২	৪	২৭৫-২৭৯
দ্রষ্টব্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল ও সনৎকুমার গুপ্ত			
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি			
আঙ্কিক শব্দ	৩৬	৪	২১৫-২৪৮
এ দেশে ভূতমবাদ	২৬	১	৪৭-৫১
কৃতিবাসের জন্মশক	১৮	১	২৩-২৪
	২০	৪	৩১৫-৩১৭
	৪০	১	১৩-১৪

খনা	১০	১	১-১৫
চণ্ডীদাস	৪২	১	১৪-৪৮
	৪২	২	৭০-৭৮
জীববিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা	১০	১	২২-৫৫
জ্যোতিষিক পরিভাষা	২	৪	৪৪২-৪৬৩
দোলযাত্রার উৎপত্তি	৩২	১	৫৯-৬২
ধর্মমঙ্গল-প্রণেতা মাণিক গাঙ্গুলী	১৫	১	৪৭-৫২
পত্র [কক্ষানিধানের সংবর্ধনা]	৫৬	৩-৪	৮৩
পবন-চক্র	২১	২	৮১-৯৬
বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ	৪০	২	৫৫-৮১
বাংলা বিরামাদি চিহ্ন	৫৭	৩-৪	৪৫-৪৮
বাঙ্গালা ভাষা (রাড়ের ভাষা)	১৫	অতিরিক্ত	১-৩৩
বাঙ্গালা শব্দকোষের উত্তর	২৬	৪	২২১-২৩০
বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়			
মহাশয়ের সমালোচনার উত্তর	২৩	১	৫৯-৬৭
বাঙ্গালা-শব্দ-কোষ সমালোচনার উত্তর	২৪	১	৫৯-৬৮
বাণী [আচার্য যদুনাথ সরকারের সংবর্ধনা]	৫৫	৩-৪	৮৮-৮৯
বৈদিক সৃষ্টির কালনির্ণয়	৪৫	৩	১৩২-১৩৮
	৪৬	১	৪-১৪
	৪৬	২	১১৭-১২৪
	৪৬	৩	১৯৬-২০২
	৪৬	৪	২৮৭-২৯৩
	৪৭	১	৩৬-৪০
	৪৯	৩	১০৬-১১৬
	৪৯	৪	১২৭-১৩৭
বৈদিক সৃষ্টির কালনির্ণয়ে অষ্টম প্রকরণ। সরস্বতী	৫০	৩	৮৫-৯৬
ভৌগোলিক পরিভাষা	৪	১	২০-৩০
	৭	৩	১৭০-১৮০
মাঘমণ্ডল ব্রত : ১	৪১	৩	৭৭-৭৯
রাসায়নিক পরিভাষা	৩	৩	১৮০-১৯০
শূন্যপুরাণ	১৬	৪	২০৩-২২০
শূন্যপুরাণ	৩৮	২	৬৫-১০১
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংশয়	২৬	১	১৯-৪৬
সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালা শব্দ	২৬	২	৮৫-৯২
রঙ্গনকান্তি জানা			
মঙ্গলকোটের যক্ষমূর্তি	১১২	৪	২৫০-২৫১

শহর বর্ধমানে মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্য	১০৮	১-৪	৯৪-১১০
রঞ্জনীকান্ত গুপ্ত			
অক্ষয়কুমার দত্ত	২	৪	৪৮৯-৫০৫
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের			
সমাবর্তন ভাষণের অনুবাদ]	১	১	৭-২৬
ইতিহাস রচনার প্রণালী	৫	১	১৯-২৭
“উড়িয়া ভাষা” প্রবন্ধের ঐতিহাসিক টিপ্পনী	৩	২	১০০-১০২
গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে প্রস্তাব	৬	২	১৭৭-১৮৫
ছেলেভুলানো ছড়া : সঁওতাল পরগণার ছড়া	২	৩	৩৭১-৩৭৪
বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য	২	১	৩০-৫০
বাঙ্গালা রচনা	১	৩	১৬৯-১৭৬
* ভূদেব মুখোপাধ্যায়	১	২	৯৬-১১৩
মহারাজী বিষ্টোরিয়ার রাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্য	৪	১	১-১৯
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৩	১	৬৫-৮৬
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	২	৩	৩৮০-৩৮৪
	২	৪	৫০৯-৫১১
সাময়িক প্রসঙ্গ	১	১	৪৮-৫১
	১	২	১১৪-১১৭
	১	৩	১৭৭-১৮০
	২	১	৭৫-৭৯
	২	২	১৮২-১৮৪
	২	৩	৩৮৫-৩৮৮
	২	৪	৫১২-৫১৪
	৩	১	৮৭-৮৮
	৩	৪	৩১৭-৩১৯
সাহিত্যসমালোচনা	২	২	১৭৯-১৮১
রঞ্জনীকান্ত চক্রবর্তী			
অদ্ভুতচার্যের রামায়ণ	১৩	১	৫৭-৬৪
অর্জুন-সংবাদ (মুকুন্দ দাস কৃত)	৮	৪	২৬২-২৬৪
ভবানীদাসবিরচিত রামরত্নগীতা	৬	৪	৩২৩-৩২৭
মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী	১১	১	৩৩-৩৯
মালদহের গ্রাম্যশব্দ	১৪	১	৫৩-৬৪
রঘুনাথের অশ্বমেধ-পঞ্চালিকা	৫	২	১৩৮-১৪৪
রঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী			
একশানি সত্যপীরের পুথি	২২	১	৭৭-৭৯
বাঁশে লিখিত ঠিকুঞ্জী	২২	৪	৩০৯-৩১১

রঞ্জিতা কুণ্ড

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের রচনাবলী	৭২	১-৪	১৬-২৯
রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়			
দিব্যজীবনের কবি	১০৫	১-৪	১-৩৬
রবীন্দ্রনাথ রায়			
কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন	৬৫	৩	২০০-২২০
রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়			
মালাধর বসু ও কুলীন গ্রাম সংক্রান্ত কিছু নূতন কথা	৮৮	৩	৫৩-৫৬
রবীন্দ্রচন্দ্র দত্ত			
আচার্য সুনীতিকুমার স্বরণে	৮৪	৩-৪	১-২
রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী			
বাস্তালার মূর্তিবিদ্যা	৫৭	৩-৪	৫৯-৬৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর			
কোনো প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে অভিনন্দন	১০১-১০২	যুগ্ম সংখ্যা	৯-১২
ছেলেভুলানো ছড়া : কলিকাতায় সংগৃহীত ছড়া	১	৩	১৮৯-২০২
ছেলেভুলানো ছড়া : মেয়েলি ছড়া	২	৩	৩৭৪-৩৭৯
পত্র (অম্বদাশঙ্কর রায়কে)	১১২	১-২	১
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ	৮৩	১-২	৩০-৩৯
বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত	৮	৩	১৩৭-১৫০
‘বাংলা ভাষাপরিচয়ের ভূমিকা	৪৫	৩	১২৯-১৩১
বাঙ্গলা শব্দদ্বৈত	৭	১	৬০-৬২
বাঙ্গলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ	৭	৪	২৫২-২৫৯
শব্দ-চয়ন	৩৬	৪	১৮৫-১৯৮
রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ			
চিত্র-লক্ষণ	২৯	২	৫৫-৬৫
রবীন্দ্রনাথ সামন্ত			
‘গীতগোবিন্দে’র চৈতন্যদাসকৃত অনুবাদ	৯৫	১-২	৯-৩৫
রমাকান্ত চক্রবর্তী			
অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের ইতিহাসচিন্তা	১১০	৪	১১৪-১২৭
অধ্যাপক বিজিতকুমার দত্ত	১০৯	৩-৪	১৩৮-১৩৯
নৃসিংহ রচিত ‘শ্রীচৈতন্য মহাভাগবতম্’	৯১	১	৩৩-৪২
প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গসংস্কৃতি চর্চায় সুকুমার সেন	১০৬	১-৪	১২-১৯
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংগ্রহ	১০১-১০২	যুগ্ম সংখ্যা	১৩৭-১৪৫
বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ধারা	১১২	৩	১-৬
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়	১১৩	৩	১২-১৬

সাহিত্যসাধকচরিতকার ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৫	৩-৪	১৩-২৬
রমাতোষ সরকার			
সিদ্ধুলিপির পাঠোদ্ধারের সাম্প্রতিক এক প্রচেষ্টা: সে			
আলোকে উদ্ভাসিত ভারতীয়জ্যোতির্বিজ্ঞানের			
এক দিগন্ত	১০১-১০২	যুগ্ম সংখ্যা	১৫৯-১৭৭
রমাপ্রসাদ চৌধুরী			
বাংলা ভাষায় পালি শব্দ ও ইডিয়ম	৫৯	৩-৪	৫৪-৬৭
রমাপ্রসাদ দাস			
না, নি, দাঁড়ি ও উদ্ধৃতি চিহ্ন	১০৩	১-৪	১৬৯-১৭৯
রমেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ			
তাত্ত্বিক ধর্মের ইতিবৃত্ত	৬১	২	৯২-৯৭
	৬২	২	১০১-১০৮
	৬২	৩	১৯১-১৯৯
রমেশ বসু			
চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্তন	৩৪	৪	২৩৩-২৪৮
প্রাচীন ধূয়া সংগ্রহ : ১	৩৫	২	৭৭-১০১
ঐ : ২	৩৫	৪	১৯৯-২২২
বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা	৩৪	১	৫৭-৭৪
বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদের কথা	৩৩	১	৩৭-৪৪
লক্ষ্মণসেনের নবাবিহৃত্ত তাম্রশাসন	৩৭	৪	২১৬-২২৫
রমেশচন্দ্র দত্ত			
বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য	১	১	১-৬
মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র	১	৩	১৫৪-১৬৮
রমেশচন্দ্র দাসগুপ্ত			
ভারতীয় জ্যোতিষে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার	৬২	৩	১৬৭-১৭৩
রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়			
গঙ্গারাম দত্তের রামায়ণ	৪৬	১	৩৭-৪০
ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল	৪৮	২	৮৭-১০৪
	৪৮	৩	১২৬-১৩৬
	৪৯	২	৬৬-৮০
রমেশচন্দ্র বসু			
দ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কালনির্ণয়	৫	৪	২৯২-২৯৩
পয়ার-ছন্দের উৎপত্তি	১১	৩	১৪৮-১৬০
রমেশচন্দ্র মজুমদার			
দেশাবলিবিবৃতি	৫৫	১-২	১-২০
নারায়ণপালের লিপি	২৮	৪	১৬৯-১৭৩

বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণে	৮০	২	৪৯-৫৮
“বাংলার পালবংশীয় রাজাগণের কালপঞ্জী” সম্বন্ধে মন্তব্য	৮২	১-২	২৩-২৫
রত্নসেনের বংশাবলী	৫৬	১-২	১-১৫
রমাশ্রসাদ চন্দ	৮০	৩	৯-১৬
রামমোহন রায়: প্রচলিত ধারণা বনাম ঐতিহাসিক সত্য	৮২	১-২	৩১-৪৮
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৮২	৩-৪	৫২-৫৩
সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ	৪৬	৪	২৩৩-২৩৯
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	৮৪	১-২	১৩
সুহৃদ্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৮১	২-৪	২১-৩৪
হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জন্মতারিখ	৮৩	৩-৪	৪২-৪৩
রসিকচন্দ্র বসু			
অদ্বৈতমঙ্গল : (হরিচরণ দাস-বিরচিত)	৩	৪	২৫৫-২৬৭
অন্ধকবি ভবানীশ্রসাদ	৩	১	১৩৭-১৪৮
জগন্নাথ-বিজয় ও কবি মুকুন্দ	৭	৪	২১৫-২২৯
দুর্গামঙ্গল ও কবি রূপনারায়ণ	৪	২	৭৩-৯১
ভারতচন্দ্রের আদি ‘বিদ্যাসুন্দর’	৪	৩	১৮৪-১৯৫
শুদ্র পণ্ডিত ও কাশীখণ্ড	৬	৩	২৩৪-২৩৯
রসিকলাল ঘোষ			
হরি ও সোম	৫	১	১৫-১৮
রসিকলাল দত্ত			
নূতন উপায়ে ‘যুক্ত-লবণ’ গঠন	২১	২	১২৩-১২৪
রাখালদাস কাব্যতীর্থ			
কাশীদাসগ্রন্থ কৃষ্ণদাস	৭	৪	২৩৩-২৪১
রাখালদাস নাগ			
তাপসী রওশন আরা (আলোচনা)	২৫	২	৯৯-১০০
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়			
একখানি খোদিত তাম্রফলক	২১	৩	২০২-২০৪
একটি বুদ্ধমূর্তি	২০	২	১৫৩-১৫৬
কোটালিপাড়ার কুটশাসন	১৭	১	২৩-২৮
কৌশাধীর আর্য্যপট্ট	২১	২	১৪১-১৪২
খোদিত লিপি	১২	৪	১৬৯-১৭৭
তর্পণদীঘির তাম্রশাসন	১৭	২	১৩৫-১৪০
তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন	২৩	৪	২৩৩-২৩৯
“নাথধর্মে সৃষ্টিতত্ত্ব” প্রবন্ধের আলোচনা	৩১	২	৮৬-৮৭
প্রথম কুমারগুপ্তের দু’খানি খোদিতলিপি	১৬	২	১১০-১১৩
বৌদ্ধ-বারাণসী	১২	৪	১৫৩-১৬৮
মধ্যমরাজের তাম্রশাসন	১৬	৪	১৯৩-২০০

মহারাজ শিবরাজের তাম্রশাসন	১৪	৪	২০৪-২১০
মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপি	১৩	১	৪৭-৫৭
শকাধিকার কাল ও কণিক	১৪	অতিরিক্ত	১-৬৯
সপ্তগ্রাম	১৫	১	১৫-৪১
[সপ্তগ্রাম] প্রবন্ধোক্ত আরবী খোদিতলিপির অনুলিপি	১৫	অতিরিক্ত	১-৫
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসন্তরঞ্জন রায়			
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল-নির্ণয়	২২	৩	১৬১-১৬৬
রাখালদাস সেনগুপ্ত			
জ্ঞানদাসের জন্মভূমি	১৭	৩	১৫৯-১৬১
রাখালরাজ রায়			
জঙ্গিপুরের (মুরশিদাবাদ) গ্রাম্য শব্দ	২২	৩	২০৩-২৩৬
বর্তমান বর্ধমান	২২	১	১২-২১
বাস্তালার প্রাচীন রূপ	২৭	১	১৩-২০
রেশম-শিল্পের পারিভাষিক শব্দ	২৩	১	৭৫-৭৮
রাজকুমার কাব্যভূষণ			
গ্রাম্যশব্দকোষ ও পাবনার গ্রাম্যশব্দাদিসংগ্রহ	১৪	৪	১৯৩-২০৪
রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়			
আলোক-চিত্র সাহায্যে সুরের রূপ-পরীক্ষা	২৮	১	৩৪-৪৩
স্পন্দিত শিখার সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণের ('g') শক্তি নির্ণয়	২৮	১	৪৩-৪৮
রাজকুমার বেদভীর্ষ স্মৃতিভীর্ষ			
বঙ্গীয় গ্রাম্য-ভাষাতত্ত্ব	১৭	১	২৯-৩৬
রাজবিহারী দাস			
বঙ্গীয় সংবাদপত্র	৪	২	১০৫-১১৬
বঙ্গীয় সাময়িক পত্র	৩	৪	৩০২-৩০৭
রাজমোহন নাথ			
কদলীরাজ্য	৪৭	৪	২৫৪-২৬৩
নাথধর্মের বেদতত্ত্ব	৪১	৪	১২৭-১২৯
নাথধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব	৩১	২	৭৬-৮৪
রাজীবকান্তি শর্মাধিকারী			
ভারতীয় কৃষিতে লৌহপ্রযুক্তি কত কালের	৯২	৩-৪	৮৯-৯৯
তটাকমাতৃকদেশ	৯৩	১	১৮-৩০
রাজীবলোচন দাস			
প্রাচীন পুথির বিবরণ	৮	১	৪৪-৪৮
রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার			
বরিশালের গ্রাম্য-গীতি	১৪	২	১২৪-১২৮
ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষা	১২	৪	১৪৫-১৫৩

রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী

উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা	৫	৪	২৩২-২৪৫
রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ			
ব্রহ্মসূত্রার্থে মতভেদ	৪৬	৪	২৭৮-২৮৬
রাজেন্দ্রপ্রসাদ বর্মণ			
অপ্রকাশিত ময়মনসিংহ গীতিকা	৮৯	১-২	২৯-৩৯
রাজেন্দ্রেশ্বর মিত্র			
প্রাচীন বাংলা গান ও স্বরলিপি	৬৭	৩-৪	২৯৯
মহারাজ কুম্ভকর্ণ-পরিকল্পিত শ্রীগীতগোবিন্দ প্রবন্ধ [কথা শ্রীধর কথক ; সুরসংগ্রহ কালীপদ পাঠক]	৬৫	১	২৬-৫৩
মানসোন্মাসে বর্ণিত চর্যাগীতি	৬৯	১-৪	৪৬-৪৭
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংগীত	৬৫	৪	২৬৩-২৬৭
স্বরলিপি [গান গোপাল উড়ে; সুরসংগ্রহ কালীপদ পাঠক]	৬৫	৪	৩১১-৩১২
স্বরলিপি গান রামনিধি গুপ্ত ; সুরসংগ্রহ কালীপদ পাঠক]	৬৬	১	৫০
স্বরলিপি [গান রামনিধি গুপ্ত ; সুরসংগ্রহ কালীপদ পাঠক]	৬৭	৩-৪	২৯৯
স্বরলিপি [গান শ্রীধর কথক; সুরসংগ্রহ কালীপদ পাঠক]	৬৫	৩	২৫১-২৫২
রাধাগোবিন্দ বসাক			
পাহাড়পুরের নবাবিস্থিত প্রাচীন তাম্রশাসন	৩৯	৩	১৩৯-১৫২
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য			
আলালী ভাষার সুলুক সন্ধান	১১২	১-২	১৭-২৭
কৃষ্ণমিশ্র কি রাঢ়ের সন্তান ছিলেন?	৮৬	১	২৮-৪৭
ব্রহ্মবাক্য উপাখ্যায়ের গদ্য	১১০	৩	৮০-৯৩
রামনিধি গুপ্ত			
দ্রষ্টব্য রাজেন্দ্রেশ্বর মিত্র			
রামপ্রাণ গুপ্ত			
ব্রত বিবরণ	৯	২	১০৭-১২০
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী			
অলঙ্কারশাস্ত্র প্রবন্ধ	৬	৩	২৬৬
আর একখানি প্রাচীন দলীল	৮	১	৮-১০
উপস্থিত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষালেখকের বক্তব্য	১	৩	১৪৮-১৫৩
একখানি প্রাচীন দলীল	৬	৪	২৯৭-৩০১
কাশীরাম দাস	৮	১	১৩-১৫
কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কালনির্ণয়	৬	২	১৭১-১৭৭
গৌরীমঙ্গল	৩	১	৪৯-৫৫
গ্রাম-দেবতা	১৪	১	৩৫-৪৪
চম্পক-কলিকা	৭	১	৩৫-৬০

চম্পক-কলিকা সম্বন্ধে মন্তব্য	৭	১	৬২-৬৪
ধ্বনি-বিচার	১৪	২	৬৫-১০১
না	১২	২	১০৩-১০৬
প্রাচীন পুথির বিবরণ	৮	১	৪৮-৫৫
বাঙ্গালা কারক-প্রকরণ	১২	২	৯৩-১০২
বাঙ্গালা পুথির বিবরণ	৫	৪	২৮১-২৯১
বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৭	২	১২৩-১২৮
বাঙ্গালা ব্যাকরণ	৮	৪	২০১-২২৯
‘বাঙ্গালা-শব্দ-তত্ত্ব’ সম্বন্ধে মন্তব্য	৮	১	২৯-৩০
বাঙ্গালার আদি রসায়নগ্রন্থ	৫	৪	২২৩-২৩২
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	১	২	৮১-৯৫
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা : (চিকিৎসা-বিজ্ঞান)	৬	৪	২৮৫-২৯৭
‘ভাষাতত্ত্ব’ সম্বন্ধে মন্তব্য	৭	৩	১৬৮-১৬৯
ভৌগোলিক পরিভাষা	৬	৪	৩০২-৩২৩
মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা	১	৩	১৮১-১৮৮
	২	১	২০-২৯
	২	৩	৩৫৯-৩৬৬
	২	৪	৫০৬-৫০৮
* রজনীকান্ত গুপ্ত	৭	২	১১৬-১২৩
‘রাঙ্গামাটি বা কর্ণসুবর্ণ’ সম্বন্ধে মতামত	৭	৪	২১৩-২১৫
রাসায়নিক পরিভাষা	২	২	১৪১-১৭৮
শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা	১৭	৪	২০৫-২১২
সম্পাদকীয় মন্তব্য [বাঙলা কৃৎ ও তজ্জিত]	৮	৪	২৪১-২৪৩
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	ফ্রেডপত্র	১-২
রুশতী সেন			
এই জীবন	১১২	১-২	৭০-১০৪
লক্ষ্মীনারায়ণ আচ্য			
মধুসূদন কিম্বদ বা মধুকাণ্ডের জীবনচরিত	১৭	১	৫৩-৫৮
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়			
বাঙ্গালা কর্মকারক	৯	১	৩৬-৩৮
ভাষাতত্ত্ব	৭	৩	১৬২-১৬৮
ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা	৮	১	১১-১৩
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়			
ঈশ্বরচন্দ্রের ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি	৯৫	১-২	৬৮-৭২
শঙ্খ ঘোষ			
কালের মাত্রা এবং রবীন্দ্রনাটক	৬৬	৩-৪	৪৯২-৫০৪

শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নিমাইসন্ন্যাসের পালা ৩৬ ৪ ২৪৯-২৬৪

শরচ্চন্দ্র দাশ

বৌদ্ধ দর্শন: ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ ৭ ২ ৬৫-৬৯

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

অলঙ্কার-শাস্ত্র ৬ ৩ ১৮৭-২২৭

আর্য্য-বিজ্ঞানে বর্তমান জীবাণু বা Bacilli ১৭ ৪ ২৬১-২৬৬

দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল কাব্য ৫ ১ ১-১৪

বঙ্গের আদিম সপ্তশতী ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ১৮ ৪ ২৬১-২৬৬

শরৎচন্দ্র ঘোষ

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার গ্রাম্য সঙ্গীত ৩৫ ৪ ১৬৮-১৭০

শরৎচন্দ্র রায়

ভারতের মানব ও মানব-সমাজ ৪৫ ৪ ২৩২-২৬২

শশধর রায়

জীব-বিজ্ঞানের পরিভাষা ১৪ ৪ ২১০-২১২

১৭ ৪ ২৫৭-২৫৮

বর্ণভেদের পরিভাষা ১৭ ৩ ১৫৭-১৫৮

শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

প্রাচীন ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে নামসংখ্যা ও অক্ষরসংখ্যা ৯৩ ২-৪ ২৪-২৫

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

অসমীয়া শাস্ত্র-সাহিত্য ৬৬ ১ ১-১৮

বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ৬৫ ২ ১১৫-১৪৮

মৈথিলী শাস্ত্র-সাহিত্য ৬৫ ৩ ১৬৯-১৯১

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম ৬৬ ৩-৪ ৩০৩-৩২৬

শাস্তিপদ ভট্টাচার্য সঙ্কলিত

‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র লেখকসূচী ১৩৭৬-১৩৯২ ৯২ ৩-৪ ১২৬-১৩৭

শাস্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

বাংলায় বিজ্ঞান অনুবাদ প্রসঙ্গ ৮০ ১ ২৮-৩২

শিপ্রা দস্তিদার

বাংলাদেশে চর্যাপদ চর্চা ১০৩ ১-৪ ১৩৫-১৫৭

শিবচন্দ্র শীল

গোবিন্দচন্দ্রের গীত ৬ ৪ ২৬৭-২৭২

চাঁদ সদাগর ও রাজা গোপীচন্দ্র ২৭ ৪ ১৫৭-১৭২

ত্রপুষ ও ভল্লিক ১০ ১ ১৫-২১

দশহরার উৎপত্তি ১৪ ৪ ২১৩-২১৪

দীপালি ও ঐতৃদ্বিতীয়া পর্ব ১৪ ১ ৫১-৫৩

বঙ্গের চন্দ্ররাজগণের পূর্বতন রাজ্যপাট ও			
বংশসম্বন্ধে মন্তব্য	২০	৪	৩১৩-৩১৪
বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৮	৩	১৮৬-১৯৩
রাজা গঙ্গবর্সেন ও রাজা ভর্জুরি	২৮	১	১৯-২৪
রাঢ়দেশের দুই প্রাচীন রাজবংশ	১৫	২	৯৯-১০১
শঙ্করকৃত পাষণ্ডমর্দন	২০	৪	৩০৭-৩০৮
শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর	১৬	৩	১৮৯-১৯২
শ্রীচৈতন্য-পারিষদ-জন্মস্থান-নিরূপণ	১৭	৪	২২১-২৩০
শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথদশক	৩১	৩	৮৯-৯১
সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম	২৬	৩	১৪১-১৪৬
হস্তালিঙ্গন	১৪	৪	২৫৩-২৫৪
শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়			
গাঙ্গেয়ভূমি ও ব-দ্বীপের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব	৮৭	৪	৬-১৯
শিবেন্দু মামা			
কাশীপ্রসাদ ঘোষ : নবজাগরণকালের বর্ণনায় ব্যক্তিত্ব	১১২	৩	৩৬-৫৪
শিশিরকুমার দাশ			
খোলা চিঠি	১০১-১০২	যুগ্ম সংখ্যা	২৭-৩৭
পত্রশুচ্ছ-২ : মণীন্দ্রকুমার ঘোষকে লেখা	১১১	১	৯৫-১১৪
শিশিরকুমার মৈত্র			
রবীন্দ্র-দর্শন-প্রসঙ্গ	৬৬	৩-৪	২৪০-২৫৪
শীতাংশু মৈত্র			
শরৎচন্দ্রের মৌলিকতা	৮২	৩-৪	৩৪-৩৭
শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়			
হিন্দু মেলায় বিবরণ	৬৭	২	১০২-১৬০
	৬৭	৩-৪	২০৪-২৯৮
দ্রষ্টব্য পুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়			
শুভেন্দু সিংহরায় ও সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়			
মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত			
বা বাণ্ডলীমঙ্গল	৬০	২	৭৭-৮৮
	৬০	৩	১৪২-১৬২
	৬০	৪	২০৬-২২৬
	৬১	১	২৯-৪৪
	৬১	২	১১২-১২৬
	৬১	৩	১৬১-১৯০
	৬১	৪	২৩৭-২৫২

	৬২	১	২৭-৪০
	৬২	২	১৩২-১৪৩
শেখর ভৌমিক			
যোগেশচন্দ্র, রামানন্দ, সত্যকিঙ্কর ও এক আঞ্চলিক			
সম্ভার নির্মাণ	১১২	৩	৭-৩৫
শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা			
কবি অক্ষয়কুমার বড়াল	৬৬	২	৬২-৭৭
শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র			
কবিশেখরের বিদ্যাসুন্দর	৩৬	২	১২৫
শ্যামল দেব			
রাজা রাধাকান্ত দেব : পুনর্মূল্যায়ন	৯১	২-৪	৩১-৩৬
শ্যামল সেনগুপ্ত			
রামমোহন সমীক্ষায় অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস	১১১	২	১০৯-১১৮
শ্যামলী সুর			
বাংলাভাষার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা	১১৩	৩	৭৮-৮৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর			
ইতিহাসের ধারায় আয়ুর্বেদ	৯৩	১	১-৪
শ্রীধর কথক			
দ্রষ্টব্য রাজ্যেশ্বর মিত্র			
শ্রীনাথ সেন			
প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান	১৬	২	৭৭-৮৩
সঙ্কি	১৪	৪	২৪৯-২৫৩
শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়			
বাঙ্গালা কর্মকারক	১০	১	৬৫-৭০
শ্রীমোহন তর্কবেদান্ততীর্থ ভট্টাচার্য			
ভারতীয় দর্শনে বাগর্থবিচার	৯০	৪	১-১১
শ্রীশচন্দ্র ঘোষ			
তমলুক	৯	১	৫০-৫৫
সখারাম গণেশ দেউস্কর			
ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক নামের প্রকৃত উচ্চারণগত প্রস্তাব ও		৪	১৯১-১৯৭
সঙ্গনীকান্ত দাস			
আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সংবর্ধনা	৫৪	১-২	৩১-৩২
জন ক্লার্ক মার্শম্যান	৬৫	২	৮৯-১১৪
ফেলিক্স কেরী	৫১	৩-৪	৪৩-৬১
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একষষ্ঠিতম বার্ষিক অধিবেশনে			
সভাপতির ভাষণ	৬১	১	৫৩-৫৫

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দ্বিষষ্ঠিতম বার্ষিক অধিবেশনে			
বিদায়ী সভাপতির ভাষণ	৬৩	১	৬১-৬২
বাংলা অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত বাংলা অভিধান	৪৩	৪	১৬৩-১৭০
বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ	৪৫	১	৩৯-৫৯
	৪৫	২	১১৫-১২৮
	৪৫	৩	১৮৬-২০০
	৪৫	৪	২৬৩-২৮০
	৪৬	১	৫৭-৭২
	৪৬	২	১২৫-১৪৮
	৪৬	৩	২২৮-২৩২
	৪৬	৪	৩০১-৩১৬
	৪৭	১	৫৭-৬৮
	৪৭	২	১২০-১২৫
	৪৭	৩	১৩৩-১৪১
সভাপতির ভাষণ	৬০	২	৯৫-৯৬
	৬২	১	৬৫-৬৬
সতী ঘোষ			
বল্লভাচার্য ও সম্প্রদায়	৮৫	১-২	১-১৯
সতীশচন্দ্র আচার্য বিদ্যাভূষণ			
কায়স্থ চাকাদাস, টঙ্গদাস ও ভুবনাকর শর্মা	১৩	৪	২৫৪-২৫৬
বুদ্ধদেবের জীবন-চরিত	৭	২	৭৮-১১৬
বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ	৭	অতি-২	৫৬-৭২
বৌদ্ধ ন্যায় (১ম)	২১	৩	২০৯-২৪০
(২য়)	২২	১	৪৩-৬২
ভবভূতি	৬	২	১০৮-১৭০
সতীশচন্দ্র আচার্য			
কাঁপান্	৩৭	৪	১৮৭-১৯২
পূজায় বৈচিত্র্য	৩৫	৪	১৯৪-১৯৮
সতীশচন্দ্র ঘোষ			
গ্রাম্য শব্দ-সংগ্রহ (বরিশাল জেলায় প্রচলিত)	৯	২	১২০-১২৪
চাক্‌মাদিগের ভাষা-তথ্য	১৩	৪	২৩৭-২৪৭
বাস্তালা শব্দ, তথা বানান ও লিখনসমস্যা	১৯	২	৭৯-৯৩
সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য			
শ্রীহট্টে মাঘ-ব্রত	৪০	১	৩৭-৪১
সতীশচন্দ্র রায়			
‘অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী’ : সম্পাদকের নিবেদন	৩৪	২	১১০-১২৩

“চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন” সম্বন্ধে বক্তব্য	৩৭	১	৫৪-৫৮
চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	২৫	৩	১০৩-১৪০
জ্ঞানদাসের পদাবলী	২২	৩	১৭৫-২০২
দ্বিজ রঘুনাথের সত্য-নারায়ণের পুঁথি	২৪	১	২১-৩৮
নিমানন্দ দাসের “পদ-রস-সার”	২১	১	১-২০
পূর্ববঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের ‘হরিবংশ’	৩২	১	১-৩৯
প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ	১৬	২	৮৩-১০৯
	১৮	২	৬৫-১০৬
	২০	২	৮১-১৩৪
‘প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ’ প্রবন্ধের ভ্রমসংশোধন	১৮	৩	১-২ আনা
প্রাচীন পদাবলীর পাঠভেদ	১৫	৩	১৭৭-১৯২
বাঙ্গালা ভাষায় ‘অনুজ্ঞা’ সম্বন্ধে আলোচনা	৩১	৪	১৮০-১৮১
বাঙ্গালা শব্দ-কোষ (সমালোচনা)	২৩	১	১৫-৩৬
	২৩	১	৩৭-৫৮
হিন্দী-সাহিত্যে বিহারীলালের “সতসই”	৩২	২	৭৯-৯১
	৩২	৩	১০৭-১২০
সত্যচরণ লাহা			
পুরুলিয়ার পাখী	৩১	৪	১৬৪-১৬৯
	৩২	১	৫৩-৫৮
	৩২	২	৯২-৯৮
সত্যজিৎ চৌধুরী			
সুকুমার সেন-এর রবীন্দ্রনাথ	১০৭	১-৪	১-২৫
সত্যসুন্দর বসু			
কোচ ও রাজবংশীর জাতিতত্ত্ব	১৫	৪	২১৮-২২৪
কোচ ও রাজবংশী শব্দ-সংগ্রহ	১৫	৪	২২৫-২৩৪
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর			
বৌদ্ধধর্ম	৭	অতি-২	২৬-৫৫
মহারাজী ভারতেশ্বরীর তিরোভাব উপলক্ষে আহুত			
বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত [প্রবন্ধ]	৭	অতি-১	১-৩
সনৎকুমার গুপ্ত			
কালীকীর্তন	৪৯	২	৫৫-৬৩
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১০	১-২	১-৩
দ্রষ্টব্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল ও সনৎকুমার গুপ্ত			
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়			
বিস্মৃত ভাষাবিদ হেমন্তকুমার সরকার	১১০	১-২	১৪-২০

সমীক্সেনাথ সিংহরায়			
পোড়ামাটি (টেরাকোটা) ও কাঠের কাজ	৮২	৩-৪	৫০-৫১
সরম্বালা দেবী			
“দেব ও পুরুষকার” কিংবা দৌহিত্রীর দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর	১১২	১-২	১৬৯-২০৫
টাকা : অমিয়কুমার সামন্ত			
সরলা দেবী চৌধুরাণী			
স্বরলিপি : কথা: অক্ষয়কুমার বড়াল,			
সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৬	২	১২৮
সরসীলাল সরকার			
পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-জাতির খাদ্যের উপকরণ	২৮	২	৭১-৭৩
পাহাড়ী জাতির মধ্যে অগ্ন্যুৎপাদনের উপায়	২৬	৩	১৯৬
সাঁওতালী গান	১৬	৪	২৪৯-২৫২
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়			
তারাক্ষরের কালতত্ত্ব ও ভারততত্ত্ব	১০৪	১-৪	৫৫-৭৬
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—আচার্য প্রণাম	৫	১-৪	১২৮-১৪১
সরোজমোহন মিত্র			
চন্দ্রপুজার এক লৌকিক কাহিনী	৯০	২	২৫-২৯
বনফুলের নটক	৯৪	১-২	১-৩২
রমেশচন্দ্র মজুমদার ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ	৮৬	৪	২৩-২৭
সাগর চট্টোপাধ্যায়			
সুন্দরবনে প্রাপ্ত শশাক্ষের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা	১১২	৪	২৪৭-২৪৯
সাতকড়ি মিত্র			
সমতটের পূর্বে : (প্রতিবাদের সম্বন্ধে মন্তব্য)	২৯	২	৬৭-৭১
সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়			
স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত			
সঙ্কেতটির উদ্ভাবনকাল	৪৩	৩	১১০-১১৯
সারদাচরণ মিত্র			
সভাপতির অভিভাষণ	১৬	১	১-৩
	১৭	২	৬৫-৬৯
	১৮	১	১-৮
	১৯	২	৬৫-৭৩
	২০	১	১-৯
সাহিত্য-পরিষৎ পরিভাষা সমিতি			
উদ্ভিদবিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা	১০	১	৫৫-৬২
সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়			
ইতিহাসের আলোতে ছায়াতে বীরভূম বিবরণ	৯৪	১-২	৪১-৫২

বালবলভীভূজঙ্গ ভট্ট ভবদেব	৯০	৪	২১-২৫
সুপ্রাচীন ডাক ব্যবস্থার প্রত্ন-প্রমাণ	৯৪	৩-৪	৩৫-৩৬
সুকান্ত ভট্টাচার্য			
পত্রাবলি : নরেশ গুহকে লিখিত	১১২	৩	৬৪-৮০
সুকুমার মিত্র			
অবিভক্ত বাংলাদেশের একটি প্রাচীন পত্রিকা	৯৪	৩-৪	৩৩-৩৪
‘যশোহর’ পত্রিকা প্রসঙ্গে			
সুকুমার রায়			
মধুসূদন সমালোচনার খারা : ১৮৭৩-১৯০০	১০৭	১-৪	৪৬-৭৯
সুকুমার সেন			
[অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকী			
উৎসব সভায় পঠিত]	৮৬	২-৩	৭৩
অশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে সভাপতির ভাষণ	৭৯	১-৪	৫৭-৫৯
অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ			
ইহাতে সংবর্ধনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ	৮৫	৪	৩৬-৩৭
(সরোজমোহন মিত্র অনুলিখিত)			
উননবতিতম বর্ষের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির পত্র	৮৯	১-২	৭৫
কয়েকটি নূতন সহজিয়া পদ	৪১	৩	৯৬-১০০
গোবিন্দদাস-কবিরাজ	৩৬	২	৬৯-১২৪
প্রাচীন ভারতীয় আখ্যাতাষায় গদ্যের ভঙ্গি	৩৩	৩	১৮৪-১৯২
বাঙলায় নারীর ভাষা	৩৩	৪	২৩৯-২৫০
বিদ্যাসাগরের ‘অপূর্ব ইতিহাস’	৬৭	৩-৪	১৬১-১৬৬
বিপ্রদাসের ‘মনসামঙ্গল’	৪৩	২	৬৪-৭৩
ব্রজবুলি	৩৭	৩	১৪৩-১৬১
মালাধর-বসু (গুণরাজ-খান)-লিখিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়	৩৮	৩	১৫৫-১৭৬
রবীন্দ্র স্মরণ-মঙ্গল	৮০	১	৩৩-৩৯
রমেশচন্দ্র মজুমদার	৮৬	৪	১-৩
রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	৮০	৩	১৭-২২
‘রাঢ়াপুরী ও তুরিপ্রেক্ষক’	৮৬	২-৩	১-২
রামকথার তত্ত্ব	৭৬-৭৮	যুগ্ম সংখ্যা	১-৩২
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ব্যাকরণ	৪২	৩	১২৩-১৪৭
শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও ‘চণ্ডীদাস’	৪০	১	১৫-৩৬
সুকুমাররঞ্জন দাশ			
দ্রষ্টব্য দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, অনঙ্গমোহন সাহা ও সুকুমাররঞ্জন দাশ			
সুখবিন্দু সেনগুপ্ত			
বিজয়পুরের একটি পুরাতন দুর্গ	১৬	৪	২৩৩-২৩৯

সুজিত ঘোষ			
প্রবোধকুমার সান্যাল : শতবর্ষে স্মরণ	১১৩	১-২	১৮৬-১৯৪
সুজিত চৌধুরী			
বিদ্যাপতির ব্যাভিভক্তিতরঙ্গিনী	৮৭	২	২১-২৫
সুজিত সুর			
বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম	১০৯	১-২	২৫-৭৩
সুজিতকুমার আচার্য			
কলিঙ্গ যুদ্ধ ও দক্ষিণ বঙ্গের কতিপয় লৌকিক দেবদেবী	১০৮	১-৪	১১১-১২৫
সুতপা ভট্টাচার্য			
রাগী যুবক রবীন্দ্রনাথ	১১৩	১-২	৪-১৬
সুদীপ বসু			
বিজিতকুমারের কলম	১০৯	৩-৪	১৩৩-১৩৭
সুধাকর চট্টোপাধ্যায়			
আধুনিক হিন্দী কাব্য-সাহিত্যে বাংলার প্রভাব	৬১	১	১-১৩
কবীর ও পূর্বভারতীয় সাধনা	৬০	২	৫২-৬০
	৬০	৩	১০৭-১১৩
সুধীর চক্রবর্তী			
‘কবি’ উপন্যাসের লোকায়ত পাঠ	১০৪	১-৪	১৪৭-১৭২
সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়			
দ্বিজ রামকুমারের ভাগবত	৪৩	৩	১২০-১২৫
সুধীরকুমার সেন			
শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির			
মহাভারত (আলোচনা)	৩৫	৩	১৩১-১৪৩
সুধীরচন্দ্র মজুমদার			
বিদ্যাপতির শিবগীত : ১ম	৫৩	১-২	৩৩-৪০
ঐ : ২য়	৫৩	৩-৪	৭০-৮৪
সুনন্দনকুমার সেন			
আদি বাসভূমির সন্ধান	১১১	৩-৪	৩০-৩৯
সুনীতিকুমার রায়			
আলোচনা : ‘কৃষ্ণলীলামৃতসিদ্ধু’	৯০	৪	৫১-৫২
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়			
অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা উৎসবে			
পরিষৎ সভাপতির ভাষণ	৮১	২-৪	৫-৭
আরবী ও ফারসী নামের বাংলা অনুলিখন	২৫	৪	১৬৭-১৮৬
আরবী ও ফারসী নামের বাংলা লিপ্যন্তর	২৪	৪	২১৩-২৫২

একশীতিতম প্রতিষ্ঠাদিবস-উৎসব : সভাপতির অভিভাষণ	৮০	২	১-১৮
			ফ্রেণ্ডপত্র
“কলিকাতা” নামের ব্যুৎপত্তি	৪৫	১	১০-১৬
‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’	৪৬	১	৪৮-৫৬
‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ ও বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব	২৩	৩	১৯৭-২১৭
খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা	৩৩	২ (১)	১৩১-১৩৬
গীতগ্রামের আবিষ্কার	৩৫	২	১০৭-১০৯
গ্রাম্য শব্দ-সঙ্কলন	৩৩	২	১০৫-১০৮
চুরাশীতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ	৮৩	১-২	১-৯
ডেভিড হেয়ার : দ্বিশতবার্ষিক জন্মোৎসব (১৯৭৬)	৮২	১-২	২৬-৩০
ত্রিশীতিতম বর্ষগ্রন্থি উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ	৮২	১-২	১-১৪
দ্বিংশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবসে সভাপতির অভিভাষণ	৮১	১	ফ্রেণ্ড ১-৯
দ্ব্যশীতিতম বার্ষিক অধিবেশন সভাপতির অভিভাষণ	৮২	১-২(ফ্রেণ্ডপত্র)	১-১৫
“নেপালে ভাষা নাটক” সম্বন্ধে মন্তব্য	৩৬	৩	১৮৪
প্রাচীন বাঙ্গালা ‘আছঠ’, ‘আউট’ ও			
সার্ক-সংখ্যা-বাচক শব্দাবলী	৩০	৩	১১৩-১১৭
“বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষায় বর্তমান কালের			
উত্তমপুরুষ” শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য	৩৭	৩	৯৫-৯৮
“বাংলা ভাষায় অনুজ্ঞা” সম্বন্ধে আলোচনা	৩১	৪	১৭৭-১৭৯
—ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা	৩১	৪	১৮১-১৮৬
বাঙ্গালা-ভাষায় কর্ম ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া	৩০	২	৫৭-৭৬
বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য শব্দ সঙ্কলন	৩৫	৩	১৪৪-১৫৩
ব্রিটিশ-মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজপত্র	২৯	৩	১০৯-১২৬
ভারতচন্দ্রের একখানি পুঁথি	৪৫	১	১০-১৬
ভোট-বীর কেসন্-এর কথা	৪৭	২	১২৬-১৩২
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিরক্ষণ	৩৯	১	/০—১০
“মুর্শিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি”—পাঠ সম্বন্ধে	৩১	১	৪৩-৪৪
মন্তব্য			
রাখাল-স্মৃতি	৮১	২-৪	৩৫-৫৬
লিখিত ভাষণ (হেমলতা দেবীর একনবতিতম			
বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অর্থদান উৎসব)	৬৭	২	ফ্রেণ্ডপত্র ৪-৫
ষট্‌ত্রিংশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ	৮০	১	১-১১
স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি	৩৬	৩	১৫৭-১৬৯
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়			
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদের নবাবিস্কৃত পুঁথি সম্বন্ধে আলোচনা	৩৯	৩	১৯৫-২০৬

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

রবি দত্ত : বিস্মৃত কবি-অনুবাদক ৭৪ ৩ ১৩৯-১৬১

সুনীল সাহা

বাংলার লোকসমাজ ও দেশীয় সংগীতকলা ১১৩ ১-২ ১৯৫-২০৯

সুনীল সেন

রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাস-চিত্তা ৮২ ১-২ ৪৯-৫৪

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

রামরাম বসুর ধর্মচিন্তা ৯২ ১-২ ৫৪-৬৫

সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্রষ্টব্য শুভেন্দু সিংহরায় ও সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সুবিনয় মিশ্র

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : গ্রন্থপঞ্জি ১১১ ২ ৯২-৯৩

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাপঞ্জি ১১১ ২ ৯৪-৯৯

বিজিতকুমার দত্ত : জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি ১০৯ ৩-৪ ১৪৯-১৫০

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা লেখকসূচি ১৩০১-১৪১৩ ১১৩ ৪ ১৯০-২৬৬

সুভদ্রকুমার সেন

ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও সুকুমার সেন ১০৬ ১-৪ ৫৭-৭৬

কা আ তরুণের প্রসঙ্গ ৯৫ ৩-৪ ১৪২-১৪৪

বাংলাভাষার বিলুপ্ত অধ্যায় : একটি অনুসন্ধান ১০৩ ১-৪ ১৫৯-১৬৮

সুভাষ ভট্টাচার্য

বাংলা কবিতার উন্মেষ ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ১১৩ ১-২ ১১২-১২০

সুমঙ্গল রাণা

রামকিশোর শিরোমণির 'কালিকাসঙ্গীতামৃত' ৯০ ৩ ১৬-২০

সুমন ভট্টাচার্য

অন্নদাশঙ্কর : কথা সমাজদ্বয় ১০৯ ৩-৪ ৩১-৪৪

অসিতকুমার : উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে ১১১ ২ ৬৪-৭৪

মণীশ ঘটক : চারপাশের শরণার্থ ১০৯ ১-২ ৭৪-৯৫

মণীশ ঘটক : জীবনীপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি ১০৯ ১-২ ৯৬-৯৮

যোগেশচন্দ্র বাগল : পাঠক ও পঠিত ১১১ ১ ৫০-৫৭

সংস্কারের দ্বন্দ্ব : পত্রিকার শিল্প-বাণিজ্যের ভাব, না

বাণিজ্যের পত্র-শিল্পের ভাবনা ১১৩ ৪ ৩৪৮-৩৬৩

সুমিতা চক্রবর্তী

গ্রন্থ সমালোচক তারাকঙ্কর ১০৪ ১-৪ ১৭৩-২০২

চিরকুমার সভা-র চির-বিধবা ১১৩ ১-২ ৫৩-৬১

রহস্যগল্প, ভৌতিক গল্প, গোয়েন্দা গল্প এবং সরস

গদ্যের শিল্পী সুকুমার সেন ১০৬ ১-৪ ৭৭-৯৮

স্থির বিশ্বাসের সংকট : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

সাহিত্যকথন	১০৩	১-৪	৮৫-১০৯
সুমিত্রা ভট্টাচার্য			
তীর্থঙ্কর অমিয় চক্রবর্তী	১০৭	১-৪	৯৫-১০৩
সুমেশা মিত্র			
অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু	১১০	১-২	২১-৪১
বিশ্মৃত এক সংগ্রাহক এবং একটি সংগ্রহালয়			
গড়ে তোলার ইতিবৃত্ত	১১১	১	২০০-২০৮
সুরজিৎ দাশগুপ্ত			
অন্নদাশঙ্করের ধর্মচিন্তা	১০৯	৩-৪	১৫-২০
রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠি ও অন্নদাশঙ্কর রায়	১১২	১-২	২-৬
শতবর্ষে বাংলা ছোটগল্পের দুই শিল্পী	১১১	১	৫৮-৬২
সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী			
রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা	১২	১	১৪-৩৫
সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়			
তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা	২০	৩	২২১-২৩০
সুরেন্দ্রনাথ সেন			
দোম আঙোনিয়োর পুথিতে অশোক যুগের ভাষা	৪৬	৪	২৯৪-২৯৫
সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ চৌধুরী			
ছিলমাবাদের মেলা	১৯	১	৩৭-৩৮
সুরেশচন্দ্র দত্ত			
গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-পলিভূমির কর্দম	১৯	১	৭-৯
নিম্নবঙ্গের বিল	২৫	২	৬৩-৬৮
পিণ্ডারির পথে তাম্রমল	২১	২	১১৭-১২১
মগরাহাটের পশ্চিমের রাজা মাটি	২৪	৩	১৭১-১৮০
সরিফপুরের লৌহমল	২০	২	১৩৭-১৪২
সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত			
বগুড়া জেলায় প্রচলিত কতিপয়			
প্রাদেশিক শব্দ/প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ	১৯	৪	৫৭-৬৪
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়			
বাংলা শব্দভাণ্ডারে নূতন রত্ন	৯২	৩-৪	১১৭-১১৯
সুশীলকুমার দে			
“আসামের পত্র-পত্রিকা” প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুএকটি কথা	২৪	২	৯১-৯২
ইউরোপীয় লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা			
পুস্তক : “কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ”	২৩	৩	১৭৯-১৯৪
ঐ : পরিশিষ্ট	২৩	৩	১৯৪-১৯৫
গোপাল ভট্ট	৪৫	২	৭৩-৮৫

জগদীশচন্দ্র বসু জন্মশতবার্ষিকী : শ্রদ্ধাঞ্জলি	৬৫	৩	২২১-২২২
ভদ্রাঙ্কুর	২৪	১	৪২-৫৮
মহাভারতের কয়েকটি টীকাকার	৪৬	৩	১৮৩-১৯১
রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ	২৪	২	১০১-১২২
রামনারায়ণ তর্করত্ন ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী	৩৮	১	২২-৫৪
ঐ : আলোচনা সম্বন্ধে মন্তব্য	৩৮	২	১৩১-১৩২
“সংবাদ সাধুরঞ্জন”	২৪	১	৩৯-৪১
সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে ‘আখ্যায়িকা’ ও ‘কথা’	৩০	৩	১০১-১১১
সভাপতির অভিভাষণ	৬৪	১-২	৬৭-৬৯
সমাচার-দর্পণ	২৪	৩	১৪৯-১৭০
হরচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী	৩৩	৩	১৪১-১৬২
সূর্যকুমার ভূঞা			
বঙ্গালাভাষায় আসামের ইতিহাস	৩৩	১	১৯-৩৫
সূর্যনারায়ণ সেন			
ছোট চান্দরের উপস্কার	২০	১	২৫-৩২
সেরিনা জাহান			
রোকেয়া একশো পঁচিশ : ফিরে দেখা	১১২	৪	১৬৫-১৭৩
সৈয়দ মুজতবা আলী			
পত্র (শ্রীহরিপ্রায় চক্রবর্তীকে লেখা)	১১১	১	১২০-১২১
প্রাণতোষ ঘটককে লেখা মুজতবা আলির পত্র	১০৮	১-৪	১২৭-১৫২
সৈয়দ মহম্মদ নাজিম ও ছুয়ারনাথ রায়চৌধুরী			
ছায়াতরু	১১১	২	১৬২; ১৬৪
নাজিম হয়াত লিখিত উর্দু কবিতা ‘শজর-এ সায়াঃদার’- এর অনুবাদ ও প্রতিবর্ণীকরণ।			
সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়			
স্বদেশি আন্দোলন : ফিরে দেখা	১১২	১-২	১৪৪-১৫৮
সোমেন ঘোষ			
বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্রচর্চা রূপরেখা ও বিবর্তন	১১২	৪	২০০-২১৮
সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী			
বন্দর কাশিমবাজার	৭৪	২	৮৯-১৩৮
সোমেশ্বর ভৌমিক			
একটি চিঠি থেকে একটি চিত্রনাট্য			
রবীন্দ্র জীবনের একটি ব্যতিক্রমী অধ্যায়	১১০	৩	৯৫-১১০
সৌরীন ভট্টাচার্য			
শতবর্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ	১০১-১০২	যুগ্ম সংখ্যা	১৩-২০

স্বপন বসু

‘আর্যদর্শন’ সম্পর্কে দু’চার কথা	১০৭	১-৪	১০৯-১১৩
‘নবজীবন’ সম্পর্কে দু’চার কথা	১০৯	১-২	২৩৫-২৩৯
‘প্রচার’ সম্পর্কে দু’চার কথা	১০৮	১-৪	১৫৩-১৫৮
‘বিভা’ সম্পর্কে দু’চার কথা	১১০	৩	১৪৬-১৪৮
উনিশ শতকের ব্যঙ্গপত্রিকা	১১৩	৪	১০১-১৪০

স্বপন সোম

জন্মশতবর্ষে দুই মহান শিল্পী	১১২	৩	১১৬-১২১
-----------------------------	-----	---	---------

স্বস্তি মণ্ডল

বিয়োগপঞ্জী : গোপাল হালদার	৯৫	৩-৪	১৬৮-১৭২
----------------------------	----	-----	---------

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

বৈদিক দেবদেবীদের বিষয়ে আচার্য সুকুমার সেন	১০৬	১-৪	১-১১
--	-----	-----	------

হরগোপাল দাসবুধু

বাঙ্গালা পুথির বিবরণ (১-৮৪)	১৩	৩	১৬১-১৯২
-----------------------------	----	---	---------

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আমাদের ইতিহাস	৩২	৪	১৯৫-২০১
---------------	----	---	---------

কাঁটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন-পিত্তল-ফলক

কাশীনাথ বিদ্যানিবাস	৩৭	৪	১৭৫-১৭৮
---------------------	----	---	---------

চণ্ডীদাস

	২৬	২	৭৫-৮৪
--	----	---	-------

	২৯	৪	১২৭-১৪৫
--	----	---	---------

চিরঞ্জীব শর্মা	৩৭	৩	১৩৪-১৪২
----------------	----	---	---------

ধোয়ী কবির পবনদূত	৫	৩	১৮৭-১৯৬
-------------------	---	---	---------

পুরুষোত্তমদেব	৩৯	১	১-৬
---------------	----	---	-----

‘প্যারীচাঁদ মিত্র	৩১	৪	১৫৭-১৬৩
-------------------	----	---	---------

বাঙ্গালা ব্যাকরণ	৮	১	১-৭
------------------	---	---	-----

বাঙ্গালা ব্যাকরণ	১১০	৪	১৯৫-২০০
------------------	-----	---	---------

[সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৮ম ভাগ ১ম সংখ্যা,

১৩০৮ থেকে পুনর্মুদ্রিত]			
-------------------------	--	--	--

বাঙ্গালার পুরাণ অঙ্কর	২৭	১	১-১২
-----------------------	----	---	------

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার	৩৮	৩	১৩৫-১৪৪
-----------------------	----	---	---------

বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন?	৩৩	২	৯১
--------------------------------------	----	---	----

বৃহস্পতি রায়মুকুট	৩৮	২	৫৭-৬৪
--------------------	----	---	-------

বৌদ্ধ-ঘণ্টা ও তাম্রমুকুট	১৭	২	১২৯-১৩০
--------------------------	----	---	---------

‘ব্রহ্মা’ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা (২)	২৮	৩	১১৮-১১৯
---------------------------------------	----	---	---------

ভারতবর্ষের ইতিহাস কোথা হইতে আরম্ভ করা উচিত—

সভাপতির অভিভাষণ	৩৬	১	১-২১
-----------------	----	---	------

মহাদেব	২৮	৩	১৪৫-১৫২
রত্নাকরশাস্তি	৩৮	১	১-৪
রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল	৪	১	৬০-৬৮
রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার	৩৮	৪	২১৫-২১৮
সভাপতির অভিভাষণ	২১	১	২১-৪৭
সভাপতির সম্বোধন	২১	৪	২৪১-২৭৭
সাহিত্য-শাখায় সভাপতির সম্বোধন	২১	৪	২৭৯-২৮৮
সভাপতির অভিভাষণ	২৯	১	৪৩-৫৩
	৩৫	১	১-৭
	৩৬	১	১-২১
	৩৭	২	৬১-৬৯
সম্বোধন	২২	২	১২১-১৬০
	২৩	২	৮১-৯৪
হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ	৩১	২	৪৫-৬৪
হিন্দুর মুখে আরঞ্জের কথ্য	২১	৪	২৮৯-২৯৬
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী			
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী [১]	৩৩	১	৪৫-৪৭
হরমোহন মজুমদার			
আয়ুর্বেদে অস্থিবিদ্যা প্রবন্ধের মীমাংসা	১৫	৪	১৯৩-২০৩
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়			
ভাষা চতুর্ভূত-রূপ	৫৭	৩-৪	৪৯-৫১
মহাব্যাহতি	৫৮	৩-৪	৩৭-৩৮
হরিন্দাস পালিত			
আদ্যের গন্তীরা	১৬	১-২	৪-৭৫
গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব	১৭	৪	২৪৭-২৫৬
মালদহের পল্লীভাষা	১৮	৩	১৩৭-১৭৯
রাঢ়ী-বাংলার আলিঙ্গনা-চিত্র (শূরভূম ও গোপভূম)	৪১	৪	১৩০-১৩৭
শিবের গাঙ্গন	১৮	৪	২০১-২১৮
দ্রষ্টব্য মণীন্দ্রমোহন বসু, হরিন্দাস পালিত,			
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়			
হরিন্দাস মিত্র			
বগুড়ার নবাবিষ্কৃত ভগ্ন শিলালিপি	২৬	৪	১৯৭-২০৭
হরিন্দাস সাহা			
নালিতা	২৮	২	৬৫-৬৭
হরিনাথ ঘোষ			
মানভূম-ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি	২৮	২	৭৫

মানভূম জেলার গ্রাম্য ভাষা	২১	১	৬৩-৬৮
মানভূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত	২২	৪	২৪৯-২৫৪
হরিমোহন ভট্টাচার্য			
জৈন-দর্শনে স্যাদবাদ	৩০	৪	১৪৩-১৬০
	৩১	১	১-১০
হরিসত্য ভট্টাচার্য			
জৈন-দর্শনে ধর্ম ও অধর্ম	৩৪	২	৯৯-১০৯
প্রমাণ	৩৩	১	১-১৮
শব্দ ও অর্থ	৪৭	৩	১৬৬-১৭৫
“সর্বজ্ঞ”	৪৮	১	১-১৮
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়			
“অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী”	৩৪	১	৪৫-৪৬
‘অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী’র উপর মন্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য	৩৪	২	১২৪
‘গোপালদাসের রসকল্পবল্লী’ প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিবেদন	৩৮	৩	১৪৯-১৫৪
চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন	৩৭	১	৪০-৫৪
‘চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন’ সম্বন্ধে হরেকৃষ্ণ			
বাবুর বক্তব্য	৩৭	১	৫৯-৬০
‘চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন’—আলোচনা	৪০	৩	১০৪-১০৫
রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	৩৬	৪	১৯৯-২১৪
‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও জাগের গান’ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা	৩৯	১	১৩৭-১৩৮
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী	৩৭	২	৯৯-১২৪
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়			
‘বড় চণ্ডীদাসের পদ’ সম্বন্ধে বক্তব্য	৪৩	১	৩৭-৪৪
“শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদের নবাবিষ্কৃত পুঁথি” প্রবন্ধ			
সম্বন্ধে মন্তব্য	৩৯	৩	১৯৫-২০৬
হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী			
ভাষণ [আচার্য যদুনাথ সরকারের সংবর্ধনা]	৫৫	৩-৪	৯৩
হাবিব রহমান			
অন্নদাশঙ্কর রায়ের ‘হিন্দু মুসলমান’ প্রবন্ধের			
মূল পাঠ ও প্রসঙ্গত	১০৯	৩-৪	৪৫-৮৬
আবদুদুদাহ : বাঙালি মুসলমানের ক্রান্তিকালের দলিল	১১০	৩	১১৬-১৩৩
হাম্মাৎ মামুদ			
জসীমউদ্দীন : আমার স্বপ্নের বাস্তব	১১০	৪	৩৭-৪১
হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী			
প্রাচ্য ও উদীয়	১৯	১	৩১-৩৬

হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতিষিক পরিভাষা	৬	৩	২৪০-২৫১
গণিত-পরিভাষা	২০	১	১৭-২২
বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত উর্দু, পারসী ও আরবী শব্দের তালিকা	৮	৩	১৬২-১৮৫
বৈদিক সমালোচনা	৭	৩	১৪২-১৫২

হারাণন দত্ত

কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	৯৩	১	৫-১৭
প্যারীমোহন সেনগুপ্ত	৮৫	৩-৪	১৮-৩৯
বঙ্গে সরস্বতীর প্রায়-বিলুপ্ত প্রবাহ	৯৩	২-৪	১-১৯
স্মৃতি তর্পণ: চিন্তাহরণ চক্রবর্তী	৭৯	১-৪	৬৮-৭৪
স্মৃতি তর্পণ: নির্মলকুমার বসু	৭৯	১-৪	৭৫-৭৯
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়	৮১	২-৪	৮৭-৯৫
হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য	৮২	১-২	৬৩-৭১

হিতেশ্বরজ্ঞান সান্যাল

বাংলার মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্প (আলোচনা)	৭৪	৪	২০৯-২১৪
-------------------------------------	----	---	---------

হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার শিখ	১০৮	১-৪	৭১-৯৩
পিতামহের জীবনের এক বছর : ১৯৪৪ সাল	১০৪	১-৪	২৭-৫৪

তারাকান্ত প্রসঙ্গে।

হিরণ্ময় চক্রবর্তী

প্রসঙ্গ : সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি পত্র	১১১	১	১২২-১২৩
---------------------------------------	-----	---	---------

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	৮০	৪	১-৩
-----------------------	----	---	-----

বাংলা লোকসঙ্গীতের সামাজিক পটভূমি	৭৯	১-৪	৩৭-৪৩
----------------------------------	----	-----	-------

লালন ফকির	৮১	২-৪	৫৯-৬৪
-----------	----	-----	-------

পত্রগুচ্ছ : প্রবালকান্তি হাজরাকে	১১২	১-২	৯০-১০৬
----------------------------------	-----	-----	--------

বাংলা গদ্যরীতির জন্মকথা	৭৪	১	১-৬
-------------------------	----	---	-----

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

ভাষা চিন্তা : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১১১	২	৫৬-৬৩
---	-----	---	-------

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ইতিহাস ও ঐতিহ্য	৪৮	২	৪৯-৬৫
-----------------	----	---	-------

কৃষ্ণিবাস	১	২	৬৫-৮০
-----------	---	---	-------

দুর্গা দেবী	৪৬	২	৮১-৮৯
-------------	----	---	-------

“নাথধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব” প্রবন্ধের আলোচনা	৩১	২	৮৮
---	----	---	----

প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র	৪৫	১	১-৯
------------------------------	----	---	-----

প্রাচীন সাহিত্যালোচনা	১	১	২৭-৩৫
-----------------------	---	---	-------

বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ	৪৫	২	৯০-১০০
বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারত্ব	৪৫	৩	১৩৯-১৪৭
“মহাদেব” প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা	২৮	৩	১৫২-১৫৩
*রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী [২]	৩৩	১	৪৭-৪৮
হেনা বসু			
দ্রষ্টব্য টোনি কে স্টুয়ার্ট ও হেনা বসু			
হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত			
খনিজবিদ্যার পরিভাষা	১৫	৩	১২৯-১৩৪
গঙ্গোত্রী-পথে	২০	৪	৩১৯-৩২০
চিকিৎসাবিদ্যার পরিভাষা	১৭	২	১৩১-১৩৩
প্রস্পেক্ট পাহাড়ের ভূ-তত্ত্ব	২৩	৩	২১৯-২২১
বঙ্গদেশের ভূমিকম্প (১ম ভাগ)	১৪	৩	১২৯-১৩৮
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	১৩	৪	২৪৮-২৫৩
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (গণিত ও জ্যোতিষ-বিষয়ক)	২১	১	৬৯-৭৯
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি কথা	৩৪	৪	২৫৭-২৫৮
যশোহরে প্রাপ্ত তিনটি গোলা	১৯	১	৫৯-৬০
হিমনদ-ঘুট উপলব্ধি	১৭	৪	২১৯
হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী			
আসামে শ্রীচৈতন্য	২২	৪	২৪১-২৪৮
কামাখ্যা মন্দির	২৫	২	৭৭-৮২
হেমসুন্দর সরকার			
শব্দার্থ-বিজ্ঞানের ইতিহাস	২৭	১	২১-২৪
হেমলতা দেবী			
ভাষণ (একনবতিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে)	৬৭২	ক্রোড়পত্র	১-৩
শেষ পুরস্কার (একনবতিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে)	৬৭২	ক্রোড়পত্র	৪
হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়			
মাধ্যমিক বৌদ্ধদের শূন্যবাদ	৬২	২	১১৯-১২১

Dias, Anthony Lancelot

Eighty Second Foundation Day Celebration
of the Bangiya Sahitya Parishad :

Governor's address ৮১ ১ ১-৫

লেখকসূচি প্রসঙ্গে

রজনীকান্ত গুপ্তের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র হিসাবে সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা-র আত্মপ্রকাশ। শ্রাবণ ১৩০১ কালচিহ্নিত প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ২০ আগস্ট ১৮৯৪ তারিখে (সূত্র : বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ)। বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে সে দিনটি ৫ ভাদ্র ১৩০১ সোমবার। পত্রিকাটি ১০০/১ মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের বাম্মীকি যন্ত্র থেকে ছাপা হয়। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকা, ৫০০ কপি ছাপা হয়েছিল। মূল্য ১২ আনা (সাম্প্রতিক ০.৭৫ পয়সা)।

প্রথম বছরে তিনটি সংখ্যা বেরোয়—শ্রাবণ, কার্তিক ও মাঘ। পরের দিকে আর মাসের উল্লেখ থাকত না, সম্ভবত যথাসময়ে প্রকাশ করতে না পারায়। প্রকাশের কয়েক বছর পর থেকেই পত্রিকার নাম হয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ২য় থেকে ৪৩ বর্ষ পর্যন্ত নিয়মমাফিক ৪টি করেই সংখ্যা বেরোত প্রতি বছর। ৪৪ বর্ষে প্রথম দুটি একক সংখ্যা বেরোনোর পর ৩য়-৪র্থ সংখ্যা যুগ্ম হিসাবে প্রকাশিত হয়। এই শুরু। পরে নিয়মিত যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশিত হতে থাকে—২টি, ৩টি, ৪টি, ১২টি, এমনকি সর্বাধিক ২২টি সংখ্যাও যুগ্ম হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে ১১৩ বছরে যেখানে ৪৫১টি ত্রৈমাসিক সংখ্যা বেরোনোর কথা, সেখানে বেরিয়েছে ৩০১টি স্বতন্ত্র সংখ্যা—১৫০টি সংখ্যা আর আলাদা করে বেরোয়নি।

অতিরিক্ত সংখ্যা অবশ্য স্বতন্ত্র কোন সংখ্যা নয়, ক্রোড়পত্র। এগুলি বিভিন্ন বর্ষের অন্তর্ভুক্ত, স্বতন্ত্র পৃষ্ঠাচিহ্নিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থের অংশ। তাই সেগুলিকে সংখ্যাগণনার মধ্যে ধরা হয়নি।

বিশেষ সংখ্যা স্বভাবত নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক, একক বা যুগ্ম—যাই হোক না কেন। এখানে ব্যক্তিনাম বা বিষয়নাম চিহ্নিত সংখ্যাকেই বিশেষ সংখ্যা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। পাঁচমিশালি সংখ্যায় নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ থাকলেও সেগুলি বিশেষ সংখ্যা হিসাবে গৃহীত হয়নি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বাংলা ভাষার প্রথম গবেষণা পত্রিকা। সৃজন সাহিত্য নয়, সে বিষয়ে তথ্যনির্ভর, বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধই এর উপজীব্য। সবসময় যে সমমানের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এমন নয়, তবু ১১৩ বছরে প্রকাশিত সহস্রাধিক প্রবন্ধের বড় একটা অংশেরই যথেষ্ট গবেষণামূল্য রয়ে গেছে আজও। গবেষক ও সন্ধানী পাঠকের প্রয়োজনে তাই লেখকসূচি প্রকাশের প্রয়াস।

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত পরিষৎ-পরিচয় গ্রন্থের দুই সংস্করণে (কার্তিক ১৩৪৬ ও ফাল্গুন ১৩৫৬) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা-য় প্রকাশিত প্রবন্ধের বিষয়ানুক্রমে বিন্যস্ত সূচি মুদ্রিত হয়। এই সূচির প্রথমটির কালসীমা ৪২ বর্ষ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টির ৫৫ বর্ষ পর্যন্ত। প্রতি বিষয়ের রচনা অবশ্য কালানুক্রমে সজ্জিত। ইতিপূর্বে প্রকাশিত পরিষৎ-পঞ্জিকা-য় প্রতি বর্ষে একই পদ্ধতিতে রচনাসূচি মুদ্রিত হওয়ার রীতি ছিল প্রথমাবধি। দেবজ্যোতি দাশ সঙ্কলিত ১-৭৫ বর্ষের লেখকসূচি লেখকনামের বর্ণানুক্রমে এবং রচনা কালানুক্রমে বিন্যস্ত। প্রয়াত শান্তিপদ ভট্টাচার্য সঙ্কলিত ৭৬-৯২ বর্ষের লেখকসূচি উভয়ক্ষেত্রেই বর্ণানুক্রমিক। বর্তমান লেখকসূচিতেও একই রীতি অনুসৃত হয়েছে। পরিশিষ্টে পত্রিকাধ্যক্ষগণের নামের তালিকাসহ বিশেষ সংখ্যা, যুগ্ম সংখ্যা এবং অতিরিক্ত সংখ্যার তালিকা প্রদত্ত হল। সংলেশের মূল বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

পরিশিষ্ট ১
পত্রিকাধ্যক্ষ

নাম	বর্ষ
১ রজনীকান্ত শুভ্র	১-৩
২ নগেন্দ্রনাথ বসু	৪-৫, ১১-১৮
৩ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৬-১০, ২৪-২৫
৪ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	১৯-২৩
৫ ঋগেন্দ্রনাথ মিত্র	২৬-২৯
৬ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩০, ৩৬-৪০
৭ নরেন্দ্রনাথ লাহা	৩১-৩৫
৮ নলিনাক্ষ দত্ত	৪১
৯ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী	৪২-৪৪, ৫০-৫৫, ৬৩-৬৪
১০ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫-৪৬
১১ সজনীকান্ত দাস	৪৭
১২ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	৪৮-৪৯
১৩ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	৫৬-৫৯/১-২
১৪ শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	৫৯/৩-৪-৬০
১৫ ত্রিদিবনাথ রায়	৬১-৬২
১৬ পুলিনবিহারী সেন	৬৫-৬৬
১৭ দিলীপকুমার বিশ্বাস	৬৭-৭১
১৮ ফণিভূষণ চক্রবর্তী	৭২-৭৪
১৯ দেবীপদ ভট্টাচার্য	৭৫-৭৮
২০ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত	৭৯-৮০/১-২
২১ জটিলকুমার মুখোপাধ্যায়	৮০/৩-৪
২২ রমেশচন্দ্র মজুমদার	৮১
২৩ অনাথবন্ধু দত্ত	৮২
২৪ কাবীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৮৩
২৫ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৪-৮৫, ৯১-৯৫/১-২
২৬ সরোজমোহন মিত্র	৮৬-৯০
২৭ অলোক রায়	৯৫/৩-৪-১০০
২৮ সত্যজিৎ চৌধুরী	১০১-১০৪
২৯ প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত	১০৫
৩০ প্রভাতকুমার দাস	১০৬-১১৩/২-৩
৩১ প্রভাতকুমার দাস ও সুবিমল মিশ্র	১১৩/৪
১-২০ বর্ষ : পত্রিকা সম্পাদক; ২১-১০০, ১০৫-১১৩ বর্ষ : পত্রিকাধ্যক্ষ এবং	
১০১-১০৪ বর্ষ : সম্পাদক	

পরিশিষ্ট ২
বিশেষ সংখ্যা

১	রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষপূর্তি	৬৬/৩-৪
২	ভারতের গ্রামজীবন	৬৮/১-৪
৩	রাধাকান্ত দেব সংখ্যা	৯১/২-৪
৪	পরিষৎ-এর শতবর্ষপূর্তি স্মারক সংখ্যা	১০১-১০২
৫	শততম জয়ন্তী স্মরণ	১০৩/১-২
৬	তারাকঙ্কর শততম জয়ন্তী স্মরণ	১০৪/১-৪
৭	আচার্য সুকুমার সেন জন্মশতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা	১০৬/১-৪
৮	বিজিতকুমার দত্ত স্মরণ	১০৯/৩-৪
৯	অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দিলীপকুমার বিশ্বাস স্মরণ	১১১/২
১০	বাংলা সাময়িকপত্র বিশেষ সংখ্যা	১১৩/৪

পরিশিষ্ট ৩
যুগ্ম সংখ্যা

বর্ষ/সংখ্যা	বর্ষ/সংখ্যা
৪৪/৩-৪	৬৮/১-৪
৫১/১-২, ৩-৪	৬৯/১-৪
৫২/১-২, ৩-৪	৭০/১-৪
৫৩/১-২, ৩-৪	৭১/১-৪
৫৪/১-২, ৩-৪	৭২/১-৪
৫৫/১-২, ৩-৪	৭৩/১-৪
৫৬/১-২, ৩-৪	৭৪/১-৪
৫৭/১-২, ৩-৪	৭৫/২-৪
৫৮/১-২, ৩-৪	৭৬/১-৭৮/৪
৫৯/১-২, ৩-৪	৭৯/১-৪
৬৪/১-২, ৩-৪	৮১/২-৪
৬৬/৩-৪	৮২/১-২, ৩-৪
৬৭/৩-৪	৮৩/১-২, ৩-৪

৮৪/১-২, ৩-৪	১০৩/১-২
৮৫/১-২, ৩-৪	১০৪/১-৪
৮৬/২-৩	১০৫/১-৪
৮৯/১-২, ৩-৪	১০৬/১-৪
৯১/২-৪	১০৭/১-৪
৯২/১-২, ৩-৪	১০৮/১-৪
৯৩/২-৪	১০৯/১-২, ৩-৪
৯৪/১-২, ৩-৪	১১০/১-২
৯৫/১-২	১১১/৩-৪
৯৫/৩-৪-১০০	১১২/১-২
১০১-১০২	১১৩/১-২

পরিশিষ্ট ৪
অতিরিক্ত সংখ্যা

৭ অতি-১	মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর তিরোভাব উপলক্ষে আহুত বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি কর্তৃক পঠিত [প্রবন্ধ] : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১-৩
৭ অতি-২	শঙ্কর ও শাক্যমুনি : কালীবর বেদান্তবাগীশ পৃ ১-২৫
৭ অতি-২	বৌদ্ধধর্ম : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ২৬-৫৫
৭ অতি-২	বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ : সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ পৃ ৫৬-৭২
৯ অতি	রামায়ণ-তত্ত্ব (১ম ভাগ) : অনাথকৃষ্ণ দেব পৃ ১-২৪
৯ অতি	পুঁথির বিবরণ : আবদুল করিম পৃ ১-৬৪
১০ অতি	পুঁথির বিবরণ : আবদুল করিম পৃ ৬৫-১৯২
১১ অতি	রামায়ণ-তত্ত্ব (২য় ভাগ) : অনাথকৃষ্ণ দেব পৃ ১২৯-২৩৪
১২ অতি	বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ : আবদুল করিম পৃ ১৯৩-২৬৮
১৪ অতি	শকাধিকার কাল ও কনিষ্ক : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ১-৬৯
১৫ অতি	[‘সপ্তগ্রাম’ প্রবন্ধোক্ত] আরবী খোদিত লিপির অনুলিপি : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ১-৫
১৫ অতি	বাঙ্গালা ভাষা : রাঢ়ের ভাষা : যোগেশচন্দ্র রায় পৃ ১-৩৩
১৭ অতি	বাঙ্গালা ভাষা : যোগেশচন্দ্র রায় পৃ ৩৫-১০৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশনের একটি অনন্য সস্তার

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

১ম-২২শ খণ্ড একত্রে পাওয়া যাচ্ছে



চ রি ত মা লার ন ব ত ম সং যো জ্ঞ ন

জসীমউদ্দীন / বন্দিরাম চক্রবর্তী

সুকুমার রায় / পার্থ বসু

গোপাল ভট্টাচার্য / ইলা সেনগুপ্ত

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় / নির্মল নাগ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ / ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

গোপাল হালদার / অমিয় ধর

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী / মানসী দাশগুপ্ত

গিরিবালা দেবী জ্যোতির্ময়ী দেবী / মঞ্জুশ্রী সিংহ

অদ্বৈত মল্লবর্মণ / অচিন্ত্য বিশ্বাস

চিত্তাহরণ চক্রবর্তী / ভবতোষ দত্ত

বুদ্ধদেব বসু / অমিয় দেব

সাবিত্রী রায় / সুদক্ষিণা ঘোষ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় / মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ / মঞ্জুলা বেরা

নিশিকান্ত / সুভাষ ঘোষাল

নতুন প্রকাশন প্রকল্প : দুস্ত্রাপ্য গ্রন্থমালা ১

উনিশ শতকে প্রকাশিত জ্ঞানীশঙ্কার সমর্থনে রচিত

চারটি দুস্ত্রাপ্য গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ

উনিশ শতকের জ্ঞানীশঙ্কা

সম্পাদনা : স্বপন বসু

জ্ঞানীশঙ্কা বিধায়ক / গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার

ভারতবর্ষীয় জ্ঞানীগণের বিদ্যাশিক্ষা / তারাক্ষর তর্করত্ন

জ্ঞানীশঙ্কা-বিধান / দ্বারকানাথ রায়

হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাঁহার সমুন্নতি / কৈলাসবাসিনী দেবী

দাম : ৬০.০০



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৭০০ ০০৬

ফোন : ২৩৫০-৩৭৪৩